কাম-সূত্রম্

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

১৩৩৪ সাল,

ভূমিকা।



বাৎস্যায়ন মুনিপ্রণীত এইসূত্র—ইহার নামেই অনেকে আতঙ্কিত হন। ...হু আমি এই বৃদ্ধবয়সে এই পুস্তকের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও সম্পাদন কার্য্য ...লইয়াছি। কেন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, প্রথমে তাহার কারণ প্রদর্শন করা ...চিত, তাহাই করিতেছি।—(১) এই পুস্তকের কর্ম্ম-নিদর্শনে এক দল নব্য ...শিক্ষিত, আমাদিগের প্রাচীন সমাজের যে চিত্র প্রদর্শন করেন, তাহাই পূর্ব্বতন ...আচার-সম্মত এবং পরবর্ত্তী কালের পরিবর্ত্তিত আচারই এখনকার সদাচার ...বলিয়া গণ্য—একথাটা যে সত্য নহে, তাহার প্রতিপাদন আমার এক উদ্দেশ্য। (২) স্বাধীনজাতির অধঃপতনের পূর্ব্বরূপ কেমন আকারের হয়,—তাহার প্রচার ...বার প্রবৃত্তি একার্য্যের দ্বিতীয় কারণ। (৩) অধঃপতিত অবস্থার স্বভাবাবে...হ—উদাহরণাকারে নাটকে উপন্যাসে সেই কলার ভূয়ঃ প্রচার [illegible] কতটা ...কল্যাণকর হইতে পারে, তাহার অনুধাবনে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা তৃতীয় ...কারণ। (৪) এই সূত্র মধ্যে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত, তাহার প্রকাশ ...চতুর্থ কারণ। (৫) বাৎস্যায়ন মুনির উদ্দেশ্য জ্ঞাপন দ্বারা—নাম মাত্রে ...আতঙ্কিত ব্যক্তিগণের আতঙ্ক-নিবারণ পঞ্চম কারণ। এই পাঁচটি অভীষ্ট-...সাধনে যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে ত আমার শ্রম সম্পূর্ণ সফল, ...আর যদি অংশতঃ কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলেও শ্রমবৈফল্যজনিত দুঃখ ...ভোগ করিব না। একষণে এই সূত্রের সময়-নির্ণয়ে যত্ন করিতেছি,—তাহার ...সহিত আমার প্রদর্শিত কারণসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সূত্র যখন ...রচিত, তখন দেশ সমৃদ্ধ; বিলাস-ব্যসনে সাধারণ প্রজা নিমগ্ন, জৈন-বৌদ্ধ-...সন্ন্যাসিনীরা নায়ক-নায়িকার দৌত্যকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। সকল ...সন্ন্যাসিনীর কথা বলিতেছি না, কিন্তু ঐরূপ সন্ন্যাসিনীরা যে গৃহস্থের শঙ্কাস্পদ ...হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। প্রমাণ—সতী রমণীগণের পক্ষে ইহাদিগের সহিত

মেলামেশা নিষেধ, যথা—"ভিক্ষুকী-শ্রমণা-ক্ষপণা-কুলটা-কুহকেক্ষণিকা-মূ
কারিকাভির্ন সংসৃজ্যেত" ভার্য্যাধিকারিক ৩য় অধিকরণ ১ অঃ ৯ সূঃ (১
পৃঃ)। পরস্ত্রীগ্রহণ-স্থান—"সখী-ভিক্ষুকীক্ষপণিকা-তাপসীভবনেষু সুখোপায়
পারদারিক ৫ম অধিঃ ৪২ সূঃ (২৮০ পৃঃ)। অবিমারক, কথাসরিৎসাগর, মাল
বিকাগ্নিমিত্র, মালতীমাধব, দশকুমার প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থে ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত
হওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকে গণিকাদুহিতার বিবাহ এবং হর্ষচরিতে ব্রাহ্মণ-গৃহে
বিলাসপ্রাচুর্য্যের পরিচয় আছে। এই সকল সাহিত্য গ্রন্থের সহিত বাৎস্যায়ন
সূত্রস্থিত সামাজিক তথ্যের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় একটা স্থূল সময় বুঝা
যায়—সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী দেড় সহস্র বৎসর মধ্যে এই সূত্র রচিত।
আরও বুঝা যায়—এই সূত্রে শাতকর্ণি-রাজ শাতবাহনের নাম নির্দ্দেশ
আছে। সুতরাং তাঁহার পরে এই সূত্র রচিত। শাতবাহন অন্ধ্র দেশের
রাজা। এসময়ে দক্ষিণাপথ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাজ্য ছিল।
অবিমারক ও শকুন্তলা চরিত্রের কথা থাকাতে মহাকবি ভাস ও মহাকবি
কালিদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া সংশয় হয়, কালিদাসের সময় কিন্তু খৃঃ ৩য় শতাব্দীর
পরে নহে। সংশয় বলিলাম কেন,—মহাকবিদ্বয় যে উপাখ্যানকে মূল করিয়া
তাঁহাদিগের নাটক রচনা করিয়াছেন, সে উপাখ্যানই বাৎস্যায়ন মুনিরও
অভিপ্রেত হইতে পারে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তীও হইতে পারেন। আর একটু
বিচার করিলে বুঝা যায়, বাৎস্যায়ন মুনি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী, বাৎস্যায়ন
মুনির কঞ্চুকীয় বা কাঞ্চুকীয় কালিদাসের এবং তৎপরবর্ত্তী কবিদিগের
নাটকে কঞ্চুকী। কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাসকবির নাটকে কঞ্চুকীয় বা
কাঞ্চুকীয়। বাৎস্যায়ন যে বরাহ মিহিরের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা অনুমান করিবার
কারণ আছে,—বাৎস্যায়ন যে সকল রমণীকে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়াছে
বরাহ-মিহির বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় প্রদান কর
অযোগ্যতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বরাহের লক্ষণ পূর্ব্বে প্রচারিত থাকি
বাৎস্যায়ন তাহা ত্যাগ করিতেন না। কারণ স্ত্রী-সংগ্রহ বৃহৎ সংহিতার
প্রতিপাদ্য নহে, অথচ তাহাতে আছে—

দুষ্টস্বভাবাঃ পরিবর্জ্জনীয়া বিমর্দ্দকালেষু চ ন ক্ষমা যাঃ।
যাসামসৃগ্‌বা সিতনীলপীতমাতাম্রবর্ণঞ্চ ন তাঃ প্রশস্তাঃ॥
যা স্বপ্নশীলা বহুরক্তপিত্তা প্রবাহিণী বাতকফাতিরিক্তা।
মহাশনা স্বেদযুতাঙ্গদুষ্টা যা হ্রস্বকেশী পলিতান্বিতা চ॥ ইত্যাদি।

এ সব কথা বাৎস্যায়ন সূত্রে প্রায়ই নাই। যে কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হয়—তাহার পক্ষে স্বেদযুতাঙ্গ প্রভৃতি ২১ টি দোষ বাৎস্যায়ন মুনির স্বীকৃত, কিন্তু অন্যপ্রকারে স্ত্রী-গ্রহণে তাহার উল্লেখ নাই, স্ত্রীসংগ্রহে প্রশস্ত ও অপ্রশস্তের কথাই বাৎস্যায়ন সূত্রে নাই, অথচ ঐ সূত্রের প্রধান প্রতিপাদ্যই হইল স্ত্রী-সংগ্রহ। রক্তদোষের জন্য রক্তের বর্ণভেদ-নির্দ্দেশ বাৎস্যায়নের নাই, বৃহৎ-সংহিতায় আছে। বাৎস্যায়ন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুবর্ত্তনে যে সকল নিষেধ করিয়াছেন, বৃহৎসংহিতায় তাহার উল্লেখ নাই। কারণ রাজকীয় ভোগার্থ যাহার উপদেশ, তাহাতে ধর্ম্মকথা বরাহমিহির আনয়ন করেন নাই; তাঁহার মনোভাব—সে বিষয়ের ভার ত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের উপরেই আছে; এখানে আর পুনরুক্তি কেন? দৃষ্টদোষের বিষয়েই বরাহের আলোচনা। ৪২১ শকাব্দ বা খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষাংশ বরাহের সময়। অপরদিকে দেখা যায়, এই বাৎস্যায়নের সূত্র-রচনা—ভাষা ও সৌত্র পদ্ধতি কৌটিলীয় অর্থনীতির অনুরূপ। উক্ত অর্থনীতিতে স্ত্রীসংগ্রহে যে দোষ অধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট—এই সূত্রে তাহাই প্রথমোল্লিখিত; যথা 'কুষ্ঠিনী ও উন্মত্তা' পরিবর্জ্জনীয়া (১ম অধিকরণ ৫ অধ্যায় ৩২ শ্লোক ১০৩ পৃঃ এবং কৌটিলীয় অর্থনীতি ৩ অধিকরণ ২ অধ্যায়) আর একটি কথা—মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্ম বিবাহের পরেই দৈবের স্থান নির্দ্দেশ, এই বাৎস্যায়নসূত্রে ও অর্থনীতিতে ব্রাহ্ম বিবাহের পরই প্রাজাপত্যের নির্দ্দেশ ও দৈব চতুর্থ (১ অধিকরণ ১ অঃ ২১ সূত্র ১৪৪ পৃঃ কৌটিলীয় অর্থনীতি ৩ অধি ২ অঃ)। ইহাতে বোধ হয়—এই বাৎস্যায়ন কৌটিল্যের পরবর্ত্তী হইলেও যথাসম্ভব আসন্ন,—তাহাতে ইঁহাকে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মুনি বলাই সঙ্গত বোধ হয়। অভিধান-চিন্তামণি নামক প্রাচীন জৈন অভিধানে—চাণক্যের নামপর্য্যায়ে বাৎস্যায়ন এবং কৌটিল্য নাম

নিবেশিত। তথাপি এই সূত্রকর্ত্তা বাৎস্যায়ন মুনি যে কৌটিল্য নহেন, তাহা অন্তঃপুররক্ষার মতভেদ দর্শনে সুস্পষ্ট প্রমাণিত। এবিষয়ে ১ম অধিকরণ ২য় অঃ ৪৫ সূত্র ৫১ পৃঃ এবং ৫ম অধিকরণ ৬ষ্ঠ অঃ ৪৪ সূঃ ৩১০ পৃঃ স্থিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; পুনরুক্তি-শঙ্কায় এস্থানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। বর্ত্তমান-পরিগৃহীত মত এই যে,—"বাৎস্যায়ন কৌটিল্যের নাম হইতেই পারে না কারণ বাৎস্যায়ন বাৎস্যগোত্র এবং কৌটল্য কুটলগোত্র, প্রকৃত পক্ষে কৌটিল্য নাম নহে, কৌটল্যই নাম। মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রী এই মতের প্রচারক; তিনি কেশব স্বামীর অভিধান ও জয়মঙ্গলাটীকার উক্তি প্রামাণ্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত। কিন্তু 'গর্গাদিভ্যো যঞ্' এইসূত্রের গর্গাদিগণের মধ্যে কুটলও নাই, কুটিলও নাই—অতএব গোত্রার্থে কৌটল্য বা কৌটিল্য পদ সিদ্ধ হইতে পারে না। মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে কুটল বা কুটিল নামে কোন গোত্রের উল্লেখও নাই। মুদ্রিত মৎস্যপুরাণ পুস্তকে 'কৌটিলি' নামে এক গোত্রকার ঋষি আছেন, তিনি বাৎস্যবংশীয় হইতে পারেন; কারণ বাৎস্য ভৃগুবংশীয় অন্যতম গোত্রকার, "ঔর্ব্বশ্চ জমদগ্নিশ্চ বাৎস্যো দণ্ডিনড়ায়নঃ।" (মৎস্যপুরাণ ১৯৫।১৭) এই বচনে বাৎস্যের প্রথমে উল্লেখ করিয়া শৌনকায়ন-জীবন্তি-কান্দোজাঃ(মৎস্যপুরাণ ১৯৫।১৮) তৎপরে 'সাত্যায়নির্মালায়নিঃ কৌটিলিঃ (মৎস্য ১৯৫।২৬ শ্লোকে) উল্লিখিত। শৌনকায়ন যে বাৎস্য তাহা "শরদ্বচ্ছুনক দর্ভাদ্ ভৃগুবৎসাগ্রায়ণেষু" (৪।১।১০২) পাণিনি সূত্রদ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণও আছে—"শৌনকায়নো বাৎস্যশ্চেৎ" কৌটিলিও সেইরূপ হইতে পারেন গর্গাদির মধ্যে গর্গ বৎস ইত্যাদি নিবিষ্ট আছে, এই সকল শব্দ যদি গণবাচক হয় অর্থাৎ তদ্বংশীয়ও যদি গর্গাদি শব্দদ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে কৌটিল্য হইতে পারে 'কৌটল্য' নহে। রক্ষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ। (৪।১।১১৪) এই সূত্রে অন্ধক শব্দ যেমন অন্ধকবংশধরের বাচক, নিতান্ত নূতন হইলেও এখানে অংশতঃ সে দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে। তাহা না হইলে গোত্রকল্পনা ত্যাগ করিতে হয়। আর বৎসবংশীয় কৌটিলিকে যদি গোত্রকর্ত্তা ধরা যায় তাহা হইলে, তাঁহাকে বাৎস্যায়ন বলিতেও আপত্তি হইতে পারে না। গৌতম গোত্রজ ব্রাহ্মণকে

[

যেমন আঙ্গিরস বলা যায়, 'শৌনকায়নো বাৎস্যঃ' যেমন ব্যাকরণের উদাহরণ সেইরূপ—'কৌটিল্যো বাৎস্যায়নঃ' এমন প্রয়োগ অসঙ্গত হইবে কেন? মৎস্য-পুরাণের মুদ্রিত পুস্তকের 'কৌটিলিঃ' স্থলে 'কৌটলিঃ' বা 'কুটলাঃ' এইরূপ পাঠই যদি শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কৌটল্য নামও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মূলে গোল থাকিতেছে,—গর্গ ও তদ্বংশীয়গণ এবং বৎস ও তদ্বংশীয়গণ যে গর্গাদির মধ্যে নিবিষ্ট হইবে ইহা ত নূতন কল্পনা. 'কৌটল্য' বা 'কৌটিল্য' গোত্রের পরিচায়ক ইহা মানিয়া লইলে সেই পদসিদ্ধির জন্যই ত এই কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ, কিন্তু তাহা যে মানিতেই হইবে, এবিষয়ে দৃঢ় প্রমাণ কি? মুদ্রারাক্ষস বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বত্রই কৌটিল্য পাঠ আছে. 'কৌটিল্য' নাম নিন্দার্থক মনে করিয়া চাণক্যভক্তগণ,—যে কৌটল্য নাম কল্পনা ও গোত্রকল্পনা করেন নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। 'কৌটিল্য' শব্দ 'কৌটিল্যে সাধুঃ' এই অর্থে সিদ্ধ করিলে নিন্দার্থক হয় বটে, কিন্তু তাহার অন্য অর্থও হইতে পারে; কুটিলা—সরস্বতী নদী তদ্দেশজাতকে কৌটিল বলা যায়; কৌটিল সারস্বত ব্রাহ্মণের নামান্তর হইতে পারে। তৎ-সম্বন্ধী কর্ম্মও কৌটিল—তত্র সাধুঃ 'কৌটিল্যঃ'। সরস্বতীতীর ব্রহ্মাবর্ত্ত, "সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" (মনু) ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণের কর্ম্মে যিনি দক্ষ, তিনি কৌটিল্য ইহা 'শালাতুরীয়' গোনর্দ্দীয় প্রভৃতির ন্যায় দেশ-নিমিত্তক সংজ্ঞাও বলা যাইতে পারে, অথবা ইহা আচারনিমিত্তক সংজ্ঞা। কৌটিল্য শব্দের এই অর্থ কঠিন,—তাঁহার কুটিল রাজনীতি প্রযুক্ত কর্ম্মে নন্দবংশ বিধ্বস্ত হইলে—কৌটিল্য শব্দের সরল অর্থ লোকে গ্রহণ করিতে থাকিল,—তাহাতেই ভক্তগণ পরে তাঁহার নাম 'কৌটল্য' করেন—এইরূপ অনুমান, ইহা একান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু পিশুন যে শাস্ত্রের অন্যতম আচার্য্য, সে শাস্ত্রের অপর আচার্য্যের কৌটিল্য নামই সঙ্গত,—কুটিল-কার্য্যে নিপুণতাই এই শাস্ত্রে বিচক্ষণতার পরিচায়ক। এই প্রকার রাজ্য-

বিপ্লাবকের নানা নামগ্রহণও একান্ত স্বাভাবিক। প্রাচীন হেমচন্দ্র সূরি অভিধানচিন্তামণিতে যে চাণক্যকে বাৎস্যায়ন এবং কৌটিল্য বলিয়াছেন —তাহা উপেক্ষা করিবার একেবারেই কারণ নাই, গোত্রপক্ষপাতিগণ 'কৌটিল্য' পদ যেরূপে সিদ্ধ করিবেন, সেইরূপে মৎস্যপুরাণোক্ত 'কৌটিলি' শব্দ হইতেও 'কৌটিল্য' পদ সিদ্ধ হইতে পারে। মৎস্যপুরাণের পাঠও যদি কৌটলি করা হয়, তাহা হইলে কৌটল্য গোত্র হইলেও তাঁহার বাৎস্যায়ন হইবার পক্ষে বাধা থাকে না, পূর্ব্বেই হেতু প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব কৌটিল্যের অভিধান-প্রসিদ্ধ বাৎস্যায়ন নাম মিথ্যা নহে; তিনি বাৎস্যায়ন হইলেও যে কারণে এই সূত্রকার বাৎস্যায়ন মুনি হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকর্ত্তা এক বাৎস্যায়ন আছেন, তিনি চাণক্য কিনা সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তিনিও যে এই সূত্রকার বাৎস্যায়ন মুনি হইতে পৃথক্ এমন কি পূর্ব্ববর্ত্তী,—তাহাও নিশ্চয় করা যায়। আমাদিগের আলোচ্য বাৎস্যায়ন মুনির বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণ আছে,—ন্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা।"

উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি হইলে—তাঁহার কথিত বিদ্যোদ্দেশ শব্দে তাঁহার কামসূত্রস্থ বিদ্যাসমুদ্দেশই উপস্থিত হইত; কিন্তু কামসূত্রের বিদ্যা-সমুদ্দেশে আন্বীক্ষিকীর কথা নাই। এই সূত্রের বিদ্যাসমুদ্দেশ তখন উদ্ধৃত হইলে, বিদ্যাসমুদ্দেশের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'অর্থনীতৌ' অথবা ঐরূপ একটা কিছু, ন্যায়ভাষ্যকার বলিতে বাধ্য হইতেন। কৌটিল্যেরও পূর্ব্ব সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষোৎপত্তি বিষয়ে যে নৈয়ায়িক প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহা এই বাৎস্যায়ন মুনিরও সম্মত,—ইহা নিশ্চয় হয়। (১ম অধিকরণে ২য় অঃ ১১ সূত্রের ৩১ পৃঃ) অনুবাদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই সূত্রকর্ত্তা বাৎস্যায়নকে দাক্ষিণাত্য বলিয়া অনুমান হয়, কারণ ইতিহাস ও দেশাচার-বিষয়ে ইহাঁর যে যে নিদর্শন গ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত, তাহা

প্রধানতঃ অন্ধ্রাদি দেশসংক্রান্ত। বিবাহ করিবার জন্ত মাতুল-কন্তাকে কেমন করিয়া হস্তগত করিতে হয়—কন্তাসম্প্রযুক্তক অধিকরণে—'ঘোটকমুখ' বলিয়া প্রথমতই তাহার উপদেশ আছে। কিন্তু স্তায়ভাষ্যকর্ত্তাকে দাক্ষিণাত্য বলিয়া মনে হয় না, যে দেশে তাঁহার বাস সে দেশে গ্রীষ্ম বসন্তের উত্তাপ ও হেমন্ত শিশিরের শীত অধিক,—শরৎকালে উত্তাপ কম ও শীত কম। দক্ষিণাপথে কিন্তু শরৎকাল ও বসন্তকাল সমান। স্তায়ভাষ্যকার এ সমানতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মত—"আপাং দ্রব্যং প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যতে স্পর্শস্তু শীতো গৃহ্যতে তস্ত দ্রব্যস্তানুবন্ধাৎ হেমন্তশিশিরৌ কল্প্যেতে। তথাবিধমেব তৈজসং দ্রব্যমনুদ্ভূতরূপং সহ রূপেণ নোপলভ্যতে স্পর্শস্ত্বস্তোষ্ণ উপলভ্যতে। তস্ত দ্রব্যস্তানুবন্ধাদ্ গ্রীষ্মবসন্তৌ কল্প্যেতে।" তাপ ও শৈত্যের সময়-মধ্যে শরৎ গৃহীত হয় নাই, বসন্ত তাপ-সময়-মধ্যে গৃহীত।

মুসলমানদিগের যেমন 'সুন্নৎ' এই সূত্রেও সেই ভাবের কর্ম্মের উল্লেখ আছে (৭ম অধিকরণ ২য় অঃ ১৪।১৫ সূত্র ৪৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিন্তু তাহা যে ভোগার্থ (ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই) তাহাও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। এদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃতির একটা উপকার এই যে, তৎকাল-প্রচলিত বিলাস ও ভোগার্থ কর্ম্মও অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। ত্যাগ ও ভোগের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব চলিবার সময়ে উভয় পক্ষেরই রীতিমত বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, তাহারই ফলে একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বজাতিসাধারণ সন্ন্যাস, জৈনগণের সর্ব্বজাতি-পালনীয় দীর্ঘ উপবাসপ্রধান ব্রতচর্য্যা, অপর দিকে কাম শাস্ত্রের প্রচারবাহুল্য; সনাতন ধর্ম্ম উভয়দিকের ঘোর সংঘর্ষে পরিম্লান,—এই দ্বন্দ্বে ত্যাগের জয় কোথাও কোথাও হইলেও সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-নিষিদ্ধ স্থলে বৈধ অধিকার স্থাপন করিতে গিয়া ভোগের নিকট ত্যাগের বিশেষ পরাজয় হইতে লাগিল। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ বৌদ্ধসন্ন্যাস স্ত্রীলোকে বিস্তৃত হওয়ায় যে ভিক্ষুণীর সৃষ্টি হইল, জৈনমতাবলম্বিনী যে ক্ষপণিকার আবির্ভাব হইল, তাহাদিগের অনেকেই ভোগের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে দুই পক্ষের দুর্ব্বলতায় সনাতন ধর্ম্ম নিজের অধিকারানুগত ত্যাগ ও

ভোগের সামঞ্জস্য সাধনে অগ্রসর হইতে ছিলেন,—এমন সময়ে পশ্চিমের বীর্য্যমদোৎসিক্ত কুটবুদ্ধি নূতন ধর্ম্মোন্মত্ত নবজাতি ভারতে অধিকার স্থাপন করিল। তখন পুরাতন আচারে—আত্মরক্ষার মহাকবচে লোকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হইল। ভগবান বেদব্যাস এবং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণ যে অক্ষয় কবচের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ধারণ করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি হইল। সার্দ্ধসহস্র বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে সন্ধি স্থাপিত হইল। ভোগ-বিলাসের উদ্দামপ্রভাব সঙ্কুচিত হইল, এই সঙ্কোচ না ঘটিলে নবাগত উদ্দাম-জাতির কামনানলে এত অধিক ইন্ধন সংযোগ হইত যে, সে অনলে ভারতীয় সমাজসমূহ দগ্ধ হইয়া যাইত। এই যে বহির্বিপ্লবজনিত অভ্যন্তর দ্বন্দ্বের বিরাম ইহারই অন্যতম পরিণতি 'সুন্নত'জাতীয় অঙ্কচ্ছেদনিবৃত্তি বিশেষতঃ এই কার্য্য ঐ জাতির ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ঐ দিকে সকলেরই বিদ্বেষ বা অকর্ত্তব্যতা জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণে উন্মুখ হইলে—ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের উপদেশ অধিকতর মান্য হইল; প্রবৃত্তি-জয়ে প্রতি আগ্রহ অধিকতর হইল। নূতনজাতির নব বলে যাহারা আত্মসত্ত্ব বিসর্জ্জন দিল, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। আত্মসংরক্ষণের যে পূর্ব্বস্থাপিত উপায় দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল,—এখন তাহা দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া আত্ম-সত্ত্ব-সংরক্ষণই সমাজে প্রসর্পিত হইল। অমঙ্গল মধ্যেও মঙ্গলময়ের এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব মঙ্গলবিধান দেখিতে পাই। এই সব তত্ত্ব প্রচারের জন্য আমি এই বহুকালীন সূত্রের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও সম্পাদকতা স্বীকার করিয়াছি। বিভিন্ন স্থানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পাঠ করিলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

এই সূত্রে যেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় তেমনই অবজ্ঞেয় আচরণের বিবৃতি—তাহা স্থানে স্থানে এতই বর্জ্জনীয় যে, তাহার অনুবাদ করিতে বিমুখ হইয়াছি সে সকল স্থলে মূল ও প্রাচীন সংস্কৃত টীকা প্রদান করিয়াছি। এই টীকাকে কেহ কেহ ভাষ্যও বলেন। টীকাকারের নাম যশোধরেন্দ্র, মতান্তরে জয়মঙ্গল। টীকার নাম জয়মঙ্গলা। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যে যে স্থলে আছে, তথায় টীকা

প্রদত্ত হয় নাই, টীকা-প্রদর্শিত অর্থের সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আছে। অনুবাদ ত্রিবিধ,—(১) সরল অনুবাদ এবং পৃথক্ ভাবে তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ,—(২) ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ—ব্যাখ্যা পৃথক্ নাই, অনুবাদ মধ্যেই ব্যাখ্যা আছে। (৩) সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। যেখানে বিস্তৃত অনুবাদে দুর্নীতিকে অধিকতর পরিস্ফুট করা হয়, অথবা বিশেষ উপদেশ ব্যতীত যে প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না—সেই স্থানে সংক্ষিপ্তানুবাদ দিয়াছি। সাংপ্রয়োগিক অধিকরণে—ত্রিবিধ অনুবাদই নাই,—সকল অধ্যায়েরই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য—প্রথমেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের এ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নহে। তবে যাঁহারা এখনকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পাঠের আবশ্যকতা মনে করেন এবং সেই ভাবের অভিনয় দর্শনে যাঁহারা তৎপর, তাঁহাদিগের পক্ষে এ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ, কাশী মুদ্রিত পুস্তকে দ্বিতীয় অধিকরণ রূপে গৃহীত ; বৈশিক অধিকরণ ষষ্ঠ অধিকরণরূপে গৃহীত। বাঙ্গালার মুদ্রিত পুস্তকে কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণ দ্বিতীয়, বৈশিক চতুর্থ এবং সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ ষষ্ঠ অধিকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই অধিকরণ সন্নিবেশের অনুকূল পাঠ বাঙ্গলার পুস্তকে আছে। একটী স্থান ব্যতীত প্রতিকূল পাঠের আশঙ্কাই নাই। পক্ষান্তরে কাশী মুদ্রিত পুস্তকেও তাহাতে অবস্থিত অধিকরণ সন্নিবেশের অনুকূল পাঠই আছে, প্রতিকূল পাঠ একেবারেই নাই। আমি কাশী মুদ্রিত পাঠকে পাঠান্তররূপে গ্রহণ করিয়া পাদ টীকাকারে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বাঙ্গলার অধিকরণ সন্নিবেশই মূলে গ্রহণ করিয়াছি। তাহার কারণ—সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ বিশেষ অশ্লীল ; অথচ বিবাহাদির পর সেই অধিকরণোক্ত বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব তাহা শেষাংশে নিবেশ করা সঙ্গত।

শেষ কথা—এই সূত্রকার বাৎস্যায়ন মুনি কৌটিল্য বা কৌটল্য নহেন, ন্যায়ভাষ্য—ইহাঁর রচিত নহে। 'বাভ্রবীয়াংশ্চ' ইত্যাদি (৭ম অধি ২য় অঃ ৫৬ শ্লোকে) আছে। কেহ কেহ বলেন,—"এই শ্লোকের সরল অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে ; কারণ তাহা হইলে "পূর্ব্বশাস্ত্রাণি" ইত্যাদি ৫২ শ্লোক

ধরিয়া "বাভ্রবীয়াংশ্চ" ইত্যাদি শ্লোক-কথন নিতান্ত বিফল হয়, কেননা পূর্ব্ব শাস্ত্র মধ্যে বাভ্রবীয় শাস্ত্রও পাওয়া যায়। অতএব 'বাভ্রবীয়ান্' ইত্যাদি শ্লোকে ম্লেচ্ছিত বিকল্পানুসারে রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" ফলতঃ এরূপ কল্পনা সমীচীন নহে। কারণ—এক একটী পদের প্রথম বর্ণ বিন্যাস করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত পদার্থ-জ্ঞাপন ম্লেচ্ছিত বিকল্পে হইয়া থাকে। যথা—"মে বৃ মি ক সিং ক তু বৃ ধ ম কুম্মী" ইত্যাদি প্রাচীন বৌদ্ধগুরু রবিগুপ্তের শ্লোক। ইহার অর্থ —মে মেষ, বৃ বৃষ, মি মিথুন, ক কর্কট, সিং সিংহ, ক কন্যা, তু তুলা, বৃ বৃশ্চিক ধ ধনু, ম মকর, কুম্ কুম্ভ, মী মীন। এখন দেখা যাউক—'বাভ্রবীয়ান' ইত্যাদি স্থলে ম্লেচ্ছিত বিকল্প হয় কিনা। এ স্থানে ব অথবা বা বর্ণ 'বায়ু' পদের একদেশ হইলেও এই সঙ্গে যুক্ত অভ্রপদ সম্পূর্ণ থাকায় ম্লেচ্ছিত বিকল্পের স্থল হইতেছে না। মেষ বৃষ এই অর্থে 'মে বৃষ'—এইরূপ প্রয়োগ যেমন ম্লেচ্ছিত বিকল্পে সঙ্গত নহে, সেইরূপ বাভ্র এইরূপ প্রয়োগ ম্লেচ্ছিত বিকল্পে সঙ্গত হইতে পারে না। আরও দেখা যায়—এই শ্লোকে বৎসর বাচক কোন পদ নাই এবং যে রীতি-ক্রমে বৎসরাঙ্ক আনীত হইয়াছে, সে রীতি, পূর্ব্ব-নিয়ম-বিরুদ্ধ। এই গ্রন্থ-সারের প্রকৃত সময় ম্লেচ্ছিত বিকল্প সাহায্যে আনীত হয় নাই। 'পূর্ব্বশাস্ত্রাণি' ইত্যাদি ৫২ শ্লোকের পরেও 'বাভ্রবীয়ান্' ইত্যাদি ৫৬ শ্লোক রচনার উদ্দেশ্য পৃথক্ থাকায় বিফলতা দোষ ঘটে নাই। ৫২ শ্লোকে পূর্ব্ববর্ত্তী বহুশাস্ত্রের আলোচনার কথা সমভাবে উক্ত হইয়াছে এবং ৫৬ শ্লোকের দ্বারায় বুঝা যাইতেছে যে, বাভ্রবীয় মত বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কথা ফুরায় না, কত বাড়াইব, কাজেই এখানেই শেষ। কাহারও কিছু উপকার হয় ত সুখী হইব। ইতি--

৮ই আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল,
মহালয়া।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সূচীপত্র।

বিষয় — পত্রাঙ্ক

বৈশিক—চতুর্থ অধিকরণ।

পারদারিক—পঞ্চম অধিকরণ।

সাম্প্রয়োগিক—ষষ্ঠ অধিকরণ।

সূচীপত্র সমাপ্ত

কাম-সূত্রম্

সাধারণাখ্যং প্রথমমধিকরণম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মার্থকামেভ্যো নমঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে নমস্কার। ১।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের লক্ষণ—১ অধিকরণ, ২ অধ্যায় ৭, ৯, ১১, ১০ সূত্র বিবরণে জ্ঞাতব্য। এই প্রথম সূত্রটী মঙ্গলাচরণ। এতৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা যাইবে। ১।

অবতরণিকা। যাঁহাকে নমস্কার করা যায়, তিনি নমস্কারকর্ত্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট,—এই উৎকর্ষ অপকর্ষ -নমঃ শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। ধর্ম্ম অর্থ কাম যে উৎকৃষ্ট এবং নমস্কারসূত্র যে আবশ্যক, তাহা বুঝাইবার জন্য-দ্বিতীয় সূত্র—

শাস্ত্রে প্রকৃতত্বাৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। নমস্কারের হেতু এই যে, ধর্ম্ম অর্থ কামই (সকল) শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। (এই শাস্ত্রেও তাহাই)। ২।

ব্যাখ্যা। এমন কোন শাস্ত্রই নাই, যাহার প্রতিপাদ্য—ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম নহে, মোক্ষশাস্ত্রও ধর্ম্মের প্রতিপাদক,—মোক্ষ-হেতু যে আত্মদর্শন, তাহাও ধর্ম্ম; "অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্"। শাস্ত্রে ত্রিবর্গ ও চতুর্ব্বর্গ দুইটি

কথাই আছে; ত্রিবর্গবাদ বহু প্রাচীন, চতুর্ব্বর্গবাদ প্রাচীন হইলেও ত্রিবর্গবাদের পরে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম অর্থ কাম—এই ত্রিবর্গ, আর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ। যাঁহারা ত্রিবর্গবাদী, তাঁহারা যে মোক্ষ মানেন না তাহা নহে, কিন্তু নশ্বর স্বর্গ যেমন ধর্ম্মবর্গের অন্তর্গত, অবিনাশী মোক্ষও তদ্রূপ, ইহাই তাঁহাদিগের মত। ত্রিবর্গ—সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়, স্বর্গাদি সুখ বা মোক্ষ উপেয়; উপেয় মাত্র লইয়া বর্গ করিতে হইলে, স্বর্গের একটা বর্গ, পার্থিব সুখের একটা বর্গ—এইরূপ শ্রেণী হওয়া উচিত ছিল, তাহা নাই; কিন্তু তিনটি উপায়বর্গ আছে, ইহার মধ্যে উপেয় মোক্ষকে জুড়িয়া দিলে বিভাগ-সঙ্কর হয় অর্থাৎ বাবা, দাদা, আমি ও দিদিমা, আমরা এই চার ভাই—ঠিক সেই প্রকার ভাগ হয়। এই কারণে ত্রিবর্গবাদই যুক্তিযুক্ত। তবে অর্থ ও কামবর্গ যেমন নানাবিধ, ধর্ম্মবর্গও সেইরূপ নানাবিধ, তন্মধ্যে মোক্ষ-হেতু—ধর্ম্মবর্গ নিবৃত্তি-প্রধান, আর স্বর্গাদি-হেতু ধর্ম্মবর্গ প্রবৃত্তি-প্রধান, এই ভেদ আছে এই মাত্র। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, সর্ব্বত্রই এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোন না কোন বর্গেরই অধিকার। ত্রিবর্গ-সম্বন্ধহীন গ্রন্থ—শাস্ত্র হইতে পারে না, তাহা উন্মত্ত-প্রলাপ। যে শাস্ত্র মানব-সমাজের পরম শ্রদ্ধেয়, সেই শাস্ত্র যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান, সেই ত্রিবর্গ কত উচ্চ, কত উৎকৃষ্ট, কত মহান, তাই নমস্কারে মস্তক তাঁহাদিগের নিকট অবনত। অতএব এই নমস্কার-সূত্র, ইহা মঙ্গলাচরণ। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, মঙ্গলাচরণে সাধারণতঃ দেবতার নমস্কার থাকে, দেবতা তাহাতে প্রীত হইয়া গ্রন্থরচনার বিঘ্ন দূর করেন, এইজন্যই ত গ্রন্থারম্ভে নমস্কার-প্রথা। কিন্তু অচেতন ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে নমস্কার করিলে ফল কি? তাঁহারা ত বিঘ্ন নিবারণ করিবেন না। ইহার উত্তর এই যে, দেবতারা এত নমস্কারের কাঙ্গাল নহেন যে, একটি নমস্কার তুমি করিলে, আর তাঁহারা তুষ্ট হইয়া তোমার বিঘ্ন দূর করিয়া দিলেন। তবে হয় সত্ত্বগুণের অভ্যুদয়—মানুষ অহঙ্কারে আত্মহারা, 'কোহন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া' আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই ভাবই অহঙ্কার, নমস্কার সেই অহঙ্কার পরিত্যাগের বা সাত্ত্বিকভাবের হেতু,—যোগ্য নমস্কারে সত্ত্বগুণের অভ্যুদয়—নির্ম্মল বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহাই গ্রন্থ-রচনার প্রধান সহায়; বুদ্ধিব্যাঘাতই প্রধান বিঘ্ন। নমস্কার বা অথ শব্দ প্রভৃতি

উচ্চারণ দ্বারা আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শক্তির ভাব মনে আসিলে, আপনার যে অহঙ্কার তাহা হ্রাস হয়—সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম অচেতন হইলেন—চেতন ব্যক্তিরা ইহাঁদিগের পশ্চাতেই ধাবমান, অতএব চেতনত্বের অহঙ্কারও ইহাঁদের নিকটে নাই। কবি শিল্পিগণও অচেতন কর্ম্মকে নমস্কার করিয়াছেন "নমস্তৎকর্ম্মভ্যঃ"। এই ত্রিবর্গ-নমস্কারেও সেই ফল আছে; অতএব এ নমস্কারও বিঘ্ননিবারক, দেবতা-নমস্কারাদির তুল্য।

এই সূত্রের জয়মঙ্গল-ব্যাখ্যার ভাবার্থ এই,—"ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে নমস্কার। কারণ, এই শাস্ত্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম-বিষয়েরই আলোচনা আছে; যদিও প্রধানতঃ কামেরই আলোচনা আছে, তথাপি তদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থের আলোচনাও ইহাতে আছে, (১ অধি, ২ অধ্যায় ২ প্রঃ ১ সূত্র এবং ৩ অধিকরণ অঃ ১ প্রঃ ১ সূঃ ইত্যাদি।) যে বিষয়ের আলোচনা এই শাস্ত্রে আছে, তাহা এই শাস্ত্রে অধিকৃত, অধিকৃত বিষয়ের প্রথম উপস্থিতি হয়, তাই তাঁহাদিগকে এই শাস্ত্রারম্ভে নমস্কার করা হইয়াছে। অচেতন ধর্ম্ম অর্থ কামের নমস্কার করা হয় নাই, ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাকে নমস্কার করা হইয়াছে। ধর্ম্মদেব ও কামদেব ত প্রসিদ্ধ, অর্থদেবের কথাও ইতিহাসে আছে।" এই ব্যাখ্যায় সন্তোষ না হওয়ার কারণ—অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা এই শাস্ত্রে আলোচিত বা অধিকৃত নহেন, অধিকৃত বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতাকে প্রণাম করিয়াছেন, ইহা বলিলে অধিকৃত বিষয়ের সম্বন্ধ সৃষ্টিকর্ত্তাতে বিশেষভাবে আছে, তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া দেবতা নমস্কার করিবার পক্ষে দ্বিতীয় সূত্র সুসঙ্গত হয় না বরং ত্রিবর্গও ভগবদ্‌বিভূতি, তাই তাঁহাদিগকে নমস্কার করা হইয়াছে ইহা বলা ভাল। ২।

অবতরণিকা। একটি নমস্কার সূত্রে গ্রন্থকার তৃপ্ত হইলেন না, তাঁহার ভক্তিগদ্‌গদ চিত্ত, শাস্ত্রনাম-প্রসঙ্গে শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় বিনম্র হইল; আচার্য্যগণকে নমস্কার না করিলে, তিনি আপনাকে অপরাধী মনে করিলেন, (ইহা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সূচক) তাই তিনি বলিলেন,—

তৎসময়াববোধকেভ্যশ্চাচার্য্যেভ্যঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। সেই যে ধর্ম্ম অর্থ কাম, তদ্বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত, (প্রয়োগ, সাধন, স্বরূপ ও ফল বিষয়ে তথ্য) তাহা যাঁহারা জানিয়া অন্যকে উপদেশ দিয়াছেন, সেই আচার্য্যদিগকেও নমস্কার। ৩।

ব্যাখ্যা। এই যে আচার্য্য-নমস্কার—ইহারই দ্বারা শাস্ত্র-নমস্কারও সিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রকে লইয়াই ত আচার্য্য, শাস্ত্র বাদ দিলে আচার্য্যত্বই থাকে না। ৩।

অবতরণিকা। অনেক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ কেবল বিঘ্নবিনাশার্থই অনুষ্ঠিত হয়,—মঙ্গলাচরণ-বাক্য প্রকৃত গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে না, এ স্থলে কিন্তু তাহা নহে, পরন্তু—

তৎসম্বন্ধাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। যেহেতু (শাস্ত্রবক্তা) আচার্য্যগণের সহিত (এই গ্রন্থের) সম্বন্ধ আছে, (সেই কারণে নমস্কার করিতেছি)। ৪।

ব্যাখ্যা। ত্রিবর্গ ত শাস্ত্র প্রতিপাদ্য সুতরাং ত্রিবর্গের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা দ্বিতীয় সূত্রে জ্ঞাপন করা হইয়াছে; আচার্য্যগণের সম্বন্ধও ইহাতে আছে, ইহা এই সূত্রে সামান্যতঃ কথিত হইল ক্রমে স্পষ্টীভূত হইবে।

গ্রন্থকারদিগের রীতি আছে—

জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ ॥

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ জানিতে পারিলে, শ্রোতা গ্রন্থ-শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়, এই হেতু গ্রন্থের প্রথমে প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ বলিতে হয়। এই চারিটি সূত্রে মঙ্গলাচরণ ও তদীয় হেতু-নির্দ্দেশসহ প্রতিপাদ্য বিষয়,প্রয়োজন ও সম্বন্ধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়—ধর্ম্ম অর্থ কাম, তন্মধ্যে কামই মুখ্য। 'তৎসম্বন্ধাৎ' এই সামান্যসূত্রের পরবর্ত্তী সূত্রাবলী দ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হইবে। প্রয়োজন—প্রজারক্ষা, সম্বন্ধব্যাখ্যা দ্বারা তাহা পরসূত্রে বিবৃত হইবে। আচার্য্যগণের সহিত শাস্ত্রের প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তক-ভাব সম্বন্ধ, শাস্ত্রের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব সম্বন্ধ, প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত

প্রয়োজনের কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ এই গ্রন্থে বিজ্ঞাপিত। আচার্য্যের সহিত শাস্ত্রের—বিশেষতঃ এই শাস্ত্রের সম্বন্ধ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য,—এই শাস্ত্রে প্রামাণ্য বুদ্ধির দৃঢ়তা-সম্পাদন, আর প্রয়োজন-জ্ঞাপন। যে প্রয়োজন পরে বিজ্ঞাপিত হইবে, তাহার সূচনা এই সূত্রেই হইল। পর সূত্র ত ইহারই বিবৃতি। আর পরসূত্র এই সূত্রের দ্বারা উত্থাপিত ও পরসূত্রেই প্রয়োজন-নির্দ্দেশ আছে—ইহা বলিলেও ক্ষতি নাই। যাহা হউক—বহুগ্রন্থে মঙ্গলাচরণ যেমন পৃথক্, ইহাতে সেরূপ নহে; 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি সূত্রের ন্যায় মঙ্গলাচরণও প্রকৃতোপযোগী। ৪।

অবতরণিকা। যে প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে তাহা এবং যে আচার্য্যগণকে নমস্কার করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের পরিচয় ও এই গ্রন্থের সহিত যে আচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে—তাহা বিবৃত করিবার জন্য সূত্রাবলী রচিত হইতেছে ;—

প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য সাধনমধ্যায়ানাং শতসহস্রেণাগ্রে প্রোবাচ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। নিশ্চয় এই যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কারণ ত্রিবর্গের সাধন শাস্ত্র লক্ষ অধ্যায়ে উপদেশ করেন। ৫।

ব্যাখ্যা। প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিবর্গশাস্ত্রের প্রথম আচার্য্য। ধর্ম্মব্যতীত প্রজা রক্ষা হয় না, 'ধারণাৎ ধর্ম্মঃ'—তাহার অবিরুদ্ধভাবে অর্থকামসেবা প্রজারক্ষার উপায়। ধন ব্যতীত আহার চলে না, আহার ব্যতীত প্রাণরক্ষা হয় না, অতএব অর্থ প্রজারক্ষক, অর্থশাস্ত্র সেই অর্থের অর্জ্জন রক্ষণাদির উপদেশক। স্ত্রী-গ্রহণ ব্যতীত সন্তানসন্ততি হয় না,—তাহা না হইলেও প্রজারক্ষা হয় না, সেই যে প্রবৃত্তিবিশেষ তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ,—ইত্যাদি পরিজ্ঞানও প্রজারক্ষার হেতু, কামশাস্ত্র সেই জ্ঞান প্রদান করেন। ৫।

তস্যৈকদেশিকং মনুঃ স্বায়ম্ভুবো ধর্ম্মাধিকারিকং পৃথক্ চকার ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। সেই শাস্ত্রের একাংশ-আশ্রয়ে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মাধিকারিক (শাস্ত্র) পৃথক্ রচনা করিলেন। ৬।

ব্যাখ্যা। মনু চতুর্দ্দশ,—যেমন পঞ্চম জর্জ্জ, সপ্তম এডওয়ার্ড—সেইরূপ প্রথম মনু যিনি তিনি স্বায়ম্ভুব মনু। এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অধিকার কাল, ইনি সপ্তম মনু। মনুসংহিতা স্বায়ম্ভুব মনুর প্রবর্ত্তিত, আমাদিগের প্রচলিত মনুসংহিতা—মনুর আদেশে মহর্ষি ভৃগু—ঋষিগণকে তাঁহার মত উপদেশ করেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রবর্ত্তিত মনুসংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র,—তাহা নানাস্থানে মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র নামে কথিত। ধর্ম্মই প্রধান প্রতিপাদ্য বলিয়া তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থ-কামের আলোচনাও গৌণভাবে তাহাতে আছে। রাজধর্ম্ম প্রকরণ—ব্যবহার বিষয়ে যে উপদেশ তাহা অর্থবিষয়ক এবং গান্ধর্ব্ব পৈশাচাদি বিবাহও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ উপদেশ—কাম বিষয়ক। কিন্তু অর্থ ও কাম অধিকার করিয়া মনু শাস্ত্র-প্রণয়ন করেন নাই, ধর্ম্মকে অধিকার (প্রধানভাবে গ্রহণ) করিয়াই করিয়াছেন,—অধিকার অর্থে আদ্যন্তে—উপদেশপ্রযত্ন. (অধি—আধিক্যেন, কারঃ ক্রিয়া, প্রযত্নঃ উপদেশপ্রযত্নঃ)—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্বই উপদিষ্ট, তৎপ্রসঙ্গে—অর্থ ও কামকথা আসিয়াছে এই মাত্র। ব্রহ্মার উপদিষ্ট ত্রিবর্গ সাধন লক্ষ অধ্যায়যুক্ত শাস্ত্রের যে অংশে ধর্ম্ম উপদিষ্ট, তদবলম্বনে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। অতএব ব্রহ্মা ত্রিবর্গ শাস্ত্রের প্রথমাচার্য্য হইলেন। পৃথক্‌কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম আচার্য্য স্বায়ম্ভুব মনু। ৬।

বৃহস্পতিরর্থাধিকারিকম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। বৃহস্পতি (সেই ত্রিবর্গশাস্ত্রের, একদেশ আশ্রয়ে পৃথক অর্থাধিকারিক শাস্ত্র করিলেন। ৭।

ব্যাখ্যা। অর্থবর্গ যাহার প্রধান প্রতিপাদ্য, তাহাই অর্থাধিকারিক,—অধিকার শব্দের অর্থ পূর্ব্বসূত্র-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য; সুতরাং বৃহস্পতি পৃথক্‌কৃত অর্থশাস্ত্রের প্রথমাচার্য্য। ধর্ম্মশাস্ত্রাচার্য্য ও অর্থশাস্ত্রাচার্য্যের শিষ্য পরম্পরাস্থিত পরবর্ত্তী-আচার্য্যগণের সহিত উপদিশ্যমান শাস্ত্রের সম্বন্ধ না থাকায—সেই

পরম্পরার উল্লেখ নাই। আচার্য্যগণোদ্দেশে যে নমস্কার—তাহা স্বায়ম্ভুব মনু ও বৃহস্পতির প্রতিও প্রযুক্ত,—ধর্ম্ম ও অর্থ এই গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেই সেই শাস্ত্রের প্রথমাচার্য্যদ্বয়ের সম্বন্ধ যে ইহাতেও আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (১ অধি—২ অধ্যায়, ১, ২, ৪—১০, ১৪, ১৮, ১৯, ৩১, ৩৯, ৪০ সূত্র; ৩ অধ্যায় ১ সূঃ, ৩য় অধি, ১ অঃ, ১ সূঃ, ২ অঃ ১ ইত্যাদি)। ৭।

মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। মহাদেবানুচর নন্দী (ব্রহ্মার উপদিষ্ট ত্রিবর্গ শাস্ত্রের একদেশ আশ্রয়ে) সহস্র অধ্যায়ে পৃথক্ কামসূত্র প্রবচন (উপদেশ) করেন। ৮।

ব্যাখ্যা। মনু যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং বৃহস্পতি যেরূপ অর্থশাস্ত্রের প্রথমাচার্য্য, নন্দীও সেইরূপ কামশাস্ত্রের প্রথমাচার্য্য। কারণ নন্দী ব্রহ্মার উপদিষ্ট শাস্ত্রের একদেশ আশ্রয় করিয়া কামশাস্ত্রাংশ ধর্ম্মাদি শাস্ত্রভাগ হইতে পৃথক করিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই প্রথম কামসূত্র গ্রন্থ—তাহাতে একসহস্র অধ্যায় ছিল। ৮।

তদেব তু পঞ্চভিরধ্যায়শতৈঃ শ্বেতকেতুরৌদ্দালকিঃ সঞ্চিক্ষেপ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু, সেই কামশাস্ত্র পঞ্চশত অধ্যায়ে পরে সংক্ষেপ করেন। ৯।

ব্যাখ্যা। শ্বেতকেতু একজন শক্তিশালী ঋষিকুমার, তাহার চরিতাখ্যান উপনিষদ্ ও মহাভারতে বিশেষ ভাবে আছে। বেদান্তের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' এই শ্বেতকেতুর জন্যই প্রচারিত। স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার সুব্যবস্থা ইনিই করেন। কামান্ধগণের কামসেবা কত আয়াসসাধ্য এবং সতীর প্রতি অত্যাচার না করিয়াও তুর্ব্বলহৃদয় মানব, কিরূপে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে—তাহা দেখাইবার জন্য এই শাস্ত্র অর্দ্ধেক সংক্ষেপ করিয়া উক্ত ঋষিকুমার রচনা করেন। সুতরাং তিনি এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় আচার্য্য। ৯।

তদেব পুনরপ্যর্দ্ধেনাধ্যায়শতেন সাধারণকন্যাসম্প্রযুক্তকভার্য্যাধিকারিক-বৈশিক-পারদারিক-সাম্প্রয়োগিকোপনিষদৈকঃ (ক) সপ্তভিরধিকরণৈর্বাভ্রব্যঃ পাঞ্চালঃ সঞ্চিক্ষেপ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। পাঞ্চালদেশীয় বাভ্রব্য, (১) সাধারণ, (২) কন্যাসংপ্রযুক্তক, (৩) ভার্য্যাধিকারিক, (৪) বৈশিক (৫) পারদারিক (৬) সাংপ্রযোগিক, এবং (৭) ঔপনিষদিক নামক সপ্ত অধিকরণে—দেড়শত অধ্যায়ে তাহারও আবার সংক্ষেপ করেন। ১০।

ব্যাখ্যা। অধিকরণ—বিশেষ বিশেষ অধিকারে যে সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত, তাহার প্রতিপাদন যে অংশে হয়, তাহার নাম অধিকরণ;—অধিকরণ কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কামশাস্ত্রে সম্ভবতঃ অধিক অধিকরণ ছিল,—বাভ্রব্য সাতটি মাত্র অধিকরণে, এবং দেড় শত মাত্র অধ্যায়ে পঞ্চশত অধ্যায় যুক্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ করেন। সেই সপ্ত অধিকরণ এই কামশাস্ত্রেও বর্ত্তমান। (১) সাধারণ অধিকরণ,—শাস্ত্রসংগ্রহ প্রভৃতি কতিপয় সাধারণ তথ্য বাৎস্যায়নীয় এই কামসূত্রে আছে। (২) কন্যা সংপ্রযুক্তক—বিবাহ্য পাত্রী সংগ্রহ ও বিবাহাদি এই অধিকরণে আছে। (৩) ভার্য্যাধিকারিক—ভার্য্যা সম্পর্কে বহু তথ্য এই অধিকরণে উপদিষ্ট। (৪) বৈশিক—বেশ্যাঘটিত নানা তথ্য এই অধিকরণে আছে। (৫) পারদারিক—'পরকীয়া' বিষয়ে অনেক কথাই এই অধিকরণে আছে। (৬) সাংপ্রয়োগিক—সংপ্রয়োগ নায়ক নায়িকার মিলন, তৎসংসৃষ্ট বিবিধ তথ্য এই অধিকরণে আছে। (৭) ঔপনিষদিক—বহু রহস্য—তথ্য এই অধিকরণে আছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ—এই অধ্যায়েই প্রদত্ত হইবে।

বাভ্রব্যই সমগ্র কামশাস্ত্রের তৃতীয় আচার্য্য, ইহাঁর অধিকরণাদি-বিভাগ গ্রহণ করিয়াই—বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা করেন। বাভ্রব্যের পর ও

(ক) "সাধারণ-সাংপ্রযোগিক-কন্যা-সংপ্রযুক্তক-ভার্য্যাধিকারিক-পারদারিক-বৈশিকোপনিষদিকৈঃ" ইতি পাঠান্তরম্‌।

বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে—সমগ্র কামশাস্ত্রের উপদেষ্টা আচার্য্য—প্রাদুর্ভূত হ'ন নাই,—অতঃপর যে কয়জনের নাম উল্লেখিত হইবে,—তাঁহারা একদেশী আচার্য্য। ১০।

তস্য চতুর্থ (ক) মধিকরণং বৈশিকং পাটলিপুত্রিকাণাং গণিকানাং নিয়োগেন দত্তকঃ (খ) পৃথক্ চকার ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। দত্তক পাটলিপুত্রনগরবাসিনী গণিকাগণের নিযোগে সেই বাভ্রবীয় কামশাস্ত্রের বৈশিকনামক চতুর্থ অধিকরণ পৃথক্‌ভাবে রচনা করেন। ১১।

ব্যাখ্যা। দত্তক বৈশিক অধিকরণ মাত্র বিষয়ে গ্রন্থপ্রণেতা আচার্য্য। তাঁহার গ্রন্থে অপর অধিকরণ নাই। ১১।

তৎপ্রসঙ্গাচ্চারায়ণঃ সাধারণমধিকরণং পৃথক্ প্রোবাচ ॥ ১২ ॥ ঘোটকমুখঃ (গ) কন্যাসম্প্রযুক্তকম্ ॥ ১৩ ॥ গোনর্দ্দীয়ো ভার্য্যাধিকারিকম ॥১৪॥ গোণিকাপুত্রঃ পারদারিকম্ ॥ ১৫ ॥ সুবর্ণনাভঃ সাম্প্রয়োগিকম্ ॥ ১৬ ॥ কুচুমার ঔপনিষদিকমিতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। সেই প্রসঙ্গে চারায়ণ সাধারণ অধিকরণ পৃথক্ উপদেশ করিলেন। ঘোটকমুখ কন্যা-সংপ্রযুক্তক ; গোনর্দ্দীয় ভার্য্যাধিকারিক ; গোণিকা-পুত্র পারদারিক ; সুবর্ণনাভ সাংপ্রয়োগিক এবং কুচুমার ঔপনিষদিক অধিকরণ পৃথক্ উপদেশ করেন। ১২—১৭।

ব্যাখ্যা। দত্তক বাভ্রব্যকৃত কামশাস্ত্রের একাংশ বৈশিক অধিকরণ আশ্রয়ে গ্রন্থ রচনা করায়—যে একটা আংশিক রচনার পদ্ধতি আরম্ভ হইল, তদনুসারে চারায়ণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সেই বাভ্রবীয় কামশাস্ত্রের এক একটি অধিকরণ লইয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিলেন। ১২—১৭।

(ক) ষষ্ঠ ইতি পাঠান্তরম্।

(খ) দত্তক ইত্যত্র দণ্ডক ইতি সর্ব্বত্র পাঠান্তরম্।

(গ) পাঠান্তরে ঘোটকমুখ ইতি ১৩ সূত্রাৎ পূর্ব্বং সুবর্ণনাভ ইত্যাদি ১৬ সূত্রং বর্ত্ততে।

এবং বহুভিরাচার্য্যৈস্তচ্ছাস্ত্রং খণ্ডশঃ প্রণীতমুৎসন্নকল্পমভূৎ ॥১৮॥

অনুবাদ। এইরূপ বহু আচার্য্য খণ্ড খণ্ডভাবে প্রণয়ন করায়—সেই শাস্ত্র (সেই সমগ্র শাস্ত্র) উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। ১৮।

ব্যাখ্যা। নন্দী হইতে বাভ্রব্য পর্য্যন্ত যে শাস্ত্র এক রীতিতে কিন্তু ক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার এক এক খণ্ড লইয়া দত্তক প্রভৃতি আচার্য্যগণ যখন গ্রন্থ রচনা করিলেন,—তখন হইতে খণ্ড গ্রন্থের অনুশীলনমত প্রচলন হইল এবং বাভ্রবীয় সম্পূর্ণ কামশাস্ত্রের চর্চ্চা লুপ্ত-প্রায় হইল। ১৮।

তত্র দত্তকাদিভিঃ প্রণীতানাং শাস্ত্রাবয়বানামেকদেশত্বাৎ, মহদিতি চ বাভ্রবীয়স্য দুরধ্যেয়ত্বাৎ সংক্ষিপ্য সর্ব্বমর্থমল্পেন গ্রন্থেন কামসূত্রমিদং প্রণীতম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। সেই অবস্থায়—দত্তক প্রভৃতির প্রণীত শাস্ত্রাংশ (এক এক অধিকরণ) এক দেশ মাত্র, এবং বাভ্রবীয় শাস্ত্র বৃহৎ, তাহার অধ্যয়ন দুষ্কর এই কারণে, সকল শাস্ত্রার্থ সংক্ষেপ করিয়া অল্প আকারে এই কামসূত্র প্রণীত হইল। ১৯।

ব্যাখ্যা। দত্তক প্রভৃতির রচিত যে শাস্ত্র তাহা প্রকৃত শাস্ত্র নহে—তাহা শাস্ত্রের অবয়ব,—শাস্ত্রাংশ, এক একটি অধিকরণ মাত্র। কামশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের মধ্যে কোন একটি বিষয় প্রতিপাদন তাহাতে থাকায় সম্পূর্ণ বিষয়-জ্ঞান তাহা হইতে হয় না, একদেশ মাত্র জ্ঞান হয়,—আর বাভ্রবীয় সম্পূর্ণ কাম-শাস্ত্র বিস্তৃত—বাভ্রব্যকৃত মূল বিস্তৃত, দত্তক হইতে কুচুমার পর্য্যন্ত প্রত্যেক রচিত গ্রন্থ একত্র করিয়া লইলে তাহাও বিস্তৃত।—অতএব বাভ্রব্য-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ কামশাস্ত্র অধ্যয়ন দীর্ঘকালসাধ্য বলিয়া দুষ্কর,—এই কারণে বাৎস্যায়ন মুনি বাভ্রবীয় কামশাস্ত্রের সংক্ষেপ করিয়া এই কামসূত্র প্রণয়ন করিলেন। এ গ্রন্থ বিস্তৃত নহে, ৩৬টি মাত্র অধ্যায়, অথচ সকল বিষয় ইহাতে আছে বাভ্রব্যের সার্দ্ধশত (১৫০) অধ্যায়ে কথিত সপ্ত অধিকরণ—তাহা এই শাস্ত্রে

বর্ত্তমান। মূলে 'তত্র' আছে, 'সেই অবস্থায়' তাহার অনুবাদ। 'সেই সকল শাস্ত্র মধ্যে' এমন অনুবাদ হইতে পারে বটে, কিন্তু ১৮ সূত্রটি না থাকিলে তাহা যেমন সঙ্গত হইত, ১৮ সূত্র থাকায় তেমন হয় না। ১৯।

তস্যায়ং প্রকরণাধিকরণসমুদ্দেশঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সেই শাস্ত্রের—অধিকরণ ও প্রকরণ নির্দ্দেশ—এই (হইতেছে)। ২০।

ব্যাখ্যা। অধিকরণ—কাণ্ড বা খণ্ড, প্রকরণ—পরিচ্ছেদ—কোথাও এক একটী অধ্যায়ে এক এক প্রকরণ আছে; কোথাও এক অধ্যায়ের মধ্যে একাধিক প্রকরণ আছে; 'এই' শব্দ দ্বারা অগ্রের দিকে, পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইল। ২০।

শাস্ত্রসংগ্রহঃ। ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ। বিদ্যাসমুদ্দেশঃ। নাগরিকবৃত্তম্। নায়কসহায়দূত(ক)কর্ম্মবিমর্শঃ। ইতি সাধারণং প্রথমমধিকরণম্। অধ্যায়াঃ পঞ্চ। (খ) প্রকরণানি পঞ্চ ॥ ২১—২৭ ॥

অনুবাদ। (১) শাস্ত্রসংগ্রহ, (২) ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি, (৩) বিদ্যাসমুদ্দেশ, (৪) নাগরিকবৃত্ত, (৫) নায়কসহায়দৌত্যকর্ম্ম—এই লইয়া প্রথম সাধারণ অধিকরণ। এই অধিকরণে পাঁচ অধ্যায়, প্রকরণ পাঁচটি। ২১—২৭।

ব্যাখ্যা। প্রথম সাধারণ অধিকরণ, তাহাতে পাঁচটি প্রকরণ—তন্মধ্যে (১) শাস্ত্রসংগ্রহ—শাস্ত্রের পরিচয় ও এই শাস্ত্রে কি কি বিষয় আছে—সংক্ষেপে তাহা জ্ঞাপনই শাস্ত্রসংগ্রহ শব্দের অর্থ। (২) ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি—ত্রিবর্গ ধর্ম্ম অর্থ কাম, তাহার লক্ষণ এবং সেই সেই শাস্ত্রের শিক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য কিনা ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত এই প্রকরণে আছে। (৩) বিদ্যাসমুদ্দেশ—কামশাস্ত্রের উপযোগী বিদ্যাসমূহের নাম এবং অন্য প্রকার বিদ্যা অর্জ্জনের সহিত তাহাদিগের কি প্রকার পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, তৎসমুদয়ের উপদেশ এই

(ক) দূতীকর্ম্ম ইতি পাঠান্তরম্।

(খ) অধ্যায়াঃ পঞ্চেতি পাঠঃ কাশীমুদ্রিতপুস্তকে নাস্তি।

প্রকরণে আছে। (৪) নাগরিকবৃত্ত,—এক কথায় ব্যাখ্যা সেকেলে বাবুগিরি। (৫) নায়কসহায় দূতকর্ম্ম—নায়ক নায়িকার দূত ও দূতী কিরূপ হইবে, তাহাদিগের কর্ত্তব্যই বা কি, এই সকল বিষয়ের উপদেশ এই প্রকরণে আছে। এই অধিকরণে এক এক প্রকরণেই এক এক অধ্যায়। বর্ত্তমান প্রকরণের নাম শাস্ত্রসংগ্রহ, ইহা সাধারণ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়। ২১—২৭।

বরণবিধানম্। সম্বন্ধনির্ণয়ঃ। কন্যাবিশ্রম্ভণম্। বালায়া উপক্রমাঃ। ইঙ্গিতাকারসূচনম্। একপুরুষাভিযোগঃ। প্রযোজ্যস্যোপাবর্ত্তনম্। অভিযোগতশ্চ কন্যায়াঃ প্রতিপত্তিঃ। বিবাহযোগঃ। ইতি কন্যাসম্প্রযুক্তকং দ্বিতীয়মধিকরণম্। অধ্যায়াঃ পঞ্চ। প্রকরণানি নব॥ ২৮—৩৯॥

কন্যাসম্প্রযুক্তক দ্বিতীয় অধিকরণ—

অনুবাদ। ইহাতে (১) বরণবিধান, (২) সম্বন্ধনির্ণয়, (৩) কন্যা-বিশ্রম্ভণ, (৪) বালোপক্রম, (৫) ইঙ্গিতাকারসূচন, (৬) একপুরুষাভিযোগ, (৭) প্রযোজ্যোপাবর্ত্তন, (৭) অভিযোগদ্বারা কন্যার প্রতিপত্তি এবং (৯) বিবাহযোগ নামক প্রকরণ কথিত হইয়াছে। এই অধিকরণে পাঁচটি অধ্যায় ও নয়টি প্রকরণ আছে। ২৮—৩৯।

ব্যাখ্যা। (১) বরণবিধান—সর্ব্বথা যোগ্যপাত্রী-বিচার, পাত্রীবরণ, পাত্রবরণ ইত্যাদি এবং (২) সম্বন্ধ-নির্ণয়—উপযুক্ত সম্বন্ধ নিশ্চয় এই দুই প্রকরণ কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণের প্রথমাধ্যায়ে আছে। (৩) কন্যাবিশ্রম্ভণ—পাত্রীর মন আকর্ষণ বিষয়ে যে যে উপায় কর্ত্তব্য তাহা এবং তৎপ্রসঙ্গে ফলের উপদেশ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। (৪) বালোপক্রম—পাত্রী বালিকা হইলে, তাহার সহিত সদ্ভাব যেরূপে করিতে হয়, তাহার উপদেশ এবং (৫) ইঙ্গিতাকারসূচন—পাত্রীর আকার ইঙ্গিতে তাহার ভাবজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। (৬) একপুরুষাভিযোগ—ধনাদিশূন্য নিঃসহায় পাত্রের পাত্রী-সংগ্রহের উপায়,—(৭) প্রযোজ্যোপাবর্ত্তন—নিঃসহায়া পাত্রীর যোগ্য পাত্রলাভের উপায় (৮) অভি-

যোগ দ্বারা কন্যা-প্রতিপত্তি—অনেক পাত্র উপস্থিত হইলে পাত্রীর পক্ষে পাত্র মনোনয়ন এই সকল তথ্য চতুর্থাধ্যায়ে আছে। (৯) বিবাহযোগ—পাত্রীর সহিত নির্জ্জনে বহুবার সাক্ষাৎকারের সুযোগ না ঘটিলে—তাহার ধাত্রী মাতাকে হস্তগত করিয়া তাহার সহায়তায় পাত্রীর অনুরাগ-সাধন, পাত্রীর পিতা মাতা এ বিবাহে সম্মত না থাকিলে,—জাতানুরাগা পাত্রীকে স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে অগ্নি সাক্ষী করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ ও তৎপরে এই ব্যাপার পিতা মাতাকে জ্ঞাপন করার ব্যবস্থা, অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথম চতুর্ব্বিধ উৎকৃষ্ট—তন্মধ্যেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎকৃষ্টতর,—সেরূপ বিবাহ সম্ভব হইলে, অপর বিবাহ অকর্ত্তব্য, অবশিষ্ট চতুর্ব্বিধ বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ—এই সকল আলোচনা বিস্তৃতভাবে—এই পঞ্চমাধ্যায়ে আছে। ২৮—৩৯।

একচারিণীবৃত্তম্। প্রবাসচর্য্যা। সপত্নীষু জ্যেষ্ঠাবৃত্তম্। কনিষ্ঠা-বৃত্তম্। পুনর্ভূবৃত্তম্। দুর্ভগাবৃত্তম্। আন্তঃপুরিকম্। পুরুষস্য বহ্বীষু প্রতিপত্তিঃ। ইতি ভার্য্যাধিকারিকং তৃতীয়মধিকরণম্। অধ্যায়ৌ দ্বৌ। প্রকরণান্যষ্টৌ॥ ৪০—৫০॥

ভার্য্যাধিকারিক তৃতীয় অধিকরণ—

অনুবাদ। ইহাতে (১) একচারিণী বৃত্ত, (২) প্রবাসচর্য্যা, (৩) সপত্নীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠাবৃত্ত, (৪) কনিষ্ঠাবৃত্ত, (৫) পুনর্ভূবৃত্ত, (৬) দুর্ভগাবৃত্ত, (৭) আন্তঃপুরিক এবং (৮) পুরুষের বহু স্ত্রী প্রতিপত্তি নামক প্রকরণ উক্ত হইয়াছে। ইহার দুইটি অধ্যায় ও আটটি প্রকরণ। ৪০—৫০।

ব্যাখ্যা। (১) একচারিণীবৃত্ত—পতিসমীপে একচারিণী প্রথা—পতিসমীপে সতীভার্য্যার আচরণ। (২) প্রবাসচর্য্যা—পতির প্রবাসে ও প্রত্যাগমনে সতীর আচরণ, এই দুইটী প্রকরণ প্রথম অধ্যায়ে আছে। (৩) জ্যেষ্ঠাবৃত্ত—সপত্নী থাকিলে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার আচরণ। (৪) কনিষ্ঠাবৃত্ত—ঐ স্থলে কনিষ্ঠার আচরণ। (৫) পুনর্ভূবৃত্ত—দ্বিতীয় নায়কের সঙ্গিনী যে রমণী—তাহার আচরণ। (৬) দুর্ভগাবৃত্ত—দুর্ভাগ্য পত্নীর আচরণ। (৭) আন্তঃপুরিক—অন্তঃপুরের ব্যবস্থা।

(৮) পুরুষের বহুস্ত্রী প্রতিপত্তি, বহুপত্নীক পুরুষের আচরণ—এই ছয়টি প্রকরণ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। ৪০—৭০।

গম্যচিন্তা। গমনকারণানি। উপাবর্ত্তনবিধিঃ। কান্তানুবর্ত্তনম্। অর্থাগমোপায়াঃ। বিরক্তলিঙ্গানি। বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ। নিষ্কাশনপ্রকারাঃ। বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধানম্। লাভবিশেষঃ। অর্থানর্থানুবন্ধ-সংশয়বিচারঃ। বেশ্যাবিশেষাশ্চ। ইতি বৈশিকং চতুর্থমধিকরণম্। অধ্যায়াঃ ষট্। প্রকরণানি দ্বাদশ॥ ৫১—৬৫।

বৈশিক নামক চতুর্থ অধিকরণ—

অনুবাদ। ইহাতে (১) গম্যচিন্তা, (২) গমনের কারণসমূহ, (৩) উপাবর্ত্তন-বিধি, (৪) কান্তানুবর্ত্তন, (৫) অর্থ উপার্জ্জনের বিবিধ প্রকার উপায়, (৬) বিরক্ত-লিঙ্গ, (৭) বিরক্ত প্রতিপত্তি, (৮) নিষ্কাশনপ্রকার, (৯) বিশীর্ণপ্রতি-সন্ধান, (১০) লাভ-বিশেষ, (১১) অর্থানর্থানুবন্ধ-সংশয়বিচার এবং (১২) বেশ্যা-বিশেষ নামক প্রকরণ লিখিত হইয়াছে। এই অধিকরণে ছয় অধ্যায় ও দ্বাদশ প্রকরণ আছে। ৫১—৬৫।

ব্যাখ্যা। (১) গম্যচিন্তা.—বারাঙ্গণার আনন্দার্থ হউক আর জীবিতার্থ হউক, কিরূপ নায়ককে আশ্রয় করা উচিত—ইত্যাদি তথ্য এই প্রকরণে আছে (২) গমনকারণ—এই প্রকরণ অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে তাহার উপদেশ এই যে—অর্থার্জ্জন অনর্থনিবৃত্তি এবং প্রীতি—এই তিনটির যে কোন একটিই নায়কের আশ্রয় গ্রহণের হেতু—এই কথা আছে। (৩) উপাবর্ত্তনবিধি—নায়কের আগ্রহসাধন—এই তিন প্রকরণ বৈশিক অধিকরণের প্রথমাধ্যায়ে আছে। (৪) কান্তানুবর্ত্তন—নায়কের মনোহরণ জন্য কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ দ্বিতীয়াধ্যায়ে আছে। (৫) অর্থাগমের কৌশল, (৬) বিরক্ত-চিহ্ন (৭) বিরক্তপ্রতিপত্তি—ত্যাজ্য নায়কের প্রতি ব্যবহার, এবং (৮) নিষ্কাশন প্রকার,—তাহার নিষ্কাশন পরিপাটী এই চারিটি প্রকরণ তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। (৯) বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধান—ভগ্নপ্রণয়ের পুনর্যোজনবিধান চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। (১০) লাভবিশেষ—বিশেষ বিশেষ

লাভের উপায় নির্দ্দেশ, পঞ্চম অধ্যায়ে আছে। (১১) অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়—এক কথায় ইষ্ট ও অনিষ্টের বিচার—ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় নির্দ্দেশ, সংশয়স্থলে কর্ত্তব্য-নির্ণয় এবং (১২) বেশ্যাবিশেষ—বিভিন্ন প্রকার বারাঙ্গণা-লক্ষণ—এই দুই প্রকরণ ষষ্ঠাধ্যায়ে আছে।

স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপনম্। ব্যাবর্ত্তনকারণানি। স্ত্রীষু সিদ্ধাঃ পুরুষাঃ। অযত্নসাধ্যা যোষিতঃ। পরিচয়কারণানি। অভিযোগাঃ। ভাবপরীক্ষা। দূতীকর্ম্মাণি। ঈশ্বরকামিতম্। আন্তঃপুরিকং দার-রক্ষিকম্। ইতি পারদারিকম্ পঞ্চমমধিকরণম্। অধ্যায়াঃ ষট্। প্রকরণানি দশ ॥ ৬৬—৭৮ ॥

পারদারিক নামক পঞ্চম অধিকরণ—

অনুবাদ। ইহাতে (১) স্ত্রী-পুরুষের শীলাবস্থাপন, (২) ব্যাবর্ত্তনকারণ, (৩) স্ত্রী-সিদ্ধ পুরুষগণের বিষয়, (৪) অযত্নসাধ্যা রমণী, (৫) পরিচয়কারণ-সমূহ, (৬) অভিযোগসমূহ, (৭) ভাবপরীক্ষা, (৮) দূতীকর্ম্মনিচয় (৯) ঈশ্বরকামিত (১০) আন্তঃপুরিক-দাররক্ষিক নামক প্রকরণ আছে। ইহার অধ্যায় ছয়টি এবং প্রকরণ দশটি। ৬৬—৭৮।

ব্যাখ্যা। (১) স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপন—স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বভাবচরিত্র ব্যাখ্যা, (২) ব্যাবর্ত্তনকারণ—রমণীর পরপুরুষ মিলনে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে—তাহার নির্দ্দেশ, (৩) স্ত্রীসিদ্ধ পুরুষগণের বিষয়—রমণী মনোমত্ত পুরুষের নির্দ্দেশ এবং (৪) অযত্নসাধ্যা রমণী—বিনাযত্নে যে সব পরস্ত্রীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ,—এই পারদারিক অধিকরণের প্রথমাধ্যায়ে আছে। (৫) পরিচয়কারণসমূহ—পরিচয়কারণসমূহ মধ্যে প্রথম সন্দর্শন, তৎপরে আরও অনেক আছে,(৬) অভিযোগ—সংগ্রহের উপায়,দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। (৭) ভাবপরীক্ষা অভিসন্ধীয়মানা রমণীর অভিপ্রায় পরীক্ষা প্রণালী তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। (৮) দূতীকর্ম্ম—দূতী-প্রয়োগ ও দূতীর কার্য্যাবলী চতুর্থাধ্যায়ে আছে। (৯) ঈশ্বর-কামিত—রাজা বা তত্তুল্য ব্যক্তির পরস্ত্রী-গ্রহণ-আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় হইলে

তদ্বিষয়ে আলোচনা ঈশ্বরকামিত প্রকরণে আছে। এই প্রকরণেই পঞ্চমাধ্যায় সমাপ্ত। (১০) আন্তঃপুরিক-দাররক্ষিক—এই প্রকরণে দুইটী ভাগ আছে—প্রথম ভাগ আন্তঃপুরিক—অন্তঃপুরিকাদিগের আচরণ এবং দ্বিতীয় ভাগ দাররক্ষিক—ধর্ম্মপত্নীগণের রক্ষা-ব্যবস্থাবিষয়ক উপদেশ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। ৬৬—৭৮।

প্রমাণকালভাবেভ্যো রতাবস্থাপনম্। প্রীতিবিশেষাঃ। আলিঙ্গনবিচারাঃ। চুম্বনবিকল্পাঃ। নখরদনজাতয়ঃ। দশনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ। দেশ্যা উপচারাঃ। সংবেশন-প্রকারাঃ। চিত্ররতানি। প্রহণনযোগাঃ। তদ্যুক্তাশ্চ সীৎকৃতোপক্রমাঃ। পুরুষায়িতম্। পুরুষোপসৃপ্তানি। ঔপরিষ্টকম্। রতারম্ভাবসানিকম্। রতবিশেষাঃ। প্রণয়কলহঃ। ইতি সাম্প্রয়োগিকং ষষ্ঠমধিকরণম্। অধ্যায়া দশ। প্রকরণানি সপ্তদশ॥ ৭৯—৯৮॥

সাম্প্রয়োগিক নামক ষষ্ঠ অধিকরণ—

অনুবাদ। (১) প্রমাণ, কাল ও ভাব হইতে আনন্দমিলনের ব্যবস্থা। (২) প্রীতিবিশেষ। (৩) আলিঙ্গনবিচার, (৪) চুম্বনভেদ। (৫) নখবিলেখন-প্রকার, (নখক্ষতপ্রকরণ)। (৬) দশনক্ষত বিধি। (৭) দেশীয় উপচার, (৮) শয়ন প্রকার, (৯) আনন্দমিলনের বিবিধ বৈচিত্র্য, (১০) তাড়ন যোগ, তাড়নযুক্ত সীৎকৃতোপক্রম, (১১) পুরুষায়িত, (১২) পুরুষোপসৃপ্তসমূহ। (১৩) ঔপরিষ্টক। (১৪) আনন্দমিলনের আরম্ভ ও সমাপ্তি কার্য্য। (১৫) বিশেষ বিশেষ আনন্দমিলন (১৬) প্রণয়কলহ। এই লইয়া সাম্প্রয়োগিক নামক ষষ্ঠ অধিকরণ, ইহাতে দশ অধ্যায় ও সপ্তদশ প্রকরণ। ৭৯—৯৮।

ব্যাখ্যা। (১) স্ত্রী-পুরুষের আকৃতি প্রমাণ অনুসারে মিলনে—কালবিশেষে ও ভাববিশেষে মিলনে আনন্দ-তারতম্যের কথা এবং (২) চতুর্ব্বিধ প্রীতি এই দুই প্রকরণ সাংপ্রয়োগিক অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে —(৩) আলিঙ্গন ও তৃতীয় অধ্যায়ে (৪) চুম্বন-বিষয়ে বিবিধ তথ্য আছে। দুইটী পৃথক্ প্রকরণ। চতুর্থ অধ্যায়ে (৫) নখক্ষত বিষয়ে স্থানকালাদি-নির্ণয়,

পঞ্চম অধ্যায়ে। (৬) দশনচ্ছেদ্যবিধি—দশনক্ষত-বিষয়ে স্থান-নির্ণয়াদি এবং (৭) দেশীয় উপচার, অর্থাৎ—দেশ-বিশেষের রীতি-অনুসারে নায়িকার সহিত ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ আছে। (৮) শয়নব্যবস্থা—কিরূপ ভাবে শয়ন করা কাহার পক্ষে উচিৎ, ইহার উপদেশ ও (৯) আনন্দমিলনের বিবিধ বৈচিত্র্য এই দুই প্রকরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। (১০) তাড়নযোগ ও তাড়নযুক্ত সীৎকৃতোপক্রম নামক দুইটি প্রকরণ সপ্তমাধ্যায়ে আছে;—তাড়ন—আঘাত, ক্রীড়ায় কলহ, কলহে আঘাত, আঘাতে আনন্দ, আহতের সীৎকারবৎ বিবিধ অব্যক্ত ধ্বনি উপদিষ্ট হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে (১১) পুরুষায়িত—নায়িকার নায়কবৎ ব্যবহার, পুরুষোপসৃপ্ত—বিবিধপ্রকারে নায়ককর্তৃক নায়িকার বাহ্যতঃ আনন্দবিধানে যত্ন ও আন্তরিকভাব-পরীক্ষা এই দুইটী প্রকরণ আছে। (১২) ঔপরিষ্টক জীবিকাহীন নপুংসকগণের জীবিকা-নির্বাহার্থ গণিকাবৃত্তির যে ব্যবস্থা, তাহা ঔপরিষ্টক নামে কথিত। এই ঔপরিষ্টক-বর্ণনা নবমাধ্যায়ে আছে এবং ইহা অকর্ত্তব্য বলিয়াও উপদেশ এই অধ্যায়ে আছে। (১৩—১৭) রতারম্ভাবসানিকাদি দশম অধ্যায়ে আনন্দ-মিলনের আরম্ভ ও অবসানে যাহা কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ, আনন্দ-মিলনের বিবিধ সংজ্ঞা এবং প্রণয়-কলহ বা মান-প্রকরণ আছে। ৭৯—৯৮।

সুভগঙ্করণম্। বশীকরণম্। বৃষ্যাশ্চ যোগাঃ। নষ্টরাগ-প্রত্যানয়নম্। বৃদ্ধিবিধয়ঃ। চিত্রাশ্চ যোগাঃ। ইত্যৌপনিষদিকং সপ্তমমধিকরণম্। অধ্যায়ৌ দ্বৌ। প্রকরণানি ষট্॥ ৯৯—১০৭॥

ঔপনিষদিক নামক সপ্তম অধিকরণ—

অনুবাদ। ইহাতে (১) সুভগঙ্করণ, (২) বশীকরণ, (৩) বৃষ্যযোগ-সমূহ, (৪) নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন, (৫) বৃদ্ধিবিধি-নিচয় এবং (৬) চিত্রযোগ নামক প্রকরণ উক্ত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি অধ্যায় ও ছয়টি প্রকরণ আছে। ৯৯—১০৭।

ব্যাখ্যা। (১) সুভগঙ্করণ—সৌন্দর্য্যাদি বৃদ্ধির উপায়-নির্দ্দেশ, (২)

বশীকরণ শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধ ; (৩) বৃষ্যযোগ—ভোগশক্তিবৃদ্ধির ঔষধ—এই তিন প্রকরণ ঔপনিষদিক অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে আছে। (৪) নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন—অশক্ত পুরুষেরও রমণীরঞ্জনের উপায়, (৫) বৃদ্ধিবিধি—অঙ্গ-বৃদ্ধির উপায়, (৬) চিত্রযোগ—ভোগ সম্পর্কে বিবিধ তথ্য উপদেশ—এই তিন প্রকরণে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৯—১০৭।

এবং ষট্‌ত্রিংশদধ্যায়াঃ। চতুঃষষ্টিঃ প্রকরণানি। অধিকরণানি সপ্ত। সপাদং শ্লোকসহস্রম্। ইতি শাস্ত্রসংগ্রহঃ ॥ ১০৮—১১২ ॥

অনুবাদ। ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়, চতুঃষষ্টি প্রকরণ, সপ্ত অধিকরণ এবং সাড়ে বার শত শ্লোক—ইহাই হইল শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ইহা বিষয়-সূচী ও বিষয়-সংক্ষেপ। ১০৮—১১২।

ইহাই বাৎস্যায়নের নিজ-গ্রন্থ এই কামসূত্রের পরিচয়।

সংক্ষেপমিমমুক্ত্বাস্য বিস্তরোঽতঃ প্রবক্ষ্যতে।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসভাষণম্ ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে
শাস্ত্রসংগ্রহো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। এইরূপে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া পরে এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। যেহেতু সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে বিষয়গুলির কীর্তন পণ্ডিতগণের সাধারণতঃ প্রিয় হইয়া থাকে। ১১৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽ

(ত্রিবর্গ-প্রতিপত্তি-প্রকরণম্)

শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষো বিভজ্য কালমন্যোন্যানুবদ্ধং পরস্পরস্যানুপঘাতকং ত্রিবর্গং সেবেত ॥ ১ ॥

অনুবাদ। পুরুষের পরমায়ুঃ শতবর্ষকাল। এই শতবর্ষকালকে বিভাগ করিয়া পরস্পর অনুকূল-সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পরের অবিরোধী ত্রিবর্গের সেবা করিবে। ১।

ব্যাখ্যা। আয়ুষ্কাল পরিমিত, সাধারণতঃ শতবর্ষের অধিক নহে, —(এক্ষণে আনুপাতিক গণনায় ত বাঙ্গালীর আয়ুঃ ৪০ বৎসরের অধিক নহে) একদিন না একদিন মরিতেই হইবে, অতএব উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে অধিকতর আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবনা, অতএব সংযমধর্ম্ম আবশ্যক, আবশ্যক হইলেও রক্ত-মাংসের দেহধারণ করিয়া সকলেই যে সংযমধর্ম্মে সিদ্ধ হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে,—সকলের কথা যাক—অতি অল্প লোকেই সংযমধর্ম্মে অগ্রসর হইতে পারে। সাধারণের মন প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত। প্রবৃত্তিপরতন্ত্র ব্যক্তি শতবর্ষকে ভাগ করিয়া—বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যে ত্রিবর্গ-সেবাই করিবে। ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। অর্থে উদ্দাম প্রবৃত্তি ও কামে উদ্দাম প্রবৃত্তিও আছে। সেই উদ্দামতার সংযম ধর্ম্মদ্বারা করিতে হইবে। যে অর্থ-কাম, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা সেবনীয় নহে,—যে ধর্ম্ম, অর্থ-কামবিরুদ্ধ, তাহাও সাধারণের সেব্য নহে, অর্থবিরোধী কাম ও কামবিরোধী অর্থও সেব্য নহে,—পরস্পর অনুকূলভাবাপন্ন ধর্ম্মার্থকাম সেবনীয়। বয়োভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রমতে—৫০ বৎসর পরে বার্দ্ধক্য। ২৫ বৎসর মধ্যে বিদ্যাশিক্ষাদি, তৎপরে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য। গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ, তৎপরে সন্ন্যাস। টীকাকার বলেন,—কামশাস্ত্রমতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, তৎপরে বার্দ্ধক্য বা

স্থাবির। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিরোধভঞ্জন করিতে হইলে বলিতে হয়—ইহা কামপরতন্ত্র ব্যক্তির সীমানির্দ্দেশার্থ কথিত,—যতই পরতন্ত্র হও, ৭০ বৎসর পরে উহা ত্যাজ্য,—মোক্ষধর্ম্ম গ্রাহ্য,—ইহাই অভিপ্রায়। আত্মরক্ষায় অশক্ত অতি কামপরতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষেও মাত্র একজন্মেই শেষ নহে, জন্মান্তর-সংস্কৃত কর্ম্মফলে যে মানব কামভাবের অধীন, তাহার পক্ষে বর্ত্তমান জন্ম যাহাতে একেবারে নীচভাবে পরিণত না হয়,—কিছু সংযম শিক্ষা হয়—তাহার ব্যবস্থা এই শাস্ত্রে আছে। অতিনিন্দিত কর্ম্মের উল্লেখ থাকিলেও, তাহার অকর্ত্তব্যতাও উপদিষ্ট হইয়াছে। কামশাস্ত্র বলিয়া কামবিষয়ে যত প্রকার অঙ্গ ও শিল্পকলা থাকিতে পারে, তাহার উল্লেখ ও সাধন ব্যবস্থাপিত হইলেও—তন্মধ্যে যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা অর্থবিরুদ্ধ—সেরূপ কামভোগ পরিত্যাজ্য, যাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত ও অর্থনীতির অনুকূল—এইরূপ কামই সেব্য। ইহাই প্রথমে বলিয়া সূত্রকর্ত্তা মুনি—সকলকেই সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, এই শাস্ত্রে যাহা আছে—তাহাই আচরণীয়, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট করা আছে। যথা—

"ন শাস্ত্রমস্তীত্যেতাবৎ প্রয়োগে কারণং ভবেৎ।
শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্ত্বেকদেশিকান্॥
রসবীর্য্যবিপাকা হি শ্বমাংসস্যাপি বৈদ্যকে।
কীর্ত্তিতা ইতি তৎ কিং স্যাদ্ ভক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈঃ॥"

(সাংপ্রযোগিক অধিকরণ ঔপরিষ্টক প্রকরণ ৩৭।৩৮।)

শাস্ত্রে আছে বলিয়াই যে তাহার সর্ব্বত্র প্রয়োগ হইবে, এমন কোন কথা নাই, শাস্ত্র ব্যাপক -প্রযোগ ব্যাপ্য; এই শাস্ত্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ হইতে ধর্ম্মহীন ম্লেচ্ছ পর্যন্ত সকলকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান, অতএব ব্যাপক, কিন্তু এতদনুজ্ঞাত সমস্ত কার্য্য ধার্ম্মিকে করিতে পারে না। অতএব সেই কার্য্য বা প্রয়োগ ব্যাপ্য, অল্পস্থানবৃত্তি। যথা কুক্কুর মাংসের রস বীর্য্য ও আহারান্তে পরিণাম যাহা হয়,—তাহা বৈদ্যকশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাই বলিয়া যাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁহারাও কি কুক্কুরমাংস ভোজন করিবে৷

শ্বপাকজাতি কুক্কুর-মাংসভোজী, সর্ব্বমানব-সাধারণ বৈদ্যশাস্ত্রের উক্তি, সেই শ্বপাকজাতির কার্য্যক্ষেত্রে সফল হইয়াছে।

অতএব পাঠক সাবধান, এ শাস্ত্রে যাহাই থাক্—তাহা তোমার করণীয়, ইহা মনে করিও না,—তুমি স্বধর্ম্ম—স্বসমাজ স্বশিক্ষা অনুসারে চলিতেই যত্ন করিবে। তোমার পক্ষে স্বধর্ম্মাদির অবিরুদ্ধ কলাই সেব্য। 'সেবেত'—এই যে বিধি—নিষ্ফল কার্য্য হইতে এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থকামসেবা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করা ইহার উদ্দেশ্য।

এই শাস্ত্রে প্রায়শঃ বিধিপ্রণয়নের প্রয়োগ ইষ্টসাধনত্ব অর্থে ব্যবহৃত। সে ইষ্টও দৃষ্ট। সেই দৃষ্ট ইষ্ট লাভে অভিলাষী ব্যক্তিই সেই কার্য্যে অধিকারী। দৃষ্ট ইষ্টাধিকারে কথিত প্রতিষেধগুলিও দৃষ্ট ইষ্টের ব্যাঘাতাশঙ্কায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধ অদৃষ্টার্থক, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ১।

বাল্যে বিদ্যাগ্রহণাদীনর্থান্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষাদিস্বরূপ অর্থের সেবা করিবে। ২।

ব্যাখ্যা। বিদ্যার্জ্জন ও বিদ্যাবর্দ্ধন যে অর্থবর্গমধ্যে সন্নিবিষ্ট,—তাহা এই অধ্যায়ের ৯ সূত্রে আছে। অর্থবর্গে সন্নিবিষ্ট বলিয়া তাহা যে ধর্ম্মবর্গমধ্যে গণনীয় নহে—তাহা নহে। যাহার বিদ্যা কেবলমাত্র অদৃষ্টার্থ-বিনিযোজ্য, তাহা ধর্ম্মবর্গমধ্যেই গণ্য, অর্থবর্গমধ্যে নহে; যাহার বিদ্যা—বিদ্যার্জ্জন কেবল ধনোপার্জ্জনের জন্য, তাহার বিদ্যার্জ্জন কেবল অর্থবর্গমধ্যেই গণ্য, ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এইরূপ ভেদ থাকিলেও সাধারণতঃ বিদ্যার্জ্জন ধর্ম্ম ও অর্থ—উভয় বর্গমধ্যেই সন্নিবিষ্ট; ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিদ্যার্জ্জন কামবর্গ মধ্যেও নিবিষ্ট হইতে পারে। সাঙ্গ-কামকলাদি-শিক্ষা—সেই বিদ্যার্জ্জন-মধ্যে গ্রহণীয়।

এই সূত্র দ্বারা বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অন্যবিধ অর্থবর্গের সাধনাও বাল্যে আরম্ভণীয়, ইহার জ্ঞাপনও এই সূত্রদ্বারা করা হইয়াছে। কিন্তু বাল্যে ধর্ম্মসেবা-প্রতিষেধার্থ এ সূত্র নহে। কারণ ৬ সূত্রে—বাল্যে প্রকৃতধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য-সেবার বিধি আছে। ২।

কামঞ্চ যৌবনে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যৌবনকালে কামের সেবা করিবে। ৩।

ব্যাখ্যা। অন্য সময়ে কামসেবার অকর্ত্তব্যতা এই সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর এই কামশব্দে গার্হস্থ্য, ধর্ম্মও গ্রহণীয়। গার্হস্থ্য বিবাহসাধ্য; বিবাহযোগ—এই কামশাস্ত্রেরই একটি প্রকরণ। ৩।

স্থাবিরে ধর্ম্মং মোক্ষঞ্চ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। বৃদ্ধ বয়সে মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিবে অথবা বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্ম ও মোক্ষসেবা করিবে। ৪।

ব্যাখ্যা। মোক্ষ অর্থে জীবন্মুক্তি, তাহার সেবা তাহার অনুভব। এরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধবয়সে সেব্য, যাহাতে মোক্ষ হইতে পারে,—এরূপ হইলেই জীবন্মুক্তি প্রথমতঃ হইবে।

স্থবিরাবস্থায় মোক্ষধর্ম্মের সেবা করা ব্যবস্থিত, অন্য অবস্থায় মোক্ষধর্ম্মসেবার অধিকার নাই;—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই শ্রুতি এবং 'জারামর্য্য' শ্রুতি আছে। "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।" ইত্যাদি স্মৃতিও আছে। 'জারামর্য্য' শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে - স্থবিরকালে কর্ত্তব্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে—'অগ্নিহোত্র' প্রাত্যহিক আহুতিদান-প্রভৃতি কর্ম্ম আর করিতে হইবে না। চতুরাশ্রমের পক্ষে,—ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বয়োনির্দ্দেশ আছে—তাহাতে ৫০ বৎসর গতে বানপ্রস্থ ও ৭৫ বৎসর গতে সন্ন্যাস বিহিত। এই যে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম ইহাও মোক্ষধর্ম্মমধ্যে গণ্য, সন্ন্যাসগ্রহণে উপযুক্ততা লাভের জন্য ইহা গৃহীত হয় বলিয়া মোক্ষ ধর্ম্ম নামে কথিত হইতেছে। সরাগ ব্যক্তির বানপ্রস্থ ঘটে না। 'গৃহাদ্বা বনাদ্বা প্রব্রজেৎ' এই শ্রুতি থাকায় ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত কামপ্রধান গার্হস্থ্য করিয়া তৎপরে বৈরাগ্যলাভে সন্ন্যাসগ্রহণস্বরূপে মোক্ষধর্ম্ম-সেবা করিবে—বানপ্রস্থ পৃথক্ না করিলেও ক্ষতি হইবে না। বাৎস্যায়ন মুনির এইরূপ অভিপ্রায়ও হইতে পারে। কারণ ক্রমসন্ন্যাসবাদে—ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যের যতটা আবশ্যকতা—বানপ্রস্থের ততটা আবশ্যকতাও বুঝা যায় না;

ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয়-পরিশোধ ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারাই হয়,—এই ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া মোক্ষার্থ যত্ন করিতে নাই, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত,—ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যেই এই ঋণত্রয়-পরিশোধ হয়। এই সকল কথা বলিবার হেতু এই—জয়মঙ্গলা টীকাকার 'ধর্ম্মং মোক্ষঞ্চ' এই সূত্রের যে অর্থ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম,—"স্থাবিরে ধর্ম্ম ও মোক্ষের সেবা করিবে—আর এ স্থলে যে মোক্ষের কথা সূত্রে আছে, তাহা চতুর্ব্বর্গবাদীর মতে।" এই ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে,—কারণ প্রকরণের নাম 'ত্রিবর্গ-প্রতিপত্তি' অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে 'ত্রিবর্গং সেবেত' আছে, ত্রিবর্গেরই লক্ষণ ও ত্রিবর্গেরই বিপ্রতিপত্তি এই অধ্যায়েই আছে—অকস্মাৎ একটি সূত্রে চতুর্ব্বর্গবাদীর মত লইয়া উপক্রম-উপসংহার-সঙ্গতিহীন 'মোক্ষ' সেবার বিধি সূত্রকার লিপিবদ্ধ করিলেন; ইহা কি সঙ্গত হয়? আমার মত আমি প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা স্থলেই বলিয়াছি। ত্রিবর্গবাদীরা মোক্ষকে যে মানেন না তাহা নহে,—কিন্তু স্বর্গের ন্যায় মোক্ষও ধর্ম্মবর্গেরই অন্তর্গত ইহাই তাঁহাদিগের মত। প্রবৃত্তি ধর্ম্ম—অর্থ-সেবা ও কামসেবার সহিত সেবিত হয় এবং সূত্রকার তাহা নিজ সূত্র দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, সুতরাং এই সূত্রে 'ধর্ম্মং মোক্ষঞ্চ' ইহা পৃথক্ বর্গদ্বয়ের জ্ঞাপক নহে, কিন্তু ধর্ম্মবর্গবিশেষ মোক্ষ ধর্ম্মেরই এ স্থানে গ্রহণ হইয়াছে—এই অর্থই সঙ্গত। যে অর্থবর্গ সেবাকাল বাল্য, সে সময়ে "ব্রহ্মচর্য্যং ত্বাবিদ্যা-গ্রহণাৎ" (৬ সূত্র) দ্বারা ব্রহ্মচারিধর্ম্মসেবার ব্যবস্থা আছে,—বিবাহ ধর্ম্ম—কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণে স্পষ্টীভূত। অতএব সেই সকল ও তৎসহ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম-ব্যতীত ধর্ম্মই ত মোক্ষধর্ম্ম। তবে একটা প্রশ্ন হইতে পারে—'মোক্ষ-ধর্ম্মঞ্চ' না বলিয়া 'ধর্ম্মং মোক্ষঞ্চ' এইরূপ বলিলেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, মোক্ষধর্ম্ম বলিলে মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু যে আত্মসাক্ষাৎকার, কেবলমাত্র তাহাই বুঝাইতে পারে। আত্মশ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই যে মোক্ষের পরম্পরা কারণ, তাহাও এই স্থলে গ্রাহ্য, ইহা বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মকে পৃথক্‌ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে; তবে সে ধর্ম্ম যে মোক্ষসম্বন্ধশূন্য নহে, তাহা জ্ঞাপনার্থ 'মোক্ষং' পদও প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা এই মোক্ষ জীবন্মুক্তি, আর ধর্ম্ম সেই

মোক্ষকারণ শ্রবণাদি ধর্ম্ম, জীবন্মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকাররূপ পরম ধর্ম্মের ফল বলিয়া তাহা ধর্ম্মবর্গের অন্তর্গত। তাহার পৃথক্ গ্রহণ—শ্রবণাদি কার্য্য না থাকিলেও জীবিতের সেই মুক্তাবস্থা তৎপ্রাপ্তি ও ত্রিবর্গ-সেবা ইহা প্রতিপাদনার্থ ঐরূপ বাক্যবিন্যাস হইয়াছে। কেবল "স্থাবিরে ধর্ম্মঞ্চ" বলিলে সাধারণ ধর্ম্মই পাওয়া যাইতে পারিত, "স্থাবিরে মোক্ষঞ্চ" বলিলে ধর্ম্মবিষযে সেবার কথা না থাকায় ত্রিবর্গসেবার বিধিসূত্র ন্যূনতা-দোষদুষ্ট হয়। প্রথমে "মোক্ষং" বলিলে ক্রমভঙ্গ হয়, সুতরাং সূত্র ঐরূপ হইয়াছে এবং উহাই সঙ্গত। ৪।

অনিত্যত্বাদায়ুষো যথোপপাদং বা সেবেত ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। অথবা জীবন অস্থির, অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে, তখন তাহারই সেবা করিবে। ৫।

ব্যাখ্যা। পুরুষ হীনায়ুঃ—ইহা শ্রুতিতে আছে, একশত বৎসরের অধিক আয়ু সাধারণতঃ হয় না—ইহা সত্য হইলেও কোন্ ব্যক্তির কত আয়ুঃ স্থির করা যায় না। কেহ অল্পজীবী; কেহ দীর্ঘজীবী, আয়ুষ্কাল বিভাগ করিয়া ত্রিবর্গ সেবা করিতে হইলে—এই বিভাগ করা যাইবে কিরূপে? স্থির অঙ্ক না পাইলে বিভাগও হইতে পারে না। আয়ুষ্কাল যখন ব্যক্তি-ভেদে ভিন্ন এবং প্রথম হইতে তাহা অনির্শ্চিত, তখন তাহার বিভাগও হইতে পারে না। অতএব যে বর্গ যখন ধর্ম্মের অবাধে উপস্থিত হইবে তখন সেই বর্গই সেব্য। ৫।

অবতরণিকা। কেবল ব্রহ্মচর্য্য পক্ষে সে ব্যবস্থা নহে, যতদিন অধ্যয়ন সমাপ্তি না হয়, ততদিন তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যই করিতে হইবে। তখন কামসেবার সুযোগ দেখিলেও, সে সুযোগ ত্যাগ করিবে। ইহা বিশেষ বিধি। ইহাই পর সূত্রদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্যমেব ত্বাবিদ্যাগ্রহণাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। বিদ্যালাভ হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের সেবাই কর্ত্তব্য। ৬।

ব্যাখ্যা। কামসেবা ব্রহ্মচর্য্যবিনাশক, অতএব অধ্যয়নকালে কখনই তাহা করিবে না। ইহা বিশেষ বিধি।

অলৌকিকত্বাদদৃষ্টার্থত্বাদপ্রবৃত্তানাং যজ্ঞাদীনাং শাস্ত্রাৎ প্রবর্ত্তনম্, লৌকিকত্বাদ্ দৃষ্টার্থত্বাচ্চ প্রবৃত্তেভ্যশ্চ মাংসভক্ষণাদিভ্যঃ শাস্ত্রাদেব নিবারণং ধর্ম্মঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। অলৌকিক ও অদৃষ্টার্থ বলিয়া, (স্বতঃ) অপ্রবৃত্ত যজ্ঞাদির যে শাস্ত্রপ্রযুক্ত প্রবর্ত্তন, তাহা এবং লৌকিক ও দৃষ্টার্থ বলিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসভক্ষণাদি হইতে যে শাস্ত্রমাত্র-প্রযুক্ত নিবারণ—তাহা ধর্ম্ম। ৭।

ব্যাখ্যা। লোকের স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন নহে, তাহাই অলৌকিক; যে কার্য্য করিলে, তাহার ফল কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অদৃষ্টার্থ। পানভোজনাদি কার্য্য লোকের যেরূপ স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে উৎপন্ন, —যজ্ঞাদিকার্য্য সেরূপ নহে। যজ্ঞ না করিলে, লোকের স্বাভাবিক ভাবে কোন ক্ষতি বোধ হয় না, করিলেও স্বাভাবিক কোন সুখ জন্মে না। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন ও জানেন, তাঁহাদিগের যে যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহা স্বাভাবিক নহে, শাস্ত্রবিশ্বাসমূলক; যজ্ঞাদি কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের যে সুখ, তাহাও শাস্ত্রবিশ্বাসমূলক—তাহাও স্বাভাবিক নহে। এই জন্যই যজ্ঞাদিকার্য্যকে অলৌকিক বলা হইয়াছে। অত বড় সুপ্রসিদ্ধ জয়মঙ্গল বা যশোধরেন্দ্র অলৌকিক শব্দের এই অর্থ যে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহা বিস্ময়াবহ; মুদ্রিত টীকায় দেখিলাম,—"লোকে রূপাদিবদবিদিতস্বরূপত্বাদলৌকিকা-যজ্ঞাদয়ঃ। ননু বিশিষ্টদ্রব্যগুণকর্ম্মাত্মকত্বাদ্ বিদিতস্বরূপাঃ কথমলৌকিকাঃ ইত্যত আহ অদৃষ্টার্থত্বাৎ।" আছে। আর তাহা হইলে টীকার মতে অলৌকিক শব্দের অর্থ অপ্রত্যক্ষ। তাহার পর টীকাতেই আশঙ্কা আছে,—"যে সকল দ্রব্য যজ্ঞে প্রয়োজনীয়, তাহা এবং অগ্নিতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহার আহুতিদান এই লইয়া ত যজ্ঞ; সেরূপ যজ্ঞ অপ্রত্যক্ষ কেন? তাহা প্রত্যক্ষতঃই পরিদৃশ্যমান,—টীকায় এ আশঙ্কার উত্তর নাই,—যজ্ঞ যে এইরূপে প্রত্যক্ষ-গোচর, সুতরাং

লৌকিক, তাহা টীকাকার মানিয়া লইয়া বলিতেছেন—এই জন্যই ত দ্বিতীয় হেতু—"অদৃষ্টার্থত্বাৎ"এরূপ মীমাংসায় তৃপ্ত হইতে পারি নাই, তাই 'অলৌকিক' শব্দের অর্থ—আমি অন্য প্রকার করিয়াছি,—যজ্ঞাদিকার্য্য প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান হইলেও তাহা ঐরূপ অলৌকিক হইবেই। এক্ষণে অপর পক্ষ বলিতে পারেন, "মানিলাম—যজ্ঞাদিকার্য্য অলৌকিক, কিন্তু অদৃষ্টার্থ ত সকলগুলি নহে, দৃষ্টার্থ যজ্ঞও ত আছে—যথা বৃষ্টির জন্য কারীরীযাগ, শান্তিস্বস্ত্যয়নের প্রত্যক্ষফলের উপাখ্যান অনেকেরই জানা আছে,—এগুলির আচরণ কি ধর্ম্ম নহে?"—ইহার প্রকৃত উত্তর পরে করিব, আপাততঃ উত্তর এই,—কারীরী প্রভৃতি যজ্ঞের ফলও অপ্রত্যক্ষ,—কারণ যেই কারীরী যাগ সমাপ্ত হইল, ঠিক্ সেইক্ষণে ত আর বৃষ্টি হয় না, তাহার পর অন্ততঃ এক প্রহর গতে বৃষ্টি হয়—এই যে বৃষ্টি—ইহাকে ত যজ্ঞের ফল বলা যায় না, কেননা কারণ ও কার্য্যের কাল- ও দেশগত অব্যবধান একান্ত আবশ্যক,—পানভোজন যেমন তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ তৃপ্তিদায়ক,—যজ্ঞও যদি তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিকারক হইত, তাহা হইলে দৃষ্টার্থক বলিতে পারিতাম,—অতএব ঐ যজ্ঞ অদৃষ্টার্থক,—ঐ যজ্ঞ হইতে তৎক্ষণাৎ যে অদৃষ্ট বা পুণ্য উৎপন্ন হয়—তাহাই আশুবৃষ্টির হেতু,—এই যে পুণ্য, তাহা ত অদৃষ্টই বটে,—তবে সেই পুণ্যের পরিণাম ইহকালেই দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ সব যজ্ঞ গ্রন্থান্তরে দৃষ্টার্থনামেও কথিত হইতে পারে। বাৎস্যায়ন মুনির কিন্তু তাহা অভি-প্রেত নহে। বস্তুতঃ বাৎস্যায়ন মুনিমতে, ধর্ম্মলক্ষণ "শাস্ত্রমাত্র-বোধিত-বিধিনিষেধ-প্রতিপালনং ধর্ম্মঃ"—তাহার লক্ষ্য যজ্ঞাদি আচরণ ও মাংস-ভক্ষণাদি রাগপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনাচরণ। লক্ষ্যে যে লক্ষণের সঙ্গতি আছে—তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য, যজ্ঞ যে শাস্ত্রমাত্রবোধিত এবং মাংসভক্ষণাদি-নিষেধ যে শাস্ত্রমাত্রবোধিত—স্বভাবতঃ উপস্থিত নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য বিধিস্থলে দুইটি "অলৌকিকত্বাৎ অদৃষ্টার্থকত্বাৎ" এবং নিষেধস্থলে দুইটি হেতু "লৌকিকত্বাৎ দৃষ্টার্থকত্বাৎ" প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিচ মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্রে—তথা ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষেধ প্রতিপালন অধর্ম্মের অকরণ মাত্র, ধর্ম্ম নহে,

—তথাপি তাহাতে গৌণ ধর্ম্মশব্দ-প্রয়োগ—এই শাস্ত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ "ধর্ম্মের অনুপঘাতক কামসেবা" এই শাস্ত্রের উপদিষ্ট,—অধর্ম্মের অকরণকে যদি ধর্ম্মশব্দে পরিভাষিত না করা যায়—তাহা হইলে—গৃহস্থের অগম্যা-গমনাদিও "ধর্ম্মের অনুপঘাতক" হইতে পারে,—ধর্ম্ম ত কেবল বিধি-প্রতিপালন, —নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ অধর্ম্মাচরণ—নিষেধ প্রতিপালনের উপঘাতক হইলেও বিধিপ্রতিপালন যে ঋতুকালে ভার্য্যাভিগম বা যাগযজ্ঞাদি তাহার ত উহা উপঘাতক নহে। নিষেধ-প্রতিপালনকে ধর্ম্ম আখ্যা প্রদান করিলে, নিষিদ্ধের আচরণও ধর্ম্মের উপঘাতী হয়। সেইরূপ কামসেবা অকর্ত্তব্য ইহাও শাস্ত্রের উপদেশ, তৎসঙ্গতি রক্ষার্থ, ধর্ম্মলক্ষণ একটু ব্যাপক করা হইয়াছে। এক্ষণে আর একটি জিজ্ঞাস্য এই যে 'প্রবর্ত্তনং,' আছে—'প্রবৃত্তিঃ' নাই, 'নিবারণং' আছে 'নিবৃত্তিঃ' নাই ; ইহাতে বুঝাইতেছে, যজ্ঞাদি-আচরণ ধর্ম্ম-লক্ষণের লক্ষ্য নহে, যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তন—যে আচরণ করিবে তাহাকে উৎসাহাদিদান,—ধর্ম্মলক্ষণের লক্ষ্য এবং মাংসভক্ষণাদি হইতে নিবৃত্তিও ধর্ম্ম নহে, অপরকে তাহা হইতে নিবারণ করাই ধর্ম্ম—

ইহাই কি প্রকৃত সূত্রার্থ?

ইহার উত্তর এই যে—'প্রবর্ত্তনং' আছে তাহার অর্থ প্রবৃত্তি আচরণ (কর্ম্ম) প্রবর্ত্তনা ও অনুমন্তৃত্ব, 'নিবারণং' আছে—তাহার অর্থ নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, নিবর্ত্তনা ও নিবৃত্তির অনুমন্তৃত্ব। এই সকল গুলিকে ধর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত করিবার জন্যই 'প্রবৃত্তিঃ' 'নিবৃত্তিঃ' না দিয়া 'প্রবর্ত্তনং' 'নিবারণং'—নিবেশিত হইয়াছে। নিজ দেহ বাক্য ও মনকে আত্মা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন,—দেহ বাক্য ও মনের যে প্রবৃত্তি তাহা কর্ম্ম—সেই কর্ম্মের হেতু যে প্রযত্ন, তাহা আত্মায় বর্ত্তমান, সেই প্রযত্ন ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্ম আত্মাতে থাকিল, তজ্জন্য অদৃষ্টও আত্মাতে থাকিবে। নিবৃত্তি—দেহ বাক্য ও মনের ঔদাসীন্য মাংস-ভক্ষণাদি নিষিদ্ধ কার্য্যে চেষ্টার অভাব,—তাহার হেতু আত্মাতে স্থিত নিবৃত্তি নামক যত্ন—ইহাও ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিলে—দেহ, বাক্য ও মনকে ধর্ম্মের আশ্রয় বলা হইত, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মজনিত যে অদৃষ্ট তাহা আত্মাতে থাকিত না,—

আরও দেখ যে ধনীর আদেশে বা অনুমোদনে অন্যের দেহ, বাক্য ও মন যজ্ঞকার্য্যে সচেষ্ট,—বা মাংস ভক্ষণাদি কর্ম্মে বিমুখ—সেই ধনীর—যে তাহা ধর্ম্ম ইহাও—'প্রবর্ত্তনং' 'নিবারণং' ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই ব্যবস্থা আছে। অতএব আচরণ অনাচরণ—এই যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, ইহার তাৎপর্য্য যজ্ঞাদিকার্য্যের আচরণ, আচরণ করান এবং তাহাতে অনুমতিদান। মাংস-ভক্ষণাদি কার্য্যের অনাচরণ—অনাচরণ-প্রবর্ত্তন ও অনাচরণে অনুমতিদান;—এ সমস্তগুলিই ধর্ম্ম। প্রযত্ন অদৃষ্ট-স্বরূপ ধর্ম্মের হেতু বলিয়া কণাদ সূত্রেও ধর্ম্মের পৃথক্ নির্দ্দেশ নাই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ধর্ম্ম-আখ্যা প্রাচীন বহু গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ৭।

তং শ্রুতের্ধর্ম্মজ্ঞসমবায়াচ্চ প্রতিপদ্যেত ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম শ্রুতি ও ধর্ম্মজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অবগত হইবে। ৮।

ব্যাখ্যা। শ্রুতি—বেদ, ধর্ম্মজ্ঞ-সম্প্রদায়—মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র-প্রযোজকবর্গ, এবং শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞ উপদেশক। এই সূত্রে—'ধর্ম্মজ্ঞসমবায়াৎ' এই পাঠ অপেক্ষা 'ধর্ম্মজ্ঞ-সময়াৎ' এই পাঠ সমীচীন, তবে আদর্শ পুস্তকে 'সমবায়াৎ' পাঠ থাকায় আমরা তাহা ত্যাগ করিতে পারি নাই। 'ধর্ম্মজ্ঞসময়াৎ' এই পাঠে "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।" এই মনুস্মৃতি এবং "বেদো ধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে" এই গৌতম স্মৃতির সহিত অর্থগত সাম্য থাকে। সময় শব্দ সিদ্ধান্ত ও আচারের বোধক; সিদ্ধান্তই স্মৃতি ও আচারই শীল। ৮।

বিদ্যাভূমিহিরণ্যপশুধান্যভাণ্ডোপস্করমিত্রাদীনামর্জ্জনমর্জ্জিতস্য বিবর্দ্ধনমর্থঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। বিদ্যা, ভূমি, স্বর্ণ, অশ্ব, হস্তী, গাভী প্রভৃতি পশু, ধান্য, ভাণ্ডোপস্কর অর্থাৎ ধাতু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং মিত্রাদির অর্জ্জন ও অর্জ্জিতের বিবর্দ্ধন অর্থ নামে অভিহিত। ৯।

ব্যাখ্যা। মিত্রাদি—আদি শব্দে রজত বস্ত্র ও আভরণাদি। "ক্রিয়াদ্বিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে" এই একটি ন্যায় আছে, তাহাতে বিদ্যা প্রভৃতির অর্জ্জন ও বর্দ্ধন অর্থাৎ অর্জ্জিত ও বর্দ্ধিত বিদ্যা প্রভৃতিই 'অর্থ'— এই তাৎপর্য্য সূত্রের হইয়া থাকে। এই উক্তি দ্বারা অর্থ-লক্ষণের লক্ষ্য-নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং লক্ষণের সূচনা স্পষ্টভাবেই করা হইয়াছে। যাহাতে অর্জ্জন ও অর্জ্জনান্তে বর্দ্ধন-যোগ্যতা আছে, তাহাই অর্থ। অর্জ্জয়িতার শক্তি এবং অর্জ্জনীয়ের কার্য্যকারিতা লইয়া অর্জ্জন-যোগ্যতা এবং ঐরূপেই বর্দ্ধনযোগ্যতা বুঝিতে হইবে। যে বস্তু অর্জ্জয়িতার কার্য্যকারী—প্রয়োজনীয় নহে, তাহা অর্জ্জনযোগ্যও নহে।

অর্জ্জন—লৌকিক প্রবৃত্তি অনুসারে উৎপাদন বা সংগ্রহ; শস্যাদির উৎপাদন এবং ভূমি প্রভৃতির সংগ্রহ। বর্দ্ধন—পরিমাণে বা সংখ্যায় বৃদ্ধি সম্পাদন এবং স্বেচ্ছায় অপর ব্যক্তিরও অধিকার-সাধন দ্বারা সম্প্রসারণ। এই দুই প্রকার বর্দ্ধনের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার বর্দ্ধন—লক্ষণাংশে উপযোগী। ভূমি হিরণ্যাদিকে যিনি অর্জ্জন করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে, তাহার কিয়দংশ অন্যকে দান করিয়া সম্প্রসারণ করিতে পারেন। বিদ্যাদান প্রসিদ্ধ। নিজ মিত্রের ও অন্যের সহিত মৈত্রী সম্পাদন করা যায়। অতএব যশঃ প্রভৃতিতে দ্বিতীয় প্রকার বর্দ্ধন নাই। স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় যশকে অন্যের অধিকৃত করা যায় না। ধর্ম্মের অর্জ্জন লৌকিক প্রবৃত্তি দ্বারা হয় না, শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারাই হয়। বিদ্যা যে অর্থ মধ্যে গণ্য, তাহার আর একটি কারণ বিদ্যার দুই রূপ, এক বাহ্য এবং অপর আন্তর; বিদ্যার বাহ্যরূপ পুস্তক-সম্ভার, তাহাও অর্থ মধ্যে গণ্য। এখানে অর্থ-লক্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল। জয়মঙ্গল ব্যাখ্যাতেও ভূমি প্রভৃতিকেই অর্থ বলা হইয়াছে, কিন্তু অর্থের সামান্য লক্ষণ পরিষ্কৃতভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ৯।

তমধ্যক্ষপ্রচারাদ্বার্ত্তাসময়বিদ্ভ্যো বণিগ্ভ্যশ্চেতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। অধ্যক্ষ-প্রচার হইতে এবং বার্ত্তাসিদ্ধান্তবেত্তৃগণ ও বণিক্সঙ্ঘের নিকট হইতে তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে।

ব্যাখ্যা। অধ্যক্ষ-প্রচার—অর্থনীতি-গ্রন্থের একটী খণ্ড, তৎকালে,—বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষ রাজার নিয়োগাধীন ছিল,—পণ্যাধ্যক্ষ, কুপ্যাধ্যক্ষ (কৌটিলীয় অর্থনীতি ২ অধিকরণ—১৬।১৭ অঃ) শুল্কাধ্যক্ষ (ঐ ২ অধি ২১ অঃ) সূত্রাধ্যক্ষ (ঐ ২ অধি—২৩ অঃ ইত্যাদি) স্থলপথ ও জলপথে উপনীত স্থল-জলজাত সর্ব্ববিধ পণ্যের মূল্যাদি জানিতে হইলে সেই সেই পণ্যের মধ্যে কোন্ কোন্গুলি লোকপ্রিয়, কোন্গুলি বা অপ্রিয়, তাহা জানিতে হইবে। রাজকীয় পণ্যের প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ একমুখ ব্যবহার (একচেটিয়া-ক্রয়-বিক্রয়) ইত্যাদি বিবিধ ব্যবস্থা-প্রণয়নের অধিকার পণ্যাধ্যক্ষের আছে ; কুপ্যাধ্যক্ষ—কাষ্ঠ, বংশ, লতা, রজ্জু, তৃণ, লেখ্যপত্র, রঞ্জনপুষ্প, ঔষধ, বিষ, মৃগচর্ম্ম, হস্তিদন্ত, চামর প্রভৃতি প্রাণিজাত দ্রব্য, লৌহ তাম্রাদি ধাতু (স্বর্ণ রৌপ্য নহে) ইত্যাদি সংগ্রহের যে বিভাগ ছিল, তাহাতে নিযুক্ত ব্যক্তির বেতন-দান, অপরাধীর অর্থদণ্ড-গ্রহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা কুপ্যাধ্যক্ষের কার্য্য।

শুল্কাধ্যক্ষ শুল্কগ্রহণ বিভাগের কর্ত্তা,—পণ্যবিশেষে যে বিশেষ বিশেষ শুল্ক-ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট, তদনুসারে তাঁহার শুল্কগ্রহণাদি করিতে হয়। সূত্রাধ্যক্ষ—সূত্র-নির্ম্মাণ-বিভাগের কর্ত্তা—তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি বিবিধ বস্তুজাত সূত্রনির্ম্মাতার শিল্পকৌশলানুসারে পুরস্কার ও দণ্ড,—সূত্র-পরীক্ষা প্রভৃতি। এই সকল এবং অশ্বাধ্যক্ষ গোঽধ্যক্ষ প্রভৃতি অধ্যক্ষ-কার্য্য-পদ্ধতি যে অধিকরণে কথিত হইয়াছে,—সেই অর্থনীতির ২য় অধিকরণ বা খণ্ডের নাম অধ্যক্ষপ্রচার "অধ্যক্ষ-প্রচারো দ্বিতীয়মধিকরণম্"—কৌটিলীয় (কৌটলীয) অর্থনীতি ১ম অধিকরণ ১ম অধ্যায়। অর্থনীতি শাস্ত্র মধ্যে এই অংশ কৃষি বাণিজ্য পশুরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কার্য্য-দর্শন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া এবং বণিক্গণের (তাহারা শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও—কর্ম্মপদ্ধতিজ্ঞ) নিকট হইতে অর্থের অর্জ্জন-বর্দ্ধনে শিক্ষা লাভ করিবে। বার্ত্তা-শাস্ত্র—কৃষ্যাদিশাস্ত্র। বণিক্‌শব্দপ্রয়োগ সূত্রে আছে তাহা বা উপলক্ষণ, কর্ষক গোরক্ষকগণের নিকটেও অর্থবিদ্যা শিক্ষণীয়। যে ব্যক্তি যে ভাবে অর্থ অর্জ্জন করিতে অধিকারী ও সমর্থ—সেই ব্যক্তি তদনুসারে বিষয় স্থির

করিয়া শিক্ষা করিবে, বাণিজ্য দ্বারা অর্থার্জ্জনাদি-অভিলাষী ব্যক্তি বণিকের নিকট শিক্ষা করিবে, কৃষিকর্ম্মদ্বারা অর্থার্জ্জনাদি অভিলাষী ব্যক্তি কর্ষকের নিকট শিক্ষা করিবে। শাস্ত্রোপদেশ নিজ অধিকার ও প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করিবে, কেহ বাণিজ্য-শাস্ত্রে, কেহ বা কৃষিশাস্ত্রে কেহ বা অন্য বিষয়ে অভিজ্ঞ-গণের উপদেশ লইবে। ১০।

শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষু-র্জ্জিহ্বাঘ্রাণানামাত্মসংযুক্তেন মনসাধিষ্ঠিতানাং স্বেষু স্বেষু বিষয়েষ্বানুকূল্যতঃপ্রবৃত্তিঃ কামঃ ॥ ১১

অনুবাদ।—আত্মসংযুক্ত মনঃ-পরিচালিত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণের স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূলভাবে যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম কাম। ১১।

ব্যাখ্যা। আত্মসংযুক্ত মন—যে আত্মার (জীবের) যে মন অদৃষ্টায়ত্ত সংযোগে সৃষ্টিকাল হইতে সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই সেই আত্মসংযুক্ত মন, সেই মনঃ-পরিচালিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের শব্দাদি বিষয়ে যে অনুকূল—প্রীতি-প্রদ প্রবৃত্তি—মিলন, তাহার নাম কাম। এখানে কার্য্যকারণ-ভাবের অভেদ মানিয়া মিলনের নাম কাম বলা হইল—আত্মসংযুক্ত মনঃ-পরিচালিত ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাদি বিষয়ের মিলন বা সম্বন্ধ হইলে যদি সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই সুখজ্ঞানের পরে সুখবিষয়ে ইচ্ছা, তৎপরে সুখ-সাধন-বিষয়ে ইচ্ছা হয়—ঐ ইচ্ছাই কাম। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মিলন হইতে ঐ কামের উৎ-পত্তি বলিয়া মিলনকেই কাম বলা হইয়াছে। যেমন "আয়ুর্ঘৃতং" ঘৃতই আয়ুঃ —ফলতঃ ঘৃত আয়ুঃ নহে, আয়ুর্বৃদ্ধিজনক—এখানেও সেইরূপ। বস্তুতঃ—কামঃ—এই যে পদটি আছে ইহার দুইবার পাঠ করিতে হইবে,—একটি লক্ষণাংশ ও দ্বিতীয়টি লক্ষ্য; সূত্রে যে 'শ্রোত্র-প্রবৃত্তিঃ' এই পর্য্যন্ত আছে,—তাহার সমগ্র অংশ লক্ষ্য-প্রবিষ্ট নহে, কিন্তু শ্রোত্র (ইন্দ্রিয়াণাং) বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ কামঃ। বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাধীনঃ কাম ইত্যর্থঃ, ইহাই লক্ষণ,—(কামপদ-বাচ্যঃ) ইহা লক্ষ্য। ত্রিবর্গবাচক শব্দসমূহমধ্যে যে কামশব্দ আছে, বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাধীন কামই তাহার অর্থ। উক্ত লক্ষণ দ্বারা বিষয়েচ্ছা ও বৈষয়িক সুখেচ্ছা

কামপদবাচ্যরূপে সামান্যতঃ সংগৃহীত হইল। ঐ দ্বিবিধ ইচ্ছা কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং ইচ্ছার উৎপত্তিস্থান বা সমবায়ী কারণ কে?—তাহা বুঝাইবার জন্য সূত্রে অবশিষ্টাংশ যোজিত হইয়াছে। 'আনুকূল্যতঃ—প্রীতিজনকতয়া কামঃ' এই অংশ হইতে ইচ্ছার উৎপত্তিকারণ কথিত হইয়াছে; যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ দুঃখ-জনক—সেই বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না, দ্বেষ জন্মে; এই কারণে—প্রীতিজনক ভাবে যে সম্বন্ধ তাহার সন্নিবেশ। প্রীতিজনক আনুকূল্যতঃ সম্বন্ধ হইলে সুখজ্ঞান হয়, তাহা সুখেচ্ছার কারণ এবং সেই সুখেচ্ছা সুখসাধন বিষয়ে ইচ্ছার কারণ—অতএব ঐ যে প্রীতিজনক বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ, ইহা—দ্বিবিধ ইচ্ছারই মূলে বর্ত্তমান। কেবল বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইলেই যে সুখ হয় তাহা নহে—ঐ ইন্দ্রিয় মনঃ-পরিচালিত হইলেই তবে উহা হইতে সুখ হইতে পারে। অন্যমনস্ক অবস্থায় নয়ন-সন্নিকৃষ্ট বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাতে সুখ হয় না। অন্যমনস্ক অবস্থায় নয়ন, মনঃপরিচালিত নহে। এই জন্য "মনসাধিষ্ঠিতানাং" পদ আছে। ইচ্ছা মনের ধর্ম্ম কি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বা অন্য কিছুর ধর্ম্ম ইহার উত্তর-নির্ণয়ার্থ সূত্রকার বলিয়াছেন, "আত্মসংযুক্তেন মনসা"—ইচ্ছাদির প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগ—অসমবায়িকারণ—এবং সুখজ্ঞানাদি নিমিত্তকারণ। এই "আত্মসংযুক্তেন মনসা" ইহার দ্বারা আত্মমনঃসংযোগ যে অসমবায়িকারণ তাহা সূচিত হওয়ায় আত্মাকে সমবায়িকারণ বলিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে, নতুবা আত্মার কথাই থাকিত না। আত্মা 'সমবায়িকারণ' বলিয়া ইচ্ছা আত্মারই ধর্ম্ম, মনঃ বা দেহের নহে ইহা কথিত হইল। সমবায়িকারণ অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণের কথা—ন্যায় বৈশেষিকের গ্রন্থাবলীতে আছে। কার্য্য যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাই ঐ কার্য্যের সমবায়িকারণ, সমবায়িকারণে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যাহা ঐ কার্য্যের জনক তাহা অসমবায়িকারণ—এতদুভয়-ব্যতীত যে যে কারণ তাহা নিমিত্ত-কারণ—(ভাষাপরিচ্ছেদ) ইচ্ছারূপ কার্য্য আত্মাতে আছে, আত্মা সমবায়িকারণ, আত্মা ও মনে যে সংযোগ তাহা আত্মাতেও আছে; কারণ সংযোগ দ্বিষ্ঠ—দু'টি বস্তুতে থাকে—ঐ যে আত্মমনঃসংযোগ অর্থাৎ সংযোগ-বিশেষ তাহা

ইচ্ছার জনক, অতএব উহা অসমবায়িকারণ। এতদতিরিক্ত কারণ সুখজ্ঞান প্রভৃতি, তৎসমস্তই নিমিত্তকারণ। এই সূত্রদ্বারা বুঝা যায় এই বাৎস্যায়ন নৈয়ায়িক। এই সূত্রে—"শ্রোত্র ত্বক্" ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের নাম নির্দ্দেশ না করিয়া ইন্দ্রিয়াণাং বলিলে,—মনকেও পাওয়া যাইতে পারে। তাহার পরে 'মনসাধিষ্ঠিতানাং' থাকাতে মনঃ-পরিচালিত মন এইরূপ বোধ হইলে মহান্ ভ্রম হইতে পাবে, এই কারণে ইন্দ্রিয় কয়টির স্পষ্ট নাম করিয়াছেন। ১১।

অবতরণিকা—কামের সামান্য লক্ষণ কথিত হইল,—এই সামান্য কামের বিষয় অনেক, অর্থ শাস্ত্রেও তৎসম্বন্ধে আংশিক উপদেশ আছে; আর যে শিক্ষা কামশাস্ত্র হইতে করিতে হয়—তাহা প্রধান কাম,—তাহার লক্ষণ অধস্তন সূত্রে কথিত হইতেছে।

স্পর্শবিশেষবিষয়া ত্বস্যাভিমানিকসুখানুবিদ্ধা ফলবত্যর্থপ্রতীতিঃ প্রাধান্যাৎ কামঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। রমণীর প্রতি পুরুষের ও পুরুষের প্রতি রমণীর স্পর্শ-বিশেষ আশ্রয়ে আভিমানিক সুখযুক্ত সফল বাস্তব প্রত্যয়-হেতু যে ইচ্ছা, প্রধানতঃ তাহাই কাম। ১২।

ব্যাখ্যা। পুরুষ বা রমণীর যে ইচ্ছার ফলে—অঙ্গ বিশেষের যে বিশেষ ভাবের স্পর্শ, তদ্বিষয়ে সুখবিজড়িত অভ্রান্ত জ্ঞান ও তাহার যে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়—তাহাই প্রধান কাম,—কামবর্গ বা কামের ফল বলিতে হইলে,—প্রধানতঃ তাহাই কামপদবাচ্য। অপর বিষয়েচ্ছা বা বৈষয়িক সুখেচ্ছা তাহা অপ্রধান ভাবে কামপদবাচ্য, পূর্ব্ব সূত্রে কাম-সামান্যের লক্ষণ কথিত,—এই সূত্রে সূচিত হইল,—সেই কাম দ্বিবিধ, প্রধান ও অপ্রধান। স্পষ্টরূপে প্রধান কামের লক্ষণ এই সূত্রেই আছে—এতদ্ভিন্ন কামই অপ্রধান। ইহা অর্থতঃ প্রতিপাদিত হইল। যাহা অপ্রধান তাহা কখনও অর্থবর্গে কখনও বা কামবর্গে প্রবেশ করিলেও—প্রধান যে অর্থ ও কাম তাহার প্রভেদ থাকিবেই। অপ্রধান যাহারা,—তাহারা প্রধানের অনুগামী, যেমন সঙ্গীতাদি যখন অর্থোপার্জ্জনের

সাধন তখন তাহা অর্থবর্গের অন্তর্গত; আবার যখন কামকলারূপে ব্যবহৃত তখন কামবর্গ, এইরূপে একই সঙ্গীত একের কামবর্গ ও অপরের অর্থবর্গ মধ্যে পরিগণিতও হইতে পারে। রমণী—কচিৎ অর্থবর্গমধ্যে পরিগণিত হইলেও কামাবলম্বন রমণী অনেক স্থলেই অর্থবর্গ নহে, কারণ, সে যে কামী পুরুষেরও অনেক স্থলেই দুর্লভ; ভাব বা অবস্থা বিশেষে যাহা অর্থবর্গের অন্তর্গত, ভাব বা অবস্থা-বিশেষে তাহাও কামবর্গের অন্তর্গত হইতে পারে, এই ভাব পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছি। ভূমি-হিরণ্যাদি প্রধান কামের অন্তর্গত হয় না, রমণী-বিষয়ে যে লিপ্সা তাহাও প্রধান অর্থের অন্তর্গত নহে, অতএব অর্থবর্গ ও কামবর্গ আর অভিন্ন হইতেছে না। প্রধান যে কাম—যাহাতে সুখবিজড়িত অভ্রান্ত প্রতীতি হয়—সূত্রকার বলিয়াছেন, তাহাতেও সেই সুখ আভিমানিক, গৌতম-সূত্রে যে "দুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ" (৪।১।৫৮) বলিয়াছেন, ইহা তাহারই অনুবর্ত্তন; বাৎস্যায়ন মুনি কামসূত্র লিখিতে বসিয়াও বৈরাগ্যের বীজবপন করিতেছেন, বলিতেছেন, বাপু হে, সুখ বলিয়া যাহা ভাবিতেছ—তাহা দুঃখের রূপ, দুঃখকেই সুখ ভাবিতেছ; তাই তিনি বলিলেন—ঐ সুখ আভিমানিক। আভিমানিক কেন? তবে শুন; ঐ কাম যদি পরকীয়াদি-ঘটিত হয় তাহা নরকের হেতু; সে যে ঐ সুখাপেক্ষা মাত্রায় কত অধিক কত তীব্র তাহা ত এখন বুঝিতেছ না—তাহা না হইলেও ভাব—উহা কতক্ষণ,—সেইক্ষণ অতীত হইলে—সে সুখ কোথায় গেল। তারপর কামের ছলনা, স্বার্থপরতা, কলহ, রক্তপাত—কত অনর্থ আছে, আরও ভাব, কি ঘৃণিত ব্যাপার—তাহার বিচার করিতেছ না,—মৃত্যু হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতেছ,—তোমরা কল্পিত সুখের জন্য প্রকৃত সুখ নষ্ট করিতেছ,—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্॥
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্।"

'অর্থপ্রতীতিঃ' এই কথাটির অর্থ 'অর্থপ্রতীতিহেতুঃ' এই অর্থ—প্রতীয়তে অনেন এই করণ বাচ্যে ক্তিন হইলেও হয়, প্রতীতি শব্দের প্রতীতিহেতুতে লক্ষণা

করিলেও হয়। সেই অবস্থায় ঐ ইচ্ছা ও বিষয়ানুভবের প্রভেদ লক্ষিত হয় না, ইচ্ছা ও প্রতীতি দুইটিই আভিমানিক সুখ দ্বারা গ্রথিত হইয়া সূত্রগ্রথিত বিভিন্ন জাতীয় মণি-মালিকার ন্যায় একাকারে প্রতিভাত হয়, ইহা সূচনার জন্য 'প্রতীতিঃ কামঃ" এইরূপ সূত্র রচিত হইয়াছে। যে কাম পূর্ব্বরাগেই পর্য্যবসন্ন, তাহা প্রধান আখ্যা পাইবে না—এই জন্যই সূত্রে ফলবতী বলা হইয়াছে,—একের প্রতি পূর্ব্বরাগ, আর তাৎকালিক ভ্রান্তিক্রমে অন্যের সহিত মিলন, এইরূপ ঘটিলেও তাহা প্রধান আখ্যা পাইবে না, এই জন্য 'অর্থ' পদ সূত্রে আছে এবং অভ্রান্ত-শব্দ অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই সূত্রটি সুধী পাঠক একটু মনোযোগ করিয়া বুঝিবেন। ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট-ব্যাখ্যান লিপিদ্বারা হয় না। ইহা অপেক্ষাও অব্যাখ্যেয় বহু সূত্র আছে, তাহাতে পাঠকগণ নিজ পরিশ্রম ও বুদ্ধি-প্রয়োগ করিবেন, আমি তাহার পথ-প্রদর্শনে ত্রুটি করিব না। ১২।

তং কামসূত্রান্নাগরিকজনসমবায়াচ্চ প্রতিপদ্যেত ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। কামসূত্র গ্রন্থের অধ্যয়ন করিয়া এবং কাম-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নাগরিক জনগণের সমবায় বা বৈঠক হইতে এই কামতত্ত্ব শিক্ষা করিবে। ১৩।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রাধিকারী পুরুষ কামসূত্র হইতে জানিবে এবং শাস্ত্রে যাহার অধিকার নাই, সে ব্যক্তি নাগরিক-সমবায় হইতে কামতত্ত্ব বিদিত হইবে। ১৩।

এষাং (ক) সমবায়ে পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গরীয়ান্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিন বিষয়ের এককালে উপার্জ্জন প্রয়োজন হইলে যাহা গুরুতর, তাহারই উপার্জ্জন আগে করিবে। ১৪।

অর্থশ্চ রাজ্ঞঃ ॥১৫॥ তন্মূলত্বাল্লোকযাত্রায়াঃ ॥১৬॥ বেশ্যায়াশ্চ ॥ ১৭ ॥ ইতি ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ ॥

অনুবাদ। রাজার পক্ষে অর্থই গরীয়ান্। কেননা, অর্থই লোকযাত্রা-

(ক) ত্রেষামিতি পাঠান্তরম্।

নির্ব্বাহের মূল । বেশ্যাগণের পক্ষেও অর্থ গরীয়ান্। প্রেম বা কৃপাপরবশ হইয়া অর্থাগমের উপায় পরিত্যাগ করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। ত্রিবর্গ-প্রতিপত্তি এইরূপ । ১৫—১৭ ।

ধর্ম্মস্যালৌকিকত্বাত্তদভিধায়কং শাস্ত্রং যুক্তম্ ॥ ১৮ ॥ উপায়-পূর্ব্বকত্বাদর্থসিদ্ধেঃ ॥ ১৯ ॥ উপায়প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রাৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্ম -অলৌকিক, শাস্ত্রই ধর্ম্মতত্ত্বের উপযুক্ত প্রতিপাদক। অর্থপ্রাপ্তি উপায়-সাধ্য এবং সেই উপায় অর্থশাস্ত্র হইতেই জ্ঞাতব্য। (অতএব শাস্ত্রপাঠেই অর্থার্জ্জনের উপায়ও শিক্ষা করিতে হয়)। ১৮—২০ ।

তির্য্যগ্‌যোনিষ্বপি তু স্বয়ং প্রবৃত্তত্বাৎ কামস্য নিত্যত্বাচ্চ ন শাস্ত্রেণ কৃত্যমস্তীত্যাচার্য্যাঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। তির্য্যক্ জাতিতেও কাম স্বয়ং উৎপন্ন হয়, ইহা নিত্য-সিদ্ধ পদার্থ। কাজেই কাম জানিবার জন্য কোন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ২১ ।

সম্প্রয়োগপরাধীনত্বাৎ স্ত্রীপুংসয়োরুপায়মপেক্ষতে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। পুরুষ ও রমণীর মিলনাধীন বলিয়া কামও উপায়-সাপেক্ষ। ২২ ।

ব্যাখ্যা। যদিও ইহা আপনিই জন্মে, তথাপি সম্পূরণ বা ভোগ করা-বিষয়ে উপায়ের অপেক্ষা করে, ক্ষমতারও আবশ্যকতা আছে। তাহাতে উপায় অপেক্ষণীয়। ২২ ।

সা চোপায়প্রতিপত্তিঃ কামসূত্রাদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—সেই উপায়-শিক্ষা এই কামসূত্র-নামক গ্রন্থ হইতে হইবে। (এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, সেই উপায়-শিক্ষা হয়)। ২৩ ।

তির্য্যগ্‌যোনিষু পুনরনাবৃতত্বাৎ স্ত্রীজাতেশ্চ ঋতৌ যাবদর্থং প্রবৃত্তেরবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বাচ্চ প্রবৃত্তীনামনুপায়ঃ প্রত্যয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। গো প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনির স্ত্রী জাতি অসংবৃত, প্রবৃত্তিও কেবল ঋতুকালে, তাহাও গর্ভ-গ্রহণার্থ, বুদ্ধি দ্বারাও তাহা নিয়ন্ত্রিত নহে—এই কারণে প্রত্যয়—শাস্ত্রশিক্ষা তথায় নিষ্প্রয়োজন। টীকাকার বলেন,—প্রত্যয়—তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষের যে মিলন—তাহাতে উপায়ের অপেক্ষা নাই। (অতএব শাস্ত্র সে স্থানে নিষ্প্রয়োজন)। ২৪।

ব্যাখ্যা। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—যে প্রবৃত্তি পশু-পক্ষীতেও স্বাভাবিক, তাহার জন্য মানবের শাস্ত্র-শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। বাৎস্যায়ন পূর্ব্বসূত্রে বলিয়াছেন শাস্ত্র-শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পশুপক্ষী যে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত তৎসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই; এই সূত্রে কথিত হইতেছে যে পশুপক্ষীর দৃষ্টান্ত মানুষে খাটে না; তাহার কারণ,—পশুপক্ষী স্ত্রী-সংগ্রহে স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী। তাহাদিগের স্ত্রী জাতি আবরণহীনা, সাধারণতঃ কেবল ঋতুকালেই তাহাদিগের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন-নির্ব্বাহ-পর্য্যন্তই তাহাদিগের প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি-প্রসূত স্থায়ী ভাব তাহাদিগের নাই, বিশেষতঃ এই প্রবৃত্তির সহিত কোন পশু-পক্ষীরই কোন প্রকার উপায়-শিক্ষার সম্বন্ধ নাই, অতএব শাস্ত্র-শিক্ষা তাহাদিগের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইলেও—মানবের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন নহে। মানব-জাতির স্ত্রীগণ লজ্জাবরণ এবং রক্ষার আবরণে সংবৃতা, শিক্ষা-অনুসারে প্রবৃত্তি, তাহারও কালাকাল নাই, পরস্পরের তৃপ্তি-প্রদানে পরস্পরের যত্ন আছে, একটা স্থায়ী ভাব আছে, এতন্মূলক যে পূর্ণ সফলতা-লাভ তাহা উপায়সাধ্য, উপায়জ্ঞান শাস্ত্রশিক্ষা-সাধ্য। অতএব মানবের এতদ্বিষয়েও শাস্ত্র-শিক্ষা আবশ্যক। (ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির সহিত শাস্ত্রের ইহাই সম্বন্ধ—প্রতিপত্তি অর্থে গৌরব-প্রাপ্তি ও জ্ঞান)। ২৪।

(লোকায়ত-মতম্)

অবতরণিকা। লোকায়তিক মত কথিত হইতেছে—

ন ধর্ম্মাংশ্চরেৎ ॥ ২৫ ॥ এষ্যৎফলত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ সাংশয়িকত্বাচ্চ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহার ফল ভবিষ্যদ্‌গর্ভে নিহিত এবং তাহাও অনিশ্চিত। ২৫—২৭।

ব্যাখ্যা। ত্রিবর্গ-স্বরূপ-লক্ষণাদিনির্দ্দেশ, তাহার উপায়-নির্দ্দেশ এবং তাহার সেবনীয়তা—ইতিপূর্ব্বেই ব্যবস্থিত হইয়াছে,ইহা ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির একটা দিক্‌,—আর একটা দিক্‌ আছে, তাহা বিপ্রতিপত্তি-নিরাকরণ; বিপ্রতিপত্তি—বিরুদ্ধ বাদ। ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মবর্গই প্রধান ও প্রথম—ইহা ত্রিবর্গ-বাদীর সিদ্ধান্ত, দ্বিবর্গবাদী লৌকায়তিকগণ ধর্ম্মবর্গের বিরোধী;—এই ২৫ সূত্র হইতে ৩০ সূত্র পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মত বর্ণিত; ৩১ সূত্রে সেই মত নিরাকৃত হইয়াছে। কথিত আছে লৌকায়তিক মত বৃহস্পতি অসুরমোহনার্থ প্রচার করেন, চার্ব্বাক—তাঁহার শিষ্য; এই কারণে এই মত বার্হস্পত্য ও চার্ব্বাক মত নামেও উক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই মতের সংক্ষিপ্তসার-সংগ্রহ আছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রচুর, বাৎস্যায়নকৃত ছয়টি সূত্র যোগ করিলে, তাহার তাৎপর্য্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়। তাহা এই যে,—সামান্যতঃ বস্তু দ্বিবিধ—নিশ্চিত ও সাংশয়িক (অনিশ্চিত); যাহা প্রত্যক্ষগম্য তাহাই নিশ্চিত—যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা সাংশয়িক, অতএব প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, সংশয়চ্ছেদনে প্রত্যক্ষের ন্যায় শক্তি আর কোনরূপ জ্ঞানেরই নাই। অনুমান আছে, শাব্দবোধ আছে, কিন্তু তাহা প্রমাণ নহে, কেননা তদ্দ্বারা সংশয়চ্ছেদন হয় না। হইতে পারে কোন স্থলে অনুমান বা শব্দ হইতে যে তথ্য-পরিজ্ঞান হয় তাহা যথার্থ; এবং তাহা সংশয়চ্ছেদনে হেতু,—যথা—রাম দেশে আছে কিনা, এই সংশয় উপস্থিত হইলে বাহির হইতে রামের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াও নিশ্চয় করা হয়—ঐ যে রাম, অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াও রামের স্বদেশে স্থিতি নিশ্চয় হয় বটে, তাহা হইলেও ঐ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না;—সংশয় যেখানে একটু অধিক সেখানে কণ্ঠস্বর শুনিবার পরও প্রত্যক্ষতঃ দেখিবার প্রয়োজন থাকে—বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিলেও মনের খট্‌কা যায় না, মনে হয় ঐ ব্যক্তির হয় ত ভ্রম হইয়াছে, আমি যে জানি সে বিদেশে গিয়াছে—এবং অদ্য পর্য্যন্ত আসে নাই। সেই যে

বিশ্বস্ত, তাহাকেও স্বীয় প্রত্যক্ষেরই সাক্ষ্য দিতে হইবে। স্বকৃত প্রত্যক্ষস্থলে ঐরূপ সংশয় থাকে না। যদি বল, রজ্জুতে সর্প-প্রত্যক্ষের ন্যায় ভ্রমপ্রত্যক্ষ ত হয়, তবে প্রত্যক্ষ, প্রমাণ কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে—উহা ভ্রম কিনা তাহার নির্ণয়ও ত সাবধান প্রত্যক্ষ দ্বারাই হয়, অতএব প্রত্যক্ষই প্রকৃত সংশয়চ্ছেদক, এই জন্য উহাই প্রমাণ। আকাশ, দেহাতিরিক্ত আত্মা, ঈশ্বর, স্বর্গ—এ সকল ত কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না,—আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক না হইলেও সাংশয়িক ত নিশ্চয়ই,—কাজেই সাংশয়িক বস্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে আনীত হইতে পারে না, যাহা লইয়া ব্যবহার তাহাই পদার্থরূপে লৌকায়তিক মতে উক্ত। আত্মা, মন—পৃথক্ পদার্থ নহে, ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ু ইহা হইতে দেহ উৎপন্ন,—এই সকল বস্তুর সংযোগ-বিশেষই শরীরের চৈতন্য ও চিন্তা-শক্তির উৎপাদক। পরলোক প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, তাহার ভাবনায় ঐহিক ক্লেশ স্বীকার অকর্ত্তব্য। যাহাতে ঐহিক অভ্যুদয় হয় তাহাই কর্ত্তব্য। ইহকালে লভ্য যশঃ-প্রতিষ্ঠা, ভোগ এবং বিবিধ বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য উপায়-শিক্ষা ও তাহার অবলম্বন কর্ত্তব্য ; ঐহিক দুঃখ-পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির উপায়—অর্থ ও কাম বর্গের অন্তর্গত, তাহাই সেব্য। ধর্ম্মাচরণ ঐহিকের উপযোগী নহে, অতএব তাহা নিস্প্রয়োজন, পরলোকে ফল হইবে ইহা ত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের গর্ভ অন্ধকার ময়। ২৭।

কো হ্যবালিশো হস্তগতং পরগতং কুর্য্যাৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। নির্ব্বোধ না হইলে কোন্ ব্যক্তি স্বীয় হস্তগত বস্তুকে পরহস্তগত করে ? ২৮।

ব্যাখ্যা। আপনার হস্তগত ধন ভবিষ্যতে ভোগের জন্য পরহস্তে রাখিলে অনেকস্থলে প্রয়োজন-মত তাহা লাভ করা যায় না—একেবারেই ভোগে আসে না এমনও হয়,—নিজের উপস্থিত ধন পরকালে ভোগ করিবার আশায় ব্যয় করাও তদ্রূপ। অতএব যাহার একটুও বিবেচনা-শক্তি আছে সে কি এই প্রকার কার্য্য করে ? ২৮।

বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। আগামী দিবসের ময়ূর হইতে অদ্য পারাবত-লাভও ভাল।২৯।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্ম-জনিত সুখ অনিশ্চিত হইলেও তাহা ঐহিক সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যদি সেই দুর্লভ সুখ লাভ হয়—এই আশায় ধর্ম্মাচরণ ত হইতে পারে—এই আশঙ্কায় তাঁহারা 'অদ্য-কপোতীয়' ন্যায় প্রদর্শন করিতেছেন। পারাবত ও ময়ূরযুক্ত স্থানে একটি পক্ষী ধরিবার অনুমতি-প্রাপ্ত শাকুনিক—প্রথম দিনে পারাবত পাইয়াছে, তাহার সঙ্গী বলিল—ঐ পারাবতটা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্—চেষ্টা করিয়া কল্য ময়ূর ধরা যাইবে। তখন শাকুনিকের কথা "বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ" ময়ূর পাইব, এই আশায় থাকা অপেক্ষা অদ্য এই পারাবতেই সন্তুষ্ট হওয়া ভাল। কারণ কল্য ময়ূর না পাইতেও পারি, অধিকন্তু কল্য পারাবতও পাইব না এমনও হইতে পারে। ২৯।

বরং সাংশয়িকান্নিষ্কাদসাংশয়িকঃ কার্ষাপণঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি লৌকায়তিকাঃ ॥

অনুবাদ। অনিশ্চিত নিষ্ক অপেক্ষা নিশ্চিত কার্ষাপণও ভাল, ইহা লৌকায়তিক সম্প্রদায় বলেন।

ব্যাখ্যা। নিষ্ক—স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ, কার্ষাপণ সাড়ে তের তোলা তাম্র।—তৎকালে ইহা এক প্রকার তাম্র-মুদ্রা ছিল। নিষ্ক পাইব কিনা সংশয়, কিন্তু কার্ষাপণ-প্রাপ্তি নিশ্চিত, এ স্থলে নিশ্চিতকে উপেক্ষা করিয়া অনিশ্চিতের জন্য বসিয়া থাকা উচিত নহে, অতএব অনিশ্চিত কাল্পনিক উৎকৃষ্ট পারলৌকিক সুখের আশায় অর্থ-ব্যয় না করিয়া—সেই অর্থব্যয়ে ইহলোকে যতটুকু আনন্দ ভোগ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। কেহ পরদুঃখ-কাতর হও ত—সেই অর্থে পরকীয় ঐহিক দুঃখ মোচন কর, পরের সুখে নিজে সুখী হও, এমন কেহ থাক ত পরের ঐহিক সুখের জন্য ব্যয় কর—তাহাতে চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকিবে না,—ফলতঃ অর্থার্জ্জন অর্থবর্দ্ধন কর্ত্তব্য, ঐহিক সুখের জন্য অপ্রধান সামান্য কাম ও প্রধান কাম—উভয়বিধ কাম-ভোগার্থ যে ব্যয়

তাহা করা অর্থের সার্থকতা; কিন্তু অনিশ্চিত পরলোক-সুখার্থ ব্যয় করা উচিত নহে,--উপবাসাদি শারীরিক দুঃখজনক কর্ম্মও কর্ত্তব্য নহে। সৎ-কর্ম্মেও মানুষের ব্যসন উপস্থিত হয়, সাত্ত্বিক ভাব থাকে না, বাহাদুরি লইবার প্রবৃত্তি হয়। এক প্রতিবেশী অর্থের আধিক্য ও স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তি-বশে কোন যাগযজ্ঞে বা দুর্গোৎসবে প্রচুর ব্যয় করিল এবং তজ্জন্য তাহার উচ্চ-ভাবে প্রশংসা হইল,—তাহা দেখিয়া অপরের সেইরূপ প্রশংসা লাভে উৎকট আকাঙ্ক্ষা হইল—এবং সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল—সেই সৎকার্য্যে যতটা ব্যয়-সম্পাদন করিবার তাহার উপযুক্ত শক্তি আছে, তাহা অপেক্ষাও হয় ত অধিক ব্যয় হইয়া গেল, এই প্রশংসালাভের আশায় যে সাধ্যাতীত ব্যয়ে সৎকর্ম্ম-পরায়ণতা তাহা সৎকর্ম্মের ব্যসন বলিয়াই বিবেচিত। এখন যেমন কাউন্সিলে মেম্বার হইবার জন্য অনেক বাবুই 'ফতুর' হইতেছেন, তখন তেমনই যাগযজ্ঞের জন্য অনেকে 'ফতুর' হইতেন,—যাঁহারা স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে এরূপ 'ফতুর' হইতেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা খুবই অল্প, যাঁহারা 'দেখাদেখি' ব্যয় করিয়া ফতুর হইতেন তাঁহাদিগের সংখ্যা খুব অধিক। এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে কর্ম্মবাদের প্রতিকূলে মতবাদ সৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে চার্ব্বাকমত সেই সময়ে অধিক লোকপ্রিয় হয়। ইহা নব্যমত। নব্যমত ও অসুরমোহনার্থ এই মতের সৃষ্টি, এই প্রাচীনমতের সমন্বয় এই যে, যাহারা কেবল দেখাদেখি প্রশংসা লাভোদ্দেশে কর্ম্ম করিত—তাহারা আসুর-ভাবাপন্ন, অতএব অসুর, এই মতে তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছিল; যাঁহারা দেব-ভাবাপন্ন সাত্ত্বিক, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মত্যাগ করেন নাই,—এই জন্য এই মত অসুর-মোহনার্থ ইহা অসঙ্গত নহে। ইহার আয়তি বা উত্তর কালও ইহলোকেই, অথবা ইহলোক লইয়াই ইহার বিস্তার—এরূপ মতবাদ যাহারা পোষণ করে, তাহাদিগের সংজ্ঞা লৌকায়তিক। এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা বৃহস্পতি, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহাই সংক্ষিপ্ত লৌকায়তিক মত। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করাতে—ধর্ম্মের অপ্রামাণ্য স্থাপিত হইল,—ধর্ম্ম লইয়া যে ত্রিবর্গ তাহাতে ইহা বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধবাদ, কারণ দ্বিবর্গ মাত্রই এই মতে প্রমাণ। অতঃপর অর্থবর্গ ও কামবর্গে এক এক

করিয়া বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইবে,—এই বিপ্রতিপত্তি-নিরাকরণও সঙ্গে সঙ্গে আছে। ইহার পর সূত্রেই ধর্ম্মবিপ্রতিপত্তি বা লোকায়তিক মতবাদের মূলতঃ খণ্ডন আছে। ৩০।

শাস্ত্রস্যানভিশঙ্ক্যত্বাদভিচারানুব্যাহারয়োশ্চ ক্বচিৎ ফলদর্শনান্নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-গ্রহ-চক্রস্য লোকার্থং বুদ্ধিপূর্ব্বকমিব প্রবৃত্তের্দ্দর্শনাদ্বর্ণাশ্রমাচারস্থিতিলক্ষণত্বাচ্চ লোকযাত্রায়া হস্তগতস্য চ বীজস্য ভবিষ্যতঃ শস্যস্যার্থে ত্যাগদর্শনাচ্চরেদ্ধর্ম্মানিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। শাস্ত্র সংশয়যোগ্য নহে অর্থাৎ বিশ্বাস্য, অভিচার ও শান্তি-কার্য্যে বিশেষ স্থলে প্রত্যক্ষ ফল; নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ও গ্রহ চক্রের বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রবৃত্তির ন্যায় দৃশ্যমান প্রবৃত্তি, বর্ণাশ্রমাচার-পালন, লোকযাত্রার পোষণ এবং হস্তগত শস্য-বীজের ভবিষ্যৎ ফলের আশায় ভূতলে নিক্ষেপ দৃষ্ট হয়;—এই সকল হেতুবাদে ধর্ম্মাচরণ করিবে, ইহা বাৎস্যায়ন বলেন। ৩১।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্র আপ্তবাক্য, তাহা সংশয়যোগ্য নহে,—তাহাতে প্রামাণ্য-সংশয় হওয়া উচিত নহে, আপ্তবাক্য বলিয়াই শাস্ত্র বিশ্বাস্য; শাস্ত্র যে প্রমাণ, অর্থাৎ বিশ্বাস্য, তাহার প্রমাণ,—প্রত্যক্ষ ফল,—যেখানে শ্রদ্ধালু যজমান, যোগ্য পুরোহিত এবং কর্ম্মের অঙ্গ দ্রব্যাদি বিশুদ্ধ সেই স্থলে মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্য ও শান্তিস্বস্ত্যয়নের ফল ইহকালেই প্রত্যক্ষ হয়। কেবল ইহাই নহে,—পরন্তু চন্দ্র সূর্য্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র—এতৎ-সমন্বিত যে খগোল—বা রাশিচক্র—তাহা অচেতন, কিন্তু তাহার গতি—সচেতনের ন্যায়—আছে, সেই গতি বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে জানা যায়,—গ্রহণ, গ্রহযুদ্ধ, ক্ষেত্রভেদ ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্র যেমন যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ফলে তাহাই দেখা যায়, আর এই চন্দ্র-সূর্য্যাদির সন্নিবেশে জাতকের যে ফল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট, তাহাই ঘটিয়া থাকে, ইহা দেখা যায়। আর এই যে চন্দ্রসূর্য্যাদির সন্নিবেশ-সূচিত বিভিন্ন জাতকের বিভিন্ন ফল—যাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—তাহা শাস্ত্রের ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশিষ্ট প্রমাণ। অতএব বিবিধ প্রত্যক্ষ

ফল দর্শনে যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য অবধারিত,—সেই শাস্ত্র অবিশ্বাস্য হইতে পারে না—সেই শাস্ত্র-প্রমাণে ধর্ম্ম আচরণীয়। যে চার্ব্বাক-দলভুক্ত, তাহারও বেদাদি শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত উপায় নাই, কারণ তাহা হইলে মানব সমাজ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে; শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আছে—তাহাই মানব সমাজরক্ষার একমাত্র উপায়, যদি অর্থ ও কামই পুরুষার্থ হয়—ধর্ম্ম যদি বিলুপ্তই হয়, তাহা হইলে—পরস্ত্রী-হরণ, পরদ্রব্য-হরণ, গুপ্তহত্যা এ সকল ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। রাজদণ্ড মানবের অন্তঃকরণ শাসিত করিতে পারে না, পাপভয় এবং ধর্ম্মে অনুরাগ, ইহাই অন্তঃকরণকে শাসিত বা বিশুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মই অবলম্বন করুক না—তাহার লৌকিক শৃঙ্খলা-স্থাপন বেদাদি শাস্ত্র-প্রদর্শিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্যরূপে হয় না। এই জন্য বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন,—হে বৌদ্ধ! তোমরাও বেদাদিমূলক আচারের অনেকাংশ অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হও। আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর এমন কোন সভ্য মানব-সমাজ নাই—যেখানে বেদাদিমূলক আচারই অল্প-বিস্তর প্রচলিত নহে। বেদাদি অর্থে—সাঙ্গবেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন। বেদের অঙ্গ ছয়টী—বর্ণাদি শিক্ষা-প্রদ শিক্ষাগ্রন্থ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-শিক্ষাপ্রদ কল্পগ্রন্থ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক অভি-ধান) জ্যোতিষ ও ছন্দঃ। ইউরোপ প্রভৃতি দেশেও বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-মূলক বহু আচার বিদ্যমান; বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক বলিবার কারণ এই যে—বেদই পৃথিবীর আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। অন্ততঃ ইহা অপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থের অস্তিত্ব বিরুদ্ধবাদীরাও প্রমাণ করিতে পারে না। আর এই বেদ ও বৈদিক ভাষার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী আলোকিত। অতএব বেদাদি শাস্ত্রের প্রভাবে মানবসমাজ রক্ষিত—সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার্থও বেদাদি-উপদিষ্ট ধর্ম্ম আচরণীয়। আর যে বলিয়াছ—“ভবিষ্যৎ ফলের আশায় হস্তগত অর্থ ত্যাগ নির্ব্বোধ না হইলে করে না”—ইহাও একান্ত প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, তুমি অর্থ-কামবাদী—তুমি কি এ কথা বলিতে পার? তোমার অনুমোদিত কৃষিকর্ম্মে—ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়, হস্তগত শস্যবীজ হাতে করিয়া মাটিতে ছড়াইতে হয়—কেন, ভবিষ্যতে অধিক শস্য পাইবে এই আশাতেই ত? কিন্তু সকল

সময় কি তাহা হয়? অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে—আরও কত উপদ্রব আছে তথাপি ভবিষ্যতের আশায় হস্তগত দ্রব্য ত্যাগ করা হয়, এইরূপ কুসীদ ও পশুপালনে ভবিষ্যতের আশায় বর্ত্তমান অর্থ ত্যাগ করা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভবিষ্যতের আশাতে বর্ত্তমানে ব্যয় বা দৈহিক ক্লেশ-ভোগ করা না হইলে অর্থ কামও চলে না—সংসার চলে না, ভবিষ্যৎ ফলে সন্দেহ থাকিলেও কর্ম্মপ্রবৃত্তি বহুস্থ'লই দেখা যায়;—কেবল, যে কর্ম্ম ভবিষ্যতেও নিষ্ফল বলিয়া নিশ্চিত, তাহাতেই লোকে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্ম্ম যে নিশ্চিত নিষ্ফল ইহা ত তুমিও বলিতে পার নাই,—তুমি বলিয়াছ না হয় সাংশয়িক—আমি দেখাইতেছি সাংশয়িক ভবিষ্যৎ ফলে তোমাদিগকেও প্রবৃত্ত হইতে হয়, সুতরাং ধর্ম্মাচরণ-নিবারণে তোমার ঐ সকল যুক্তি একেবারেই অনুপযুক্ত। অতএব বাৎস্যায়ন এই সূত্রে ধর্ম্মে বিপ্রতিপত্তি খণ্ডন করিলেন। ৩২।

(কালকারণিকমতম্)

অবতরণিকা। যাঁহারা কালকেই কারণ বলেন, তাঁহাদিগের মত কথিত হইতেছে,—

নার্থাংশ্চরেৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। অর্থবর্গের আচরণ করিবে না। ৩২।

ব্যাখ্যা। অর্থের অর্জ্জন ও বর্দ্ধন অর্থবর্গেরই অন্তর্গত। তাহার আচরণ অর্থে—তাহার জন্য যত্ন। গোভূ-হিরণ্যাদির অর্জন ও বর্দ্ধনে যত্ন করা নিরর্থক। ৩২।

প্রযত্নতোঽপি হ্যেতদনুষ্ঠীয়মানা নৈব কদাচিৎ স্যুঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। (কারণ) প্রযত্ন সহকারে আচরণ করিলেও কোন সময়ে তাহা হয় না। ৩৩।

ব্যাখ্যা। অল্প যত্ন নহে—প্রাণপণ যত্ন করিলেও অর্থের অর্জ্জন ও বর্দ্ধন হয় না, এমন সময়ও দেখা যায়। ৩৩।

অননুষ্ঠীয়মানা অপি যদৃচ্ছয়া ভবেয়ুঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। (পক্ষান্তরে) আচরণ না করিলেও কোন সময় যদৃচ্ছাক্রমে তাহা হইয়া যায়। ৩৪।

ব্যাখ্যা। কিন্তু এমন সময়ও দেখা যায়, যখন বিনা যত্নে আকস্মিকভাবে অর্থের অর্জ্জন ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৩৪।

তৎ সর্ব্বং কালকারিতমিতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। অতএব তৎসমস্তই কালকারিত।

ব্যাখ্যা। প্রযত্ন করিলেও অর্থ-অর্জ্জনাদি হয় না, প্রযত্ন না করিলেও হয়, ইহা যখন দেখা যাইতেছে, তখন যত্ন অর্থ-অর্জ্জনাদির কারণ নহে; কিন্তু অর্থ-অর্জ্জনাদি যখন কার্য্য, তখন তাহার কারণ ত আছে—যত্ন কারণ না হইলে কে কারণ হইবে? এই জিজ্ঞাসাও মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়। তাহার উত্তর—'কালই তৎসমস্তের কারণ।' মূলস্থ 'ইতি' শব্দ হেতু অর্থে ব্যবহৃত; যেহেতু যত্নসত্ত্বেও কোন সময়ে অর্থার্জ্জনাদি হয় না এবং কোন সময়ে যত্ন না থাকিলেও হয়—এই হেতু কালকে—সময়কেই অর্থার্জ্জনাদির কারণ বলিয়া নিশ্চয় করাই যুক্তিযুক্ত। ৩৫।

কাল এব হি পুরুষানর্থানর্থয়োর্জয়পরাজয়য়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ স্থাপয়তি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। কালই পুরুষকে অর্থ-অনর্থ, জয়-পরাজয় ও সুখ-দুঃখাদি অবস্থায় স্থাপিত করে। ৩৬।

কালেন বলিরিন্দ্রঃ কৃতঃ কালেন ব্যবরোপিতঃ কাল এব পুনরপ্যেনং কর্ত্তেতি কালকারণিকাঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। কালই বলিরাজকে ইন্দ্র করিয়াছিলেন, কালই আবার তাঁহাকে ইন্দ্রপদ হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, আবার কালই তাঁহাকে পুনরায় ইন্দ্র করিবেন। ইহা কালকারণিকগণের মত। ৩৭।

ব্যাখ্যা। বলিরাজের কথা উদাহরণস্বরূপ; ফলতঃ কালই সকলের উন্নতি-অবনতির কারণ, যত্ন অনাবশ্যক। কালকারণিক—কেবল কালকারণ-বাদী সম্প্রদায় এই মত পোষণ করেন। মানুষ হতাশ হইয়া শেষে এই মত গ্রহণ করে. আমাদিগের দলেরও এখন প্রায় এইরূপ অবস্থা, অনেক সময়ই কলিকালের উপর সকল অনর্থের কর্তৃত্ব চাপাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া থাকি। ইহা কিন্তু সিদ্ধান্ত নহে—সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপনার্থ পরবর্ত্তী সূত্রদ্বয় করা হইয়াছে। ৩৭।

পুরুষকারপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তীনামুপায়ঃ প্রত্যয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। সকল প্রবৃত্তিই পুরুষকারমূলক বলিয়া (অর্থ বিষয়েও) উপায় —উদ্যম কারণ বটেই। ৩৮।

ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তি—অর্থপক্ষে অর্জ্জনাদি, ধর্ম্মপক্ষে যজ্ঞাদি. কামপক্ষে স্ত্রী-সংগ্রহাদি; সকল প্রবৃত্তির মূলেই পুরুষকার বর্ত্তমান; পুরুষকার—পুরুষের প্রযত্ন; তদ্ব্যতীত কিছুই হয় না। অতএব অর্থবিষয়েও উদ্যম—প্রযত্ন কারণ। তবে এই কারণ প্রত্যয়সংজ্ঞক—একমাত্র কারণ নহে; অপর অপর কারণের প্রতি আভিমুখ্যে ইহার 'অয়' গতি হইয়া থাকে; অর্থাৎ অন্যান্য কারণ কার্য্যাভিমুখ হইলে, এই কারণ তাহার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে। যদি বল, তাহা হইলে ইহাকে কারণ না বলিলেই ত হয়, সেই সকল কারণেই কার্য্য হয়, ইহা স্থির করাই ত উচিত। তাহার উত্তর—'পুরুষকার-পূর্ব্বকত্বাৎ' ইত্যাদি প্রথমাংশে আছে। প্রযত্নকে বাদ দিলে চলিবে না, কার্য্যমাত্রের মূলেই পুরুষকার আছে—তবে দৈব ও কালের আনুকূল্য না হইলে পুরুষকার বিফল হয়,—কিন্তু বিনা পুরুষকারে—কালও—কিছুই করিতে পারেন না। এই যে বলিরাজ ইন্দ্র হইয়াছিলেন—তাহাতে তাহার পুরুষকার কি অল্প ছিল?—ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় করা সহজ পুরুষকার? তাহার পর সেই বলি রাজের যে ইন্দ্রপদ হইতে বিচ্যুতি—তাহার মূল ইন্দ্রের পুরুষকার, অদিতির পুরুষকার, সেই পুরুষকার বিষ্ণুর আরাধনায় অভিব্যক্ত। বিষ্ণুর পুরুষকারও তাহার মূলে আছে;—

বলির নিকট বামনরূপে ত্রিপাদ-ভূমি-ভিক্ষা ও চরণ দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অবরোধ সেই পুরুষকার। পুনর্ব্বার যে বলি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন—তাহার মূলেও বলির অসামান্য পুরুষকার—ভগবদারাধনা বিদ্যমান। অতএব পুরুষকার ব্যতীত কেবলমাত্র কাল হইতে কোন কার্য্যই হয় না। এইজন্য শাস্ত্রে আছে—

"দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম।
ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্ ॥
কৃষের্বৃষ্টিসমাযোগাৎ দৃশ্যন্তে ফলশালয়ঃ।
তে তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন ॥"

কর্ষণ বর্ষণ ও হেমন্তকাল তিনটি মিলিয়া যেমন শালিধান্য সম্পাদন করে—সকল কার্য্যেই সেইরূপ পুরুষকার দৈব ও কালকে মিলিতভাবে কারণ স্থির করিবে। অতএব অর্থার্জ্জনাদি বিষয়েও প্রযত্ন—পুরুষকার আবশ্যক। সেই পুরুষকার তখনই নিষ্ফল হয়—যখন দৈব ও কালের সহায়তা প্রাপ্ত না হয়। ৩৮।

অবশ্যম্ভাবিনোঽপ্যর্থস্যোপায়পূর্ব্বকত্বাদেব ন নিষ্কর্ম্মণো ভদ্রমস্তীতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। অবশ্যম্ভাবী অর্থও উপায়সাধ্য বলিয়াই নিষ্কর্ম্মা পুরুষের কল্যাণ হয় না—ইহা বাৎস্যায়ন বলেন। ৩৯।

ব্যাখ্যা। দুই ব্যক্তিই খুব উদ্যম করিতেছে, উদ্যমশীল দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির অর্থ লাভ হইল—অপর ব্যক্তির উদ্যম ব্যর্থ হইল—এমন স্থলে বুঝিতে হইবে—যাহার উদ্যম সফল হইল—তাহার অর্থলাভ অবশ্যম্ভাবীই ছিল,—অর্থাৎ দৈব তাহার অর্থলাভে অনুকূল ছিল,—তাহা হইলেও তাহাকে উদ্যম করিতে হইয়াছে। অতএব বাৎস্যায়ন বলেন, নিষ্কর্ম্মার কল্যাণ লাভ হয় না, "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"। এই নিষ্কর্ম্মা শব্দ সংসারীর ব্যবহার্য্য সহজ অর্থে প্রযুক্ত। আত্মার যে পারমার্থিক নিষ্কর্ম্মভাব তাহা পৃথক্। ৩৯।

(অর্থচিন্তকমতম্)

অবতরণিকা। অর্থনীতিজ্ঞগণের মত কথিত হইতেছে,—

ন কামাংশ্চরেৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। কামবর্গের আচরণ করিবে না। ৪০।

ব্যাখ্যা। আচরণ—সেবা,—কামবর্গ-সেবা কর্ত্তব্য নহে। ৪০।

ধর্ম্মার্থয়োঃ প্রধানয়োরেবমন্যেষাঞ্চ সতাং প্রত্যনীকত্বাৎ—অনর্থজনসংসর্গমসদ্ব্যবসায়মশৌচমনায়তিঞ্চৈতে পুরুষস্য জনয়ন্তি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। কারণ—কামবর্গ—প্রধান ধর্ম্মের, প্রধান অর্থের এবং অন্য অনিন্দিত ধর্ম্ম ও অর্থের বিরোধী ;—অসৎ-সংসর্গ, অসৎকার্য্যানুরাগ, অশুচিতা এবং পরিণামে দুরবস্থা—কামবর্গ হইতেই হইয়া থাকে। ৪০।

ব্যাখ্যা। প্রধান ধর্ম্ম যোগবলে আত্মদর্শন ;—যাহার কাম-সেবা থাকে তাহার পক্ষে সেই যোগ কখনই ঘটে না,—অতএব কামবর্গ তাহার বিরোধী, প্রধান অর্থ—বিদ্যা এই কারণে অর্থ-পরিচালনার সূত্রে বিদ্যাই প্রথম নির্দিষ্ট। বিদ্যার্জ্জন-সময়ে ব্রহ্মচর্য্য বিহিত, কামবর্গ, ব্রহ্মচর্য্য-বিধ্বংসী, অতএব তাহা বিদ্যার বিরোধী। (১ অধি ৬ সূত্রে দ্রষ্টব্য) শ্রাদ্ধ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি এই সকল যে ধর্ম্ম,—কামবর্গ তাহারও বিরোধী, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্রহ্মচর্য্য বিহিত ; বামদেব্য ব্রতে কাম-সেবা আছে বটে, কিন্তু সে ব্রত অনিন্দিত নহে—লোক-বিদ্বিষ্ট। হিরণ্য ভূমি প্রভৃতি পৈতৃক অনিন্দিত অর্থও লম্পটদিগের অপব্যয়িত হয়, অতএব কামবর্গ তাহারও বিধ্বংসক বলিয়া বিরোধী; আঢ্য পত্নীর ঔপপত্যে অর্জ্জিত অর্থ অনিন্দিত নহে—সুতরাং কামবর্গ তাহার বিরোধী না হইলেও—এই সূত্রে তাহার বাধ থাকায়—কোন দোষ হইতেছে না। লম্পটের বেশ্যাদি-অসৎসংসর্গ, পারদার্য্য প্রভৃতি অসৎকার্য্যে অভিরতি, শুক্রশোণিতাদি-স্পর্শ হেতু অশুচিতা এবং পরিণামে গণিকাগৃহে অর্দ্ধচন্দ্র-লাভ প্রভৃতি দুরবস্থা এই কাম-সেবাই আনিয়া দেয়। পরিণামে দুরবস্থা শব্দটি মূলোক্ত অনায়তি শব্দের অনুবাদ স্থলে ব্যবহার করিয়াছি।

আয়তি উত্তরকাল বা পরিণাম, তাহার অপকৃষ্টতাই—অনায়তি শব্দের যৌগিক অর্থ। জয় মঙ্গলা টীকাকার (কেহ কেহ যাঁহাকে ভাষ্যকার আখ্যা দিয়াছেন) এই সূত্রটির ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন ;—তাহার ভাবার্থ; ধর্ম্ম ও অর্থবর্গ—কামবর্গ অপেক্ষা প্রধান,—কামবর্গ সেই ধর্ম্ম ও অর্থের বিরোধী,—এবং অন্য যে সকল জ্ঞান-বৃদ্ধ ও তপোবৃদ্ধ সজ্জন—তাঁহাদিগেরও বিরোধী,—তাঁহাদিগের আচারও কামাচরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; এই হেতু এবং অসৎ সংসর্গাদির কারণ বলিয়া কাম-সেবা কর্ত্তব্য নহে। এই ব্যাখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট না হইয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, অসন্তোষের কারণ এই যে, সূত্রে 'অন্যেষাং' পদটি ঐ ব্যাখ্যায় সঙ্গত হয় না, 'সতাং' এই স্থলের 'সৎ' পদ যদি সজ্জন অর্থে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে 'অন্যেষাং' কেন ? মানব যে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে অন্য, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আর এক কথা কাম যে সজ্জনগণের বিরোধী, তাহার কারণও ত ধর্ম্ম ও অর্থের সহিত বিরোধ,—সুতরাং ধর্ম্মার্থের বিরোধিত্ব কীর্ত্তনের পর সজ্জনবিরোধিত্ব-কথন নিষ্প্রয়োজন। আর কামবর্গ যে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম ও সর্ব্ববিধ অর্থের বিরোধী, তাহাও নহে, উপরি কথিত ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে—"বামদেব্যব্রত ধর্ম্ম হইলেও তাহা কামসেবার বিরোধী নহে, ঔপপত্যও অর্থের হেতু হইয়া থাকে। অতএব প্রকারান্তরে সূত্রব্যাখ্যা সাধিত হইল। ৪১।

তথা প্রমাদং লাঘবমপ্রত্যয়মগ্রাহ্যতাঞ্চ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। তেমনই প্রমাদ অর্থাৎ হিতাহিত বিচারশূন্যতা (টীকাকারমতে দেহপাত) এবং মানের লাঘব হয়, অবিশ্বাস্যতা ও অগ্রাহ্যতা কামবর্গই ঘটাইয়া দেয়। ৪২।

ব্যাখ্যা। যেরূপ পূর্ব্বসূত্রকথিত দোষ কাম হইতে উদ্ভূত হয়, সেইরূপ প্রমাদাদি দোষও হইয়া থাকে—কামপরতন্ত্র ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, তাহার 'ওজন' কমিয়া যায়, লোকের নিকট সে অবিশ্বাসী ও হেয় হইয়া থাকে। ৪২।

বহবশ্চ কামবশগাঃ সগণা এব বিনষ্টাঃ শ্রূয়ন্তে ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। ইহাও শুনা যায়, বহু ব্যক্তি কামের বশবর্ত্তী হইয়া সদলে বিনষ্ট হইয়াছে। ৪৩।

যথা দাণ্ডক্যো নাম ভোজঃ কামাদ্ব্রাহ্মণকন্যামভিমন্যমানঃ সবন্ধু-রাষ্ট্রো বিননাশ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। যথা—ভোজবংশীয় দাণ্ডক্য কামবশে ব্রাহ্মণকন্যাকে স্বভোগ্য করিয়া (তৎপ্রতি অত্যাচার করিয়া) স্বজন ও রাষ্ট্রসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।৪৪

ব্যাখ্যা। এই সূত্রটি কৌটিলীয় অর্থনীতিতেও আছে। জয়মঙ্গল টীকাতে আছে,—'এই দাণ্ডক্যের বিধ্বস্ত রাজ্যই দণ্ডকারণ্য।' কিন্তু পুরাণ ও রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—দণ্ডক ইক্ষ্বাকুর পুত্র, দাণ্ডক্য নহেন, তিনি শুক্রাচার্য্য-দুহিতার প্রতি অত্যাচার করায় শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাতে বংশ ও রাজ্যসহ বিনষ্ট হন। সেই রাজ্য উত্তরকালে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত হয়। রামায়ণাদির উক্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইলে বলিতে হয়—ভোজ-বংশীয় দাণ্ডক্য পৃথক্ ব্যক্তি, তাহার চরিত্রের সহিত ইক্ষ্বাকুপুত্র দণ্ডকের চরিত্রের সাম্য থাকিলেও দাণ্ডক্যের রাজ্য—দণ্ডকারণ্য নহে,—সে রাজ্য—বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এই উক্তিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত; কারণ ভোজবংশের উল্লেখ রামায়ণে নাই, ভোজ নামে প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভোজের উৎপত্তি ত্রেতায় নহে—দ্বাপর যুগে তাঁহার উৎপত্তি। সেই ভোজবংশীয়ের বিধ্বস্ত রাজ্য—দণ্ডকারণ্য হইলে সেই ভোজের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীরামের তথায় অবস্থিতি অসম্ভব হইত। ৪৪।

দেবরাজশ্চাহল্যামতিবলশ্চ কীচকো দ্রৌপদীং রাবণশ্চ সীতা-মপরে চান্যে চ বহবো দৃশ্যন্তে কামবশগা বিনষ্টা ইত্যর্থচিন্তকাঃ ॥৪৫॥

অনুবাদ। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যাতে অভিগমন এবং অতিবল কীচক দ্রৌপদীকে ও রাবণ সীতাকে কামবশে আক্রান্ত করিতে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া-

ছিল এবং আরও অনেকে কামবশবর্ত্তী হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থ-চিন্তকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। ৪৫।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে যে 'অভিমন্যমানঃ' আছে এই সূত্রে তাহার অনুবৃত্তি আছে, এই অভিমান অর্থে স্বভোগ্যা করা। আর—ধাতুর উত্তর যে শানচ্ প্রত্যয় আছে, তাহার অর্থ-মধ্যে ক্রিয়াসমাপ্তি এবং তাহার উদ্যোগ—উভয়ই নিহিত। অন্নপাকের আরম্ভ সময়েও পচতি প্রয়োগ হয়—সমাপ্তি যে মণ্ডগালন সে সময়েও পচতি প্রয়োগ হয়। তদনুসারে 'অহল্যাং' এই স্থলে—"স্বভোগ্যা করা'—এই কার্য্যটি সমাপ্ত, এই জন্য অনুবাদে 'অভিগমন' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর "দ্রৌপদীং" "সীতাং" এই দুইস্থলে—তাহার উপক্রম বা উদ্যোগ বুঝিতে হইবে। 'অর্থচিন্তক'—অর্থনীতি-বিশারদ। কৌটিল্য—এই অর্থনীতি-বিশারদ-শব্দে উল্লিখিত ;—ইহা কেহ কেহ মনে করেন ; তাহার কারণ, "যথা—দাণ্ডক্যো নাম ইত্যাদি ৪৪ সূত্রটি" অবিকল কৌটিলীয় অর্থনীতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কিন্তু কৌটিল্য—'ন কামাংশ্চরেৎ' এই মতের স্রষ্টা বা পোষক নহেন,—প্রত্যুত তিনি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত ন নিঃসুখঃ স্যাৎ" (কৌটিলীয় অর্থনীতি ১ অধিকরণ সপ্তম অঃ) ইহাতে মনে হয় 'যথা দাণ্ডক্যো নাম' ইত্যাদি উদাহরণ-গুলি পূর্ব্বপ্রচলিত প্রবাদ। কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন উভয়েই সেই প্রবাদ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কামসেবা বিষয়ে কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন একমত। কৌটিল্যের অর্থনীতি ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রের রচনা-প্রণালীর ঐক্য দর্শনে অনেকে উভয়কে একব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ অন্তঃপুররক্ষা বিষয়ে মতভেদ। কৌটিল্যের মত—"কামোপধাশুদ্ধান বাহ্যাভ্যন্তরবিহাররক্ষাসু।" (১ অধি ১০ম অঃ) বাৎস্যায়ন এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন—ধর্ম্মভয়োপধাশুদ্ধান"—পারদারিক অধিকরণ, অন্তঃপুর রক্ষক-প্রকরণ দ্রষ্টব্য। ৪৫।

(অর্থচিন্তক-মতখণ্ডনম্)

শরীরস্থিতিহেতুত্বাদাহারসধর্ম্মাণো হি কামাঃ॥ ৪৬॥

ফলভূতাশ্চ ধর্ম্মার্থয়োঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। শরীররক্ষার হেতু বলিয়া কামবর্গ আহারেরই তুল্য এবং ধর্ম্ম ও অর্থের ফল-স্বরূপ। (অতএব তাহা সেবনীয়)। ৪৬। ৪৭।

ব্যাখ্যা। সকল মানবের প্রকৃতি সমান নহে, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি মানব—উর্দ্ধরেতা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রাজস প্রকৃতি বা তামস প্রকৃতি মানব উর্দ্ধরেতা হইলে রোগাক্রান্ত হয়; যেমন কফ-প্রধান ব্যক্তি উপবাস করিয়া ধর্ম্মাচরণে রোগার্ত্ত হয় না, কিন্তু বায়ুপ্রধান ব্যক্তির উপবাসে পীড়া হয়, আহার তাহার পক্ষে শরীর-রক্ষা করিয়া থাকে, রাজস তামস প্রকৃতির পক্ষে কামও সেইরূপ শরীর রক্ষা করে। এ ক্ষেত্রে কামাচরণ যদি সকলের পক্ষে নিষিদ্ধই হয় তাহা হইলে, রাজস তামস প্রকৃতির শরীররক্ষাই হইতে পারে না। অতএব সাধারণতঃ নিষেধ হইতেই পারে না। যদি নিষিদ্ধই হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তিধর্ম্মাচরণ এবং অর্থার্জ্জনও অনাবশ্যক। কাম ও ধর্ম্ম অর্থ-সাধ্য,—কামাচরণ নিষিদ্ধ হইলে—অর্থের আবশ্যকতা ধর্ম্মার্থ, এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম যজ্ঞাদি—তাহার ফল স্বর্গ, সেখানেও অপ্সরঃ-সঙ্গ,—তাহাতেও কামসেবা। কামসেবার নিবারণ হইলে ঐ ধর্ম্মও অনাচরণীয় হইয়া উঠে, অনেক স্থলে ধর্ম্মের ফলও কামসেবা। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কামবর্গ অসেব্য হইতে পারে না—প্রত্যুত সেব্য। ৪৬। ৪৭।

অবতরণিকা। কামবর্গ সেবায় যে দাণ্ডক্য প্রভৃতির ঘোর অনিষ্টের ইতিহাস উদাহরণ-রূপে প্রদর্শিত, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন,—

বোদ্ধব্যাস্তু দোষেষ্বিব ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধি-শ্রিয়ন্তে। ন হি মৃগাঃ সন্তীতি যবা নোপ্যন্ত ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ। দোষ সত্ত্বেও কার্য্যান্তরের ন্যায় কামতত্ত্বও বিবেচ্য,—ভিক্ষুক আছে বলিয়া পাকপাত্রের চুল্লীতে উত্থাপন নিবারিত হইতে পারে না; হরিণ আছে বলিয়া যব বপনও নিষিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বাৎস্যায়নের মত। ৪৮।

ব্যাখ্যা। ভিক্ষুক ভিক্ষা করিয়া লইতে পারে, এই ভয়ে অন্নপাক করিতে

কেহ বিরত হয় না, হরিণে খাইয়া ফেলিতে পারে, এই আশঙ্কায় যব-বপনেও কেহ পরাঙ্মুখ হয় না, অথচ দোষ ত আছেই ;—অন্নপাকে ভিক্ষুকের ভিক্ষাশঙ্কাই দোষ,—যব বপনে হরিণকৃত শস্যনাশাশঙ্কাই দোষ,—এই দোষ আছে বলিয়া যেমন ঐ দুইটি কর্ম্ম কেহ ত্যাগ করে না, সেইরূপ কোনস্থলে কেহ অনুচিত আচরণে বিপন্ন হইয়াছে, এই আশঙ্কায় কামবর্গসেবাও পরি-ত্যাজ্য নহে। ইহার মূল তত্ত্ব গীতাতে নিহিত আছে,—"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥"

টীকাকার মতে, বোদ্ধব্য : দোষেষ্বিব—অজীর্ণাদিদোষেষ্বিব বোদ্ধব্যং প্রতিবিধানমিতি শেষঃ।

অজীর্ণাদি দোষ স্থলে আহার করিলে যেমন প্রতিকার করিতে হয়, তদ্রূপ কামসেবা অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর হইলে প্রতিকার আবশ্যক ;—তাহা হইলেই যে কামসেবা ত্যাজ্য, ইহা নহে, ভিক্ষুকের ভয়ে অন্নপাক ত্যাগ বা হরিণের ভয়ে যববপন ত্যাগ কেহ করে না—এ সূত্রে অজীর্ণ দোষের উদাহরণ, পরবর্ত্তী অংশের—ভিক্ষুক ও হরিণ দৃষ্টান্তের সহিত সম্বন্ধহীন হওয়ায় টীকা-কারের ব্যাখ্যা আমরা ত্যাগ করিয়াছি। এই যে কামসেবার কর্ত্তব্যতা, এ বিষয় বাৎস্যায়নাচার্য্য মত প্রদান করিয়াছেন। ৪৮।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকা

এবমর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্ম্মং চোপাচরন্নরঃ।
ইহামুত্র চ নিঃশল্যমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ৪৯ ॥

অনুবাদ। এই প্রকারে অর্থ, কাম ও ধর্ম্মের সেবা করিলে মানব ইহকালে ও পরকালে নিষ্কণ্টক সুখভোগ করিবে। ৪৯।

অবতরণিকা। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

কিং স্যাৎ পরত্রেত্যাশঙ্কা কার্য্যে যস্মিন্ন জায়তে।
ন চার্থঘ্নং সুখঞ্চেতি শিষ্টাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫০

ত্রিবর্গসাধকং যৎ স্যাদ্দ্বয়োরেকস্য বা পুনঃ ।
কার্য্যং তদপি কুর্ব্বীত ন ত্বেকার্থং দ্বিবাধকম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে
ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। পরকালে কি হইবে, এরূপ আশঙ্কা যাহাতে না জন্মে, যাহা অর্থক্ষতিকর নহে, এবং যাহা সুখজনক শিষ্টগণ তাহাতে রত থাকেন; তবে যে কার্য্য ত্রিবর্গের, দ্বিবর্গের বা একবর্গেরও সাধক, তাহার সেবা করিবে, কিন্তু যে কার্য্য দ্বিবর্গের বাধক এবং একবর্গের সাধক, সেরূপ কার্য্য করিবে না। ৫০। ৫১।

ব্যাখ্যা। পরস্পর অবিরুদ্ধ ত্রিবর্গই সেবনীয় ইহাই বাৎস্যায়ন সিদ্ধান্ত. তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। শিষ্টগণের যে তাহাই কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বাচার্য্য শ্লোক দ্বারা এ স্থানে প্রমাণিত হইল, আর সাধারণের পক্ষে বিহিত হইল এই যে, দ্বিবর্গের বিরোধী—একবর্গ সেবনীয় নহে—ধর্ম্মার্থবিরোধী কাম অসেব্য, অর্থকামবিরোধী ধর্ম্মও অসেব্য, ধর্ম্মকামবিরোধী অর্থও অসেব্য; কিন্তু যে অর্থ ও কাম পরস্পর অনুকূল, অথচ ধর্ম্মবিরোধী, তাহারও সেবা করিতে পারে, ইহাতে পরকালে নরক ও ঐহিক ইষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৫০। ৫১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মার্থাঙ্গবিদ্যাকালাননুপরোধয়ন্ কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চ পুরুষোঽধীয়ীত ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও তদীয় অঙ্গবিদ্যার অর্জ্জনকালের অবিরোধে কামসূত্র ও তদঙ্গবিদ্যা পুরুষে অধ্যয়ন করিবে। ১।

ব্যাখ্যা। 'ধর্ম্মার্থাঙ্গবিদ্যা'—এই অংশের অর্থ অনুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার শব্দার্থ দুই প্রকার হইতে পারে—(১) ধর্ম্মবিদ্যা—চতুর্দ্দশ বিদ্যা—যথা পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অঃ)। (১) পুরাণ (২) ন্যায়শাস্ত্র (৩) মীমাংসা (৪) স্মৃতি (৫—১০) শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য) (১১—১৪) চার বেদ—এই চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ধর্ম্মপ্রমাণ এবং ইহা লইয়াই বিদ্যা। অর্থশাস্ত্র—শুক্রনীতি কৌটিলীয়-নীতি, কৃষিশাস্ত্র প্রভৃতি; তদীয় অঙ্গ—আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি: এই সমস্ত শিক্ষা করিয়া তাহার অবিরোধে কামসূত্র ও তাহার অঙ্গ—চতুঃষষ্টিকলা শিক্ষণীয়। (২) শব্দার্থ—এই ধর্ম্মবিদ্যা ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকী (সাংখ্য ও ন্যায়) স্মৃতি ও পুরাণ ইহারই অন্তর্গত। অর্থশাস্ত্র—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি; বার্ত্তা কৃষ্যাদিশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি—রাজনীতি; এই ধর্ম্মবিদ্যা ও অর্থবিদ্যার যাহা অঙ্গ, তাহাও অধ্যয়নীয়। ধর্ম্মবিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীর অঙ্গ—শিক্ষাকল্প ও ব্যাকরণাদি। আর অর্থবিদ্যার মধ্যে বার্ত্তার অঙ্গ—পশুচিকিৎসা শাস্ত্রাদি, দণ্ডনীতির অঙ্গ ধনুর্ব্বেদাদি এবং লোকায়তিক আন্বীক্ষিকী—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির অন্তর্গত। অর্থাৎ সাঙ্গ চতুর্ব্বিদ্যা আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি শিক্ষা করিয়া তাহার অবিরোধে কামসূত্র ও তদীয় অঙ্গ চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষণীয়। এই যে দ্বিবিধ অর্থ, তাহার তাৎপর্য্য একই। কামসূত্র ও কলাশিক্ষার অনুরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়নের কাল ন্যূন করা চলিবে না। ১।

প্রাগ্ যৌবনাৎ স্ত্রী ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যৌবন সঞ্চারের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেও সাঙ্গ কামসূত্র অধ্যয়ন করিবে। ২।

ব্যাখ্যা। যুবতীর পক্ষে কামসূত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। অধ্যয়ন অর্থে গুরুর নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ। ২।

প্রত্তা চ পত্যুরভিপ্রায়াৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। পরিণীতা নারী পতির আজ্ঞা পাইলে অধ্যয়ন করিবে। ৩।

ব্যাখ্যা। পরিণীতা নারীর পক্ষে—পতির আজ্ঞা ব্যতীত যৌবন সঞ্চারের পূর্ব্বেও কামসূত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ৩।

যোষিতাং শাস্ত্রগ্রহণস্যাভাবাদনর্থকমিহ শাস্ত্রে স্ত্রীশাসনমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। স্ত্রী যৌবনের পূর্ব্বে এই শাস্ত্র গ্রহণ করিবে। বিবাহিতা হইলে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া তবে অধ্যয়নাদি করিবে। (স্ত্রীজাতির এই দুইটী অধ্যয়নবিধি) আচার্য্যগণ বলেন,—স্ত্রীজাতির (ব্যাকরণাদি) শাস্ত্রগ্রহণ না থাকায় এ শাস্ত্রে তাহাদের অধ্যয়নবিধি নিরর্থক। ৪।

ব্যাখ্যা। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ব্যতীত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন চলিতে পারে না, অথচ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পাঠ না থাকায় ভাষাজ্ঞানও স্ত্রীজাতির হয় না, তবে, অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ—ভাষাজ্ঞানের অভাবে তাহারা অধ্যয়ন করিতেই পারিবে না। ৪।

প্রয়োগগ্রহণং ত্বাসাম্, প্রয়োগস্য চ শাস্ত্রপূর্ব্বকত্বাদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন, (স্ত্রী জাতির পক্ষে এই কামসূত্র-অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ নহে) কারণ কামসূত্রানুমোদিত প্রয়োগ—(হাতে কলমে কার্য্য) শিক্ষা স্ত্রীলোকের অবাধিত, আর সেই প্রয়োগ-শিক্ষা শাস্ত্রজ্ঞানমূলক। ৫।

ব্যাখ্যা। সূত্রের পঙ্‌ক্তিগুলি যত লাগুক, আর না লাগুক—শাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞান ও তন্মূলক ক্রিয়াশিক্ষা স্ত্রীলোকের যখন হইতে পারে, তখন এই শাস্ত্রশিক্ষাবিধি স্ত্রীজাতির পক্ষেও ব্যর্থ নহে। ৫।

তন্ন কেবলমিহৈব, সর্ব্বত্র হি লোকে কতিচিদেব শাস্ত্রজ্ঞাঃ সর্ব্বজনবিষয়শ্চ প্রয়োগঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। এই নিয়ম যে কেবল এই কামশাস্ত্রপক্ষে তাহা নহে, সকল বিষয়েই দেখা যায়, শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তির কিন্তু প্রয়োগ সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত। ৬

ব্যাখ্যা। গ্রন্থকারই অষ্টমসূত্র হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৬।

অবতরণিকা। যদি সর্ব্বজনবিদিতই হইল, তবে শাস্ত্রশিক্ষা নিষ্প্রয়োজন—শাস্ত্র ত সকলে অধ্যয়ন করে না, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে—

প্রয়োগস্য চ দূরস্থমপি শাস্ত্রমেব হেতুঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। শাস্ত্র—বিপ্রকৃষ্ট হইলেও তাহা প্রয়োগের হেতু। ৭।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যাহা উপদেশ করেন—সেই উপদেশ মুখে মুখে প্রচারিত হয়—এইরূপে প্রয়োগ-শাস্ত্রজ্ঞ অশাস্ত্রজ্ঞ বহু ব্যক্তিই অবগত হয়; অতএব শাস্ত্র-প্রয়োগের সহিত সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংসৃষ্ট না হইলেও—অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ যিনি না হন—প্রয়োগ তাঁহার বিদিত হইলেও—মূলে কিন্তু শাস্ত্রই বর্ত্তমান; শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয় শাস্ত্রজ্ঞ জানিয়াছেন, তাঁহার পর তাঁহা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে—সুতরাং শাস্ত্রই মূল হইতেছে। যাহা মূল, তাহার সহিত পরিচয় যে প্রয়োগ-প্রকর্ষের হেতু, ইহা বলা বাহুল্য। ৭।

অস্তি ব্যাকরণমিত্যবৈয়াকরণা অপি যাজ্ঞিকা ঊহং ক্রতুষু প্রযুঞ্জতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। ব্যাকরণ আছে বলিয়াই ত ব্যাকরণজ্ঞানহীন যাজ্ঞিকেরাও ক্রতুকার্য্যে ঊহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ৮।

ব্যাখ্যা। একটী কর্ম্মে উপদিষ্ট মন্ত্রের—তাহার ন্যায় কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞাপিত

অপর কর্ম্মে যে পদাদি পরিবর্ত্তন—তাহার নাম উহ। যথা—"শুন্ধন্তাং পিতরঃ" এই শাস্ত্রীয় মন্ত্রের "শুন্ধন্তাং মাতামহাঃ"—এরূপ উহ হইবে 'পিতরঃ' স্থলে 'মাতামহাঃ' এই পরিবর্ত্তন। ৮।

অস্তি জ্যোতিষমিতি পুণ্যাহেষু কর্ম্ম কুর্ব্বতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। জ্যোতিষশাস্ত্র আছে বলিয়া (জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞগণও) শুভ দিনে কর্ম্ম করিয়া থাকে। ৯।

ব্যাখ্যা। কিরূপ তিথি নক্ষত্রে কর্ম্ম করিলে, কিরূপ দোষ হয় এবং কিরূপ তিথি নক্ষত্রে কর্ম্ম করিলে শুভ হয় -এই সকল তথ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে। তিথি নক্ষত্র গণনাও জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে,—শাস্ত্রজ্ঞগণ তিথ্যাদি-গণনাও প্রতিদিন নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ; সাধারণে তাহা পারে না, কিন্তু আজ "নবান্নের দিন" এই শুভ দিন প্রচার শাস্ত্রজ্ঞের মুখ হইতে হয় বটে, তাহার পর লোকমুখে প্রচারিত হইলে সর্ব্বজনেই তাহাতে নবান্ন-ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। এই দুইটি ধর্ম্ম্য উদাহরণ এবং পরবর্ত্তী দুইটি লৌকিক উদাহরণে সূত্রকার স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে—স্ত্রী-জাতির প্রয়োগ জ্ঞান আছে,—ব্যাকরণ জ্ঞানহীনের পক্ষে গতানুগতিক ভাবে উহ করার ন্যায় বা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞের পক্ষে গতানুগতিক ভাবে শুভদিন ব্যবহারের ন্যায়। কিন্তু তাহার মূল ঐ ব্যাকরণ এবং ঐ জ্যোতিষ। স্ত্রীজাতির প্রয়োগজ্ঞানের মূলেও এই কামশাস্ত্রই বর্ত্তমান। দুই চারজনও যদি শাস্ত্র শিক্ষা না করে—তাহা হইলে এই প্রয়োগও কালে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে। ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইলে,—প্রচলিত উহ ও বিকৃত ভাব ধারণ করে। বেদশিক্ষার অভাবে বাঙ্গালায় মন্ত্র বিকৃতি হইয়াছে। শ্রাদ্ধে একটি মন্ত্র আছে—"অমীমদন্ত পিতরঃ"—অর্থজ্ঞান না থাকায় এক মহামহোপাধ্যায়ের প্রকাশিত পুস্তকে "অমীমদন্তঃ" এই পাঠ হয়—'অমী' অদস্ শব্দের প্রথমা বহু বচনে সিদ্ধ হয়—তাহা,—'পিতরঃ' ইহার বিশেষণ, কাজেই 'মদন্তঃ' 'আহ্লাদযুক্তাঃ' এই সবিসর্গ পাঠই শুদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত

হইল। কিন্তু ঐ মন্ত্রের একোদ্দিষ্ট বিধিক শ্রাদ্ধ স্থলে প্রচলিত উহে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই,—তাহাতে প্রচলিত উহ বাক্য —"অমীমদত পিতা" পূর্ব্বোক্ত অর্থে 'অমী মদন্তঃ' এইরূপ পদদ্বয় যদি মূল শাস্ত্রে থাকিত তাহা হইলে—উহ স্থলে 'অসৌ মদন্ পিতা" হইত, পিতা প্রথমা এক বচনান্ত বিশেষ্য—অদস্—শব্দের প্রথমার এক বচনে অসৌ হয়, মদন্—ইহা প্রথমার একবচন-নিষ্পন্ন, -ঐ দুইটি পিতার বিশেষণ হইলে অমীমদত উহ হয় না। অতএব অমীমদন্ত --ইহা আখ্যাতপদ, বহু বচনান্ত অমীমদত এক বচনান্ত আখ্যাত পদ। বৈদিক ব্যাকরণযুক্ত বেদশিক্ষা থাকিলে মহামহোপাধ্যায় ও তাঁহার পুচ্ছ-ধারী পুস্তকপ্রকাশকদিগের এই ভ্রান্তি হইত না, আর সেই ব্যাকরণ ও বেদ আছে বলিয়াই দুই চারজন তাহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও আছেন—এবং তাহারা সেই ভ্রম ধরিয়া দিয়া ক্রমে শুদ্ধির পথ প্রদর্শন করিতেছেন, শাস্ত্র না থাকিলে তাহা হইত না, অশুদ্ধই চলিয়া যাইত। জ্যোতিষের পক্ষেও এইরূপ। প্রচলিত ব্যবহারের ভ্রান্ততা বা অভ্রান্ততা শাস্ত্র হইতেই বুঝা যায়। অতএব শাস্ত্রজ্ঞান-বিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে,—সেইরূপ স্ত্রীজাতির পক্ষেও এই কাম-শাস্ত্রজ্ঞানবিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে। জ্ঞানবিলোপ বাঞ্ছনীয় না হইলে—অধ্যয়ন আবশ্যক। ৯

তথাশ্বারোহা গজারোহাশ্চাশ্বান্ গজাংশ্চানধিগতশাস্ত্রা অপি বিনয়ন্তে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ—(অশ্ব গজ শিক্ষা শাস্ত্রে আছে বলিয়াই) অশ্বসাদী ও হস্তিপক —অশ্ব-গজশিক্ষা শাস্ত্র পাঠ না করিলেও (পরম্পরাক্রমে তাহার মর্ম্ম জানিয়া)—অশ্ব ও হস্তীকে আয়ত্ত করিয়া থাকে। ১০।

তথাস্তি রাজেতি দূরস্থা অপি জনপদা ন মর্য্যাদামতিবর্ত্তন্তে তদ্বদেতৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। তথা রাজা আছেন—ইহা জানিয়াই দূরস্থ প্রজাগণ রাজ-শাসন অতিক্রম করে না, ইহাও সেইরূপ। ১১।

ব্যাখ্যা। রাজার অস্তিত্ববৎ শাস্ত্রের অস্তিত্ব আবশ্যক, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যতীত শাস্ত্রের অস্তিত্ব থাকে না,—সেইরূপ কাম শাস্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলেও সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন স্ত্রীজাতির মধ্যেও প্রচলিত রাখা আবশ্যক। ১১।

অবতরণিকা। এখন যদি শাস্ত্রজ্ঞা রমণী না থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন চলিতে পারে না; কারণ এই শাস্ত্র কুলাঙ্গনা পুরুষের নিকট অধ্যয়ন করিতে ত পারে না। পক্ষান্তরে এখন যদি সকল রমণীই শাস্ত্রাধ্যয়ন-হীনা হয়, তাহা হইলে এ শাস্ত্র স্ত্রীজাতির নিকট লুপ্ত হইয়াছেই, তাহাতেও যদি কার্য্য অচল না হইয়া থাকে ত ভবিষ্যতেও হইবে না, অতএব স্ত্রীজাতির এই শাস্ত্র পাঠ অনাবশ্যক। ইহার উত্তরে—

সন্ত্যপি খলু শাস্ত্রপ্রহতবুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্র্যো মহামাত্র-দুহিতরশ্চ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। কামশাস্ত্র অধ্যয়নে মার্জ্জিতবুদ্ধি বহু গণিকা বহু রাজকন্যা এবং বহু মহামাত্রদুহিতা নিশ্চয়ই আছেন। ১২।

ব্যাখ্যা। প্রহত শব্দের অর্থ 'মার্জ্জিত'। মহামাত্র শব্দের অর্থ মন্ত্রী, সেনা-পতি এবং ধনাঢ্য। মহামাত্র শব্দের অর্থ প্রধান হস্তিপকও হয়। তাহাদিগের দুহিতৃগণ হস্তিনিয়ন্ত্রণ বিদ্যাতে শিক্ষিত। এই অর্থের আভাস টীকায় আছে; কিন্তু ইহা এ স্থলের উপযোগী নহে। ১২।

তস্মাদ্বৈশ্বাসিকাজ্জনাদ্রহসি প্রয়োগঞ্চাস্ত্রমেকদেশং বা স্ত্রী গৃহ্লীয়াৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। অতএব স্ত্রীলোক, বিশ্বাসপাত্রের নিকট হইতে গোপনে প্রয়োগ ও শাস্ত্র বা তাহার (প্রয়োজনীয়) একদেশ শিক্ষা করিবে। ১৩।

ব্যাখ্যা। গণিকাগণ বিশ্বাসপাত্র পুরুষের নিকটেও শিক্ষা করিতে পারে। কুলাঙ্গনাগণ বিশ্বাসপাত্র অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের নিকটেই শিক্ষা করিবে। এই স্ত্রী-গুরুর কথা পঞ্চদশ সূত্রে বিবৃত হইবে। যে রমণীর শাস্ত্রগ্রহণে সামর্থ্য নাই, তাহার পক্ষে প্রয়োগ মাত্র শিক্ষণীয়, যে রমণী তাহাতে সমর্থা বুদ্ধিমতী

তাহার পক্ষে সমগ্র শাস্ত্র শিক্ষাও কর্ত্তব্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য তেমন না থাকিলে— শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশ শিক্ষা করিবে। ১৩।

অভ্যাসপ্রয়োজ্যাংশ্চ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ কন্যা রহস্যেকাকিন্যভ্যসেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। অভ্যাস এবং প্রয়োগযোগ্য চাতুঃষষ্টিক যোগ কন্যা একাকিনী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অভ্যাস করিবে। ১৪।

ব্যাখ্যা। যে চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা ১৬ সূত্রে কথিত হইবে, তন্মধ্যে যে সকল বিদ্যা অভ্যাসসাধ্য এবং কর্ম্মাশ্রিত যথা—নৃত্যাদি, তাহা কন্যা একাকিনী নির্জ্জনে অভ্যাস করিবে। ১৪।

আচার্য্যাস্তু কন্যানাং প্রবৃত্তপুরুষসম্প্রয়োগসহসম্প্রবৃদ্ধা ধাত্রেয়িকা, তথাভূতা বা নিরত্যয়সম্ভাষণা সখী, সবয়াশ্চ মাতৃষ্বসা, বিশ্রব্ধা তৎস্থানীয়া বৃদ্ধদাসী, পূর্ব্বসংসৃষ্টা বা ভিক্ষুকী-স্বসা চ বিশ্বাসসংপ্রয়োগাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। পুরুষসঙ্গপ্রাপ্তা সহসংবর্দ্ধিতা ধাত্রীকন্যা,—পুরুষসঙ্গপ্রাপ্তা অবাধিতসম্ভাষণা সখী, সমবয়স্কা মাতৃস্বসা, মাতার ভগিনীরূপে পরিচিতা, বিশ্বস্ত বৃদ্ধদাসী, সুপরিচিতা ভিক্ষুকী এবং সমক্ষে পুরুষসঙ্গেও অসঙ্কুচিতা বিশ্বাস্য জ্যেষ্ঠা ভগিনী কন্যাগণের (কুলাঙ্গনাগণের) আচার্য্য অর্থাৎ শিক্ষক হইবে। ১৫।

ব্যাখ্যা। ধাত্রীকন্যা প্রভৃতির নিকটে কন্যাগণের যে শিক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইল, ক্রমনির্দ্দেশানুসারে তাহা গ্রহণীয়। প্রথম—শিক্ষাস্থান ধাত্রীকন্যা, দ্বিতীয়—সখী, তৃতীয়—সমবয়স্কা মাতৃস্বসা, চতুর্থ—বৃদ্ধ দাসী, পঞ্চম—ভিক্ষুকী, ষষ্ঠ—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। গণিকা ও পুরুষের শিক্ষক সুলভ বলিয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। তবে বিশ্বাসপাত্র ব্যক্তির নিকটেই শিক্ষা করিবে, ইহা রমণীমাত্রের পক্ষেই বিহিত। ১৫।

অবতরণিকা। যে অঙ্গবিদ্যা বা কামসূত্রের অঙ্গশাস্ত্র কথা এই অধ্যায় প্রথম সূত্রেই কথিত হইয়াছে, ১৪শ সূত্রেও 'চাতুঃষষ্টিক' শব্দদ্বারা তাহার সূচনা হইয়াছে ;—অবসরক্রমে সেই চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা বা চতুঃষষ্টিকলা কীর্ত্তিত হইয়েছে—

গীতম্, বাদ্যম্, নৃত্যম্, আলেখ্যম্, বিশেষকচ্ছেদ্যম্, তণ্ডুলকুসুম-বলিবিকারাঃ, পুষ্পাস্তরণম্, দশনবসনাঙ্গরাগঃ, (১—৮) মণিভূমিকা-কর্ম্ম, শয়নরচনম্, উদকবাদ্যম্, উদকাঘাতঃ, চিত্রাশ্চ যোগাঃ, মাল্য-গ্রথনবিকল্পাঃ, শেখরকাপীড়যোজনম্, নেপথ্যপ্রয়োগাঃ, (৯—১৬) কর্ণপত্রভঙ্গাঃ, গন্ধযুক্তিঃ, ভূষণযোজনম্, ঐন্দ্রজালাঃ, কৌচুমারাশ্চ যোগাঃ, হস্তলাঘবম্, বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, পানকরসরাগা-সবযোজনম্, (১৭—২৪) সূচীবানকর্ম্মাণি, সূত্রক্রীড়া, বীণাডমরুক-বাদ্যানি, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্ব্বাচকযোগাঃ, পুস্তকবাচনম্, নাটকাখ্যায়িকাদর্শনম্, (২৫—৩২) কাব্যসমস্যাপূরণম্, পট্টিকা-বেত্রবানবিকল্পাঃ, তক্ষ কর্ম্মাণি, তক্ষণং, বাস্তুবিদ্যা, রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদঃ, মণিরাগাকরজ্ঞানম্, (৩৩—৪০) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগাঃ, মেষ-কুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধিঃ, শুকসারিকাপ্রলাপনম্, উৎসাদনে সংবাহনে কেশমর্দ্দনে চ কৌশলম্, অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্, ম্লেচ্ছিতবিকল্পাঃ, দেশ-ভাষাবিজ্ঞানম্, পুষ্পশকটিকা (৪১—৪৮), নিমিত্তজ্ঞানম্, যন্ত্রমাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সংপাঠ্যম্, মানসী কাব্যক্রিয়া, অভিধানকোষঃ, ছন্দো-জ্ঞানম, ক্রিয়াকল্পঃ, (৪৯—৫৬) ছলিতকযোগাঃ, বস্ত্রগোপনানি, দ্যূতবিশেষাঃ, আকর্ষক্রীড়া, (৫৭—৬০) বালকক্রীড়নকানি (৬১), বৈনয়িকীনাম্ (৬২), বৈজয়িকীনাম্ (৬৩), বৈয়ামিকীনাঞ্চ (ক)

(ক) ব্যায়ামিকীনামিতি পাঠান্তরম্।

(৬৪), বিদ্যানাং জ্ঞানম্, ইতি চতুঃষষ্টিরঙ্গবিদ্যাঃ কামসূত্রস্যা-বয়বিন্যঃ (ক)। ১৬॥

অনুবাদ। গীত, বাদ্য, নৃত্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুলকুসুমবলি-বিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশন ও বসনে অঙ্গরাগ (১--৮), মণিভূমিকাকর্ম্ম, শয্যা-রচনা, উদকবাদ্য, উদকাঘাত, চিত্রযোগ, মাল্যগ্রন্থনপ্রণালী, শেখরকাপীড়-যোজন, নেপথ্যপ্রয়োগ (৯--১৬), কর্ণপত্রভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, ইন্দ্র-জাল, কৌচুমারযোগ, হস্তলাঘব, বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, পানকরসরাগা-সব যোজন (১৭—২৪), সূচীবানকর্ম্ম, সূত্রক্রীড়া, বীণাডমরুকবাদ্য, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্ব্বাচকযোগ, পুস্তকবাচন, নাটকাখ্যায়িকাদর্শন-কাব্যসমস্যাপূরণ, পট্টিকাবেত্র (২৫—৩২), বানবিকল্প, তর্কুকর্ম্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান (৩৩—৪০), বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, মেষ-কুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি, শুকসারিকা প্রলাপন, উৎসাদনে সম্বাহনে এবং কেশ-মর্দ্দনে কৌশল, অক্ষরমুষ্টিকাকথন, ম্লেচ্ছিতকবিকল্প, দেশভাষাবিজ্ঞান, পুষ্পশক-টিকা (৪১—৪৮), নিমিত্তজ্ঞান, যন্ত্রমাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সংপাঠ্য, মানসী কাব্য-ক্রিয়া, অভিধানকোষ, ছন্দোজ্ঞান, ক্রিয়াকল্প (৪৯—৫৬), ছলিতকযোগ, বস্ত্র-গোপন, দ্যূতবিশেষ, আকর্ষক্রীড়া (৫৭—৬০), বালক্রীড়নক (৬১), বৈনয়িকী (৬২), বৈজয়িনী (৬৩) ও বৈয়ামিকী (৬৪) বিদ্যাবিজ্ঞান। এই চৌষট্টি প্রকার অঙ্গবিদ্যা অবয়বী কামসূত্রের অবয়বস্বরূপ। ১৬।

ব্যাখ্যা। গীত, বাদ্য, নৃত্য ও আলেখ্য—চিত্র শিল্প, এই চারিটি বিষয় সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিত্রশাস্ত্রে বিশেষরূপে বিবৃত এবং ইহার স্বরূপ বর্ত্তমান সময়েও প্রসিদ্ধ। বিশেষকচ্ছেদ্য—তিলক-কাটা। বিশেষক ললাটের তিলক,—ভূর্জ্জপত্র কাটিয়া তিলক রচনার প্রথা ছিল;—কেবল ভূর্জ্জপত্র নহে—আরও উপকরণ ছিল, কিছুদিন পূর্ব্বে কাচপোকার টিপকাটা এই সহর অঞ্চলেও ছিল। ললাটের তিলক প্রধান বলিয়া তাহার নামই এখানে

(ক) অবয়বিন্যঃ ইত্যপপাঠঃ। অর্থস্তু সুগমঃ।

আছে ;—ফলতঃ এই যে কলা, ইহার ব্যাপকনাম 'পত্রচ্ছেদ্য'। কেবল ললাটে নহে—কপোলে ও স্তন প্রভৃতিতে এই 'পত্রচ্ছেদ্য' রচিত হইত। পত্রবৎ আকৃতিযুক্ত কুঙ্কুমাদি অঙ্কিত তিলকও পত্রচ্ছেদ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল,—এই শিল্প তখন অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কলাকুশল বৎসরাজ—এই তিলক রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তণ্ডুলকুসুমবলিবিচার—অখণ্ড তণ্ডুল দ্বারা পদ্মাদিরচনা, বিনাসূত্রে কুসুমাবলী দ্বারা ভূতলে লতাপ্রতান নির্ম্মাণ, তণ্ডুলাদিচূর্ণ দ্বারা মণ্ডল রচনা, কুসুম দে তাহার রঞ্জন,—এ সকল শিল্প ইহারই অন্তর্গত। পুষ্পাস্তরণ-পুষ্প দ্বারা শয্যা রচনাশিল্প ফুল পাতিলেই শয্যা রচনা হয় না, এমন কৌশলে এই পুষ্প বিন্যাস হইত, যাহা দেখিলে, শুভ্রবসনচ্ছাদিত সোপধান পুরু বিছানা বলিয়া বা নানাবর্ণের উৎকৃষ্ট গালিচা বলিয়া ভ্রম হইত। ১—৮। দশন রঞ্জন, বসনরঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জন-শিল্প:—এক কথায় ইহা রঞ্জনশিল্প নামেই অভিহিত। ৯। মণিভূমিকা কর্ম্ম—ঘরের মেজে মণিময় করিবার অর্থাৎ মুক্তা বা মরকতাদি মণিদ্বারা শীতল মেঝে তৈয়ার করিবার শিল্প,—মর্ম্মর প্রস্তরের মেঝে সকলেই দেখিয়াছেন—সেই দৃষ্টান্তে মণির মেঝে বুঝিয়া লইতে হইবে। ১০। শয়ন-রচনা, শয্যারচনা,—অনুরক্ত, বিরক্ত ও উদাসীন পাত্রভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন-প্রকারশয্যা রচনা বিধান। ১১। উদকবাদ্য—জলে করতাড়নাদি করিয়া তাহা হইতে মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি উৎপাদন। ১২। উদকাঘাত—করতলদ্বয় পিচকারির ন্যায় করিয়া তাহার দ্বারা অন্যের গাত্রে জলক্ষেপ। এই নিক্ষিপ্ত জলধারার স্থিরলক্ষ্যতা বেগাধিক্য বা দূরগামিত্বের তারতম্যে এই শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থির হয়। ১৩। চিত্রযোগ—বিবিধপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র এবং ঔষধ যাহার দ্বারা যুবাকে অঙ্গনাসঙ্গে অশক্ত করা যায় এবং কৃষ্ণকেশকে শুক্লকেশে পরিণত করা যায় ইত্যাদি ঔপনিষদিক-অধিকরণ বিবৃত হইবে, কিন্তু কুচুমার নিজগ্রন্থে এই সকল যোগের কথা নালেখায় কৌচুমার যোগমধ্যে এ সকল অন্তর্ভূত হয় না। ১৪। মাল্যগ্রথন বিকল্প,—বিবিধ প্রকার 'মালা গাঁথা' শিল্প। ১৫। শেখরকাপীড়যোজন,—শিখাস্থানে দোদুল্যমান মাল্য

শখরক, মণ্ডলাকারে শিরোবেষ্টন-মাল্য—আপীড়, এই দ্বিবিধ মাল্য দ্বারা নাগরকে সজ্জিত করাই একটা শিল্প। ১৬। নেপথ্য-প্রয়োগ,—দেশকাল ও পাত্র বিবেচনায় উপযুক্ত বেশভূষা ও তাহার সন্নিবেশ। ১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ—হস্তিদন্ত ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা পত্রাকৃতি কর্ণাভরণ-রচনা। ১৮। গন্ধযুক্তি—পাকা চুলের 'কলপ' সুগন্ধ দ্রব্য নির্ম্মাণ ইত্যাদি গন্ধযুক্তির অন্তর্গত, বৃহৎসংহিতা ৭৭ অঃ গন্ধযুক্তির অনেক কথা আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাত শত কুড়ি প্রকার গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতপ্রণালী এই গন্ধযুক্তির অন্তর্গত। ইহা কল্পনা নহে,—বৃহৎসংহিতা দেখ—কোন্ গন্ধের কত ভাগ মিলাইয়া এই গন্ধ-সমুদ্রের সৃষ্টি তাহার পরিষ্কার হিসাব পাইবে। এই প্রকাণ্ড বিলাসের ক্ষেত্রে আমাদিগের পরাধীনতার বীজ নিহিত হয়। ১৯। ভূষণযোজন—মুক্তাবলী প্রভৃতি বন্ধনযুক্ত অলঙ্কারে মণিযোজনা, বলয় মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার-নির্ম্মাণ ও তাহার বিন্যাস। ২০। ঐন্দ্রজাল—ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রভাবে বিবিধপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন। ২১। কৌচুমার—কুচুমারকথিত সুভগঙ্করণাদি যোগ—সৌন্দর্য্যাদি বৃদ্ধির উপায়প্রয়োগ। ২২। হস্তলাঘব (হাত সাফাই) তাহার ফলে—ঘুঁটিবাজি—তাস-উড়ান প্রভৃতি হইয়া থাকে। ২৩। বিচিত্র শাকযূষভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া। ২৪। পানক-রসরাগাসব-যোজন। টীকাকার বলেন,—ইহা নামতঃ ভিন্ন হইলেও একই কলা; সর্ব্ববিধ পানাহার প্রস্তুতের উপদেশ এই কলাতে আছে। কিন্তু একই কলা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগ ব্যঞ্জন, (শাক) ঝোল, (যুষ) মিষ্টান্ন অন্ন পিষ্টকাদি (ভক্ষ্য বিকার) প্রস্তুত-বিষয়ে এবং দ্বিতীয়ভাগ, সরবৎ (পানক) সির্কা (রস) চাটনি (রাগ) এবং বিবিধ সুস্বাদু আসব প্রভৃতি প্রস্তুত বিষয়ের উপদেশে পূর্ণ। এক প্রকার পানাহার পাক-সাপেক্ষ, অন্য প্রকার পানাহার পাক-নিরপেক্ষ,—এই কারণে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ হইয়াছে। টীকাকার—মানসী ও কাব্যক্রিয়াকে দুইটি কলা বলিয়াছেন; তাহাতেই চতুঃষষ্টিসংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। আমার মতানুসারে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা আছে একই কলার দুই ভাগ পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ গ্রন্থকারের রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া

টীকাকারের মত ত্যাগ করিয়াছি। মানসী-কাব্যক্রিয়া-ব্যাখ্যায় বিশেষ বক্তব্য বলিব। টীকাকারমতে অঙ্কবিন্যাস হইলে 'সংপাঠ্যম্' পর্য্যন্ত একটি অঙ্ক কম থাকিবে, মানসী ও কাব্যক্রিয়া টীকাকারমতে পৃথক্ হওয়ায়—সেই স্থল হইতে অঙ্ক মিলিয়া যাইবে। ২৩।২৪—কলার অর্থ বিষয়ে টীকাকারের মতই আমি গ্রহণ করিয়াছি, এ কারণে প্রথমেই টীকাকারের মত উল্লিখিত হইয়াছে। ২৫। স্থচীবান কর্ম্মসমূহ,—(বান—বন্ধন, স্থচী ও স্থত্রের বন্ধন দ্বারা যে কর্ম্ম হয়) (১) সীবন, (২) 'রিপু' করা—সংস্কৃত নাম উতন, এবং (৩) বিরচন,—জামা ইত্যাদি প্রস্তুত সীবন-সাধ্য,—এইজন্য (১) সীবন শব্দের অর্থ —কাপড় কাটিয়া নূতন সেলাই। (২) ছিন্ন বস্ত্রের ছিন্নাংশ-যোজনা উতন, 'রিপু' করা (৩) শাল প্রভৃতির যে স্থচীকর্ম্ম, তাহার নাম বিরচন। ২৬—স্থত্র-ক্রীড়া—স্থত্র সম্পর্কে বাজি, মুখ দিয়া বিবিধ স্থত্র বাহির করা—স্থত্র দগ্ধ করিয়া অদগ্ধস্থত্র-প্রদর্শন ইত্যাদি। ২৭—বীণাডমরুক বাদ্য ;—বীণা ও ডমরুর ন্যায় বাদ্যধ্বনি—কণ্ঠ ও মুখের সাহায্যে করিবার কৌশল। এখানে 'ডমরুক' এই যে ক প্রত্যয়, ইহাই কৃত্রিমতার দ্যোতক। টীকাকার বলেন,—প্রকৃত বীণা-বাদ্য ও ডমরু-বাদ্য ;—ইহা বাদ্য নামক দ্বিতীয়কলার অন্তর্গত হইলেও প্রাধান্য হেতু পুনর্গ্রহণ ; এ অর্থ আমার ভাল লাগে নাই। ২৮—প্রহেলিকা—হেঁয়ালি-রচনা ও পুরাতন হেয়ালি-অভ্যাস। ২৯—প্রতিমালা,—দুই জনে ছড়া-কাটাকাটি। টীকায় আছে—এক ব্যক্তির ছড়ার শেষ অক্ষর, অন্য ব্যক্তির ছড়ার প্রথম অক্ষর হইবে—এইরূপ যোজনা আবশ্যক। ৩০—দুর্বাচক যোগ-সমূহ ;—দুরুচ্চারণীয় শব্দ ও দুর্বোধ অর্থযুক্ত শ্লোকাদি-ব্যবহার,—'বাশ্চারেড়্-ধ্বজধক্' ইত্যাদি শ্লোক তাহার উদাহরণ ; 'বাশ্চারেড্ ধ্বজ-ধক্' এই শব্দের অর্থ শিব, বার্—বারি জল. চার—চরে যে, বাশ্চার জলচর—ঈট্—ঈশ শ্রেষ্ঠ, জলচরশ্রেষ্ঠ মকর,—বাশ্চারেড়্-ধ্বজ—মদন, তাহাকে যিনি দগ্ধ করিয়াছেন তিনি—"বাশ্চারেড্-ধ্বজধক্" পরস্পরের বিচারে এইরূপ শ্লোক রচনা বা পুরাতন শ্লোক-ব্যবহার প্রভৃতি এই কলার অন্তর্গত। ৩১—পুস্তক-বাচন,—রসময় কাব্যাদির রসভাব-সমুদ্রেক হেতু উপযুক্ত স্বরযোগে পা[illegible]

৩২—নাটকাখ্যায়িকা-দর্শন—নাটকের অভিনয় ও আখ্যায়িকার্থের নিপুণভাবে বর্ণনা—দর্শন শব্দ (দৃশ্+ণিচ্+অনট্—) জ্ঞাপন অর্থে প্রযুক্ত। টীকাকার বলেন,—নাটক ও আখ্যায়িকার অভিজ্ঞতাই এই কলা। ৩৩—কাব্য সমস্যা-পূরণ—এক অংশ একজন বলিলেন, সেই অংশটিকে লইয়া একটি পূর্ণ শ্লোক-রচনা একপ্রকার সমস্যাপূরণ; সমস্যাপূরণ সংস্কৃতের ন্যায় পূর্ব্বে বাঙ্গালা-ভাষাতেও চলিত ছিল,—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বিদ্যা—কাব্যাদির অতীব উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তাঁহার সভায় সমস্যাপূরণের বড়ই আনন্দ উপভোগ হইত। রাজা বলিলেন,—"কি তিলক কেটেছ যাদু আহা মরি মরি"। রসসাগর সমস্যা-পূরণ করিলেন,—

"সুরায় সুরায় যার যে'ত বার মাস,
অত্যাচারে যত্যাচার ছিল অপ্রকাশ;
(এখন)—গলায় তুলসীর মালা মুখে হরি হরি,
কি তিলক কেটেছ যাদু আহা মরি মরি॥"

৩৪—পট্টিকা-বেত্রবান বিকল্পসমূহ,—বান বন্ধন,—পট্টিকা-বেত্র,—পট্টিকা-রূপে পরিণত বেত্র,—বেতের ছাল তাহার বাঁধন, পট্টিকার বাঁধন ও বেতের বাঁধন—ইহা হইতে পাটি, খাটিয়া, মোড়া, ধামা ইত্যাদি রচনা হয়। ৩৫—তর্কুকর্ম্ম—'টেকো' ও কুন্দ-যন্ত্রে সূত্র প্রস্তুত ও কোঁদান,—পালিশ করা। ৩৬—তক্ষণ—ছুতারের কার্য্য। ৩৭—বাস্তুবিদ্যা—স্থাপত্য ও রূপ্যপরীক্ষা। ৩৮—রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা—ধাতব মুদ্রাদির কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতাদি-পরীক্ষা, রত্ন-পরীক্ষা—মুক্তা-হীরকাদি রত্নের উৎকর্ষাপকর্ষ ও মূল্যাদি-পরীক্ষা। ৩৯—ধাতু-বাদ—স্বর্ণ-রৌপ্যাদি যোজনা, মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতির পরিজ্ঞান ও সংযোজন-শিক্ষা। ৪০—মণিরাগাকরজ্ঞান। স্ফটিকাদিমণিরঞ্জন ও আকর-বিজ্ঞান—শুক্ল স্ফটিক প্রভৃতি মণিতে কৃত্রিম উপায়ে রক্তাদি বর্ণ-যোজন এবং খনি-বিদ্যা। ৪১—বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-যোগ—বৃক্ষচিকিৎসা ও বৃক্ষ-রোপণাদি বিদ্যা; এখন ইহা ইংরাজি ব'টানি শব্দের অনুবাদ বানস্পত্য বিদ্যা নামে ব্যবহৃত। ৪২—মেষ-কুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি—মেষযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ ও লাবকযুদ্ধ—মেষ যুদ্ধ—মেড়ার

লড়াই; কুক্কুট যুদ্ধ—কুকুঁড়ার লড়াই, ইহা এখনও স্থানে স্থানে চলিত আছে। লাবক—লাওয়া পাখী। মেষ ও কুক্কুট-যুদ্ধ ভূতলে হয়, লাবক-যুদ্ধ আকাশে। দুইজন কলাবিৎ যুদ্ধ-শিক্ষিত নিজ নিজ মেষ কুক্কুট বা লাবককে যুদ্ধে নিয়োজিত করে,—জেতৃপক্ষের অধিস্বামী পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ৪৩—শুক-সারিকা-প্রলাপন—পাখী পড়ান, তদ্দ্বারা দৌত্য-কার্য্য-সম্পাদন-কৌশল। এ বিষয়ে যে কৌশল তাহার কোন অংশ—মূক বধির বিদ্যালয়ে একালে অনুকৃত হইয়া থাকে। ৪৪—উৎসাদনে (অঙ্গ-সংবাহন) ও কেশ-মর্দ্দনে কৌশল,—উৎসাদন (অঙ্গ-সংবাহন) (গা-টেপা) কেশ-মর্দ্দন বেণী-বন্ধন প্রভৃতি। টীকাকার বলেন,—চরণদ্বারা পৃষ্ঠাদি-মর্দ্দন—উৎসাদন, আর করদ্বয় দ্বারা মস্তকে যে তৈলাভ্যঙ্গ দান তাহা কেশ-মর্দ্দন। ৪৫—অক্ষরমুষ্টিকা-কথন—অক্ষর-গোপন, বর্ণের সাঙ্কেতিক বিন্যাস, এখন 'সর্টহ্যাণ্ড' নামে ইহার পরিচয় এবং বর্ণের ইঙ্গিত—ইহা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বুঝান হইত, এখন তাহার পরিচয় টেলিগ্রাফে প্রকারান্তরে পরিচিত। ৪৬—ম্লেচ্ছিত-বিকল্প—সাধুশব্দ রচিত বাক্যের বর্ণ-বৈপরীত্যে দুরূহতা-সম্পাদন, তাহার প্রণালী মতভেদে বিভিন্ন। ৪৭—দেশভাষা-বিজ্ঞান—নানা দেশীয় ভাষা-জ্ঞান। ৪৮—পুষ্পশকটিকা—পুষ্পময় শকটনির্ম্মাণ-কৌশল। টীকাকার বলেন,—পুষ্পার্থ ক্ষুদ্র শকট-রচনা। ৪৯—নিমিত্ত-জ্ঞান—শুভাশুভ নিমিত্ত-পরিজ্ঞান,—হাঁচি টিকটিকি—ইহা প্রসিদ্ধ; আরও অনেক আছে, তাহার পরিজ্ঞান। ৫০—যন্ত্রমাতৃকা—যন্ত্রপরিচালন বিশ্বকর্ম্ম-শাস্ত্র। ৫১—ধারণ-মাতৃকা—অধীতগ্রন্থের ধারণা যে উপায়ে হয় তাহার নির্দ্দেশ। ৫২—সংপাঠ্য—সহযোগে পঠন—বিনা পুস্তকে পাঠ কে কতদূর করিতে পারে ইহার নির্ণয়ার্থ একযোগে গ্রন্থ আবৃত্তি। ৫৩—মানসী কাব্যক্রিয়া—একব্যক্তি মনে মনে একটি পদ বা পদার্থ চিন্তা করিয়া কোন কলাবিদ্‌কে বলিয়াছিল—আমার মানসিক পদ বা ভাব লইয়া আপনি কবিতা রচনা করুন। কলাবিৎ তাহা করিয়া থাকেন, ইহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। টীকাকার মতে 'সংপাঠ্য' ৫১ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট থাকায় মানসী ৫২ সংখ্যায় হইবে। মানসী দ্বিবিধ—দৃষ্টবিষয়া, অদৃষ্টবিষয়া। পদ্মোৎপলাদি সঙ্কেত দ্বারা লিখিত শ্লোক

দেখিয়া যথাযথ তাহার পাঠোদ্ধার দৃষ্টবিষয়া; শ্রুত মাত্রই কবিতার যে যথাযথ-পাঠ তাহা অদৃষ্টবিষয়া; ইহা আকাশমানসী নামেও খ্যাত। কাব্যক্রিয়া ৫৩ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট, কাব্যক্রিয়া অর্থে কাব্য-রচনা। বাঁকুড়া পাত্রসাএর নিবাসী কবি ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামবিহারী তর্করত্ন মহাশয়ের মানসী কাব্যক্রিয়া কলা আমার পরিদৃষ্ট বলিয়া সেই কলার অনুল্লেখে ন্যূনতা হয়, এই কারণে আমি মানসী কাব্যক্রিয়াকে একটি পৃথক্ কলা বলিয়া ধরিয়াছি। বিশেষতঃ বিশেষণ বিশেষ্যবৎ অবস্থিত পদদ্বয়ের অর্থে ভেদজ্ঞান শব্দ-শাস্ত্রের নিয়ম-বিরুদ্ধ,—যথা—'সুন্দরঃ পুরুষঃ' বলিলে একজন সুন্দর আর একজন পুরুষ এরূপ অর্থ বোধ হয় না। ৫৪—অভিধান কোষ—বিবিধ অভিধান গ্রন্থজ্ঞান, প্রচলিত অপ্রচলিত শব্দসমূহের অর্থজ্ঞান। ৫৫—ছন্দোজ্ঞান—বিবিধ ছন্দে শব্দ-যোজনা-সামর্থ্য। টীকাকার বলেন,—পিঙ্গলাদি-প্রণীত ছন্দঃশাস্ত্রজ্ঞান, কিন্তু সেই ছন্দঃ বেদের অঙ্গবিদ্যা,—তাহাকে কামসূত্রের অঙ্গবিদ্যা মধ্যে নিবিষ্ট করা আমার উচিত বোধ হয় না। ৫৬—ক্রিয়াকল্প—কাব্যরচনায় সামর্থ্য। টীকাকার বলেন,—কাব্যালঙ্কার। আমি বলি—কাব্যরচনাসামর্থ্য হইতেই অলঙ্কারাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়; নতুবা কাব্যালঙ্কার বলিলেও রসভাব ইত্যাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না—তাহা যদি ঐ পদ দ্বারাই প্রাপ্ত বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে কাব্যরচনা-সামর্থ্য হইতেই অলঙ্কারাদি-জ্ঞানের গ্রহণে বাধা দেওয়া উচিত হয় না। দৃশ্য ও শ্রব্য দ্বিবিধ কাব্য-রচনাই 'ক্রিয়া-কল্প' কলার অন্তর্গত। ৫৭—ছলিতক যোগ—পরবঞ্চনার্থ রূপান্তর-গ্রহণাদি কৌশল, বহুরূপী সাজা ইত্যাদি। ৫৮—বস্ত্র-গোপন প্রকারসমূহ,—(১) এমন ভাবে বস্ত্র পরিধান করা হইত—যাহাতে লজ্জাস্থান সংবৃতই থাকিত, বিবস্ত্র না হইলে লজ্জাস্থান প্রকাশিত হইত না। (২) ছিন্ন বস্ত্রের অচ্ছিন্নবৎ (৩) দীর্ঘবস্ত্রকে হ্রস্ববস্ত্রবৎ সঙ্কুচিত ভাবে রক্ষা। ইত্যাদি। ৫৯—দ্যূত-বিশেষ, তাহা বিবিধ 'পরমূঠ' 'প্রেমারা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে রাজকীয় দ্যূত-বিভাগ ছিল, তাহার পারিপাট্য বড় অল্প ছিল না। ৬০—আকর্ষ ক্রীড়া—দাবা-ব'ড়ে ও পাশা খেলা ইত্যাদি। ৬১—বালক্রীড়নক সমূহ,—কন্দুক-ক্রীড়া পুত্তলিকা-ক্রীড়া (পুঁটি-খেলা পুতুল-

খেলা) ইত্যাদি। ৬২ -বৈনয়িকী—বিনয়াচার বিষয়ে শিক্ষা এবং হস্তী অশ্বের শিক্ষা। ৬৩—বৈজয়িকী—বিজয়ার্থ ক্রিয়মাণ অপরাজিত-প্রয়োগ এবং যুদ্ধ-চর্য্যা। ৬৪ বৈয়ামিকী (ব্যায়ামিকী) ব্যায়ামার্থ ক্রিয়া, মৃগয়াদি এবং ডন ফেলা মুগুর ভাঁজা ইত্যাদি। এই সকল বিদ্যায় জ্ঞান আবশ্যক, অতএব সর্ব্ব-সাকল্যে কামসূত্রে চৌষট্টি প্রকার অঙ্গবিদ্যা বা কলা।

পাঞ্চালিকী চ চতুঃষষ্টিরপরা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। অন্যপ্রকার চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা আছে, তাহার নাম পাঞ্চালিকী। ১৭।

ব্যাখ্যা। কামসূত্রের যে চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা বা কলা কথিত হইল, তদ্ব্যতীত কামসূত্রের চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা আছে; তৎসমুদয়ের সাধারণ সংজ্ঞা পাঞ্চালিকী। এই পাঞ্চালিকী সংজ্ঞার কারণ-নির্দ্দেশ নিঃসংশয়রূপে করা যায় না। কামসূত্রাচার্য্য বাভ্রব্য পাঞ্চালদেশীয় ছিলেন, ঐ চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা যদি তাঁহার কথিত হয়, তাহা হইলে উহার পাঞ্চালিকী সংজ্ঞা হওয়া যুক্তিযুক্ত; কিন্তু সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর পাঞ্চাল দেশে সেই সকল বিদ্যা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়াও পাঞ্চালিকী সংজ্ঞা হইতে পারে। ১৭।

তস্যাঃ প্রয়োগানন্বয়েত্যা সাম্প্রয়োগিকে বক্ষ্যামঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। সেই পাঞ্চালিকী অঙ্গবিদ্যার বিষয় যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া সাংপ্রয়োগিক অধিকরণে তাহার প্রয়োগ কীর্ত্তন করিব। ১৮।

কামস্য তদাত্মকত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। পাঞ্চালিকী চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা-স্বরূপ বলিয়া (সাংপ্রয়োগিক অধিকরণেই তাহার উপদেশ যুক্তিযুক্ত)। ১৯।

ব্যাখ্যা। এ স্থানে যে গীত বাদ্য প্রভৃতি চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা উদ্দেশ মাত্র কথিত হইল, তাহার কারণ বহুগ্রন্থে এই সকল অঙ্গবিদ্যারই নির্দ্দেশ আছে। এ অঙ্গবিদ্যা পাঞ্চালিকী অঙ্গবিদ্যারও অঙ্গ-স্বরূপ, এই জন্য সাধারণ অধি-

করণে তাহার উপদেশ প্রদত্ত হইল। সাংপ্রয়োগিক অধিকরণে কামের উন্মুক্ত আকৃতি প্রদর্শিত; তাহার অন্তরঙ্গ যে পাঞ্চালিকী বিদ্যা, তাহার সেই অধিকরণই যোগ্য স্থান। এই জন্য সেই স্থানেই তাহা বলা হইবে। ১৯।

আভিরভ্যুচ্ছ্রিতা বেশ্যা শীলরূপগুণান্বিতা।
লভতে গণিকাশব্দং স্থানঞ্চ জনসংসদি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। এই চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিতা সুশীলা রূপবতী গুণবতী বেশ্যা, গণিকা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে, জনসমাজে মর্য্যাদা-প্রাপ্তাও হয়। ২০।

পূজিতা সা সদা রাজ্ঞা গুণবদ্ভিশ্চ সংস্তুতা।
প্রার্থনীয়াভিগম্যা চ লক্ষ্যভূতা চ জায়তে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। গণিকা রাজার নিকটে সর্ব্বদা সম্মানিতা হয়। গুণবান্ নায়কগণ তাহার প্রশংসা করেন, তাহার প্রতি তাঁহাদিগের সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে, আর সেই গণিকাই গুণবান্ নায়কগণের প্রার্থনীয়া এবং অভিগম্যা হয়। ২১।

যোগজ্ঞা রাজপুত্রী চ মহামাত্রসুতা তথা।
সহস্রান্তঃপুরমপি স্ববশে কুরুতে পতিম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। রাজকন্যা ও মহামাত্র-দুহিতা কলা-প্রয়োগে অভিজ্ঞা হইলে সহস্র অন্তঃপুরিকাপতি নিজ স্বামীকে বশীভূত করিয়া থাকে। ২২।

তথা পতিবিয়োগে চ ব্যসনং দারুণং গতা।
দেশান্তরেঽপি বিদ্যাভিঃ সা সুখেনৈব জীবতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। আর এই কলাকুশলা নারী পতিবিয়োগে দারুণ বিপদে পতিত হইলে বিদেশে গিয়াও এই কলাবিদ্যা-প্রভাবে সুখে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন। ২৩।

নরঃ কলাসু কুশলো বাচালশ্চাটুকারকঃ ।
অসংস্তুতোঽপি নারীণাং চিত্তমাশ্বেব বিন্দতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। কলাকুশল পুরুষ বাগ্মী ও প্রিয়ভাষী হইলে অপরিচিত হইয়াও অবিলম্বে রমণীগণের মনোহরণ করিতে পারে। ২৪।

কলানাং গ্রহণাদেব সৌভাগ্যমুপজায়তে ।
দেশকালৌ ত্বপেক্ষ্যাসাং প্রয়োগঃ সম্ভবেন্ন বা ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে
বিদ্যাসমুদ্দেশস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। কলাশিক্ষামাত্রেই (স্ত্রী পুরুষের) সৌভাগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু দেশ কাল বিবেচনায় এই সকল কলার প্রয়োগ হইবে অথবা হইবে না। ২৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গৃহীতবিদ্যঃ প্রতিগ্রহজয়ক্রয়নির্ব্বেশাধিগতৈরর্থৈরন্বয়াগতৈরুভয়ৈর্ব্বা গার্হস্থ্যমধিগম্য নাগরকবৃত্তং বর্ত্তেত ॥ ১ ॥

অনুবাদ। বিদ্যাগ্রহণান্তে গার্হস্থ্যাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া প্রতিগ্রহ, বিজয়, ক্রয় ও নির্ব্বেশ (ভৃতি---চাকরী) দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ বা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ, উভয়বিধ অর্থে নাগরকবৃত্তের অনুবর্ত্তন করিবে। ১।

ব্যাখ্যা। প্রতিগ্রহ দ্বারা অর্জ্জন ব্রাহ্মণের, বিজয় দ্বারা অর্জ্জন ক্ষত্রিয়ের, ক্রয় দ্বারা অর্জ্জন বৈশ্যের—চাকুরী দ্বারা অর্জ্জন শূদ্রের। ক্রয়-অর্থে-বাণিজ্য। ১

নগরে পত্তনে খর্ব্বটে মহতি বা সজ্জনাশ্রয়ে স্থানম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। নগর, পত্তন, খর্ব্বট অথবা এতদপেক্ষা মহৎ সজ্জনাধিষ্ঠানে অবস্থান হইবে। ২।

ব্যাখ্যা। আট শত গ্রামে একটী নগর হইয়া থাকে ; পত্তন—রাজধানী ; দুই শত গ্রামে এক খর্ব্বট হইয়া থাকে ; তদপেক্ষা মহৎ সজ্জনাধিষ্ঠান চারি শত গ্রামে হইয়া থাকে, তাহার পারিভাষিক নাম দ্রোণমুখ। টীকাকার বলেন— 'সজ্জনাশ্রয়' এই শব্দটী নগর পত্তন, খর্ব্বট ও মহৎ এই প্রত্যেকেরই বিশেষণ। মহৎ শব্দের অর্থই দ্রোণমুখ। আট শত গ্রামে এক নগর ইত্যাদির ভাবার্থ এই—শত লোকে এবং যতটা স্থানে এক গ্রাম হয়, তাহার আট শত গুণ স্থান ও লোক লইয়া এক নগর হইয়া থাকে। এই নগরাদির সন্নিবেশ-প্রণালী কৌটিলীয় অর্থনীতিতে আছে। ২।

যাত্রাবশাদ্বা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। অথবা জীবিকানুসারে অবস্থান হইবে। ৩।

ব্যাখ্যা। নগরে, পত্তনে, খর্ব্বটে অথবা মহৎ সজ্জনাশ্রয়ে যেখানে সুবিধা·

জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ যেখানে থাকিলে নিজ বৃত্তির অনুরূপ অর্থাগমের সুবিধা হয়, সেই স্থানে অবস্থান হইবে। ৩।

তত্র ভবনমাসন্নোদকং বৃক্ষবাটিকাবদ্বিভক্ত কর্ম্মকক্ষং দ্বিবাসগৃহং কারয়েৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। বাসস্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিবে। বাটীর নিকটে জল থাকিবে, বৃক্ষবাটিকা বা বাগানবাড়ী সঙ্গে থাকিবে, কর্ম্মোপযোগী প্রকোষ্ঠের বিভাগ থাকিবে আর বাড়ীর দুইটী মহাল হইবে। ৪।

ব্যাখ্যা। দুই মহলের সংস্কৃত নাম দ্বিবাসগৃহ। বাহির মহলে উত্তম শয্যা থাকিবে। ৪।

বাহ্যে চ বাসগৃহে সুশ্লক্ষ্ণমুভয়োপধানং মধ্যে বিনতং শুক্লোত্তরচ্ছদং শয়নীয়ং স্যাৎ, প্রতিশয্যিকা চ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। শয্যার খট্ট উত্তম গদি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত এবং সৌগন্ধযুক্ত হইবে, মাথা ও পায়ের দিকে বালিশ থাকিবে, (কোমলতার জন্য) মধ্যে ঈষৎ নিম্ন এবং উপরের চাদর বিশেষ পরিষ্কৃত শুভ্রবর্ণ হইবে, আর একটী ছোট শয্যা তাহার নিকটে থাকিবে। ৫।

ব্যাখ্যা। উত্তম শয্যা যাহাতে অশুচি না হয়, এই জন্য ছোট শয্যা করিবার ব্যবস্থা। ৫।

তস্য শিরোভাগে কূর্চ্চস্থানম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। প্রধান শয্যার শিরোদেশে কূর্চ্চাসন স্থাপন করিবে। ৬।

ব্যাখ্যা। কূর্চ্চাসন—ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল পদ্মাকৃতি কাষ্ঠাসন। সেই আসনে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি রক্ষা করিবে এবং শিওরের দেওয়ালে তাহা লম্বমান রাখিবে। ৬।

বেদিকা চ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। বেদিকাও করিবে। ৭।

ব্যাখ্যা। দেবতার চিত্রপটের নিম্নভাগে দেওয়ালে আঁটা কাষ্ঠফলক থাকিবে. তাহার উচ্চতা খাটের সঙ্গে সমান এবং বিস্তার এক হাত। ৭।

. তত্র রাত্রিশেষমনুলেপনং মাল্যং সিক্থকরণ্ডকং সৌগন্ধিক· পুটিকা মাতুলুঙ্গত্বচস্তাম্বূলানি চ স্যুঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। উক্ত কাষ্ঠফলকে রাত্রি-ভোগোপযোগী অনুলেপন, মাল্য, সিক্থ করণ্ডক (মোম দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র) সৌগন্ধিক-পুটিকা (গন্ধদ্রব্য রাখিবার পাত্র) মাতুলুঙ্গত্বক্ (দাড়িমের ছাল) এবং তাম্বূল থাকিবে। ৮।

ভূমৌ পতদ্গ্রহঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। ভূতলে শয্যার (নিকটে) পতদ্গ্রহ অর্থাৎ পিকদান থাকিবে। ৯।

নাগদন্তাবসক্তা বীণা চিত্রফলকং, বর্ত্তিকাসমুদ্গকঃ, যঃ কশ্চিৎ পুস্তকঃ কুরণ্টকমালাশ্চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। নাগদন্তে বীণা, চিত্রফলক, বর্ত্তিকাসমুদগক (তুলী ও রং প্রভৃতির পাত্র) যে কোন পুস্তক এবং কুরুণ্টকপুষ্পের মালা বিলম্বিত থাকিবে। ১০।

নাতিদূরে ভূমৌ বৃত্তাস্তরণং সমস্তকম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। উপরিভাগযুক্ত বৃত্তাকার আসন শয্যার অনতিদূরে ভূতলে থাকিবে। ১১।

ব্যাখ্যা। ইহা বোধ হয় উপরে শ্বেতপ্রস্তর এবং নিম্নে কাঠের কাঠামো এইরূপ গোল টেবিল হইবে। ১১।

আকর্ষফলকং দ্যূতফলকঞ্চ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। আকর্ষফলক চতুরঙ্গপট্ট অর্থাৎ দাবা খেলার কাঠের ছক্, দ্যূত-ফলক—(পাশা খেলার কাঠের ছক্) দেওয়ালের আশ্রয়ে ভূতলে থাকিবে। ১২

তস্য বহিঃ ক্রীড়াশকুনিপঞ্জরাণি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। গৃহের বহির্ভাগে ক্রীড়াশুকসারিকা প্রভৃতি পক্ষি-পঞ্জর (নাগ-দন্তে লম্বিত) থাকিবে। ১৩।

একান্তে চ তক্ষতক্ষণস্থানমন্যাসাং চ ক্রীড়ানাম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। নির্জ্জনস্থানে তর্কুর কার্য্য ও তক্ষণ কার্য্যের স্থান রাখিবে এবং অন্যান্য ক্রীড়া-স্থানও রাখিবে। ১৪।

ব্যাখ্যা। তর্কুযন্ত্র শাণ, কোঁদাইযন্ত্র ও টেকো প্রভৃতি। তক্ষণস্থান কাষ্ঠ চেরাই করা ও তাহা হইতে আবশ্যক দ্রব্য নির্ম্মাণ করার স্থান। ১৪।

স্বাস্তীর্ণা প্রেঙ্খাদোলা বৃক্ষবাটিকায়াং সপ্রচ্ছায়া, স্থণ্ডিল-পীঠিকা চ সকুসুমেতি ভবনবিন্যাসঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। বৃক্ষবাটিকায় ছায়াযুক্ত উত্তম আস্তরণে আস্তৃত প্রেঙ্খা-দোলা থাকিবে। তথায় পুষ্পমণ্ডিত স্থণ্ডিল-পীঠিকা অর্থাৎ বেদী থাকিবে। এইরূপ ভবনবিন্যাস হইবে। ১৫।

ব্যাখ্যা। প্রেঙ্খাদোলা -হস্তদ্বারা সঞ্চালিত করিবামাত্র যে দোলা দোদুল্যমান হয়, তাহার নাম প্রেঙ্খাদোলা। আর একপ্রকার প্রেঙ্খাদোলা আছে, তাহা চক্রদোলা। ১৫।

স প্রাতরুত্থায় কৃতনিয়তকৃত্যঃ গৃহীতদন্তধাবনঃ মাত্রয়াঽনুলেপনং ধূপং স্রজমিতি চ গৃহীত্বা দত্ত্বা সিকথমলক্তকং চ দৃষ্ট্বাদর্শে মুখং গৃহীতমুখবাসতাম্বূলঃ কার্য্যাণ্যনুতিষ্ঠেৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। নাগরক প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন ও দন্তধাবন করিয়া কিঞ্চিৎ অনুলেপন ধূপ সুগন্ধ এবং মাল্য গ্রহণের পর কিঞ্চিৎ মোম এবং অলক্তক রাগ অধরোষ্ঠে যোজনা করিয়া তাহার পর দর্পণে মুখ দেখিয়া মুখবাসগুটিকা ও তাম্বূল গ্রহণ করিবে। তার পর স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ১৬।

ব্যাখ্যা। নিত্যকর্ম্ম যাহা যাহা বিহিত আছে, তন্মধ্যে দন্তধাবন থাকিলেও দন্তধাবনের পৃথক্ উল্লেখ কেন হইল, এই আশঙ্কা হইতে পারে, তাহার উত্তর—ধর্ম্মশাস্ত্রে দন্তধাবনের পক্ষে তিথিবিশেষের বন্ধন আছে, প্রতিপৎ চতুর্দ্দশী অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে অবশ্য বর্জ্জনীয়, কিন্তু বিলাসী বাবু প্রতিদিনই দন্তধাবন করিবে, কারণ দন্তধাবন না করিলে মুখে দুর্গন্ধ হইতে পারে। এই অংশ কিঞ্চিৎ ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও তাহার উপদেশ বিলাসিতার অনুকূলভাবে প্রদত্ত। বাৎস্যায়ন অনেক স্থানেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—উপদেশ সর্ব্বসাধারণের জন্য। যে ধার্ম্মিক হইবে, সে উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না, কিন্তু পৃথিবীর সকলেই ত ধার্ম্মিক নয়, কাজেই এই উপদেশ পালন করিবার লোকও আছে। ১৬।

নিত্যং স্নানম্, দ্বিতীয়কমুৎসাদনম্, তৃতীয়কঃ ফেনকঃ, চতুর্থকমায়ুষ্যম্, পঞ্চমকং দশমকং বা প্রত্যায়ুষ্যমিত্যহীনম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। স্নান নিত্য করিবে, প্রতি দ্বিতীয়দিনে অঙ্গমর্দ্দন, প্রতি তৃতীয় দিনে ফেনক ব্যবহার, প্রতি চতুর্থদিনে শ্মশ্রুগুম্ফের ক্ষৌরকরণ, প্রতি পঞ্চমদিনে অপর স্থানে ক্ষৌরকরণ, লোমের উৎপাটন করিলে প্রতি দশম দিনে পুনর্ব্বায় উহা কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ করিলে স্নানাদি কার্য্য নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। ১৭।

ব্যাখ্যা। ফেনপ—অরিষ্ট প্রভৃতি স্নেহাক্ত ফেনিল দ্রব্য। ইহা জঙ্ঘাদেশে ঘর্ষণ করিতে হয়। জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ যাহাতে কর্কশ না হয় এবং নিম্নভাগ শিরাল না হয়, ইহার জন্য ফেনপ ব্যবহারের ব্যবস্থা। মূলোক্ত 'আয়ুষ্য' শব্দে ঊর্দ্ধাঙ্গের ক্ষৌরকর্ম্ম এবং 'প্রত্যায়ুষ্য' শব্দে নিম্নাঙ্গের ক্ষৌরকর্ম্ম বা লোমোৎপাটন। ১৭।

সাতত্যাচ্চ সংবৃতকক্ষাস্বেদাপনোদঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। ঘর্ম্মাপনোদন-জন্য সংবৃত গৃহে বাস করিবে। ১৮।

পূর্ব্বাহ্লাপরাহ্নয়োর্ভোজনম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ভোজন করিবে। ১৯।

সায়ং চারায়ণস্য ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। চারায়ণ বলেন, পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে ভোজন করিবে। ২০।

ভোজনানন্তরং শুকসারিকাপ্রলাপনব্যাপারাঃ, লাবককুক্কুটমেষ-যুদ্ধানি, তাস্তাশ্চ কলাক্রীড়াঃ, পীঠমর্দ্দবিট বিদূষকায়ত্তা ব্যাপারাঃ, দিবা শয্যা চ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বাহ্নে ভোজনানন্তর শুকসারিকে পড়া শিক্ষা দিবে। লাবক কুক্কুট ও মেষদিগকে পরস্পর যুদ্ধ-শিক্ষা দিবার সময়ও ঐ। পূর্ব্বকথিত ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ক্রীড়া পীঠমর্দ্দ বিট্-বিদূষকাদির সহিত কর্ত্তব্য; দিবা শয়নও কর্ত্তব্য। ২১।

গৃহীতপ্রসাধনস্যাপরাহ্নে গোষ্ঠীবিহারাঃ (ক) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। দিবা-শয়নের পর কেশ-সংস্কার করিয়া অপরাহ্নে বিহারবেশে গোষ্ঠীতে যাইবে। ২২।

প্রদোষে চ সংগীতকানি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। সন্ধ্যাকালে গীতবাদ্যাদি করিবে। ২৩।

তদন্তে চ, প্রসাধিতে বাসগৃহে সঞ্চারিতসুরভিধূপে সসহায়স্য শয্যায়ামভিসারিকাণাং প্রতীক্ষণম্, দূতীনাং প্রেষণং, স্বয়ং বা গমনম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। তৎপরে বাসগৃহ সুসজ্জিত ও সুরভি ধূপাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত হইলে বন্ধু-বান্ধবের সহিত শয্যায় উপবেশন করিয়া অভিসারিকার আগমনের প্রতীক্ষা করিবে,—(আগমনে ব্যাঘাত ঘটিলে) দূতী প্রেরণ বা স্বয়ং গমন করিবে। ২৪।

(ক) গোষ্ঠীবিচারাঃইতি পাঠান্তরম্।

আগতানাং চ মনোহরৈরালাপৈরুপচারৈশ্চ সসহায়স্যোপক্রমাঃ, বর্ষপ্রমৃষ্টনেপথ্যানাং দুর্দ্দিনাভিসারিকাণাং স্বয়মেব পুনর্ম্মণ্ডনম্, মিত্রজনেন বা পরিচরণমিত্যাহোরাত্রিকম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। অভিসারিকা আসিলে বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিবে এবং (তাম্বূলাদি) উপচারদানে মনোরঞ্জন করিবে। মেঘ বৃষ্টিপাতে অভিসারিকার বেশভূষা বিপর্য্যস্ত হইলে, নিজে পুনর্ব্বার তাহাকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দিবে. অথবা বন্ধু-বান্ধব দ্বারা তাহা করাইবে। নাগরকের অহোরাত্রকৃত্য এইরূপ। ২৫।

ঘটানিবন্ধনম্, গোষ্ঠীসমবায়ঃ, সমাপানকম্, উদ্যানগমনম্, সমস্যাঃ ক্রীড়াশ্চ প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। ঘটানিবন্ধন, গোষ্ঠীসমবায়, সমাপানক, উদ্যানবিহার এবং সমস্যা-ক্রীড়া-প্রবর্ত্তন নাগরকের কার্য্য। ২৬।

ব্যাখ্যা। দৈনিক কার্য্যবিবরণ কথিত হইবার পরেই নৈমিত্তিক কার্য্য বিরত হইতেছে;—ঘটানিবন্ধন প্রভৃতি পাঁচটি কার্য্য নৈমিত্তিক। ঘটানিবন্ধন প্রভৃতির ব্যাখ্যা সূত্রকারই করিবেন। তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—(১) ঘটানিবন্ধন—দেবতার উৎসব-দিনে নাগরকদিগের সম্মেলন। প্রতিপৎ প্রভৃতি পঞ্চদশ তিথি এক এক দেবতার নির্দ্দিষ্ট দিন; যথা "প্রতিপৎ ধনদস্যোক্তা" ইত্যাদি। প্রতিপৎ কুবেরের তিথি, চতুর্থী গণেশের তিথি, পঞ্চমী সরস্বতীর তিথি, এতদ্ভিন্ন অমাবস্যা পিতৃগণের তিথি। উভয়পক্ষের তিথিতে যদি উৎসব থাকে ত পক্ষমধ্যেই ঐ দেবতার 'ঘটানিবন্ধন' হইবে, আর কেবল শুক্লপক্ষেই যদি তাহার ব্যবহার থাকে ত মাসে একবার ঘটানিবন্ধন হইবে। প্রতি দেবতার জন্যই যে প্রতিদিন উৎসব হইবে তাহা নহে, যে প্রদেশে যে দেবতার উৎসব প্রচলিত, সেই দেশে সেই উৎসবে ঘটানিবন্ধন হইবে, তবে কলাবিৎ নাগরকগণের সাধারণতঃ সারস্বত উৎসব আবশ্যক—নৈমিত্তিক কার্য্য-মধ্যে পরিগণিত। সেই উৎসব-দিনে সারস্বত আয়তনে নাগরকগণ সমবেত

হইবেন, এই সমবায় বা সম্মেলন 'গণধর্ম্মে'র নিয়মানুসারে হইবে। গণ-ধর্ম্মের প্রধান নিয়ম—গণস্থ বা দলস্থ এক ব্যক্তির সুখে সকলের সুখানুভব, একের বিপদে সকলের বিপদনুভব। সেই সম্মেলনে বৈদেশিক নট-নর্ত্তকাদি আসিয়া নিজ নিজ গুণপনার পরিচয় দিবে। পরদিনে তাহাদিগের পারি-তোষিক প্রদান, নৃত্যগীতের পুনঃকরণে অনুরোধ বা সাদরে বিদায় প্রদান,— সম্মেলনের রুচি অনুসারে হইবে। সারস্বত উৎসবের ন্যায় অন্য দেবতার উৎসবও জানিবে। (৩৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, এ উৎসব প্রাত্যহিক নহে,—পক্ষে বা মাসে একদিন মাত্র। চৌত্রিশ সূত্রে (২) গোষ্ঠীসমবায় বুঝাইবার জন্য 'গোষ্ঠীলক্ষণ' আছে। (৩) পরস্পর ভবনে যে একত্র পান—তাহাই 'সমাপানক'। (৪) উদ্যানগমন—উদ্যানবিহার-পদ্ধতি— জলবিহারাদি ইহারই অন্তর্গত। নাগরিকগণের সমবেত ভাবে যে ক্রীড়া, তাহার নাম সমস্যা-ক্রীড়া, যক্ষরাত্রি প্রভৃতি তাহার উদাহরণ—৪২ সূত্রে আছে। ২৬।

পক্ষস্য মাসস্য বা প্রজ্ঞাতেঽহনি সরস্বত্যা ভবনে নিযুক্তানাং নিত্যং সমাজঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। পক্ষে বা মাসে প্রসিদ্ধ তিথিতে কলাবিদ্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর ভবনে পরস্পর সম্মেলন অবশ্য কর্ত্তব্য। ২৭।

কুশীলবাশ্চাগন্তবঃ প্রেক্ষণকমেষাং দদ্যুঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। অন্য স্থান হইতে আগত নট-নর্ত্তক ইহাঁদিগকে আপনাদিগের নৃত্যগীত-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে। ২৮।

দ্বিতীয়েঽহনি তেভ্যঃ পূজা নিয়তং লভেরন্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। দ্বিতীয় দিনে নটনর্ত্তকগণ তাহাদের নিকট আদর ও পারি-তোষিক লাভ করিবে। ২৯।

ততো যথাশ্রদ্ধমেষাং দর্শনমুৎসর্গো বা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। তদনন্তর তৃপ্তি বা অতৃপ্তি অনুসারে পুনর্ব্বার নৃত্যাদি দর্শন করিবে অথবা তাহাদিগকে বিদায় দিবে। ৩০।

ব্যসনোৎসবেষু চৈষাং পরস্পরস্যৈককার্য্যতা ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। কোনরূপ ব্যসন, ব্যাধি বা শোকাদি উপস্থিত হইলে বা উৎসব প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগের এককার্য্যকারিতা থাকা আবশ্যক। ৩১।

আগন্তূণাং চ কৃতসমবায়ানাং পূজনমভ্যুপপত্তিশ্চ। ইতি গণধর্ম্মঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। যে সকল আগন্তুকের সে স্থলে মেলন হইবে, তাহাদিগের পূজা ও ব্যসনের সময় উপকারাদি দ্বারা সাহায্য করিবে; ইহাই গণধর্ম্ম। ৩২।

এতেন তং তং দেবতাবিষয়মুদ্দিশ্য সংভাবিতস্থিতয়ো ঘটা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। ইহা দ্বারা সেই সেই দেবতা বিশেষের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা করা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার কথাও ব্যাখ্যাত বা কথিত হইল ॥ ৩৩ ॥

বেশ্যাভবনে সভায়ামন্যতমস্যোদবসিতে বা সমানবিদ্যাবুদ্ধিশীল-বিত্তবয়সাং সহ বেশ্যাভিরনুরূপৈরালাপৈরাসনবন্ধো গোষ্ঠী ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। বেশ্যালয়ে, অক্ষশালাতে অথবা কোন এক বন্ধুর বাটীতে বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, ধন ও বয়সে তুল্য বন্ধুগণের সম্মেলনে বেশ্যাসহ উপযুক্ত আলাপে যে অবস্থান, তাহার নাম গোষ্ঠী। ৩৪।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে যে গোষ্ঠী শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বিবৃতি এইসূত্রে প্রদত্ত হইল। ৩৪।

তত্র চৈষাং কাব্যসমস্যা কলাসমস্যা চ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। এইরূপ গোষ্ঠীতে তাহাদিগের পরস্পর কাব্যসমস্যা, বা কলাসমস্যা হইবে। ৩৫।

ব্যাখ্যা। সমস্যা—ফাঁকি ও উত্তর। ৩৫।

তস্যামুজ্জ্বলা লোককান্তাঃ পূজ্যাঃ প্রীতিসমানাশ্চাহারিতাঃ ॥৩৬॥

অনুবাদ। সেই গোষ্ঠীতে উজ্জ্বলা লোকমনোহরা গণিকাগণের সমাদর করিবে এবং প্রীতি অনুসারে পরিচারিকাদিগের দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করিবে। ৩৬।

পরস্পরভবনেষু চাপানকানি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। পরস্পরের বাটীতে আপানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ৩৭।

তত্র মধুমৈরেয়সুরাসবান্ বিবিধলবণফলহরিতশাকতিক্তকটু-কাম্লোপদংশান্ বেশ্যাঃ পায়য়েয়ুরনুপিবেয়ুশ্চ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। তাহাতে মধু, মৈরেয়, সুরা, আসব এবং বিবিধ লবণ, ফল হরিতশাক, তিক্ত, কটু, অম্ল ও উপদংশ (চাট) বেশ্যাদিগকে পান করাইবে ও পরে পান করিবে। ৩৮।

এতেনোদ্যানগমনং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। ইহা দ্বারা উদ্যানগমন ব্যাখ্যাত হইল। ৩৯।

ব্যাখ্যা। আপানক পদ্ধতিক্রমে এই উদ্যান গমন বা বাগান বিহার করিতে হয়। ৩৯।

পূর্ব্বাহ্ন এব স্বলঙ্কৃতাস্তুরগাধিরূঢ়া বেশ্যাভিঃ সহ পরিচারকানু-গতা গচ্ছেয়ুঃ। দৈবসিকীঞ্চ যাত্রাং তত্রানুভূয় কুক্কুটলাবকমেষ-যুদ্ধদ্যূতৈঃ প্রেক্ষাভিরনুকূলৈশ্চ চেষ্টিতৈঃ কালং গময়িত্বা অপরাহ্লে গৃহীততদুদ্যানোপভোগচিহ্নাস্তথৈব প্রত্যাব্রজেয়ুঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বাহ্নেই সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও ঘোটকপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া বেশ্যাদিগের সহিত পরিচারকগণকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। সেখানে দৈনিক যাত্রার উপভোগ করিয়া কুক্কুট লাবক ও মেষযুদ্ধ ও দ্যূত (পাশাখেলা প্রভৃতি

ক্রীড়া ও নটনর্ত্তকের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করিয়া যাহার যেমন অনুকূল চেষ্টা, সেই-রূপ চেষ্টার পূরণ দ্বারা কাল অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্ণে সেই উদ্যানের চিহ্ন (পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্যাদি) গ্রহণ করিয়া সেইরূপেই চলিয়া আসিবে। ৪০।

এতেন রচিতোদ্‌গ্রাহোদকানাং গ্রীষ্মে জলক্রীড়াগমনং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। ইহা দ্বারা কুম্ভীরাদিরহিত কৃত্রিম জলাশয়ে গ্রীষ্মকালে জল-ক্রীড়াগমন ব্যাখ্যাত হইল। ৪১।

যক্ষরাত্রিঃ, কৌমুদীজাগরঃ, সুবসন্তকঃ সহকারভঞ্জিকাভ্যূষখাদিকা বিসখাদিকা নবপত্রিকোদকক্ষ্বেড়িকা পাঞ্চালানুযানমেকশাল্মলী যবচতুর্থ্যালোলচতুর্থী মদনোৎসবো মদনভঞ্জিকা হোলাকাশোকো-ত্তংসিকা পুষ্পাবচায়িকাচূতলতিকেক্ষুভঞ্জিকা কদম্বযুদ্ধানি তাস্তাশ্চ মাহিমান্যো দেশ্যাশ্চ ক্রীড়া জনেভ্যো বিশিষ্টমাচরেয়ুরিতি সম্ভূয় ক্রীড়াঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর (কোজাগর) ও সুবস্তক—সহকার-ভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষ্বেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী, যবচতুর্থী, লোলচতুর্থী, মদনোৎসব, মদনভঞ্জিকা, হোলাকা, অশোকোত্তংসিকা, পুষ্পাবচায়িকা, চূতলতিকা, ইক্ষুভঞ্জিকা ও কদম্বযুদ্ধ এবং সর্ব্ব-দেশব্যাপী ও প্রদেশমাত্রব্যাপী সেই সেই ক্রীড়া সকল জনসাধারণের উদ্দেশে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত করিবে। ইহাকেই সম্ভূয় ক্রীড়া কহে। ৪২।

ব্যাখ্যা। যক্ষরাত্রি—সুখরাত্রি—দীপান্বিতা অমাবস্যা, কৌমুদীজাগর—কোজাগর পূর্ণিমা, সুবসন্তক—মদনত্রয়োদশী,—এইগুলি সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ ক্রীড়া-দিন; এই সময়ের নামেই ক্রীড়ার নামকরণ হইয়াছে। সহকারভঞ্জিকা—প্রভৃতি ক্রীড়া প্রাদেশিক; সহকারভঞ্জিকা ক্রীড়ায় আম্রফলভঙ্গ প্রধান, কে ভঙ্গ করিল, তাহা লইয়া শক্তিপরীক্ষা ও লোফা-লুফি ইত্যাদি তাহার

অঙ্গ,—বসন্তকালে এই ক্রীড়া হয়। অভ্যুষখাদিকা—ক্ষেত্রে গিয়া আগুন জ্বালাইয়া গাছশুদ্ধ ছোলা মটর পুড়াইয়া তাহা ভোজন,—এই অভ্যুষখাদিকা আমাদিগের এ অঞ্চলে 'হড়া পোড়া' নামে প্রসিদ্ধ। বিসখাদিকা—পদ্মের মৃণাল তুলিতে কৌশল প্রয়োগ ও সানন্দে সদলে তাহা ভোজন, ইহাই একটী ক্রীড়া। নবপত্রিকা—নবশস্যোদ্গমে প্রথম বর্ষায় বনভোজন। উদকক্ষ্বেড়িকা,—পিচ্-কারিযোগে জলদান—এই ক্রীড়ায় প্রধান অংশ। পাঞ্চালানুযান—অপর দেশে পাঞ্চালদেশীয় ভাষা প্রভৃতির অনুকরণ। একশাল্মলী—এক বৃহৎ পুষ্প-মণ্ডিত শাল্মলী বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহার পুষ্পসম্ভারে বিভূষিত হইয়া নাগরক-দলের আমোদ। যবচতুর্থী—বৈশাখ শুক্লচতুর্থীতে পরস্পরের গাত্রে সুগন্ধ যবচূর্ণ প্রক্ষেপ। আলোলচতুর্থী—এই পাঠ মূলে আছে এবং তাহা ধরিয়াই যে ব্যাখ্যা টীকায় আছে, তাহা অসঙ্গত হইয়াছে। টীকাকার পাঠ ধরিয়াছেন—আলোল চতুর্থী, কিন্তু ব্যাখ্যায় আছে—"শ্রাবণশুক্লতৃতীয়ায়াং হিন্দোলক্রীড়া" অর্থাৎ শ্রাবণ শুক্লতৃতীয়ায় ঝুলন। ব্যাখ্যা ভুল না হয় ত 'আলোল তৃতীয়া' পাঠ হওয়া উচিত ছিল; তবে—সে খেলায় যদি নিয়ম থাকে—এক একবার ৪ জন করিয়া খেলিবে—তন্মধ্যে একব্যক্তি ঝুলনে চড়িবে আর তিন জন দোল দিবে, তাহা হইলে আলোল চতুর্থী নামও কোনরূপে হইতে পারে। মদনোৎসব—মদন প্রতিমা পূজা, চৈত্র শুক্ল চতুর্দ্দশী। দমনভঞ্জিকা—ঐ দিনে দমনক (দোনা) পুষ্পদ্বারা কর্ণভূষণ সম্পাদন, মদনভঞ্জিকা ইহা পাঠান্তর—মদন বৃক্ষের পল্লব ভঙ্গ করিয়া তদ্দ্বারা মদন পূজা—পল্লবভঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ক্রীড়া। হোলাকা—হোলি উৎসব। অশোকোত্তংসিকা—অশোক পুষ্পের কিরীট পরিধান। পুষ্পাবচায়িকা—ফুলকুড়ান খেলা, কে কোন্ ফুলটা অগ্র কুড়াইতে পারে—এই ভাবে এই খেলা হয়। চূতলতিকা—আম্র মুকুলে কর্ণ-ভূষণ রচনা। ইক্ষুভঞ্জিকা—ইক্ষু খণ্ডদ্বারা সজ্জিত হওয়া। কদম্বযুদ্ধ—নাগরকগণ দুই দলে বিভক্ত হইবে—দুই দলেরই অস্ত্র কদম্বপুষ্প; এই কদম্বপুষ্পক্ষেপে যে দুইদলের যুদ্ধ—তাহাই কদম্বযুদ্ধ নামে খ্যাত। এই সকল ও অন্যান্য সর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ ও প্রাদেশিক ক্রীড়ায় নাগরকদলের সহিত সাধারণও যোগ দিতে

পারিবে। কিন্তু সাধারণ অপেক্ষা নাগরকগণের একটু বাহাদুরী দেখান আবশ্যক। ইহাই সমস্যা ক্রীড়া বা সম্ভুয় ক্রীড়া। এই ক্রীড়া ব্যতীত ঘটানিবন্ধন প্রভৃতি যে চারিটি নৈমিত্তিক কার্য্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণ যোগ দিতে পারিবে না। ৪২।

একচারিণশ্চ বিভবসামর্থ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। একচারী নাগরক নিজের ধনবলানুসারে (দলে না মিশিয়াও ঐ সকল করিতে পারিবে)। ৪৩।

ব্যাখ্যা। যেখানে দল মিলিবে না—সেস্থানে নাগরক একাই নিজ বিভবানুসারে পরিচারক রাখিয়া তাহাদিগের সঙ্গেই এই সকল দৈনিক ও নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ৪৩।

গণিকায়া নায়িকায়াশ্চ সখীভির্নাগরকৈশ্চ সহ চরিতমেতেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। (এই যে ভবনবিন্যাস, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য পদ্ধতি নাগরকের পক্ষে বর্ণিত হইয়াছে) ইহার দ্বারাই গণিকা এবং নায়িকার কার্য্যপদ্ধতি সখী ও নাগরকগণের সহিত আচরণ-পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইল। ৪৪।

ব্যাখ্যা। যেখানে ঐ পদ্ধতিতে নাগরক কর্ত্তা, সেইখানে নাগরকস্থলে গণিকা ও নায়িকা কর্ত্রীরূপে গ্রহণীয়, সেখানে গণিকা ও নায়িকা স্থলে নাগরককে বসাইবে,—নাগরকের পীঠমর্দ্দাদিস্থলে সখীদিগকে বসাইবে, এইমাত্র প্রভেদ। ৪৪।

অবিভবস্তু শরীরমাত্রো মল্লিকাফেনককষায়মাত্রপরিচ্ছদঃ পূজ্যাদ্দেশাদাগতঃ কলাসু বিচক্ষণস্তদুপদেশেন গোষ্ঠ্যাং বেশোচিতে চ বৃত্তে সাধয়েদাত্মানমিতি পীঠমর্দ্দঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। যাহার কিছুমাত্র বিভব নাই ও পুত্রকলত্রাদিও নাই; শরীর মাত্র সহায়, মল্লিকা, ফেনক ও কষায়মাত্র পরিচ্ছদধারী, পূজ্য দেশ হইতে

আগত ও কলা-কুশল, সে ব্যক্তি নাগরক-গোষ্ঠীতে কলার উপদেশ করিয়া বেশ্যাজনোচিত বৃত্তে আপনাকে প্রখ্যাত করিবে। ইহাকে পীঠমর্দ্দ বলে। ৪৫।

ব্যাখ্যা। দেশভ্রমণশীল বিদেশীয় দরিদ্র ব্যক্তি যদি কলাকুশল হয় ত সে নাগরকগণের গোষ্ঠীতে বা বেশ্যাগণের শিক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে— এইরূপ ব্যক্তির নাম পীঠমর্দ্দ। সে দরিদ্র স্ত্রীপুত্র-হীন, (সঙ্গে একটি পরিচারক থাকিবে—ইহা টীকাকার বলেন, কিন্তু মূলে তাহার আভাস নাই এবং পরিচারকও নাই ইহাই বোধ হয়) তাহার সামগ্রীর মধ্যে (১) মল্লিকা নামক আসন—ইহা যে কিরূপ তাহা ঠিক বুঝা যায় না, তবে 'মোড়া' হইতে পারে— চানাচুর ফেরিওয়ালার পৃষ্ঠদেশে মোড়া থাকিতে অনেকেই দেখিয়াছেন; অথবা দুইগাছ লাঠি থাকে তাহা দ্বারা পৃষ্ঠ রক্ষিত হয়—এবং তাহাই শয়নের সময়ে খাটিয়ার কার্য্য করে, ইহার নাম দণ্ডাসনিক বা মল্লিকা হওয়া অসঙ্গত নহে। 'রূপপুর' দলে এই প্রকার দুই গাছ লাঠির ব্যবহার এখনও চলিত আছে। (২) ফেনক—শব্দের অর্থ রিটা বা অরিষ্ট প্রভৃতি। (৩) কষায়—অধিক পথ গমন করিলে পায়ের তলা পাতলা হয়, এই জন্য আমের ছাল ইত্যাদি ঘষিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়, ধুনার কড়ারও দেওয়া হয়—তাহাই কষায়, পূর্ব্বদেশ— চলবিজ্ঞানে যে দেশের নাম প্রসিদ্ধ। ৪৫।

ভুক্তবিভবস্তু গুণবান্ সকলত্রো বেশে গোষ্ঠ্যাঞ্চ বহুমতস্তদুপজীবী চ বিটঃ॥ ৪৬॥

অনুবাদ। যে, সমস্ত বিভব ভোগ করিয়া (খোয়াইয়া) বসিয়াছে, গুণবান এবং দারপরিজনসম্বলিত, বেশ্যাজনোচিত বেশে ও গোষ্ঠীতে (নাগরকগণের) সমাদৃত, এবং বেশ্যাজন ও নাগরকজনকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাকে বিট বলা যায়। ৪৬।

একদেশবিদ্যস্তু ক্রীড়নকো বিশ্বাস্যশ্চ বিদূষকঃ বৈহাসিকো বা॥ ৪৭

অনুবাদ। গীতাদির অংশবিশেষ অভিজ্ঞ ক্রীড়নক এবং বিশ্বাসভূমি ব্যক্তিই বিদূষক বা (পীঠমর্দ্দক, বিট ও বিদূষক) বৈহাসিক নামে অভিহিত হয়। ৪৭।

ব্যাখ্যা। বিদূষক—আজন্ম নির্ধন অথবা ব্যয় করিয়া নির্ধন ব্যক্তি অনুবাদ-কথিত গুণসম্পন্ন হইলে বিদূষক হয়। ৪৭।

এতে বেশ্যানাং নাগরকানাঞ্চ মন্ত্রিণঃ সন্ধিবিগ্রহনিযুক্তাঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। এ সকল ব্যক্তি বেশ্যা ও নাগরকগণের সন্ধি ও বিগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত মন্ত্রিস্থানীয়। ৪৮।

তৈর্ভিক্ষুকাঃ কলাবিদগ্ধা মুণ্ডা বৃষল্যো বৃদ্ধগণিকাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৪৯

অনুবাদ। কলাকুশল ভিক্ষুকী, মুণ্ডা, বৃষলী ও বৃদ্ধগণিকা ইহা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল। ৪৯।

ব্যাখ্যা। ভিক্ষুকী, মুণ্ড (নাপিতানী অথবা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী) বন্ধকী এবং বৃদ্ধগণিকা—ইহারা কলাকুশল হইলে (নাগরকের পক্ষে পীঠমর্দ্দ প্রভৃতির ন্যায়) বেশ্যা ও নাগরকদিগের সন্ধি-বিগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। ৪৯।

গ্রামবাসী চ সজাতান্ বিচক্ষণান্ কৌতূহলিকান্ প্রোৎসাহ্য নাগরকজনস্য বৃত্তং বর্ণয়ন্ শ্রদ্ধাঞ্চ জনয়ংস্তদেবানুকুর্ব্বীত গোষ্ঠীশ্চ প্রবর্ত্তয়েৎ সঙ্গত্যা জনমনুরঞ্জয়েৎ কর্ম্মসু চ সাহায্যেন চানুগৃহ্ণীয়াৎ উপকারয়েচ্চ ইতি নাগরকবৃত্তম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। গ্রামবাসী ব্যক্তি সজাতীয় বিচক্ষণ কৌতূহলপরায়ণ ব্যক্তিগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া নাগরক জনের বৃত্ত বর্ণন করত শ্রদ্ধা সম্পাদনপূর্ব্বক তাহার অনুকরণে প্রবর্ত্তিত করিবে, গোষ্ঠীর প্রবর্ত্তন করিবে, মিলিয়া মিশিয়া লোকের অনুরঞ্জন করিবে, প্রত্যেক কর্ম্মে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবে এবং পরস্পরে উপকার করিবে।—ইহাই নাগরকবৃত্ত কথিত হইল। ৫০।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

নাত্যন্তং সংস্কৃতেনৈব নাত্যন্তং দেশভাষয়া।
কথাং গোষ্ঠীষু কথয়ঁল্লোকে বহুমতো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। গোষ্ঠীমধ্যে কথাবার্ত্তা অত্যন্ত সংস্কৃত দ্বারাও করিবে না এবং অত্যন্ত দেশভাষাদ্বারাও কহিবে না; এই নিয়মে কথাবার্ত্তা কহিলে লোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। ৫১।

ব্যাখ্যা। সমস্ত কথা সংস্কৃত দ্বারায় বলিবে না এবং সমস্ত কথা দেশভাষা দ্বারাও বলিবে না, কারণ গোষ্ঠীতে অসংস্কৃতজ্ঞ লোকও থাকিবে এবং দেশ-ভাষায় অনভিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ লোকও থাকিতে পারে। ৫১।

যা গোষ্ঠী লোকবিদ্বিষ্টা যা চ স্বৈরবিসর্পিণী।
পরহিংসাত্মিকা যা চ ন তামবতরেদ্বুধঃ॥ ৫২॥

অনুবাদ। যে গোষ্ঠীতে লোকের বিদ্বেষ আছে, যাহা নিরঙ্কুশ ভাবে প্রবৃত্ত এবং যাহাতে পরের দোষ আলোচিত হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিবেন না। ৫২।

লোকচিত্তানুবর্ত্তিন্যা ক্রীড়া মাত্রৈককার্য্যয়া।
গোষ্ঠ্যা সহ চরন্ বিদ্বাল্লোকে সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে
নাগরকবৃত্তং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

অনুবাদ। লোকের চিত্তানুবর্ত্তিনী লোক-চিত্তরঞ্জনকারিণী, ক্রীড়ামাত্রই যাহার একটী মুখ্য কার্য্য, তাদৃশ গোষ্ঠীর সহচর হইলে বিদ্বান্ লোকে—সংসার-ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

কামশ্চতুর্ষু বর্ণেষু সবর্ণতঃ শাস্ত্রতশ্চানন্যপূর্ব্বায়াং প্রযুজ্যমানঃ পুত্রীয়ো যশস্যো লৌকিকশ্চ ভবতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ। চতুর্ব্বিধ বর্ণের মধ্যে সমান বর্ণের অনন্যপূর্ব্বা স্ত্রীতে শাস্ত্রানুসারে প্রবর্ত্ত্যমান সংযোগ ঔরস পুত্রের নিমিত্ত ও যশের নিমিত্ত হয়; ইহা লোকবহির্ভূত অসাধু ব্যবহার নহে, পরন্তু লৌকিক। ১।

তদ্বিপরীত উত্তমবর্ণাসু পরপরিগৃহীতাসু চ প্রতিষিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। উত্তম বর্ণাতে প্রবর্ত্ত্যমান সংযোগ তাহার বিপরীত এবং নিষিদ্ধ। অন্যের বিবাহিতা সবর্ণাতেও প্রবর্ত্ত্যমান সংযোগ পুত্রের নিমিত্ত ও যশের নিমিত্ত হয় না এবং তাহা লৌকিক ব্যবহারের বহির্ভূত হয়। ইহাও নিষিদ্ধ। ইহা সুখের জন্যও হয় না। কারণ এই নিষেধ রাজবিধি অনুমোদিত, এই নিষেধাতিক্রমে রাজদণ্ড হয়। ২।

অবরবর্ণাস্বনিরবসিতাসু বেশ্যাসু পুনর্ভূষু চ ন শিষ্টো ন প্রতিষিদ্ধঃ সুখার্থত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। স্বাপেক্ষা হীনবর্ণা কিন্তু অনিরবসিতা যে বেশ্যা ও পুনর্ভূ বৈধব্যাবস্থায় এক পুরুষমাত্রের আশ্রিতা—রমণীতে প্রযুক্ত কাম (রাজশাসনে) বিহিতও নহে প্রতিষিদ্ধও নহে, (রাজদণ্ড নাই)। তাহা সংযোগ সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এই সুখ দৃষ্ট,—ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা ইহাও নিষিদ্ধ, অতএব নরক-দুঃখ ইহাতেও আছে,—ইহা কামসূত্র-পর্য্যালোচনায় বুঝা যায়। ৩।

ব্যাখ্যা। এই স্থলে বিধি ও নিষেধ দৃষ্ট। পুনর্ভূ—সংসারে সকলেই সংযমশালিনী হইতে পারে না। রমণী বিধবা হইলে, তাহার ব্রহ্মচর্য্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম—সহমরণ—তত্তুল্য ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মদ্বয় পালনে বিধবার ঐহিক

যশঃ ও পারাত্রিক শুভ—স্বর্গলাভ হয়। মনু, পরাশর প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-কারগণ এক বাক্যে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। কামশাস্ত্রকারেরও ইহাই মত—"সবর্ণতঃ শাস্ত্রতশ্চানন্যপূর্ব্বায়াং"—(১ অধিকরণ ৫ অঃ ১ সূত্র) এবং "সবর্ণায়াম্ অনন্যপূর্ব্বায়াঃ শাস্ত্রতোঽধিগতায়াং" (২ অধিকরণ—কন্যাসম্প্র-যুক্তক ১ অঃ ১ সূত্র।) এই দুই স্থলেই "অনন্যপূর্ব্বা" আছে এবং "শাস্ত্রতঃ" আছে,—ইহাতে বুঝা যায়,—"অন্যপূর্ব্বা"—শব্দের ব্যবহার যে স্থলে আছে,—তদতিরিক্ত কন্যাই অনন্যপূর্ব্বা, "অন্যপূর্ব্বা" আর "পুনর্ভূ" একার্থ শব্দ যাহার সন্তান পৌনর্ভব আখ্যায় অভিহিত হইবে,—এইরূপ পুনর্ভূকন্যা সপ্ত-বিধ;—(১) বাগ্‌দত্তা, বাগ্‌দান হইয়াছে মাত্র কিন্তু সম্প্রদান হয় নাই এমন কন্যা, (২) মনোদত্তা, কন্যা মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, কিন্তু বাহ্য অনুষ্ঠান হয় নাই, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা যাহার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সম্প্রদান হয় নাই, (৪) উদকস্পর্শিতা, কুশবারি নিক্ষেপে সম্প্রদত্তা, কিন্তু পাণিগ্রহণ হয় নাই, (৫) পাণিগৃহীতিকা—পাণিগ্রহণ মাত্র হইয়াছে, কিন্তু সপ্তপদীগমন হয় নাই, (৬) অগ্নিং পরিগতা—অগ্নিপ্রদক্ষিণ কর্ম্ম যাহার সম্পন্ন হইয়াছে, এই অগ্নিপ্রদক্ষিণ কর্ম্ম সম্প্রদানের পূর্ব্বেও হইতে পারে এবং তাহা হইলে, প্রকৃত বিবাহে বাধা প্রদান পিতামাতাও করিতে পারেন না—এমন ভাবের উপদেশ কামসূত্রে আছে—(২য় অধিকরণ ৫ অঃ ১১ সূত্র হইতে দ্রষ্টব্য) সেই পাত্রে কন্যাদান না করিলে কন্যা দূষিত হয়, সেই কন্যা পাত্রান্তরে অর্পিত হইলে 'পুনর্ভূ' দোষ ঘটে। (৭) পুনর্ভূপ্রভবা—পুনর্ভূ মাতার গর্ভজাত কন্যা—এই সপ্তবিধ পুনর্ভূই বিবাহে বর্জ্জনীয়, প্রথম-ষড়্‌বিধ কন্যা অর্থাৎ যে যে পাত্রের সহিত প্রথমে বাগ্‌দানাদি সম্বন্ধ স্থাপন হইয়াছে, সেই সেই পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্রের পক্ষে ঐ সকল কন্যা-গ্রহণ—বর্জ্জনীয়, অপর পাত্রের পক্ষেই ঐ সকল কন্যা পুনর্ভূ। সপ্তম প্রকারের কন্যা সকলেরই বর্জ্জনীয়, এ সকল কন্যা কুলাধম নামে অভি-হিতা। প্রমাণ—উদ্বাহতত্ত্বধৃত কাশ্যপবচন যথা—"সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ। বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। উদক-

স্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা। অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা তথা।" এই বচনটি কেবল উদ্বাহতত্ত্বেই ধৃত নহে,—কৃত্যকৌমুদী সম্বন্ধবিবেক প্রভৃতি নানা গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। কামসূত্র টীকাকারও এই বচনকে 'বশিষ্ঠঃ' বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'পুনর্ভূপ্রভবা' এই স্থানে 'পুনর্ভূপ্রসবা'। ইহাই তাঁহার পাঠ, প্রসবা অর্থাৎ জাতাপত্যা ভাবার্থ—ক্ষতযোনি ইহা তাঁহার মত। যে পাত্রে কন্যার বাগ্‌দান নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই পাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পাত্রান্তরে সেই কন্যার সমর্পণ—পূর্ব্বকালে 'বিধবা-বিবাহ' রূপে গণ্য হইত। কিন্তু এরূপ স্থলে 'ক্ষেত্রজ' পুত্র উৎপাদনের বিধিও মনুবচনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (মনু ৯ অঃ ৬৯ শ্লোক হইতে দ্রষ্টব্য) সেই বিধি অনুসারে উৎপাদিত 'ক্ষেত্রজ' সন্তান বাগ্‌দানপাত্র পতির সন্তানরূপে গণ্য হইত। তাহা না হইলে পরবর্ত্তী পতির পৌনর্ভব পুত্র হইত। 'মনোদত্তা ও কৃতকৌতুক মঙ্গলা'র পক্ষেও বাগ্‌দত্তাবৎ ব্যবস্থা ছিল। বাগ্‌দত্তা বা তত্তুল্যাদিগের প্রথম নির্ণীত পাত্রের অভাবাদি হইলে, কলিকালে—পরাশরমতানুসারে স্পষ্টতঃ তাহাদিগের পরিণয়-যোগ্যতা ব্যবস্থাপিত। পরিণীতার পুনঃ পরিণয়-ব্যবস্থা ইহাতে নাই, ইহা বিধবা-বিবাহ প্রতিকূলবাদীদিগের একটা পক্ষ। আরও নানা পক্ষ আছে। সে কথা এখানে উত্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে এই কামসূত্র (২য় কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিঃ ৫ অঃ ১১ সূত্র) হইতে তদানীন্তন আচার যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সিদ্ধান্ত নিম্নে জ্ঞাপিত হইতেছে,—সবর্ণা অনন্যপূর্ব্বা পত্নী গ্রহণ কর্ত্তব্য, সেই পত্নীই "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই বচনের বিষয়ীভূত। পুনর্ভূ ও অন্যপূর্ব্বা একই। পিতাকর্ত্তৃক সম্প্রদান না হইলেও কেবল "অগ্নিং পরিগতা" যে কন্যা—তাহাকেও পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিলে সেই কন্যার 'পুনর্ভূ' দোষ ঘটিত। বিধবা অক্ষতযোনিই হউক আর ক্ষতযোনিই হউক—ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থ হইলে, পুরুষান্তর আশ্রয় করিত, অক্ষতযোনি বৈবাহিক সংস্কার লাভ করিত,—কিন্তু দ্বিবিধ বিধবাই পুরুষান্তর গ্রহণে 'পুনর্ভূ' সংজ্ঞা লাভ করিত। পুনর্ভূ-গর্ভজাত সন্তান পুত্রপদবাচ্য হইত না। বিধবা পুনর্ভূ গ্রহণ করিতে রাজার বাধ্যতা-

মূলক আইনও ছিল না, করিতে নিষেধও ছিল না। রাজবিধিতে নিষেধ না থাকায় ঐ প্রকার 'পুনর্ভূ' গ্রহণে রাজদণ্ড হইত না। পক্ষান্তরে যোগ্য পতি-সত্ত্বে কোন রমণী পরপুরুষ গ্রহণ করিলে, তাহাতে রাজদণ্ড হইত। পঞ্চ আপদে পুনর্ভূ রমণীগণের কলিকালে রাজদণ্ড নাই—এই রাজদণ্ড রহিত করিবার জন্যই পরাশরের বচন, কিন্তু এ কার্য্য যে ধর্ম্মানুমোদিত নহে—তাহা এই কামসূত্রেই বিবৃত (ভার্য্যাধিকারিক ৩য় অধিকরণ ২য় অঃ পুনর্ভূপ্রকরণ ৩৯ সূত্র হইতে দ্রষ্টব্য) পরাশর ও অপর বিধবা ধর্ম্মে যে পারত্রিক শুভ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরুষান্তরগ্রহণে তাহা করেন নাই—আর করেন নাই পৌনর্ভব পুত্রের পুত্রত্বকীর্ত্তন,—মনু, পুনর্ভূ পুত্রকেও অপকৃষ্ট পুত্র মধ্যে গণ্য করিয়াছেন —(মনু ৯ অঃ ১৫৯।১৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) কিন্তু পরাশর তাহা করেন নাই,— তিনি বলেন—"ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ" এই মাত্র পুত্র ;—ইহার সহজ ব্যাখ্যা—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিক এই চতুর্ব্বিধ পুত্র—মনুর দ্বাদশ বিধ পুত্রের (মনু ৯ অঃ ১৬৬—১৭৮) অষ্টবিধ পুত্র পরাশর রহিত করিলেন, —"দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ" এই কলিবর্জ্জনপ্রকরণীয় বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে এই বচনের অর্থ ঔরস এবং দত্তক এই দ্বিবিধ পুত্রই বিহিত হইয়াছে। 'ক্ষেত্রজ' এইটী 'ঔরসে'র বিশেষণ এবং কৃত্রিম 'দত্তের' বিশেষণ ; ফলে দাঁড়াইল এই—শাস্ত্রানুসারে যে রমণী স্বীয় ক্ষেত্র-রূপে সিদ্ধ, তদ্‌গর্ভজাত নিজ সন্তান ঔরস ;—

যথা—স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকম্॥

(মনু ৯ম অঃ ১৬৩)

আর কৃত্রিম অর্থাৎ শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদিকার্য্যসম্পাদিত দত্তক কেবল এই দ্বিবিধ পুত্র কলিকালে পুত্র বলিয়া গণ্য ; অতএব পৌনর্ভবপুত্র পুত্ররূপে গণ্য নহে, ইহা পরাশরের মত বুঝা যাইতেছে। কামসূত্রকার পুনর্ভূজাত পুত্রের যে পুত্রত্ব স্বীকার করেন নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পারলৌকিক সুখদুঃখের অপেক্ষা না রাখিয়া যাহারা ঐহিক ভোগ সুখের অন্বেষণে এবং ঐহিক দুঃখ পরিহারে

ব্যস্ত, তাহারা পুনর্ভূ সংগ্রহ করিয়া ঐহিক আনন্দ করিতে পারে, রাজবিধি তাহার প্রতিকূল ছিল না, এইটুকুই কলিকালের সাময়িক অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন এখনও হয় নাই। যাহারা 'বিধবা বিবাহ, 'বিধবা বিবাহ' বলিয়া চাৎকার করে, তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী ত বটেই কামশাস্ত্রেরও বিরোধী তৎসম্বন্ধে বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত তাহারা মানিতে চাহে না। তাহারা কুমারী-বিবাহের ন্যায় বিধবা-বিবাহও শুদ্ধ, বিশুদ্ধ-বংশ-স্থাপক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। ইহা যে সমাজের চিরন্তন স্থিতিভঙ্গের হেতু, কামসূত্র মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে বুদ্ধিমান্ মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

তত্র নায়িকাস্তিস্রঃ কন্যা পুনর্ভূর্বেশ্যা চ ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। তদর্থে নায়িকা তিন প্রকার;—কন্যা, পুনর্ভূ এবং বেশ্যা। ৪।

ব্যাখ্যা। পুত্রার্থে ও সুখার্থে কুমারী এবং ভোগসুখার্থে পুনর্ভূ ও বেশ্যা।৪।

অন্যকারণবশাৎ পরপরিগৃহীতাপি পাক্ষিকী চতুর্থীতি গোণিকাপুত্রঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। গোণিকাপুত্র বলেন,—অন্য কারণে (ধন, আত্মরক্ষা শত্রু নিপাতন ও মিত্রসংগ্রহের জন্য) পরকীয়াও স্থলবিশেষে (পাক্ষিকী) নায়িকা হইতে পারে; এই নায়িকা চতুর্থী। ৫।

স যদা মন্যতে স্বৈরিণীয়মন্যতোঽপি বহুশো ব্যবসিতচারিত্রা তস্যাং বেশ্যায়ামিব গমনমুত্তমবর্ণিন্যামপি ন ধর্ম্মপীড়াং করিষ্যতি ॥৬॥

অনুবাদ। সেই পরকীয়া যদি বহুবার খণ্ডিতচরিত্রা বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে তাহাতে বেশ্যাবৎ ব্যবহার হইতে পারে; উত্তমবর্ণসম্ভূতা হইলেও ধর্ম্মপীড়া অর্থাৎ বেশ্যাসঙ্গ হইতে অধিক পাপ হইবে না। (ইহাও গোণিকাপুত্রের মত)। ৬।

ব্যাখ্যা। বহুবার খণ্ডিতচরিত্রা—বহুপুরুষসঙ্গিনী। ৬

পুনর্ভূরিয়মন্যপূর্ব্বাবরুদ্ধা নাত্র শঙ্কাস্তি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। আর যদি সেই পরকীয়া (বহুবার খণ্ডিতচরিত্রা না হইলেও) পুনর্ভু বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাতেও সতীত্বহরণের শঙ্কা থাকে না। ৭।

পতিং বা মহান্তমীশ্বরমস্মদমিত্রসংসৃষ্টমিয়মবগৃহ্য প্রভুত্বেন চরতি। সা ময়া সংসৃষ্টা স্নেহাদেনং ব্যাবর্ত্তয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। অথবা ইহার স্বামী আমার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, সে প্রতাপ ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। সেই স্ত্রী পতির উপরও প্রভুত্ব খাটাইয়া চলিয়া থাকে; এই স্ত্রী আমার সংসর্গে আসিলে প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়া দ্বারা ইহার স্বামীকে শত্রুসংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন ও আমার অনুকূল করিবে। ৮।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ের ৫ম সূত্রে যে চতুর্থী নায়িকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্য কোন কোন্ কারণে নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে, তাহাই এই সূত্র হইতে ১৬ সূত্র পর্য্যন্ত বিবৃত। ৮।

বিরসং বা ময়ি শক্তমকর্ত্তু কামঞ্চ প্রকৃতিমাপাদয়িষ্যতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। অথবা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া অপকার করিতে প্রবৃত্ত এবং অপকার সাধনে সমর্থ সেই পতিকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবে। ৯।

ব্যাখ্যা। আমি যদি ইহার স্ত্রীকে গোপনে আমার অনুরক্তা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুরাগ বশে সে তাহার পতিকে আমার অনুকূল করিতে পারিবে। ৯।

তয়া বা মিত্রীকৃতেন মিত্রকার্য্যমমিত্রপ্রতীঘাতমন্যদ্বা দুষ্প্রতিপাদকং কার্য্যং সাধয়িষ্যামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। অথবা এইরূপে সেই পত্নী স্বীয় পতিকে আমার প্রতি মিত্রতাসম্পন্ন করিয়া দিলে তদ্দ্বারা আমি মিত্রসম্পাদনীয় কর্ম্মে শত্রুকে বাধাপ্রদান অথবা অন্য দুষ্কর সিদ্ধ করিতে পারিব। ১০।

সংসৃষ্টো বাঽনয়া হত্বাঽস্যাঃ পতিমস্মদ্ভাব্যং তদৈশ্বর্য্যমেবমধি-গমিষ্যামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। অথবা ইহার সহিত সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া ইহার পতির প্রাণ সংহারপূর্ব্বক আমার প্রাপ্য ঐশ্বর্য্য আমি অধিকার করিতে পারিব। ১১।

ব্যাখ্যা। যে স্থলে কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তির পৈতৃক বা অন্যরূপ ন্যাস্ত সম্পত্তি ছলেবলে কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া ভোগ করিতেছে, সেস্থলে হৃত সম্পত্তি পুরুষ অন্যোপায় হইয়া সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির পত্নীকে নিজ অনুরূপিণী করিয়া তাহারই সাহায্যে তাহার উপপতিকে বধ করিয়া নিজ নিজ ন্যায্য সম্পত্তি উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে অর্থনীতি বিশারদদিগের উপদেশ আছে। সেই উপদেশ স্মরণ করিয়া নায়কের যাহা মনোভাব, তাহাই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ১১।

নিরত্যয়ং বাঽস্যা গমনমর্থানুবন্ধম্। অহঞ্চ নিঃসারত্বাৎ ক্ষীণবৃত্ত্যুপায়ঃ। সোঽহমনেনোপায়েন তদ্ধনমতিমহদকৃচ্ছ্রাদধি-গমিষ্যামি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। অথবা এই রমণীতে অভিগমন নিরাপদ এবং তাহা অর্থ সংগ্রহের বিশেষ উপায়। নিঃস্ব আমার জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই; এইরূপ সঙ্কটে এই রমণীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারায় অনায়াসে তাহার প্রচুর ধন লাভ করিতে পারিব। ১২।

ব্যাখ্যা। কোথাও বা এইরূপ অভিসন্ধিতে নায়ক নায়িকাকে সংগ্রহ করিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকে। ১২।

মর্ম্মজ্ঞা বা ময়ি দৃঢ়মভিকামা সা মামনিচ্ছন্তং দোষবিখ্যাপনেন দূষয়িষ্যতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। অথবা আমার প্রতি প্রগাঢভাবে অনুরক্তা, কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে অনভিলাষী, ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া আমার দোষ খ্যাপনপূর্ব্বক আমাকে অপধারী করিবে। ১৩।

ব্যাখ্যা। যেস্থানে এরূপ আশঙ্কা হয় যে, রাজা বা তত্তুল্য প্রধান পুরুষের প্রণয়িনী একজনের প্রতি মনে মনে প্রগাঢ় অনুরাগিণী হইয়াছে, কিন্তু ভয়েই হউক বা অন্যকারণেই হউক, সে অনুরাগপাত্র তাহার প্রতি অভিলাষী হইতেছে না, এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলে ঐ রমণী স্বীয় পতি ঐ রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তিকে অনুরাগপাত্রের গূঢ দোষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক বলিয়া দিতে পারে। সেই দোষের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা প্রাণদণ্ডও করিতে পারেন, রাজতুল্য ব্যক্তি অন্যপ্রকার বিপদেও ফেলিতে পারেন; অতএব এই অবস্থা ঘটিলে আত্মরক্ষার্থ সেই রমণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা উচিত। এইরূপে ঐরূপকার্য্যে প্রবৃত্তি কোথাও বা হইয়া থাকে, তাহাই সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৩।

অসদ্ভূতং বা দোষং শ্রদ্ধেয়ং দুষ্পরিহারং ময়ি ক্ষেপ্স্যতি যেন মে বিনাশঃ স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। অথবা যে দোষ অসত্য, কিন্তু প্রকাশ করিলে তাহা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, সেই দোষ আমার উপর আরোপ করিবে, তদ্দ্বারা আমার প্রাণসংহার পর্য্যন্ত হইতে পারে। ১৪।

ব্যাখ্যা। যে স্থানে কোন পুরুষের প্রতি রাজা বা তত্তুল্য ব্যক্তির রক্ষিতা রমণী স্বয়ং প্রগাঢ় অনুরাগিণী, কিন্তু অনুরাগপাত্র পুরুষের তাহার প্রতি ইচ্ছা নাই, সে স্থলে ঐ রমণী মিথ্যা করিয়া বলিতে পারে,—অমুকব্যক্তি আমাকে হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। একথা তাহার পতির অবিশ্বাস্য হইতে পারে না, কারণ এত লোক থাকিতে একজনেরই উপর ঐরূপ দোষ আরোপ করিবে কেন? এইরূপ ভাবে সেই মিথ্যা দোষে বিশ্বাস করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কোথাও বা সেই

রমণীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে অন্য পুরুষেও প্রবৃত্ত হয়। এই ভাব সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ১৪।

আয়তিমন্তং বা বশ্যং পতিং মত্তো বিভিদ্য দ্বিষদ্ভিঃ সংগ্রাহয়িষ্যতি স্বয়ং বা তৈঃ সহ সংসৃজ্যেত ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। অথবা অবস্থাপন্ন বশ্য পতির আমার সহিত স্থির বন্ধুতা বিচ্ছিন্ন করিয়া আমার শত্রুগণের সহিত মিলিত করিয়া দিবে, অথবা স্বয়ং সেই শত্রুগণেরই সঙ্গিনী হইবে। ১৫।

ব্যাখ্যা। কোথাও বা স্ত্রী-বাধ্য ধনবান্ ব্যক্তির রমণী পতিমিত্রের প্রতি গাঢ় অনুরাগিণী হইয়া প্রত্যাখ্যাতা হইলে পতির সহিত ঐ মিত্রের বিচ্ছেদ সাধন ও সেই মিত্রের যে সকল শত্রু, তাহাদিগের সহিত পতির সদ্ভাব-সাধন করিয়া দিতে পারে, অথবা সেই শত্রুগণের মধ্যে কাহারও প্রণয়পাত্রী হইয়া সকল প্রকার অনিষ্টই করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় পতির মিত্র সেই রমণীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে, এই ভাবের বর্ণনা সূত্রে আছে। ১৫।

মদবরোধানাং বা দূষয়িতা পতিরস্যাস্তদস্যাহমপি দারানেব দূষয়ন্ প্রতিকরিষ্যামি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। অথবা আমার অন্তঃপুরিকাগণের ঔপপত্য এই ব্যক্তি করিয়াছে; অতএব ইহার ভার্য্যারও আমি ঔপপত্য করিয়া প্রতিশোধ লইব। ১৬।

ব্যাখ্যা। নিজপত্নীর সতীত্ব যে বিনাশ করিয়াছে, তাহার প্রতি আক্রোশবশতঃ তাহার পত্নীর সতীত্বনাশে কোথাও লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এইভাবের বর্ণনা সূত্রে আছে। ১৬।

রাজনিয়োগাচ্চান্তর্ব্বর্ত্তিনং শত্রুং বাস্য নির্হনিষ্যামি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। অথবা রাজার আদেশে অভ্যন্তরচারী রাজার শত্রুকে বিনাশ করিব। ১৭।

ব্যাখ্যা। রাজা শঙ্কা করিয়াছেন,—তাঁহার কোন শত্রু তাঁহার অন্তঃপুরে মিলিত হইতেছে; সেই শত্রুর সন্ধান ও সংহারার্থ যদি কাহাকেও অভয় প্রদানপূর্ব্বক নিয়োগ করেন যে, তুমি যে কোন উপায়ে হউক, আমার অন্তঃপুর-দূষক শত্রুর সন্ধান করিয়া আমাকে বলিয়া দিবে অথবা তাহাকে বধ করিবে। এইরূপ রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলে রাজরক্ষিতার মধ্যে কাহারও সহিত প্রণয়সম্বন্ধ কোথাও বা স্থাপিত হইয়া থাকে, এইভাবের বর্ণনা সূত্রে আছে। ১৭।

যামন্যাং কাময়িষ্যে সাস্যা বশগা। তামনেন সংক্রমেণাধি-গমিষ্যামি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যে রমণীকে আয়ত্ত করা অভিপ্রেত, সেই রমণী অপরা কামিনীর বশীভূত, এ জন্য সে অপরা কামিনীকে প্রথম আয়ত্ত করিয়া সেই সোপানে অভিপ্রেত রমণীকেও প্রাপ্ত হইব। ১৮।

ব্যাখ্যা। কোন নায়ক এক নায়িকার প্রতি প্রকৃত অনুরক্ত, সে নায়িকা কন্যাও হইতে পারে, স্বতন্ত্রাও হইতে পারে; কিন্তু সেই নায়িকাকে হস্তগত করিতে হইলে সেই নায়িকা যাহার বশীভূতা, তাহাকে প্রথমে হস্তগত করা কোথাও বা আবশ্যক হয়; অথচ সেই যে হস্তগত করা, তাহা যে স্থলে প্রেমদান ব্যতীত সম্ভবে না, সে স্থলে তাহাও করিতে হয়, এই ভাবের বর্ণনা সূত্রে আছে। ১৮।

কন্যামলভ্যাং বাত্মাধীনামর্থরূপবতীং ময়ি সংক্রাময়িষ্যতি ॥১৯॥

অনুবাদ। অলভ্যা কন্যাকে অথবা রূপবতী ও ধনবতী স্বাধীনা রমণীকে আমার হস্তগত করিয়া দিবে। ১৯।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে (১৮ সূঃ) যে অংশ অস্পষ্ট আছে, তাহারই স্পষ্ট করিবার জন্য এই সূত্র। ইতঃপূর্ব্বে (৭—১৭ পর্য্যন্ত) সূত্রে যে সকল রমণী-সংগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরপরিগৃহীতা অর্থাৎ পরকীয়া। ১৮ সূত্রে যে রমণী-সংগ্রহের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অন্যপ্রকার উপায়ে দুষ্প্রাপ্যা কন্যা এবং স্বাধীনা বিধবা কুলাঙ্গনা। ১৯।

মমামিত্রো বাস্যাঃ পত্যা সহৈকীভাবমুপগতস্তমনয়া রসেন যোজয়িষ্যামীত্যেবমাদিভিঃ কারণৈঃ পরস্ত্রিয়মপি প্রকুর্ব্বীত ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। আমার শত্রু ইহার পতির সহিত একাত্মা, অতএব ইহাকে হস্তগত করিয়া ইহারই দ্বারায় ইহার পতিকে পরিণামে প্রাণহারী বিষ-পান করাইব। অথবা এই সূত্রের ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ এই—আমার শত্রু ইহার পতির সহিত শয়ন ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম একত্র সম্পন্ন করত একেবারেই একাত্মভাবাপন্ন। এই রমণীকে হস্তগত করিয়া ইহারই সাহায্যে আমার শত্রুর প্রতি পরিণামে প্রাণহারী বিষপ্রয়োগ করিব। ইত্যাদি কারণে পরস্ত্রীসংসর্গ প্রয়োজন হইয়া থাকে। ২০।

ব্যাখ্যা। শত্রুর সহিত যাহার অত্যন্ত মিত্রতা, এমন কি আমার প্রাণনাশেও যে উদ্যত, তাহার ভার্য্যাকে যদি আয়ত্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে এমন বিষ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যাহার ফলে সে ব্যক্তি ক্রমে জীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এইরূপ দুরন্ত শত্রুর বলনাশার্থ পরদারগমন কেহ কেহ করিয়া থাকে। এই কতকগুলি কারণের কথা কথিত হইল; এইরূপ আরও কারণ আছে। কেবল দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য যে পরস্ত্রী গ্রহণ, তদপেক্ষা এই পরস্ত্রী গ্রহণে সামাজিক নিন্দা কম, কিন্তু পারত্রিক দোষ সর্ব্বত্রই আছে। সূত্রে সামাজিক সাধারণ ব্যবহারের চিত্র মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা বিধি নহে। তবে কামশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে যে বিধি-প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে, তাহার তাৎপর্য্য—সেই সেই বিষয়ে কামনাপরতন্ত্র ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধি তদ্দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাই যে অবাধে কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ধর্ম্মের অবিরোধী তাহা নহে। এইভাব এই কামসূত্রেই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে এবং পরেও কথিত হইবে। ২০।

ইতি সাহসিক্যং ন কেবলং রাগাদেবেতি পরপরিগ্রহগমনকারণানি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। এই প্রকার সাহসিক কর্ম্ম কেবল অনুরাগবশতঃ কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু এইগুলি পরস্ত্রীগমনের কারণ। (এই অধ্যায়ের ৪র্থ সূত্র পর্য্যন্ত যে সকল নায়িকা কথিত হইয়াছে, তাহাই বাৎস্যায়ন-সম্মত। তৎপরে অন্যান্য মত প্রদর্শিত হইবে)। ২১।

ব্যাখ্যা। রাগ অর্থাৎ কেবল তৃষ্ণাপ্রবৃত্তিবশে পরস্ত্রীগমন কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণ ঘটিলে অগত্যা করা হইয়া থাকে। ২১।

এতৈরেব কারণৈর্মহামাত্রসম্বদ্ধা রাজসম্বদ্ধা বা তত্রৈক-দেশচারিণী কাচিদন্যা বা কার্য্যসম্পাদনী বিধবা পঞ্চমীতি চারায়ণঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। চারায়ণ বলেন,—এই সকল কারণে মহামাত্র-সম্বদ্ধা রাজ-সম্বদ্ধা এবং তদ্‌ব্যতিরিক্তা তদীয় অন্তঃপুরচারিণী স্বকার্য্য সাধনে উপযুক্তা বিধবা পঞ্চমী নায়িকা হইতে পারে। ২২।

ব্যাখ্যা। যে যে কারণে পরকীয়া গ্রহণ (৮ হইতে ২০ সূত্রে) বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই কারণে অভীষ্ট কার্য্যসাধিকা বিধবাও নায়িকা হইতে পারিবে। পরপরিগৃহীতা না হওয়ায় বিধবাকে পরকীয়ার অন্তর্গত করা হইল না। অভীষ্ট কার্য্যসাধিকা বিধবাও তিন প্রকার,—(১) মহামাত্র-সম্বদ্ধা (২) রাজসম্বদ্ধা (৩) মহামাত্র-সম্বদ্ধা বা রাজসম্বদ্ধা না হইলেও তাঁহাদিগের পরিবার মধ্যে যাহার গতিবিধি আছে। মহামাত্র শব্দের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সম্বদ্ধা,—সম্বন্ধযুক্তা। ২২।

সৈব প্রব্রজিতা ষষ্ঠীতি সুবর্ণনাভঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। সুবর্ণনাভ বলেন,—উক্ত ত্রিবিধ বিধবাই যদি প্রব্রজিতা হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠী নায়িকার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। ২৩।

ব্যাখ্যা। প্রব্রজিতা—বৌদ্ধ ভিক্ষুকী। কারণ, আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকে প্রব্রজ্যা নাই। প্রব্রজিতা অর্থে সন্ন্যাসিনী। প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস। ২৩।

গণিকায়া দুহিতা পরিচারিকা বানন্যপূর্ব্বা সপ্তমীতি ঘোটকমুখঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। ঘোটকমুখ বলেন,—অন্যপুরুষের অনুপভুক্তা গণিকাকন্যা অন্য পুরুষের অনুপভুক্তা গণিকা-পরিচারিকা সপ্তমী নায়িকা হইতে পারে। ২৪।

ব্যাখ্যা। মৃচ্ছকটিক প্রকরণে বসন্তসেনা ও মদনিকা সপ্তম নায়িকার অন্তর্গত। ২৪।

উৎক্রান্তবালভাবা কুলযুবতিরুপচারান্যত্বাদষ্টমীতি গোনর্দ্দীয়ঃ ॥২৫॥

অনুবাদ। বাল্য অতিক্রান্ত হইয়াছে, এমন যে পরিণীতা রমণী, তাহার নাম কুলযুবতি। সেই কুলযুবতী উপচার-ভেদপ্রযুক্ত অষ্টম নায়িকা ইহা গোনর্দ্দীয়ের মত। ২৫।

ব্যাখ্যা। যে উপায়ে কুমারীর মন হরণ করা যায়, ঠিক সেই উপায়ে নিজ যুবতী পত্নীর মন হরণ করা যায় না, এই জন্য তাহাকে পৃথক্ নায়িকা মধ্যে গণনা করা হয়। ২৫।

কার্য্যান্তরাভাবাদেতাসামপি পূর্ব্বাস্বেবোপলক্ষণং, তস্মাৎ চতস্র এব নায়িকা ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। যত নায়িকার কথা বলা হইল, ইহাদিগের পৃথক্ কার্য্য নাই, অতএব পূর্ব্বকথিত নায়িকা মধ্যেই পঞ্চমী প্রভৃতির অন্তর্ভাব হইবে, এ কারণে নায়িকা চারি প্রকার, ইহাই বাৎস্যায়নের মত। ২৬।

ব্যাখ্যা। প্রথমে পুত্রার্থে ও সুখার্থে (১) এবং কেবল ভোগসুখার্থে (২) মোট তিন প্রকার নায়িকার বিধান সূত্রে করা হইয়াছে; আর পুত্রার্থ ও ভোগসুখার্থ ব্যতীত অন্য প্রযোজনোদ্দেশে যদি নায়িকা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সাকল্যে নায়িকা চতুর্ব্বিধ—কন্যা, পুনর্ভূ, বেশ্যা এবং পরকীয়া। ইহা বাৎস্যায়ন বলেন,—পরন্তু পরকীয়াপক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা হেয় বলিয়া ইহা পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট হইল। ২৬।

ভিন্নত্বাৎ তৃতীয়া প্রকৃতিঃ পঞ্চমীত্যেকে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। অপরে বলেন,—তৃতীয়া প্রকৃতি,—ক্লীব স্ত্রীজাতি হইতে ভিন্ন বলিয়া, পঞ্চমী নায়িকা হয়। ২৭।

ব্যাখ্যা। অপর কোন কোন পণ্ডিত—বাৎস্যায়নের যে নায়িকা-চতুষ্টয়-মত তাহা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন—স্ত্রীজাতি বিষয়েই এই বিভাগ। কিন্তু স্ত্রীজাতি হইতে ভিন্ন ক্লীব নায়িকা হইতে পারে,—কাজেই সেই নায়িকাকে পঞ্চমী বলিতে হয়। বাৎস্যায়ন-মতে ইহারাও বেশ্যা-বিশেষ, সেইজন্য 'একে' বলিয়া এই মতের উল্লেখ হইল। ২৭।

এক এব তু সার্ব্বলৌকিকো নায়কঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। লোক-বিদিত নায়ক একই। ২৮।

ব্যাখ্যা। পুরুষ সংসর্গ হইলে কন্যাভাব নষ্ট হয়—বহু পুরুষ-সংসর্গে পুনর্ভূ-ভাবও নষ্ট হয়; নায়কের পক্ষে এরূপ নিয়ম না থাকায় একই নায়ক কুমারীর পাণিগ্রহণ কর্ত্তা হইতে পারেন, তিনিই পুনর্ভূর ভর্ত্তা এবং বেশ্যার উপপতি হইতে পারেন; এইজন্য নায়কের ভেদ নায়িকার ন্যায় হইতে পারে না; তবে যে ভেদ আছে তাহা এই,—নায়ক দ্বিবিধ; এক সার্ব্বলৌকিক বা লোক-প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় প্রচ্ছন্ন। সর্ব্বলোক-বিদিত নায়ক একই। ২৮।

প্রচ্ছন্নস্তু দ্বিতীয়ঃ বিশেষলাভাৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। বিশেষ লাভ নিমিত্তে গুপ্তভাবে সংসৃষ্ট প্রচ্ছন্ন নায়ক দ্বিতীয়। ২৯।

ব্যাখ্যা। বিশেষ লাভ—ধন, শত্রুবধ, আত্মরক্ষা ও মিত্রসাধন; সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৯।

উত্তমাধমমধ্যমতাং তু গুণাগুণতো বিদ্যাৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। জানিবে,—নায়ক, গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষে—উত্তম মধ্যম ও অধম হইয়া থাকে। ৩০।

তাংস্তূভয়োরপি গুণাগুণান্ বৈশিকে বক্ষ্যামঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। নায়ক নায়িকা উভয়েরই গুণাগুণ বৈশিক অধিকরণে বলিব। ৩১।

অগম্যাস্ত্বেতাঃ—কুষ্ঠিন্যুন্মত্তা পতিতা ভিন্নরহস্যা প্রকাশ-প্রার্থিনী গতপ্রায়যৌবনাঽতিশ্বেতাঽতিকৃষ্ণা দুর্গন্ধা সম্বন্ধিনী সখী প্রব্রজিতা সম্বন্ধিসখিশ্রোত্রিয়রাজদারাশ্চ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। ইহারা অগম্যাই যথা, ১—কুষ্ঠরোগগ্রস্তা, ২—উন্মত্তা, ৩—পতিতা (ব্রহ্মহত্যাদিপাপযুক্তা), ৪—ভিন্নরহস্যা (গুপ্তকথা যে প্রকাশ করিয়া ফেলে), ৫—প্রকাশপ্রার্থিনী (লোক সমক্ষেই যে মিলন প্রার্থনা করে), ৬—গতপ্রায়-যৌবনা, ৭—অতিশ্বেতবর্ণা, ৮—অতি কৃষ্ণবর্ণা, ৯—দুর্গন্ধা (মুখে বা অঙ্গ অঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত). ১০—সম্বন্ধিনী (রক্ত সম্বন্ধযুক্তা ভগিনী প্রভৃতি এবং বিদ্যা সম্বন্ধযুক্তা আচার্য্য-কন্যা প্রভৃতি), ১১—সখী (ভার্য্যা বয়স্যা প্রভৃতি), ১২—প্রব্রাজিতা (সন্ন্যাসিনী), ১৩—সম্বন্ধিপত্নী (ভ্রাত্রাদিপত্নী ও আচার্য্যপত্নী প্রভৃতি), ১৪—সখিপত্নী (বন্ধুপত্নী), ১৫—শ্রোত্রিয়পত্নী (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পত্নী) এবং ১৬—রাজপত্নী। ৩২।

ব্যাখ্যা। পারদারিক প্রভৃতি অধিকরণে এইপ্রকার রমণীর সংসর্গ বিষয়ে যে ব্যবস্থাদি আছে, তাহা দুষ্কর্ম্ম-প্রবৃত্তের প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মের চিত্র মাত্র—তাহা সূত্রকারের অনুমোদিত নহে। ইহা এই সূত্র হইতে বুঝা যাইতেছে।৩২।

দৃষ্টপঞ্চপুরুষা নাগম্যা কাচিদস্তীতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। বাভ্রব্যমতাবলম্বীরা বলেন,—পঞ্চপুরুষগামিনী কোন রমণীই অগম্যা নহে। ৩৩।

সম্বন্ধিসখিশ্রোত্রিয়রাজদারবর্জ্জমিতি গোণিকাপুত্রঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। গোণিকাপুত্র বলেন,—সম্বন্ধিপত্নী, সখিপত্নী, শ্রোত্রিয়পত্নী ও রাজপত্নীকে বর্জ্জন করিতে হইবে। ৩৪।

ব্যাখ্যা। সম্বন্ধিপত্নী প্রভৃতির অর্থ—৩২ সূত্রের অনুবাদে উল্লিখিত। উহারা পঞ্চপুরুষগামিনী হইলেও অগম্যা হইবে, ইহা গোণিকাপুত্রের মত। ৩৪।

অবতরণিকা।—ঐ সকল অগম্যা ব্যতিরিক্ত উক্ত প্রকার নায়িকার মধ্যে যে নায়িকা প্রার্থনীয়া হইবে, তাহাকে সংগ্রহ করিবার জন্য দূত বা দূতী নিযুক্ত করিতে হয়, সেই দৌত্যকার্য্য কিরূপ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিতে হইবে, তাহার উপদেশ প্রদানার্থ মিত্রাদি-নির্ণয় হইতেছে;—তন্মধ্যে সহজ-মিত্র যথা,—

সহপাংশুক্রীড়িতমুপকারসম্বন্ধং সমানশীলব্যসনং সহাধ্যায়িনং যশ্চাস্য মর্ম্মাণি রহস্যানি চ বিদ্যাৎ যস্য চায়ং বিদ্যাদ্বা ধাত্র্যপত্যং সহসংবৃদ্ধং মিত্রম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। ১—সহপাংশুক্রীড়িত (ধুলি খেলার সাথী), ২—উপকারসম্বদ্ধ,—অর্থ বা জীবন রক্ষা দ্বারা উপকৃত, ৩—সমানশীল ও সমান-ব্যসন, ৪—সহা-ধ্যায়ী, ৫—তাহার মর্ম্ম রহস্য যে জানে, ৬—সে যাহার মর্ম্ম রহস্য জানে, ৭—ধাত্রীর সন্তান এবং ৮—একত্র সম্বর্দ্ধিত ব্যক্তি মিত্র-পদবাচ্য। ৩৫।

পিতৃপৈতামহমবিসংবাদকমদৃষ্টবৈকৃতং বৈশ্যং ধ্রুবমলোভ-শীলমপরিহার্য্যমমন্ত্রবিস্রাবীতি মিত্রসম্পৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। 'পিতা-পিতামহ হইতে যেখানে মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে, যাহার বাক্য ও কর্ম্ম যেমন শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়, কুত্রাপি বিসংবাদ পাওয়া যায় না; যাহার কোন কর্ম্ম কোন সময়ে বিরুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, বশীভূত, স্থিরানুরাগ, নির্লোভ, পরে বাধ্য করিতে পারে না এবং কথনও মন্ত্রণা প্রকাশ করে না—এরূপ মিত্র—মিত্রসম্পৎ স্বরূপে গণ্য। ৩৬।

ব্যাখ্যা। এই সকল গুণ থাকিলে মিত্রতার উৎকর্ষ হয়। ৩৬।

রজকনাপিতমালাকার-গন্ধিকসৌবিকভিক্ষুকগোপালতাম্বূলিক-সৌবর্ণিকপীঠমর্দ্দবিটবিদূষকাদয়ো মিত্রাণি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। রজক, নাপিত, মালাকার, গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা, সৌবিক (শুঁড়ী), ভিক্ষুক, গোপালক, তাম্বূলিক, সৌবর্ণিক, পীঠমর্দ্দ বিট, এবং বিদূষক প্রভৃতির সহিত মৈত্রী কর্ত্তব্য। ৩৭।

তদ্‌যোষিন্মিত্রাশ্চ নাগরকাঃ স্যুরিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। নাগরকগণ তাহাদিগের স্ত্রীগণের সহিতও মিত্রতা স্থাপন করিবে। এই কথা বাৎস্যায়ন বলেন। ৩৮।

যত্নুভয়োঃ সাধারণমুভয়ত্রোদারং বিশেষতো নায়িকায়াঃ সুবিশ্রব্ধং তত্র দূতকর্ম্ম ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। যে মিত্র নায়ক ও নায়িকার নিকটে মিত্র কার্য্য করিয়া আসিতেছে এবং উভয়ত্রই উদারভাবে নিজের কার্য্য দেখাইয়া আসিতেছে; বিশেষতঃ নায়িকার নিকটে অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সেই মিত্রেই দূতকর্ম্ম করিবার ভার দিবে। ৩৯।

পটুতা ধার্ষ্ট্যমিঙ্গিতাকারজ্ঞতা প্রতারণকালজ্ঞতা বিষহ্য-বুদ্ধিত্বং লঘ্বী প্রতিপত্তিঃ সোপায়া চেতি দূতগুণাঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। বাক্‌-পটুতা, ধৃষ্টতা (প্রাগল্‌ভ্য) অপরাধী হইলেও শঙ্কিত না হওয়া, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জা বোধ না করা এবং দোষ দেখাইয়া দিলেও সে দোষ স্বীকার না করা,—অর্থাৎ কোন বিষয়ে সঙ্কোচ না করা, ইঙ্গিত ও আকার (বদন ও নয়নগত বিকার) দেখিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবার যোগ্যতা, প্রতারণা করিবার উপযুক্ত অবসর জানা, সন্দেহ স্থলে নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি থাকা এবং কার্য্য-নির্ণয় করিয়া উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক অতিসত্বর তাহার অনুষ্ঠান করিবার যোগ্যতা। এইগুলি দূতের গুণ। ৪০।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকঃ—

আত্মবান্মিত্রবান্ যুক্তো ভাবজ্ঞো দেশকালবিৎ।
অলভ্যামপ্যযত্নেন স্ত্রিয়ং সংসাধয়েন্নরঃ॥ ৪১॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে
নায়কসহায়দূতকর্ম্মবিমর্শঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। এতদ্বিষয়ে শ্লোক আছে—মনস্বী, মিত্র-সম্পন্ন, নাগরক কর্ম্ম-যুক্ত, ভাবজ্ঞ এবং দেশকালজ্ঞ পুরুষ, অলভ্য রমণীকেও অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারেন। ৪১।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত॥ ১॥

কন্যাসংপ্রযুক্তকাখ্যং

দ্বিতীয়মধিকরণম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

সবর্ণায়ামনন্যপূর্ব্বায়াং শাস্ত্রতোঽধিগতায়াং ধর্ম্মোঽর্থঃ পুত্রাঃ সম্বন্ধঃ পক্ষবৃদ্ধিরনুপস্কৃতা রতিশ্চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। সমানবর্ণা, অনন্য-পূর্ব্বা, শাস্ত্রানুসারে স্বীকৃতা অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীতে ধর্ম্ম, অর্থ, পুত্র, দাম্পত্য সম্বন্ধ, সহায়বৃদ্ধি ও অকৃত্রিম প্রণয় লাভ করিতে পারা যায়। ১।

ব্যাখ্যা। 'অনন্য-পূর্ব্বা' এই অংশের দ্বারায় পুনর্ভূকে পরিত্যাগ করা হইল। সবর্ণা কুমারীই যদি শাস্ত্রানুসারে নিজের পরিণীতা হয়, তবেই তাহাকে নায়িকা ভাবে গ্রহন করিলে ধর্ম্ম অর্থ দাম্পত্য সম্বন্ধ এবং পুত্রাদি লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়—অসবর্ণা অথবা কুমারী ভিন্ন নায়িকার সহিত শাস্ত্রানুসারে বিবাহ না হইলে দাম্পত্য সম্বন্ধ হয় না, অধর্ম্ম হয়, অর্থ অপেক্ষা অনর্থপ্রাপ্তিই অধিক হয়, তদ্‌গর্ভজাত সন্তান দ্বারা পুত্র কার্য্য হয় না। আর অকৃত্রিম প্রণয়ের আশা ত দুরাশা মাত্র এবং সহায়-বৃদ্ধি না হইয়া বরং শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সূত্র হইতেও বুঝা যায়—পুনর্ভূ বেশ্যা ও পরকীয়া প্রভৃতির গ্রহণ সূত্রকারের অসম্মত ; তবে প্রকৃতিপরতন্ত্র মানব স্বাভাবিক দুশ্চরিত্রতাহেতু যে ভোগে অভিলাষী হয়, সেই ভোগনির্ব্বাহের জন্য তাহার যে কুকর্ম্ম, তাহাই সূত্রদ্বারা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এই মাত্র ; এই শাস্ত্র কুকর্ম্মের বিধায়ক নহে। ১।

তস্মাৎ কন্যামভিজনোপেতাং মাতাপিতৃমতীং ত্রিবর্ষাৎ প্রভৃতি ন্যূনবয়সং শ্লাঘ্যাচারে ধনবতি পক্ষবতি কুলে সম্বন্ধিপ্রিয়ে সম্বন্ধিভিরাকুলে প্রসূতাং প্রভূতমাতাপিতৃপক্ষাং রূপশীল-লক্ষণসম্পন্নামন্যূনাধিকাবিনষ্টদন্তনখকর্ণকেশাক্ষিস্তনীমরোগিপ্রকৃতিশরীরাং তথাবিধ এব শ্রুতবান্ শীলয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। অতএব আভিজাত্যসম্পন্না, মাতাপিতৃমতী, নিজ বয়ঃক্রমাপেক্ষা অন্ততঃ তিন বৎসর ন্যূন-বয়স্কা, শ্লাঘ্য আচারযুক্তা, ধন-জন-সম্পন্না, অনুরক্ত বহুকুটুম্বসমন্বিত কুলে জাতা, রূপ শীল ও উত্তম লক্ষণসম্পন্না, এবং যাহার দন্ত, নখ, কর্ণ, কেশ, চক্ষু ও স্তন ন্যূন নহে, অধিক নহে এবং নষ্ট হইয়া যায় নাই, রুগ্নপ্রকৃতি নহে এইরূপ কুমারীকে তাদৃশ যোগ্য, তাদৃশ গুণসম্পন্ন পুরুষ বিবাহ করিবে। ২।

ব্যাখ্যা। যতগুলি দন্ত থাকিলে মুখের সৌষ্ঠব হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা যদি অল্প দন্ত হয়, তাহাকে বিরলদ্বিজা সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। সহজ কথায়—ফাঁক-ফাঁক-দাঁত ; দন্তের উপর দন্ত থাকিলে তাহাকে অধিক দন্ত বলে। যদি কোন কারণে দন্ত ভগ্ন হইয়া থাকে বা কীটাদিদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। তাহা হইলে সে কন্যা বিবাহে প্রশস্তা নহে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলী যদি সংখ্যায় ন্যূন বা অধিক হয়, তাহা হইলে নখও ন্যূন বা অধিক হইবে, এরূপ এবং স্বভাবতই নখ অতিদীর্ঘ বা একান্ত ক্ষুদ্র হইলে ন্যূননখী বা অধিক-নখী বলা যায়। কু-নখীরোগযুক্তাকে বিনষ্ট-নখী বলা যায়। এইরূপ ন্যূনাধিক-নখী ও বিনষ্ট-নখীকে বিবাহ করা উচিত নয়। প্রমাণাধিক দীর্ঘ কর্ণ বা একান্ত ক্ষুদ্রকর্ণ বা ছিন্নকর্ণ যাহার এইরূপ কন্যাও বিবাহে প্রশস্তা নহে। অতিকেশী অল্পকেশী অথবা টাকপড়া কন্যাও বিবাহযোগ্যা নহে। একটী চক্ষু ক্ষুদ্র, একটী বৃহৎ অথবা উভয় চক্ষুই একান্ত ক্ষুদ্র, এক চক্ষু, ত্রিচক্ষু এবং রোগাদিদ্বারা বিনষ্ট চক্ষু যে কন্যা, সেও বিবাহযোগ্যা নহে। ত্রিচক্ষু—চক্ষুর ন্যায় অপর একটা চিহ্নযুক্ত। যাহার স্তনচিহ্ন একটীমাত্র বা স্তনচিহ্ন তিনটী অথবা অসমানস্থানে

দুইটী স্তন চিহ্ন যাহার আছে, অথবা যাহার স্তনচিহ্ন একবারেই নাই। এবং রোগবিশেষ দ্বারা যাহার স্তনচিহ্ন বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বালিকাও বিবাহ-যোগ্য নহে। ২।

যাং গৃহীত্বা কৃতিনমাত্মানং মন্যেত ন চ সমানৈর্নিন্দ্যেত তস্যাং প্রবৃত্তিরিতি ঘোটকমুখঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। ঘোটকমুখ বলেন,—যে কন্যাকে গ্রহণ করিলে পুরুষ আপনাকে কৃতার্থ মনে করে এবং সমান ব্যক্তিগণের নিকটে নিন্দিত হয় না, তাদৃশ কুমারীকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ৩।

তস্যা বরণে মাতা-পিতরৌ সম্বন্ধিনশ্চ প্রযতেরন্, মিত্রাণি চ গৃহীতবাক্যান্যুভয়সম্বন্ধানি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। তাদৃশ কন্যার বরণের জন্য পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনগণ যত্ন করিবে। তদ্ভিন্ন যাহাদের কথা শ্রদ্ধেয় অর্থাৎ যাহাদের কথায় সাধারণে শ্রদ্ধা করে, এরূপ উভয় পক্ষের আত্মীয়গণও প্রযত্নবান্ হইবে। ৪।

তান্যন্যেষাং বরয়িতৄণাং দোষান্ প্রত্যক্ষানাগমিকাংশ্চ শ্রাবয়েয়ুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। মিত্রগণ সেই কুমারীর পাণিপ্রার্থী অন্য পাত্রগণের প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রসিদ্ধ দোষ শ্রবণ করাইবে। ৫।

কৌলান্ পৌরুষেয়ানভিপ্রায়সংবর্দ্ধকাংশ্চ নায়কগুণান্। বিশেষতশ্চ কন্যামাতুরনুকূলাংস্তদাত্বায়তিযুক্তান্ দর্শয়েয়ুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। তাঁহাদিগের উপস্থাপিত পাত্রের কুল-শীলাদি পুরুষকারসম্পাদিত কলাবিদ্যা-নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণ শ্রবণ করাইবে; যেন লক্ষ্য থাকে—এই সকল গুণ শ্রবণ করাইলে কন্যাদানে কন্যাপক্ষের অভিপ্রায় সংবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ কন্যা-মাতার অনুকূল বর্ত্তমান ও পরিণামে উৎকৃষ্ট অবস্থা বুঝাইয়া দিবে। ৬।

দৈবচিন্তকরূপশ্চ শকুননিমিত্তগ্রহলগ্নবললক্ষণদর্শনেন নায়কস্ত ভাবিষ্যন্তমর্থসংযোগং কল্যাণমনুবর্ণয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। দৈবজ্ঞ স্বরূপে এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবে—যে ব্যক্তি পাত্রের ভবিষ্যৎ ধনযোগাদি শুভ ফল, গ্রহবল, লগ্নবল, হস্তরেখা এবং কাক-চরিত্রাদি প্রদর্শন দ্বারায় বর্ণনা করিবেন। ৭।

অপরে পুনরস্যান্যতো বিশিষ্টেন কন্যালাভেন কন্যামাতরমুন্মাদয়েয়ুঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। অপর ব্যক্তিগণ নায়ক কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কন্যার মাতার নিকটে উপস্থিত হইবে এবং বলিবে,—অমুক বড় লোকের কন্যা এই বরকে দিবার জন্য উদ্যত, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি; কন্যাটিও যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী। এইরূপ বলিয়া কন্যার মাতাকে পাগল করিয়া তুলিবে, অর্থাৎ কন্যাদানপক্ষে অত্যন্ত অনুরক্ত করিবে। ৮।

ব্যাখ্যা। এই অপর যদি দৈবজ্ঞও হয়, তবে তাহারা জানাইবে যে, অন্য বিশিষ্ট ধনবান্ ব্যক্তির কন্যা এই পাত্রে যাহাতে প্রদত্তা হয়, তাহার জন্য আমরা যোটক-বিচার করিয়াছি এবং মিলও উত্তম হইয়াছে। ৮।

দৈবনিমিত্তশকুনোপশ্রুতীনামানুলোম্যেন কন্যাং বরয়েদ্দদ্যাচ্চ ॥ ৯

অনুবাদ। দৈব, নিমিত্ত ও শাকুন-উপশ্রুতির অনুকূল বিচার দ্বারা কন্যা বরণ করিবে এবং কন্যা পক্ষও দান করিবেন। ৯।

ব্যাখ্যা। দৈব—জন্মলগ্ন রাশি প্রভৃতি। তাহার অনুকূলতা যোটক-মেলন প্রভৃতি। বিবাহের পরে এই কন্যা শুভদায়িনী হইবে কিনা, করচরণাদির রেখা দ্বারা তাহার জ্ঞানই এস্থলে নিমিত্তপদে গ্রাহ্য। অনুকূল রেখায় বিবাহ কর্তব্য। বিবাহের সম্বন্ধাদি সময়ে ক্ষেমঙ্করী দর্শন এবং কাকের শব্দবিশেষ-জ্ঞান শকুন শব্দে বুঝিতে হইবে। ইষ্টানিষ্ট জিজ্ঞাসায় নিশীথকালে দৈববাণীর ন্যায় যে আদেশ, তাহাই উপশ্রুতি। ৯।

ন যদৃচ্ছয়া কেবলমানুষয়েতি ঘোটকমুখঃ ॥ ১০

অনুবাদ। কেবল মানবোচিত ভাবদর্শন প্রভৃত যদৃচ্ছায় কন্যাবরণ বা দান করিবে না, ইহা ঘোটকমুখ বলেন। ১০।

ব্যাখ্যা। কন্যার পিতৃমাতৃপক্ষের সমৃদ্ধি ও সহায়-বাহুল্য এবং রূপ মাত্র দেখিয়া সম্বন্ধ করা উচিত নহে, দৈবপরীক্ষাও কর্ত্তব্য। ১০।

সুপ্তাং রুদতীং নিষ্ক্রান্তাং বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১।

অনুবাদ। বরণকালে বর কন্যাকে নিদ্রিতা, রোদনপরায়ণা, গৃহ হইতে বহির্গমনপ্রবৃত্তা দেখিলে তথায় সম্বন্ধ করিবে না। ১১।

অপ্রশস্তনামধেয়াঞ্চ গুপ্তাং দত্তাং ঘোনাং পৃষতামৃষভাং বিনতাং বিকটাং বিমুণ্ডাং শুচিদূষিতাং সাঙ্করিকীং রাকাং ফলিনীং মিত্রাং স্বনুজাং বর্ষকরীঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। অপ্রশস্ত-নামধেয়া গুপ্তা, দত্তা, ঘোনা, পৃষতা, ঋষভা, বিনতা, বিকটা, বিমুণ্ডা, শুচিদূষিতা, সাঙ্করিকী, রাকা, ফলিনী, মিত্রা, স্বনুজা এবং বর্ষকরী কন্যা বিবাহ করিবে না। ১২।

ব্যাখ্যা। অপ্রশস্তনামধেয়া—যাহার নাম দুঃশ্রাব্য বা অমঙ্গল্য। গুপ্তা—যে কন্যাকে প্রায়শই লুক্কাইত রাখা হয়। দত্তা—অন্যপূর্ব্বা। ঘোনা—কপিলা। পৃষতা—শুক্লবিন্দুযুক্তা। ঋষভা—পুরুষাকৃতি। বিনতা—নিম্নস্কন্ধা। বিকটা—যাহার উরুদেশ সুগঠিত নহে। বিমুণ্ডা—যাহার ললাট বৃহৎ। শুচিদূষিতা—পিতার মুখাগ্নি যে করিয়াছে। সাঙ্করিকী—বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষ-সঙ্গ যাহার হইয়াছে। রাকা—বিবাহের পূর্ব্বেই যে রজস্বলা হইয়াছে। ফলিনী—মূকা। মিত্রা—পূর্ব্ব হইতে যাহাকে সখী বলিয়া নির্ণয় করা আছে অথবা মাতুলকন্যা প্রভৃতি সহজ বন্ধু। স্বনুজা—বরাপেক্ষা তিন বৎসর ন্যূনবয়স্কাও যে নহে। বর্ষকরী—যাহার পদতল ও করতলে ঘর্ম্ম হয়। এস্থলে রাকা কন্যা বিবাহে বর্জ্জনীয়, সূত্রকার এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন; অতএব তৎকালে যৌবন-

বিবাহ প্রচলিত ছিল, এইরূপ মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদিগের বিবেচনার প্রশংসা করা যায় না; তবে পাত্রাদির অভাবে এখন যেমন কোথাও যৌবন-বিবাহ হইতেছে, সেইরূপ যৌবন-বিবাহ তখনও কদাচিৎ হইত, সে স্থলের চিত্রও কোন স্থত্রে আছে; কিন্তু সেই বিবাহ এই কামশাস্ত্রেও নিষিদ্ধ। এই স্থত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ১২।

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

নক্ষত্রাখ্যাং নদীনাম্নীং বৃক্ষনাম্নীঞ্চ গর্হিতাম্‌।
লকাররেফোপান্তাঞ্চ বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। শ্রবণা বিশাখা প্রভৃতি নক্ষত্রনাম্নী; বিতস্তা বিপাশা ইত্যাদি নদীনাম্নী; জম্বু প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি বৃক্ষনাম্নী এবং লকার ও রেফ যে নামের শেষ-স্বরবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ,—সেই প্রকার নামধেয়া কন্যা বিবাহে বর্জ্জন করিবে। ১৩।

যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যাং সিদ্ধিঃ। (ক) নেতরামাদ্রিয়েত—ইত্যেকে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। যে কন্যাকে দেখিলে মন ও চক্ষুর প্রীতি উৎপাদন হয়, তাহাকে বিবাহ করিলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম-লাভ হইয়া থাকে। আর সুলক্ষণসম্পন্না হইয়াও যে নয়ন-মনের প্রীতিসম্পাদনকারিণী না হয়, তাহাকে আদর করিবে না, ইহা কাহারও কাহারও মত। ১৪।

তস্মাৎ প্রদানসময়ে কন্যামুদারবেশাং স্থাপয়েয়ুরাপরাহ্নিকঞ্চ ॥১৫॥

অনুবাদ। অতএব প্রদান সময়ে সম্প্রদানীয়া কন্যাকে উদারবেশে সজ্জিত করিয়া স্থাপন করিবে এবং প্রদানের পূর্ব্বে আপরাহ্নিক মঙ্গলবিধি রক্ষা করিবে। ১৫।

ব্যাখ্যা। নয়ন-মনের প্রীতিকারিণী না হইলে তাহার বরণ নিষিদ্ধ। এই

(ক) ঋদ্ধিরিতি পাঠান্তরম্‌।

কারণে বরণ ও প্রদান উভয় সময়েই কন্যাকে সজ্জিত করিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিবে। ১৫।

নিত্যং প্রসাধিতায়াঃ সখীভিঃ সহ ক্রীড়া। যজ্ঞবিবাহাদিষু জনসন্দ্রাবেষু প্রাযত্নিকং দর্শনং তথোৎসবেষু চ পণ্যসধর্ম্মত্বাৎ॥ ১৬॥

অনুবাদ। অন্য সময়ে এবং অপরাহ্নকালে নিত্য কেশপ্রসাধন, সখীসহ ক্রীড়া প্রভৃতি করাইবে। যজ্ঞ ও বিবাহস্থলে যখন বহুজনের সমাগম হয়, তখন তাহাকে যত্নসহকারে সজ্জীভূত করিয়া দেখান কর্ত্তব্য। যেহেতু কন্যা পণ্যধর্ম্মী। ১৬।

ব্যাখ্যা। এইরূপ ভাবে পরিচারিকাদি পরিবৃত করিয়া রাখিবে যাহাতে দেখিবার জন্য লোকের কৌতূহল হয়। ১৬।

বরণার্থমুপগতাংশ্চ ভদ্রদর্শনান্ প্রদক্ষিণবাচশ্চ তৎসম্বন্ধিসঙ্গতান্ পুরুষান্ মঙ্গলৈঃ প্রতিগৃহ্নীয়ুঃ॥ ১৭॥

অনুবাদ। বরণ জন্য সমাগত সম্বন্ধিসঙ্গত ভদ্রদর্শন ব্যক্তিগণকে দধি-অক্ষতাদি মাঙ্গল্য দ্রব্য উপহার দিবে এবং মিষ্ট কথায় অভ্যর্থনা করিবে। ১৭।

কন্যাং চৈষামলঙ্কৃতামন্যাপদেশেন দর্শয়েয়ুঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ। বরণার্থ আগত ব্যক্তিগণকে অন্য কার্য্যচ্ছলে অলঙ্কৃতা কন্যা দর্শন করাইবে। ১৮।

দৈবং পরীক্ষাং চাবধিং স্থাপয়েয়ুঃ প্রদাননিশ্চয়াৎ॥ ১৯॥

অনুবাদ। যতদিন পর্য্যন্ত সম্প্রদান স্থিরীকৃত না হয়, তাবৎ দৈব এবং পরীক্ষা কার্য্যকে অবধিরূপে রক্ষা করিবে। ১৯।

ব্যাখ্যা। এ বিবাহ ভবিতব্যতার অধীন, অতএব এখন আমরা কোন স্থির নিশ্চয় করিতেছি না। অগ্রে আমরা লক্ষণাদি পরীক্ষা করিব—এইরূপ কথা দিবে, তন্মধ্যে বিবাহের নিশ্চয় হইবে না। ১৯।

স্নানাদিষু নিযুজ্যমানা বরয়িতারঃ সর্ব্বং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা ন তদহরেবাভ্যুপগচ্ছেয়ুঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সেই কন্যাপক্ষীয়গণ বরদর্শনে আসিলে বর পক্ষ তাহাদিগকে স্নানাদি করিতে অনুরোধ করিলেও তাহারা সেইদিনেই তাহা স্বীকার করিবে না ;—বলিবে,—(বিধাতা অনুকূল হইলে) সবই হইবে। ২০।

দেশপ্রবৃত্তিসাত্ম্যাদ্বা ব্রাহ্মপ্রজাপত্যার্যদৈবানামন্যতমেন বিবাহেন শাস্ত্রতঃ পরিণয়েৎ। ইতি বরণবিধানম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। দেশাচারানুসারে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ বা দৈব ইহার একতর বিবাহ-বিধানে যথাশাস্ত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে ইহা বরণ বিধান। ২১।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

সমস্যাদ্যাঃ সহক্রীড়া বিবাহাঃ সঙ্গতানি চ।
সমানৈরেব কার্য্যাণি নোত্তমৈর্নাপি বাধমৈঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। এতদ্বিষয়ে শ্লোক আছে, যথা—সমস্যা-ক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল পারস্পরিক ক্রীড়া আছে তাহা এবং বিবাহ ও সৌখ্য সমানে সমানে কর্ত্তব্য ; উত্তমের সহিত বা অধমের সহিত কর্ত্তব্য নহে। ২২।

কন্যাং গৃহীত্বা বর্ত্তেত প্রেষ্যবদ্ যত্র নায়কঃ।
তং বিদ্যাদুচ্চসম্বন্ধং পরিত্যক্তং মনস্বিভিঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। যে স্থলে নায়ক অর্থাৎ বর কন্যা গ্রহণ করিয়া ভৃত্যবৎ থাকিতে বাধ্য হয়, তাহাকেই উচ্চ সম্বন্ধ বলিয়া জানিবে ; কিন্তু ঐ সম্বন্ধকে মনস্বিগণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ২৩।

ব্যাখ্যা। প্রায়শই দেখা যায়—বড় ঘরে বিবাহ করিলে বর শ্বশুরগৃহে ভৃত্যবৎ থাকে। বড় ঘরের সম্বন্ধ হইলেও মানিগণ তাহা একেবারেই পচ্ছন্দ করেন না। ২৩।

স্বামিবদ্বিচরেৎ যত্র বান্ধবৈঃ স্বৈঃ পুরস্কৃতঃ।
অশ্লাঘ্যো হীনসম্বন্ধঃ সোঽপি সদ্ভির্বিনিন্দ্যতে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে যে স্থলে বর স্বীয় শ্বশুর শ্যালকাদির নিকটে সম্মানিত হইয়া প্রভুবৎ অবস্থান করে, তাহা হীন সম্বন্ধ—অশ্লাঘ্য; সজ্জনেরা সে সম্বন্ধকেও নিন্দা করিয়া থাকেন। ২৪।

পরস্পরসুখাস্বাদা ক্রীড়া যত্র প্রযুজ্যতে।
বিশেষয়ন্তী চান্যোন্যং সম্বন্ধঃ স বিধীয়তে ॥ **২৫** ॥

অনুবাদ। যে স্থলে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের পরস্পর সুখপ্রদ ক্রীড়া প্রযুক্ত হইতে পারে এবং সেই ক্রীড়ায় কখনও কন্যাপক্ষের উৎকর্ষ কখনও বা বরপক্ষের উৎকর্ষ হইতেছে, সেই সম্বন্ধই বিহিত। ২৫।

কৃত্বাপি চোচ্চসম্বন্ধং পশ্চাজ্জ্ঞাতিষু সংনমেৎ।
ন ত্বেব হীনসম্বন্ধং কুর্য্যাৎ সদ্ভির্বিনিন্দিতম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসম্প্রযুক্তে দ্বিতীয়েঽধিকরণে
বরণসংবিধানং সম্বন্ধনিশ্চয়ঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। উচ্চ সম্বন্ধ করিয়াও পশ্চাৎ জ্ঞাতিগণের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে, কিন্তু হীন সম্বন্ধ কদাচ করিবে না। হীন সম্বন্ধ সজ্জনগণের নিকট বিশেষরূপে নিন্দিত। ২৬।

ব্যাখ্যা। উচ্চ সম্বন্ধ—বড় ঘরে বিবাহ। এই বিবাহের ফলে শ্বশুরগৃহে হীনভাবে থাকিতে হয় বলিয়া জ্ঞাতিগণ তাহার প্রতি প্রায়শই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে; এই কারণে জ্ঞাতিগণের সন্তোষ-সাধনার্থ স্বয়ং জ্ঞাতিগণের নিকট নম্রতা প্রকাশ করিবে। বরের এইরূপে উভয় দিকে কিঞ্চিৎ লাঘব হইলেও নীচ ঘরে বিবাহ করা অপেক্ষা ইহাই করণীয়। ২৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঙ্গতয়োস্ত্রিরাত্রমধঃশয্যা ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষারলবণবর্জ্জমাহারস্তথা সপ্তাহং সতূর্য্যমঙ্গলস্নানং প্রসাধনং সহভোজনং চ প্রেক্ষা সম্বন্ধিনাং চ পূজনম্। সার্ব্ববর্ণিকম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। পরিণীত হইয়া উভয়েই তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে ও ক্ষার-লবণ-বর্জ্জিত আহার করিবে, এবং অধঃশয্যায় শয়ন করিবে। তৎপরে সপ্তাহকাল গীতবাদ্যাদির দ্বারা মঙ্গল-স্নান, প্রসাধন, সহভোজন, নাটকাদির অভিনয় দর্শন এবং আত্মীয়স্বজনগণের গন্ধ মাল্যাদিদ্বারা পূজন। ইহা সর্ব্ববর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১।

তস্মিন্নেতাং নিশি বিজনে মৃদুভিরুপচারৈরুপক্রমেত ॥ ২ ॥

অনুবাদ। উক্ত দশরাত্রির মধ্যে নিশাযোগে বিজন গৃহে যাহাতে উদ্বেগ প্রাপ্ত না হয়, এই প্রকার ভাবে উপক্রম করিবে। ২।

ব্যাখ্যা। উপক্রম—প্রথম আলাপাদি। ২।

ত্রিরাত্রমবচনং হি স্তম্ভমিব নায়কং পশ্যন্তী কন্যা নির্ব্বিদ্যেত পরিভবেচ্চ তৃতীয়ামিব প্রকৃতিম্। ইতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। বাভ্রব্য-মতাবলম্বিগণ বলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম তিনরাত্রি নায়ক কথা না কহিয়া থাকিলে কন্যা তাহাকে স্তম্ভের ন্যায় মনে করিয়া খেদ প্রাপ্ত হয় এবং ক্লীবজ্ঞানে অবজ্ঞাও করে। ৩।

ব্যাখ্যা। ইহার ভাবার্থ এই—প্রথম তিন রাত্রিও ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষেপণ উচিত নহে। ৩।

উপক্রমেত বিস্রম্ভয়েচ্চ ন তু ব্রহ্মচর্য্যমতিবর্ত্তেত। ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—উপক্রম ও বিশ্বাস করাইবে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে। ৪।

উপক্রমমাণশ্চ ন প্রসহ্য কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। উপক্রম-প্রবৃত্ত নায়ক বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যই করিবে না। ৫।

কুসুমসধর্ম্মাণো হি যোষিতঃ সুকুমারোপক্রমাঃ। তাস্ত্বনধিগতবিশ্বাসৈঃ প্রসভমুপক্রম্যমাণাঃ সম্প্রয়োগদ্বেষিণ্যো ভবন্তি। তস্মাৎ সাম্নৈবোপচরেৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। রমণী কুসুম-সুকুমার-প্রকৃতি, তাহাদিগের উপর উপক্রমও সুকুমার হওয়া উচিত। যতদিন তাহাদিগের নিকট বিশ্বাসী না হওয়া যায়, ততদিন সহসা কোনরূপে তাহাদিগকে বিরক্ত করা উচিত নহে। মধুরভাবে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবে, নতুবা তাহারা মিলনবিদ্বেষিণী হইতে পারে। ৬।

যুক্ত্যাপি তু যতঃ প্রসরমুপলভেত্তেনৈবানুপ্রবিশেৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যুক্তিযুক্তমতে কালোচিত উপায় দ্বারা স্বকীয় অবকাশ অনুসারে অনুপ্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইবে। ৭।

তৎপ্রিয়েণালিঙ্গনেনাচরিতেন নাতিকালত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। অতি প্রিয়ভাবে স্পর্শাদিদ্বারা কন্যার প্রীতি উৎপাদন করিবে, কিন্তু তাহা অতি অল্পকালের জন্য—নতুবা অপ্রিয়ভাবের উদ্ভব হইতে পারে। ৮।

পূর্ব্বকায়েণ চোপক্রমেৎ বিষহ্যত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। দেহোর্দ্ধভাগদ্বারা অনুস্পর্শ করিবে,—উহাই কন্যার সহনীয়। ৯।

দীপালোকে বিগাঢ়যৌবনায়াঃ পূর্ব্বসংস্তুতায়া বালায়া অপূর্ব্বায়াশ্চান্ধকারে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। পূর্ণযৌবনা ও পূর্ব্বপরিচিতার অনুস্পর্শাদি দীপালোকে হইতে পারে, কিন্তু অপরিচিতা ও বালিকার পক্ষে অন্ধকারই প্রীতিকর। ১০।

অঙ্গীকৃতপরিষ্বঙ্গায়াশ্চ বদনেন তাম্বূলদানম্। তদপ্রতিপদ্যমানাঞ্চ সান্ত্বনৈর্ব্বাক্যৈঃ শপথৈঃ প্রতিযাচিতৈঃ পাদপতনৈশ্চ গ্রাহয়েৎ। ব্রীড়াযুক্তাপি যোষিদত্যন্তক্রুদ্ধাপি ন পাদপতনমতিবর্ত্তত ইতি সার্ব্বত্রিকম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। অঙ্গানুস্পর্শ স্বীকৃত হইলে মুখে করিয়া তাম্বূল দান করিবে। প্রথমে ইহাতে অস্বীকৃতা হইলে প্রথমে চাটুবাক্য প্রয়োগ, তার পর আমার 'মাথা খাও' ইত্যাদি শপথ প্রদান এবং তৎপরে 'তুমিই মুখে করিয়া আমাকে দাও', ইত্যাকার প্রার্থনা করিবে। তাহাতে স্বীকৃতা না হইলে, পায়ে ধরিবে। লজ্জা বা ক্রোধ যে কোন কারণেই হউক কামিনী কথা না শুনিলে, এই উপায়ই অবলম্বনীয়। কারণ পদে পতিতকে কামিনী কখনই পরিত্যাগ করে না। ইহা সার্ব্বত্রিক—ইহা কেবল নবোঢ়ার পক্ষে নহে, সমস্ত রমণীর পক্ষেই। ১১।

তদ্দানপ্রসঙ্গেন মৃদু বিশদমকাহলমস্যাশ্চুম্বনম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। তাম্বূলদান-প্রসঙ্গে মৃদু ও স্পষ্ট এবং নিঃশব্দে চুম্বন করিবে। ১২।

তত্র সিদ্ধামালাপয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে আলাপে আনিতে চেষ্টা করিবে। ১৩

তচ্ছ্রবণার্থং যৎকিঞ্চিদল্পাক্ষরাভিধেয়মজানন্নিব পৃচ্ছেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। সেই সময়ে কন্যা যাহা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে তাহা নিজে যেন জানে না, বর এই ভাবে প্রশ্ন করিবে। ১৪।

তত্র নিষ্প্রতিপত্তিমনুদ্বেজয়ন্ সান্ত্বনাযুক্তং বহুশ এব পৃচ্ছেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। সে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে তাহার শঙ্কা না জন্মাইয়া চাটুবাক্যে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিবে। ১৫।

তত্রাপ্যবদন্তীং নির্ব্বধ্নীয়াৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। উত্তর না পাইলে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিবে। ১৬।

সর্ব্বা এব হি কন্যাঃ পুরুষেণ প্রযুজ্যমানং বচনং বিষহন্তে। ন তু লঘুমিশ্রামপি বাচং বদন্তি ইতি ঘোটকমুখঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। ঘোটকমুখ বলেন,—সমস্ত কন্যাই পুরুষের প্রযুজ্যমান বাক্য সহ্য করে। (লজ্জাবশতঃ) অল্প কথাও বলে না। ১৭।

নির্ব্বধ্যমানা তু শিরঃকম্পেন প্রতিবচনানি যোজয়েৎ। কলহে তু ন শিরঃ কম্পয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। বরের নির্ব্বন্ধে কন্যা মাথা নাড়িয়া উত্তর দিবার কার্য্য করিবে; অভিমান হইলে মাথাও নাড়িবে না। ১৮।

ইচ্ছসি মাং নেচ্ছসি বা কিং তেঽহং রুচিতো ন রুচিতো বেতি পৃষ্টা চিরং স্থিত্বা নির্ব্বধ্যমানা তদানুকূল্যেন শিরঃ কম্পয়েৎ। প্রপঞ্চ্যমানা তু বিবদেত ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। তুমি আমাকে চাও, কি চাও না? আমি তোমার পছন্দসই কি না? এইরূপ বরের জিজ্ঞাসায় পাত্রী বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে, বরের নির্ব্বন্ধ অধিক হয় ত তাহার অনুকূলভাবে মাথা নাড়িবে। বর যদি কথা বাড়াইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ কথা বলিবে। ১৯।

অবতরণিকা। পাত্রী পূর্ব্বে অপরিচিতা হইলে যেরূপে আলাপ আরম্ভ করিতে হয়, তাহা ১৪—১৯শ সূত্র পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বপরিচিত হইলে যে উপায় করিতে হইবে, তাহা অতঃপর কথিত হইতেছে;—

সংস্তুতা চেৎ সখীমনুকূলামুভয়তোঽপি বিশ্রব্ধাং তামন্তরা কৃত্বা কথাং যোজয়েৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। পরিচিতা হইলে অনুকূলা ও উভয়েরই বিশ্বস্তা সখীকে মধ্যে রাখিয়া কথার আরম্ভ করিবে। ২০।

তস্মিন্নধোমুখী বিহসেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। বরের প্রশ্নে সখীদত্ত অনুকূল উত্তরে পাত্রী অধোমুখী হইয়া হাসিবে। ২১।

তাং চাতিবাদিনীমধিক্ষিপেদ্বিবদেত চ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। সখী যদি বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া কন্যার প্রণয়ের কথা বলে, তবে সে সখীকে খুব তিরস্কার করিবে এবং তাহার সহিত বিবাদ করিবে। ২২।

সা তু পরিহাসার্থমিদমনয়োক্তমিতি চানুক্তমপি ব্রূয়াৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। তখন সেই সখী—পাত্রী সে কথা না বলিলেও নিজেই বলিবে —এই পাত্রী পরিহাসার্থ এই সকল কথা বলিয়াছিল। ২৩।

তত্র তামপনুদ্য প্রতিবচনার্থমভ্যর্থ্যমানা তূষ্ণীমাসীত ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। সেই কথার সত্যতা জানিবার জন্য সখীকে ছাড়িয়া পাত্রীর নিকট বর আগ্রহ প্রকাশ করিলে, পাত্রী চুপ করিয়া থাকিবে। ২৪।

নির্ব্বধ্যমানা তু নাহমেবং ব্রবীমীত্যব্যক্তাক্ষরমনবসিতার্থং বচনং ব্রূয়াৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। অতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে, 'আমি ত এরূপ বলি নাই'— এই প্রকার অস্পষ্ট বর্ণ এবং অসম্পূর্ণ উত্তর প্রদান করিবে। ২৫।

নায়কঞ্চ বিহসন্তী কদাচিৎ কটাক্ষৈঃ প্রেক্ষেত ইত্যালাপযোজনম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। কখন কখন বরকে হাস্যসহকারে কটাক্ষ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে। ইহাই আলাপ-যোজন। ২৬।

এবং জাতপরিচয়া চানির্ব্বদন্তী তৎসমীপে যাচিতং তাম্বূলং বিলেপনং স্রজং নিদধ্যাৎ। উত্তরীয়ে বাস্য নিবধ্নীয়াৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। এইরূপে পরিচয় হইবার পর বর পাত্রীর নিকট তাম্বূল, বিলেপন ও মাল্য চাহিলে বিশেষ কোন কথা না বলিয়া পাত্রী পাত্রের নিকটে তাহা রাখিয়া দিবে। অথবা পাত্রের উত্তরীয়ে (উড়ানীতে) বাঁধিয়া দিবে। ২৭।

তথাযুক্তামাচ্ছুরিতকেন স্তনমুকুলয়োরুপরি স্পৃশেৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। তাম্বূলদানাদি কার্য্যে ব্যাপৃতা সেই পাত্রীর স্তনযুগলের উপরিভাগে আচ্ছুরিতক নামে আখ্যাত আলিঙ্গন-যোগে বক্ষ দ্বারা স্পর্শ করিবে। ২৮।

বার্য্যমাণশ্চ ত্বমপি মাং পরিষ্বজস্ব ততো নৈবমাচরিষ্যামীতি স্থিত্যা পরিষ্বঞ্জয়েৎ। স্বঞ্চ হস্তম্ আ নাভিদেশাৎ প্রসার্য্য প্রসার্য্য নিবর্ত্তয়েৎ। ক্রমেণ চৈনামুৎসঙ্গমারোপ্যাধিকমধিকমুপক্রমেত অপ্রতি-পদ্যমানাঞ্চ ভীষয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। নিষেধ করিলে 'তুমিও আমাকে আলিঙ্গন কর, তাহা হইলে আর এমনটি করিব না'—এইরূপ সর্ত্তে আলিঙ্গন করাইবে। নিজের হাত পাত্রীর প্রায় নাভি পর্য্যন্ত বার বার প্রসারিত করিবে এবং ফিরাইয়া লইবে। ক্রমশঃ পাত্রীকে নিজের ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া অধিক অধিক উপক্রম করিবে। সেরূপ উপক্রমে অস্বীকৃতা হইলে ভয় দেখাইবে। ২৯।

অহং খলু তব দন্তপদান্যধরে কারয়িষ্যামি স্তনপৃষ্ঠে চ নখপদম্ আত্মনশ্চ স্বয়ং কৃত্বা ত্বয়া কৃতমিতি তে সখীজনস্য পুরতঃ কথয়ি-

ষ্যামি। সা ত্বং কিমত্র বক্ষ্যসীতি বালবিভীষিকাভির্ব্বালপ্রত্যায়নৈশ্চ শনৈরেনাং প্রতারয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। আমি নিশ্চয়ই তোমার অধরে দন্তক্ষত ও স্তনপৃষ্ঠে নখচ্ছেদ্য করিয়া দিব, এবং নিজের গাত্রে সেইরূপ দাগ করিয়া তোমার সখীজনের নিকটে বলিব, তুমি করিয়া দিয়াছ। তুমি তখন কি বলিবে?—এই প্রকার বালভয়প্রদ বালকের বিশ্বাসযোগ্য বাক্যে ধীরে ধীরে পাত্রীকে প্রতারিত করিবে। ৩০।

দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যাঞ্চ রাত্রৌ কিঞ্চিদধিকং বিস্রম্ভিতাং হস্তেন যোজয়েৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রে কিঞ্চিৎ অধিক বিশ্বাস জন্মাইয়া হস্ত-যোজনা করিবে। ৩১।

সর্ব্বাঙ্গিকং চুম্বনমুপক্রমেত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। সার্ব্বাঙ্গিক চুম্বনোপক্রম করিবে। ৩২।

ঊর্ব্বোশ্চোপরি বিন্যস্তহস্তঃ সংবাহনক্রিয়ায়াং সিদ্ধায়াং ক্রমেণোরুমূলমপি সংবাহয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ নিবারিতে সংবাহনে কো দোষ ইত্যাকুলয়েদেনাম্ ॥ ৩৪ ॥ তচ্চ স্থিরীকুর্য্যাৎ। তত্র সিদ্ধায়া গুহ্যদেশাভিমর্শনং রশনাবিয়োজনং নীবীবিস্রংসনং বসনপরিবর্ত্তন-মূরুমূলসংবাহনঞ্চ। এতে চাস্যান্যাপদেশাঃ ॥ ৩৫ ॥ যুক্তযন্ত্রা রঞ্জয়েৎ। ন ত্বকালে ব্রতখণ্ডনমনুশিষ্যাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ আত্মানুরাগং দর্শয়েৎ। মনোরথাংশ্চ পূর্ব্বকালিকাননুবর্ণয়েৎ। আয়ত্যাঞ্চ তদানুকূল্যেন প্রবৃত্তিং প্রতিজানীয়াৎ। সপত্নীভ্যশ্চ সাধ্বসমবচ্ছিন্দ্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ কালেন চ ক্রমেণ বিমুক্তকন্যাভাবামনুদ্বেজয়ন্নুপক্রমেত। ইতি কন্যাবিস্রম্ভণম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকা। হস্তযোজনবিধিমাহ—উর্ব্বোরিতি। তত্রায়ং ক্রমঃ—প্রথমং পূর্ব্ব-কায়স্য সংবাহনক্রিয়া। তস্যাং সিদ্ধায়ামূর্ব্বোরুপরি ন্যস্তহস্ত উরূ সংবাহয়েৎ। ক্রমেণোরুমূলমিতি। তত্রেত্যুরুমূলে। আকুলয়েৎ চুম্বনাচ্ছুরিতকৈঃ। রুচ্চেতি। যৎ পূর্ব্বাভ্যুপগতং সংবাহনং, তচ্চ স্থিরীকুর্য্যাৎ ক্ষান্ত্যর্থম্। তত্রেত্যুরুমূলসংবাহনে সিদ্ধায়াং গুহ্যদেশাভিমর্শনম্। সংবাহনব্যপদেশেন রশনাবিযোজনাদ্যপি কুর্য্যাৎ। পুনরূরুমূলে সংবাহনগ্রহণমপরিত্যাগার্থম্। গুহ্যস্পর্শহেতুত্বাৎ। এতস্ইতি গুহ্যস্পর্শনাদয়ো ব্যাপারাঃ। অস্যেতি নায়কস্য। অন্যাপদেশা ইতি ত্রিরাত্রাদর্ব্বাগন্যমপদিশ্য কর্ত্তব্যাঃ। ন তু ব্রতখণ্ডনমধিকৃত্যেত্যর্থঃ। যুক্তযন্ত্রাং চ চাতুর্থিকহোমাদূর্দ্ধং রঞ্জয়েদিতি। রঞ্জনমনুদ্বেজ্য সুখোৎপাদনম্। অনুশিষ্যাৎ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ শিক্ষয়েৎ। আত্মানুরক্তং দর্শয়েৎ ইঙ্গিতাকারাভ্যাম্। মনোরথান্ পূর্ব্বকালীনাননুবর্ণয়েৎ, যে যে তস্যামধরপানাদয়শ্চিন্তিতাঃ। আয়ত্যামিতি। অনাগতকালে তদানুকূল্যেন প্রবৃত্তিং প্রতিজানীয়াৎ 'যদাহ ভবতী, তন্ময়া বিধাতব্যম্' ইতি। সপত্নীভ্যঃ সাধ্বসমবচ্ছিন্দ্যাৎ, যদ্যধিবিন্না স্যাৎ। কালেন চ গচ্ছতা মুক্তকন্যাভাবাং যুবতীমনুদ্বেজয়ন্নুপক্রমেৎ। তদাপায়মেব ক্রমঃ। স স্ফুটঃ কর্ত্তব্যঃ॥ ৩৩—৩৮॥

ব্যাখ্যা। এস্থলের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। দম্পতির আনন্দ মিলনের প্রাথমিক ব্যাপার সমস্তই এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে। স্বল্পমাত্র স্তনোদ্ভেদ যে বালিকার হইয়াছে, তাহার বিবাহের কথা ২৮শ সূত্র হইতে বুঝা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম সূত্র প্রভৃতি স্থানে পুতুল খেলা প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় সেরূপ বালিকা-বিবাহে এইরূপ ভাবের 'উপক্রম' চলিবে না, ইহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাৎস্যায়ন-মতে অজাত-রজস্কা কন্যাই বিবাহে প্রশস্তা। তবে কদাচিৎ পাত্রাভাবে যদি যৌবন-বিবাহও হয়, তাহাতে এই জাতীয় বা এতদপেক্ষা অধিক উপক্রম হইতে পারে, কিন্তু এই যে উপক্রম, ইহা ব্রহ্মচর্য্য-সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা দাম্পত্য-সম্বন্ধের ভোগসুখার্থে যত কিছু প্রবৃত্তির উত্তেজক কার্য্য আছে, প্রায় সমস্তই হইবে, কেবল 'সহবাস' হইবে না, ইহা এক প্রকার অসিধার ব্রত। বাৎস্যায়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ন ত্বকালে ব্রতখণ্ডনম্"

(৩৬ সূত্র)। কত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হইলে এইরূপ উপক্রম করিতে পারে, তাহা বিজ্ঞ সহৃদয় মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। ৩৩—৩৮।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

এবং চিত্তানুগো বালামুপায়েন প্রসাধয়েৎ।
তথাস্য সানুরক্তা চ সুবিশ্রব্ধা প্রজায়তে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে;—বালিকার অভিপ্রায় মত বর বালিকা পাত্রীকে কৌশলে আয়ত্ত করিবে; তাহা হইলেই সে অনুরাগিণী ও বিশ্বাস-ভাগিনী হইবে। ৩৯।

নাত্যন্তমানুলোম্যেন ন চাতিপ্রাতিলোম্যতঃ।
সিদ্ধিং গচ্ছতি কন্যাসু তস্মান্মধ্যেন সাধয়েৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। অত্যন্ত অনুকূল বা অত্যন্ত প্রতিকূল না হয়, এমন ভাবে ব্যবহার করিলে পাত্রীর মনোহরণ করিতে পারা যায় না; অতএব মধ্যমভাবে ব্যবহার করিয়া, তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবে। ৪০।

আত্মনঃ প্রীতিজননং যোষিতাং মানবর্দ্ধনম্।
কন্যাবিস্রম্ভণং বেত্তি যঃ স তাসাং প্রিয়ো ভবেৎ। ৪১ ॥

অনুবাদ। আপনার প্রীতিকর এবং রমণীগণের মানবর্দ্ধক এই কন্যা বিস্রম্ভণ ব্যাপার যে জানে, সেই বর তাহাদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ৪১।

ব্যাখ্যা। এই যে কন্যাবিস্রম্ভণ অর্থাৎ কন্যার বিশ্বাসোৎপাদনের উপায় ইহা যথাসম্ভব সকল নায়িকারই প্রথম-সমাগমে যথাসম্ভব প্রযোজ্য। এই ভাব বুঝাইবার জন্য শ্লোকে "যোষিতাং মানবর্দ্ধনং" আছে। "যোষিৎ" শব্দে সকল নায়িকা, কেবল কন্যা নহে। ৪১।

অতিলজ্জান্বিতেত্যেবং যস্তু কন্যামুপেক্ষতে।
সোঽনভিপ্রায়বেদীতি পশুবৎ পরিভূয়তে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। অতি লজ্জাশীলা এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি কন্যাকে উপেক্ষা করে, (কোন প্রকার পরিচয়াদি করিতে বিরত থাকে) সে অভিপ্রায়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া পশুবৎ অবজ্ঞাত হয়। ৪২।

সহসা বাপ্যুপক্রান্তা কন্যাচিত্তমবিন্দতা।
ভয়ং বিত্রাসমুদ্বেগং সদ্যো দ্বেষঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি কন্যার অভিপ্রায় না জানিয়া সহসা উপক্রম করে, তাহার নিকট কন্যা তৎক্ষণাৎ ভয় বিত্রাস, উদ্বেগ এবং বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। ৪৩।

ব্যাখ্যা। ভয়—নিকটে আসিতে আশঙ্কা। বিত্রাস—স্মরণেও হৃৎকম্প। উদ্বেগ—আহারাদি কার্য্যেও অস্বস্তি। দ্বেষ—বৈরিভাব। ৪৩।

সা প্রীতিযোগমপ্রাপ্তা তেনোদ্বেগেন দূষিতা।
পুরুষদ্বেষিণী বা স্যাদ্বিদ্বিষ্টা বা ততোঽন্যগা ॥ ৪৪ ॥

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসংপ্রযুক্তকে দ্বিতীয়েঽধিকরণে
কন্যাবিস্রম্ভণং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্তরূপে উদ্বেজিত কন্যা প্রীতিপ্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যুত উদ্বেগদূষিত হইয়া পুরুষ-দ্বেষিণীই হইয়া থাকে; অথবা সেই পাত্রের প্রতি বিদ্বেষযুক্তা হইয়া অন্য পুরুষে প্রণয় স্থাপন করে। ৪৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ধনহীনস্তু গুণযুক্তোঽপি মধ্যস্থগুণো হীনাপদেশো বা সধনো বা প্রাতিবেশ্যঃ মাতাপিতৃভ্রাতৃষু চ পরতন্ত্রঃ বালবৃত্তিরুচিতপ্রবেশো বা কন্যামলভ্যত্বান্ন বরয়েৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। (ঘোটকমুখ বলেন,—) নির্ধন ব্যক্তি গুণযুক্ত হইলেও কন্যা বরণ করিতে সমর্থ হয় না। মধ্যস্থগুণযুক্ত (রূপ ও শীলাদি আছে; কিন্তু অভিজনাদিগুণ নাই) ব্যক্তি কন্যালাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধনযুক্ত হইলেও (নিজের বাটীর নিকটে বাস করে বলিয়া সীমাদি লইয়া কলহ হওয়ায়) ধনগর্ব্বেই কন্যালাভ করিতে পারে না। মাতা পিতা ও ভ্রাতা থাকিলে তাঁহাদের অধীন বলিয়া সধন হইলেও কন্যালাভে অসমর্থ হয়। যাহার ব্যবহার বালকের ন্যায়, তাহার গৃহাদিতে প্রবেশাধিকার থাকিলেও সে বালকাচার বলিয়া ঘৃণিত হওয়ায়, কন্যার কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে কন্যাদান করিতে চাহে না। ১।

বাল্যাৎ প্রভৃতি চৈনাং স্বয়মেবানুরঞ্জয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই কন্যাকে স্বয়ংই অনুরক্ত করিবে। ২।

তথাযুক্তশ্চ মাতুলকুলানুবর্ত্তী দক্ষিণাপথে বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চ বিযুক্তঃ পরিভূতকল্পো ধনোৎকর্ষাদলভ্যাং মাতুলদুহিতরমন্যস্মৈ বা পূর্ব্বদত্তাং সাধয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মাতাপিতৃহীন বালক মাতুলকুলে বাস করিয়া, ঘৃণিতপ্রায় হইয়াও সেই উপায়ে ধনের প্রাচুর্য্যে অলভ্যা মাতুলকন্যাকে বা অন্যের সহিত বাগ্‌দানে আবদ্ধা কন্যাকে সাধন (আয়ত্ত) করিয়া থাকে। ৩।

অন্যামপি বাহ্যাং স্পৃহয়েৎ। বালায়ামেবং সতি ধর্ম্মাধিগমে সংবননং শ্লাঘ্যমিতি ঘোটকমুখঃ॥ ৪॥

অনুবাদ। বিবাহের যোগ্যা অন্য বালিকাকেও স্পৃহাযুক্ত করিতে পারে। এইরূপ হইলে বালিকাকে ধর্ম্মতঃ লাভ সম্ভব হইতে পারে ও তাহাতে এইরূপ মিলনই শ্লাঘ্য। এই কথা ঘোটকমুখ বলেন। ৪।

তয়া সহ পুষ্পাবচয়ং গ্রথনং গৃহকং দুহিতৃকাক্রীড়াযোজনং ভক্তপাক*করণমিতি কুর্ব্বীত পরিচয়স্য বয়সশ্চানুরূপ্যাৎ॥ ৫॥

অনুবাদ। সেই নায়িকার সহিত পুষ্পচয়ন, মাল্যগ্রথন, খেলাঘর প্রস্তুত পুতুলখেলা, কৃত্রিম অন্ন পাক (ধুলিখেলা) করিবে। পরিচয় ও বয়সের অনুরূপ এই সকল কার্য্য করিবে। ৫।

আকর্ষক্রীড়া পট্টিকাক্রীড়া মুষ্টিদ্যূতক্ষুল্লকাদিদ্যূতানি মধ্যমাঙ্গুলিগ্রহণং ষট্পাষাণকাদীনি চ দেশ্যানি তৎসাত্ম্যাত্তদাপ্তদাসচেটিকাভিস্তয়া চ সহানুক্রীড়েত॥ ৬॥

অনুবাদ। আকর্ষকক্রীড়া, পট্টিকাক্রীড়া, মুষ্টিদ্যূত, ক্ষুল্লকদ্যূত, মধ্যমাঙ্গুলি গ্রহণ ও ষট্পাষাণকাদি খেলা এবং স্ব স্ব দেশপ্রসিদ্ধ যে সকল খেলা আছে, সেগুলি তত্তদ্দেশবাসিজনগণের বিশ্বস্ত দাস ও দাসী এবং সেই কন্যার সহিত ক্রীড়া করিবে। ৬।

ব্যাখ্যা। আকর্ষ—দাবা, পাশা ও দশ-পঁচিশ প্রভৃতি; বালক বালিকার চিত্তাকর্ষক বলিয়া এস্থলে দশ-পঁচিশ। পট্টিকা-ক্রীড়া—চক্ষু বাঁধিয়া তাহার মস্তকে অনেকে করস্পর্শ করিলে তাহার মধ্যে এক এক করিয়া নাম বলিয়া দেওয়া। মুষ্টিদ্যূত—টক্কাটক্কা খেলা। ক্ষুল্লদ্যূত—কড়ি দিয়া অপরের কড়ির উপর আঘাত করিয়া সেই কড়ি জয়করা। রেখাদ্বারা ব্যবধান করিয়া অপরের কড়ি রাখিতে হয়, নির্দিষ্ট দূরস্থান হইতে নিজের কড়িদ্বারা আঘাত করিয়া

* ভক্তপানমিতি পাঠান্তরম্।

তাহা জয় করিয়া লওয়া। আঘাত করিতে না পারিলে পরাজয়। আদিপদদ্বার অঙ্গাল খেলা প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। মধ্যমাঙ্গুলি গ্রহণ—দক্ষিণ মধ্যমাঙ্গুলি গোপনপূর্ব্বক হস্তের মুষ্টিবন্ধন করিয়া বাম হস্তের একটী অঙ্গুলী প্রবেশদ্বারা দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলী পুরণ করত মধ্যমাঙ্গুলি ধরিতে দেওয়া। তাহাতে দক্ষিণ ও মধ্যমাঙ্গুলি চিনিয়া লওয়া কঠিন হয়। চিনিয়া লইতে পারিলে জয়—না পারিলে পরাজয়। ষট্পাষাণকাদি—(ঘুঁটি) খেলা,—ছয়টি গুটি লইয়া প্রথমে একটি তুলিবা ভূমিস্থ আর একটি কুড়াইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ পতমান সে গুঁটিকে হাতের পৃষ্ঠে ধরা এবং ক্রমে ছয়টিই শূন্যে তুলিয়া এক যোগে ধরা, আবার একটি দুইটি করিয়া মাটিতে রাখা। ৬।

ক্ষ্বেড়িতকানি সুনিমীলিতকামারান্ধিকাং লবণবীথিকামনিল-তাড়িতকাং গোধূমপুঞ্জিকামঙ্গুলিতাড়িতকাং সখীভিরন্যানি চ দেশ্যানি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যে সকল খেলায় অঙ্গের ব্যায়াম হয়, যেমন,—সুনিমীলিতকা আরান্ধিকা, লবণবীথিকা, অনিলতাড়িতকা গোধূমপুঞ্জিকা, অঙ্গুলি-তাড়িতকা এইরূপ দেশপ্রচলিত নানাবিধ ক্রীড়া তাহার সখীগণের সহিত করিবে। ৭।

ব্যাখ্যা। সুনিমীলিতকা—কাণামাছি বা চোর চোর খেলা। আরান্ধিকা—কিৎকিৎ বা ছিবুড়ি খেলা। শব্দের বিশেষ উচ্চারণ লইয়া এই ক্রীড়ার আরম্ভ বলিয়া ইহার নাম—আরব্ধিকা। লবণবীথিকা—গাদা খেলা। অনিলতাড়িতকা—পক্ষার ন্যায় বাহুদ্বয় প্রসারিত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ। অঙ্গুলি-তাড়িতকা—এই খেলার প্রথমে একজন বুড়ি হয়, তাহার অঙ্গুলি-বিশেষ স্পর্শ করিয়া কয়েকজন বালক বালিকা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়; তন্মধ্যে কোন ক্রীড়ক বুড়ির অঙ্গুলী-বিশেষ স্পর্শ করিয়া "আঁধি" হয়; আঁধি ছুটিয়া যাইবে ও অন্য বালকেরাও ছুটিবে আঁধি যেন ঐ ক্রীড়কদের কাহাকেও স্পর্শ করিতে না পারে এই ভাবে তাহারা ছুটিয়া পলাইবে। আঁধি তাহাদিগকে ধরিতে যাইবে। যাহার গায়ে আঁধির অঙ্গুলি স্পর্শ হইবে, সে আঁধি হইবে, আর আঁধি ব্যক্তির আঁধি কাটিয়া যাইবে। দেশ-বিশেষে এই সকল ক্রীড়ার নাম ও প্রকারের ভেদ আছে। ৭।

যাঞ্চ বিশ্বাস্যামস্যাং মন্যেত তয়া সহ নিরন্তরাং প্রীতিং কুর্য্যাৎ। পরিচয়াচ্চ বুধ্যেত ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। কন্যার নিকট যে স্ত্রী বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিবে, তাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন প্রীতি করিবে। পরিচয় দ্বারা বুঝিবে—তাহার দ্বারা কার্য্য হইতেছে কি না? । ৮ ।

ধাত্রেয়িকাং চাস্যাঃ প্রিয়হিতাভ্যামধিকমুপগৃহ্নীয়াৎ। সা হি প্রীয়মাণা বিদিতাকারাপ্যপ্রত্যাদিশন্তী তং তাঞ্চ যোজয়িতুং শক্নুয়া-দনভিহিতাপি প্রত্যাচার্য্যকম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। কন্যার ধাত্রীর দুহিতাকে তৎকালে সুখকর এবং পরিণামহিত-কর ব্যাপার দ্বারা অধিক ভাবে আবদ্ধ করিবে। ধাত্রীর কন্যা প্রীতিযুক্ত হইলে নায়কের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও নায়ককে প্রত্যাখ্যাত না করিয়া নায়িকার সহিত মিলিত করিয়া দিতে পারে। এ বিষয়ে তুমি নায়িকাকে উপদেশ প্রদান কর ? নায়কের নিকট এইরূপ আদেশ না পাইলেও সে নায়ক নায়িকাকে মিলিত করিয়া দিবে। ৯ ।

অবিদিতাকারাপি চ গুণানেবানুরাগাৎ প্রকাশয়েৎ যথা প্রয়োজ্যানুরজ্যেত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। নায়িকার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিলেও নায়িকার নিকট নায়কের গুণ প্রকাশ করিবে যাহাতে নায়িকা অনুরক্তা হয়। ১০ ।

যত্র যত্র চ কৌতুকং প্রয়োজ্যায়াস্তদনু প্রবিশ্য সাধয়েৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। নায়িকার যে যে বিষয়ে কৌতূহল, তাহা জানিয়া চরিতার্থ করিবে। ১১ ।

ক্রীড়নকদ্রব্যাণি যান্যপূর্ব্বাণি যান্যন্যাসাং বিরলশো বিদ্যেরং-স্তান্যস্যা অযত্নেন সম্পাদয়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। ক্রীড়নক দ্রব্য, যাহা অপূর্ব্ব ও অন্যা বালিকার অতি বিরল্ট দেখা যায় তাহা ইহাকে অনায়াসে উপহার দিবে। ১২।

তত্র কন্দুকমনেকভক্তিচিত্রমল্পকালান্তরিতমন্যদন্যচ্চ সন্দর্শয়েৎ। তথা সূত্রদারুগবলগজদন্তময়ীর্দুহিতৃকা মধূচ্ছিষ্টপিষ্টমৃন্ময়ীশ্চ ॥১৩॥

অনুবাদ। সেই উপহারে নানাপ্রকার চিত্রযুক্ত কন্দুক (ঘুঁটি) অল্পকাল অন্তরে অন্তরে আনিয়া সন্দর্শন করাইবে। সেইরূপ সূত্রময়ী, কাষ্ঠময়ী মহিষ শৃঙ্গময়ী, গজদন্তময়ী পুত্তলিকা, মধূচ্ছিষ্টময়ী (মোমের), পিষ্টকময়ী ও মৃন্ময়ী পুত্তলিকাও সন্দর্শন করাইবে। ১৩।

ভক্তপাকার্থমস্যা মহানসিকস্য চ দর্শনম্। কাষ্ঠমেঢ্রকয়োশ্চ সংযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োরজৈড়কানাং দেবকুলগৃহকাণাং মৃদ্বিদলকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিতানাং শুকপরভৃতমদনসারিকালাবককুক্কুটতিত্তিরিপঞ্জরকা-শাঞ্চ বিচিত্রাকৃতিসংযুক্তানাং জলভাজনানাং চ যন্ত্রিকাণাং বীণিকানাং পিণ্ডোলিকানাং পটোলিকানামলক্তকমনঃশিলাহরিতালহিঙ্গুলকশ্যাম-বর্ণকাদীনাং তথা চন্দনকুঙ্কুময়োঃ পূগফলানাং পত্রাণাং কালযুক্তানাং চ শক্তিবিষয়ে প্রচ্ছন্নং দানং প্রকাশদ্রব্যাণাং চ প্রকাশম্। যথা চ সর্ব্বাভিপ্রায়সংবর্দ্ধকমেনং মন্যেত তথা প্রযতিতব্যম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। অন্নপাকের জন্য মহানসিকদ্রব্যাদি (হাড়ী, কলসী, প্রভৃতি) সন্দর্শন করাইবে। কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রী-পুরুষ-মিথুন, কাষ্ঠময় দেবতা, দেবমন্দির, গৃহ, মৃত্তিকা, বংশবিদল, ও দারুনির্ম্মিত শুক, পারাবত, মদন, সারিকা, লাবক, কুক্কুট, তিত্তিরি-পক্ষিযুক্ত পিঞ্জর, বিচিত্রাকৃতি জলপাত্র সকল, নানাবিধ যন্ত্র, ক্ষুদ্রবীণা, হিন্দোলিকা, অলক্তক, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গুল, শ্যামবর্ণক (চিত্রের জন্য রাজাবর্ত্তচূর্ণ) চন্দন ও কুঙ্কুম, পান ও সুপারি, যে সময়ে যেরূপ উপযোগী তাহাও দেখাইবে। আর শক্তি থাকিলে নায়িকাকে প্রচ্ছন্নভাবে দানও

কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন যে সকল দ্রব্য প্রকাশ করিবার যোগ্য, তাহা প্রকাশ্যভাবেই দিবে। যাহা হইলে সকলেরই সর্ব্ববিধ অভিপ্রায়-বর্দ্ধক বলিয়া এই নায়ক নায়িকা মনে করে, তাহা যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। ১৪।

বীক্ষণে চ প্রচ্ছন্নমর্থয়েৎ। তথা কথাযোজনম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। এইরূপে কদাচিৎ প্রচ্ছন্নভাবে একবার দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিবে। এবং কথা-যোজনও করিবে। ১৫।

প্রচ্ছন্নদানস্য তু কারণমাত্মনো গুরুজনাদ্ভয়ং খ্যাপয়েৎ। দেয়স্য বান্যেন স্পৃহণীয়ত্বমিতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। গোপনে দান করার কারণ—নিজে গুরুজনের (তাহার পিতার মাতার) ভয় করিয়া থাকে, ইহাই বলিবে। যাহা দিবে, তাহা যেন আরও অন্যে পাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল ও করিয়া পায় নাই, ইহাও বলিবে। ১৬।

বর্দ্ধমানানুরাগাং চাখ্যানকে মনঃ কুর্ব্বতীমন্বর্থাভিঃ কথাভিশ্চিত্ত-হারিণীভিশ্চ রঞ্জয়েৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। নায়িকার অনুরাগ যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তখন তাহার গল্পাদি-শ্রবণে আকাঙ্ক্ষা হয়; নায়ক সেই সময়ে অনুকূল মনোহারী সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তাহার অনুরাগ বর্দ্ধন করিবে। ১৭।

বিস্ময়েষু প্রসজ্জমানামিন্দ্রজালৈঃ প্রয়োগৈর্ব্বিস্মাপয়েৎ। কলাসু কৌতুকিনীং তৎকৌশলেন গীতপ্রিয়াং শ্রুতিহরৈর্গীতৈঃ। আশ্-যুজ্যামষ্টমীচন্দ্রকে কৌমুদ্যামুৎসবেষু যাত্রায়াং গ্রহণে গৃহাচারে বা বিচিত্রৈরাপীড়ৈঃ কর্ণপত্রভঙ্গৈঃ সিক্থকপ্রধানৈর্ব্বস্ত্রাঙ্গুলীয়কভূষণ-দানৈশ্চ। নো চেদ্দোষকরাণি মন্যেত ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। কোনও বিস্ময়কর বিষয়ে প্রসক্তি আছে জানিলে, ইন্দ্রজাল

প্রয়োগ দ্বারা বিস্মিত করিবে। কলার কৌশলে অনুরাগিণী হইলে, তৎকৌশল প্রদর্শন এবং গীতপ্রিয় হইলে, শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতদ্বারা মনোরঞ্জন করিবে। কোজাগরদিনে, অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী-দিনে, কৌমুদীদিনে, উৎসবে, যাত্রায়, গ্রহণে এবং গৃহাচারে আচারগতা নায়িকার বিচিত্র আপীড় ও সিক্থকনির্ম্মিত কর্ণপত্রভঙ্গ, বস্ত্র, অঙ্গুলীয়ক ও ভূষণাদি-দান করিয়াও মনোরঞ্জন করিবে। যদি তাহাতে কোনও দোষ হইবে মনে না করে, তবেই ইহা করিতে পারে। ১৮।

অন্যপুরুষবিশেষাভিজ্ঞতয়া ধাত্রেয়িকাস্যাঃ পুরুষপ্রবৃত্তৌ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ গ্রাহয়েৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। অন্য পুরুষের সহিত মিলন হেতু বিশেষাভিজ্ঞা ধাত্রী-কন্যা সেই পুরুষে প্রবৃত্তিবিষয়ে উপযোগকর চতুঃষষ্টি কলা-বিষয়ে নায়িকাকে আবশ্যক যোগসমূহ গ্রহণ করাইবে। ১৯।

তদ্‌গ্রহণোপদেশেন চ প্রযোজ্যায়াং রতিকৌশলমাত্মনঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সেই সকল যোগের গ্রহণ-বিষয়ে নায়িকার নিকটে উপদেশ-দ্বারা নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। ২০।

উদারবেশশ্চ স্বয়মনুপহতদর্শনশ্চ স্যাৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। নায়ক স্বয়ং নিজে উদারবেশ গ্রহণ করিবে, যেন নিজেকে দেখিতে কোন প্রকারে অসৌষ্ঠব প্রকাশ না পায়। ২১।

ভাবঞ্চ কুর্ব্বতীমিঙ্গিতাকারৈঃ সূচয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। নায়িকার মনোবৃত্তি ইঙ্গিত ও আকারদ্বারা নায়ক বুঝিবে লইবে। ২২।

যুবতয়ো হি সংসৃষ্টমভীক্ষ্ণদর্শনঞ্চ পুরুষং প্রথমং কাময়ন্তে।

কাময়মানা অপি তু নাভিযুঞ্জত ইতি প্রায়োবাদঃ। ইতি বালায়ামুপক্রমাঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। যুবতীগণ সর্ব্বদা যাহার দর্শন পায়, এইরূপ পরিচিত পুরুষকে প্রথমে কামনা করে; কিন্তু কামনা করিলেও লজ্জাবশতঃ অভিযোগ করিতে পারে না,—ইহা প্রায়িক। এই সকল বালাবিষয়ক উপক্রম। ২৩।

তানিঙ্গিতাকারান্ বক্ষ্যামঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। (২২শ স্থত্রে যে ইঙ্গিত ও আকারের) উল্লেখ হইয়াছে সেই সকল ইঙ্গিত ও আকার কি প্রকার, তাহা বলিব। ২৪।

সম্মুখং তং তু ন বীক্ষতে। বীক্ষিতা ব্রীড়াং দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। তাহাকে মুখোমুখি ভাবে চাহিয়া দেখে না, চোখোচোখি হইলে লজ্জিতা হইয়াছে, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করে। ২৫।

রুচ্যমাত্মনোঽঙ্গমপদেশেন প্রকাশয়তি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। নিজের সুন্দর অঙ্গ, কোন ছলে প্রকাশিত করে। ২৬।

প্রমত্তং প্রচ্ছন্নং নায়কমতিক্রান্তং চ বীক্ষতে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। নায়ক অনবহিত বা একাকী থাকিলে কিংবা দূরগত হইলে তাহাকে দেখে। ২৭।

পৃষ্টা চ কিঞ্চিৎ সস্মিতমব্যক্তাক্ষরমনবসিতার্থং চ মন্দং মন্দমধোমুখী কথয়তি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে একটু মিচ্কে হাসি হাসিয়া অস্ফুটভাবে অসম্পূর্ণার্থ কথা অধোমুখী হইয়া ধীরে ধীরে বলে। ২৮।

তৎসমীপে চিরং স্থানমভিনন্দতি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। নায়কের নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে ভালবাসে। ২৯।

দূরে স্থিতা পশ্যতু মামিতি মন্যমানা পরিজনং সবদনবিকারমাভাষতে। তং দেশং ন মুঞ্চতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। 'আমাকে দেখুক' মনে করিয়া দূরে থাকিয়া মুখভঙ্গীর সহিত পারিজনের নিকট কথা বলিতে থাকে। সে স্থান ছাড়ে না। ৩০।

অবতরণিকা—সে স্থান না ছাড়িবার কারণ স্বরূপে যাহা করিয়া থাকে, তাহা ৩১শ এবং ৩২শ সূত্রে বলা হইতেছে—

যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্ট্বা বিহসিতং করোতি। তত্র কথামবস্থানার্থমনুবধ্নাতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। যাহা কিছু একটা দেখিয়া বিশেষ হাস্য করে। তথায় অবস্থানের জন্য কথা বাড়াইয়া দেয়। ৩১।

বালস্যাঙ্কগতস্যালিঙ্গনং চুম্বনং চ করোতি। পরিচারিকায়াস্তিলকং চ রচয়তি। পরিজনানবষ্টভ্য তাস্তাশ্চ লীলা দর্শয়তি ॥৩২

অনুবাদ। ক্রোড়াস্থিত বালককে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে। পরিচারিকার তিলক রচনা করিয়া দেয়। পরিজনকে আশ্রয় করিয়া অভিপ্রায়মত হাবভাব প্রদর্শন করে। ৩২।

তন্মিত্রেষু বিশ্বসিতি। বচনং চৈষাং বহু মন্যতে করোতি চ ॥৩৩॥

অনুবাদ। নায়কের মিত্রগণকে বিশ্বাস করে। তাহাদিগের কথা গৌরবের সহিত মানে ও করে। ৩৩।

তৎপরিচারকৈঃ সহ প্রীতিং সঙ্কথাং দ্যূতমিতি চ করোতি ॥৩৪॥

অনুবাদ। নায়কের পরিচারকের সহিত প্রীতিপ্রকাশ ও কথোপকথন দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় আমোদজনক ভাবে করিয়া থাকে। ৩৪।

স্ব-কর্ম্মসু চ প্রভবিষ্ণুরিবৈতান্নিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। নিজের কর্ম্মেও প্রভুর ন্যায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করে। ৩৫

তেষু চ নায়কসঙ্কথামন্যস্তু কথয়ৎস্ববহিতা তাং শৃণোতি ॥ ৩৬॥

অনুবাদ। তাহারা নায়কের গল্প অন্যের নিকট বলিতে থাকিলে, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করে। ৩৬।

ধাত্রেয়িকয়া চোদিতা নায়কস্তোদবসিতং প্রবিশতি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। ধাত্রেয়িকা বলিলে নায়কের গৃহে প্রবেশ করে। ৩৭।

তামন্তরা কৃত্বা তেন সহ দ্যূতং ক্রীড়ামালাপং চাযোজয়িতু-মিচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। ধাত্রেয়িকাকে মধ্যে রাখিয়া নায়কের সহিত দ্যূত, ক্রীড়া ও আলাপ করিতে ইচ্ছা করে। ৩৮।

অনলঙ্কৃতা দর্শনপথং পরিহরতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। অলঙ্কৃত না থাকিলে নায়কের দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করে। ৩৯।

কর্ণপত্রমঙ্গুলীয়কং স্রজং বা তেন যাচিতা সুধীরমেব গাত্রা-দবতার্য্য সখ্যা হস্তে দদাতি। তেন চ দত্তং নিত্যং ধারয়তি॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। কর্ণপত্র, অঙ্গুলীয়ক বা মাল্য নায়ক প্রার্থনা করিলে খুব ধীরে গাত্র হইতে খুলিয়া সখীর হস্তে দেয়। নায়ক যাহা দিয়াছে, তাহা প্রত্যহই ধারণ করে। ৪০।

অন্যবরসঙ্ককথাসু বিষণ্ণা ভবতি। তৎপক্ষৈশ্চ সহ ন সংসৃজ্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। অন্য বরের গল্প উপস্থিত হইলে বিষণ্ণ হয়। অন্য বরের পক্ষ-ভুক্ত লোকের সহিত সংসৃষ্ট হইতে চাহে না। ৪১।

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ—

দৃষ্টৈতান্ ভাবসংযুক্তানাকারানিঙ্গিতানি চ।
কন্যায়াঃ সম্প্রয়োগার্থং তাংস্তান্ যোগান্ বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। এই বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। কন্যার সেই সেই ভাব-সংযুক্ত আকার ও ইঙ্গিত দেখিয়া সম্প্রয়োগের জন্য সেই সেই উপায়ের চিন্তা করিবে। ৪১।

বালক্রীড়নকৈর্ব্বালা কলাভির্যৌবনে স্থিতা।
বৎসলা চাপি সংগ্রাহ্যা বিশ্বাস্যজনসংগ্রহাৎ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসংপ্রযুক্তকে দ্বিতীয়েঽধিকরণে বালোপক্রম ইঙ্গিতাকারসূচনং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

অনুবাদ। বালক্রীড়নক দ্বারা বালাকে, কলাদ্বারা যৌবনস্থিতা তরুণীকে এবং প্রৌঢাকে তাহার বিশ্বাস্য লোকের সংগ্রহ করিয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। ৪৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দর্শিতেঙ্গিতাকারাং কন্যামুপায়তোঽভিযুঞ্জীত॥ ১॥

অনুবাদ। যে কন্যা আকার-ইঙ্গিত প্রদর্শন করিবে, তাহার প্রতি অভি-যোগ অর্থাৎ তাহাকে লাভ করিতে প্রযত্ন করিবে। ১।

দ্যূতে ক্রীড়নকেষু চ বিবদমানঃ সাকারমস্যাঃ পাণিমবলম্বেত॥২॥

অনুবাদ। দ্যূতে ও ক্রীড়নকে কথায় কথায় কলহ বাধাইয়া বিবাহসূচক-ভাবে কন্যার হস্তধারণ করিবে। ২।

ব্যাখ্যা। এমন ভাবে কন্যার হস্ত ধারণ করিবে, তাহাতে যেন কন্যা মনে করে—এই ধরাতেই বিবাহের পাণিগ্রহণ,—তবে ত এক প্রকার আমার বিবাহই হইয়া গেল। ২।

যথোক্তং চ স্পৃষ্টকাদিকমালিঙ্গনবিধিং বিদধ্যাৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যথোক্ত-বিধানে স্পৃষ্টকাদি আলিঙ্গনবিধির অনুষ্ঠান করিবে।৩।

ব্যাখ্যা। স্পৃষ্টকাদি চতুর্বিধ আলিঙ্গন সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ ১ম অধ্যায়ে ৭ম সূত্র হইতে বর্ণিত আছে। ৩।

পত্রচ্ছেদ্যক্রিয়ায়াঞ্চ স্বাভিপ্রায়সূচকং মিথুনমস্যা দর্শয়েৎ ॥৪॥

অনুবাদ। পত্রচ্ছেদ্য ক্রিয়ায় স্বাভিপ্রায়-সূচক হংসাদি মিথুন মুদ্রিত করিয়া দেখাইবে। ৪।

এবমন্যদ্বিরলশো দর্শয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। অন্যান্য বিষয় মধ্যে মধ্যে দর্শন করাইবে। ৫।

জলক্রীড়ায়াং তদ্দূরতোঽপ্সু নিমগ্নঃ সমীপমস্যা গত্বা স্পৃষ্ট্বা চৈনাং তত্রৈবোন্মজ্জেৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। জলক্রীড়াকালে কন্যার দূরে ডুব দিবে, এবং তাহার নিকটে গিয়া স্পর্শ করিয়া সেই স্থানে ভাসিয়া উঠিবে। ৬।

নবপত্রিকাদিষু চ সবিশেষভাবনিবেদনম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। নবপত্রিকাদি দেশীয় ক্রীড়া-কালে সবিশেষ ভাব নিবেদন করিবে। ৭।

আত্মদুঃখস্যানির্ব্বেদেন কথনম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। পুনঃপুনঃ কথনে বিরক্ত না হইয়া নিজদুঃখের কীর্ত্তন করিবে।৮।

স্বপ্নস্য চ ভাব যুক্তস্যান্যাপদেশেন ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। অন্যব্যক্তির ব্যপদেশে ভাবপূর্ণ স্বপ্নের কথা কীর্ত্তন করিবে। ৯।

প্রেক্ষণকে স্বজনসমাজে বা সমীপোপবেশনং। তত্রান্যাপদিষ্টং স্পর্শনম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। প্রেক্ষণক (নাটকাদির অভিনয়দর্শন) স্থানে স্বজনসমাজে বা কন্যার সন্নিকটে উপবেশন করিবে, এবং ছলক্রমে তাহার গাত্র স্পর্শ করিবে। ১০।

অপাশ্রয়ার্থং চ চরণেন চরণস্য পীড়নম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। তাহার অঙ্গে অঙ্গ মিলাইবার জন্য চরণের দ্বারা তাহার চরণ চাপিয়া ধরিবে। ১১।

ততঃ শনকৈরেকৈকামঙ্গুলিমভিস্পৃশেৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। সে কার্য্যে সিদ্ধি ঘটিলে, তখন ধীরে ধীরে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবে। ১২।

পাদাঙ্গুষ্ঠেন চ নখাগ্রাণি ঘট্টয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। পায়ের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা নখাগ্র সঞ্চালিত করিবে। ১৩।

তত্র সিদ্ধিঃ পদাৎ পদমধিকমাকাঙ্ক্ষেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। তাহাতে সিদ্ধি ঘটিলে ক্রমে ক্রমে অন্যাঙ্গের স্পর্শ আকাঙ্ক্ষা করিবে। ১৪।

ক্ষান্ত্যর্থঞ্চ তদেবাভ্যসেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। ক্রমে সহ্য করাইবার জন্য পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের পুনরবতারণা করিবে। ১৫।

পাদশৌচে পাদাঙ্গুলিসন্দংশেন তদঙ্গুলিপীড়নম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। যদি পদ ধৌত করিয়া দেয়, তবে পদাঙ্গুলি সন্দংশন (সাঁড়াশির মত করিয়া) দ্বারা তদীয় অঙ্গুলির পীড়ন করিবে। ১৬।

দ্রব্যস্য সমর্পণে প্রতিগ্রহে বা তদ্গতো বিকারঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। কোনও দ্রব্য দিবার সময় বা লইবার সময় তদ্গত বিকার-ভাব দেখাইবে। ১৭।

আচমনান্তে চোদকেনাসেকঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। নায়িকা যদি আচমনের জল দেয়, তবে কুলকুচি দ্বারা জল ছিটাইয়া দিবে। ১৮।

বিজনে তমসি চ দ্বন্দ্বমাসীনঃ ক্ষান্তিং কুর্ব্বীত সমানদেশ-শয্যায়াং চ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। বিজনস্থানে বা অন্ধকার স্থানে বসিয়া দুইজনে ধৈর্য্য সহকারে ভাবপ্রকাশ করিবে। একস্থানে শয্যা হইলেও ঐরূপ ধৈর্য্য দেখাইবে। ১৯।

তত্র যথার্থমনুদ্বেজয়তো ভাবনিবেদনম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সেইস্থলে বসিয়া নায়িকার উত্তেজনা বা বিরক্তি না ঘটে, এমত প্রকারে ভাব জ্ঞাপন করিবে। ২০।

বিবিক্তে চ কিঞ্চিদস্তি কথয়িতব্যমিত্যুক্ত্বা নির্ব্বাচনং ভাবং চ তত্রোপলক্ষয়েৎ। যথা পারদারিকে বক্ষ্যামঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। নির্জনে কিছু বলিবার আছে—এই কথা বলিয়া বচন-বিন্যাসে নায়িকার নির্ব্বাচন ও ভাব, যেমন পারদারিকে বলিব, সেই অনুসারে উপলক্ষিত করিবে। ২১।

বিদিতভাবস্তু ব্যাধিমপদিশ্যৈনাং বার্ত্তাগ্রহণার্থং স্বমুদবসিত-মানয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্যাধির ছল করিয়া সংবাদ লইবার জন্য নিজের গৃহে তাহাকে (নায়িকাকে) আনাইবে। ২২।

আগতায়াশ্চ শিরঃপীড়নে নিয়োগঃ। পাণিমালম্ব্য চাস্যাঃ সাকারং নয়নয়োর্ল্ললাটে চ নিদধ্যাৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। নায়িকা আসিলে 'মাথা কামড়াইতেছে, মাথা টেপ' বলিয়া

শিরঃপীড়নে নিয়োগ করিবে। তাহার হাত লইয়া নয়নদ্বয়ে ও ললাটে স্থাপন করিবে ; তাহাতে যেন তাহার মনোগত ভাব প্রকাশ পায়। ২৩।

ঔষধাপদেশার্থং চাস্যাঃ কর্ম্ম বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২৪ ॥

ত্বয়ৈবেদং কর্ত্তব্যং নহ্যেতদৃতে কন্যায়া অন্যেন কার্য্যমিতি গচ্ছন্তীং পুনরাগমনানুবন্ধমেনাং বিসৃজেৎ ॥ ২৫ ॥

অস্য চ যোগস্য ত্রিরাত্রং ত্রিসন্ধ্যং চ প্রযুক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। ঔষধের ছলে নায়িকার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবে। যথা—ঔষধপ্রদান কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে, কারণ ইহা কুমারী ব্যতীত অন্যের কার্য্য নহে। কন্যা যাইতে চাহিলে পুনর্ব্বার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিদায় দিবে। তাহার কারণ বলিবে—এই যে ঔষধ বা মুষ্টিযোগ ইহা তিন দিন ত্রিসন্ধ্যায় প্রয়োগ করিতে হয়। ২৪—২৬।

অভীক্ষ্ণদর্শনার্থনাগতায়াশ্চ গোষ্ঠীং বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। নায়িকা আগমন করিলে কলা বা আখ্যায়িকার বিস্তার যাহাতে হয় তাহা করিবে। ২৭।

অন্যাভিরপি সহ বিশ্বসনার্থমধিকমধিকং চাভিযুঞ্জীত ন তু বাচা নির্ব্বদেৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। নায়িকার বিশ্বাসার্থ অন্যান্য কামিনীগণের সহিত অধিক অধিক রূপে মিলিত হইবে, কিন্তু স্বয়ং অধিক বাক্য প্রয়োগ করিবে না। ২৮।

ব্যাখ্যা। নায়কের পীড়া মিথ্যা নহে, অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে আসিতেছে এবং অন্য স্ত্রীলোক যখন দেখিতে আসিতেছে, তখন আসায় আমারও দোষ নাই। এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ২৮শ সূত্রের বিধান। ২৮।

দূরগতভাবোঽপি হি কন্যাসু ন নির্ব্বেদেন সিধ্যতীতি ঘোটকমুখঃ ॥ ২৯ ॥

ঘোটকমুখ বলেন,—অনেক দূর অগ্রসর হইলেও বৈরাগ্যবশত খেদ প্রাপ্ত হইয়া আর অগ্রসর না হইলে পাত্রীপক্ষে সিদ্ধলাভ হয় না। ২৯।

যদা তু বহুসিদ্ধাং মন্যেত তদৈবোপক্রমেত ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। যখন বুঝিবে অনেকটা সিদ্ধি হইয়াছে, তখনই উপক্রম করিবে। ৩০।

প্রদোষে নিশি তমসি চ যোষিতো মন্দসাধ্বসাঃ সুরতব্যবসায়িন্যো রাগবত্যশ্চ ভবন্তি। ন চ পুরুষং প্রত্যাচক্ষতে। তস্মাত্তৎকালং প্রযোজয়িতব্যা ইতি প্রায়োবাদঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। প্রদোষে, রাত্রে ও অন্ধকারে রমণীগণ তত ভয় করে না। সেই সময়ে তাহারা অভিসারিকা ও রাগবতী হয়। তখন পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করে না, অতএব সেই সময়েই নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য যত্ন করিতে হয়। ইহা প্রায়িক —সার্ব্বত্রিক নহে। ৩১।

একপুরুষাভিযোগানাং ত্বসম্ভবে গৃহীতার্থয়া ধাত্রেয়িকয়া সখ্যা বা তস্যামন্তর্ভূতয়া তমর্থমনির্ব্বদন্ত্যা সহৈনামঙ্কমানায়য়েৎ। ততো যথোক্তমভিযুঞ্জীত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। একাকী নায়কের পক্ষে যেস্থলে কন্যার অভিযোগ অসম্ভব হইবে, সেস্থলে নায়িকাকে নিকটে আনাইবে। তাহার পর (২য় সূঃ প্রভৃতি স্থলে) কথিতরূপে নায়কের অভিপ্রায়জ্ঞা নায়িকার অন্তরঙ্গ ধাত্রীদুহিতা বা সখী দ্বারা ছলক্রমে অভিযোগ প্রয়োগ করিবে। ৩২।

স্বাং বা পরিচারিকামাদাবেব সখীত্বেনাস্যাঃ প্রণিদধ্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। অথবা প্রথমেই (অর্থাৎ নায়িকা যখন নায়কের মনোভাবাদি কিছুই জানে না, তখন) নিজের পরিচারিকাকে নায়িকার সখীত্বে নিযুক্ত করিবে। ৩৩।

যজ্ঞে বিবাহে যাত্রায়ামুৎসবে ব্যসনে প্রেক্ষণকব্যাপৃতে জনে তত্র তত্র চ দৃষ্টেঙ্গিতাকারাং পরীক্ষিতভাবামেকাকিনীমুপক্রমেত ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। যজ্ঞস্থলে, বিবাহে, যাত্রায়, উৎসবে, ব্যসনে বা অভিনয়াদি দর্শনে ব্যাপৃত জনসঙ্ঘস্থলে, যাহার পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গিতাকার দেখা গিয়াছে এবং যাহার ভাব পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাকে একাকিনী অবস্থায় পাইলে 'উপক্রম' করিবে। ৩৪।

ন হি দৃষ্টভাবা যোষিতো দেশে কালে চ প্রযুজ্যমানা ব্যাবর্ত্তন্ত ইতি বাৎস্যায়নঃ। ইত্যেকপুরুষাভিযোগাঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। যে সকল রমণীর ভাব উপলব্ধ হইয়াছে, তাহারা দেশ ও কাল অনুসারে প্রযুজ্যমান হইলে কখনই ব্যাবর্ত্তিত হয় না। বাৎস্যায়ন এই কথা বলেন। এই পর্য্যন্ত একপুরুষাভিযোগ প্রকরণ। ৩৫।

মন্দাপদেশা গুণবত্যপি কন্যা ধনহীনা কুলীনাপি সমানৈরযাচ্যমানা মাতাপিতৃবিযুক্তা বা জ্ঞাতিকুলবর্ত্তিনী বা প্রাপ্তযৌবনা পাণিগ্রহণং স্বয়মভীপ্সেত ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। কন্যার যদি কেহ না থাকে, কিংবা গুণবতী হইলেও যদি কেহ তাহাকে প্রদান করিতে না চায়, অথবা কুলীনা হইলেও ধনহীনা বলিয়া সমান-ব্যক্তি বরণ করিতে না চায়, মাতাপিতৃহীনা বলিয়া জ্ঞাতিকুলে পালিতা; কিন্তু প্রদত্তা হয় নাই। সে অবস্থায় কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং পাণিগ্রহণে অভিলাষিণী হইবে। ৩৬।

ব্যাখ্যা। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার কারণে যৌবন-বিবাহ সংঘটিত হইত। কুলের দোষ, দারিদ্র্য, পিতা-মাতার অভাব—সাধারণতঃ এই তিন কারণেই তখন যৌবন-বিবাহ হইত; আর অন্যত্র বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল, কারে সেই বাল্যাবস্থারও বিভাগ ছিল। ৩৬।

সা তু গুণবন্তং শক্তং সুদর্শনং বালপ্রীত্যাভিযোজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। গুণবান্, যুদ্ধাদিতে সক্ষম, প্রিয়দর্শন এবং বাল্যকাল হইতে যাহার সহিত প্রীতিভাব আছে, তাদৃশ নায়ককে কন্যা স্বয়ং বরণ করিবে। ৩৭।

ব্যাখ্যা। যে গুণবান্ যুদ্ধাদি-সমর্থ সুরূপ নায়ক বাল্যপ্রণয়ের জন্য স্বয়ংবর প্রার্থিনী কুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না, বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাকেই বরণ করিবে। ৩৭।

যং বা মন্যেত মাতাপিত্রোরসমীক্ষয়া স্বয়মপ্যয়মিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যা-ন্ময়ি প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি প্রিয়হিতোপচারৈরভীক্ষ্ণসন্দর্শনেন চ তমাবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। অথবা যাহাকে মনে করিবে যে, এ ব্যক্তি মাতাপিতার মত না লইয়াও ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ নিজেই আমাতে প্রবর্ত্তিত হইবে; তাহাকে প্রিয় ও হিতকর উপচারে ও বারংবার সন্দর্শন দিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবে। ৩৮।

মাতা চৈনাং সখীভির্ধাত্রেয়িকাভিশ্চ সহ তদভি ং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৯॥

অনুবাদ। ইহার মাতা ইহাকে সখী ও ধাত্রেয়িকার সহিত তাহার (নায়কের) অভিমুখী করিবে। ৩৯।

অবতরণিকা। স্বয়ং-বরার্থিনী কুমারীর কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে,—

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে ৩৬শ সূত্রে যে তিন প্রকার কন্যার যৌবনে স্বয়ংবরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাতৃহীনাও আছে, কিন্তু সকলেই যে মাতৃহীনা এমন নহে। যে কন্যার মাতা জীবিত আছে, অথচ কন্যার বাল্যবিবাহ হয় নাই, সে স্বয়ংবরাভিলাষিণী কন্যার অভিপ্রায় অনুসারে পাত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। মাতা জীবিত না থাকিলে মাতৃস্থানীয়া কোন রমণী ঐরূপ কার্য্য করিবে। ৩৯।

পুষ্পগন্ধতাম্বুলহস্তায়া বিজনে বিকালে চ তদুপস্থানম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। পুষ্প, গন্ধ ও তাম্বুল হস্তে লইয়া বিজনে এবং বিকালে নায়ক সমীপে গমন। ৪০।

কলাকৌশলপ্রকাশনে বা সংবাহনে শিরসঃ পীড়নে চৌচিত্য-দর্শনম্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। কলাকৌশল-প্রকাশ, সংবাহন বা শিরঃপীড়নে যথোচিত কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিবে। ৪১।

প্রয়োজ্যস্য সাত্ম্যযুক্তাঃ কথাযোগাঃ। বালায়ামুপক্রমেষু যথোক্ত-মাচরেৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। প্রযোজ্য নায়কের অভিপ্রায়ানুযায়ী কথাযোগ কর্ত্তব্য। বালাতে নায়কের উপক্রম-বিষয়ে যেরূপ কথিত হইয়াছে (এস্থলেও) নায়িকা সেইরূপ আচরণ করিবে। ৪২।

ন চৈবাত্তরাগাপি পুরুষবৎ স্বয়মভিযুঞ্জীত। স্বয়মভিযোগিনী হি যুবতিঃ সৌভাগ্যং জহাতীত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। নায়িকা বিবাহার্থ অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেও পুরুষের ন্যায় আপনা হইতে প্রবর্ত্তিত করিবে না। নিজে স্পষ্ট ভাবে প্রবর্ত্তিত করিলে সে নায়িকা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যহীনা হয়। এই কথা আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। ৪৩।

তৎপ্রযুক্তানামভিযোগানামানুলোম্যেন গ্রহণম্ ॥ ৪৪ ॥ অঙ্গ-পরিষ্বক্তা চ ন বিকৃতিং ভজেৎ ॥ ৪৫ ॥ শ্লক্ষ্ণমাকারমজানন্তীব প্রতি-গৃহ্নীয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ বদনগ্রহণে বলাৎকারঃ ॥ ৪৭ ॥ রতিভাবনা-মভ্যর্থ্যমানায়াঃ কৃচ্ছ্রাদ্ গুহ্যসংস্পর্শনম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকা। তৎপ্রযুক্তানামিতি। নায়কানামভিযোগানাম্। আনুলোম্যেন যেন

ন বিমুখীভবতি। আভ্যন্তরমধিকৃত্যাহ,—পরিষক্তেতি। ন বিকৃতিমিতি। মা ভ্রাসীন্নায়কো মামুদ্বিগ্নামিতি হেতোরিত্যর্থঃ। আকারমিতি। নায়কস্য ভাব-সূচকমাকারং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ। ন প্রত্যাচক্ষীত। তত্রাপি শ্লক্ষ্ণমস্ফুটম্। ক্রিয়া-বিশেষণমেতৎ। অজানতীবেতি ধার্ষ্ট্যপরিহারার্থম্। বলাৎকার ইতি। তথা কার্য্যং, যথা হঠাদ্বদনং গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। রতিভাবনামিতি। আত্মনো ব্যুৎপাদং নায়কেন যদা সাভ্যর্থ্যতে, স্বগুহে তৎপাণিন্যাসেন, তদা কৃচ্ছ্রান্নায়কগুহ্য-স্পর্শনম্। ৪৪—৪৮।

অভ্যর্থিতাপি নাতিবিবৃতা স্বয়ং স্যাদনিশ্চয়কালাৎ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। ভবিতব্যতার নির্ণয় হয় না বলিয়া অভ্যর্থিতা হইলেও নায়িকা নিজে স্পষ্ট কথায় অভিলাষ প্রকাশ করিবে না। ৪৯।

যদা তু মন্যেতানুরক্তো ময়ি ন ব্যাবর্ত্তিষ্যত ইতি তদৈবৈনমভি-যুঞ্জানং বালভাবমোক্ষায় ত্বরয়েৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। তাহার পর যখন মনে করিবে যে, নায়ক একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে,—এ অনুরাগ আর নিষ্ফল হইবে না,—তখনই অভিযোগোদ্যত নায়ককে গান্ধর্ব্ব বিবাহে ত্বরান্বিত করিবে। ৫০।

বিমুক্তকন্যাভাবা চ বিশ্বাস্যেষু প্রকাশয়েৎ। ইতি প্রযো-জ্যস্যোপাবর্ত্তনম্ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। এইরূপে কন্যাভাব বিমুক্ত হইলে, তাহা বিশ্বাস্যবর্গের নিকট প্রকাশ করিবে। ইহাই প্রযোজ্যের উপাবর্ত্তন। ৫১।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

কন্যাভিযুজ্যমানা তু যং মন্যেতাশ্রয়ং সুখম্।
অনুকূলঞ্চ বশ্যঞ্চ তস্য কুর্য্যাৎ পরিগ্রহম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। অভিযুজ্যমানা কন্যা যাহাকে সুখকর, অনুকূল, বশ্য ও আশ্রয়-যোগ্য জানিবে, তাহাকেই গ্রহণ করিবে। ৫২।

অনপেক্ষ্য গুণান্ যত্র রূপমৌচিত্যমেব চ।
কুর্ব্বীত ধনলোভেন পতিং সাপত্নকেষ্বপি ॥ ৫৩ ॥
তত্র যুক্তগুণং বশ্যং শক্তং বলবদর্থিনম্।
উপায়ৈরভিযুঞ্জানং কন্যা ন প্রতিলোময়েৎ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। যেখানে রূপ, গুণ এবং আভিজাত্যের অপেক্ষা না করিয়া বহু সপত্নীসত্ত্বেও ধনলোভে পতিত্বে বরণ করার প্রথা আছে, সেই স্বয়ংবরেও কুমারী নিতান্ত নির্গুণ না হয়, বশীভূত হয়—এমন সমর্থ অত্যন্ত প্রার্থী এবং উপায় দ্বারা অভিযোগে প্রবৃত্ত নায়ককে ত্যাগ করিবে না। ৫৩। ৫৪।

বরং বশ্যো দরিদ্রোঽপি নির্গুণোঽপ্যাত্মধারণঃ।
গুণৈর্যুক্তোঽপি ন ত্বেবং বহুসাধারণঃ পতিঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। নির্গুণ, দরিদ্র পাত্র যদি বশ্য এবং অনন্যসাধারণ হয় তবে সে পতিও বরং ভাল; কিন্তু বহুগুণযুক্ত হইয়াও বহু-সাধারণ পতি তত প্রিয়কর হইবে না। ৫৫।

ব্যাখ্যা। বহু-সাধারণ বহু রমণীর নায়ক। ৫৫।

প্রায়েণ ধনিনাং দারা বহবো নিরবগ্রহাঃ।
বাহ্যে সত্যুপভোগেঽপি নির্ব্বিস্রম্ভা বহিঃসুখাঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। ধনীদিগের প্রায়ই বহু পত্নী হয় এবং তাহারা প্রায়ই স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তাহাদিগের ভার্য্যাগণ বাহ্য উপভোগে সুখী থাকে, কিন্তু বাহিরে তাহাদিগকে সুখী বলিয়া মনে হইলেও অন্তরে শান্তিহীনা। ৫৬।

নীচো যস্ত্বভিযুঞ্জীত পুরুষঃ পলিতোঽপি বা।
বিদেশগতিশীলশ্চ ন স সংযোগমর্হতি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি নীচজাতীয় বা বৃদ্ধ অথবা চিরপ্রবাসী, সে অভিযোগ করিলেও কন্যার পক্ষে সংসর্গযোগ্য নহে। ৫৭।

যদৃচ্ছয়াভিযুক্তো যো দম্ভদ্যূতাদিকোঽপি বা।
সপত্নীকশ্চ সাপত্যো ন স সংযোগমর্হতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ। যে পুরুষ যাদৃচ্ছিক অভিযোগশীল, যে কপটী কিম্বা দ্যূতে আসক্ত, যাহার অন্য স্ত্রী আছে, অথবা পুত্রবান্,—কদাচ তাহাতে প্রণয় স্থাপন কর্ত্তব্য নহে। ৫৮।

ব্যাখ্যা। বলপ্রয়োগে স্ত্রীসংগ্রহে যাহার দ্বৈধ নাই, সেই ব্যক্তিই যাদৃচ্ছিক অভিযোগশীল। ৫৮।

গুণসাম্যেঽভিযোক্তৄণামেকো বরয়িতা বরঃ।
তত্রাভিযোক্তরি শ্রৈষ্ঠ্যমনুরাগাত্মকো হি সঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসম্প্রযুক্তকে দ্বিতীয়েঽধিকরণে
একপুরুষাভিযোগশ্চ অভিযোগতশ্চ কন্যায়াঃ
প্রতিপত্তিশ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। যদি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী সকলেই সমান গুণ বিশিষ্ট হয়, তবে তাহার মধ্যে যাহাতে পতিবুদ্ধি হইবে, সেই বরণের উপযুক্ত; সেই যে অভি-যোক্তা বর, সেই শ্রেষ্ঠ, কারণ অনুরাগ তাহাতেই সমর্পিত। ৫৯।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

প্রাচুর্য্যেণ কন্যায়া বিবিক্তদর্শনস্থালাভে ধাত্রেয়িকাং প্রিয়-হিতাভ্যামুপগৃহ্যোপসর্পেৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। নির্জ্জন স্থানে কন্যার অধিক দর্শন না পাইলে প্রিয়কর ও হিত উপচার দ্বারা ধাত্রেয়িকাকে হস্তগত করিয়া তাহার নিকটে প্রেরণ করিবে। ১।

সা চৈনামবিদিতা নাম নায়কস্য ভূত্বা তদ্গুণৈরনুরঞ্জয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। কন্যার ধাত্রেয়িকা নায়কের নিকট হইতে গিয়াছে—তাহা প্রকাশ না করিয়া নায়কের গুণবর্ণনা দ্বারা নায়িকাকে অনুরঞ্জিত করিবে। ২।

তস্যাশ্চ রুচ্যান্নায়কগুণান্ ভূয়িষ্ঠমুপবর্ণয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যাহা নায়িকার অত্যন্ত রুচিকর, সেই সকল নায়কগুণ তাহার নিকট বহুল ভাবে বর্ণন করিবে। ৩।

অন্যেষাং বরয়িতৄণাং দোষানভিপ্রায়বিরুদ্ধান্ প্রতিপাদয়েৎ। মাতাপিত্রোশ্চ গুণানভিজ্ঞতাং লুব্ধতাং চ চপলতাং চ বান্ধবানাম্ ॥৪

অনুবাদ। আর অন্যান্য বরে যে সকল দোষ নায়িকার অপ্রীতিকর, তাহা নায়িকার নিকট প্রতিপন্ন করিবে। মাতা ও পিতার গুণে অনভিজ্ঞতা ও অর্থে লোভ এবং বান্ধবগণের চপলতা প্রতিপন্ন করিবে। ৪।

ব্যাখ্যা। মাতা পিতা গুণজ্ঞ হইলে অন্য বরের হস্তে কন্যা সম্প্রদানে ইচ্ছা করিতেন না, এই বরকেই পছন্দ করিতেন। অর্থলোভেই অন্য বরে দিবার কল্পনা করিতেছেন। আর স্বজনেরাও স্থিরমতি নহেন, বিবেচনা না করিয়াই সেই পক্ষে সম্মতি দিতেছেন। এইরূপ বুঝাইবে। ৪।

যশ্চান্যা অপি সমানজাতীয়াঃ কন্যাঃ শকুন্তলাদ্যাঃ স্ববুদ্ধ্যা ভর্ত্তারং প্রাপ্য সম্প্রযুক্তা মোদন্তে স্ম তাশ্চাস্যা নিদর্শয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। আর অন্য যে সকল সমানজাতীয় শকুন্তলা প্রভৃতি কন্যাগণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে পতিকে প্রাপ্ত ও তৎসহ সম্মিলিত হইয়া আনন্দভোগ করিয়াছিলেন, সেই সকল কন্যা ইহাকে নিদর্শনরূপে দেখাইবে। ৫।

মহাকুলেষু সাপত্নকৈর্ব্বাধ্যমানা বিদ্বিষ্টা দুঃখিতাঃ পরিত্যক্তাশ্চ দৃশ্যন্তে। আয়তিং চাস্য বর্ণয়েৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। (আরও বলিবে)—মাতা পিতা হয়ত মহাকুলে দান করিতে পারেন; কিন্তু তথায় সপত্নীগণের কৌশলে স্বামীর বিদ্বিষ্ট এবং দুঃখিত হইয়া পরিশেষে পরিত্যক্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র পত্নী হইলে তাহার পরিণাম বর্ণনা করিবে। ৬।

সুখমনুপহতমেকচারিতায়াং নায়িকানুরাগং চ বর্ণয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। একচারিতায় অবিচ্ছিন্ন সুখ ও নায়িকার প্রতি অনুরাগ বর্ণনা করিবে। ৭।

সমনোরথায়াশ্চাস্যা অপায়ং সাধ্বসং ব্রীড়াং চ হেতুভি-রবচ্ছিন্দ্যাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যখন বুঝিবে নায়িকার মনে অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন তাহার (এই পাত্রে আত্মসমর্পণে) আনষ্টাশঙ্কা, ভয় ও লজ্জা যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিবে।৮।

দূতীকল্পং স সকলমাচরেৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। দূতীর কর্ত্তব্য (পারদারিক অধিকরণে যাহা বর্ণিত হইবে) সমস্তই আচরণ করিবে। ৯।

ত্বামজানতীমিব নায়কো বলাদ্‌গ্রহীষ্যতীতি তথা সুপরিগৃহীতং স্যাদিতি যোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। তুমি যেন কিছু জান না, এইরূপ করিয়া থাকিবে, নায়কই তোমাকে বলপূর্ব্বক নিজের যত্নে গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে সেইরূপ বিবাহে তোমার আর কোন দোষ থাকিবে না; এইরূপে কন্যার প্রবৃত্তি লওয়াইবে।১০।

প্রতিপন্নামভিপ্রেতাবকাশবর্ত্তিনীং নায়কঃ শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নি-মানায্য কুশানাস্তীর্য্য যথাস্মৃতি হুত্বা চ ত্রিঃ পরিক্রমেৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। নায়িকার মত হইলে, নায়ক কোনও একটি অভিপ্রেত স্থানে তাহাকে রাখিয়া কোনও শ্রোত্রিয়ের বাটি হইতে সংস্কৃত অগ্নি আনয়নপূর্ব্বক কুশ আস্তৃত করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধানানুসারে হোমান্তে সেই নায়িকাকে লইয়া অগ্নিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। ১১।

ততো মাতরি পিতরি চ প্রকাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। তার পর (কন্যার) মাতাকে ও পিতাকে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা জানাইবে। ১২।

অগ্নিসাক্ষিকা হি বিবাহা ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যাচার্য্যসময়ঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। অগ্নিসাক্ষিক বিবাহ আর নিবর্ত্তিত হয় না, ইহা আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। ১৩।

দূষয়িত্বা চৈনাং শনৈঃ স্বজনে প্রকাশয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। বিবাহানন্তর কন্যার সহিত দাম্পত্য ব্যবহার করিয়া ক্রমে তাহার জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রকাশ করিবে। ১৪।

তদ্বান্ধবাশ্চ যথা কুলস্যাঘং পরিহরন্তো দণ্ডভয়াচ্চ তস্মা এবৈনাং দদ্যুস্তথা যোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। আর যাহা হইলে নায়িকার বান্ধবগণ কুলের দোষ পরিহারার্থ এবং রাজদণ্ডভয়ের জন্য তাহাকেই এ নায়ককরে অর্পণ করে, সেইরূপ যোগা-যোগ করিবে। ১৫।

অনন্তরং চ প্রীত্যুপগ্রহণে রাগেণ তদ্বান্ধবান্‌ প্রীণয়েদিতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। তারপর প্রীতিপূর্ব্বক উপহার প্রদান ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া নায়িকার বান্ধবদিগকে প্রীত করিবে। ১৬।

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বা চেষ্টেত ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। অথবা গান্ধর্ব্ববিধানানুসারেই বিবাহের চেষ্টা করিবে। ১৭।

অপ্রতিপদ্যমানায়ামন্তশ্চারিণীমস্যাং কুলপ্রমদাং পূর্ব্বসংসৃষ্টাং প্রীয়মাণাং চোপগৃহ্য তয়া সহ বিষহ্যমবকাশমেনামন্যকার্য্যাপদেশে-নানায়য়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। নায়িকার অমত যদি হয়, তবে তাহার কোন অন্তরঙ্গ নায়কের পূর্ব্বপরিচিত প্রীতিমতী কুলাঙ্গনাকে অর্থাদি দ্বারা বশীভূত করিয়া, তদ্দ্বারা নায়িকাকে অন্য কার্য্যের ছলে উপযুক্ত স্থানে আনাইবে। ১৮।

ততঃ শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিমিতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। তারপর শ্রোত্রিয়ের বাটী হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিবাহ করিয়া ফেলিবে। ১৯।

আসন্নে চ বিবাহে মাতরমস্যাস্তদভিমতান্যবরদোষৈরনুশয়ং গ্রাহয়েৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। অথবা সেই কন্যার অন্যবরে বিবাহ অচিরকাল মধ্যে সম্পন্ন হইবে, এইরূপ যদি বুঝে, তাহা হইলে সেই অভিমত বরপাত্রের দোষ কন্যার মাতার নিকটে এমন ভাবে বর্ণনা করিবে, যাহাতে তাহার অনুতাপ উপস্থিত হয়। ২০।

ততস্তদনুমতেন প্রাতিবেশ্যাভবনে নিশি নায়কমানায্য শ্রোত্রিয়া-গারাদগ্নিমিতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। তারপর মাতার অভিপ্রায় হইলে, রাত্রে প্রতিবেশিনীর গৃহে নায়ককে আনাইয়া শ্রোত্রিয়গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করত পূর্ব্ববৎ বিবাহ সম্পাদন করাইবে। ২১।

ভ্রাতরমস্যা বা সমানবয়সং বেশ্যাসু পরস্ত্রীষু বা প্রসক্তমত্যন্ত-করেণ সাহায্যদানেন প্রিয়োপগ্রহৈশ্চ সুদীর্ঘকালমনুরঞ্জয়েৎ। অন্তে চ স্বাভিপ্রায়ং গ্রাহয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। পরস্ত্রী বা বেশ্যাতে আসক্ত নিজের সমানবয়স্ক নায়িক : ভ্রাতাকে দুর্লভ সাহায্য দান ও প্রিয়তর দ্রব্যোপহারাদি দ্বারা দীর্ঘকাল অনুরাঞ্জত করিবে ; শেষে নিজাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। ২২।

প্রায়েণ হি যুবানঃ সমানশীলব্যসনবয়সাং বয়স্যানামর্থে জীবিতমপি ত্যজন্তি। ততস্তেনৈবান্যকার্য্যাত্তামানায়য়েৎ। বিষহ্যমব *-কাশমিতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। সমানশীল, সমানব্যসন এবং সমান বয়স্ক বন্ধুগণের জন্য যুবকগণ প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। অতএব তদ্দ্বারা অন্য কার্য্যাবাপদেশে কন্যাকে আনাইয়া শ্রোত্রিয়াগ্নি আদির সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ববৎ বিধানে বিবাহ দিবে। ২৩।

অষ্টমীচন্দ্রিকাদিকেষু চ ধাত্রেয়িকা মদনীয়মেনাং পায়য়িত্বা কিঞ্চিদাত্মনঃ কার্য্যমুদ্দিশ্য নায়কস্য বিষহ্যং দেশমানয়েৎ ॥ ২৪ ॥

তত্রৈনাং মদাৎ সংজ্ঞামপ্রতিপাদ্যমানাং দূষয়িত্বেতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ২৫ ॥

অষ্টমীচন্দ্রিকাদিষ্বিতি। অষ্টমীচন্দ্রিকাদিষু তত্র দিবসমুপোষ্য পূজাপুরঃসরং রাত্রিজাগরণমাচন্দ্রোদয়ম্। অনন্তরং তাং ধাত্রেয়িকা নায়কপ্রসক্তা মদনীয়ং সুরাদিকং পায়য়িত্বা। কিঞ্চিদাত্মনঃ কার্য্যমিতি। অঙ্গুলীয়কং বিস্মৃত্যাগতাস্মি তত্র গচ্ছেত্যপদিশ্যানয়েদিত্যর্থঃ তত্রোক্ত বিষহ্যদেশে। সংজ্ঞাং চেতনাম্। দূষয়িত্বা চৈনাং শনৈঃ স্বজনেষু প্রকাশয়েৎ। তদ্বান্ধবাশ্চেতরাদি পূর্ব্ববৎ। ইত্যেবং প্রকারঃ ॥ ২৪। ২৫ ॥

সুপ্তাং চৈকচারিণীং ধাত্রেয়িকাং বারয়িত্বা সংজ্ঞামপ্রতিপদ্যমানাং দূষয়িত্বেতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ২৬ ॥

* বিষহ্যং সাবকাশমিতি পাঠান্তরে অষ্টাদশসূত্রেঽপি বিষহ্যং সাবকাশমিতি পাঠঃ

সুপ্তাং চৈকচারিণীমিতি। অক্ষসুপ্তেতি দ্বিতীয়ঃ। অত্রাগ্ন্যাহরণাদিকং নাস্তি, অধর্ম্মত্বাদিতি ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। এই দুই সূত্রে পৈশাচ বিবাহের বর্ণনা আছে। মনু বলিয়াছেন—"সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি। স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাধমোঽষ্টমঃ ॥" অত্যন্ত প্রবৃত্তি বশে এই পৈশাচ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত নিন্দিত। ২৪—২৬।

গ্রামান্তরমুদ্যানং বা গচ্ছন্তীং বিদিত্বা সুসম্ভৃতসহায়ো নায়কস্তদা রক্ষিণো বিত্রাস্য হত্বা বা কন্যামপহরেৎ। ইতি বিবাহযোগাঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। নায়িকা গ্রামান্তরে বা উদ্যানে গমন করিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া সহায়সম্পন্ন নায়ক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার রক্ষীদিগকে ভয়প্রদর্শন বা প্রহার করত কন্যাকে অপহরণ করিবে। এই স্থানে বিবাহযোগ সমাপ্ত হইল। ২৭।

ব্যাখ্যা। এই ২৭শ সূত্রে কথিত বিবাহ মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে রাক্ষস-বিবাহ নামে কথিত। মূলে যে 'হত্বা' আছে, তাহার 'প্রহার করিয়া' এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে। সেই প্রহার স্থলবিশেষে প্রাণান্তকরও হইতে পারে। রাক্ষস-বিবাহে অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হয়, সুকুমার-কলাপ্রধান কামশাস্ত্রে ইহার সর্ব্বনিম্নে নির্দ্দেশ হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বীরগণের এই বিবাহ প্রশস্ত, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের মত। ২৭।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ প্রধানং স্যাদ্বিবাহো ধর্ম্মতঃ স্থিতেঃ।
পূর্ব্বাভাবে ততঃ কার্য্যো যো য উত্তর উত্তরঃ ॥ ২৮

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে,—ধর্ম্মমর্য্যাদা অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবাহ প্রধান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবাহ করিতে অক্ষম হইলে পর পর উল্লিখিত বিবাহ করণীয়। ২৮।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবাহ—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ ও দৈব এই চারিটী বিবাহ ধর্ম্ম্য; ইহা যৌবন-বিবাহ নহে। (২য় অধিকরণ ১ অঃ ২১ সূঃ) পরবর্ত্তী যে বিবাহ, তাহা ধর্ম্মমর্য্যাদা অনুসারে হয় না, এই ভাবই এই শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে। এইজন্য সে সকল বিবাহ যুবতী কন্যার সহিত হইয়া থাকে। ২৮।

ব্যূঢ়ানাং হি বিবাহানামনুরাগঃ ফলং যতঃ ।
মধ্যমোঽপি হি সদ্‌যোগো গান্ধর্ব্বস্তেন পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। সমস্ত বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ মধ্যম হইলেও অনুরাগাত্মক বলিয়া প্রবৃত্তিপরতন্ত্রগণের ইহা আদৃত; কারণ সকল বিবাহেই অনুরাগ ফলস্বরূপ। ২৯।

সুখত্বাদবহুক্লেশাদপি চাবরণাদিহ ।
অনুরাগাত্মকত্বাচ্চ গান্ধর্ব্বঃ প্রবরো মতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসম্প্রযুক্তকে দ্বিতীয়েঽধিকরণে বিবাহযোগাঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। এ সংসারে গান্ধর্ব্ববিবাহ সুখের কারণ—ইহাতে সম্বন্ধ করিবার আয়াস সহ্য করিতে হয় না, অনুরাগভরেই এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে; কাজেই কদর্পপরতন্ত্রদিগের পক্ষে গান্ধর্ব্ববিবাহ শ্রেষ্ঠ। ৩০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

দ্বিতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভার্য্যাধিকারিকাখ্যং

তৃতীয়মধিকরণম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

ভার্য্যৈকচারিণী গূঢ়বিশ্রব্ধা দেববৎ পতিমানুকূল্যেন বর্ত্তেত ॥১॥

অনুবাদ। একচারিণী ভার্য্যা প্রগাঢ় বিশ্বাসিনী হইয়া পতিকে দেবতা-জ্ঞানে তাঁহার অনুকূল বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিবে। ১।

তন্মতেন কুটুম্বচিন্তামাত্মনি সন্নিবেশয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। স্বামীর মতানুসারে ভার্য্যা তাঁহার সংসারচিন্তা নিজের অধীন করিবে। ২।

বেশ্ম চ শুচি সুসংমৃষ্টস্থানং বিরচিতবিবিধকুসুমং সংশ্লক্ষ্ণভূমিতলং হৃদ্যদর্শনং ত্রিষবণাচরিতবলিকর্ম্ম পূজিতদেবায়তনং কুর্য্যাৎ ॥৩॥

অনুবাদ। গৃহ সর্ব্বদা পবিত্র, নয়ন-প্রীতিকর ও সুমার্জ্জিত রাখিবে। বিবিধ কুসুম স্থানে স্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিবে। ভূমিতল মসৃণ করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যায় বলিকর্ম্ম করিবে ও দেবতায়তনস্থিত দেবতাসমূহের নিত্য পূজার ব্যবস্থা রাখিবে। ৩।

ব্যাখ্যা। পূজিতদেবতায়তন—ইহার এক প্রকার অনুবাদ উপরে লিখিত হইয়াছে। অপর অর্থ এই—সেই ভদ্রাসনের মধ্যে দেবতায়তন পূজাদি সম্ভারে অলঙ্কৃত থাকিবে। ৩।

ন হ্যতোঽন্যদ্গৃহস্থানাং চিত্তগ্রাহকমস্তীতি গোনর্দ্দীয়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। গোনর্দ্দীয় বলেন—এইরূপ গৃহ ব্যতীত গৃহস্থের পক্ষে চিত্তহারী অপর কিছু নাই। ৪।

গুরুষু * ভৃত্যবর্গেষু নায়কভগিনীষু তৎপতিষু চ যথার্হং প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। গুরুজনবর্গ, ভৃত্যবর্গ, স্বামীর ভগিনীগণ এবং তাহাদিগের পতি এ সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে। ৫।

পরিপূতেষু চ হরিতশাকবপ্রানিক্ষুস্তম্বাঞ্জীরকসর্ষপাজমোদশতপুষ্পাতমালগুল্মাংশ্চ কারয়েৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। গৃহের কঙ্করাদিরহিত উপযুক্ত স্থানে হরিত ও শাক ক্ষেত্র এবং ইক্ষু, জীরক, সর্ষপ, অজমোদ, শতপুষ্প, তমাল তরু ও বংশাদি রোপণ করাইবে। ৬।

কুব্জকামলকমল্লিকাজাতীকুরণ্টকনবমালিকাতগরনন্দ্যাবর্ত্তজপাগুল্মানন্যাংশ্চ বহুপুষ্পান্ বালকোশীরকপাতালিকাংশ্চ বৃক্ষবাটিকায়াঞ্চ স্থণ্ডিলানি মনোজ্ঞানি কারয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। গৃহোদ্যানে কুব্জক, আমলক, মল্লিকা, জাতী, কুরণ্টক, নবমালিকা, তগর, নন্দাবর্ত্ত ও জবাপুষ্পের গাছ এবং তদ্ভিন্ন আরও যে সকল গাছে বহুপুষ্প হয়, তাহাও রোপণ করিবে; বালা ও উশীর (বেণা) ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিবে। আর উদ্যান মধ্যে মনোজ্ঞ স্থণ্ডিল (বেদী) সকল নির্ম্মাণ করাইবে। ৭।

মধ্যে কূপং বাপীং দীর্ঘিকাং বা খানয়েৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। উদ্যান মধ্যে কূপ, বাপী (সমচতুষ্কোণ পুষ্করিণী) বা দীর্ঘিকা খনন করিবে। ৮।

ভিক্ষুকীশ্রমণাক্ষপণাকুলটাকুহকেক্ষণিকামূলকারিকাভির্ন সংসৃজ্যেত

অনুবাদ। ভিক্ষুকী, শ্রমণা, ক্ষপণা, কুলটা, কুহকা, ঈক্ষণিকা, মূলকারিকাদিগের সহিত কখনও মিশিবে না। ৯।

* গুরুষু ইত্যতঃ পরং মিত্রবর্গেষু ইতি কচিদধিকঃ পাঠঃ।

ব্যাখ্যা। শ্রবণা—বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী, ক্ষপণা—জৈনসন্ন্যাসিনী, কুহকা—মায়াবিনী, ঈক্ষণিকা—দৈবজ্ঞ স্ত্রীলোক মূলকারিকা বশীকরণ প্রভৃতি করিবার জন্য যাহারা ঔষধ মন্ত্রাদি প্রয়োগ করে। ৯।

ভোজনে চ রুচিতমিদমস্মৈ দ্বেষ্যামিমং পথ্যমিদমপথ্যমিদমিতি চ বিন্দ্যাৎ ত্যাগোপাদানার্থম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। পতির ভোজন বিষয়ে যাহাতে রুচি, যাহাতে অরুচি, যাহা সুপথ্য, যাহা অপথ্য তাহা জানিয়া রাখিবে ; কারণ তন্মধ্য হইতে প্রয়োজনমত ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে হয়। ১০

স্বরং বহিরুপশ্রুত্য ভবনমাগচ্ছতঃ কিং কৃত্যমিতি ব্রুবতী সজ্জাভবনমধ্যে তিষ্ঠেৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। বাহিরে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভবন মধ্যে আগমন নিশ্চয় করিয়া "কি চাই, কি করিতে হইবে" ইহা বলিতে বলিতে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে। ১১।

পরিচারিকামপনুদ্য স্বয়ং পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। পারিচারিকাকে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং পতির পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিবে। ১২।

নায়কস্য চ ন বিমুক্তভূষণং বিজনে সন্দর্শনে তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। একাকী নায়কের দৃষ্টিপথে অনলঙ্কৃত অবস্থায় থাকিবে না।১৩।

অতিব্যয়মসদ্ব্যয়ং বা কুর্ব্বাণং রহসি বোধয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। পতি অতিব্যয়ী বা অসদ্ব্যয়ী হইলে তাঁহাকে নিভৃতে বুঝাইবে।১৪

আবাহে বিবাহে যজ্ঞে গমনং সখীভিঃ সহ গোষ্ঠীং দেবতাভিগমনমিত্যনুজ্ঞাতা কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। বরগৃহে, বিবাহে, ও যজ্ঞে গমন, সখীগণের সহিত গোষ্ঠীবন্ধ এবং দেবতার স্থানে গমন ইত্যাদি কার্য্য পতির অনুমতি লইয়া করিবে। ১৫।

সর্ব্বক্রীড়াসু চ তদানুলোম্যেন প্রবৃত্তিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। কোমুদী-জাগর প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়াতেই স্বামীর মতানুবর্ত্তন করত প্রবৃত্তা হইবে। ১৬।

পশ্চাৎ সংবেশনং পূর্ব্বমুত্থানমনববোধনঞ্চ সুপ্তস্য ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। স্বামী শয়ন করিলে শয়ন করিবে, স্বামী শয্যা হইতে না উঠিতে উঠিবে। দিবসে যতক্ষণ নিদ্রা না ভাঙ্গে, ততক্ষণ তাহাকে জাগাইবে না। ১৭।

মহানসঞ্চ সুগুপ্তং স্যাদ্দর্শনীয়ঞ্চ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। পাক-গৃহ সুরক্ষিত এবং সুখদর্শন হইবে। ১৮।

নায়কাপচারেষু কিঞ্চিৎ কলুষিতা নাত্যর্থং নির্ব্বদেৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। নায়ক কোন বিষয়ে অপরাধী হইলেও ঈষৎ কুপিতা হইতে পারে, কিন্তু অধিক অপ্রিয় কথা বলিবে না। ১৯।

সাধিক্ষেপবচনং ত্বেনং মিত্রজনমধ্যস্থমেকাকিনং বাপ্যুপলভেত। ন চ মূলকারিকা ২০ ॥

অনুবাদ। নায়ক যখন তিরস্কার করিতেছে সেই সময় যদি আর কেহ তথায় না থাকে অথবা কেবল তাহার বন্ধুই থাকে, তবেই প্রতিবাদ করিতে পারে। বশীকরণার্থ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে না। ২০।

নহ্যতোঽন্যদপ্রত্যয়কারণমস্তীতি গোনর্দ্দনীয়ঃ ॥ ২১

অনুবাদ। গোনর্দ্দনীয় বলেন,—এইরূপ ঔষধাদি প্রয়োগ অপেক্ষা স্বামীর অবিশ্বাসের কারণ আর কিছুই নাই। ২১।

দুর্ব্যাহৃতং দুর্নিরীক্ষিতমন্যতো মন্ত্রণং দ্বারদেশাবস্থানং নিরীক্ষণং বা নিষ্কুটেষু মন্ত্রণং বিবিক্তেষু চিরমবস্থানমিতি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। কুবাক্য প্রয়োগ, কুদৃষ্টিতে দেখা, অন্যের সহিত গোপনে কথা বলা, দ্বারদেশে অবস্থান, দ্বারদেশ হইতে পথের দিকে দৃষ্টিপাত, গৃহোদ্যানে

গিয়া মন্ত্রণা করা, স্বামীর অগোচরে নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি এই সকল কার্য্য বর্জ্জন করিবে। ২২।

স্বেদদন্তপঙ্কদুর্গন্ধাংশ্চ বুধ্যেতেতি বিরাগকারণম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। ঘর্ম্ম, দন্তমল ও দুর্গন্ধ স্বামীর বিরাগের কারণ ইহা বুঝিয়া ঐ সকল অপসারণ করিবে। ২৩।

বহুভূষণং বিবিধকুসুমানুলেপনং বিবিধাঙ্গরাগসমুজ্জ্বলং বাস-ইত্যাভিগামিকো বেষঃ ॥২৪॥ প্রতনুশ্লক্ষ্ণাল্পদুকূলতা পরিমিতমাভরণং সুগন্ধিতা নাত্যুল্বণমনুলেপনম্। তথা শুক্লান্যন্যানি পুষ্পাণীতি বৈহারিকো বেষঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। বহুভূষণ, বিবিধকুসুম ও অনুলেপন-গ্রহণ এবং বিবিধ প্রকার অঙ্গরাগে অমুজ্জ্বল বসন পরিধান এই প্রকার বেশ আভিগামিক নামে খ্যাত। বসন অতিসূক্ষ্ম ও মসৃণ হইবে তাহাও পরিমিত দুইখানিপরিধান করিবে, পরিমিত আভরণ এবং গন্ধদ্রব্য গ্রহণ করিবে, অতিরিক্ত অনু-লেপন করিবে না এবং শুক্ল পুষ্পসকল ধারণ করিবে; ইহা বৈহারিক বেশ। ২৪। ২৫।

ব্যাখ্যা। আভিগামিক—নায়কের নিকট গমনোপযোগী। ২৪। ২৫।

নায়কস্য ব্রতমুপবাসঞ্চ স্বয়মপি করণেনানুবর্ত্তেত। বারিতায়াশ্চ নাহমত্র নির্ব্বন্ধনীয়েতি তদ্বচসো নিবর্ত্তনম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। নায়ক যে সকল ব্রত উপবাস করিবে, ভার্য্যাও তাহার অনু-বর্ত্তন করিবে। নিষেধ করিলে—বলিবে, "তুমি আমায় বারণ করিও না"—এই কথা বলিয়া নায়ককে বিরত করিবে। ২৬।

মৃদ্বিদলকাষ্ঠচর্ম্মলোহভাণ্ডানাঞ্চ কালে সমর্ঘগ্রহণম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। মাটীর ভাঁড়, বিদলভাণ্ড, (পেটরাদি) কাষ্ঠভাণ্ড, লৌহভাণ্ড, চর্ম্মভাণ্ড, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সময়ে ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করিবে। ২৭।

তথা লবণস্নেহয়োশ্চ গন্ধদ্রব্যকটুকভাণ্ডৌষধানাঞ্চ দুর্ল্লভানাং ভবনেষু প্রচ্ছন্নং নিধানম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। লবণ, তৈল, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, কটুকভাণ্ড (ঝালের হাঁড়ী), ওষধি সকল যাহা কিছু দুর্ল্লভ বলিয়া মনে করিবে, তাহা নিজ ভবনে প্রচ্ছন্নভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। ২৮।

মূলকালু কপালঙ্কীদমনাম্রাতকৈর্ব্বারুকত্রপুসবার্ত্তাককুষ্মাণ্ডালাবু-সূরণশুকনাসা-স্বয়ংগুপ্তা-তিলপর্ণিকাগ্নিমন্থ লশুন-পলাণ্ডু-প্রভৃতীনাং সর্ব্বৌষধীনাঞ্চ বীজগ্রহণং কালে বাপশ্চ ॥ ২৯ ।

অনুবাদ। মূলক, আলু, পালংশাক, দোনা, আম্রাতক, এর্ব্বারুক, ত্রপুস, বার্ত্তাকু, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, সূরণ, শুকনাসা, স্বয়ংগুপ্তা, তিলপর্ণিকা, অগ্নিমন্থ, লশুন, পলাণ্ডু প্রভৃতির বীজ যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে এবং উপযুক্ত সময়ে বপন করিবে। ২৯।

ব্যাখ্যা। পালঙ্কী—পালং শাক, আম্রাতক—আমড়া, এর্ব্বারুক—কাঁকুড়, ত্রপুস—শসা, সূরণ—ওল, শুকনাস—সোণাগাছ, স্বয়ংগুপ্তা—শর্কশিম্বী, তিল-পর্ণিকা—তিল এবং গাছপান, অগ্নিমন্থ—গণিকারিকা। ২৯।

স্বয়ং চ সারস্য পরেভ্যো নাখ্যানং ভর্ত্তৃমন্ত্রিতস্য চ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। নিজ ধনের কথা এবং স্বামী যে সকল মন্ত্রণার কথা বলেন,—তাহা কখনও অপরের নিকটে প্রকাশ করিবে না। ৩০।

সমানাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কৌশলেনোজ্জ্বলতয়া পাকেন মানেন তথোপ-চারৈরতিশয়ীত ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। সমশ্রেণী রমণীগণের মধ্যে কৌশল, উজ্জ্বলতা, পাকদক্ষতা, মনস্বিতা এবং বিবিধ উপচারে অভিজ্ঞতা দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিবে। ৩১।

সাংবৎসরিকমায়ং সঙ্খ্যায় তদনুরূপং ব্যয়ং কুর্য্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। সম্বৎসরের আয় নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুরূপ ব্যয় করিবে। ৩২।

ভোজনাবশিষ্টাদ্ গোরসাৎ সারগ্রহণং * তথা তৈলগুড়য়োঃ। কার্পাসস্য চ সূত্রকর্ত্তনং সূত্রস্য বানং শিক্যরজ্জুপাশবল্কলসংগ্রহণম্। কুট্টনকণ্ডনাবেক্ষণম্। আচামমণ্ডতুষকণকুটাঙ্গারাণামুপযোজনম্। ভৃত্যবেতনভরণজ্ঞানম্। কৃষিপশুপালনচিন্তাবাহনবিধানযোগাঃ। মেষকুক্কুটলাবকশুকসারিকাপরভৃতময়ূরবানরমৃগাণামবেক্ষণম্। দৈবসিকায়ব্যয়পিণ্ডীকরণমিতি চ বিদ্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। ভোজনাবশিষ্ট দুগ্ধ হইতে ঘৃত এবং সর্ষপ ও ইক্ষুদণ্ড হইতে তৈল ও গুড় প্রস্তুত করিবে। কার্পাস হইতে সূতা ও সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। শিকা, রজ্জুপাশ, বল্কল এ সমুদয় সংগ্রহ করিবে। ধান্যের কুট্টন ও কণ্ডনের পরীক্ষা করিবে। আচাম, মণ্ড, তুষ, কণ, কুটি এবং অঙ্গারের ব্যবহার শিক্ষা করিবে। দেশ ও কালানুসারে দাসদাসীগণের বেতন ও ভরণপোষণ-ব্যবস্থা জানিতে হইবে। কর্ষণ, বপন, রোপণ, পশুপালন এবং যানবাহনের ব্যবস্থা রাখিবে। মেষ, কুক্কুট, লাবক, শুক, সারিকা, কোকিল, ময়ূর, বানর ও মৃগ প্রভৃতি গৃহপালিত জীবগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। তদ্ভিন্ন প্রাত্যহিক আয় ব্যয় প্রত্যহ সমষ্টিতে কত হইল, তাহা দেখিবে। ৩৩।

ব্যাখ্যা। সংসারে যাহা পানার্থ ব্যবহৃত হইবে, তদ্‌বাদে যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে নবনীত প্রস্তুত করিবে। কুট্টন উদূখলে রাখিয়া মুষল দ্বারা অবঘাত অর্থাৎ 'ভানা', কণ্ডন—কাঁড়ান, আচাম—ভাতের মাড়, মণ্ড—আম্র প্রভৃতির বড়ি, কণ—ক্ষুদ, কুটি—কুঁড়ো। ৩৩।

তজ্জঘন্যানাঞ্চ জীর্ণবাসসাং সঞ্চয়স্তৈর্বিবিধরাগৈঃ শুদ্ধৈর্বা। কৃতকর্ম্মণাং পরিচারকাণামনুগ্রহো মানার্থেষু চ দানমন্যত্র বোপযোগঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। নায়কোপভুক্ত জীর্ণ বসনের সঞ্চয় ও সঞ্চিত বস্ত্র বিবিধরাগে

* খণ্ডকরণমিতি পাঠান্তরম্।

রঞ্জিত বা ধৌত অবস্থায় রাখিয়া—যাহারা কর্ম্ম করিয়াছে বা করিতেছে, সেই সকল পরিচারকগণকে মানার্থে অনুগ্রহস্বরূপ দান বা দীপবর্ত্তি, কন্থা বা ঔপরিক (ওয়াড়) প্রস্তুতাদি করিবে। ৩৪।

সুরাকুম্ভীনামাসবকুম্ভীনাঞ্চ স্থাপনং, তদুপযোগঃ, ক্রয়বিক্রয়ায়-ব্যয়বেক্ষণম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। সুরাকুম্ভী ও আসবকুম্ভীর স্থাপন ও তাহার প্রয়োজনানুসারে উপভোগ এবং ক্রয়বিক্রয় ও আয়-ব্যয় অবেক্ষণ করিবে। ৩৫।

ব্যাখ্যা। যাহাদিগের পক্ষে সুরাপান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে, তাহাদিগের এই সকল বস্তু সঞ্চয় ও ব্যবহার ধর্ম্মগর্হিত নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদির পক্ষে ইহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত অনুসারে শিষ্টগণের সুরাকুম্ভী সঞ্চয় বা তাহার ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে; তবে প্রাণাত্যয়ে ঔষধাদির জন্য তাহার ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রেও কথঞ্চিৎ অনুমোদিত আছে। অশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যাহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আশ্রয়, তাহার ব্যত্যয় যাদৃচ্ছিক ব্যবহারের প্রতিধ্বনি ইহাতে আছে। ৩৫।

নায়কমিত্রাণাঞ্চ স্রগনুলেপনতাম্বূলদানৈঃ পূজনং ন্যায়তঃ ॥৩৬॥ শ্বশ্রূশ্বশুরপরিচর্য্যা তৎপারতন্ত্র্যমনুত্তরবাদিতা পরিমিতাপ্রচণ্ডালাপ-করণমনুচ্চৈর্হাসঃ ॥ ৩৭ ॥ তৎপ্রিয়াপ্রিয়েষু স্বপ্রিয়াপ্রিয়েষ্বিব বৃত্তিঃ। ৩৮॥ ভোগেষ্বনুৎসেকঃ ॥ ৩৯ ॥ পরিজনে দাক্ষিণ্যম্ ॥ ৪০ ॥ নায়কস্যানিবেদ্য ন কস্মৈচিদ্দানম্ ॥ ৪১ ॥ স্বকর্ম্মসু ভৃত্যজননিয়মন-মুৎসবেষু চাস্য পূজনমিত্যেকচারিণীবৃত্তম্ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। নায়কের মিত্রদিগকে ন্যায্যপথে মালা, অনুলেপন ও তাম্বূল দান করিয়া তাহাদিগের পূজা করিবে। শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের পরিচর্য্যা করিবে তাঁহাদিগের অধীন হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের কথায় কথায় উত্তর দিবে না

পরিমিত ও মৃদুভাবে আলাপ এবং অনুচ্চ হাস্য করিবে। আর তাঁহাদিগের প্রিয়জনের প্রতি নিজ প্রিয়জনের ন্যায় এবং তাঁহাদিগের অপ্রিয় জনের প্রতি নিজ অপ্রিয় জনের ন্যায় ব্যবহার করিবে। ভোগে গর্ব্বপ্রকাশ করিবে না। .বজনে দাক্ষিণ্য (অনুকম্পা) প্রকাশ করিবে। নায়ককে না বলিয়া কাহাকেও কিছু দিবে না। ভৃত্যজনকে স্ব স্ব কার্য্য-পালনে বাধ্য রাখিবে। উৎসবাদিতে তাহাদিগের পুরস্কার করিবে। ইহাই একচারিণী নায়িকার ব্যবহার। ৩৬—৪২।

প্রবাসে মঙ্গলমাত্রাভরণা দেবতোপবাসপরা বার্ত্তায়াং স্থিতা গৃহানবেক্ষেত ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। স্বামী প্রবাসে গমন করিলে (একচারিণী ভার্য্যা অন্য আভ-রণাদি পরিধান করিবে না) কেবল যাহা মাঙ্গল্য আভরণ (শঙ্খ সিন্দুরাদি) তাহাই পরিধান করিবে ও দেবতার প্রীত্যর্থ উপবাসাদি করিবে, প্রবাসী পতির বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য উৎসুক থাকিবে অথচ গৃহকর্ম্ম পরিদর্শন করিবে। ৪৩।

শয্যা চ গুরুজনমূলে ॥ ৪৪ ॥ তদভিমতা কার্য্যনিষ্পত্তিঃ ॥ ৪৫॥ নায়কাঽভিমতানাং চার্থানামর্জ্জনে প্রতিসংস্কারে চ যত্নঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। স্বামী বিদেশ গমন করিলে শ্বাশুড়ীর নিকট শয়ন করিবে. এবং গুরুজনের মত লইয়া কার্য্য করিবে। নায়কের অভিমত অর্থে অর্জ্জন ও সংগৃহীত অর্জ্জিত অর্থের সম্পূরণ বিষয়ে যত্নশীলা হইবে। ৪৪—৪৬।

নিত্যনৈমিত্তিকেষু কর্ম্মসুচিতো ব্যয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ তদারব্ধানাঞ্চ কর্ম্মণাং সমাপনে মতিঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে উপযুক্ত ব্যয় ও স্বামিকর্ত্তৃক আরব্ধ কর্ম্ম সকলের সমাপন করিবার জন্য মতি রাখিবে। ৪৭; ৪৮।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্ব শ্লোকে যে ত্রিবিধ নায়িকার কথা বলা হইল, তন্মধ্যে

কুলাঙ্গনা ধর্ম্ম প্রভৃতি সব গুলিই পাইয়া থাকে ; আর পুনর্ভূ এবং বেশ্যা অর্থ কাম প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। ৪৮।

জ্ঞাতিকুলস্থানভিগমনমন্যত্র ব্যসনোৎসবাভ্যাম্ ॥ ৪৯ ॥ তত্রাপি নায়কপরিজনাধিষ্ঠিতায়া নাতিকালমবস্থানমপরিবর্ত্তিতপ্রবাসবেষত্ব চ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। ব্যসন ও উৎসব ভিন্ন অন্য সময়ে পিতৃগৃহে গমন করিবে না। ব্যসন ও উৎসবাদিতে যদি যাইতে হয়, স্বামীর আত্মীয়গণের সঙ্গে যাইবে এবং ঝটিতি ফিরিয়া আসিবে। তখনও প্রবাস-বেশ ত্যাগ করিবে না। ৪৯। ৫০।

গুরুজনানুজ্ঞাতানাং করণমুপবাসানাম্ ॥ ৫১ ॥ পরিচারকৈঃ শুচিভিরাজ্ঞাধিষ্ঠিতৈরনুমতেন ক্রয়বিক্রয়কর্ম্মণা সারস্যাপূরণং তনুকরণঞ্চ শক্ত্যা ব্যয়ানাম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। গুরুজনের অনুজ্ঞা পাইলে উপবাস করিবে। পবিত্র চরিত্র আজ্ঞানুবর্ত্তী পরিচারকগণের ক্রয় বিক্রয়াদি দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিবে এবং যথাশক্তি ব্যয়ের অল্পতা করিবে। ৫১। ৫২।

আগতে চ প্রকৃতিস্থায়া এব প্রথমতো দর্শনং দৈবতপূজনমুপহারাণাং চাহরণমিতি প্রবাসচর্য্যা ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। স্বামী প্রবাস হইতে আগমন করিলে প্রবাসবেশেই তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিবে। পরিজনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার কুশলার্থ দেবতা-পূজা ও উপহার-আহরণাদি করিবে। প্রবাসচর্য্যা এইরূপ। ৫৩।

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ—

সদ্বৃত্তমনুবর্ত্তেত নায়কস্য হিতৈষিণী।
কুলযোষা পুনর্ভূর্বা বেশ্যা বাপ্যেকচারিণী ॥ ৫৪ ॥

ধৰ্ম্মমর্থং তথা কামং লভন্তে স্থানমেব চ।
নিঃসপত্নঞ্চ ভর্তারং নার্য্যঃ সদ্বৃত্তমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে ভার্য্যাধিকারিকে তৃতীয়েঽধিকরণে
একচারিণীবৃত্তং প্রবাসচর্য্যা চ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে:--নায়কহিতৈষিণী কুলস্ত্রী সদাচারেরই অনুবর্ত্তন করিবে; পুনর্ভূ এবং একচারিণী বেশ্যাও কুলাঙ্গনারই অনুবর্ত্তন করিবে। সদ্বৃত্তশালিনী নায়িকাগণ তাহাতে ধর্ম্ম অর্থ, কাম এবং স্বামিলাভে সক্ষম হয়। ৫৪। ৫৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জাড্যদৌঃশীল্যদৌর্ভাগ্যেভ্যঃ প্রজানুৎপত্তেরাভীক্ষ্ণেণ দারিকোৎপত্তের্নায়কচাপলাদ্বা সপত্ন্যধিবেদনম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। জাড্য—জড়তা গৃহকর্ম্মে অপটুতা; দৌঃশীল্য—দুঃশীলতা অপ্রিয়ভাষণ প্রভৃতি; দৌর্ভাগ্য—স্বামীর বিষদৃষ্টি এবং রোগ প্রভৃতি; বন্ধ্যাত্ব, নিরন্তর কন্যা-প্রসবকরণ প্রভৃতি পত্নীদোষে ও নায়কের চপলতাদোষে পত্নী হয়। ১।

তদাদিত এব ভক্তিশীলবৈদগ্ধ্যখ্যাপনেন পরিজিহীর্ষেৎ ॥ ২ ॥
প্রজানুৎপত্তৌ চ স্বয়মেব সাপত্নে চোদয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। অতএব ভক্তি, সুশীলতা ও বিচক্ষণতা খ্যাপন দ্বারা পতির অপর পত্নীগ্রহণ যাহাতে না হয়, তাহাই করিবে। তবে যদি বন্ধ্যাদোষে সন্তান উৎপত্তি না হয়, তবে স্বামীকে বিবাহ করিতে নিজেই প্রবৃত্তি দিবে। ২। ৩।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মে অপটুতা থাকিলেও স্বামী যদি বুঝেন, আমার এই পত্নী অতি সুশীলা এবং ভক্তিমতী, তাহা হইলে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া সেই পত্নীর মনে ক্লেশ দিতে তাহার সঙ্কোচ উপস্থিত হইবে। যদি অপ্রিয়-কথন প্রভৃতি দোষ থাকে, তাহা হইলে স্বীয় বিচক্ষণতা দ্বারা তাহার সংযম করিবে। রোগাদি থাকিলেও ঐ সকল গুণে চিকিৎসা দ্বারা রোগশান্তি বিষয়ে স্বামীর সমধিক চেষ্টা হয় —দ্বিতীয় দারগ্রহে নহে। স্বামীর বিষদৃষ্টি প্রথম হইতে হইলে ভক্তি প্রভৃতি গুণে তাহা অপনীত হইয়া থাকে। যাহার বিচক্ষণতা আছে সেই রমণী পতির চপলতাও উপযুক্ত ব্যবহারে প্রশমিত করিতে পারে। বহু কন্যা জন্মিলেও পত্নীর গুণমুগ্ধ স্বামী তাহারই গর্ভে ভবিষ্যতে পুত্র-জন্মের আশা করিয়া থাকে, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করে না। এই জন্যই ২য় সূত্রে পত্নীর অতি প্রয়োজনীয় তিনটী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গুণ বন্ধ্যার পক্ষে সপত্নী-সংঘটনের বিশেষরূপ বাধক হয় না। এইজন্য পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার প্রতিকার উপদিষ্ট হইয়াছে। ২। ৩।

অধিবিদ্যমানা চ যাবচ্ছক্তিযোগাদাত্মনোঽধিকত্বেন স্থিতিং কারয়েৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। নায়িকা সপত্নীযুক্ত হইলে যথাশক্তি শীলাদিযোগদ্বারা সপত্নী-গণের মধ্যে প্রাধান্য-স্থাপনে যত্ন করিবে। ৪।

আগতাং চৈনাং ভগিনিকাবদীক্ষেত ॥ ৫ ॥ নায়কবিদিতং প্রাদোষিকং বিধিমতীব যত্নাদস্যাঃ কারয়েৎ ॥ ৬ ॥ সৌভাগ্যজ-বৈকৃতমুৎসেকং বাস্যা নাদ্রিয়েত ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। সপত্নী আগমন করিলে তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় দেখিবে। স্বামী জানিতে পারে, এরূপ ভাবে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সপত্নীর নৈশবেশ করিয়া দিবে। তাহার সৌভাগ্যজনিত বিকৃতি এবং গর্ব্বের প্রশ্রয় দিবে না। ৫—৭।

ভর্ত্তরি প্রমাদ্যন্তীমুপেক্ষেত ॥ ৮ ॥ যত্র মন্যেতার্থমিয়ং স্বয়মপি প্রতিপৎস্যত ইতি তত্রৈনামাদরত এবানুশিষ্যাৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। সপত্নী যদি স্বামিঘটিত কোন কার্য্যে অনবধান হয়, তবে তাহা উপেক্ষা করিবে। কিন্তু যদি মনে করে এই অনবধানতা সপত্নী স্বয়ংই বুঝিতে পারিবে, তাহা হইলে আদর করিয়াই তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিবে। ৮। ৯।

নায়কসংশ্রবে চ রহসি বিশেষানধিকান্ দর্শয়েৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। পতি জানিতে পারে এমনভাবে অথচ অন্যে শুনিতে না পায়, এইরূপে নির্জ্জনস্থানে নায়কে যাহা দর্শিত হয় নাই এইরূপ কলা সপত্নীকে শিক্ষা দিবে। ১০।

তদপত্যেষ্ববিশেষঃ ॥ ১১ ॥ পরিজনবর্গেঽধিকানুকম্পা ॥ ১২ ॥ মিত্রবর্গে প্রীতিঃ ॥ ১৩ ॥ আত্মজ্ঞাতিষু নাত্যাদরঃ ॥ ১৪ ॥ তজ্জ্ঞাতিষু চাতিসম্ভ্রমঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। তাহার সন্তানে নিজ গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করিবে। পরিজনবর্গে অধিক অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে। মিত্রদিগকে প্রীতি দেখাইবে। নিজ জ্ঞাতিবর্গকে সমধিক আদর করিবে না। সপত্নীর জ্ঞাতিদিগকে সমধিক সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবে। ১১—১৫।

বহ্বীভিস্ত্বধিবিন্না অব্যবহিতয়া সংসৃজ্যেত ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। অনেক সপত্নী থাকিলে, তাহার অব্যহিত পরে যে বিবাহিতা হইয়াছে তাহারই সহিত মিশিবে। ১৬।

যাং তু নায়কোঽধিকাং চিকীর্ষেত্তাং ভূতপূর্ব্বসুভগয়া প্রোৎসাহ্য কলহয়েৎ ॥ ১৭ ॥ ততশ্চানুকম্পেত ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। নায়ক যাহাকে বর্ত্তমানে অধিক ভালবাসে তাহার সহিত, পূর্ব্বে যাহাকে ভাল বাসিত তাহার সঙ্গে কলহ বাধাইয়া দিবে। তৎপরে কলহিতা

অর্থাৎ পূর্ব্বের আদরপ্রাপ্তা সপত্নী যাহার সহিত কলহ করিয়াছে, তাহাকে গোপনে আশ্বাস দিবে। ১৭। ১৮।

তাভিরেকত্বেনাধিকাং চিকীর্ষিতাং স্বয়মবিবদমানা দুর্জ্জনী-কুর্য্যাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। স্বামী যাহাকে সর্ব্বসপত্নীর উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি বিবাদ না করিয়া ঐকমত্যে অন্য সপত্নীগণের সহিত কলহ বাধাইয়া তাহার দুর্জ্জনতা প্রতিপন্ন করিবে। ১৯।

নায়কেন তু কলহিতামেনাং পক্ষপাতাবলম্বনোপবৃংহিতামাশ্বাসয়েৎ ॥ ২০ ॥ কলহং চ বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। তাহার পর নায়ক সেই রমণীর দুর্জ্জনতার কথা বলাতে নায়কের সহিত কলহ হইলে জ্যেষ্ঠা সপত্নী তাহার পক্ষ গ্রহণ করিবে; তখন সে সাহস পাইয়া স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর করিলে তাহাকে (গোপনে) আশ্বাস দিবে। এইরূপে নায়কের সহিত ঐ সপত্নীর কলহ বাড়াইয়া দিবে। ২০। ২১।

মন্দং বা কলহমুপলভ্য স্বয়মেব সংধুক্ষয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। কলহ মিটিবার উপক্রম বুঝিলে আপনিই উস্কাইয়া দিবে। ২২।

যদি নায়কোঽস্যামদ্যাপি সানুনয় ইতি মন্যেত তদা স্বয়মেব সন্ধৌ প্রযতেতেতি জ্যেষ্ঠাবৃত্তম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। যদি নায়ক অদ্যাপি সেই কলহিতা সপত্নীর প্রতি অনুকূল হয় বুঝে, তবে নিজেই তাহাদিগের কলহে সন্ধি স্থাপনে যত্ন করিবে। ইহাই জ্যেষ্ঠাবৃত্ত-নামক প্রকরণ। ২৩।

কনিষ্ঠা তু মাতৃবৎ সপত্নীং পশ্যেৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। কনিষ্ঠা সপত্নী জ্যেষ্ঠাকে মাতার ন্যায় দেখিবে। ২৪।

জ্ঞাতিদায়মপি তস্যা অবিদিতং নোপযুঞ্জীত ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। নিজ পিতৃকুলের প্রদত্ত ধনও তাহার অজ্ঞাতভাবে ব্যবহার-করিবেন। ২৫।

আত্মবৃত্তান্তাংস্তদধিষ্ঠিতান্ কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। আত্মকর্ত্তব্য, জ্যেষ্ঠার মতমতই করিবে। ২৬।

অনুজ্ঞাতা পতিমধিশয়ীত ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠার অনুজ্ঞা লইয়া পতিশয়নে যাইবে। ২৭।

ন বা তস্যা বচনমন্যস্যাং কথয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠার কথা অপরের নিকটে বলিবে না। ২৮।

তদপত্যানি স্বেভ্যোঽধিকানি পশ্যেৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। তাহার সন্তানদিগকে নিজের সন্তান অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিবে। ২৯।

রহসি পতিমধিকমুপচরেৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। স্বামীকে নির্জ্জনে অন্যাপেক্ষা অধিক উপচারে আপ্যায়িত করিবে। ৩০।

আত্মনশ্চ সপত্নীবিপ্রকারজং দুঃখং নাচক্ষীত ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। সপত্নীজানত দুঃখ স্বামিসকাশে বলিবে না। ৩১।

পত্যুশ্চ সবিশেষকং গূঢ়ং মানং লিপ্সেত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। স্বামি-সকাশে গুপ্তভাবে অন্যাপেক্ষা সবিশেষ আদর পাইবার অভিলাষ করিবে। ৩২।

অনেন খলু পথ্যদানেন জীবামীতি ব্রুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ আদর পাইলে বলিবে—আমি এই পথ্যের গুণেই বাঁচিয়া আছি। ৩৩।

ভর্ত্তুঃ শ্লাঘয়া রাগেণ বা বহির্নাচক্ষীত ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। বড়াই করিবার জন্য অথবা স্নেহবশে বাহিরে স্বামীর এই গুপ্ত আদরের কথা প্রকাশ করিবে না। ৩৪।

ভিন্নরহস্যা হি ভর্ত্তুরবজ্ঞাং লভতে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। সে কথা প্রকাশ করিলে স্বামীর অবজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। ৩৫।

জ্যেষ্ঠাভয়াচ্চ নিগূঢ়সম্মানার্থিনী স্যাদিতি গোনর্দ্দনীয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। গোনর্দ্দনীয় বলেন—জ্যেষ্ঠা সপত্নীর ভয়ে গুপ্ত আদর লাভে ইচ্ছা করিবে। ৩৬।

ব্যাখ্যা। যে কারণেই হউক, গুপ্ত আদর ইচ্ছা করা বাৎস্যায়নের নিজ মতও বটে। (৩২ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ৩৬।

দুর্ভগামনপত্যাং চ জ্যেষ্ঠামনুকম্পেত নায়কেন চানুকম্পয়েৎ ॥ ৩৭

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠাসপত্নী যদি অপত্যহীনা এবং দুর্ভগা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে ও স্বামিদ্বারা অনুকম্পা করাইবে। ৩৭

প্রসহ্য ত্বেনামেকচারিণীবৃত্তমনুতিষ্ঠেদিতি কনিষ্ঠাবৃত্তম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। এইরূপ জ্যেষ্ঠাসপত্নীকে অতিক্রম করিয়া স্বামীকে আত্মবশে আনিয়া একচারিণীবৃত্তা হইবে। ইহাই কনিষ্ঠাবৃত্ত প্রকরণ। ৩৮।

বিধবা ত্বিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাদাতুরা ভোগিনং গুণসম্পন্নং চ বা পুনর্ব্বিন্দেত সা পুনর্ভূঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। যে বিধবা ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ কামাতুরা হইয়া গুণসম্পন্ন ভোগী নায়ককে পুনরায় আশ্রয় করে, সে পুনর্ভূ। ৩৯।

যতস্তু স্বেচ্ছয়া পুনরপি নিষ্ক্রমণং নির্গুণোঽয়মিতি তদান্যং কাঙ্ক্ষেদিতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। বাভ্রব্যমতাবলম্বিগণ বলেন,—বিধবা প্রথমে যাহার নিকট আসিয়াছে, তাহাকে নির্গুণ বুঝিলে পুনরায় স্বেচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করিবে। ৪০।

সৌখ্যার্থিনী সা কিলান্যং পুনর্ব্বিন্দেত ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। তাহাতেও যদি তাহার ভোগসুখ চরিতার্থ না হয়, তাহা হইলে ভোগ-সুখের জন্য অন্য পুরুষেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ৪১।

গুণেষু সোপভোগেষু সুখসাকল্যাং তস্মাত্ততো বিশেষ ইতি গোনর্দ্দনীয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। গোনর্দ্দনীয় বলেন,—ভোগের সহিত নায়কগুণ বিদ্যমান থাকিলে তবে সমস্ত সুখলাভ সম্ভবপর হয়। বাজেই নির্গুণ ভোগী হইতে গুণবান ভোগী উৎকৃষ্ট। ৪২।

আত্মনশ্চিত্তানুকূল্যাদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। মনের অনুকূলতা লইয়াই কথা, গুণ অগুণ সকল স্থলে খাটে না, ইহাই বাৎস্যায়নের মত। অর্থাৎ বাৎস্যায়ন বলেন—যদি ভোগী গুণী নায়কেও তাহার মনঃপ্রীতি না হয়, তাহা হইলে যেখানে মনঃপ্রীতি, সেই নায়কেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ৪৩।

ব্যাখ্যা। বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত এই,—পুনর্ভূ ও পতিতা বিধবা ভোগসুখের জন্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া একবার যখন একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন সেস্থানে যদি তাহার মনের মত ভোগ-সুখ না হয়, তাহা হইলে যতদিনে তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ না হইবে, ততদিনই এক পুরুষের নিকট হইতে অপর পুরুষে—শেষ স্থানে পুরুষান্তরের নিকট গমন করিবে, ইহাতে নূতন বিশেষ দোষ আর কি হইবে? ইহা দ্বারায় পুনর্ভূ হওয়া যে অংশ্য তাহাও যে বেশ্যাভাবের প্রথম সংস্করণ এবং পুনর্ভূ ভার্য্যাও যে বেশ্যাবৎ অবিশ্বাস্য তাহাই বাৎস্যায়ন বিচার দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ৪৩।

সা বান্ধবৈর্নায়কাদাপানকোদ্যানশ্রদ্ধাদানমিত্রপূজনাদি ব্যয়সহিষ্ণু কর্ম্ম লিপ্সেত ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। সেই বিধবা নায়ক-সন্নিধানে বান্ধবগণের দ্বারা আপানক,

উদ্যানক্রীড়া, শ্রদ্ধাদান ও মিত্রপূজাদি ব্যয়সহনশীল কার্য্য পাইবার বাসনা প্রকাশ করিবে। ৪৪।

আত্মনঃ সারেণ বালঙ্কারং তদীয়মাত্মীয়ং বা বিভৃয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। সেই সকল কর্ম্মস্থলে যে অলঙ্কার ধারণ করিবে, তাহা হয় আপনার ধনদ্বারা প্রস্তুত, অথবা নায়কের প্রদত্ত কিংবা আপনারই পূর্ব্বসঞ্চিত হইবে। ৪৫।

প্রীতিদায়েম্বনিয়মঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। প্রীতি-প্রদত্ত অলঙ্কার-বিষয়ে ধারণের কোন নিয়ম নাই। ৪৬।

ব্যাখ্যা। পুনর্ভূ পূর্ব্ব পতির ধনের অধিকারিণী হয় না, সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে তাহাদিগের অলঙ্কার লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না। আপানকাদি স্থানে অন্য অলঙ্কারও ধারণীয় নহে; তাহাতে নায়কের অসম্মান হইতে পারে। এই জন্য সেই সকল স্থলে ধারণীয় অলঙ্কারের একটা নিয়ম করা হইল। কিন্তু কোথাও আর কোন প্রকার অলঙ্কার যে ধারণ করিতে পারিবে না, এমন নিয়ম নহে। স্ত্রীধনরূপে প্রীতিপ্রযুক্ত যে অলঙ্কারাদি দ্রব্য অন্যেও প্রদান করিবে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। তাহা ধারণ করিতে পারে, সঞ্চয় করিয়া রাখিতেও পারে। ৪৬।

স্বেচ্ছয়া চ গৃহান্নির্গচ্ছন্তী প্রীতিদায়াদন্যন্নায়কদত্তং জীয়েত। নিষ্কাস্যমানা তু ন কিঞ্চিদ্দদ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। স্বেচ্ছায় নায়িকা যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন তাহার প্রীতিদায় (অনুরাগ জন্য যৌতুকাদি) ব্যতীত তাৎকালিক নায়কের প্রদত্ত যাহা থাকিবে, তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে; কিন্তু তাহাকে নিষ্কাসন করা হইলে কিছুই দিতে হইবে না। ৪৭।

সা প্রভবিষ্ণুরিব তস্য ভবনমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। বিভুঃ স্বামিনীর ন্যায় নায়কগৃহ অবলম্বন করিবে। ৪৮।

কুলজাসু তু প্রীত্যা বর্ত্তেত ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। পুনর্ভূ নায়িকা নায়কের ধর্ম্মপত্নীগণের সহিত প্রীতি-সংস্থাপন করিবে। ৪৯।

দাক্ষিণ্যেন পরিজনে সর্ব্বত্র সপরিহাসা মিত্রেষু প্রতিপত্তিঃ ॥৫০॥ কলাসু কৌশলমধিকস্য চ জ্ঞানম্ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। সকল পরিজনের প্রতি দাক্ষিণ্য-প্রকাশ, সর্ব্বত্র মিত্রগণের প্রতি সপরিহাস গৌরব প্রদর্শন এবং কলাবিষয়ে কৌশল ও নায়কের অবিদিত বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা দেখাইবে। ৫০। ৫১।

কলহস্থানেষু চ নায়কং স্বয়মুপালভেত ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। কলহ স্থান সমুদয়ে নায়ককে নিজেই তিরস্কার করিবে। ৫২।

ব্যাখ্যা। সঞ্চিত বস্তুর অপব্যয়, স্বৈরিণীসংসর্গ, অন্যত্র দুই বা ততোধিক রাত্রি যাপন ও বাসক হইতে অন্যত্র গমন এইগুলি নায়ক-নায়িকার পক্ষে কলহ স্থান। ৫২।

রহসি চ কলয়া চতুঃষষ্ট্যানুবর্ত্তেত ॥ ৫৩ ॥ সপত্নীনাং চ স্বয়মুপকুর্য্যাৎ ॥ ৫৪ ॥ তাসামপত্যেষ্বাভরণদানম্ ॥ ৫৫ ॥ তেষু স্বামিবদুপচারঃ ॥ ৫৬ ॥ মণ্ডনকানি বেষানাদরেণ কুর্ব্বীত ॥ ৫৭ ॥ পরিজনে মিত্রবর্গে চাধিকং বিশ্রাণনম্ ॥ ৫৮ ॥ সমাজাপানকোদ্যানযাত্রাবিহারশীলতা চেতি পুনর্ভূবৃত্তম্ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। নির্জ্জন স্থানে চতুঃষষ্টি কলার অনুবর্ত্তন করিবে। স্বয়ংই সপত্নীগণের উপকারজনক কর্ম্ম করিবে। তাহাদিগের সন্তানগণকে অলঙ্কার প্রদান করিবে। তাহাদিগের উপরে অভিভাবকবৎ আচরণ করিবে। সাদরে পুষ্পানুলেপনাদি বেশভূষা করিবে। পরিজন ও স্বজনদিগকে অধিক দান করিবে। গোষ্ঠীশীলতা, আপানশীলতা, উদ্যানবিহার ও যাত্রাকার্য্যাদি যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এই সমস্তই পুনর্ভূবৃত্ত। ৫৩—৫৯।

ব্যাখ্যা। এই পুনর্ভূবৃত্তের মধ্যে দেখা যায়, দুই প্রকার পুনর্ভূর উল্লেখ আছে; এক প্রকার পুনর্ভূ বৈধব্যের পরে এক পুরুষগামিনী এবং অপর প্রকার পুনর্ভূ তদধিক-পুরুষগামিনী। রাজ শাসনানুসারে ইহারা বেশ্যা-শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় ইহাদিগকে পুনর্ভূ-শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহারাও বেশ্যারই অন্তর্গত। বেশ্যাদের এবং বেশ্যা সম্পর্কে কতকগুলি রাজশাসন আছে। সেই রাজশাসন বহু পুরুষগামিনী পুনর্ভূতেও খাটে না বলিয়া ইহারা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বেশ্যামধ্যে পরিগণিত হইলেও কামশাস্ত্রে তাহাদিগকে পৃথক্ স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। ৫৩—৫৯।

দুর্ভগা তু সাপত্নকপীড়িতা যা তাসামধিকমিব পত্যাবুপচরে-ত্তামাশ্রয়েৎ ॥ ৬০ ॥ প্রকাশ্যানি চ কলাবিজ্ঞানানি দর্শয়েৎ ॥ ৬১ ॥ দৌর্ভাগ্যাদ্রহস্যানামভাবঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ। যে অভাগিনী সপত্নী-পীড়িতা হইবে, সে অধিক মাত্রায় পরিচর্য্যা করিবে ও তাহাদের মধ্যে যে স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসার পাত্রী, তাহারই আশ্রিতা হইবে। প্রকাশ্যভাবে কলাবিজ্ঞান প্রদর্শন করিবে,—কারণ, দুর্ভাগা-বশতঃ রহস্যভাবে কলাপ্রদর্শন করা তাহার পক্ষে ঘটিবে না। ৬০—৬২।

নায়কাপত্যানাং ধাত্রীকর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ। নায়কের (অন্য স্ত্রী গর্ভজাত) কন্যা-পুত্রদিগের ধাত্রীর কার্য্য করিবে। ৬৩।

তন্মিত্রাণি চোপগৃহ্য তৈর্ভক্তিমাত্মনঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ। নায়কের মিত্রগণকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নায়কের প্রতি নিজের ভক্তি জানাইবে। ৬৪।

ধর্ম্মকৃত্যেষু চ পুরশ্চারিণী স্যাদ্ ব্রতোপবাসয়োশ্চ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মকার্য্যে অগ্রবর্ত্তিনী হইবে এবং ব্রত ও উপবাসেও পশ্চাৎ-পদ হইবে না। ৬৫।

পরিজনে দাক্ষিণ্যম্। ন চাধিকমাত্মানং পশ্যেৎ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ। পরিজনবর্গের প্রতি অনুকূলতা দেখাইবে, কখনই আপনার আধিক্য (আধিখ্যেতা) দেখাইবে না। ৬৬।

ব্যাখ্যা। সুভগা রমণী বিলাসে ব্যতিব্যস্ত থাকে, ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষতঃ ব্রত উপবাসে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না; দুর্ভগা সেই কার্য্যে বিশেষতঃ অগ্রসর হবে, নায়ক ধার্ম্মিক হইলে তাহার অনুরাগ দুর্ভগার প্রতি জন্মিতে পারে।৬৬।

শয়নে তৎসাত্ম্যেনাত্মনোঽনুরাগপ্রত্যানয়নম্ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ। শয়ন-বিষয়েও নায়কের আনুকূল্য করিয়া আপনার প্রতি নায়কের অনুরাগ আকর্ষণ করিবে। ৬৭।

ন চৌপালভেত বামতাং চ ন দর্শয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ। 'আমি তোমার অপ্রিয়া' ইত্যাদি কথায় কখনও নায়ককে তিরস্কার করিবে না এবং প্রতিকূলতা প্রদর্শন করিবে না। ৬৮।

যয়া চ কলহিতঃ স্যাৎ কামং তামাবর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ। নায়ক যে সপত্নীর সহিত কলহ করিবে, সেই সপত্নীকে সান্ত্বনা-দ্বারা নায়কের অভিমুখী করিবে। ৬৯।

যাং চ প্রচ্ছন্নাং কাময়েত্তামনেন সহ সঙ্গময়েদ্‌গোপয়েচ্চ ॥৭০॥

অনুবাদ। নায়ক প্রচ্ছন্নভাবে যে রমণীকে পাইতে অভিলাষ করে, তাহার সহিত নায়কের মিলন ঘটাইবে এবং তাহা গোপন রাখিবে। ৭০।

যথা চ পতিব্রতাত্বমশাঠ্যং নায়কো মন্যেত তথা প্রতিবিদধ্যাদিতি দুর্ভগাবৃত্তম্ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ। নায়ক যাহাতে পাতিব্রত্য এবং সরলতা বুঝিতে পারে, দুর্ভগা সেইরূপ ভাবের কার্য্য করিবে। ইহাই দুর্ভগাবৃত্ত। ৭১।

অন্তঃপুরাণাং চ বৃত্তমেতেম্বেব প্রকরণেষু লক্ষয়েৎ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ। এই কয় প্রকরণেই সমস্ত অন্তঃপুরিকাবৃত্ত লক্ষ্য করিবে। ৭২।

ব্যাখ্যা। একচারিণী প্রকরণ হইতে দুর্ভগা-বৃত্ত পর্য্যন্ত যে কয়টী প্রকরণ কথিত হইয়াছে, সাধারণ মানবের অন্তঃপুরিকাবৃত্ত তাহাদ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে। যথাস্থানে অন্তঃপুর-বিষয়ের অপর বক্তব্যও বিবৃত হইবে। রাজার অন্তঃপুরিকাবৃত্ত বিষয়ে যে সকল বিশেষ বক্তব্য আছে, তাহা কথিত হইতেছে; এই জন্য এই প্রকরণের নাম অন্তঃপুরিক। ৭২।

মাল্যানুলেপনবাসাংসি চাসাং কঞ্চুকীয়া মহত্তরিকা বা রাজ্ঞো নিবেদয়েয়ুর্দ্দেবীভিঃ প্রহিতমিতি ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। অন্তঃপুরিকাগণের কঞ্চুকী বা মহত্তরিকা মাল্য গন্ধ বস্ত্র লইয়া আসিয়া রাজার নিকট অর্পণ করিবে, বলিবে—দেবীগণ ইহা প্রেরণ করিয়াছেন। ৭৩।

ব্যাখ্যা। কঞ্চুকী অন্তঃপুরাধ্যক্ষ সুশীল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। মহত্তরিকা—অন্তঃপুররক্ষিকা সচ্চরিত্রা বৃদ্ধা রমণী। ৭৩।

তদাদায় রাজা নির্ম্মাল্যমাসাং প্রতিপ্রাভৃতকং দদ্যাৎ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরিকাগণকে প্রত্যুপহারস্বরূপে নির্ম্মাল্য প্রদান করিবেন। ৭৪।

অলঙ্কৃতশ্চ স্বলঙ্কৃতানি চাপরাহ্ণে সর্ব্বাণ্যন্তঃপুরাণ্যেকধ্যেন পশ্যেৎ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। রাজা স্বয়ং অলঙ্কৃত হইয়া অপরাহ্ণে অলঙ্কৃত সমস্ত অন্তঃপুরিকাগণকে এক সঙ্গে দর্শন করিবেন। ৭৫।

তাসাং যথাকালং যথার্হং চ স্থানমানানুবৃত্তিঃ সপরিহাসাশ্চ কথাঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ। যথাকালে যথাযোগ্যভাবে সেই অন্তঃপুরিকাগণের গৃহপারিপাট্য ও আদরের যথোচিত অনুবৃত্তি করিবেন; এবং পরিহাসের সহিত কথা কহিবেন। ৭৬।

তদনন্তরং পুনর্ভূবস্তথৈব পশ্যেৎ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ। দেবীগণের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের পর পুনর্ভূগণকে এক সঙ্গে দর্শনাদি করিবেন। ৭৭।

ততো বেশ্যা আভ্যন্তরিকা নাটকীয়াশ্চ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ। তাহার পর আভ্যন্তরিকা ও নাটকীয়া বেশ্যা দর্শন করিবেন। ৭৮।

ব্যাখ্যা। আভ্যন্তরিকা—আভ্যন্তরিকা বেশ্যাদিগের পৃথক্ অন্তঃপুর আছে, তাহারা পুরুষান্তরের নয়নপথের অন্তরালে অবস্থিতি করে। নাটকীয়া—ইহারা অভিনয়াদি-নিপুণা এবং সকলের দর্শনযোগ্যা। ইহাদিগেরও অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু তাহা আভ্যন্তর বেশ্যাদিগের বহির্ভাগে স্থাপিত। ৭৮।

তাসাং যথোক্তকক্ষাণি স্থানানি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ। সেইসকল রাজকীয়া অন্তঃপুরিকাদিগের বাসস্থান যথোক্ত কক্ষ-দ্বারা বিভক্ত হইবে। ৭৯।

ব্যাখ্যা। মধ্যে দেবীদিগের বাসস্থান, তাহার বহিঃকক্ষে পুনর্ভূদিগের, তাহার বহিঃকক্ষে আভ্যন্তর বেশ্যাদিগের ও তাহারও বাহিরে—নাটকীয় বেশ্যাদিগের বাসস্থান। বলা বাহুল্য এই সকল কক্ষ পরস্পর পৃথক্,—দেবীদিগের কক্ষে যে সকল কঞ্চুকী এবং মহত্তরিকা থাকিবে,—তাহারা প্রধান ও তাহাদিগের কার্য্য দেবী-কক্ষ-রক্ষণ, পুনর্ভূ প্রভৃতির কক্ষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা, প্রতিকক্ষেরই এক এক জন প্রধান রক্ষিকা থাকিবে। দেবী-কক্ষের মহত্তরিকা ও পুনর্ভূপ্রভৃতি কক্ষের প্রত্যেক প্রধানা রক্ষিকার সাধারণ সংজ্ঞা বাসকপালী। ৭৯।

বাসকপাল্যস্তু যস্যা বাসকো যস্যাশ্চাতীতো যস্যাশ্চ ঋতুস্তৎ-পরিচারিকানুগতা দিবা শয্যোত্থিতস্য রাজ্ঞস্তাভিঃ প্রহিতমঙ্গুলীয়-কমঙ্গমনুলেপনমৃতুং বাসকং চ নিবেদয়েয়ুঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ। যে দিন যাহার বাসক উপস্থিত; যাহার 'বাসক' অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহার আর্ত্তবস্নান কাল, তাহাদিগের পরিচারিকাগণ সমভিব্যাহারে

তৎপ্রেরিত অঙ্গুরীয়ক ও অনুলেপন বাসকপালীগণ অপরাহ্নে নিদ্রোত্থিত রাজাকে অর্পণ করত বাসক ও আর্ত্তবস্নানের কথা জ্ঞাপন করিবে। ৮০।

ব্যাখ্যা। 'বাসক' রাজার বাস করিবার নির্দ্দিষ্ট রাত্রি। কোন্ রাত্রিতে কোন্ গৃহে রাজা বাস করিবেন, তাহার একটা নিয়ম রাজাই করিয়া দিবেন. আগন্তুক কারণে তাহার ব্যতিক্রমও ঘটিত। বাসকের প্রচলিত নাম পালা নিয়মানুসারে যে দিন এক অন্তঃপুরিকার 'পালা' তিনি সেই দিন তাঁহার পালার কথা নিজ পরিচারিকা দ্বারা বাসকপালীকে জানাইবেন,—পরে যাঁহার 'পালা' বাদ গিয়াছে—অর্থাৎ সেদিন যেগৃহে রাজার বাস করা হয় নাই, সেই অন্তঃপুরিকাও নিজ পরিচারিকাদ্বারা বাসকপালীকে জানাইবেন, আর যিনি ঋতুস্নাতা তাঁহার পালার দিন না হইলেও তিনি ঐরূপ জানাইবেন। তখন বিভিন্ন কক্ষের; বাসকপালীগণ মিলিত হইয়া পরিচারিকাগণ সমভিব্যাহারে রাজা যখন নিদ্রা হইতে উঠিবেন,—সেই সময়ে রাজার নিকট উপস্থিত হইবে। অনুলেপন রাজার সেবার্থ, অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানার্থ। ৮০।

তত্র রাজা যদ্ গৃহ্ণীয়াত্তস্যা বাসকমাজ্ঞাপয়েৎ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্য হইতে রাজা যাহার অঙ্গুরীয়কাদি গ্রহণ করিবেন—সেই রাত্রি তথায় 'বাসক' আজ্ঞাপিত হইবে। ৮১।

ব্যাখ্যা। অঙ্গুরীয়ক-গ্রহণই রাজার সেই রাত্রিতে সেই গৃহে গমনের সঙ্কেত বা আজ্ঞা। রাজা নিজ অনুচরভৃত্যকেও সেই আজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া রাখিবেন। ৮১

উৎসবেষু চ সর্ব্বাসামনুরূপেণ পূজাপানকং চ সঙ্গীতদর্শনেষু চ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ। উৎসবে সকল অন্তঃপুরিকারই উপযুক্ত বসন-ভূষণাদি দান দ্বারা মানবর্দ্ধন এবং 'আপানক',—(প্রথম অধিঃ চতুর্থ অঃ ৩৮ সূ) হইবে সঙ্গীত দর্শন-স্থলেও মানবর্দ্ধন এবং আপানক হইবে। ৮২।

অন্তঃপুরচারিণীনাং বহিরনিষ্ক্রমো বাহ্যানাং চাপ্রবেশঃ। অন্যত্র বিদিতশৌচাভ্যঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ। অন্তঃপুরচারিকাগণের বহির্নির্গম নাই। বিদিতশৌচা অর্থাৎ সুপরীক্ষিতা ব্যতীত বাহিরের কোন রমণীও (অন্তঃপুরে) প্রবেশ করিতে পারিবে না। ৮৩।

অপরিক্লিষ্টশ্চ কর্ম্মযোগ ইত্যান্তঃপুরিকম্ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ। তাহাদিগের প্রতি কোন ব্যবহারই যেন পরিক্লেশকর না হয়। ইহাই আন্তঃপুরিকবৃত্ত। ৮৪।

ব্যাখ্যা। এই ব্যবহার মধ্যে সম্মিলনই প্রধান। পরিক্লেশ—বিদ্বেষ হেতু দুঃখ; যেরূপ দুঃখ হইলে—দুঃখদাতার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। ৮৪।

অবতরণিকা। রাজার আন্তঃপুরিক বৃত্ত এই প্রকরণে কথিত হইল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে একচারিণী প্রভৃতির কর্ত্তব্য উপদেশ দ্বারা সকল রমণীরই কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে বহুপত্নীক সকল পুরুষের কর্ত্তব্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে—

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

পুরুষস্তু বহূন্ দারান্ সমাহৃত্য সমো ভবেৎ।
ন চাবজ্ঞাং চরেদাসু ব্যলীকান্ন সহেত চ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে;—পুরুষ বহুপত্নী গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবে, এতন্মধ্যে কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না। অপরাধও ক্ষমা করিবে না। ৮৫।

ব্যাখ্যা। কুরূপাকে অবজ্ঞা এবং প্রেয়সীর অপরাধ ক্ষমা করিলেও বৈষম্য হয়। যে অপরাধে একজনকে ক্ষমা করিবে সেই অপরাধে অপরকেও ক্ষমা করা উচিত। ৮৫।

একস্যাং যা রতিক্রীড়া বৈকৃতং বা শরীরজম্।
বিশ্রম্ভাদ্বাপ্যুপালম্ভস্তমন্যাসু ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ। এক পত্নীর যে গুপ্তকার্য্য, অথবা শরীরের যে গুপ্ত বিকৃতি, অথবা প্রণয়-নির্ব্বন্ধ, তাহা অন্যপত্নীর নিকটে কীর্ত্তনীয় নহে। ৮৬।

ন দদ্যাৎ প্রসরং স্ত্রীণাং সপত্ন্যাঃ কারণে ক্বচিৎ।
তথোপালভমানাং চ দোষৈস্তামেব যোজয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ। কোন কারণেই স্বপত্নীর প্রতি স্পর্দ্ধা করিবার সুযোগ, (পতি স্ত্রীদিগকে দিবে না। তিরস্কারের কারণ উল্লেখে কোন স্ত্রী সপত্নীকে তিরস্কার করিলে, পতি তিরস্কার-কারিণীকেই দোষ দিবে। ৮৭।

অন্যাং রহসি বিশ্রম্ভৈরন্যাং প্রত্যক্ষপূজনৈঃ।
বহুমানৈস্তথা চান্যামিত্যেবং রঞ্জয়েৎ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ। এক পত্নীকে নির্জ্জনে বিশ্রম্ভ-প্রণয় দ্বারা, অপরাকে প্রত্যক্ষ আদর দ্বারা এবং অন্যাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাদ্বারা, ইত্যাদিরূপে বহু পত্নীরই মনো-রঞ্জন পতি করিবে। ৮৮।

উদ্যানগমনৈর্ভোগৈর্দ্দানৈস্তজ্জ্ঞাতিপূজনৈঃ।
রহস্যৈঃ প্রীতিযোগৈশ্চেত্যেকৈকামনুরঞ্জয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ। উদ্যান-গমন, ভোগ, ভূষণাদি-দান, তদীয় পিতৃকুলের সম্মানন এবং অন্যের অজ্ঞাতে সংসাধিত প্রীতিযোগে প্রত্যেক পত্নীরই অনুরাগ বর্দ্ধন করিবে। ৮৯।

যুবতিশ্চ জিতক্রোধা যথাশাস্ত্রপ্রবর্ত্তিনী।
করোতি বশ্যং ভর্ত্তারং সপত্নীশ্চাধিতিষ্ঠতি ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে ভার্য্যাধিকারিকে তৃতীয়েঽধিকরণে সপত্নীষু জ্যেষ্ঠাবৃত্তং কনিষ্ঠাবৃত্তং পুনর্ভূবৃত্তং দুর্ভগাবৃত্তং আন্তঃপুরিকং পুরুষস্য বহ্বীষু প্রতিপত্তিঃ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যথাশাস্ত্র কার্য্যরতা জিতক্রোধা যুবতীও স্বামীকে বশীভূত করিতে পারে এবং সকল সপত্নীর উপরে স্থান লাভ করে। ৯০।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

ভার্য্যাধিকারিক নামক তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

বৈশিকাখ্যং

চতুর্থমধিকরণম্ ।



বেশ্যানাং পুরুষাধিগমে রতির্বৃত্তিশ্চ সর্গাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। বেশ্যাদিগের পুরুষগ্রহণে রুচি এবং অর্থের অর্জ্জন,—সৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতেই চলিয়াছে। ১।

ব্যাখ্যা। সৃষ্টির প্রথম বলিতে অপ্সরঃসৃষ্টি এবং তাহাদিগের মানব-সঙ্গ যে সময়ে হয়, সেই সময়কে বুঝিতে হইবে। ১।

রতিতঃ প্রবর্ত্তনং স্বাভাবিকং কৃত্রিমমর্থার্থম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। রুচি—রতির প্রতিশব্দ। রুচি হইতে যে পুরুষগ্রহণপ্রবৃত্তি তাহা স্বাভাবিক, আর অর্থার্জ্জনার্থ যে প্রবৃত্তি তাহা কৃত্রিম। ২।

তদপি স্বাভাবিকবদ্রূপয়েৎ ॥ ৩ ॥ কামপরাসু হি পুংসাং বিশ্বাসযোগাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। কৃত্রিম প্রবৃত্তিকেও স্বাভাবিকবৎ দেখাইবে। কারণ অনুরাগিণী রমণীতেই পুরুষেরা বিশ্বাস স্থাপন করে। ৩। ৪।

অলুব্ধতাঞ্চ খ্যাপয়েত্তস্য নিদর্শনার্থম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। (বারাঙ্গনা) অনুরাগপ্রদর্শনার্থ অলুব্ধভাবও খ্যাপন করিবে। ৫।

ন চানুপায়েনার্থান্ সাধয়েদায়তিসংরক্ষণার্থম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। অর্থ আদায় করিবে, কিন্তু কৌশলে ; তবেই পরিণাম, মতান্তরে প্রভাব রক্ষা হইবে। ৬।

নিত্যমলঙ্কারযোগিণী রাজমার্গাবলোকিনী দৃশ্যমানা ন চাতিবিবৃতা তিষ্ঠেৎ পণ্যসধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। সর্ব্বদাই অলঙ্কৃতা হইয়া থাকিবে, রাজপথের দিকে দৃষ্টি রাখিবে এবং এমন স্থানে বসিবে যেন লোকেও তাহাকে (যত্ন করিলে) দেখিতে পায় অথচ অতি প্রকাশ্য স্থানেও বসিবে না, কারণ বেশ্যা পণ্যতুল্য। ৭।

ব্যাখ্যা। বিক্রেয় দ্রব্য যেমন দেখাইতেও হয় অথচ ঢাকিয়া রাখিতেও হয়, বেশ্যা সেইরূপ ভাবে থাকিবে ; অবাধে সর্ব্বদা যাহা দেখা যায়, তাহা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য থাকে না। ৭।

যৈর্নায়কমাবর্জ্জয়েদন্যাভ্যশ্চাবচ্ছিন্দ্যাদাত্মনশ্চানর্থং প্রতিকুর্য্যাদর্থঞ্চ সাধয়েন্ন চ গম্যৈঃ পরিভূয়েত তান্ সহায়ান্ কুর্য্যাৎ ॥৮॥

অনুবাদ। (বারাঙ্গনা) এমন সহায় সংগ্রহ করিবে, যাহাদিগের দ্বারা নায়ককে আকর্ষণ করিতে পারে, অপরা কামিনী হইতে নায়ককে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, স্বীয় অর্থক্ষতির প্রতিকারে সক্ষম হয় এবং গম্য পুরুষগণের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। ৮।

তে ত্বারক্ষকপুরুষা ধর্ম্মাধিকরণস্থা দৈবজ্ঞা বিক্রান্তাঃ শূরাঃ সমানবিদ্যাঃ কলাগ্রাহিণঃ পীঠমর্দ্দবিটবিদূষকমালাকারগান্ধিকশৌণ্ডিকরজকনাপিতভিক্ষুকাস্তে চ তে চ কার্য্যযোগাৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। নগরপাল প্রভৃতি রক্ষী পুরুষ, প্রাড়্‌বিপাক প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকরণস্থ, জ্যোতিষী, সাহসী, বলবান্‌, সহপাঠী, কলা-শিষ্য, পীঠমর্দ্দ, বিট, বিদূষক, মালাকার, গান্ধিক (গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা), শৌণ্ডিক, রজক নাপিত এবং ভিক্ষুক ইহারাই বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধন হেতু সহায় হইবার যোগ্য। ৯।

ব্যাখ্যা। যাহারা সহায় হইবে, বারাঙ্গনা তাহাদিগের প্রণয়িনী হইবে না ;

অবতরণিকা। গম্য নায়ক দ্বিবিধ,—কেবলার্থ এবং প্রীতি-যশোহর্থ : যাহাদিগের নিকট হইতে অর্থদোহন মাত্রই করিতে হইবে, অন্তরের প্রীতির সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহারাই 'কেবলার্থ' প্রীতি এবং যশঃ যাহাদিগের সংসর্গে লাভ হয়, তাহারা 'প্রীতিযশোহর্থ'। ক্রমে এই দ্বিবিধ নায়কের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে ;—

কেবলার্থাস্ত্বমী গম্যাঃ—স্বতন্ত্রঃ পূর্ব্বে বয়সি বর্ত্তমানো বিত্তবানপরোক্ষবৃত্তিরধিকরণবানকৃচ্ছ্রাধিগতবিত্তঃ সঙ্ঘর্ষবান্ সন্ততায়ঃ সুভগমানী শ্লাঘনকঃ পণ্ডকশ্চ পুংশব্দার্থী সমানস্পর্দ্ধী স্বভাবতস্ত্যাগী রাজনি মহামাত্রে বা সিদ্ধো দৈবপ্রমাণো বিত্তাবমানী গুরূণাং শাসনাতিগঃ সজাতানাং লক্ষ্যভূতঃ সবিত্তৈকপুত্রো লিঙ্গী প্রচ্ছন্নকামঃ শূরো বৈদ্যশ্চেতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। ইহারা 'কেবলার্থ' গম্য যথা ;—(১) অপরোক্ষ বৃত্তি, ধনাঢ্য, স্বাধীন যুবক, (২) অধিকারাধ্যক্ষ, (৩) অনায়াসে ধনাগমসম্পন্ন (৪) সংঘর্ষবান্, (৫) সন্তত আয়যুক্ত, (৬) সুভগমানী, (৭) শ্লাঘনক, (৮) পুংশব্দার্থী ক্লীব, (৯) সমানস্পর্দ্ধী, (১০) স্বভাবতঃ ত্যাগী, (১১) রাজা বা মহামাত্র যাহার কথামত কার্য্য করেন, (১২) দৈবপ্রমাণ, (১৩) বিত্তাবমানী, (১৪) গুরুজনের অবাধ্য, (১৫) সজাতিগণের লক্ষ্যভূত, (১৬) ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, (১৭) সন্ন্যাসী, (১৮) গুপ্ত কামুক, (১৯) শূর এবং (২০) বৈদ্য। ১০।

ব্যাখ্যা। (১) অপরোক্ষ বৃত্তি—যাঁহার অর্জ্জন প্রকাশ্যভাবে হয়, এইরূপ ধনাঢ্য স্বাধীন যুবকই 'কেবলার্থ' নায়কবর্গের প্রথম। 'যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বং'—এই তিন একত্র থাকিলে সেই ব্যক্তি অর্থদোহনের বিশেষ পাত্র। 'অপরোক্ষ বৃত্তি' না হইয়া ধনাঢ্য হইলে, চৌর্য্যাদির আশঙ্কা থাকে, সেরূপ স্থলে বেশ্যা বিপদে পড়িতে পারে, এইজন্য 'অপরোক্ষ বৃত্তি'; ধনাঢ্য না হইলে, তাহাকে নায়ক করাই বৃথা। গুরুজনের অধীন থাকিলে, তাহার নিকট ধনের প্রত্যাশাই করা যায় না, তাই 'স্বাধীন'; যুবক না হইলে উদ্দাম অনুরাগ ও

অকাতরে ব্যয় করিতে পারে না। তাই একই নায়কের এতগুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। টীকাকার কিন্তু এই মতের অনুকূল নহেন, তাঁহার অর্থ-বিন্যাসের ভাবে বুঝা যায়, ইহাতে চারি প্রকার 'গম্য' কথিত হইয়াছে,—(১) স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, অভিভাবকশূন্য, (২) যুবক, (৩) ধনাঢ্য, (৪) অপরোক্ষ বৃত্তি। আমরা এ অর্থগ্রহণে সম্মত নহি, কারণ, স্বতন্ত্র হইলেও নিঃস্ব হইতে পারে, সে ত 'কেবলার্থ' হইতে পারে না, যুবকও নিঃস্ব হইতে পারে, ধনাঢ্য চৌর দুই দিন পরে ধরা পড়িতে পারে, অতএব কেবল ধনাঢ্যও গ্রহণীয় হয় না। ভিক্ষাজীবীর বৃত্তিও প্রত্যক্ষ, কিন্তু সে কি কেবলার্থ? অতএব ঐ চতুর্বিধ ভাব লইয়া এক নায়ক হওয়াই সঙ্গত। (২) অধিকারাধ্যক্ষ—'অধিকরণবান্' ইহার অর্থ—শুল্কাদি বিভিন্ন প্রকারের যে অধিকার আছে তাহার অধ্যক্ষ, সে স্বয়ং অর্থ দানও করিতে পারে, অনেকের উপর প্রভুত্ব থাকায় অন্য দ্বারাও অর্থদান করাইতে পারে। (৩) অর্থার্জ্জনে ক্লেশ না হইলে তাহার ব্যয়ে সঙ্কোচ হয় না। (৪) সঙ্ঘর্ষবান—অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, ঐ বারাঙ্গনা-নায়িকা বিষয়েই অন্যের সহিত যাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে ; ঐ বারাঙ্গনাকে লইয়া দুই ধনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কে কত টাকা দিয়া লইতে পারে—ইহাই সঙ্ঘর্ষ। (৫) সতত আয়যুক্ত—কুসীদজীবী প্রভৃতি। (৬) সুভগমানী—আপনি কুরূপ হইলেও আপনাকে যে সুরূপ ও রমণীরঞ্জন বলিয়া মনে করে—নিঃস্বব্যক্তির এ রোগ থাকে না, ইহা 'বড় মানুষীর' অঙ্গ। অথবা (৫-৬) দুটি মিশাইয়া এক করিবে,—অর্থাৎ যাহার নিত্য আয় আছে—অথচ সুভগমানী। এমন ব্যক্তির নিকট অর্থ আদায় সহজ। (৭) শ্লাঘনক—আত্মশ্লাঘা বড়াই যে করে। এরূপ লোকের নিকট অর্থ আদায় সহজ। (৮) ধনী নপুংসকের 'পুরুষ' নাম পাইবার বড়ই সাধ হয়। সে বারাঙ্গনা রাখিয়া প্রচুর ধন দ্বারা তাহার —মুখে আপনার—পুরুষভাব প্রকাশ করে। টীকাকার এখানেও—দুই পদে দ্বিবিধ গম্যের সন্ধান দিয়াছেন (১) ক্লীব (২) পুংশব্দার্থী অর্থাৎ খ্যাতি-কামী এ অর্থ মূলেরও বিরুদ্ধ,—'পণ্ডকশ্চ পুংশব্দার্থী' মধ্যে 'চ' দিয়া মূলকার এখানে স্বমত—নিঃসন্দেহ বুঝাইয়া দিয়াছেন, যেখানে 'চ' নাই,—সেখানে

যুক্তিতর্কে যাহা বাহির করিতে হয়, মূলকার এখানে 'চ' দিয়া স্পষ্টভাবেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ দু'টিপদে এক নায়ককে বুঝাইয়াছেন। ক্লীব হইলেই গম্য হইবে ইহা যে হাস্যকর কথা। আর 'খ্যাতিপ্রার্থী' ইহা বুঝাইতে 'পুংশব্দার্থী' বলা কি উচিত? যাক্ পরের কথা তুলিয়া আর বাড়াইব না। আমার অনুবাদেরই ব্যাখ্যা করি। (৯) বিদ্যা, বা বয়সে কুলে এবং ধনে দুইজন সমান,—তন্মধ্যে একজন যাহা করিবে—অপরে যদি সেইরূপ কার্য্য দেখা দেখি করে তাহাকে সমান-স্পর্দ্ধী বলা যায়। নায়ক কাহারও সমানস্পর্দ্ধী হইলে, বারাঙ্গনার পক্ষে টাকা আদায়ের সুবিধা। (১২) দৈব-প্রমাণ--ভাগ্যবাদী, টাকা যতই ব্যয় কর না ভাগ্য যত দিন, ততদিন তাহার ক্ষয় নাই, ভাগ্য ফুরাইলে সঞ্চিত টাকাও উড়িয়া যায়—এইরূপ বিশ্বাস যাহার,—সেই ব্যক্তি। (১৩) বিত্তাবমানী—ধনকে যে অগ্রাহ্য করে—যতদিন আছে খুব মজা করি, না থাকিলে ভিক্ষা করিব—এই ভাব যাহার। (১৫) জ্ঞাতিগণের লক্ষ্য পাত্র—যাহার ধনে উত্তরাধিকারী হইতে জ্ঞাতিগণের ইচ্ছা,—অর্থাৎ নির্ব্বংশ ধনাঢ্য। টীকাকারের অর্থ আমি উপেক্ষা করিয়াছি। (১৬) 'সাবত্ত এক পুত্রঃ' ইহা মূলের ভ্রান্ত পাঠ—'সবিত্তৈকপুত্রঃ' শুদ্ধ পাঠ। মুদ্রিত পুস্তকে 'সবিত্ত একপুত্রঃ' পাঠ থাকায়—কথাটা বলিয়া দিলাম। অর্থ অনুবাদে প্রদত্ত। (১৭) সন্ন্যাসী—এখনকার এক প্রকার মোহান্ত। স্ত্রী পুত্র পালন করিতে হয় না, অথচ শিষ্য-সংগ্রহ ও ঔষধাদি প্রদান দ্বারা অর্থাগম হয়। তাহার নিকটে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশ। (১৮) গুপ্তকামুক—লোকনিন্দাভয়ে প্রকাশ্যে গণিকালয়ে যায় না, গোপনে যায়—তাহার সেই গুপ্তভাব অব্যাহত রাখিবার জন্য অর্থব্যয়ে সঙ্কোচ হয় না। (১৯) শূর—বিক্রান্ত, দরিদ্র হইলেও শৌর্য্য প্রদর্শন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে—কোন ধনীকে রক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। অন্য প্রকারেও সাহায্য করিতে পারে। (২০) বৈদ্য—ব্যাধি-নিরাকরণ দ্বারা ব্যয় বাঁচাইয়া দেয়। যশস্বী বৈদ্য স্বতঃ পরতঃ অর্থ-প্রদানও করিতে পারে। যাহার অনুবাদ সহজ—সে অংশের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। ১০।

প্রীতি-যশোঽর্থাস্তু গুণতোঽধিগম্যাঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। 'প্রীতিযশোঽর্থ' নায়ক—গুণানুসারেই 'গম্য'। ১১।

ব্যাখ্যা। অর্থদোহন উদ্দেশ্য না হওয়ায় গুণানুসারে—যে যেরূপ গুণের অনুরাগিণী, তাহার পক্ষে সেইরূপ নায়ক ভজনীয়। চারুদত্ত, বসন্তসেনার এইরূপ নায়ক। ১১।

অবতরণিকা। গুণ কীর্ত্তিত হইতেছে—

মহাকুলীনো বিদ্বান্ সর্ব্বসময়জ্ঞঃ সর্ব্বরসজ্ঞঃ কবিরাখ্যানকুশলো বাগ্মী প্রগল্‌ভো বিবিধশিল্পজ্ঞো বৃদ্ধদর্শী স্থূললক্ষো মহোৎসাহো দৃঢ়ভক্তিরনসূয়কস্ত্যাগী মিত্রবৎসলো ঘটাগোষ্ঠীপ্রেক্ষণকসমাজ-সমস্যাক্রীড়নশীলো নীরুজোঽব্যঙ্গশরীরঃ প্রাণবানমদ্যপো বৃষো মৈত্রঃ স্ত্রীণাং প্রণেতা লালয়িতা চ। ন চাসাং বশগঃ স্বতন্ত্রবৃত্তিরনিষ্ঠুরোঽনীর্ষ্যালুরনবশঙ্কী চেতি নায়কগুণাঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। মহাকুলপ্রসূত, বিদ্বান্, সর্ব্বসিদ্ধান্তজ্ঞাতা, সর্ব্বরসজ্ঞ, কাব্য, গল্প-রচনায় কুশল, বাগ্মী, প্রতিভাবান, বিবিধ শিল্পাভিজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী, স্থূললক্ষ (ইহার বিপরীত কথা ক্ষুদ্রদৃষ্টি) মহোৎসাহ, দৃঢ়ভক্তি, অসূয়াবর্জ্জিত, ত্যাগী, মিত্রবৎসল, ঘটা-গোষ্ঠী-প্রেক্ষণক-সমাজ-সমস্যা-ক্রীড়ায় তৎপর, (সাধারণ অধি, ৪ অধ্যায়—২৬ সূঃ হইতে ৪২ সূঃ মধ্যে ইহার অর্থ বিবৃত) অরোগ, অ-বিকলাঙ্গ, বলিষ্ঠ, অ-মদ্যপ, রমণী-রঞ্জন, স্নেহ-শীল, স্ত্রী-শিক্ষণে ও স্ত্রী-শরীর-পালনে সুপটু অথচ স্ত্রীবশ নহে, স্বাধীন-বৃত্তি, দয়ালু, ঈর্ষ্যাশূন্য এবং অনবশঙ্কী (অনবশঙ্কী অহেতুক শঙ্কাযুক্ত সন্দেহবায়ুগ্রস্ত যে ব্যক্তি নহে) ইহাতেই নায়ক গুণ আছে অর্থাৎ ঐ প্রকার নায়কই গুণসম্পন্ন। ১২।

ব্যাখ্যা। এই সূত্রে 'অমদ্যপ' কথাটির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, ইহার এক অর্থ 'মদ্যপ'—মাতাল নহে, কখনও পান করিলে 'মদ্যপ' হয় না। কিন্তু ইহা সমীচীন অর্থ নহে, 'আপানক' প্রভৃতিতে যে মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করে,

তাহাকে 'মদ্যপ' বলা যাইবে না কেন? একবার মদ্য পান করিলে 'মদ্যপায়ী' না হইতে পারে, কিন্তু 'মদ্যপ' হইবে না কেন? 'মদ্যপ' শব্দে যে প্রকৃতি-প্রত্যয় আছে তদ্দ্বারা একবার মদ্যপান যে ব্যক্তি করিয়াছে, তাহাকে বাদ দেওয়া চলে না। অতএব 'আপানকা'দিতে যে মদ্যপান ব্যবস্থা তাহা সার্ব্ব-জনিক নহে, যে সেই স্থলেও মদ্যপান করে, তাহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন নায়ক বলা যায় না, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন নাগরকেরা সেইরূপ মদ্যপান করিত, তাহারই প্রতিধ্বনি 'আপানক' প্রভৃতি স্থলে হইয়াছে। ১২।

রূপযৌবনলক্ষণমাধুর্য্যযোগিনী গুণেষ্বনুরক্তা ন তথার্থেষু প্রীতি-সংযোগশীলা স্থিরমতিরেকজাতীয়া বিশেষার্থিনী নিত্যমকদর্য্যবৃত্তি-র্গোষ্ঠীকলাপ্রিয়া চেতি নায়িকাগুণাঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। সুরূপা, যুবতী, সুলক্ষণা, মধুরভাষিণী, গুণানুরক্তা, অর্থে তাদৃশ অনুরাগ যাহার নাই, প্রীতিসংযোগে যাহার স্বাভাবিক অভিরুচি, স্থিরবুদ্ধি, একজাতীয়া, বিশেষার্থিনী, সদা কার্পণ্যহীনা এবং গোষ্ঠীকলা-প্রিয়া—ইহাতে নায়িকাগুণ কথিত হইল অর্থাৎ নায়িকার গুণ—রূপ যৌবন প্রভৃতি। ১৩।

ব্যাখ্যা। একজাতীয়া—নায়কের যে জাতি, নায়িকার সেই জাতিতে উৎ-পত্তি—নায়িকাপক্ষে একটা গুণ। ইহা সরলার্থ হইলেও ইহাতে একটু খট্‌কা আছে। বসন্তসেনা প্রভৃতি চারুদত্তের সজাতীয়া না হইলেও তাহাকে গুণবতী বলিয়াই স্থির করা আছে; বিশেষতঃ গণিকা-দুহিতা নায়কের সজাতি হইলে সে নায়ককে মহাকুলপ্রসূত বলা যায় না; অতএব একজাতীয়ার অর্থ—যে কপটপ্রধানা নহে। সর্ব্বদাই ভাব পরিবর্ত্তন করা নায়িকার দোষ। বিশেষা-র্থিনী—যে-কোন বস্তুর জন্যই যে লালায়িতা, তাহা নহে, কিন্তু যে বস্তুতে কিছু অসাধারণত্ব আছে, তাহা পাইতে অভিলাষিণী। ১৩।

বুদ্ধিশীলাচার আর্জ্জবং কৃতজ্ঞতা দীর্ঘদূরদর্শিত্বম্ অবিসংবাদিতা দেশকালজ্ঞতা নাগরকতা দৈন্যাতিহাসপৈশুন্যপরিবাদক্রোধলোভ-

স্তম্ভচাপলবর্জ্জনং পূর্ব্বাভিভাষিতা কামসূত্রকৌশলং তদঙ্গবিদ্যাসু চেতি সাধারণগুণাঃ ॥ ১৪ ॥ গুণবিপর্য্যয়ে দোষাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। বুদ্ধি, শীল, আচার, ঋজুতা, কৃতজ্ঞতা, দীর্ঘদর্শিতা ও দূরদর্শিতা, অবিসম্বাদিতা, (অকলহপ্রিয়তা) দেশ ও কালের জ্ঞান, নাগরকবৃত্তের অনুষ্ঠান, অযাচকতা, অতিহাস্য বর্জ্জন, পৈশুন্য-বর্জ্জন, পরনিন্দা-বর্জ্জন, অক্রোধ, নির্লোভতা, স্তব্ধভাব-বর্জ্জন, চাপল্য-বর্জ্জন, পূর্ব্বাভিভাষণ, কামসূত্রে কৌশল এবং তাহার অঙ্গবিদ্যায়ও কৌশল। ইহাতে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের গুণ বর্ণিত হইল। ইহার বিপরীত হইলেই দোষ। ১৪। ১৫।

ব্যাখ্যা। পৈশুন্য—লাগালাগি করা। ১৪। ১৫।

ক্ষয়ী রোগী কৃমিশকৃদ্বায়সাস্যঃ প্রিয়কলত্রঃ পরুষবাক্কদর্য্যো নির্ঘৃণো গুরুজনপরিত্যক্তঃ স্তেনো দম্ভশীলো মূলকর্ম্মণি প্রসক্তো মানাপমানয়োরনপেক্ষী দ্বেষ্যৈরপ্যর্থহার্য্যোঽতিলজ্জ * ইত্যগম্যাঃ ॥১৬

অনুবাদ। ক্ষয়ী, মহারোগী, ক্রিমিশকৃৎ, বায়সাস্য, প্রিয়কলত্র, কঠোরভাষী, কৃপণ, নির্ঘৃণ, গুরুজনের পরিত্যক্ত, চোর, বঞ্চক, বশীকরণের ঔষধাদি প্রয়োগে তৎপর, মান অপমানের অপেক্ষা যে মানে না, অর্থ পাইলে যে শত্রুরও পদানত হয় এবং অতিশয় লজ্জাযুক্ত—এই সকল পুরুষ অগম্য। ১৬।

ব্যাখ্যা। ক্ষয়ী—যাহার যক্ষ্মা রোগ আছে। মহারোগ—কুষ্ঠরোগ। ক্রিমিশকৃৎ—এক অর্থ, যাহার বিষ্ঠায় সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র ক্রিমি থাকে ; অপর অর্থ—শুক্রের সহিত এক প্রকার কীট থাকে, যে কীটের বিষ্ঠায় সংসর্গকারিণী স্ত্রীলোক জরাগ্রস্ত হয়, যাহার শুক্র সেইরূপ কীটযুক্ত। বায়সাস্য—যাহার খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই অথবা যাহার মুখে দুর্গন্ধ আছে। ১৬।

রাগো ভয়মর্থঃ সঙ্ঘর্ষো বৈরনির্য্যাতনং জিজ্ঞাসা পক্ষঃ খেদো ধর্ম্মো যশোঽনুকম্পা সুহৃদ্বাক্যং হ্রীঃ প্রিয়সাদৃশ্যং ধন্যতা রাগা-

---

* বিলজ্জ ইতি পাঠান্তরম্।

পনয়ঃ সাজাত্যং সাহবেশ্যং সাতত্যমায়তিশ্চ গমনকারণানি ভবন্তীত্যাচার্য্যাঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। অনুরাগ, ভয়, অর্থ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৈরনির্য্যাতন, স্বরূপজিজ্ঞাসা, সহায়সংগ্রহ, খেদ, ধর্ম্ম, যশ, দয়া, সুহৃদ্‌বাক্য, লজ্জা, প্রীতিভাজনের সদৃশ আকার, ধন্যতা, অতিরিক্ত প্রবৃত্তির অপনয়ন, সজাতীয়তা, সাহবেশ্য, নিত্য সাহচর্য্য এবং প্রভাব—নায়িকা এই সকল কারণে নায়কের সহিত মিলিত হয়, ইহাই আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। ১৭।

ব্যাখ্যা। বেশ—বেশ্যালয়; সাহবেশ্য—একবেশে অবস্থিতি। ১৭।

অর্থোঽনর্থপ্রতীঘাতঃ প্রীতিশ্চেতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—অর্থ, অনর্থ-নিবারণ এবং প্রীতি—গমনের এই তিন মাত্রই কারণ। ১৮।

অর্থে তু প্রীত্যা ন বাধেত অস্য প্রাধান্যাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। প্রীতির জন্য অর্থবিষয়ে বাধা উপস্থিত করিবে না; কারণ, বারাঙ্গনার পক্ষে অর্থই প্রধান। ১৯।

ভয়াদিষু তু গুরুলাঘবং পরীক্ষ্যমিতি সহায়গম্যাগম্যকারণচিন্তা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। কিন্তু ভয়াদি-বিষয়ে গুরু লাঘবের পরীক্ষা করিতে হইবে। এই স্থলে সহায়-বিচার, গম্যাগম্য বিচার এবং গমন-কারণ-বিচার সমাপ্ত হইল। ২০।

ব্যাখ্যা। অর্থের ক্ষতি অপেক্ষা যেখানে ভয়ই প্রবল, সেখানে অর্থের বাধাও কর্ত্তব্য, নতুবা অর্থের ক্ষতি করিবে না। ২০।

উপমন্ত্রিতাপি গম্যেন সহসা ন প্রতিজানীয়াৎ। পুরুষাণাং সুলভাবমানিত্বাৎ ॥ ২১ ॥ ভাবজিজ্ঞাসার্থং পরিচারকমুখান্

সংবাহকগায়নবৈহাসিকান্‌ গম্যে তদ্ভক্তান্‌ বা প্রণিদধ্যাৎ। তদভাবে পীঠমর্দ্দাদীন্‌ ॥ ২২ ॥ তেভ্যো নায়কস্য শৌচাশৌচং রাগাপরাগৌ সক্তাসক্ততাং দানাদানে চ বিদ্যাৎ ॥ ২৩ ॥ সম্ভাবিতেন চ সহ বিটপুরোগাং প্রীতিং যোজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। নায়কের প্রার্থনা হইবামাত্রই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া নায়িকার উচিত নহে। পুরুষগণ সাধারণতঃ সুলভাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ভাবজিজ্ঞাসার জন্য সংবাহক, গায়ক, বিদূষক প্রভৃতি প্রকৃষ্ট পরিচারকগণকে অথবা তদীয় সেবকগণকে নায়কের নিকটে নিযুক্ত করিবে। সংবাহক প্রভৃতির অভাবে পীঠমর্দ্দ এবং বিট প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিবে। সেই নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নায়কের শৌচ অশৌচ, রাগ বিরাগ, আসক্তি অনাসক্তি, দাতৃতা ও কার্পণ্য সমস্ত বিষয়ই জানিয়া লইবে। যে নায়কের প্রীতির সম্ভাবনা বুঝিবে, তাহার সহিত প্রীতিযোজনা, বিটের সাহায্যে করিবে। ২১—২৪।

ব্যাখ্যা। বিট যে কে, তাহা সাধারণ অধিকরণ ৪র্থ অঃ ৪৫ সূত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ২১—২৪।

লাবককুক্কুটমেষযুদ্ধশুকসারিকাপ্রলাপনপ্রেক্ষণককলাব্যপদেশেন পীঠমর্দ্দো নায়কং তস্যা উদবসিতমানয়েৎ। তাং বা তস্য ॥ ২৫ ॥ আগতস্য প্রীতিকৌতুকজননং কিঞ্চিদ্দ্রব্যজাতং স্বয়মিদমসাধারণোপভোগ্যমিতি প্রীতিদায়ং দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥ যত্র চ রমতে তয়া গোষ্ঠ্যৈনমুপচারৈশ্চ রঞ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। এইরূপে প্রীতিযোজনা হইলে লাবকপক্ষিযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, মেষযুদ্ধ প্রদর্শনচ্ছলে, শুক সারিকার পড়াইবার ছলে, নাটকাদির অভিনয় প্রদর্শনচ্ছলে এবং গীতাদি শুনাইবার ছলে, পীঠমর্দ্দ—নায়ককে নায়িকার গৃহে আনিবে; অথবা নায়িকাকে নায়কের গৃহে লইয়া যাইবে। নায়ক আসিলে

তাহার প্রীতি ও কৌতুকবর্দ্ধক কিঞ্চিৎ দ্রব্য-সম্ভার 'প্রীতিদায়' স্বরূপে নায়িকা প্রদান করিবে এবং বলিবে,—আপনি স্বয়ং বিশেষভাবে ইহা উপভোগ করিবেন। নায়ক যেরূপ 'গোষ্ঠী' দ্বারা আনন্দ লাভ করেন, তদ্দ্বারা এবং উপযুক্ত উপচারে তাঁহার অনুরাগবর্দ্ধন করিবে। ২৫—২৭।

গতে চ সপরিহাসপ্রলাপাং সোপায়নাং পরিচারিকামভীক্ষ্ণং প্রেষয়েৎ। সপীঠমর্দ্দায়াশ্চ কারণাপদেশেন স্বয়ং গমনমিতি গম্যোপাবর্ত্তনম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। তৎপরে নায়ক গৃহে গমন করিলে সপরিহাসভাষিণী পরিচারিকাকে উপঢৌকন হস্তে দিয়া মধ্যে মধ্যে নায়কসমীপে প্রেরণ করিবে এবং কাচিৎ কোন কারণের ছল করিয়া পীঠমর্দ্দ সমভিব্যাহারে নায়কসমীপে স্বয়ং গমনও আবশ্যক। এইরূপে গম্যোপাবর্ত্তন অর্থাৎ নায়কের আকর্ষণ কথিত হইল। ২৮।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

তাম্বূলানি স্রজশ্চৈব সংস্কৃতং চানুলেপনম্ ।
আগতস্যাহরেৎ প্রীত্যা কলাগোষ্ঠীশ্চ যোজয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে। নায়ক আসিলে তাম্বূল, মাল্য, সুপরিষ্কৃত অনুলেপন প্রীতি সহকারে উপহার দিবে এবং নৃত্যাদি প্রদর্শনার্থ 'গোষ্ঠী' যোজনা করিবে। ২৯।

ব্যাখ্যা। বয়স্যা প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নৃত্যাদি দর্শন করাইবে। ২৯।

দ্রব্যাণি প্রণয়ে দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চ পরিবর্ত্তনম্ ।
সম্প্রয়োগস্য চাকূতং নিজেনৈব প্রযোজয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। প্রণয় হইলে দ্রব্য দান, উত্তরীয় ও অঙ্গুরীয়কাদির পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য; মিলনে প্রবৃত্তি-প্রদান নিজ পরিজন দ্বারা করাইবে। ৩০।

প্রীতিদায়ৈরুপন্যাসৈরুপচারৈশ্চ কেবলৈঃ।
গম্যেন সহ সংসৃষ্টা রঞ্জয়েত্তং ততঃ পরম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে সহায়গম্যাগম্যচিন্তা গমনকরণগম্যোপাবর্ত্তনং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। প্রীতিদায়, পীঠমর্দ্দাদিকৃত শয়নার্থ অভ্যর্থনা, এবং বিশুদ্ধ উপচারে নায়কের সহিত মিলনপ্রাপ্তা হইয়া পরপর তাহার অনুরাগ বর্দ্ধন করিবে। ৩১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।



সংযুক্তা নায়কেন তদ্রঞ্জনার্থমেকচারিণীবৃত্তমনুতিষ্ঠেৎ ॥ ১ ॥ সঞ্জয়েন্ন তু সজেৎ সক্তবচ্চ বিচেষ্টেতেতি সংক্ষেপোক্তিঃ ॥ ২ ॥ মাতরি চ ক্রূরশীলায়ামর্থপরায়াং চায়ত্তা স্যাৎ। তদভাবে মাতৃকায়াম্ ॥ ৩ ॥ সা তু গম্যেন নাতিপ্রীয়েত। প্রসহ্য চ দুহিতরমানয়েৎ ॥ ৪ ॥ তত্র তু নায়িকায়াঃ সন্ততমরতির্নির্ব্বেদো ব্রীড়াভয়ঞ্চ। ন ত্বেব শাসনাতিবৃত্তিঃ ॥ ৫ ॥ ব্যাধিঞ্চ কৃতকমেকমনিমিত্তমজুগুপ্সিতমচক্ষুর্গ্রাহ্যমনিত্যং খ্যাপয়েৎ ॥ ৬ ॥ সতি কারণে তদপদেশং চ নায়কানভিগমনম্। নির্ম্মাল্যস্য তু নায়িকা চেটিকাং প্রেষয়েত্তাম্বূলস্য চ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। নায়কের সহিত মিলন হইলে তাহার মনোরঞ্জনের জন্য একচারিণী,—ব্রত আচরণ করিবে। নায়ককে আসক্ত করিবে, কিন্তু স্বয়ং আসক্ত

হইবে না; অথচ যেন আসক্তা হইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইবে। ইহাই সংক্ষিপ্ত উপদেশ। নায়িকার মাতা ক্রূরপ্রকৃতি এবং অর্থগৃধ্নু নায়িকা তাহারই অধীনে থাকিবে। মাতার অভাবে একজনকে কৃত্রিম মাতা করিয়া রাখিবে। মাতা বা কৃত্রিম মাতা নায়কের প্রতি অতিপ্রীতা থাকিবে না, কখন কখন জোর করিয়া কন্যাকে নায়কের নিকট হইতে নিজের নিকটে আনিবে। তাহাতে নায়িকার সদা অস্বস্তি, নির্ব্বেদ, লজ্জা ভয় যাহাই কেন হউক না, তাহার শাসন লঙ্ঘন করিবে না। নায়কের নিকট নিজের একটী অনিন্দিত কৃত্রিম রোগের কথা বলিয়া রাখিবে, রোগ সহসা আবির্ভূত হয় এবং তাহা চক্ষুরাদি দ্বারা দেখা যায় না, সর্ব্বদাও যে হয়, তাহা নহে। অন্য কোন কারণে যদি নায়কের নিকট অনুপস্থিতি ঘটে, তাহা হইলে, সেই ব্যাধিকেই তাহার কারণ-রূপে উল্লেখ করিবে। নায়িকা নির্ম্মাল্য ও তাম্বূলের জন্য দাসী প্রেরণ করিবে। ১—৮।

ব্যাখ্যা। কৃত্রিম ব্যাধি—শিরঃপীড়া ইত্যাদি। নির্ম্মাল্য ব্যবহৃত অনু-লেপনাদির অবশেষ। ১—৮।

ব্যবায়ে তদুপচারেষু বিস্ময়শ্চতুঃষষ্ট্যাং শিষ্যত্বং তদুপদিষ্টানাং চ যোগানামাভীক্ষ্ণ্যেনানুযোগস্তৎসাত্ম্যাদ্রহসি বৃত্তির্মনোরথানামাখ্যানং গুহ্যানাং বৈকৃতপ্রচ্ছাদনং শয়নে পরাবৃত্তস্যানুপেক্ষণমানুলোম্যং গুহ্যস্পর্শনে সুপ্তস্য চুম্বনমালিঙ্গনঞ্চ ॥ ৯ ॥

টীকা। ব্যবায়ে মৈথুনে নায়কসম্বন্ধিনি। তদুপচারেষু মৈথুনোপচারেষু নরকতাস্বনাদি(ষু)ভিঃ বিস্ময়ঃ; ন তু ভূতপূর্ব্বং সর্ব্বমেতদিতি। চতুঃষষ্ট্যাং পাঞ্চালিক্যাং শিষ্যত্বং; তদ্বিজ্ঞায় কর্ত্তব্যং, শিক্ষয় মামিতি। যোগানামিতি চাতুঃষষ্টিকানাং তেনোপদিষ্টানামাভীক্ষ্ণ্যেনানুযোগঃ। পশ্চাত্তস্মিন্নেব নায়কে পুনঃপুনর্যোজ্যা ইত্যর্থঃ। যেনাবগচ্ছেদস্মৎসুখার্থমেবাস্যা যত্ন ইতি। তৎসাত্ম্যা-দিতি। যথা তস্য সুখং, তথৈকান্তে বর্ত্তেত ইত্যর্থঃ। মনোরথেতি। রহসীত্যনু-বর্ত্ততে। মম মনোরথা এবমাসন্; কদা ত্বয়া সহ দীর্ঘরজন্যাং সপরিহাসঃ

সম্প্রয়োগঃ স্যাৎ। গুহ্যানামিতি কক্ষোরুজঘনানাং যদ্বৈরূপ্যং কিঞ্চিত্তস্য প্রচ্ছাদনম্। স্প্রষ্টুং ন দদাতীত্যর্থঃ। মা ভূদ্বৈরাগ্যমস্যেতি। শয়নে পরাবৃত্তস্যানুপেক্ষণম্। স্নেহখ্যাপনার্থমভিমুখং স্বপেদিত্যর্থঃ। গুহ্যস্পর্শনে আনুলোম্যং কক্ষাং বরাঙ্গঞ্চ স্পৃশন্তং ন বারয়েৎ। মা ভূৎ সম্প্রয়োগেচ্ছাবিঘাত ইতি। সুপ্তস্য চুম্বনমালিঙ্গনঞ্চ, যেন স্নেহাৎ স্বপ্তুমপি ন দদাতীতি জানীয়াৎ। ৯।

প্রেক্ষণমন্যমনস্কস্য। রাজমার্গে চ প্রাসাদস্থায়াস্তত্র বিদিতায়া ব্রীড়া শাঠ্যনাশঃ। তদ্দ্বেষ্যে দ্বেষ্যতা। তৎপ্রিয়ে প্রিয়তা। তদ্রম্যে রতিঃ। তমনু হর্ষশোকৌ। স্ত্রীষু জিজ্ঞাসা। কোপশ্চাদীর্ঘঃ। স্বকৃতেষ্বপি নখদশনচিহ্নেষ্বন্যাশঙ্কা॥ ১০॥

অনুবাদ। নায়ক অন্যমনস্ক থাকিলে—(অন্যমনস্কভাবের কারণ উদ্ঘাটনার্থ) প্রখর দৃষ্টি, রাজমার্গে থাকিলে প্রাসাদ হইতে তাহাকে অবলোকন, নায়ক তাহা দেখিতে পাইলে—লজ্জা-প্রদর্শন,—ইহাই শঠতাশঙ্কা-বিনাশের উপায়; নায়ক যাহাকে দ্বেষ করে—তাহার প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করিবে, নায়কের যে ব্যক্তি প্রিয়, তাহাতে প্রিয়ভাব দেখাইবে, যে বস্তু নায়কের নিকট রম্য, তাহার রম্যত্ব-কীর্ত্তন, নায়কের আনন্দে আনন্দ, তাহার শোকে শোক, অন্য রমণীতে নায়কের আসক্তি আছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য চরনিয়োগ, ক্রোধ করিলেও তাহা অল্পক্ষণের জন্য রাখিবে, নায়কের অঙ্গে নিজকৃত নখচিহ্ন বা দন্ত-চিহ্নও—অন্য-রমণীর কৃত বলিয়া (নায়ক সমীপে) আশঙ্কা প্রকাশ করিতে হয়। ১০।

অনুরাগস্যাবচনমাকারতস্তু দর্শয়েৎ। মদস্বপ্নব্যাধিষু তু নির্ব্বচনং শ্লাঘ্যানাং নায়ককর্ম্মণাং চ॥ ১১॥ তস্মিন্ ব্রুবাণে বাক্যার্থগ্রহণম্, তদবধার্য্য প্রশংসাদিবিষয়ে ভাষণম্, তদ্বাক্যস্য চোত্তরেণ যোজনম্।, ভক্তিমাংশ্চেৎ॥ ১২॥ কথাস্বনুস্মৃতিরন্যত্র সপত্ন্যাঃ॥

.৩॥ নিশ্বাসে জৃম্ভিতে স্খলিতে পতিতে বা তস্য চার্ত্তিমাশংসেত ॥ ১৪ ॥ ক্ষুতব্যাহৃতবিস্মিতেষু জীবেত্যুদাহরণম্ ॥ ১৫ ॥ দৌর্ম্মনস্যে ব্যাধিদৌহৃদাপদেশঃ ॥ ১৬ ॥ গুণতঃ পরস্যাকীর্ত্তনম্, ন নিন্দা সমানদোষস্য, দত্তস্য ধারণম্ ॥ ১৭ ॥ বৃথাপরাধে দুঃখাসনে বাহ্যলঙ্কারস্যাগ্রহণমভোজনং চ, তদ্‌যুক্তাশ্চ বিলাপাঃ, তেন সহ দেশমোক্ষং রোচয়েদ্রাজনি নিষ্ক্রয়ং চ ॥ ১৮ ॥ সামর্থ্যমায়ুষস্তদবাপ্তৌ ॥ ১৯ ॥ তস্যার্থাধিগমেঽভিপ্রেতসিদ্ধৌ শরীরোপচয়ে বা পূর্ব্বসম্ভাষিত ইষ্টদেবতোপহারঃ ॥ ২০ ॥ নিত্যমলঙ্কারযোগঃ, পরিমিতোঽভ্যবহারো গীতে চ নামগোত্রয়োর্গ্রহণম্ ॥ ২১ ॥ গ্লান্যামুরসি ললাটে চ করং কুর্ব্বীত ॥ ২২ ॥ তৎসুখমুপলভ্য নিদ্রালাভঃ। উৎসঙ্গে চাস্যোপবেশনং স্বপনং চ। গমনং বিয়োগে ॥ ২৩। তস্মাৎ পুত্রার্থিনী স্যাদায়ুষো নাধিক্যমিচ্ছেৎ ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। নিজ অনুরাগ মুখে প্রকাশ করিয়া বলিবে না। ভাবভঙ্গীতে দেখাইবে, নিদ্রা বা রোগের ভান করিয়া সেই অবস্থায় স্বমুখেও অনুরাগ ব্যক্ত করিবে। নায়কের যে সকল সৎকর্ম্ম তাহার বিশেষরূপে উল্লেখ করিবে। নায়ক কিছু বলিলে,—তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে, সেই অর্থ অবধারণ করিয়া তাহার প্রশংসা করিবে, সুযোগ হইলে নিজেও কিছু বলিবে, নায়ক অনুরক্ত হইলে—নায়কের মুখের কথার অবশিষ্টাংশ ভাব বুঝিয়া নিজেই যোজনা করিবে, নায়কের প্রায় সকল কথারই অনুমোদন, কেবল সপত্নী-সম্পর্কে কথার অনুমোদন করিবে না; নায়কের দীর্ঘনিশ্বাসে, জৃম্ভণে, (হাই উঠিলে) স্খলনে—পাদস্খলনে (হোঁচট খাওয়া পিছলে যাওয়া ইত্যাদিকে স্খলন বলা যায়) পতনে (একেবারে পড়িয়া যাইলে) নায়কের সমবেদনা প্রকাশ করিবে। নায়ক হাঁচিলে, মরিবার কথা বলিলে বা আমার আয়ু অনেক হইল এইরূপ

বিস্ময় প্রকাশ করিলে 'জীব' বলিবে। অপর নায়কের স্মরণে মন বিরস হইলে—ব্যাধির দৌরাত্ম্যের ভান করিবে। নায়কের সাক্ষাতে অন্য পুরুষের গুণ কীর্ত্তন করিবে না, নায়কের সমদোষে দোষী ব্যক্তির (সেই দোষ উল্লেখে) নিন্দা করিবে না। নায়কের প্রদত্ত (তুচ্ছ বস্তুও) সাদরে লইবে। নিজের প্রতি অপরাধের আরোপে এবং নায়কের রোগ বা পুত্রনাশাদি বিপদে, বেশ-ভূষা ত্যাগ করিবে ও ভোজনে অপ্রবৃত্তি জানাইবে। সেই অপরাধযুক্ত বিপদ্বাক্যযুক্ত বহু বিলাপ করিবে, (তেমন তেমন বিপদ হইলে) সেই নায়কের সহিত দেশত্যাগেও সঙ্কল্প জানাইবে, আর রাজার নিকটে সে নিজে যদি অর্থবন্ধনে আবদ্ধা থাকে—তাহা পরিশোধ করিয়া তাহাকে দেশান্তরে লইয়া যাইতে নায়ককে বলিবে। (কারণ স্বরূপ বলিবে) সেই নায়ককে পাইয়া তাহার জীবন সফল হইয়াছে। নায়কের অর্থলাভ, অভীষ্ট-সিদ্ধি বা শারীরিক উন্নতি হইলে—পূর্ব্বপ্রকাশিত 'মানসিক' দেবতার পূজা শোধ করিবে। সদা বেশভূষা পরিমিত আহার ও গীত-প্রসঙ্গে নায়কের নাম গোত্র গ্রহণ করিবে। শিরঃপীড়া-ব্যপদেশে (শয্যায় শয়ন করিয়া) আপনার মস্তক ও ললাটে স্বহস্তে নায়কের হস্ত লইয়া স্থাপন করিবে। সেই স্পর্শসুখে নিদ্রাবেশ-ভান, অথবা (শয্যায় শয়ন না করিয়া) ক্রোড়ে উপবেশন ও নিদ্রা ভান এবং (সময়-বিশেষে) নায়কের স্থানান্তর-গমনে বিচ্ছেদ আশঙ্কার ভান করিয়া গমন করিবে। সেই নায়কের ঔরসে নিজগর্ভে পুত্র কামনা করিবে নায়ক জীবিত থাকিতে নিজের মৃত্যু কামনা করিবে। ১১—২৪।

এতস্যাবিজ্ঞাতমর্থং রহস্যি ন ব্রূয়াৎ ॥ ২৫ ॥ ব্রতমুপবাসং চাস্য নিবর্ত্তয়েৎ ময়ি দোষ ইতি অশক্যে স্বয়মপি তদ্রূপা স্যাৎ ॥২৬॥ বিবাদে তেনাপ্যশক্যমিত্যর্থনির্দ্দেশঃ ॥ ২৭ ॥ তদীয়মাত্মীয়ং বা স্বয়মবিশেষেণ পশ্যেৎ ॥ ২৮ ॥ তেন বিনা গোষ্ঠ্যাদীনামগমনমিতি ॥ ২৯ ॥ নির্ম্মাল্যধারণে শ্লাঘা উচ্ছিষ্টভোজনে চ ॥ ৩০ ॥ কুল-শীলশিল্পজাতিবিদ্যাবর্ণবিত্তদেশ-মিত্রগুণবয়োমাধুর্য্য-পূজা ॥ ৩১ ॥

গীতাদিষু চোদনমভিজ্ঞস্য ॥ ৩২ ॥ ভয়শীতোষ্ণবর্ষাণ্যনপেক্ষ্য তদভিগমনম্ ॥ ৩৩ ॥ স এব চ মে স্যাদিত্যৌর্দ্ধদেহিকেষু বচনম্ ॥ ৩৪ ॥ তদিস্টরসভাবলীলা* নুবর্ত্তনম ॥ ৩৫ ॥ মূলকর্ম্মাভিশঙ্কা ॥ ৩৬ ॥ তদভিগমনে চ জনন্যা সহ নিত্যো বিবাদঃ ॥ ৩৭ ॥ বলাৎকারেণ চ যদান্যত্র তয়া নীয়তে তদা বিষমনশনং শস্ত্রং রজ্জুং বা কাময়েত ॥ ৩৮ ॥ প্রত্যায়নং চ প্রণিধিভির্নায়কস্য ॥ ৩৯ ॥ স্বয়ং বা হৃত্মনো বৃত্তিগর্হণম ॥ ৪০ ॥ ন ত্বেবার্থেষু বিবাদঃ ॥ ৪১ ॥ মাত্রা বিনা কিঞ্চিন্ন চেষ্টেত ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। নায়কের অপরিজ্ঞাত বিষয় গোপনে কাহাকেও বলিবে না। না করিলে যে দোষ হয় তাহা আমার হইবে ইহা বলিয়া নায়ককে ব্রত ও উপবাস হইতে নিরস্ত করিবে, নিরস্ত করিতে অসক্তা হইলে, নিজেও সেইরূপ (ব্রত ও উপবাস) করিবে। কাহারও সহিত কোন বিষয় তর্ক উপস্থিত হইলে—নায়কের উল্লেখে বলিবে—তিনিও ইহা পারেন না, তুমিত কোথায় আছ। নায়কের স্বজন ও নিজের স্বজনকে অভিন্ন ভাবে দেখিবে। নায়কসঙ্গ ব্যতীত গোষ্ঠী প্রভৃতিতে যোগ দিবে না, নায়কের নির্ম্মাল্য-ধারণ ও উচ্ছিষ্ট ভোজনে শ্লাঘা প্রকাশ, নায়কের কুল, শীল, শিল্প, বিদ্যা, জাতি, বর্ণ, ধন, দেশ মিত্রসম্পৎ, গুণ, বয়স এবং মাধুর্য্যের প্রশংসা, সংগীতজ্ঞ নায়কের সঙ্গীত স্থানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রেরণ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও সর্পাদির ভয় না করিয়া নায়কের অভিসরণ এবং পুণ্য অনুষ্ঠানে জন্মান্তরেও সেই নায়কপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মুখে প্রকাশ করিবে। নায়কের অভীপ্সিত রস ভাব ও লীলার অনুবর্ত্তন, বশীকরণের আশঙ্কা-প্রকাশ, নায়কের অভিসারে—মাতার সহিত নিত্য বিবাদ করিবে। মাতা যদি (অর্থলোভে) জোর করিয়া অন্য নায়কের নিকট লইয়া যায় ত তখন সেই কামিনী বিষ-পান, অনশন, গলায় ছুরি বা গলরজ্জুর

লীলেত্যত্র শীলেতে পাঠান্তরম্।

কামনা প্রকাশ করিবে এবং নিজ চরদ্বারা সেই কামনায় নায়কের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে। অথবা স্বয়ং আপনার বৃত্তির নিন্দা করিতে থাকিবে। কিন্তু আসল কার্য্য যে অর্থ, তাহাতে বিবাদ করিবে না (যেখানে অধিক অর্থলাভ সেখানেই যাইবে) ফলতঃ মাতার সম্মতি-ব্যতীত কোন কার্য্য করিবে না। ২৫—৪২।

প্রবাসে শীঘ্রাগমনায় শাপদানম্‌ ॥ ৪৩ ॥ প্রোষিতেমৃজাহনিয়ম-শ্চালঙ্কারস্য প্রতিষেধঃ। মঙ্গলং ত্বপেক্ষ্যম্‌ একং শঙ্খবলয়ং বা ধারয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ স্মরণমতীতানাং গমনমীক্ষণিকোপশ্রুতীনাম্‌ নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যতারাভিঃ স্পৃহণম্‌ ॥ ৪৫ ॥ ইষ্টস্বপ্নদর্শনে তৎসঙ্গমো মমাস্ত্বিতি বচনম্‌ ॥ ৪৬ ॥ উদ্বেগোহনিষ্টে শান্তিকর্ম্ম চ ॥ ৪৭ ॥ প্রত্যাগতে কামপূজা ॥ ৪৮ ॥ দেবতোপহারাণাং করণম্‌ ॥ ৪৯ ॥ সখীভিঃ পূর্ণপাত্রস্যাহরণম্‌ ॥ ৫০ ॥ বায়সপূজা চ ॥ ৫১ ॥ প্রথম সমাগমানন্তরং চৈতদেব বায়সপূজাবর্জ্জম্‌ ॥ ৫২ ॥ সক্তস্য চানুমরণং ব্রূয়াৎ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। নায়ক প্রবাসে যাইলে, শীঘ্র আসিবার 'দিব্য' দিবে। যতদিন প্রবাসে থাকিবে, ততদিন শরীর-পরিষ্কারে মনোযোগ দিবে না। অলঙ্কার ধারণ করিবে না, কেবল (সধবাচিহ্নবৎ) মঙ্গলচিহ্ন ত্যাগ করিবে না, অথবা একমাত্র শঙ্খ-বলয় ধারণ করিবে, (অন্য মঙ্গলচিহ্নও ত্যাগ করিবে) অতীত ভোগের স্মৃতি-কথা প্রকাশ, দৈবজ্ঞ-রমণীর নিকটে গমন বা উপশ্রুতি অর্থাৎ নৈশিক প্রত্যাদেশ-শ্রবণের জন্য গমন, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থায় স্পৃহা প্রকাশ, (নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য কত পুণ্যই করিয়াছে, তাই তাহারা আমার নায়ককে দেখিতেছে, নায়কও তাহাদিগকে দেখিতেছেন,—হায়,কি পুণ্য করিলে সূর্য্য চন্দ্র বা নক্ষত্র হওয়া যায়, এইরূপ স্পৃহা প্রকাশ) শুভস্বপ্ন-সন্দর্শন প্রকাশ করত অন্য মঙ্গলে অনভিরুচি খ্যাপনসহকারে নায়কের প্রবাস প্রত্যা

গমন-মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা-প্রকাশ, অনিষ্ট স্বপ্নদর্শন-প্রকাশে উদ্বেগ প্রকাশ ও শান্তিকার্য্য-সম্পাদন, নায়ক প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে কামদেবের পূজা, দেবতাগণের উপহার বা মানসিক শোধ, (যোগ্যপাত্রে অর্পণের জন্য) সখীদিগের দ্বারা তণ্ডুলাদি পূর্ণ পাত্রের আহরণ, (নায়িকার সুখে সুখী হইয়া পরস্পর উত্তরীয় আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার নাম পূর্ণ পাত্র-আহরণ, ইহা কেহ কেহ বলেন) নায়কের প্রত্যাগমনে স্বকৃত 'মানসিক' প্রকাশ করিয়া—বায়স-পূজা—কাককে অন্নপিণ্ডদান করিবে। নায়কের সহিত প্রথম মিলনেও কামদেব-পূজাদি আছে, কেবল বায়স-পূজা নাই। নায়ক যখন আসক্ত হইবে, তখন কামিনী নায়কের মরণে 'সহমরণ' যাইবে, এমন কথাও বলিবে। ৪৩—৫৩।

অবতরণিকা। আসক্ত কাহাকে বলা যায়?

নিসৃষ্টভাবঃ সমানবৃত্তিঃ প্রয়োজনকারী নিরাশঙ্কো নিরপেক্ষো-ঽর্থেষ্বিতি সক্তলক্ষণানি ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। নিসৃষ্ট-ভাব,—যে বিবেকশক্তি বিসর্জ্জন দিয়াছে,—বেশ্যার সকল কথাতেই বিশ্বাস করে; সমান-বৃত্তি,—আনন্দ-মিলনে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নায়িকার সহিত যে নায়কের সমান; প্রয়োজনকারী—নায়িকার প্রয়োজন যতই উপস্থিত হউক না, তাহা সম্পাদন করিবেই করিবে; নিরাশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ কোন ভয়ই ঐ কামিনীর জন্য যে রাখে না; অর্থ-নিরপেক্ষ,—নায়িকার কার্য্য ব্যতীত, স্বীয় কোন কার্য্যেরই যে অপেক্ষা রাখে না,—তাহার নাম আসক্ত,—আসক্তের লক্ষণই এইরূপ। ৫৪।

তদেতন্নিদর্শনার্থং দত্তকশাসনাদুক্তমনুক্তঞ্চ লোকতঃ শীলয়েৎ পুরুষপ্রকৃতিতশ্চ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। দত্তক প্রণীত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিদর্শনার্থ ইহা দর্শিত হইল। যাহা অনুক্ত থাকিল, তাহা ব্যবহারকুশল লোকের নিকট অবগত হইবে ও পুরুষ প্রকৃতির পর্য্যালোচনার দ্বারা জানিয়া লইবে। ৫৫।

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ,—

সূক্ষ্মত্বাদতিলোভাচ্চ প্রকৃত্যাজ্ঞানতস্তথা।
কামলক্ষ্ম তু দুর্জ্ঞানং স্ত্রীণাং তদ্ভাবিতৈরপি॥ ৫৬॥

অনুবাদ। এতদ্বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে,—বারাঙ্গনাগণের প্রেম স্বাভাবিক কি কৃত্রিম, ইহা লক্ষণাভিজ্ঞগণেরও দুর্জ্ঞেয়। কারণ স্বাভাবিক ও কৃত্রিমের যে ভেদ, তাহা অতি সূক্ষ্ম,—পরকীয় ভাব ত প্রত্যক্ষগম্য নহে,—অনুমানও দুরূহ, লোভের আধিক্যহেতু তাহারা কৃত্রিম আসক্তি স্বাভাবিকবৎ দেখাইতে পারে, আর যাহারা নায়ক, তাহারা ত স্বীয় প্রকৃতিবশে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন,—যতই সে চতুর হউক—স্বয়ং প্রেমান্ধ হওয়ায় রমণীর চাতুরী ধরিতে পারে না। ৫৬।

কাময়ন্তে বিরজ্যন্তে রঞ্জয়ন্তি ত্যজন্তি চ।
কর্ষয়ন্ত্যোঽপি সর্ব্বার্থান্ জ্ঞায়ন্তে নৈব যোষিতঃ॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে
কান্তানুবৃত্তং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

অনুবাদ। দেখা যায়, বারাঙ্গনাগণ,—এক নায়কের অনুরাগিণী হইয়াছে। কিন্তু আবার তাহার প্রতিই বিরাগ পোষণ করে। এক সময়ে যে নায়কের মনোরঞ্জনে ব্যগ্র,—সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে—অতএব বারাঙ্গনা-চরিত্র বুঝা ভার। ৫৭।

ব্যাখ্যা। বারাঙ্গনার কুহকে পড়িতে নাই,—যে অজিতেন্দ্রিয়, এ উপদেশ মানিবে না,—তাহারা কামসূত্র পাঠ করিলে বুঝিবে,—বারাঙ্গনাও সতীনারীর চরিত্রের নকল করিতে পারে, তাই বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। সতী পত্নীর একচারিণী বৃত্ত ও বারাঙ্গনার একচারিণীবৃত্ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সতী পত্নীর প্রবাসচর্য্যা ও বারাঙ্গনার উপপতি-প্রবাসচর্য্যা বাহ্যত লক্ষণে মিলিলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—এই কারণে 'ভার্য্যাধিকরণিক' এবং 'বৈশিক' অধিকরণে একই বিষয়—

একচারিণীবৃত্ত ও প্রবাসচর্য্যা পৃথক পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বুঝিয়া বিষয়দোষ দর্শনহেতু যদি ঐ সকল বিষয়ে নিবৃত্তি-বুদ্ধি হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল। অতঃপর এই বিষয়ে দোষ আরও উদঘাটিত হইবে। ৫৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সক্তাদ্বিত্তাদানং স্বাভাবিকমুপায়তশ্চ ॥ ১ ॥ তত্র স্বাভাবিকং সঙ্কল্পাৎ সমধিকং বা লভমানা নোপায়ান্ প্রযুঞ্জীতেত্যাচার্য্যাঃ ॥ ২ ॥ বিদিতমপ্যুপায়ৈঃ পরিষ্কৃতং দ্বিগুণং দাস্যতীতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। বারাঙ্গনাগণের অর্থাহরণ দ্বিবিধ—স্বাভাবিক (অযত্নসাধ্য) এবং উপায়সাধ্য (প্রযত্নসাধ্য); তন্মধ্যে আসক্ত পুরুষের নিকট হইতে অর্থাহরণ স্বাভাবিক, আর অপর ব্যক্তির নিকট হইতে ধনাহরণ উপায়-সাধ্য। তন্মধ্যে স্বাভাবিক স্থলে যদি আশানুরূপ বা আশাতিরিক্ত অর্থলাভ হয় তাহা হইলে সেস্থলে উপায় প্রয়োগ করিবে না ইহা আচার্য্যগণের মত। বাৎস্যায়ন বলেন,—যে স্থানে অর্থাহরণ নিশ্চিত অর্থাৎ স্বাভাবিক—সেস্থলেও উপায় প্রয়োগ করিলে (দাতা) দ্বিগুণ দান করিবে। ১—৩।

অবতরণিকা। এক্ষণে সেই উপায়সমূহ কথিত হইতেছে,—

অলঙ্কার-ভক্ষ্য-ভোজ্য-পেয়-মাল্য-বস্ত্র-গন্ধদ্রব্যাদীনাং ব্যবহারিষু কালিকমুদ্ধারার্থমর্থপ্রতিনয়নেন তৎসমক্ষম্ ॥ ৪ ॥ তদ্বিত্তপ্রশংসা ॥ ৫ ॥ ব্রতবৃক্ষারামদেবকুলতড়াগোদ্যানোৎসবপ্রীতিদায়ব্যপদেশঃ ॥ ৬ ॥ তদভিগমননিমিত্তো রক্ষিভিশ্চৌরৈর্ব্বালঙ্কারপরিমোষঃ ॥ ৭ ॥

দাহাৎ কুড্যচ্ছেদাৎ প্রমাদাদ্ভবনে চার্থনাশস্তথা যাচিতালঙ্কারাণাং নায়কালঙ্কারাণাং চ ॥ ৮॥ তদভিগমনার্থস্য ব্যয়স্য প্রণিধিভি-র্নিবেদনম্ ॥ ৯ ॥ তদর্থমৃণগ্রহণম্। জনন্যা সহ তদুদ্ভবস্য ব্যয়স্য বিবাদঃ ॥ ১০ ॥ সুহৃৎকার্য্যেষ্বনভিগমনমনভিহারহেতোঃ ॥ ১১ ॥ তৈশ্চ পূর্ব্বমাহৃতা গুরবোঽভিহারাঃ পূর্ব্বমুপনীতাঃ পূর্ব্বং শ্রাবিতাঃ স্যুঃ ॥ ১২ ॥ উচিতানাং ক্রিয়াণাং বিচ্ছিত্তিঃ ॥ ১৩ ॥ নায়কার্থং চ শিল্পিষু কার্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। অলঙ্কার, ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়, মাল্য, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিলে নায়কের সমক্ষেই—সময় মত পরিশোধনীয় মূল্য একেবারে প্রদান করিয়া বিক্রেতার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবে. (ইহা দেখিয়া আসক্ত নায়ক নায়িকার আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সেই মূল্য নিজেই প্রদান করে, আর যে আসক্ত নহে—লজ্জার খাতিরে তাহাকেও দিতে হয়)। নায়কের মূল্যবান্ বস্তুর নায়ক-সমক্ষে প্রশংসা করিবে—(নায়ক তাহা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই মনে করে—আমার এই বস্তুটি নায়িকার মনোমত—অতএব তাহা দিয়া ফেলে)। ব্রত, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, আরাম-প্রতিষ্ঠা, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, উৎসব ও যৌতুক দানের কথা ছলক্রমে শুনাইবে। (আমার ব্রত আছে,—আপনার কোন্ কোন্ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিব? ইত্যাদিরূপে নিজের কার্য্য শ্রবণ করাইলে, নায়ক সেই ব্যয় না দিয়া থাকিতে পারে না)। সেই নায়কের অভিসরণ কালে নগর-রক্ষী বা চোরেরা সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ করিয়া লইয়াছে—এই কথা নায়কের কর্ণগোচর করিবে। (প্রথমে নগর-রক্ষী বা চোরের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করা থাকে,—তাহার পরে অপহরণ হইলে—নায়ককে উহা জ্ঞাপন করা হয়—তাহার নিকট আদায় হইলে, কিছু অংশ ঐ নগর-রক্ষী বা চোরকে দেওয়া হয়) গৃহদাহ, সন্ধিচ্ছেদ—সিঁদ-চুরি, বা অনবধানতাক্রমে ভবন মধ্যেই নিজ ধন-নাশের কথা জানাইবে। (গৃহদাহাদি দ্বারা যেস্থলে

ধন-নাশ হইয়াছে—সেস্থানে যত ধন নষ্ট হইয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ধন-নাশের কথা জ্ঞাপনই—এই স্থলে উপদেশ)। কেবল নিজ ধনের নহে—উৎসবাদিতে বিশেষ ভাবে সজ্জার জন্য অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লওয়া যে অলঙ্কার এবং নায়কের স্থাপিত অলঙ্কারও এই গৃহদাহাদি দ্বারা নষ্ট হইয়াছে—ইহাও জানাইবে। (অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লওয়া অলঙ্কার না থাকিলেও বলিবে,—নায়কের স্থাপিত অলঙ্কার নষ্ট না হইলেও নষ্ট হইয়াছে বলিবে)। নায়কের উদ্দেশে অভিসারে একটা মোটা খরচ নায়ককে সহায় দ্বারা জানাইবে—(এই সহায় নায়িকার গুপ্তচর, কিন্তু নায়কের অন্তরঙ্গ ভাবে থাকিবে।) নায়ক ঘটিত আপনার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ঋণগ্রহণ, নায়ক-সমক্ষে মাতার সহিত সেই ব্যয়-সম্বন্ধে বিবাদ করিবে; যৌতুক অলঙ্কারাদি উপহার দানে অক্ষমতা হেতু আত্মীয় গৃহে কর্ম্মোপলক্ষে যাওয়ার বাধা কৌশলে নায়ককে জানাইবে;—অথচ সেই আত্মীয় মূল্যবান উপহার পূর্ব্বে নায়িকাকে প্রদান করিয়াছে, ইহা নায়ককে অনেক দিন পূর্ব্বে শুনাইয়া রাখিতে হইবে। দেহপুষ্টি ও বিলাসার্থ যাহা করা হইত, তাহা নায়কের সমক্ষে বন্ধ করা, নায়কের জন্য শিল্পি-নিয়োগ,—(যে নায়ক—নিজ অভিপ্রেত শিল্পকার্য্যে প্রচুর ব্যয় করে,—তাহার জন্য শিল্পী নিযুক্ত করিয়া দিলে—শিল্পীর সহিত একটা ভাগের ব্যবস্থা হয়)। ৪—১৪।

বৈদ্যমহামাত্রয়োরুপকারক্রিয়া কার্য্যহেতোঃ ॥ ১৫ ॥ মিত্রাণাং চোপকারিণাং ব্যসনেষ্বভ্যুপপত্তিঃ ॥ ১৬ গৃহকর্ম্ম সখ্যাঃ, পুত্রস্যোৎসঞ্জনং দোহদো ব্যাধির্মিত্রস্য দুঃখাপনয়নমিতি ॥ ১৭ ॥ অলঙ্কারৈকদেশবিক্রয়ো নায়কস্যার্থে ॥ ১৮ ॥ তয়া শীলিতস্য চালঙ্কারস্য ভাণ্ডোপস্করস্য বা বণিজে বিক্রয়ার্থং দর্শনম্ ॥ ১৯ ॥ প্রতিগণিকানাং চ সদৃশস্য ভাণ্ডস্য ব্যতিকরে প্রতিবিশিষ্টস্য গ্রহণম্ ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। কার্য্যবিশেষে বৈদ্য ও মহামাত্রের উপকার-সম্পাদন,—(বৈদ্য ঔষধমূল্য বলিয়া নায়কের নিকট হইতে অধিক অর্থগ্রহণ করত

একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ নায়িকাকে দিবে,—মহামাত্র স্বীয় ক্ষমতায় নায়ককে নায়িকার প্রয়োজনীয় অর্থ-দানে বাধ্য করিবে) নায়কের মিত্র ও নায়কের উপকারী ব্যক্তিগণের বিপদে সাহায্যদান, (ইহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া পড়ে এবং নায়িকাকে অর্থদান করিতে নায়ককে প্রবৃত্তি দান করে)। ভবন-নির্ম্মাণাদি কার্য্য, সখী-পুত্রের দোলারোহণাদি উৎসব,—আবদার, পীড়া নায়ক-মিত্রের দুঃখে সান্ত্বনা-প্রদান,—ইত্যাদি ব্যপদেশে কৌশলে নায়কের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ, নায়কের সমক্ষে নায়কেরই জন্য আপনার কিয়দংশ অলঙ্কার-বিক্রয়, (ইহাতে নায়ক অধিকতর বাধ্য হইয়া অর্থদান করে।) নিজের নিত্য ব্যবহার্য্য অলঙ্কার ও গৃহের উপকরণ-দ্রব্য তৈজসপত্র বণিককে গোপনে বিক্রয়ার্থ দেখাইবে—(পরামর্শ-মত বণিক নায়ককে নায়িকার অসাক্ষাতে সেই কথা বলিয়া দিবে, তাহাতে নায়িকার অভাব বুঝিয়া নায়ক তাহা পূরণ করে।) প্রতিবেশিনী গণিকাগণের তৈজসপত্রের তুল্যতাহেতু—নিজ তৈজসপত্রের বদলা-বদলি হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া নায়ক-সমক্ষে অপেক্ষা উত্তম উত্তম তৈজসপত্রাদি ক্রয়,—(এ কার্য্যে নায়ক, অর্থ দান করিতে বাধ্য হয়। ১৫—২০।

পূর্ব্বোপকারাণামবিস্মরণমনুকীর্ত্তনং চ ॥ ২১ ॥ প্রণিধিভিঃ প্রতিগণিকানাং লাভাতিশয়ং শ্রাবয়েৎ ॥ ২২ ॥ তাসু নায়কসমক্ষমাত্মনোঽভ্যধিকং লাভং ভূতমভূতং বা ব্রীড়িতা নাম বর্ণয়েৎ ॥ ২৩ ॥ পূর্ব্বযোগিনাং চ লাভাতিশয়েন পুনঃ সন্ধানে যতমানানামাবিষ্কৃতঃ প্রতিষেধঃ ॥ ২৪ ॥ তৎস্পর্দ্ধিনাং ত্যাগযোগিতা-নিদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥ ন পুনরেষ্যতীতি বালযাচিতকমিত্যর্থাগমোপায়াঃ ॥ ২৬ ॥ বিরক্তং চ নিত্যমেব প্রকৃতিবিক্রিয়াতো বিদ্যাৎ মুখবর্ণাচ্চ ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। নায়ককৃত পূর্ব্বোপকারের অবিস্মৃতি এবং অনুকীর্ত্তন, (ইহাতে নায়ক প্রীত হইয়া অর্থ দান করে) প্রতিবেশিনী গণিকা-

এদের অধিক লাভের কথা গুপ্তচরেরা (নায়কের মিত্র ভাবে) শুনাইয়া দিবে। নায়িকা প্রতিবেশিনীগণিকাগণের নিকট যেন নায়কের সমক্ষে কতই লজ্জায় নিজের সত্য মিথ্যা—যাহাই হউক অতিরিক্ত লাভের কথাই বলনা করিবে। (নায়ক তাহাতে আনন্দিত হইয়া অধিক অর্থ দান করিবে)। পূর্ব্বে যাহারা এই নায়িকার নায়ক ছিল, তাহারা অতিরিক্ত অর্থ দান করিয়া পুনর্ম্মিলনে যত্নবান্ হইলেও প্রকাশুভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে—অথবা তাহাদিগের প্রত্যাখ্যান নায়িকা করিতেছে, এইরূপ কথা রটনা করিয়া দিবে। (নায়ক তাহা জানিয়া আনন্দে অধিক অর্থ দান করে)। মিলনের জন্য নায়ক-সমস্পর্দ্ধীদিগের ত্যাগ-বাহুল্য—গুপ্তচর দ্বারা নায়ককে দেখাইয়া দিবে। (সমস্পর্দ্ধিতা হেতু নায়কও অধিক অর্থ দান করিতে প্রবৃত্ত হয়) নায়িকা আর অভিসারে আসিবেন না' এই কথা নায়িকার প্রেরিত বালক নায়ককে তাঁহার ভবনে গিয়া বলিবে,—অর্থ না পাইলে আসিবেন না ইহাই তাৎপর্য্য। (এই অংশের বিবিধ অর্থ হইতে পারে)। এই সকল অর্থাগমের উপায়। সর্ব্বদাই ভাবান্তর এবং মুখভাব-দর্শনে নায়ককে বিরক্ত—বুঝিবে। (ভাবান্তর—অন্যথাবৃত্ত ইঙ্গিতেরই স্বরূপ। মুখভাব—আকার বিশেষ,—অতএব ইঙ্গিত ও আকারে বিরক্ততাও বুঝিতে হয়)। ২১—২৭।

ঊনমতিরিক্তং বা দদাতি ॥ ২৮ ॥ প্রতিলোমৈঃ সম্বধ্যতে ॥২৯॥ ব্যপদিশ্যান্যং করোতি ॥ ৩০ ॥ উচিতমাচ্ছিনত্তি ॥ ৩১ ॥ প্রতিজ্ঞাতং বিস্মরত্যন্যথা বা যোজয়তি ॥৩২॥ স্বপক্ষৈঃ সংজ্ঞয়া ভাষতে ॥ ৩৩ ॥ মিত্রকার্য্যমপদিশ্যান্যত্র শেতে ॥ ৩৪ ॥ পূর্ব্বসংসৃষ্টায়াশ্চ পরিজনেন মিথঃ কথয়তি ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। (ভাবান্তর যথা)—নায়ক যাহা দিত তাহা অপেক্ষা হয় অল্প না হয় অধিক দেয়। নায়িকার শত্রুগণের সহিত মেলা-মেশা করে, যাহা বলে তাহা না করিয়া অন্য কার্য্য করে, যাহা দিয়া আসিতেছে—তাহা

বন্ধ করে, স্বীকৃত বিষয় বিস্মৃত হয়—বা স্বীকারের ভাবার্থ অন্তরূপে যোজনা করে, স্বপক্ষস্থ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্কেতে কথোপকথন করে, (যেন নায়িকা না বুঝে) বন্ধুর কার্য্য আছে এই ভান করিয়া—নায়িকার নিকট না থাকিয়া অন্যত্র শয়ন করে। পূর্ব্ব-প্রণয়িনীর পরিজনগণের সহিত নির্জ্জনে কথা কহে। ২৮—৩৫।

অবতরণিকা। তখন নায়িকার কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।—

তস্য সারদ্রব্যাণি প্রাগববোধাদন্যাপদেশেন হস্তে কুর্ব্বীত ॥৩৬॥ তানি চাস্যা হস্তাদুত্তমর্ণঃ প্রসহ্য গৃহ্ণীয়াৎ ॥ ৩৭ ॥ বিবদমানেন সহ ধর্ম্মস্থেষু ব্যবহরেদিতি বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। নায়ক, নায়িকার মনোভাব বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহার মূল্যবান্ দ্রব্য নায়িকা কোনও ছলে হস্তগত করিবে। নায়িকার হস্তগত সেই সকল দ্রব্য (পূর্ব্বকৃত সঙ্কেত অনুসারে মহাজন—নায়িকার হস্ত হইতে (নায়কের জন্য ঋণ-শোধের দাবিতে) আচ্ছিন্ন করিয়া লইবে। যদি এ জন্য নায়ক বিবাদ করে ত আদালতে তাহার মোকদ্দমা করিবে। 'বিরক্ত প্রতিপত্তি'-প্রকরণ এইখানে সমাপ্ত। ৩৬—৩৮।

সক্তং তু পূর্ব্বোপকারিণমপ্যল্পফলং ব্যলীকেনানুপালয়েৎ ॥৩৯॥ অসারং তু নিষ্প্রতিপত্তিকমুপায়তোঽপবাহয়েদন্যমবষ্টভ্য ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। আসক্ত নায়ক, পূর্ব্বে বহু উপকার করিলেও—শেষে অল্পধন হওয়ায় অল্প-প্রাপ্তি হইলে—বারাঙ্গনা তাহাকে অনাদরে রাখিবে, (নায়ক যেন তাহার নিকট কতই অপরাধী) তাহাতে সে স্বয়ং চলিয়া যায় উত্তম, না যায়,—ঐ অল্প ধন—ভয়ে ভয়ে শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। তাহার পর:—একেবারেই নির্দ্ধন ও নিরুপায় হইলে,—অন্য নায়কের আশ্রয় লইয়া তাহাকে উপায়-প্রয়োগে নিষ্কাসিত করিবে (পূর্ব্বে অনেক উপকার করায়—একেবারেই অর্দ্ধচন্দ্র দিবে না,—তাহাকে বুঝিবার সুযোগ দিবে যে

আমি এখানে আর স্থান পাইব না; অতএব আমি নিজেই এ সময়ে সরিয়া পড়ি,—তাহাতেও যদি চৈতন্য না হয় তখন পরিণামে তাহার অদৃষ্টে অর্দ্ধচন্দ্র ঘটিবেই)। ৩৯। ৪০।

অবতরণিকা। উপায়সমূহ কথিত হইতেছে,—

তদনিষ্টসেবা নিন্দিতাভ্যাস ওষ্ঠনির্ভোগঃ পাদেন ভূমেরভিঘাতোঽবিজ্ঞাত-বিষয়স্য সঙ্কথা তদ্বিজ্ঞাতেষ্ববিস্ময়ঃ কুৎসা চ দর্পবিঘাতোঽধিকৈঃ সহ সংবাসোঽনপেক্ষণং সমানদোষাণাং নিন্দা রহসি চাবস্থানম্ ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। সেই নায়কের যাহা অনভিমত তাহারই আচরণ কর্ত্তব্য। (ইহাতে যদি নায়ক বুঝে যে আমার সে-ই মতানুবর্ত্তিনী কামিনী যখন এমন হইয়াছে তখন আর না—তাহা হইলে তাহার একটু মান থাকে, এইরূপ পর পর কার্য্য সকলই নায়কের প্রতি ঘোর বিরক্তির সূচক। নিন্দিতাভ্যাস—নায়ক যে কার্য্যের নিন্দা করে—পুনঃপুনঃ সেই কার্য্য করা, ওষ্ঠনির্ভোগ—ঠোঁট উল্টান, ভূমিতে পদাঘাত,—(নায়কের অকর্ম্মণ্যতা-খ্যাপন ও তৎপ্রতি ক্রোধ প্রকাশের জন্য এই দুই কার্য্য) নায়কের যাহা অজ্ঞাত—তাহা লইয়া অন্যের সহিত প্রগাঢ় আলাপ,—(অর্থান্তর) তাহার উল্লেখে নায়কের অভিজ্ঞতা-খ্যাপন দ্বারা উপহাস, নায়কের বিজ্ঞাত বিষয় অতি কঠিন হইলেও তাহাতে বিস্ময়-প্রকাশ না করা, নায়কের শিক্ষার নিন্দা করা,—(যে কোন উপায়ে হউক) দর্প চূর্ণ করা, নায়কাপেক্ষা যাহারা 'বড়' তাহাদিগের সহিত অধিককাল এক স্থানে থাকা, কোন কার্য্যেই নায়কের অপেক্ষা না করা,—নায়কের সমান-দোষে দোষী ব্যক্তির সেই দোষ উল্লেখে নিন্দা এবং নির্জ্জনে অবস্থান—(এই গুলি বাহ্য উপায়)। ৪১।

রতোপচারেষূদ্বেগো মুখস্যাদানম্ জঘনস্য রক্ষণম্ নখদশনক্ষতেভ্যো জুগুপ্সা পরিষঙ্গে ভুজময্যা সূচ্যা ব্যবধানং স্তব্ধতা গাত্রাণাং

সক্‌থোর্ব্যত্যাসো নিদ্রাপরত্বং চ শ্রান্তমুপলভ্য চোদনাশক্তৌ হাসঃ শঙ্কাবনভিনন্দনম্। দিবাপি ভাবমুপলভ্য মহাজনাভিগমনম্ ॥ ৪২ ॥

টীকা। তত্র রতমধিকৃত্যাহ ;—রতার্থং সরকতাম্বূলাদিষূপচারেষু উদ্বেগ ইত্যপ্রতিগ্রহণম্। প্রতিগ্রহণে বা অসৌমনস্যম্। মুখস্যাদানং মুখং চুম্বিতুং ন দেয়ম্। জঘনস্য রক্ষণং স্প্রষ্টুং বা ন দেয়ম্। নখদশনক্ষতেভ্যস্তৎকৃতেভ্যো জুগুপ্সা। 'জুগুপ্সাদ্যর্থানাম্' ইত্যপাদানসংজ্ঞা। ভুজমযোতি। ভুজৌ ব্যত্যস্য স্বস্কন্ধয়োর্নিদধ্যাৎ। ততো ভুজমেকীকৃত্য সূচীব সূচী তয়া ব্যবধানং পরিষঙ্গস্য। স্তব্ধতা গাত্রাণাং কর্ত্তব্যা। নাক্রষ্টুং দদ্যাদিত্যর্থঃ। সক্‌থোর্ব্যত্যাসঃ সক্‌থিনা ব্যত্যাসয়ীত। যন্ত্রযোগে প্রতিষেধার্থমূরু ব্যত্যসেদিত্যর্থঃ। নিদ্রাপরত্বং চাত্মনঃ খ্যাপ্যম্। শ্রান্তমুপলভ্যেতি যদি কথঞ্চিদ্রন্তুং প্রবৃত্তস্তত্র শ্রান্তং চোদয়েৎ প্রবর্ত্তয়িতুম্। ন পুরুষায়িতেন সাহায্যং দদ্যাৎ। তত্র চোদিতস্যাশক্তৌ হাসঃ কর্ত্তব্যঃ পার্শ্বাভিহত্য, যথায়ং বিরক্তীভবতি। শঙ্কাবনভিনন্দনং বৈরাগ্যখ্যাপনার্থম্। দিবাপীতি। অস্ত্যেব কশ্চিৎ কামগর্দ্দভো, যঃ প্রাকৃতিরপ্যপি দিবা মৈথুনমাচরতি। উৎকণ্ঠাং (ভাবং) সম্প্রয়োগেচ্ছামুপলভ্য চেষ্টিতাকারাভ্যাং মহাজনাভিগমনং রতিগৃহান্নির্গত্য। তদিচ্ছাব্যাঘাতার্থম্ ॥৪২॥

বাক্যেষু চ্ছলগ্রহণমনর্ম্মণি হাসো নর্ম্মণি চান্যমপদিশ্য হসেৎ বদতি তস্মিন্ কটাক্ষেণ পরিজনস্য প্রেক্ষণং তাড়নং চাহত্য চাস্য কথামন্যাঃ কথাস্তদ্ব্যলীকানাং ব্যসনানাং চাপরিহার্য্যাণামনুকীর্ত্তনং মর্ম্মণাং চ চেটিকয়োপক্ষেপণম্ ॥ ৪৩ ॥ আগতে চাদর্শনমযাচ্য-যাচনমন্তে স্বয়ং মোক্ষশ্চেতি পরিগ্রহকল্পো দত্তকস্য ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। (আরও আছে,—) নায়ক মিষ্ট কথা কহিতে আসিলে,—কথার ছল ধরা, হাস্য কথা না হইলেও—হাস্য (উপহাস-দ্যোতক), হাস্যের কথা নায়ক কহিলে, ছল করিয়া অন্যের উদ্দেশে হাস্য করিবে, নায়ক কথা কহিতে থাকিলে—সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া—পরিজনের প্রতি বক্রদৃষ্টি,

অথবা পরিজনকে প্রহার, নায়কের কথায় বাধা দিয়া অন্য কথা বলা, অপরিহার্য্য কার্য্যে অপরাধ বা ব্যসনের উদ্‌ঘোষণ, দাসীদিগের দ্বারা নায়কের মর্ম্মপীড়ক কথার প্রকাশ, নায়ক যখনই আসিবে তখনই নায়িকার দেখা পাইবে না,—অযাচ্য বস্তুর যাচ্ঞা,—তাহার পূরণ নায়কের অসাধ্য হয়—পরিশেষে স্বয়ং পরিত্যাগ—কিছুতেই যদি নায়ক না ছাড়ে—তখন নায়িকা স্বয়ং তাহাকে নিষ্কাসিত করিবে। বেশ্যা ও গম্যের যে পরিগ্রহ-ব্যবস্থা—তাহা দত্তকের উপদিষ্ট। ৪৪।

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ—

পরীক্ষা গম্যৈঃ সংযোগঃ সংযুক্তস্যানুরঞ্জনম্।
রক্তাদর্থস্য চাদানমন্তে মোক্ষশ্চ বৈশিকম্॥ ৪৫॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে দুইটী শ্লোক আছে,—বিশেষ পরীক্ষা করিয়া গম্য নায়কের সহিত মিলন কর্ত্তব্য, মিলনের পর নায়কের মনোরঞ্জন, অনুরক্ত হইলে তাহার নিকট হইতে অর্থশোষণ, তাহার পর নিষ্কাসন—ইহা বৈশিকবৃত্ত—বেশ্যা নায়িকার চরিত্র। ৪৫।

এবমেতেন কল্পেন স্থিতা বেশ্যা পরিগ্রহে।
নাতিসন্ধীয়তে গম্যৈঃ করোত্যর্থাংশ্চ পুষ্কলান্॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্‌ বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে অর্থাগমোপায়-বিরক্তপ্রতিপত্তিনিষ্কাসনক্রমাস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

অনুবাদ। এই ব্যবস্থানুসারে বেশ্যা নায়কের পরিগ্রহে অবস্থিতা—রক্ষিতা হইলে—পুরুষের দল তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারে না, প্রত্যুত সে-ই প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিতে পারে। ৪৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বর্ত্তমানং নিষ্পীড়িতার্থমুৎসৃজন্তী বিশীর্ণেন * সহ সন্দধ্যাৎ ॥১॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। বর্ত্তমান নায়কের অর্থ নিঃশেষে দোহন করিয়া লইবার পর তাহাকে যখন বারাঙ্গনা ত্যাগ করিবে, তখন ভগ্নপ্রেম তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নায়কের সহিত সন্ধি করিবে। ১।

অবতরণিকা। যে নায়ক ভগ্নপ্রেম হইয়া পূর্ব্বে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার সহিত আবার সন্ধি কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রাবলী উপন্যস্ত হইতেছে—

স চেদবসিতার্থো বিত্তবান্ সানুরাগশ্চ ততঃ সন্ধেয়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। সেই পূর্ব্ববর্ত্তী নায়ক অনেক অর্থের অপব্যয় করিয়াও যদি তখন ধনবান্ থাকে এবং ঐ নায়িকার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য। ২।

ব্যাখ্যা। এই পূর্ব্ব নায়ক যদি অন্য কোন বারাঙ্গনার সহিত মিলিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলেই সন্ধি-যোগ্যতা এই সূত্রে প্রদর্শিত হইল; আর অন্যত্র মিলিত হইলে কোথায় সন্ধি করা কর্ত্তব্য এবং কোথায় বা অকর্ত্তব্য, তাহা অতঃপর কথিত হইবে। ২।

অন্যত্র গতস্তর্কয়িতব্যঃ। স কার্য্যযুক্ত্যা ষড়্‌বিধঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। অপর বারাঙ্গনার সহিত মিলিত পূর্ব্ব নায়ক সম্বন্ধে বিতর্ক করা উচিত। (সহসা সন্ধি করা কর্ত্তব্য নহে) সেই নায়ক ছয় প্রকার। ৩।

ইতঃ স্বয়মপসৃতস্ততোঽপি স্বয়মেবাপসৃতঃ ॥ ৪ ॥ ইতস্ততশ্চ নিষ্কাসিতাপসৃতঃ ॥ ৫ ॥ ইতঃ স্বয়মপসৃতস্ততো নিষ্কাসিতাপসৃতঃ ॥

* পূর্ব্বসৃষ্টেন ইতি পাঠান্তরম্।

৬ ॥ ইতঃ স্বয়মপসৃতস্তত্র স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ ইতো নিষ্কাসিতাপসৃতস্ততঃ স্বয়মপসৃতঃ ॥ ৮ ॥ ইতো নিষ্কাসিতাপসৃতস্তত্র স্থিতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। (১) এই নায়িকার নিকট হইতে স্বয়ং অপসৃত এবং অন্যস্থান হইতেও স্বয়ং অপসৃত (২) এস্থান এবং সেস্থান উভয় স্থান হইতেই নিষ্কাশিত হইয়া অপসৃত (৩) এস্থান হইতে স্বয়ং অপসৃত এবং সেস্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়া অপসৃত (৪) এস্থান হইতে স্বয়ং অপসৃত এবং সেই স্থানে স্থিত (৫) এস্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়া অপসৃত এবং তথা হইতে স্বয়ং অপসৃত (৬) এস্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়া অপসৃত এবং সেই স্থানে স্থিত। ৪—৯।

ব্যাখ্যা। এস্থান এবং সেস্থান—এই যে দুইটী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার প্রথমটীর অর্থ—যে নায়িকা পূর্ববর্ত্তী নায়কের সহিত পুনঃসন্ধিস্থাপন বিচার করিতেছে, তাহার গৃহ। দ্বিতীয়টীর অর্থ—তৎপরে সেই নায়ক অন্য যে নায়িকার সহিত মিলিত হয়, তাহার গৃহ। ৪—৯।

ইতস্ততশ্চ স্বয়মেবাপসৃত্যোপজপতি চেদুভয়োর্গুণানপেক্ষী চলবুদ্ধিরসন্ধেয়ঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। ছয় প্রকার নায়কের মধ্যে এস্থান হইতে এবং সেস্থান হইতেও স্বয়ং অপসৃত যে প্রথমোক্ত নায়ক, সে পুনরায় এস্থানে আসিবার জন্য পীঠমর্দ্দাদির দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেও তাহার সহিত সন্ধি করা উচিত নহে; কারণ, সে চঞ্চলবুদ্ধি কাহারও গুণাগুণের অপেক্ষা করে না। ১০।

ইতস্ততশ্চ নিষ্কাসিতাপসৃতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ। স চেদন্যতো বহুলভমানয়া নিষ্কাসিতঃ স্যাৎ সসারোঽপি তয়া রোষিতো মমামর্ষাদ্বহু দাস্যতীতি সন্ধেয়ঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। এস্থান ও সে স্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়া অপসৃত যে দ্বিতীয় প্রকার নায়ক, সে স্থিরবুদ্ধি ধনী হইয়াও যদি অন্যস্থান হইতে অপর নায়-

কের নিকট বহু অর্থলাভের আশায় সেই নায়িকা কর্তৃক নিষ্কাশিত ও তাহার প্রতি কোপযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রোধবশে আমাকে বহু অর্থ দান করিবে,—এই বিচার করিয়া নায়িকা তাহার সহিত সন্ধি করিবে। ১১।

নিঃসারতয়া কদর্য্যতয়া বা ত্যক্তো ন শ্রেয়ান্ ॥ ১২

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। কিন্তু একেবারে নিঃস্ব হইয়াছে বলিয়া বা অত্যন্ত কৃপণ বলিয়া যদি সেই নায়িকা কর্তৃক নিষ্কাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত সন্ধি করা উচিত নহে। অতএব গুপ্তচর দ্বারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। ১২।

ইতঃ স্বয়মপসৃতস্ততো নিষ্কাসিতাপসৃতো যদ্যতিরিক্তমাদৌ চ দদ্যাত্ততঃ প্রতিগ্রাহ্যঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। এস্থান হইতে স্বয়ং অপসৃত এবং সেস্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়া অপসৃত যে তৃতীয় নায়ক, সে যদি প্রথমেই অতিরিক্ত ধনদান করে, তবেই তাহার সহিত সন্ধি করা উচিত, নতুবা নহে। ১৩।

ইতঃ স্বয়মপসৃতা তত্র স্থিত উপজপংস্তর্কয়িতব্যঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। এস্থান হইতে স্বয়ং অপসৃত হইয়া সেস্থানে আছে এমন যে চতুর্থ নায়ক, তাহার এস্থলে আসিবার জন্য কথা 'চালাচালি' করিলে তর্ক করিতে হইবে। ২৪।

অবতরণিকা। সন্ধি করা এবং না করা দুর্ব্বের দু টী পক্ষ; প্রথমে সন্ধি করার পক্ষ দুইটী সূত্রে কথিত হইতেছে;—

বিশেষার্থী চ গতস্ততো বিশেষমপশ্যন্নাগন্তুকামো ময়ি মাং জিজ্ঞাসিতুকামঃ স আগত্য সানুরাগত্বাদ্দাস্যতি ॥ ১৫ ॥ তস্যাং বা দোষান্ দৃষ্ট্বা ময়ি ভূয়িষ্ঠান্ গুণানধুনা পশ্যতি স গুণদর্শী ভূয়িষ্ঠং দাস্যতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। এ স্থান হইতে বিশেষ আনন্দ লাভের জন্য সেস্থানে গিয়াছিল। তথায় বিশেষ আনন্দ না পাইয়া আসিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছে; আমি এখন তাহাকে লইতে স্বীকৃত কি না, ইহা জানিতে চাহে, এ অবস্থায় আমার মত হইলে সে আসিয়া আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ নিশ্চয় অর্থদান করিবে। ১৫।

অনুবাদ। অথবা যদি সেই নায়িকার বহু দোষ দেখিয়া আমার বহুতর গুণ এখন দেখে,—তাহা হইলে সেই গুণদর্শী নায়ক আমাকে প্রচুর ধন দিবে। (এই দু'এর একপ্রকার হইলে সন্ধি করা উচিত)। ১৬।

অবতরণিকা। সন্ধি না করার পক্ষ প্রদর্শিত হইতেছে;—

বালো বা নৈকত্রদৃষ্টিরভিসন্ধানপ্রধানো বা হরিদ্রারাগো বা যৎকিঞ্চনকারী বেত্যবেত্য সন্দধ্যান্ন বা ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে,—একত্রদৃষ্টি নাই—একবার এদিক্, একবার ওদিক্ দেখিতেছে; এমনই হউক অথবা বঞ্চনাপরায়ণ কিংবা হরিদ্রারাগবৎ অচিরস্থায়ি-অনুরাগযুক্ত বা যাহা যখন ইচ্ছা তখন তাহাই করে এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন—ইহা ভাল করিয়া জানিয়া সন্ধি করা উচিত কিনা স্থির করিবে। অর্থাৎ ১৫। ১৬ সূত্রের অনুরূপ নায়ক হইলে সন্ধি করিবে, ১৭ সূত্রে যে চারিটি পক্ষ উল্লিখিত, সেইরূপ হইলে সন্ধি করা উচিত নহে—ঐ প্রকার নায়ক কি অর্থ দান করিতে পারে? । ১৭।

ইতো নিষ্কাসিতাপসৃতস্ততঃ স্বয়মপসৃত উপজপংস্তর্কয়িতব্যঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ। এস্থান হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অপসৃত ও সেস্থান হইতে স্বয়ং অপসৃত এই যে পঞ্চম নায়ক—সে এস্থানে আসিবার জন্য কথা চালাচালি করিলে সন্ধি করা বা না করা পক্ষে তর্ক করিতে হইবে। ১৮।

অনুরাগাদাগন্তুকামঃ স বহু দাস্যতি। মম গুণৈর্ভাবিতো যোঽন্যস্যাং ন রমতে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। সে যদি আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ আগমনে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বহু অর্থ দিবে,—আমার গুণে বশীভূত বলিয়া অন্য রমণীতে তাহার যে প্রীতিই হয় না। (ইহা সন্ধি করার পক্ষ)। ১৯।

পূর্ব্বমযোগেন বা ময়া নিষ্কাসিতঃ স মাং শীলয়িত্বা বৈরং নির্য্যাতয়িতুকামো ধনমভিযোগাদ্বা ময়াস্যাপহৃতং তদ্বিশ্বাস্য প্রতীপমাদাতুকামো নির্ব্বেষ্টুকামো বা মাং বর্ত্তমানাদ্ভেদয়িত্বা ত্যক্তুকাম ইত্যকল্যাণবুদ্ধিরসন্ধেয়ঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। আমি পূর্ব্বমিলন অবস্থায় উহাকে অন্যায় ভাবে নিষ্কাসিত করিয়াছি, এখন আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিতে ইচ্ছুক, অথবা আমি ইহার ধন (সেই সময়) অপহরণ করিয়াছি, এইরূপ অভিযোগ আনয়ন এবং তাহাতে ধর্ম্মাধিকরণের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, উল্টা আমার নিকট হইতে ধন আদায় করিতেই বা ইচ্ছুক কিংবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াই (সেস্থান ছাড়িয়া) আসিতেছে। আমাকেও বর্ত্তমান নায়কের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া কএকদিন পরে ত্যাগ করিবারই ইচ্ছা রাখে। যাহা হউক—এইরূপ কোন অনিষ্ট সঙ্কল্প থাকে ত তাহার সহিত সন্ধি করা উচিত নহে। ২০।

অন্যথাবুদ্ধিঃ কালেন লম্ভয়িতব্যঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। নিষ্কাসিত হওয়ায় অন্যথাবুদ্ধি অর্থাৎ বিকৃতি প্রাপ্ত নায়কে কালবিলম্বে উপযুক্ত সহায় দ্বারা যোজনাই হইতে পারে। ২১।

ইতো নিষ্কাসিতস্তত্র স্থিত উপজপন্নেতেন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। এস্থান হইতে নিষ্কাসিত ও সেস্থানে স্থিত যে সব নায়ক—সে উপজাপ (চরদ্বারা বর্ত্তমান নায়কের বিরুদ্ধে লাগাইয়া তাহার হইবার জন্য পরামর্শ প্রদান—এইপ্রকার কথা চালাচালি) করিলে তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য—পঞ্চম নায়কের ব্যবস্থা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল। সেই নায়কের

পক্ষেও ঐরূপ তর্ক আছে, তাহাতেও বিশেষ বিচার করিয়া কালবিলম্বে যোগ্য সহায়কে মধ্যে রাখিয়া তাহার সহিত সন্ধি কর্ত্তব্য। ২২।

তেষূপজপৎস্বন্যত্র স্থিতা স্বয়মুপজপেৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। সকল পূর্ব্ব নায়ক অন্যত্র যা'ক বা না যা'ক যদি তাহারা উপজাপ করে, তবেই অন্য নায়ক ত্যাগ না করিয়া নিজেও পূর্ব্ব নায়কের সহিত কথা চালাচালি করিবে। ২৩।

অবতরণিকা। এইরূপ করিবার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে,—

ব্যলীকার্থং নিষ্কাসিতো ময়াসাবন্যত্র গতো যত্নাদানেতব্যঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। অন্য স্ত্রীতে প্রসক্তির অপরাধে,—তাহাকে আমিই নিষ্কাসিত করিয়াছি, তাহার পরে সে অন্যত্র গিয়াছে। (এখন সে যখন আসিতে চাহিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্থ প্রদান করিবে) অতএব যত্নপূর্ব্বক আনা উচিত। ২৪।

ইতঃ প্রবৃত্তসম্ভাষো বা ততো ভেদমবাপ্স্যতি ॥ ২৫ ॥ বর্ত্তমানস্য বা দর্পবিঘাতং করিষ্যামি * ॥ ২৬ ॥ অর্থাগমকালো বাস্য স্থানবৃদ্ধিরস্য জাতা, লব্ধমনেনাধিকরণং দারৈর্বিযুক্তঃ পারতন্ত্র্যাদ্ব্যাবৃত্তঃ পিত্রা ভ্রাত্রা বা বিভক্তঃ ॥ ২৭ ॥ অনেন বা প্রতিবদ্ধমনেন সন্ধিং কৃত্বা নায়কং ধনিনমবাপ্স্যামি ॥ ২৮ ॥ বিমানিতো বা ভার্য্যয়া তমেব তস্যাং বিক্রময়িষ্যামি ॥ ২৯ ॥ অস্য বা মিত্রং মদ্দ্বেষিণীং সপত্নীং কাময়তে তদমুনা ভেদয়িষ্যামি ॥ ৩০ ॥ চলচিত্ততয়া বা লাঘবমেনমাপাদয়িষ্যামীতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। (১) এস্থান হইতে পাকা কথা যাইলেই সেস্থানে তাহার ছাড়াছাড়ি হইবে, (তখন তাহাকে আনা যাইবে)। (২) অথবা বর্ত্তমান

* বর্ত্তমানস্য চেদর্থবিঘাতং করিষ্যতি ইতি পাঠান্তরম্।

নায়ক (অর্থ প্রদান করে বলিয়া দর্প করে) তাহার দর্প চূর্ণ করিব (অতএব আনা উচিত)। (৩) এখন ইহার আয়ের সময়, (৪) ভূ-সম্পত্তি বাড়িয়াছে (৫) শুল্কাদি বিভাগে অধ্যক্ষ পদ পাইয়াছে, (৬) স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, (৭) পরাধীন ছিল এখন তাহা নাই, (৮) পিতা বা ভ্রাতার সহিত বিভক্ত হইয়াছে, (অতএব ইহাকে আনা উচিত)। (৯) ইহার সহিত বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে—ইহার সহিত প্রীতি সম্বন্ধ করিলে, ইহার সাহায্যে সেই ধনাঢ্যকে নায়করূপে পাইতে পারি। (এই নায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নায়ক যদি নিজ ভার্য্যার নিকটেই থাকে—তৎপক্ষে আলোচনা এই ;—) (১০) ইহার ভার্য্যা আমার অপমান করিয়াছে—এখন আমি ইহাকে তাহার বিরুদ্ধে লাগাইব। (১১) অথবা ইহার মিত্র, আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণা আমারই নায়কের পূর্ব্ব সঙ্গিনীতে রত—ইহাকে হস্তগত করিলে,—ইহার দ্বারা তাহাদিগের ছাড়াছাড়ি করিয়া দিব। (১২) অথবা চঞ্চলচিত্ত বলিয়া যে লঘুতা তাহা যাহাতে ইহার হয় তাহা করিব। (এইরূপ নানা কারণ আছে, যাহাতে পূর্ব্ব নায়ককে স্থান দেওয়া হয়। ২৫—৩১।

অবতরণিকা। নায়িকা স্বয়ং কথা চালাচালি করিবে বলা হইয়াছে—একক্ষণে তাহার বর্ণনা হইতেছে ;—

তস্য পীঠমর্দ্দাদয়ো মাতুর্দ্দৌঃশীলেন নায়িকায়াঃ সত্যপ্যনুরাগে বিবশায়াঃ পূর্ব্ববং নিষ্কাসনং বর্ণয়েয়ুঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বনায়কের পীঠমর্দ্দ প্রভৃতি সহায়গণ (এই নায়িকার অর্থে বাধ্য হইয়া) তাহাকে বলিবে "নায়িকার অনুরাগ তোমার প্রতি সম্পূর্ণ কিন্তু কি করিবে সে যে মা'এর অধীন, ইহার মা বড়ই দুঃশীলা, তাহারই জন্য তোমাকে নিষ্কাশিত করিয়াছিল। ৩২।

বর্ত্তমানেন চাকামায়াঃ সংসর্গং বিদ্বেষঞ্চ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। আর বলিবে,—"বর্ত্তমান নায়কের প্রতি তাহার অনুরাগ নাই, বিদ্বেষ আছে"। ৩৩।

তস্যাশ্চ সাভিজ্ঞানৈঃ পূর্ব্বানুরাগৈরেনং প্রত্যায়য়েষুঃ ॥৩৪ ॥

অনুবাদ। অভিজ্ঞানযুক্ত নায়িকার পূর্ব্বানুরাগ বর্ণনায় সেই পূর্ব্ব নায়কের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে। ৩৪।

অভিজ্ঞানঞ্চ তৎকৃতোপকারসম্বন্ধং স্যাদিতি বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্ ॥৩৫॥

অনুবাদ। সেই পূর্ব্বনায়ক,—যে উপকার করিয়াছিল বা অনিষ্ট প্রতিকার করিয়াছিল—সেই ঘটনাযুক্ত অভিজ্ঞান—পূর্ব্বস্মৃতি হইবে। এই হইল বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধান অর্থাৎ ভগ্নপ্রেমের পুনর্যোজন। ৩৫।

অপূর্ব্বপূর্ব্বসংসৃষ্টয়োঃ পূর্ব্বসংসৃষ্টঃ শ্রেয়ান্ স বিদিতশীলো দৃষ্টরাগশ্চ সপংরো ভবতীত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩৬ । পূর্ব্বসংসৃষ্টঃ সর্ব্বতো নিষ্পীড়িতার্থত্বান্নাত্যর্থমর্থদো দুঃখঞ্চ পুনর্বিশ্বাসয়িতুমপূর্ব্বস্তু সুখেনানুরজ্যত ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩৭ ॥ তথাপি পুরুষপ্রকৃতিতো বিশেষঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। আচার্য্যগণ বলেন—নূতন নায়ক ও পূর্ব্বসংসৃষ্ট নায়কের মধ্যে পূর্ব্বসংসৃষ্ট নায়ক শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ দুই জন প্রার্থী হইলে, পূর্ব্ব সংসৃষ্টকেই গ্রহণ করা উচিত) কারণ তাহার স্বভাব জানা থাকায় তাহার প্রতি ব্যবহার অনায়াস সাধ্য। বাৎস্যায়ন বলেন,—পূর্ব্বসংসৃষ্ট নায়কের প্রথমে এখানে পরে স্থানান্তরে—অর্থ বাহির করিয়া লওয়ায় সে অধিক অর্থ দান করিতে পারে না, নিষ্কাসিত নায়কের বিশ্বাস উৎপাদনও কষ্টকর, নূতন নায়ক আনন্দে অনুরাগী হয়। (অতএব নূতন নায়ককে গ্রহণ করাই উচিত; অথবা পূর্ব্ব সংসৃষ্টকে গ্রহণ করা উচিত নহে ইহাই তাৎপর্য্য)। তথাপি (আচার্য্যমত ও বাৎস্যায়ন মত বিভিন্ন হইলেও) পুরুষের প্রকৃতি অনুসারেই প্রভেদ হইয়া থাকে। ৩৬—৩৮।

ব্যাখ্যা। কোথাও নূতনে নানা দোষ—পূর্ব্বসংসৃষ্টেরই গুণ, কোথাও পূর্ব্ব সংসৃষ্টে দোষ, নূতনে গুণ. অতএব দোষগুণ বিচারই গুপ্তচর দ্বারা সর্ব্ব-

প্রধান কর্ত্তব্য। এই স্থান দেখিলে মনে হয়—এই শাস্ত্রের উপদেষ্টা বাৎস্যায়ন হইলেও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরাই বর্ত্তমান আকারের কামসূত্রের রচয়িতা, তাহা না হইলে, নিজের মত নিজেরই খণ্ডন ইহাতে সম্ভবপর নহে ;—ইহা গেল এক পক্ষের কথা, অপর পক্ষের মত এই—৩৬ সূত্রে যে আচার্য্যমত আছে—তাহার যৌক্তিকতাখণ্ডনই ৩৭ সূত্রের উদ্দেশ্য,—নূতনেরই যে গ্রাহ্যতা, ইহা সেই সূত্রের প্রতিপাদ্য নহে। তাহা হইলে ৩৮ সূত্র বাৎস্যায়ন মত হইতে পৃথক্ হইতেছে না। ৩৭ সূত্রের ভাবার্থ হইল—পূর্ব্ব সংসৃষ্টই যে সর্ব্বত্র সংগ্রাহ্য, তাহা হইতে পাবে না, বরং তাহার প্রতিকূল যুক্তি আছে। এই ৩৭ সূত্রের পর ৩৮ সূত্রে কথিত হইতেছে—"তথাপি" অর্থাৎ যদি চ পূর্ব্বসংসৃষ্ট নায়ক অসংগ্রাহ্য হইতে পারে এবং নূতন নায়কও সংগ্রাহ্য হইতে পারে, তথাপি তাহাই সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে; পুরুষের প্রকৃতি অনুসারে বৈপরীত্যও হইতে পারে। এই পক্ষই আমি সঙ্গত মনে করি। ৩৬—৩৮।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

অন্যাং ভেদয়িতুং গম্যাদন্যতো গম্যমেব বা।
স্থিতস্য চোপঘাতার্থং পুনঃ সন্ধানমিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে কতিপয় শ্লোক আছে ;—গম্য নায়ক হইতে অন্য রমণীকে পৃথক্ অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি করিবার জন্য এবং অন্য রমণী হইতে নায়ককে পৃথক্ করিবার জন্য অথবা বর্ত্তমান নায়কের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন নায়কের পুনঃসন্ধান নায়িকাগণের অভিপ্রেত। ৩৯।

বিভেত্যন্যস্য সংযোগাদ্ব্যলীকানি চ নেক্ষতে।
অতিসক্তঃ পুমান্ যত্র ভয়াদ্বহু দদাতি চ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। পুরুষ যে স্থানে অত্যন্ত আসক্ত, সেস্থানে অপর নায়কের সংযোগ শঙ্কায় ভীত হয়, নায়িকার অপরাধ দেখিয়াও দেখে না এবং পাছে তাহাকে পরিত্যাগ করে এই ভয়ে বহু অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। ৪০।

অসক্তমভিনন্দেচ্চ সক্তং পরিভবেত্তথা।

অন্যদূতানুপাতে চ য স্যাদতিবিশারদঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। যে নায়ক অনুরাগ সত্ত্বেও নিষ্কাসিত, তাহার পরেও সেই নিষ্কাসনকর্ত্রীর প্রণয়াভিলাষী, সে যদি অতি বিচক্ষণ হয়, তাহা হইলে সেই নায়িকার নিকট অন্যের দূত যাইতেছে, ইহা বুঝিলে সেই দূত সমীপে আসক্তি-শূন্য নূতন নায়কের প্রশংসা করিবে। আর যদি নূতন নায়ক আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে। ৪১।

তত্রোপযাপিনং পূর্ব্বং নারী কালেন যোজয়েৎ।

ভবেচ্চাচ্ছিন্নসন্ধানা ন চ সক্তং পরিত্যজেৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। পুনঃসন্ধানার্থ উপজাপকারী পূর্ব্বসংসৃষ্ট নায়ককে রমণী কাল-বিলম্বে সংযোজিত করিবে, তাহাতেই পূর্ব্বসংসৃষ্টের সহিত সম্বন্ধ বজায় থাকিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আসক্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। ৪২।

সক্তং তু বশিনং নারী সম্ভাষ্যাপ্যন্যতো ব্রজেৎ।

ততশ্চার্থমুপাদায় সক্তমেবানুরঞ্জয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। একান্ত বশ্য আসক্ত নায়ককে বলিয়া কহিয়া বারাঙ্গনা অন্য নায়কের নিকট গমন করিতে পারে, তাহা হইতে অর্থ আহরণ করিয়া আসক্ত নায়কেরই মনোরঞ্জন করিবে। ৪৩।

আয়তিং প্রসমীক্ষ্যাদৌ লাভং প্রীতিঞ্চ পুষ্কলাম্।

সৌহৃদং প্রতিসন্দধ্যাদ্বিশীর্ণং স্ত্রী বিচক্ষণা ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে

বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। প্রথমে উত্তর কাল চিন্তা করিবে, তাহার পর লাভ এবং প্রচুর প্রীতি বিবেচনা করিয়া বিচক্ষণা রমণী ভগ্নপ্রেমও পুনঃ সংযোজিত করিবে। ৪৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অবতরণিকা। বারাঙ্গনা তিন প্রকার,—একপরিগ্রহা, অনেকপরিগ্রহা এবং অপরিগ্রহা। একপরিগ্রহার লাভের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অনেক-পরিগ্রহার বিষয় পরে কীর্ত্তিত হইবে, এক্ষণে অপরিগ্রহার লাভের কথা বলা হইতেছে।

গম্যবাহুল্যে বহু প্রতিদিনঞ্চ লভমানা নৈকং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ॥১॥

অনুবাদ। গম্য পুরুষের বাহুল্যস্থলে (প্রতিদ্বন্দ্বিতাহেতু বহু লাভের সম্ভাবনায়) কোন এক ব্যক্তিকে নিয়তভাবে গ্রহণ করিয়া রাখিবে না এবং প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের নিকট বহু অর্থ লাভ যাহার আছে, সে বারাঙ্গনাও এক ব্যক্তিকে নিয়ত গ্রহণ করিয়া রাখিবে না। ১।

ব্যাখ্যা। নিয়তভাবে নায়ক গ্রহণ না থাকাতে ইহাকে অপরিগ্রহা বলা হইয়াছে। ১।

দেশং কালং স্থিতিমাত্মনো গুণান্ সৌভাগ্যং চান্যাভ্যো ন্যূনাতিরিক্ততাং চাবেক্ষ্য রজন্যামর্থং স্থাপয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। দেশ, কাল, ব্যবহার, নিজের গুণ, সৌভাগ্য এবং অন্য বারাঙ্গনা অপেক্ষা অপকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতা পর্য্যালোচনা করিয়া রাত্রির শুল্ক স্থাপন করিবে। ২।

গম্যে দূতাংশ্চ প্রয়োজয়েৎ তৎপ্রতিবদ্ধাংশ্চ স্বয়ং প্রহিণুয়াৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। গম্য পুরুষের নিকট গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিবে; গম্যদিগের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে নিজেই যত্ন করিয়া পাঠাইবে। ৩।

ব্যাখ্যা। স্বয়ং প্রেরণ করিবে, ইহার অর্থ—নিজে উহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অর্থের একটা ভাগ দিতে স্বীকার করিবে; আর তাহার যে এ বিষয়ে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা আছে, ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিবে। আত্মীয়গণ

পরামর্শচ্ছলেই ঐ বারাঙ্গনার উৎকর্ষ ও শুল্কের কথা জ্ঞাপন করিয়া ঔৎসুক্য বৰ্দ্ধন করিবে। এ স্থলে টীকাকারের অর্থ পরিত্যক্ত হইল। ৩।

দ্বিস্ত্রিশ্চতুরিতি লাভাতিশয়গ্রহার্থমেকস্যাপি গচ্ছেৎ পরিকল্পং সকলগ্রহঞ্চ চরেৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। অধিক লাভের জন্য এক নায়কেরও অধীনে দুই তিন চার রজনীও অতিবাহিত করিতে পারে এবং সেই কয়েকদিন একপরিগ্রহার যে সমুদয় ব্যবহার, তাহা করিবে। ৪।

গম্যযৌগপদ্যে তু লাভসাম্যে যদ্দ্রব্যার্থিনী স্যাত্তদ্দায়িনি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যদি বহু নায়ক এককালে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকের নিকটেই সমান লাভ বুঝে, তাহা হইলে ঐ বারাঙ্গনার যে দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, সেই দ্রব্য যে নায়ক দিবে, তাহাকেই গ্রহণ করিবে। আচার্য্যগণ ইহা বলেন। ৫।

অপ্রত্যাদেয়ত্বাৎ সর্ব্বকার্য্যাণাং তন্মূলত্বাদ্ধিরণ্যদ ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—ফিরাইয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকল দ্রব্যলাভেরই যাহা মূল্য, সেই স্বর্ণমুদ্রা যে দিবে, তাহাকেই গ্রহণ করিবে। ৬।

ব্যাখ্যা। ফিরাইয়া লওয়া যায় না কেন ? চিনিয়া লওয়া সম্ভাবনা নাই বলিয়া। বস্ত্রাদি যাহাই প্রদত্ত হউক না, দুষ্ট লম্পট তাহা ফিরাইয়া পাইবার জন্য অনেক কৌশল করিতে পারে, যথা—আমার বস্ত্র, তাহার এই চিহ্ন, তাহা অপহৃত হইয়াছে, আমার সন্দেহ হয়, অমুক বারাঙ্গনার বাটীতে সেই বস্ত্র আছে। এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিলে বস্ত্রের উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব নহে, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা—গরীব দেশে এখন স্বর্ণমুদ্রার কথা না বলাই ভাল

টাকা পয়সা প্রদান করিলে, তৎসম্বন্ধে বস্ত্রের মত অভিযোগ উপস্থিত হইতেই পারে না। ৬।

স্ববর্ণরজতত্তাম্রকাংস্যলোহভাণ্ডোপস্করাস্তরণপ্রাবরণবাসোবিশেষ-গন্ধদ্রব্যকটুকভাণ্ড-ঘৃতৈতল-ধান্য-পশু-জাতীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বতো বিশেষঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। (তাৎকালিক প্রথা অনুসারে) সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, লৌহভাণ্ড, উপস্কর (তৈজসপত্র) আস্তরণ, (তোষক প্রভৃতি) প্রাবরণ, (কম্বলাদি) বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, কটুকভাণ্ড, ঘৃত, তৈল, ধান্য ও পশু—এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুই উত্তর উত্তর বস্তু অপেক্ষা (বারাঙ্গনার শুল্ক প্রদানে) বিশেষ গ্রাহ্য। ৭।

পত্তনসাম্যাদ্বা দ্রব্যসাম্যে মিত্রবাক্যাদতিপাতিত্বাদায়তিতো গম্য-গুণতঃ প্রীতিতশ্চ বিশেষঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। এই বিশেষ গ্রাহ্যতার অন্য প্রকার নির্দ্ধারকও আছে;—যে বস্তু বারাঙ্গনার বাসভবনের অনুরূপ, তাহা অন্য বস্তু অপেক্ষা বিশেষ গ্রাহ্য এবং সমান দ্রব্য হইলেও বন্ধুর কথা বিশেষ গ্রাহ্য। দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব, পরিণামে উৎকর্ষ, নায়কের গুণ এবং প্রীতি—ইহাও বিশেষ গ্রাহ্যতার হেতু। ৮।

ব্যাখ্যা। যুগপৎ বহু নায়কের উপস্থিতিতে কাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিচার ৫ম সূত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে বস্তু শুল্করূপে দান করিলে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হওয়া যায়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্রে মতভেদে তাহার বর্ণনা আছে। ৭ম সূত্রে শুল্কদ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষের কথা কথিত। তাম্রদাতা অপেক্ষা রজতদাতার আদর আছে অর্থাৎ তিনিই গ্রহণীয় ইত্যাদি উপদেশই ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য। ৮ম সূত্রে কোন্ নায়ককে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার নির্ণয় প্রসঙ্গে যে যে কারণ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বন্ধুর কথা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐরূপ কারণে অন্যকে উপেক্ষা করিয়া একজনকে গ্রহণ করিবে। ৮।

রাগিত্যাগিনোস্ত্যাগিনি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। আচার্য্যগণ বলেন,—অনুরক্ত ও দাতার মধ্যে দাতাই বিশিষ্ট পাত্র অর্থাৎ তিনিই গ্রহণীয়; ইহার ফল প্রত্যক্ষ। ৯।

শক্যো হি রাগিণি ত্যাগ আধাতুম্, লুব্ধোঽপি হি রক্তস্ত্যজতি ন তু ত্যাগী নির্ব্বন্ধাদ্রজ্যত ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—অনুরক্ত হইলে, তাহাতে দানশক্তি স্থাপন করা সহজ; অনুরাগী পুরুষ লুব্ধ হইলেও দ্রব্যত্যাগে কুণ্ঠিত হয় না; পক্ষান্তরে দাতা অন্যের আগ্রহে অনুরাগযুক্ত হয় না (অনুরাগ না হইলেও দাতার নিকট হইতেও ইচ্ছানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় না)। ১০।

তত্রাপি ধনবদধনবতোর্ধনবতি বিশেষঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে অর্থাৎ অনুরক্ত এবং দাতার মধ্যেও ধনবান্ এবং নির্ধন বুঝিয়া যে ধনবান্ তাহাকেই গ্রহণ করিবে। ১১।

ত্যাগিপ্রয়োজনকর্ত্রোঃ প্রয়োজনকর্ত্তরি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্য্যাঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। আচার্য্যগণ বলেন,—দাতা ও প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদক এই উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদকই গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পাত্র; কারণ তাহার ফল প্রত্যক্ষ। ১২।

প্রয়োজনকর্ত্তা সকৃৎ কৃত্বা কৃতিনমাত্মানং মন্যতে ত্যাগী পুনরতীতং নাপেক্ষত ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদক একবার কার্য্য করিয়াই মনে করে, আমার কার্য্য সম্পন্ন হইল, কিন্তু দাতা অতীত দানের বিষয় স্মরণও করে না। ১৩।

তত্রাপ্যায়তিতো বিশেষঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। দাতা এবং প্রয়োজনসম্পাদকের মধ্যেও আয়তি অর্থাৎ পরিণাম বিচার করিয়া এ স্থলে গ্রাহ্যতা নির্ণয় করিতে হইবে। ১৪।

ব্যাখ্যা। যদি বুঝে,—অদ্যই প্রয়োজনীয় কার্য্যের সম্পাদক অবজ্ঞাত হইলে কিঞ্চিৎ পরেই কার্য্য ক্ষতি হইবার সম্ভব, তাহা হইলে সেই দিনের পরিণাম চিন্তা করিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদককেই গ্রহণ করিতে হয; কিন্তু সেরূপ কিছু না থাকিলে দাতারই আদর কর্ত্তব্য। ১৪।

কৃতজ্ঞত্যাগিনোস্ত্যাগিনি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্য্যাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। কৃতজ্ঞ ও দাতার মধ্যে দাতাই গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পাত্র; ফল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ১৫।

চিরমারাধিতোঽপি ত্যাগী ব্যলীকমেকমুপলভ্য প্রতিগণিকয়া বা মিথ্যাদূষিতঃ শ্রমমতীতং নাপেক্ষতে। প্রায়েণ হি তেজস্বিন ঋজবোঽনাদৃতাশ্চ ত্যাগিনো ভবন্তি। কৃতজ্ঞস্তু পূর্ব্বশ্রমাপেক্ষী ন সহসা বিরজ্যতে। পরীক্ষিতশীলত্বাচ্চ ন মিথ্যা দূষ্যত ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—দাতা দীর্ঘকাল আরাধিত হইলেও একটি অপরাধ পাইয়া অথবা প্রতিপক্ষ গণিকার মুখে নিজগণিকার আরোপিত দোষে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নায়িকার পূর্ব্বকৃত পরিশ্রমের কথা স্মরণও করে না, কারণ প্রায়ই দাতৃগণ তেজস্বী সরল ও অতিশয় আদৃত হইয়া থাকে; আর কৃতজ্ঞ পূর্ব্বকৃত পরিশ্রম স্মরণ করে, সহসা বিরক্ত হয় না, এবং স্বভাব পরীক্ষা করিয়া রাগায় আরোপিত দোষে বিশ্বাস স্থাপন করে না। ১৬।

তত্রাপ্যায়তিতো বিশেষঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্যেও পরিণাম দেখিয়া বিশেষ নির্ণয় করিতে হইবে। ১৭।

ব্যাখ্যা। কৃতজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হইলেও যদি বুঝে দাতা কুপিত হইয়া পরিণামে

কৃতজ্ঞেরও অনিষ্টসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে সেইরূপ দাতাকেই গ্রহণ করিবে। ১৭।

মিত্রবচনার্থাগময়োরর্থাগমে বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্য্যাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। বন্ধুর বাক্য এবং অর্থাগম এই উভয়ের মধ্যে অর্থাগমই বিশেষ ভাবে অপেক্ষণীয়, ফল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ১৮।

সোঽপি হ্যর্থাগমো ভবিতা মিত্রং তু সকৃদ্বাক্যে প্রতিহতে কলুষিতং স্যাদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—সেই অর্থাগম পরেও হইবে, কিন্তু একবার কথা অমান্য করিলে বন্ধু বিগড়াইয়া যাইবে। ১৯।

তত্রাপ্যতিপাততো বিশেষঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। কিন্তু সে স্থলেও পরিণামে বিশেষ ক্ষতি মনে করিলে অর্থাগমকেই বিশেষ ভাবে অপেক্ষা করিবে। ২০।

ব্যাখ্যা। এমন অর্থাগমের সম্ভাবনা তখন হইয়াছে—যাহা ত্যাগ করিলে পরিণামে সেইরূপ অর্থাগম হওয়ার আশা থাকে না, তাহা হইলেই সেখানে বন্ধুর কথাও রাখিবে না। ২০।

তত্র কার্য্যসন্দর্শনেন মিত্রমনুনীয় শ্বো ভূতে বচনমস্ত্বিতি ততোঽতিপাতিনমর্থং প্রতিগৃহ্লীয়াৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। তখন বন্ধুকে অনুনয় করিবে, বলিবে,—আমার যে কার্য্য, তাহা তোমারও কার্য্য; আগামী কল্য তোমার কথা রাখিব, এই বলিয়া যে অর্থ ক্ষতি হইতেছে, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবে। ২১।

ব্যাখ্যা। প্রকৃত বন্ধু হইলে এইরূপ স্থলে বিগড়াইতে পারে না। ২১।

অর্থাগমানর্থপ্রতীঘাতয়োরর্থাগমে বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্য্যাঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। আচার্য্যগণ বলেন,—অর্থাগম এবং অনর্থ-প্রতিকার উভয়ের মধ্যে অর্থাগমই বিশেষভাবে অপেক্ষণীয়; কেননা, তাহার ফল প্রত্যক্ষ। ২২।

অর্থঃ পরিমিতাবচ্ছেদোঽনর্থঃ পুনঃ সকৃৎপ্রসৃতো ন জ্ঞায়তে ক্বাবতিষ্ঠত ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—অর্থের ইয়ত্তা করা যায়, কিন্তু অনর্থ একবার উপস্থিত হইলে তাহার ইয়ত্তা—পরিসমাপ্তি কোথায়, তাহা বুঝা যায় না। (অতএব অর্থাগম হইতে অনর্থপ্রতিকারই বিশেষভাবে অপেক্ষণীয়)।২৩

তত্রাপি গুরুলাঘবকৃতো বিশেষঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্যেও গুরুলঘু-বিচার আছে—যাহা হইতে বিশেষ নির্দ্ধারণ হয়। ২৪।

এতেনার্থসংশয়াদনর্থপ্রতীকারে বিশেষো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। অর্থসংশয় অর্থাৎ এই উপায়-প্রয়োগে অর্থ সিদ্ধ হইতেও পারে নাও পারে এবং আর একটী উপায় হইতে অনর্থের প্রতীকার হয়; এস্থলে কোন্ উপায়-প্রয়োগ বিশেষ ভাবে অপেক্ষণীয়? এই সংশয় হইলে তাহার উত্তর পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যমত ও বাৎস্যায়নমত দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল। ২৫।

ব্যাখ্যা। অনর্থের প্রতিকার যে অত্যাবশ্যক তাহা বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, সুতরাং তাহাই বিশেষ ভাবে অপেক্ষণীয়। তবে তদুভয়ের মধ্যে গুরুলঘু বুঝিয়া একতরের অপেক্ষা করিবে। ২৫।

অবতরণিকা। বারাঙ্গনাগণের নিশাশুল্ক হইতে যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে তাহা যদি প্রধান কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে লাভাতিশয় বলা যায়। তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে,—

দেবকুলতড়াগারামাণাং করণং স্থলীনামগ্নিচৈত্যানাং নিবন্ধনং গোসহস্রাণাং পাত্রান্তরিতং ব্রাহ্মণেভ্যো দানং দেবতানাং পূজোপ-

হারপ্রবর্ত্তনং তদ্ব্যয়সহিষ্ণোর্বা ধনস্য পরিগ্রহণমিত্যুত্তমগণিকানাং লাভাতিশয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। দেবমন্দির, জলাশয় এবং উদ্যান নির্ম্মাণ, নিম্ন প্রদেশে উচ্চ-পথ (জাঙ্গাল) বন্ধন, অগ্নি-চৈত্যবন্ধন, সৎপাত্রের হাত দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু সহস্র গো-দান, দেবতাগণের নিয়মিত পূজা ও উপহারের প্রবর্ত্তন, নিয়মিত পূজাদির নির্ব্বাহোপযুক্ত ব্যয়, যে ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিলে হইতে পারে, তাহার সঞ্চয় ;—ইহাই উত্তমগণিকাগণের লাভাতিশয়। ২৬।

ব্যাখ্যা। বারাঙ্গনা তিন প্রকার,—গণিকা, রূপাজীবা ও কুম্ভদাসী। উত্তম, মধ্যম এবং অধমভেদে গণিকা প্রভৃতি প্রত্যেক বারাঙ্গনাই তিন প্রকার যথা—উত্তম গণিকা, মধ্যম গণিকা ও অধম গণিকা ; উত্তম রূপাজীবা, মধ্যম রূপাজীবা, ইত্যাদি। এ স্থলে উত্তম গণিকার লাভাতিশয় বলা হইল। নায়িকার যে সকল গুণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে বারাঙ্গনাতে তাহা পূর্ণভাবে আছে, তাহারাই উত্তম গণিকা গুণের একচতুর্থাংশ কাম থাকিলে মধ্যম, অর্দ্ধ কাম থাকিলে অধম গণিকা হইয়া থাকে। ২৬।

সার্ব্বাঙ্গিকোঽলঙ্কারযোগো গৃহস্যোদারস্য করণং মহার্হৈর্ভাণ্ডৈঃ পরিচারকৈশ্চ গৃহপরিচ্ছদস্যোজ্জ্বলতেতি রূপাজীবানাং লাভাতিশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, উত্তম হর্ম্ম্য, স্বর্ণ-রজতাদি-নির্ম্মিত তৈজস-পত্র, বহু পরিচারক, ঘরের আসবাব পত্রের উজ্জ্বলতা—ইহা হইল রূপাজীবা-দিগের লাভাতিশয়। ২৭।

ব্যাখ্যা। এখানে রূপাজীবা শব্দে উত্তমা রূপাজীবা বুঝিতে হইবে। যাহাদের কলাবিষয়ে বিচক্ষণতা নাই, কিন্তু উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য আছে, তাহারাই রূপাজীবা। রূপের উত্তম মধ্যম ও অধমভাব লইয়াই রূপাজীবার বিভাগ। অঙ্গের বিলাস-সৌষ্ঠবের জন্য যে ব্যয়, রূপাজীবার পক্ষে তাহাই প্রধান ব্যয়। ২৭।

নিত্যং শুক্লমাচ্ছাদনমপক্ষুধমন্নপানং নিত্যং সৌগন্ধিকেন তাম্বূলেন চ যোগঃ স-হিরণ্যভাগমলঙ্করণমিতি কুম্ভদাসীনাং লাভাতিশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। নিত্য নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান, ক্ষুধাশান্তিকর অন্নপান; নিত্য সুগন্ধদ্রব্য-সেবন এবং নিত্য তাম্বুলরাগ, কিঞ্চিৎ স্বর্ণঘটিত রজতাদি অলঙ্কার ইহাই কুম্ভদাসীর পক্ষে লাভাতিশয় অর্থাৎ এই সকল কার্য্যের জন্য যে ব্যয়, উত্তমা কুম্ভদাসীর পক্ষে তাহাই প্রধান কার্য্যব্যয়। ২৮।

ব্যাখ্যা। কুম্ভদাসী অর্থে চাকরাণী বেশ্যা। ২৮।

এতেন প্রদেশেন মধ্যমাধমানামপি লাভাতিশয়ান্ সর্ব্বাসামেব যোজয়েদিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। সকল বারাঙ্গনার মধ্যম এবং অধম শ্রেণীর লাভাতিশয় এই অংশ দ্বারাই বুঝিয়া লইবে। ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ২৯।

দেশকালবিভবসামর্থ্যানুরাগলোক-প্রবৃত্তিবশাদনিয়ত-লাভাদিয়মবৃত্তিরিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—দেশ, কাল, সম্পত্তি, সামর্থ্য, নায়কের অনুরাগ এবং লোকপ্রবৃত্তির বৈচিত্র্যহেতু বারাঙ্গনাগণের লাভের যখন নিয়ম নাই, তখন এইরূপ বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা চলিতে পারে না। ৩০।

অবতরণিকা। অর্থ গ্রহণ বিষয়ে বিভিন্নপ্রকার হেতু ও অবস্থা কীর্ত্তিত হইতেছে ;—

গম্যমন্যতো নিবারয়িতুকামা সক্তমন্যস্যামপহর্ত্তুকামা বা অন্যাং বা লাভতো বিযুযুক্ষমাণা গম্যসংসর্গাদাত্মনঃ স্থানং বৃদ্ধিমায়তিমভিগম্যতাং চ মন্যমানা অনর্থপ্রতীকারে বা সাহায্যমেনং কারয়িতুকামা সক্তস্য বাহন্যত্র ব্যলীকার্থিনী পূর্ব্বোপকারমকৃতমিব পশ্যন্তী কেবলপ্রীত্যর্থিনী বা কল্যাণবুদ্ধেরল্পমপি লাভং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। (১) নায়কের অন্য স্থানে গমন-নিবারণে যাহার অভিপ্রায়, (২) অন্য নায়িকাতে আসক্ত অপর নায়ককে হস্তগত করিতে যাহার অভিপ্রায়, (৩) অন্যা নায়িকাকে লাভ হইতে বঞ্চিত করিতে যাহার অভিপ্রায়, (৪) নায়কের মিলনে নিজের স্থান, সম্পদ্, বৃত্তি, পরিণামে উন্নতি এবং অন্যের প্রার্থনীয়তা যে বুঝে; (৫) অনর্থপ্রতিকারে সাহায্য নায়ক দ্বারা করাইতে যাহার ইচ্ছা, (৬) পূর্ব্বে আসক্ত—ইদানীং অন্য নায়িকার সহিত মিলিত, নায়কের পূর্ব্বকৃত উপকার অকৃতবৎ বিবেচনা করিয়া তাহাকে অপরাধী করিতে যে ইচ্ছা করে, (৭) অথবা যে কল্যাণবুদ্ধি গণিকা কেবল প্রীতিরই প্রার্থিনী, সে অল্প লাভও গ্রহণ করিতে পারে। ৩১।

আয়ত্যর্থিনী তু তমাশ্রিতা চানর্থং প্রতিচিকীর্ষন্তী নৈব প্রতিগৃহ্লীয়াৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। পরিণামে শুভ-প্রার্থনা যে করে, সেই বারাঙ্গনা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনর্থ-প্রতিকার করিতে অভিলাষিণী, সে তাহার নিকট কিছুই লাভ লইবে না। ৩২।

ত্যক্ষ্যাম্যেনমন্যতঃ প্রতিসন্ধাস্যামি গমিষ্যতি দারৈর্যোক্ষ্যতে নাশয়িষ্যত্যনর্থানঙ্কুশভূত উত্তরাধ্যক্ষোঽস্যাগমিষ্যতি স্বামী পিতা বা স্থানভ্রংশো বাস্য ভবিষ্যতি চলচিত্তশ্চেতি মন্যমানা তদাত্বে তস্মাল্লাভমিচ্ছেৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। (১) এ নায়ককে ত্যাগ করিব, পূর্ব্ববর্ত্তী নায়কের সহিত পুনর্ম্মিলন করিব; (২) এ নায়ক যাইবে—দারপরিগ্রহ করিবে, (৩) এই নায়কের পরবর্ত্তী সংসারের কর্ত্তা অঙ্কুশতুল্য হইয়া ইহার সকল অনর্থ—গণিকার জন্য অর্থব্যয় প্রভৃতি বারণ করিয়া দিবে, (৪) ইহার প্রভু বা স্বামী (এতদিন দেশে ছিল না,—সত্বর) আসিবে (৫) অথবা ইহার স্থানভ্রংশ—সম্পত্তিনাশ বা পদচ্যুতি হইবে (৬) লোকটা অস্থিরচিত্ত—এইরূপ একটা কিছু মনে করে ত তাহার নিকট তৎকালেই ধন গ্রহণ করিবে। ৩৩।

ব্যাখ্যা। (৩) চিহ্নে যে অনুবাদ আছে, তাহা কাশীমুদ্রিত পুস্তকের "নাশয়িষ্যত্যনর্থান্"—মূলস্থ এই পাঠ অনুসারে,—কিন্তু সেই পুস্তকের টীকা-সম্মত পাঠ "নাশয়িষ্যত্যর্থান্"—এই পাঠও সঙ্গত, কিন্তু পরে "অঙ্কুশভূত উত্তরাধ্যক্ষঃ" এই দুটি পদ তেমন সার্থক হয় না; যাহা হউক সেই পাঠের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।—"এই নায়ক (অচিরেই) তাহার সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ফেলিবে। (৪) এই নায়কের অঙ্কুশতুল্য দমনকর্ত্তা উপরিওয়ালা প্রভু বা পিতা আসিবে।" যাহা প্রথম-সন্নিবেশিত অনুবাদ তাহার ভাবার্থ এই যে,—এক ধনী পরিবারের বড় কর্ত্তা—গণিকাসক্ত হওয়ায়—সংসারে দৃষ্টি করে না, এ অবস্থায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ঐরূপ কেহ সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে—তাহাকেই মূলে 'উত্তরাধ্যক্ষ' বলা হইয়াছে। সেই উত্তরাধ্যক্ষ "জবরদস্ত" হইলে—বড় কর্ত্তার অন্যায় কার্য্যে বাধা দেয়—সুতরাং—কনিষ্ঠ হইলেও—সে-ই তখন বড় কর্ত্তার 'অঙ্কুশ'—মহাবল পরাক্রান্ত হস্তী যেমন অঙ্কুশের প্রভাবে শান্ত হয়—বড় কর্ত্তাও সেইরূপ এই কনিষ্ঠের প্রতাপে শান্ত হইতে বাধ্য হ'ন, মনে করিলেই ব্যয় করিতে পারেন না।—এই অবস্থা হইয়াছে বুঝিলেই বারাঙ্গনা তাহার নিকটে—নগদ আদায় করিবে। সর্ব্বস্ব খোয়াইবার আশঙ্কা এই পক্ষে—(৫) চিহ্নিত স্থানভ্রংশ হইতেই বুঝিতে হইবে। টীকাকার-মতে স্থানভ্রংশ অর্থে পদচ্যুতি মাত্র। টীকাসম্মত পাঠে 'উত্তরাধ্যক্ষ' শব্দের অর্থ 'উপরিওয়ালা'। তিনি কে? না, প্রভু বা পিতা এবং তিনিই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের অঙ্কুশ—ইহাই তাৎপর্য্য। উপরিওয়ালা ত অঙ্কুশ আছেনই,—তাঁহাকে অঙ্কুশ না বলিলেও ক্ষতি নাই,—'স্বামী পিতা বা' যখন বলাই আছে, তখন 'উত্তরাধ্যক্ষ' না বলিলেও তেমন দোষ হয় না। যাহা হউক—টীকার মতে এই সকল পদ স্পষ্টার্থে ব্যবহৃত ইহা বলিতে হয়। ৬টি স্থানেই ভবিষ্যতে অর্থ আদায়ের অসুবিধা দেখান হইয়াছে। ৩৩।

প্রতিজ্ঞাতমীশ্বরেণ প্রতিগ্রহং লপ্স্যতেঽধিকরণং স্থানং বা প্রাপ্স্যতি বৃত্তিকালোঽস্য বাসন্নো বাহনমস্যাগমিষ্যতি শাস্ত্রমস্য

পক্ষ্যতে কৃতমস্মিন্ন নশ্যতি নিত্যমবিসংবাদকো বেত্যায়ত্যামিচ্ছেৎ পরিগ্রহং * চাস্যাচরেৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। (১) রাজার প্রতিশ্রুতি বুঝিলে, (২) অবিলম্বে প্রতিগ্রহ প্রাপ্তি ঘটিবে জানিলে (৩) অধিকরণে বা স্থানে কর্তৃত্বপ্রাপ্তি হইবে বুঝিলে, (৪) বেতন-প্রাপ্তির সময় আসন্ন হইলে, (৫) বণিকের বাণিজ্য পোতাদির প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিবে এইরূপ সময়ে (৬) কৃষিজীবীর শস্য পাকিবে এই সময়ে, (৭) এ ব্যক্তির নিকট কৃতকর্ম্ম মারা যায় না, ইহা নিশ্চয় থাকিলে অথবা (৮) এ ব্যক্তি কথনই বিবাদ বিসংবাদ করে না, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে, পরিণামে লাভ আকাঙ্ক্ষা করিবে ; আর সেইরূপ লোককে নায়কভাবে গ্রহণ করিবে। ৩৪।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

কৃচ্ছ্রাধিগতবিত্তাংশ্চ রাজবল্লভনিষ্ঠুরান্।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ দূরাদেব বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে কতিপয় শ্লোক আছে,—যাহারা কষ্টে অর্থার্জ্জন করে, যাহারা রাজার প্রিয় এবং নিষ্ঠুর—এমন লোকদিগকে—তৎকালে ও ভবিষ্যতে দূরতঃ বর্জ্জন করিবে। ৩৫।

অনর্থো বর্জ্জনে যেষাং গমনেঽভ্যুদয়স্তথা।
প্রযত্নেনাপি তান্ গত্বা সাপদেশমুপক্রমেৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। যাহাদিগের বর্জ্জনে অনিষ্ট ও গ্রহণে অভ্যুদয়, প্রযত্ন করিয়াও তাহাদিগের সহিত মিলন করিবে এবং তাহারা সহজে মিলিত না হইলে কোনরূপ ছল করিয়া তাহাদিগের প্রতি 'উপক্রম' করিবে। ৩৬।

* পরিগ্রহত্বমিতি পাঠান্তরম্।

প্রসন্না যে প্রযচ্ছন্তি স্বল্পেহপ্যগণিতং বসু।
স্থূললক্ষ্যান্মহোৎসাহাংস্তান্ গচ্ছেৎ স্বৈরপি ব্যয়ৈঃ॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেহধিকরণে
লাভবিশেষাঃ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। যাহারা প্রসন্ন হইলে, স্বল্পদান স্থলেও অগণিত অর্থ দান করে,—সেই সকল 'স্থূললক্ষ' মহোৎসাহ নায়কগণের সহিত নিজে ব্যয় করিয়াও মিলন করিবে। ৩৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

অবতরণিকা। অর্থের সহিত যাহার সাহচর্য্য অনেক স্থলেই বিদ্যমান,—অর্থলাভবৎ যাহার পরিহারও প্রয়োজন—অর্থ-বিচারের পরে—তাহার, অনু-বন্ধের এবং সংসারের বিচার আবশ্যক, তাহারই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—

অর্থানাচর্য্যমাণাননর্থা অপ্যনুভবন্ত্যনুবন্ধাঃ সংশয়াশ্চ॥ ১॥

অনুবাদ। অর্থলাভে যত্ন করিতে যাইলে যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই অনর্থের উদ্ভব হয়,—অর্থের অনুবন্ধ ও অনর্থের অনুবন্ধও হয়—অর্থ ও অনর্থ-বিষয়ে সংশয়ও হয়। (অনুবন্ধ শব্দার্থ ৬ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইবে)। ১।

অবতরণিকা। অনর্থ, অনর্থানুবন্ধ ও অনর্থ-সংশয় যে কারণে হয়, তাহা কথিত হইতেছে—

তে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যাদতিরাগাদত্যভিমানাদতিদম্ভাদত্যার্জ্জবাদতিবিশ্বাসাদতিক্রোধাৎ প্রমাদাৎ সাহসাদ্দৈবযোগাচ্চ স্যুঃ॥ ২॥

অনুবাদ। তাহা (অনর্থাদি) বুদ্ধির দুর্ব্বলতা, অতি আসক্তি, অতি অভিমান, অতি দম্ভ, অতি সরলতা, অতি বিশ্বাস, অতি ক্রোধ, অনবধানতা, দুঃসাহস ও দৈবযোগ (দুর্ভাগ্য) এই সব কারণে হইয়া থাকে। ২।

তেষাং ফলং কৃতস্য ব্যয়স্য নিষ্ফলত্বমনায়তিরাগমিষ্যতোঽর্থস্য নিবর্ত্তনমাপ্তস্য নিষ্ক্রমণং পারুষ্যস্য প্রাপ্তির্গম্যতা শরীরস্য প্রঘাতঃ কেশানাং ছেদনং যাতনমঙ্গবৈকল্যাপত্তিঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাত্তানাদিত এব পরিজিহীর্ষেদর্থভূয়িষ্ঠাংশ্চোপেক্ষেত ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। তাহাদিগের ফল—কৃত ব্যয়ের বিফলতা, পরিণামে মন্দফল, আগামী অর্থের উপস্থিত বাধা, লব্ধ অর্থ বাহির হইয়া যাওয়া, কঠোর বাক্যে পীড়িত হওয়া, পরিচিতের নিকটেও অপরিচিতবৎ ব্যবহারপ্রাপ্তি, শরীরনাশ, কেশচ্ছেদন, বন্ধন, অঙ্গবৈকল্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ নাসাচ্ছেদ কর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি; অতএব প্রথম হইতেই বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি কারণ পরিহারে ইচ্ছা করিবে এবং যাহাতে বহু পরিমাণে অর্থাগম হইতে পারে অথচ অনর্থ হইবারও আশঙ্কা আছে, সে উপায়-প্রয়োগে উপেক্ষা করিবে। ৩। ৪।

অবতরণিকা। এক্ষণে অনুবন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য দুইটী সূত্র কথিত হইতেছে,—

অর্থো ধর্ম্মঃ কাম ইত্যর্থত্রিবর্গোঽনর্থোঽধর্ম্মো দ্বেষ ইত্যনর্থত্রিবর্গঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। অর্থ, ধর্ম্ম ও কাম ইহা অর্থত্রিবর্গ; অনর্থ, অধর্ম্ম এবং দ্বেষ, ইহা অনর্থত্রিবর্গ। ৫।

ব্যাখ্যা। অর্থত্রিবর্গ শব্দের অর্থ—উপাদেয় ত্রিবর্গ; আর অনর্থত্রিবর্গ শব্দের অর্থ—হেয় ত্রিবর্গ। অর্থ অনর্থ কিছু না বলিয়া কেবল ত্রিবর্গ শব্দ প্রয়োগ করিলেও ধর্ম্ম অর্থ এবং কামকে পাওয়া যায়, ইহা ১ম অধিকরণে ২য় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ৫।

তেম্বাচর্য্যমাণেম্বন্যস্যাপি নিষ্পত্তিরনুবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। একবিধ ত্রিবর্গের হেতু সংঘটনস্থলে অন্যেরও যে নিষ্পত্তি, তাহার নাম অনুবন্ধ। ৬।

ব্যাখ্যা। নায়িকার অর্থ আহরণের হেতু অভিসরণ। তাহা হইতে নায়কের নিকট যেমন অর্থাগম হইল, সেইরূপ অপর প্রণয়াভিলাষীর নিকট বিদ্বেষ অর্জ্জন করিতে হইল; ইহাই অনর্থের অনুবন্ধ। পক্ষান্তরে নিজেরই কোন আসক্ত নায়ককে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে, আশা—নূতন প্রণয়প্রার্থী অধিক অর্থ দান করিবে, ফলে কিন্তু আসক্তের পরিত্যাগও হইল,—নূতন প্রার্থীও আসিল না; তৃতীয় ব্যক্তি অপ্রার্থিতভাবে আসিয়া এই অর্থ প্রদান না করিলেও প্রীতি প্রদান করিল; এস্থলে অনর্থ ঘটিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও অর্থত্রিবর্গের অন্তর্গত প্রীতি অর্থাৎ কাম-বিশেষ তাহা ঘটিল। ইহাই অর্থের অনুবন্ধ। ৬।

সন্দিগ্ধায়াং তু ফলপ্রাপ্তৌ স্যাদ্বা ন বেতি শুদ্ধসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যে উপায় আশ্রয় করিলে ফল বিষয়ে ফল হয় কি না হয় এইরূপ সন্দেহ আছে, তাহার নাম শুদ্ধ সংশয়। ৭।

ইদং বা স্যাদিদং বেতি সঙ্কীর্ণঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। এই উপায় প্রয়োগে অর্থস্বরূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে কি অনর্থস্বরূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে, এইরূপ যে সন্দেহ, তাহার নাম সঙ্কীর্ণ সংশয়। ৮।

একস্মিন্ ক্রিয়মাণে কার্য্যে কার্য্যদ্বয়স্যোৎপত্তিরুভয়তোযোগঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। একটী উপায় প্রয়োগ করিলে যদি দুইটি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে উভয়তোযোগ বলা যায়। ৯।

সমন্তাদুৎপত্তিঃ সমন্ততোযোগ ইতি তাম্নুদাহরিষ্যামঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। এক উপায় হইতে অর্থ প্রভৃতি বহু ফলের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে সমন্ততোযোগ বলা যায়। এ বিষয়ের উদাহরণ পরে দিব। ১০।

বিচারিতরূপোঽর্থত্রিবর্গস্তদ্বিপরীত এবানর্থ-ত্রিবর্গঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। অর্থত্রিবর্গ বিচারিত হইয়াছে, তাহার বিপরীতই অনর্থ ত্রিবর্গ। ১১।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কামের বিচার পূর্ব্ব হইতে থাকায় ইহাকে বিপরীত বলা হইয়াছে। ১১।

যস্যোত্তমস্যাভিগমনে প্রত্যক্ষতোঽর্থলাভো গ্রহণীয়ত্বমায়তিরাগমঃ প্রার্থনীয়ত্বং চান্যেষাং স্যাৎ সোঽর্থো অর্থানুবন্ধঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। যে উত্তম নায়কের অভিগমনে প্রত্যক্ষ অর্থলাভ, অন্যের নিকট উপাদেয়ত্ব-জ্ঞানে আদর, পরিণামে শুভ, গুণিজনের সমাগম এবং অন্য নায়কগণের প্রার্থনীয়ত্ব হইয়া থাকে, সেই নায়ক বা তন্মূলক অর্থকে অর্থানুবন্ধ বলা যায়। ১২।

লাভমাত্রে কস্যচিদন্যস্য গমনং সোঽর্থো নিরনুবন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। গুণী বা দোষী বলিয়া যাহার খ্যাতি বা নিন্দা নাই, এমন কোন নায়কের যে অভিগমন, তাহা কেবল অর্থলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে নিরনুবন্ধ অর্থ বলা যায়। ১৩।

অন্যার্থপরিগ্রহে সক্তাদায়তিচ্ছেদনমর্থস্য নিষ্ক্রমণং লোকবিদ্বিষ্টস্য বা নীচস্য গমনমায়তিঘ্নমর্থোঽনর্থানুবন্ধঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। যে স্থলে আসক্ত নায়ক নির্ধন হয়, অন্যের ধন অপহরণ করিয়া নায়িকাকে প্রদান করে, তাহাতে আয়তিচ্ছেদন অর্থাৎ পরিণাম নষ্ট করা হয়। ঐ নায়কের জন্য সঞ্চিত অর্থ বাহির হইয়া যায়; অতএব ঐরূপ নায়ক বা তৎপ্রদত্ত অর্থ অনর্থানুবন্ধ নামে অভিহিত এবং লোকবিদ্বিষ্ট বা নীচজাতীয় পুরুষের সহিত যে সংসর্গ, তাহা হইতেও পরিণাম নষ্ট হয়, এজন্য সেই অর্থও অনর্থানুবন্ধ। ১৪।

স্বেন ব্যয়েন শূরস্য মহামাত্রস্য প্রভবতো বা লুব্ধস্য গমনং

নিষ্ফলমপি ব্যসনপ্রতীকারার্থং মহতশ্চার্থন্নস্য নিমিত্তস্য প্রশমন-মায়তিজননঞ্চ সোঽনর্থোঽর্থানুবন্ধঃ ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। নিজ অর্থব্যয়ে শূর, মহামাত্র অথবা লুব্ধ প্রভুর সহিত যে মিলন, তৎকালে নিষ্ফল হইলেও তন্মধ্যে শূরের সহিত মিলনে দুষ্ট লোকের উপদ্রবের প্রতীকার প্রাপ্ত হওয়া যায়; মহামাত্রের সহিত মিলনে অর্থহানিকর গুরুতর নিমিত্ত অর্থাৎ মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি বিপদের শান্তি হইয়া থাকে এবং প্রভুর সহিত মিলনে পরিণামে অনেকের নিকট প্রতিপত্তিলাভ হইয়া থাকে, অতএব উহা অনর্থ হইলেও অর্থানুবন্ধ। ১৫।

কদর্যস্য সুভগমানিনঃ কৃতঘ্নস্য বাতিসন্ধানশীলস্য স্বৈরপি ব্যয়ৈ-স্তথারাধনমন্তে নিষ্ফলং সোঽনর্থো নিরনুবন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। সুভগমানী কৃপণ, কৃতঘ্ন অথবা বঞ্চক এই ত্রিবিধ নায়কের নিজ ব্যয়ে যে আরাধনা, তাহা পরিণামেও নিষ্ফল হয়; অতএব উহা নিরনুবন্ধ অনর্থ। ১৬।

তস্যৈব রাজবল্লভস্য ক্রৌর্য্যপ্রভাবাধিকস্য তথৈবারাধনমন্তে নিষ্ফলং নিষ্কাসনং চ দোষকরং সোঽনর্থোঽনর্থানুবন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পুরুষ যদি রাজবল্লভ হয় এবং ক্রূরতা ও প্রভাব ঐ সকল পুরুষ অপেক্ষা অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিজ ব্যয়ে আরাধনা অন্তে নিষ্ফল ত বটেই, নিষ্কাশনও দোষাবহ—এমন কি তাহাতে শরীরনাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে; অতএব সেই অনর্থ অনর্থানুবন্ধ। ১৭

এবং ধর্ম্মকাময়োরপ্যনুবন্ধান্ যোজয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। অর্থ ও অনর্থবৎ ধর্ম্ম ও কামের অনুবন্ধ যোজনা করিবে। ১৮।

পরস্পরেণ চ যুক্ত্যা সঙ্কিরেদিত্যনুবন্ধাঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। বিরুদ্ধ মাত্রকে ত্যাগ করিয়া অর্থত্রিবর্গ এবং অনর্থত্রিবর্গের পরস্পর সঙ্কর হইবে। ইহাই অনুবন্ধসমূহের স্বরূপ। ১৯।

ব্যাখ্যা। অর্থ—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাম এবং দোষের সহিত অনুবন্ধযুক্ত হইতে পারে। যথা—কোন ধনী নায়কের প্রদত্ত অর্থ কিঞ্চিৎ সদ্ব্যয়ে, কিঞ্চিৎ পাপ কর্ম্মে, কিঞ্চিৎ ভোগসুখে, কিঞ্চিৎ শত্রুদমনে ব্যয়িত হইলে সেই অর্থ ধর্ম্মাদি সঙ্কীর্ণ অনুবন্ধযুক্ত হইয়া থাকে ইত্যাদি। ১৯।

অবতরণিকা। শুদ্ধ সংশয়ের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে ;—

পরিতোষিতোঽপি দাস্যতি ন বেত্যর্থসংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ নিষ্পীড়িতার্থমফলমুৎসৃজন্ত্যা অর্থমলভমানায়া ধর্ম্মঃ স্যান্ন বেতি ধর্ম্মসংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ অভিপ্রেতমনুপলভ্য পরিচারকমন্যং বা ক্ষুদ্রং গত্বা কামঃ স্যান্ন বেতি কামসংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ প্রভাববান্ ক্ষুদ্রোঽনভিমতোঽনর্থং করিষ্যতি ন বেত্যনর্থসংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ অত্যন্তনিষ্ফলঃ সক্তঃ পরিত্যক্তঃ পিতৃলোকং যায়াত্তত্রাধর্ম্মঃ স্যান্ন বেত্যধর্ম্মসংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ রাগস্যাপি বিবক্ষায়ামভিপ্রেতমনুপলভ্য বিরাগঃ স্যান্ন বেতি দ্বেষসংশয়ঃ। ইতি শুদ্ধসংশয়াঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। পরিতুষ্ট করিলেও অর্থ দান করিবে কিনা, ইহা অর্থসংশয়। সমগ্র ধন শোষণ করিয়া পরে আর ধনলাভ না হওয়ায়, নিঃস্ব নায়ককে যে বারাঙ্গনা পরিত্যাগ করে, তাহার ধর্ম্ম হইবে কি না, ইহা ধর্ম্মসংশয়। অভিপ্রেত নায়ককে না পাইয়া পরিচারক বা অন্য কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত মিলনে কামপ্রাপ্তি হইবে কিনা, ইহাই কামসংশয়। প্রভাবশালী ক্ষুদ্রব্যক্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়া অনর্থ (অনিষ্ট) করিবে কিনা, ইহাই অনর্থসংশয়। অত্যন্ত নিঃস্ব আসক্ত নায়ক, পরিত্যক্ত হইলে যমালয়ে যাইতে পারে, এস্থলে তাহার পরিত্যাগে অধর্ম্ম হইবে কিনা, ইহাই অধর্ম্মসংশয়। যে স্থলে অনুরাগেরও বিচার (কেবল কামের নহে) সে স্থলে অভিপ্রেত নায়ককে না পাইলে বিরাগ হইবে কিনা, ইহা দ্বেষসংশয়। এইগুলি হইল শুদ্ধ সংশয়। ২০—২৫।

অথ সঙ্কীর্ণাঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। অনন্তর সঙ্কীর্ণ সংশয় কথিত হইতেছে। ২৬।

আগন্তোরবিদিতশীলস্য বল্লভসংশ্রয়স্য প্রভবিষ্ণোর্ব্বা সমুপস্থিতস্যারাধনমর্থোঽনর্থ ইতি সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ শ্রোত্রিয়স্য ব্রহ্মচারিণো দীক্ষিতস্য ব্রতিনো লিঙ্গিনো বা মাং দৃষ্ট্বা জাতরাগস্য মুমূর্ষোর্মিত্রবাক্যাদানৃশংস্যাচ্চ গমনং ধর্ম্মোঽধর্ম্ম ইতি সংশয়ঃ ॥২৮॥ লোকাদেবাকৃতপ্রত্যয়াদগুণো গুণবান্ বেত্যনবেক্ষ্য গমনে কামো দ্বেষ ইতি সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ সঙ্কিরেচ্চ পরস্পরেণেতি সঙ্কীর্ণসংশয়াঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। অপরিচিত-স্বভাব আগন্তুক পুরুষ রাজবল্লভের অনুগত অথবা প্রভুত্বসম্পন্ন যাহাই কেন হউক না—উপস্থিত হইলে তাহার আরাধনায় অর্থলাভ হইবে কি অনর্থ হইবে, এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে। শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মচারী, যজ্ঞদীক্ষিত, ব্রতী অথবা সন্ন্যাসী আমার দর্শনে অনুরাগযুক্ত হইয়া মরণদশায় উপনীত হইলে বন্ধুর কথায় এবং করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার সহিত মিলন করিলে ধর্ম্ম হইবে কি অধর্ম্ম হইবে, এইরূপ সংশয় হয়। যে পুরুষ গুণী বা নির্গুণ ইহা পর্য্যালোচনা করা হয় নাই, লোকেও তাহার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না, এই অবস্থায় লোকের কথায় তাহার প্রতি অভিসারে কাম অথবা দ্বেষ এই সংশয় হইয়া থাকে। এই সকল সঙ্কীর্ণ সংশয় পরস্পরের সহিতও সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। ২৭—৩০।

যত্র যস্যাভিগমনেঽর্থঃ সক্তাচ্চ সঙ্ঘর্ষতঃ স উভয়তোঽর্থঃ ॥৩১॥ যত্র স্বেন ব্যয়েন নিষ্ফলমভিগমনং সক্তাচ্চামর্ষিতাদ্বিত্তপ্রত্যাদানং স উভয়তোঽনর্থঃ ॥ ৩২ ॥ যত্রাভিগমনেঽর্থো ভবিষ্যতি ন বেত্যাশঙ্কা সক্তোঽপি সঙ্ঘর্ষাদ্দাস্যতি ন বেতি স উভয়তোঽর্থসংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ যত্রাভিগমনে ব্যয়বতি পূর্ব্বো বিরুদ্ধঃ ক্রোধাদপকারং

করিষ্যতি ন বেতি সক্তো বামর্ষিতো দত্তং প্রত্যাদাস্যতি ন বেতি স উভয়তোঽনর্থসংশয়ঃ। ইত্যৌদ্দালকেরুভয়তোযোগাঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। যেস্থলে নবাগত নায়কের মিলনে অর্থলাভ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আসক্ত নায়কের নিকট হইতেও সংঘর্ষহেতু অর্থলাভ হইয়া থাকে, তাহা উভয়তোযোগ অর্থ। যেস্থলে নিজব্যয়ে নূতন নায়কের সহিত নিষ্ফল মিলন, আসক্ত নায়কও অন্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বপ্রদত্ত ধনের প্রত্যাহরণ করে, তাহা উভয়তোযোগ অনর্থ। যে স্থলে মিলনে অর্থলাভ হইবে কিনা, এরূপ আশঙ্কা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আসক্ত নায়কও সংঘর্ষবশতঃ দিবে কিনা, এইরূপ সংশয় হয়, তাহা উভয়তোযোগ অর্থসংশয়। নিজব্যয়ে নূতন নায়কের সহিত মিলন হইলে সংস্পৃষ্ট বিরুদ্ধ নায়ক অপকার করিবে কিনা অথবা অপর আসক্ত নায়ক (অন্য কোন কারণে) ক্রুদ্ধ হওয়ায় স্বপ্রদত্ত ধন ফিরাইয়া লইবে কিনা, এইরূপ সংশয় যে স্থলে হয়, তাহা উভয়তোযোগ অনর্থসংশয়। ইহা স্থল আচার্য্য শ্বেতকেতুর উভয়তোযোগের উদাহরণ। ৩১—৩৪।

বাভ্রবীয়াস্তু ;—যত্রাভিগমনেঽর্থোঽনভিগমনে চ সক্তাদর্থঃ স উভয়তোঽর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। বাভ্রব্যমতাবলম্বিগণ বলেন,—যে স্থলে অভিগমন দ্বারা নূতন নায়কের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তি এবং অভিগমন না করিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী আসক্ত নায়কের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তি, তাহাই উভয়তোযোগ অর্থ। ৩৫।

যত্রাভিগমনে নিষ্ফলো ব্যয়োঽনভিগমনে চ নিষ্প্রতীকারোঽনর্থঃ স উভয়তোঽনর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। যে স্থলে নূতন নায়কের অভিগমনে নিষ্ফল ব্যয়, পূর্ব্ববর্ত্তী আসক্ত নায়কে অভিগমনের অভাবে অপ্রতিবিধেয় অনর্থ অর্থাৎ তৎপ্রদত্ত ধনের প্রত্যাহরণ করে, তাহাই উভয়তোযোগ অনর্থ। ৩৬।

ব্যাখ্যা। শ্বেতকেতুর মতে উভয়তো যোগ অনর্থে আসক্ত নায়কের স্বদত্ত

ধনের প্রত্যাহরণ অন্য প্রকার ক্রোধমূলক, অভিগমনের অভাবমূলক নহে; বাভ্রবীয় মতে—সেই স্বদত্ত ধন প্রত্যাহরণ অভিগমনের অভাবমূলক ইহাই প্রভেদ। ৩৬।

যত্রাভিগমনে নির্ব্ব্যয়ে * দাস্যতি নবেতি সংশয়োঽনভিগমনে সক্তো দাস্যতি নবেতি স উভয়তোঽর্থসংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। যেস্থলে অভিগমনে ব্যয় নাই বটে, কিন্তু নূতন নায়ক কিছু দিবে কিনা এইরূপ সংশয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আসক্ত নায়ক অভিগমনের অভাবে কিছু দিবে কিনা, এই সংশয় হইলে তাহাকে উভয়তোযোগ অর্থ-সংশয় বলে। ৩৭।

যত্রাভিগমনে ব্যয়বতি পূর্ব্বো বিরুদ্ধঃ প্রভাববান্ প্রাপ্স্যতে ন বেতি সংশয়োঽনভিগমনে চ ক্রোধাদনর্থং করিষ্যতি ন বেতি স উভয়তোঽনর্থসংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। যেস্থলে নিজব্যয়ে নূতন নায়কের সহিত মিলনে পূর্ব্বসংসৃষ্ট বিরুদ্ধ প্রভাববান্ নায়ককে পুনর্ব্বার পাওয়া যাইবে কিনা, এই সংশয় হয় এবং অভিগমনের অভাবে আসক্ত নায়ক ক্রুদ্ধ হইয়া অনর্থ করিবে কিনা এই যে সংশয়, ইহা উভয়তোযোগ অনর্থসংশয়। ৩৮।

এতেষামেব ব্যতিকরেঽন্যতোঽর্থোঽন্যতোঽনর্থঃ ॥৩৯॥ অন্যতোঽর্থোঽন্যতোঽর্থসংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ অন্যতোঽর্থোঽন্যতোঽনর্থসংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ অন্যতোঽনর্থোঽন্যতোঽর্থসংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ অন্যতোঽনর্থোঽন্যতোনর্থসংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ অন্যতোঽর্থসংশয়োঽন্যতোঽনর্থসংশয় ইতি ষট্ সংকীর্ণযোগাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। এই সকলের অর্থাৎ অর্থ অনর্থ, অর্থসংশয় অনর্থসংশয় ইত্যাদির

* নির্ব্যয়ঃ ইতি কচিৎ প্রথমান্তঃ পাঠঃ, স চাযুক্তঃ।

সংমিশ্রণে (১) একদিকে অর্থ এবং অন্যদিকে অনর্থ এইরূপ ভাবে 'উভয়তো-যোগ অর্থানর্থ' হইবে। (২) একদিকে অর্থ এবং অন্যদিকে অর্থ-সংশয় থাকিলে, তাহাকে 'উভয়তোযোগ অর্থার্থসংশয়' বলা যায়। (৩) একদিকে অর্থ এবং অন্যদিকে অনর্থসংশয় হইলে তাহাকে 'উভয়তোযোগ অর্থানর্থসংশয়' বলা যায়। (৪) একদিকে অনর্থ এবং অন্যদিকে অর্থসংশয় হইলে 'উভয়তো-যোগ অনর্থার্থসংশয়' বলা যায়। (৫) একদিকে অনর্থ অপরদিকেও অনর্থ-সংশয় হইলে তাহাকে 'উভয়তোযোগ অনর্থানর্থসংশয়' বলা যায়। (৬) এক-দিকে অর্থসংশয়, অন্যদিকে অনর্থসংশয় হইলে তাহাকে 'উভয়তোযোগ অর্থসংশয়ানর্থসংশয়' বলে। এই ছয়টী সঙ্কীর্ণযোগ। ৩৯—৪৪।

ব্যাখ্যা। এই সঙ্কীর্ণ উভয়তোযোগ মাত্র সংশয়ঘটিত নহে, কেবল-নিশ্চয়-ঘটিত, নিশ্চয়-সংশয়-ঘটিত এবং কেবল-সংশয়-ঘটিত হইয়া থাকে। ৩৯ সূত্রে উভয়তোযোগের যে উদাহরণ আছে, তাহা কেবল-নিশ্চয়-ঘটিত। যথা—নূতন নায়কের অভিগমনে অর্থলাভ ইহা নিশ্চিত ; আর পূর্ব্ববর্ত্তী আসক্ত নায়কের স্বদত্ত ধন প্রত্যাহরণ ইহাও নিশ্চিত। বিভিন্ন দুই দিকে ইষ্ট এবং অনিষ্ট নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হওয়ায় ইহা উভয়তোযোগ অর্থানর্থ। ৪০ সূত্রে নূতন নায়কের নিকট অর্থলাভ নিশ্চিত, কিন্তু আসক্ত নায়ক সংঘর্ষ-বশতঃ অধিক দান করিবে কিনা, এই সংশয় থাকিলে উহা নিশ্চয়-সংশয়-ঘটিত উভয়তোযোগ অর্থার্থসংশয়। ৪১ সূত্রে নূতন নায়কের নিকট অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত, আসক্ত নায়ক তাহার প্রদত্ত ধন প্রত্যাহরণ করিবে কিনা, এই সংশয় হইলে তাহা নিশ্চয়-সংশয়-ঘটিত উভয়তোযোগ অর্থানর্থ-সংশয়। ৪২ সূত্রে নূতন নায়কের সহিত মিলন নিজব্যয়ে হইলে এবং আসক্ত নায়ক সংঘর্ষবশতঃ ধনদান করিবে কিনা, এই সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিশ্চয়-সংশয়-ঘটিত উভয়তোযোগ অনর্থার্থ সংশয়। ৪৩ সূত্রে নূতন নায়কের জন্য ব্যয় নিশ্চিত ; আর আসক্ত নায়ক তাহার প্রদত্ত ধন প্রত্যাহরণ করিবে কিনা, সংশয় আছে, এরূপ স্থলে নিশ্চয় ও সংশয়-ঘটিত উভয়তোযোগ অনর্থানর্থ-সংশয়। ৪৪ সূত্রে কেবল-সংশয়-ঘটিত নূতন নায়ক অর্থ দিবে কিনা

সন্দেহ, আসক্ত নায়ক তাহার প্রদত্ত অর্থ প্রত্যাহরণ করিবে কিনা সন্দেহ, এইরূপ হইলে কেবল সংশয়ঘটিত উভয়তোযোগ অর্থসংশয়নার্থসংশয় হইয়া থাকে। ৩৯—৪৪।

তেষু সহায়ৈঃ সহ বিমৃশ্য যতোঽর্থভূয়িষ্ঠোঽর্থসংশয়ো গুরু-রনর্থপ্রশমো বা ততঃ প্রবর্ত্তেত ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ হইলে সহায়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে, —যেখানে একদিকে অর্থসংশয় থাকিলেও (অন্যদিকে) নিশ্চিত অর্থলাভ অধিক, অথবা গুরুতর অনর্থ-প্রশমন হয়, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইবে। ৪৫।

এবং ধর্ম্মকামাবপ্যনয়ৈব যুক্ত্যোদাহরেৎ। সঙ্কিরেচ্চ পরস্পরেণ ব্যতিষঞ্জয়েচ্চেত্যুভয়তোযোগাঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। অর্থের ন্যায় ধর্ম্ম এবং কামেরও উদাহরণ এইরূপে যুক্তিদ্বারা প্রদান করিবে। আর সজাতীয় পরস্পরের সংমিশ্রণ এবং বিজাতীয় পরস্পরের মিশ্রণ করিবে। তাহাতেই সর্ব্ববিধ (ধর্ম্ম ও কামবিষয়ে) উভয়তোযোগ সম্পন্ন হইবে। ৪৬।

অবতরণিকা। একপরিগ্রহার কথা এই অধিকরণের প্রথম অধ্যায় হইতে ৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে অপরিগ্রহার কথাও বলা হইয়াছে ;—এক্ষণে অনেকপরিগ্রহার কথা বলা হইতেছে :—

সম্ভূয় চ বিটাঃ পরিগৃহ্নন্ত্যেকামসৌ গোষ্ঠীপরিগ্রহঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। বিটগণ সকলে মিলিত হইয়া যদি একটী বারাঙ্গনাকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে গোষ্ঠীপরিগ্রহ বলে। (এই বারাঙ্গনাই অনেকপরি-গ্রহা)। ৪৭।

সা তেষামিতস্ততঃ সংসৃজ্যমানা * প্রত্যেকং সংঘর্ষাদর্থং নির্ব্ব-র্ত্তয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

* সংপৃচ্যমানা ইতি পাঠান্তরম্।

অনুবাদ। সেই বারাঙ্গনা তাহাদিগের সংঘর্ষ জন্মাইয়া এ ব্যক্তি সে ব্যক্তির সহিত মিলনের ফলে প্রত্যেকের নিকটেই অর্থ আদায় করিবে। ৪৮।

সুবসন্তকাদিষু চ যোগে যো মে ইমমমুঞ্চ মনোরথং সম্পাদয়িষ্যতি তস্যাদ্য গমিষ্যতি মে দুহিতেতি মাত্রা বাচয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। বারাঙ্গনা মাতাকে দিয়া বলাইবে,—তোমাদিগের মধ্যে 'সুবসন্তক' প্রভৃতি উৎসবে যে আমার অমুক অমুক অভিলাষ পূর্ণ করিবে, তাহার নিকটে আমার কন্যা অদ্য গমন করিবে। ৪৯।

তেষাঞ্চ সঙ্ঘর্ষজেঽভিগমনে কার্য্যাণি লক্ষয়েৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। সেই বিটগণের সংঘর্ষসম্ভূত মিলনে লাভালাভ লক্ষ্য করিবে।৫০

একতোঽর্থঃ সর্ব্বতোঽর্থঃ, একতোঽনর্থঃ, সর্ব্বতোঽনর্থঃ, অর্থতোঽর্থঃ, সর্ব্বতোঽর্থঃ, অর্থতোঽনর্থঃ, সর্ব্বতোঽনর্থঃ। ইতি সমন্ততোযোগাঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। (১) একতোঽর্থ—সর্ব্বতোঽর্থ, (৪) একতোঽনর্থ—সর্ব্বতোঽনর্থ, (২) অর্দ্ধতোঽর্থ, (৩) সর্ব্বতোঽর্থ (৫) অর্দ্ধতোঽনর্থ, (৬) সর্ব্বতোঽনর্থ—এই ছয় প্রকার সমন্ততোযোগ। ৫১।

ব্যাখ্যা। অর্থপক্ষে সমন্ততোযোগ তিনপ্রকার ও অনর্থ পক্ষে তিনপ্রকার। (অনুবাদস্থিত ১।২।৩ চিহ্ন অর্থপক্ষে; ৪।৫।৬ চিহ্ন অনর্থপক্ষে। যেখানে একের সহিত অপর সকলের সংঘর্ষ উপস্থিত, সেখানে 'একতোঽর্থ', একজনের নিকট হইতে অর্থলাভ ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সকলের নিকট হইতেও অর্থলাভ হয়—এইজন্য তাহা 'একতোঽর্থ সর্ব্বতোঽর্থ'। যেস্থলে ঐ বিটগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া—যে দল অধিক অর্থ দান করিবে, সেই দলই সেদিন স্থান পাইবে—এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমগ্র বিটমণ্ডলীর অর্দ্ধাংশ হইতে অর্থলাভ হওয়ায় 'অর্দ্ধতোঽর্থ' সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বিটগণের দুই দুইজন করিয়া সংঘর্ষ-পরায়ণ হইয়া সকলেই যদি ক্রমে অর্থ দান করে, তাহা হইলে তাহা

'সৰ্ব্বতোহর্থ' হইয়া থাকে। একজনের নিজ দত্ত অর্থের প্রত্যাহরণ দেখিয়া সকলেই যদি প্রত্যাহরণ করে ত তাহা 'একতোহনর্থ সর্ব্বতোহনর্থ'—একদলের বিজয়ে অন্যদল যদি বলপ্রয়োগে অনর্থ ঘটায়, তাহা 'অৰ্দ্ধতোহনর্থ'। সকলেই যদি যুগপৎ অনর্থ ঘটায় তাহা 'সর্ব্বতোহনর্থ'। ৫১।

অর্থসংশয়মনর্থসংশয়ঞ্চ পূর্ব্ববদ্ যোজয়েৎ সঙ্কিরেচ্চ ॥৫২॥

অনুবাদ। অর্থ-সংশয় ও অনর্থসংশয়ের যোজনা পূর্ব্ববৎ হইবে—(তাহা শুদ্ধ সংশয়) সঙ্কীর্ণতাও পূর্ব্ববৎ হইবে। (তাহা সঙ্কীর্ণ সংশয়; এই অধ্যায়েই পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধ সংশয় ও সঙ্কীর্ণ সংশয় দ্রষ্টব্য)। ৫২।

তথা ধর্ম্মকামাবপি। ইত্যনুবন্ধার্থানর্থসংশয়বিচারাঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্ম কামও এইরূপ হইবে। ৫৩।

ব্যাখ্যা। 'একতোধর্ম্ম সৰ্ব্বতোধর্ম্ম' 'একতঃ কাম, সর্ব্বতঃ কাম' ইত্যাদি-স্বরূপ হইবে। অর্থানর্থানুবন্ধ-সংশয়-বিচার এই স্থানে সমাপ্ত হইল। ৫৩।

কুম্ভদাসী পরিচারিকা কুলটা স্বৈরিণী নটী শিল্পকারিকা প্রকাশ বিনষ্টা রূপাজীবা গণিকা চেতি বেশ্যাবিশেষাঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী, নটী, শিল্পকারিকা প্রকাশ-বিনষ্টা, রূপাজীবা ও গণিকা – এই কয়প্রকার বেশ্যার প্রভেদ হইয়া থাকে। ৫৪।

ব্যাখ্যা। গণিকা, রূপাজীবা ও কুম্ভদাসী—এই ত্রিবিধ বেশ্যার লাভাতিশয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—অন্য কোন বেশ্যার উল্লেখ নাই; অতএব অপর সংজ্ঞা ঐ তিন প্রকারেরই অবান্তর ভেদ মাত্র। পরিচারিকা হইতে প্রকাশ বিনষ্টা পর্য্যন্ত ষড়্বিধ বেশ্যা রূপাজীবার অন্তর্গত। ইহা টীকাকার বলেন। আমার মত এই যে, যথাসম্ভব উহারা গণিকা, রূপাজীবা ও কুম্ভদাসীর অন্তর্গত হইবে। পরিচারিকা,—গণিকা-দুহিতার পাণিগ্রহণ হইলে এক বৎসর তাহাকে 'সতী' থাকিতে হয়,—তৎপরে তাহার যেমন ইচ্ছা; কিন্তু এক বৎসরের পরেও

পাণিগ্রহীতার আহ্বানে তাহাকে তাহার নিকট সেই রাত্রিতে অন্তলাভ ত্যাগ করিয়াও থাকিতে হয়। এইরূপ পরিচর্য্যা করিতে হয় বলিয়া—উঢ়া বেশ্যা-বৃত্তিরতা গণিকা-হস্তিতার নাম পরিচারিকা। কুলটা—পতিভীতা গুপ্ত-বেশ্যা। স্বৈরিণী—পতিগৃহস্থিতা নির্ভীক ব্যভিচারিণী। নটী—নর্ত্তকী। শিল্পকারিকা—ব্যভিচারিণী রজকাদি-রমণী। প্রকাশ-বিনষ্টা—পতিসত্ত্বে বা বৈধব্যে যথাভি-লাষে পুরুষান্তরের গৃহিণী হয়। ৫৪।

সর্ব্বাসাং চানুরূপ্যেণ গম্যাঃ সহায়াস্তদুপরঞ্জনমর্থাগমোপায়া নিষ্কাসনং পুনঃসন্ধানং লাভবিশেষানুবন্ধা অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়-বিচারাশ্চেতি বৈশিকম্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। এই সমস্ত বেশ্যারই কুলাদির অনুরূপভাবে গম্য, (নায়ক) সহায়,—উপরঞ্জন, কামানুবর্ত্তন, অর্থাগমোপায়, নিষ্কাশন, পুনর্ম্মিলন, লাভ-বিশেষ, অর্থানর্থানুবন্ধসংশয় বিচার হইবে—ইহাই বৈশিক ব্যবহার। ৫৫।

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ ;—

রত্যর্থাঃ পুরুষা যেন রত্যর্থাশ্চৈব যোষিতঃ।
শাস্ত্রস্যার্থপ্রধানত্বাত্তেন যোগোঽত্র যোষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে দু'টি শ্লোক আছে :—যেহেতু আনন্দে পুরুষেরও প্রয়োজন, আনন্দে রমণীরও প্রয়োজন, অতএব এই আনন্দ শাস্ত্রে রমণীরও অধিকার আছে। ৫৬।

সন্তি রাগপরা নার্য্যঃ সন্তি চার্থপরা অপি।
প্রাক্ তত্র বর্ণিতো রাগো বেশ্যাযোগাশ্চ বৈশিকে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে
অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচারা বেশ্যাবিশেষাশ্চ
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। প্রেমিকা রমণীও আছে, অর্থপরায়ণা রমণীও আছে, পূর্ব্বে—প্রেমের কথা (প্রেমিকা রমণীর বিষয়) বলা হইয়াছে। এই বৈশিক অধিকরণে বেশ্যাযোগ অর্থাৎ অর্থপরায়ণা রমণীর বিষয় প্রদর্শিত হইল। ৫৭।

ব্যাখ্যা। এই বৈশিক অধিকরণ অর্থাৎ বারাঙ্গনা-পরিচ্ছেদ এই শাস্ত্রের এক দেশ,—অতএব এই শাস্ত্র রমণীগণের অপাঠ্য,—কারণ সতী রমণীগণের এ অংশ কেবল অনুপযোগী নহে, অধিকন্তু কুশিক্ষাপ্রদ;—এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য ৫৬ চিহ্নিত প্রথম শ্লোক; ভাবার্থ এই—রমণীরও এ শাস্ত্র পাঠ্য; দ্বিতীয় শ্লোকের ভাবার্থ এই যে—এই শাস্ত্রের মধ্যে এই বারাঙ্গনা পরিচ্ছেদ প্রেমিকা রমণীর পাঠ্য নহে, সতী রমণী প্রেমিকার শিরোমণি,—তাঁহারা এ অংশ ত্যাগ করিবেন। তাঁহাদিগের কথা ত এ অংশে নাই—তাঁহাদিগের কথা ইহার পূর্ব্বে কন্যাসংপ্রযুক্তক ও ভার্য্যাধিকারিক অধিকরণ-নামক দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে। ৫৬। ৫৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

চতুর্থ অধিকরণ সমাপ্ত ॥

পারদারিকাখ্যং

পঞ্চমমধিকরণম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাখ্যাতকারণাঃ পরপরিগ্রহোপগমাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। পর-পরিগৃহীতা উপগমের অর্থাৎ পরকীয়া-সংগ্রহের কারণ (১ অধিঃ ৫ অধ্যায় ৬ সূঃ হইতে) বিবৃত হইয়াছে। ১।

ব্যাখ্যা। পরকীয়া-গ্রহণ যে অনুচিত কার্য্য তাহা বাৎস্যায়ন এইসূত্রে স্মরণ করাইতেছেন। জীবন-সংগ্রামে যে প্রবৃত্ত—বৈরাগ্যপথে যাইবার অধিকার ত নাইই,—আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিবার জন্যও যে প্রস্তুত নহে,—সর্ব্বকর্ম্মে অনধিকারী—কেবল পতিত হইতে চাহে না,—এইরূপ ব্যক্তিই অবস্থা-বিশেষে পরকীয়া সংগ্রহ করিতে পারে—এই যে পূর্ব্ব উপদেশ,—তাহা এই সূত্রে পুনরায় বিজ্ঞাপিত হইল; কারন পরকীয়া-গ্রহণ বা পারদার্য্য অতি কু-কর্ম্ম, তাহার উপায় প্রদর্শন কদাচ কর্ত্তব্য হইতে পারে না—তবে এ অধিকরণ নিতান্তই হেয় এবং অনুপদেশ্য এইরূপ আশঙ্কা ভদ্রলোকের মনে স্বতঃই হয়—সেই আশঙ্কা এই সূত্রে নিবারিত হইল। বাৎস্যায়ন পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া জানাইলেন—বাপু হে কু-কর্ম্ম ত বটে, কিন্তু অবস্থা-বিশেষে দুর্ব্বল মানব তাহা না করিয়া পারে না,—যাহারা করিবেই, তাহাদিগের ত একটা সভ্যতা থাকা আবশ্যক, তাহারও ত একটা পদ্ধতি থাকা উচিত—সেই পদ্ধতি আমি বলিতেছি—আমি কু-কর্ম্ম করিতে বিধি দিতেছি না। যিনি ধার্ম্মিক, যিনি পরলোকের ভয় করেন, তিনি ইহা হইতে দূরে থাকিবেন। বাৎস্যায়ন পূর্ব্বেই স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"কিং স্যাৎ পরত্রেত্যাশঙ্কা কার্য্যে যস্মিন্ন জায়তে।
ন চার্থঘ্নং সুখঞ্চেতি শিষ্টাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥

(১ অধিঃ ২ অধ্যায় ৫০ সূত্র)

পরকীয়া-গ্রহণ, উপপাতক ;—পারদার্য্য বাৎস্যায়ন যে ধর্ম্মশাস্ত্রাচার্য্য মনুর নাম করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে উপপাতক নামক অধর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

"গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্যপারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ * * * * * নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্ ॥

মনু ১১ অঃ ৬০—শ্লোক।

নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেঽনিষ্কৃতৈনসঃ।

মনু ১১ অঃ ৫৪।

অধর্ম্ম করিলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পরজন্মে নিন্দিত-লক্ষণ-যুক্ত হইয়া থাকে। অধার্ম্মিকের নরকভোগকথাও মনুর ৪র্থ অধ্যায়ে আছে। অতএব পারদার্য্যে পরলোকভয় থাকায় তাহা শিষ্ট-কর্ত্তব্য নহে;—ইহা বাৎস্যায়নেরও সিদ্ধান্ত। যাহারা অশিষ্ট, তাহারাই প্রবৃত্তিবশে এইকার্য্য করে। সেইরূপ অধিকারীর জন্যই এই অধিকরণ উক্ত হইয়াছে। ১।

তেষু সাধ্যত্বমনত্যয়ং গম্যত্বমায়তিং বৃত্তিং চাদিত এব পরীক্ষেত ॥ ২ ॥

অনুবাদ। পরকীয়াস্থলে প্রথম পরীক্ষণীয়—(১) সাধ্যত্ব, (২) নিরত্যয়, (৩) গম্যত্ব, (৪) আয়তি এবং (৫) বৃত্তি। ২।

ব্যাখ্যা। (১) এই পরকীয়াকে আয়ত্ত করা যাইবে কিনা? যদি বুঝে ইহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। (২) নিরত্যয়—নিরাপদ্ভাব,—যাহার সংগ্রহে বিশেষ আপদের আশঙ্কা, সেস্থল ত্যাজ্য। (৩) গম্য—১ অধি ৫ অধ্যায় ৩২ সূত্রে যাহাদিগকে অগম্যা বলা হইয়াছে,—তাহার বর্জ্জন করিতে হয়। (৪) আয়তি—এই পরকীয়া-সংগ্রহে পরিণামে কতটা লাভ ও কতটা ক্ষতি—ক্ষতি অধিক হইলে বর্জ্জনীয়। (৫) বৃত্তি—

নিজের প্রবৃত্তি,—যদি বুঝে এতই উৎকট প্রবৃত্তি যে, তাহাকে প্রাপ্ত না হইলে মৃত্যু-সম্ভাবনা—তাহা হইলে সেই দিকে অগ্রসর হইতে হয়। ২।

যদা তু স্থানাৎ স্থানান্তরং কামং প্রতিপদ্যমানং পশ্যেত্তদাত্মশরীরোপঘাতত্রাণার্থং পরপরিগ্রহানভ্যুপগচ্ছেৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যখন (কোন পরকীয়া দর্শনে) কন্দর্প ক্রমেই ধাপে ধাপে উঠিতেছে দেখিবে, তখন নিজ শরীররক্ষার জন্য পরকীয়া-সংগ্রহ তাহার ইষ্টসাধন হয়। ৩।

ব্যাখ্যা। ইহাও বিধি নহে—ধর্ম্মাপেক্ষা শরীরকে যাহারা বড় মনে করে, তাহাদিগের যাহা করণীয় হয়, তাহারই অনুবাদ মাত্র। ৩।

দশ তু কামস্য স্থানানি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। কন্দর্পের স্থান বা 'ধাপ' দশটি। ৪।

চক্ষুঃপ্রীতির্ম্মনঃসঙ্গঃ সঙ্কল্পোৎপত্তির্নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তির্লজ্জাপ্রণাশ উন্মাদো মূর্চ্ছা মরণমিতি তেষাং লিঙ্গানি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। (১) চক্ষুঃপ্রীতি, (২) মনের আসক্তি, (৩) সঙ্কল্প—কিরূপে পাইব, পাইবার উপায় এই ইত্যাদি চিন্তা. (৪) অনিদ্রা, (৫) কৃশতা, (৬) বিষয়ান্তরভোগে অপ্রবৃত্তি, (৭) নির্লজ্জভাব—এই দুষ্প্রবৃত্তি কীর্ত্তনাদি করিতে লজ্জিত না হওয়া, (৮) উন্মাদ, (৯) মূর্চ্ছা, (১০) মরণ; এই দশটি লক্ষণ কন্দর্পের স্থান বা পর পর ধাপ। ৫।

তত্রাকৃতিতো লক্ষণতশ্চ যুবত্যাঃ শীলং সত্যং শৌচং সাধ্যতাং চণ্ডবেগতাঞ্চ লক্ষয়েদিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। পরকীয়া-সংগ্রহ স্থলে, আকৃতি (শরীরের গঠন) ও লক্ষণদ্বারা যুবতির স্বভাব, সত্যনিষ্ঠতা, চরিত্রশুদ্ধি, সাধ্যতা এবং প্রচণ্ড কামনা লক্ষ্য করিবে, ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ৬।

ব্যভিচারাদাকৃতি-লক্ষণ-যোগানামিঙ্গিতাকারাভ্যামেব প্রবৃত্তির্বোদ্ধব্যা যোষিত ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—আকৃতি এবং লক্ষণ সর্ব্বত্র নিয়তভাবে প্রবৃত্তি-পরিজ্ঞানে উপযোগী হয় না। অতএব আকার ইঙ্গিত দ্বারাই রমণীগণের প্রবৃত্তি বুঝিতে হয়। ৭।

ব্যাখ্যা। আকার ইঙ্গিত কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭ সূত্র হইতে বলা হইয়াছে। আকৃতি আর আকার একার্থক শব্দ নহে। আকৃতি শব্দের অর্থ শরীরের গঠন, আকার শব্দের অর্থ—মুখের সহাস্যভাব ও দৃষ্টির সলজ্জভাব ইত্যাদি। ৭।

যং কঞ্চিদুজ্জ্বলং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্ত্রী কাময়তে। তথা পুরুষোঽপি যোষিতম্। অপেক্ষয়া তু ন প্রবর্ত্তত ইতি গোণিকাপুত্রঃ ॥৮॥

অনুবাদ। স্বভাব বিষয়ে গোণিকাপুত্র বলেন,—স্ত্রীলোক সুন্দর ও সুবেশ যে কোন পুরুষকে দেখিয়া কামনাপরতন্ত্র হয়। এইরূপ পুরুষও সুন্দরী ও সুবেশা রমণীকে দেখিয়া কামনাপরতন্ত্র হয়। বিশেষ কারণ থাকাতেই কার্য্যতঃ প্রবৃত্ত হয় না। ৮।

ব্যাখ্যা। সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং সঙ্কোচ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই স্বভাব। ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য। ৮।

তত্র স্ত্রিয়ং প্রতি বিশেষঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা কথিত হইতেছে। ৯।

ন স্ত্রী ধর্ম্মমধর্ম্মং চাপেক্ষতে কাময়ত এব। কার্য্যাপেক্ষয়া তু নাভিযুঙ্‌ক্তে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। স্ত্রীলোক ধর্ম্মা-ধর্ম্মের অপেক্ষা করে না, কেবল কামনা একটু অধিকভাবেই করিয়া থাকে। কার্য্যতঃ যে প্রবৃত্তা হয় না, তাহার কারণ—দৃষ্ট-দোষের অপেক্ষা। ১০।

ব্যাখ্যা। দৃষ্টদোষ—লোকে জানিতে পারিবে, স্বামী পরিত্যাগ করিবেন এবং এই পুরুষ একার্য্যে অভিলাষী কিনা, যদি না হয় তাহা হইলে আমি অবজ্ঞাতা হইব ইত্যাদি চিন্তায় কার্য্যতঃ প্রবৃত্তা হয় না। ১০।

স্বভাবাচ্চ পুরুষেণাভিযুজ্যমানা চিকীর্য্যন্ত্যপি ব্যাবর্ত্ততে ॥ ১১ ॥ পুনঃপুনরভিযুক্তা সিধ্যতি ॥ ১২ ॥ পুরুষস্তু ধর্ম্মস্থিতিমার্য্যসময়ং চাপেক্ষ্য কাময়মানোঽপি ব্যাবর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥ তথাবুদ্ধিশ্চাভিযুজ্যমানোঽপি ন সিধ্যতি ॥ ১৪ ॥ নিষ্কারণমভিযুঙ্‌ক্তে। অভিযুজ্যাপি পুনর্নাভিযুঙ্‌ক্তে। সিদ্ধায়াঞ্চ মাধ্যস্থ্যং গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ সুলভামবমন্যতে। দুর্লভামাকাঙ্‌ক্ষত ইতি প্রায়োবাদঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। পুরুষ নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ হস্তধারণাদি করিলে নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ তাহাতে নিবৃত্ত হয়। বারংবার পুরুষের যত্নে আয়ত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ ধর্ম্ম মর্য্যাদা এবং শিষ্টাচার অপেক্ষা করিয়াই কামনা হইতে নিবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম বুদ্ধিযুক্ত ও শিষ্টাচাররত পুরুষ স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে জানিতে পারিলেও কুকর্ম্মে লিপ্ত হয় না। পুরুষ (অনেক সময়ে) অকারণ অর্থাৎ কেবল কৌতুক দেখিবার জন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আপনার কামনা-প্রকাশক ব্যবহার করিয়া থাকে। কখনও বা প্রবৃত্তিবশে ঐরূপ ব্যবহার করিলেও পুনর্ব্বার ঐ প্রকার ব্যবহার করে না; (অনেক সময়ে) স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে পুরুষ একেবারেই ঔদাস্য অবলম্বন করে। পুরুষ সুলভা রমণীকে অবজ্ঞা করে আর দুর্লভাকে অপেক্ষা করে, ইহা প্রায়ই শুনা যায়। ১১—১৬।

ব্যাখ্যা। ইহা হইতে বুঝা যায়—এই সকল বিষয়ে ধর্ম্মা-ধর্ম্ম বিচার স্ত্রীলোকের নাই, পুরুষের আছে। এই সকল কামনাস্থলেও কৌতুকপ্রিয়তা এবং উপেক্ষা পুরুষের আছে, কিন্তু এবিষয়ে স্ত্রীলোকের কৌতুকপ্রিয়তা নাই, কামনাসত্বেও আত্মসম্মান রক্ষার্থ ধৈর্য্য আছে—ইত্যাদিরূপে উভয়ের স্বভাববৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইল। ১১—১৬।

অবতরণিকা। ৮ম সূত্রে "বিশেষ কারণ থাকাতেই কর্য্যতঃ প্রবৃত্ত হয় না" ইহা বলা হইয়াছে, সেই প্রবৃত্ত না হইবার অর্থাৎ অপ্রবৃত্তির কারণ এস্থলে কথিত হইতেছে;—

তত্র ব্যাবর্ত্তনকারণানি ॥ ১৭ ॥ পত্যাবনুরাগঃ ॥ ১৮ ॥ অপত্যা-পেক্ষা ॥ ১৯ ॥ অতিক্রান্তবয়স্ত্বম্ ॥ ২০ ॥ দুঃখাভিভবঃ ॥ ২১ ॥ বিরহানুপলম্ভঃ ॥ ২২ ॥ অবজ্ঞয়োপমন্ত্রয়ত ইতি ক্রোধঃ ২৩ ॥ অপ্রতর্ক্য ইতি সঙ্কল্পবর্জ্জনম্ ॥ ২৪ ॥ গমিষ্যতীত্যনায়তিরন্যত্র প্রসক্ত-মতিরিতি চ ॥ ২৫ ॥ অসংবৃতাকার ইত্যুদ্বেগঃ ॥ ২৬ ॥ মিত্রেষু নিসৃষ্টভাব ইতি তেষপেক্ষা ২৭ ॥ শুষ্কাভিযোগীত্যাশঙ্কা ॥ ২৮॥ তেজস্বীতি সাধ্বসম্ ॥ ২৯ ॥ চণ্ডবেগঃ সমর্থো বেতি ভয়ং মৃগ্যাঃ ॥ ৩০ ॥ নাগরকঃ কলাসু বিচক্ষণ ইতি ব্রীড়া ॥ ৩১ ॥ সখিত্বেনোপ-চরিত ইতি চ ॥ ৩২ ॥ আদেশকালজ্ঞ ইত্যসূয়া ॥ ৩৩ ॥ পরিভব-স্থানমিত্যবহুমানঃ ॥ ৩৪ ॥ আকারিতোঽপি নাববুধ্যত ইত্যবজ্ঞা ॥ ৩৫ ॥ শশো মন্দবেগ ইতি চ হস্তিন্যাঃ ॥ ৩৬ ॥ মত্তোঽস্য মা ভূদনিষ্টমিত্যনুকম্পা ॥ ৩৭ ॥ আত্মনি দোষদর্শনান্নির্ব্বেদঃ ॥ ৩৮ ॥ বিদিতা সতী স্বজনবহিষ্কৃতা ভবিষ্যামীতি ভয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ পলিত ইত্যনাদরঃ ॥ ৪০ ॥ পত্যা প্রযুক্তঃ পরীক্ষত ইতি বিমর্শঃ ॥ ৪১ ॥ ধর্ম্মাপেক্ষা চেতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। কামনা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ অপ্রবৃত্তির কারণ স্বভাব নিরূপণ প্রসঙ্গে কথিত হইতেছে। (১) পতির প্রতি অনুরাগ, (২) সন্তানের অপেক্ষা (৩) বয়সের আধিক্য (৪) পুত্রশোকাদি দুঃখের আতিশয্য, (৫) নির্জ্জন-স্থানের অপ্রাপ্তি, (৬) অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছে এইরূপ মনে করার পর পুরুষের প্রতি ক্রোধ, (৭) এই পুরুষটীর মনোগত ভাব ঠিক

বুঝা যাইতেছে না, এই চিন্তা হওয়ায় মিলনসংকল্পত্যাগ (৮) (আজ আসিয়াছে) চলিয়া যাইবে—এইরূপ পরিণাম বোধ হওয়ায় অনাশ্বাস, (৯) অন্য রমণীতে এ পুরুষ আসক্ত এই প্রকার চিন্তা, (১০) এই পুরুষ মনের ভাব গোপন করিতে অক্ষম, এই প্রকার উদ্বেগ। (১১) এই পুরুষ বন্ধুগণের একান্ত আযত্ত—অতএব তাহাদিগের মতের অপেক্ষা। (১২) অকারণ লোকের সহিত মামলা-মোকদ্দমা করে, সুতরাং ইহার সহিত মিলনে আশঙ্কা। (১৩) তেজস্বী বলিয়া ভয়, (১৪) নায়িকা মৃগী-জাতীয়া হইলে প্রচণ্ড সমর্থ পুরুষের ভয়; (১৫) কলাবিচক্ষণ নাগরক এই বলিয়া অবিচক্ষণার তাহার কাছে লজ্জা, (১৬) সখা বলিয়া পূর্ব্ব হইতে ইহাকে বলা হইয়াছে—ইহাতেও লজ্জা (১৭) এই পুরুষ দেশকাল বুঝে না—এই হেতু অসূয়া, (১৮) এই পুরুষ লোকের নিকট অবজ্ঞার পাত্র এই হেতু অনাদর, (১৯) সঙ্কেত করিলেও বুঝিতে পারে না এই বলিয়া অবজ্ঞা,(২০) এই পুরুষ শশ জাতীয়—তাদৃশ সমর্থ নহে—হস্তিনী নায়িকার এই বলিয়া অবজ্ঞা, (২১) আমা হইতে ইহার অনিষ্ট না হউক—এই প্রকার অনুকম্পা, (২২) আপনার শারীরিক দোষ বা অযোগতাদর্শন হেতু নির্ব্বেদ, (২৩) এই কার্য্য প্রকাশ পাইলে স্বজনেরা আমাকে দূর করিয়া দিবে—এই বলিয়া ভয়, (২৪) এই পুরুষের শুক্লকেশ এই বলিয়া অনাদর, (২৫) এই পুরুষ আমার স্বামীর নিযুক্ত হইয়া পরীক্ষা করিতেছে কি ?—এই প্রকার সংশয়, (কোথাও) ধর্ম্মের অপেক্ষাও আছে—(এই পঁচিশ প্রকার কারণে) স্ত্রীলোকের কার্য্যতঃ প্রবৃত্তি ঘটে না। ১৭—৪২।

ব্যাখ্যা। ১৯ সূত্রে যে সন্তানের অপেক্ষার কথা আছে, তাহার অর্থ ;—এই পুরুষের সহিত কার্য্যতঃ মিলন হইলে, পরিণামে হয়ত গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে, তখন আমার সন্তানদিগকে ছাড়িতে হইবে, এই আশঙ্কা এবং অতি শিশুপুত্র তাহাকে ছাড়িয়া নির্জ্জন স্থান প্রভৃতির জন্য বহুক্ষণ বিলম্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ২২ সূত্রে বিরহানুপলম্ভ নির্জ্জন স্থান না পাওয়া এই ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি ; ইহার মূলে—"স্থানং নাস্তি" ইত্যাদি ঋষি বচন আছে। টীকাকার বলেন,—পতির সহিত বিরহের অদর্শন। এই অর্থে এই সূত্রটী

'পতির প্রতি অনুরাগ' এই ৮ম সূত্রের সহিত একার্থ হইতে পারে; অথবা পতিতে অনুরাগ না থাকিলেও পতিই ভার্য্যাকে সর্ব্বদাই পাহারা দিতেছে—এই অর্থ যদি করা যায়, তাহা কি তেমন সঙ্গত হয়? ২৭ সূত্রে যে মতের অপেক্ষার কথাটা আছে, তাহা দুই দিকেই লাগিতে পারে। (১) স্ত্রীলোক ভাবিতেছে—এই পুরুষকে পাইতে হইলে ইহার বন্ধুগণকে আমার খোসামোদ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব। (২) আর এক অর্থ হইতেছে—এই পুরুষ তাহাদিগের মতের অপেক্ষা করিবে, ইহাতে আমার যথেষ্ট অপমান। ৩০ সূত্রে চণ্ডবেগ ও মৃগী, ৩৬ সূত্রে শশ মন্দবেগ ও হস্তিনী এই সকল শব্দের বিবরণ সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের ১ম অধ্যায়ে ১ম ২য় প্রভৃতি সূত্র-টীকায় দ্রষ্টব্য। ১৭—৪২।

তেষু যদাত্মনি লক্ষয়েত্তদাদিত এব পরিচ্ছিন্দ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। এই সকল অপ্রবৃত্তি কারণের মধ্যে যাহা আপনাতে আছে বলিয়া বুঝিবে, (পরপুরুষ প্রাপ্তির অভাবে যে রমণী একান্ত দুঃখিতা), সে প্রথম হইতেই উহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। ৪৩।

আর্য্যত্বযুক্তানি রাগবর্দ্ধনাৎ ॥ ৪৪ ॥ অশক্তিজান্যুপায়প্রদর্শনাৎ ৪৫ ॥ বহুমানকৃতান্যতিপরিচয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ পরিভবকৃতান্যতি-শৌণ্ডীর্য্যাদ্বৈচক্ষণ্যাচ্চ ॥ ৪৭ ॥ তৎপরিভবজানি প্রণত্যা ॥ ৪৮ ॥ ভয়যুক্তান্যাশ্বাসনাদিতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। আর্য্যভাব প্রযুক্ত অপ্রবৃত্তি কারণ যাহা যাহা আছে, তৎসমস্ত কামনা বর্দ্ধন দ্বারা দূর করিবে। অশক্তি-প্রযুক্ত যে সকল অপ্রবৃত্তি-কারণ, তাহা উপায় যোগে (দূর করিবে)। সম্মানজনিত যে সকল অপ্রবৃত্তি-কারণ, তাহা অতি পরিচয় দ্বারা (দূর করিবে), আর অবজ্ঞার আশঙ্কা প্রযুক্ত যে সকল অপ্রবৃত্তির কারণ, তাহা উদারতা প্রকাশ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া (দূর করিবে)। তাহার প্রতি পুরুষের অনাদর সম্ভাবনাজনিত যে অপ্রবৃত্তি-কারণ,

তাহা নম্রভাব দ্বারা (দূর করিবে), ভয় প্রযুক্ত যে সকল অপ্রবৃত্তি-কারণ, তাহা মনকে আশ্বাস দিয়া (দূর করিবে)। ৫৪—৪৯।

পুরুষাস্ত্বমী প্রায়েণ সিদ্ধাঃ—কামসূত্রজ্ঞঃ কথাখ্যানকুশলো বাল্যাৎ প্রভৃতি সংসৃষ্টঃ প্রবৃদ্ধযৌবনঃ ক্রীড়নকর্ম্মাদিনা গত-বিশ্বাসঃ প্রেষণস্য কর্ত্তোচিতসম্ভাষণঃ প্রিয়স্য কর্ত্তান্যস্য ভূতপূর্ব্বো দূতো মর্ম্মজ্ঞ উত্তময়া প্রার্থিতঃ সখ্যা প্রচ্ছন্নং সংসৃষ্টঃ সুভগাভি-খ্যাতঃ সহ সংবৃদ্ধঃ প্রাতিবেশ্যঃ কামশীলস্তথাভূতশ্চ পরিচারকো ধাত্রেয়িকাপরিগ্রহো নববরকঃ প্রেক্ষোদ্যানত্যাগশীলো বৃষ ইতি সিদ্ধপ্রতাপঃ সাহসিকঃ শূরো বিদ্যারূপগুণোপভোগৈঃ পত্যুরতি-শয়িতা মহার্হবেষোপচারশ্চেতি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। এই (নিম্নলিখিত) পুরুষগণ প্রায়ই রমণীসিদ্ধ।—কামসূত্রজ্ঞ, কথা আখ্যানে কুশল আবাল্য সঙ্গী, পূর্ণ যুবক, একত্র ক্রীড়াদি করার জন্য বিশ্বাসপাত্র, নিয়োগকারী, অবাধিত সম্ভাষণ যাহার সহিত হয়, প্রিয়-কর্ত্তা, কোন নায়কের ভূতপূর্ব্ব দূত, মর্ম্মজ্ঞ, উত্তমারমণীর প্রার্থনা-পাত্র, সখীর সহিত গুপ্তভাবে সংসৃষ্ট, সুভগ বলিয়া রমণীসমাজে খ্যাত, একত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কামশীল, প্রতিবেশী, কামশীল পরিচারক, ধাত্রীদুহিতার নায়ক, নূতন বর, নাটক-দর্শনে একান্ত অনুরক্ত, উদ্যানক্রীড়াশীল, ত্যাগশীল, বৃষসংজ্ঞায় রমণীমণ্ডলে যশস্বী, সাহসিক, শূর, বিদ্যা রূপ গুণ ও যৌবনোচিতসামর্থ্যে পতি অপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত। ৫০।

ব্যাখ্যা। রমণীসিদ্ধ—যাহাদিগকে রমণীরা বিশেষ পচ্ছন্দ করে। কাম-সূত্রজ্ঞ প্রভৃতি সকলেই যে রমণী-সিদ্ধ, তাহা নহে। এই জন্য মূলে 'প্রায়েণ' আছে। সকলেই যে সর্ব্বত্র সিদ্ধ তাহা নহে, কামসূত্রজ্ঞতা, কথা আখ্যান-নৈপুণতা, পূর্ণ যৌবন এগুলি সাধারণ রমণীসিদ্ধির হেতু; আবাল্য সঙ্গী থাকা, নিয়োগ-পালন, প্রিয়কার্য্য-করণ ইত্যাদি রমণী-বিশেষের সিদ্ধির হেতু; যে পুরুষ যে রমণীর আবাল্য সঙ্গী, তাহাকে সেই পচ্ছন্দ করিতে পারে,

যে পুরুষ যে রমণীর নিয়োগ পালন করে, তাহাকে সে রমণীই পচ্ছন্দ করিতে পারে, যে পুরুষ যে রমণীর প্রিয়কার্য্য করে, সেই তাহাকে পচ্ছন্দ করিতে পারে, অন্য রমণী নহে, অর্থাৎ সেই সেই পুরুষ সেই সেই রমণী-সিদ্ধ। এক পুরুষে সিদ্ধির বহুহেতু বিদ্যমান থাকিলে 'সিদ্ধি'র উৎকৃষ্টতা হয়। ৫০।

যথাত্মনঃ সিদ্ধতাং পশ্যেদেবং যোষিতোঽপ্যযত্নসাধ্যতামিত্যযত্নসাধ্যা যোষিত উচ্যন্তে ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। যেমন নিজের রমণীসিদ্ধতা বুঝিবে, সেইরূপ রমণীদিগেরও অযত্নসাধ্যতা বুঝিতে হয়, এই কারণে অযত্নসাধ্য রমণী যে কাহারা তাহা বলা যাইতেছে। ৫১।

ব্যাখ্যা। অযত্নসাধ্য—যাহাকে আয়ত্ত করিতে যত্ন করিতে হয় না, অযত্নসাধ্যের প্রতিশব্দ অভিযোগমাত্রসাধ্য। নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপনই অভিযোগ—কেবল তাহা করিলেই নিম্নলিখিত রমণীগণ আয়ত্ত হয়। ৫১।

যোষিতস্ত্বিমা অভিযোগমাত্রসাধ্যাঃ—দ্বারদেশাবস্থায়িনী প্রাসাদাদ্রাজমার্গাবলোকিনী তরুণপ্রাতিবেশ্যগৃহে গোষ্ঠীযোজিনী সততপ্রেক্ষিণী প্রেক্ষিতা পার্শ্ববিলোকিনী নিষ্কারণং সপত্ন্যাধিবিন্না ভর্ত্তৃদ্বেষিণী বিদ্বিষ্টা চ পরিহারহীনা নিরপত্যা জ্ঞাতিকুলনিত্যা বিপন্নাপত্যা গোষ্ঠীযোজিনী প্রীতিযোজিনী কুশীলবভার্য্যা মৃতপতিকা বালা দরিদ্রা বহূপভোগা জ্যেষ্ঠভার্য্যা বহুদেবরিকা বহুমানিনী ন্যূনভর্ত্তৃকা কৌশলাভিমানিনী ভর্ত্তুর্মৌর্খ্যেণোদ্বিগ্না অবিশেষতয়া লোভেন কন্যাকালে যত্নেন বরিতা কথঞ্চিদলব্ধাভিযুক্তা চ সা তদানীং সমানবুদ্ধিশীলমেধাপ্রতিপত্তিসাত্ম্যা প্রকৃত্যা পক্ষপাতিন্যনপরাধে বিমানিতা তুল্যরূপাভিশ্চাধঃকৃতা প্রোষিতপতিকা ঈর্ষালুপূতিচোক্ষক্লীবদীর্ঘসূত্রকাপুরুষকুব্জবামন-বিরূপ-মণিকার-গ্রাম্য-দুর্গন্ধিরোগিবৃদ্ধভার্য্যাশ্চেতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। (১) দ্বারদেশাবস্থায়িনী, (২) অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া যাহারা রাজপথে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, (৩) যুবকযুক্ত প্রতিবেশিগৃহে (পতির অপেক্ষা না করিয়া) গোষ্ঠীতে যোগদান করিতে যে ভালবাসে, (৪) সতত প্রেক্ষিণী, (৫) পুরুষের কটাক্ষ পাতে যে নিজের পার্শ্বে চাহিয়া দেখে, (৬) অকারণে যাহার পতি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে, (৭) পতিদ্বেষিণী (৮) পতিবিদ্বিষ্টা (৯) পরিহারহীনা (১০) বন্ধ্যা (১১) পিতৃগৃহে সতত অবস্থায়িনী (১২) মৃতাপত্যা (১৩) গোষ্ঠীযোজিনী (১৪) প্রীতিযোজিনী (১৫) নটভার্য্যা (১৬) বালবিধবা (১৭) বহু উপভোগাভিলাষিণী দরিদ্রা (১৮) বহু দেবরযুক্তা জ্যেষ্ঠভার্য্যা (১৯) বহুমানিনী ন্যূনভর্তৃকা (২০) ভর্ত্তা মূর্খ বা একেবারে মূর্খ না হইলেও বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় বিশেষজ্ঞ মিলনের জন্য উদ্বেগযুক্তা কৌশলাভিমানিনী (২১) কন্যাকালে সযত্নে বরণ বিধানানুসারে প্রার্থিতা হইলেও কোন কারণে যে তাহার সহিত বিবাহ হয় নাই, অন্যের সহিত বিবাহ হইয়াছে, এই কথা জ্ঞাপন দ্বারা তৎকালে অভিযুক্তা, (২২) বুদ্ধি শীল, মেধা, প্রতিপত্তি দেশ ও প্রকৃতি-বিষয়ে সমরূপা, (২৩) স্বভাবতঃ পক্ষপাতিনী (২৪) পতিসকাশে নিরপরাধে অপমানিতা (২৫) সদৃশ অবস্থাপন্না সপত্নীগণের নিকট অপমানিতা (২৬) প্রোষিতভর্তৃকা (২৭) যাহার পতি ঈর্ষালু—ব্যভিচার-শঙ্কী, (২৮) যাহার পতি শরীর-সংস্কারবর্জ্জিত (২৯) যাহার পতি তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, (৩০) যাহার পতি ক্লীব (৩১) যাহার পতি দীর্ঘসূত্রী (৩২—৩৫) যাহার পতি কাপুরুষ, কুব্জ, বামন, বা অন্যপ্রকার বৈরূপ্য যুক্ত (৩৬) মণিকারজায়া (৩৭) গ্রাম্যভর্তৃকা (৩৮) যাহার পতির মুখাদিতে দুর্গন্ধ (৩৯) চির রোগীর ভার্য্যা এবং (৪০) বৃদ্ধের ভার্য্যা। ৫২।

ব্যাখ্যা। (১) দ্বারদেশাবস্থায়িনী—পরপুরুষদর্শনের জন্য দ্বারদেশে অনেক সময়েই যে দাঁড়াইয়া থাকে। (৪) সতত প্রেক্ষেণী—যে রমণী যে-কোন পরপুরুষ উপস্থিত হইলেই কোন না কোন ছলে অনবরত তাহার দিকে কটাক্ষপাত করে, সেই রমণী পুরুষের অযত্নসাধ্যা। (৯) পরিহারহীনা—অকর্ত্তব্য কার্য্যের পরিত্যাগে যাহার সাধারণতঃ রুচি নাই। (১৩) গোষ্ঠী-

যোজিনী—যে আপনি উদ্‌যোগ করিয়া পতির আজ্ঞা ব্যতীত 'গোষ্ঠী' বসাইয়া তাহাতে যোগদান করে। (১৯) বহু মানিনী ন্যূনভর্ত্তৃকা—যাহার ভর্ত্তা ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং স্বয়ং অত্যন্ত গর্ব্বিতা, সেই রমণীর গর্ব্বে সর্ব্বদাই আঘাত লাগে। (২০) কৌশলাভিমানিনী—যে আপনাকে কলা-কুশলা বলিয়া অভিমান রাখে। (২৩) স্বভাবতঃ পক্ষপাতিনী—যে রমণী স্বভাবতই পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের পাতিনী, সে ঐ পুরুষের অযত্ন-সাধ্যা। (৩৬) মণিকারজায়া—মণিকার জাতীয় পুরুষের ভার্য্যা, তাহার স্বামীর প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা আকর্ষণের অভিপ্রায়ে পণ্যাগারে উপস্থিত থাকিয়া হাবভাব প্রকাশ করে, ইহারা পুরুষের অযত্নসাধ্যা। (৩৭) গ্রাম্যভর্ত্তৃকা—সভ্যতা-বর্জ্জিত পল্লীগ্রামবাসীর জায়া নগরে আসিলে সভ্যভব্য নাগরকের পক্ষে অযত্ন সাধ্যা। ৫২।

শ্লোকাবত্র ভবতঃ—

ইচ্ছা স্বভাবতো জাতা ক্রিয়য়া পরিবৃংহিতা।
বুদ্ধ্যা সংশোধিতোদ্বেগা স্থিরা স্যাদনপায়িনী ॥ ৫৩

অনুবাদ। এ বিষয়ে দু'টি শ্লোক আছে;—(রমণীর) কামনা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, উপায় দ্বারা তাহা বর্দ্ধিত করিতে হয়—বুদ্ধিবলে তাহার উদ্বেগ দূর করিতে হয়, এইরূপ হইলে (পরকীয়া) তাহার আয়ত্ত হইয়া অপায়ের অভাবে স্থিরা হইয়া থাকে। ৫৩।

সিদ্ধতামাত্মনো জ্ঞাত্বা লিঙ্গান্যুন্নীয় যোষিতাম্।
ব্যাবৃত্তিকারণোচ্ছেদী নরো যোষিৎসু সিধ্যতি ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে
স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপনং ব্যাবর্ত্তনকারণানি স্ত্রীষু সিদ্ধাঃ পুরুষা
অযত্নসাধ্যা যোষিতঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। পুরুষ নিজের রমণীসিদ্ধতা বুঝিয়া, রমণীগণের বাধক ও

াধক হেতু উদ্ভাবনপূর্ব্বক অপ্রবৃত্তি-কারণের উচ্ছেদ সাধন করিলে,—পরকীয়া-সংগ্রহে সিদ্ধিলাভ করে। ৫৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যথা কন্যা স্বয়মভিযোগসাধ্যা ন তথা দূত্যা, পরস্ত্রিয়স্তু সূক্ষ্ম-ভাবা দূতীসাধ্যা ন তথাত্মনেত্যাচার্য্যাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। আচার্য্যগণ বলেন,—(নায়িকার মধ্যে) কন্যা বা কুমারী যেরূপ নিজের প্রযত্নে আয়ত্ত হয়, দূতী দ্বারা সেরূপ আয়ত্ত হয না ; কিন্তু পর-কীয়ার ভাব অতি নিগূঢ়, এই কারণে তাহাদিগকে দূতী দ্বারা যেমন আয়ত্ত করা যায়, নিজের দ্বারা সেরূপ হয় না। ১।

সর্ব্বত্র শক্তিবিষয়ে স্বয়ং সাধনমুপপন্নতরকং দুরুপপাদত্বাত্তস্য দূতীপ্রয়োগ ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—নিজের শক্তিতে যদি কুলায় তবে সর্ব্বত্রই তাহার প্রয়োগ উপযুক্ততর। নিজের শক্তিতে না কুলাইলে দূতীপ্রয়োগ। ২।

প্রথমসাহসা অনিয়ন্ত্রণসম্ভাষাশ্চ স্বয়ং প্রতার্য্যাঃ। তদ্বীপরীতাশ্চ দূত্যেতি প্রায়োবাদঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। (১) প্রথমসাহসা (যে প্রথম কু-পথে পদার্পণ করিতেছে)। (২) অনিয়ন্ত্রণ-সম্ভাষা (যে পুরুষের সহিত যে রমণীর সম্ভাষণে বাধা নাই) এই দ্বিবিধ পরকীয়া স্বয়ং প্রতার্য্যা অর্থাৎ আপনার যত্নেই ইহা-

দিগকে কুপথে নামাইতে হয়। এতদ্‌ভিন্ন রমণীগণ দূতীসাধ্য। ইহা প্রায়িক বৃত্তান্ত। ৩।

স্বয়মভিযোক্ষ্যমাণস্তাদাবেব পরিচয়ং কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। নিজেই যে স্থলে পরকীয়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত, সে স্থলে প্রথমেই পরিচয় করিবে। ৪।

তস্যাঃ স্বাভাবিকং দর্শনং প্রাযত্নিকঞ্চ ॥ ৫ ॥ স্বাভাবিকমাত্মনো ভবনসন্নিকর্ষে প্রাযত্নিকং মিত্রজ্ঞাতিমহামাত্রবৈদ্যভবনসন্নিকর্ষে বিবাহযজ্ঞোৎসবব্যসনোদ্যানগমনাদিষু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। সেই পরকীয়ার দর্শন স্বাভাবিকও হইয়া থাকে এবং প্রযত্ন-সাধ্যও হইয়া থাকে। নিজ ভবন-সন্নিধানে যে দর্শন, তাহা স্বাভাবিক; আর বন্ধু, জ্ঞাতি, মহামাত্র এবং বৈদ্যগণের ভবনের নিকট বিবাহ, যজ্ঞ, অন্যবিধ উৎসব, কোন বিপত্তি বা উদ্যানগমনাদি ব্যাপারে যে দর্শন, তাহা প্রযত্ন-সাধ্য। ৫। ৬।

ব্যাখ্যা। প্রার্থনীয়া পরকীয়ার যে নিজ ভবন সন্নিধানে দর্শন, তাহার জন্য কোন যত্ন করিতে হয় না, নিজের গৃহ মধ্যে বসিয়া বসিয়াই হইতে পারে এইজন্য তাহা স্বাভাবিক। অন্যত্র দর্শন করিতে হইলে স্বয়ং তথায় গমন করিতে হয়, এজন্য তাহা প্রযত্নসাধ্য। ৫। ৬।

দর্শনে চাস্যাঃ সততং সাকারং প্রেক্ষণং কেশসংযমনং নখাচ্ছুরণমাভরণপ্রহ্লাদনমধরোষ্ঠবিমর্দ্দনং তাস্তাশ্চ লীলা বয়স্যৈঃ সহ প্রেক্ষমাণায়াস্তৎসম্বদ্ধাঃ পরাপদেশিন্যশ্চ কথাস্ত্যাগোপভোগ-প্রকাশনং সখ্যুরুৎসঙ্গনিষণ্ণস্য সাঙ্গভঙ্গং জৃম্ভণমেকভ্রূক্ষেপণং মন্দ-বাক্যতা তদ্বাক্যশ্রবণং তামুদ্দিশ্য বালেনান্যজনেন বা সহাদ্ব্যোপদিষ্টা দ্ব্যর্থা কথা তস্যাং স্বয়ং মনোরথাবেদনমন্যাপদেশেন তামেবোদ্দিশ্য

বালচুম্বনমালিঙ্গনং চ জিহ্বয়া চাস্য তাম্বূলদানং প্রদেশিন্যা হনু-দেশঘট্টনং তত্তদ্‌যথাযোগং যথাবকাশঞ্চ প্রযোক্তব্যম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। সেই নায়িকার দর্শন কালে সর্ব্বদাই ভঙ্গীযুক্ত দৃষ্টিপাত, আবদ্ধ দীর্ঘকেশ খুলিয়া তাহার পুনর্ব্বার বন্ধন, নিজের অঙ্গে নখ-সঞ্চালন, পরিহিত হার বলয়, কেয়ূরাদি অলঙ্কারের ধ্বনি, অঙ্গুলী দ্বারা ওষ্ঠাধরের মার্জ্জন, আরও বিভিন্ন প্রকার লীলা (প্রদর্শন করিবে), প্রার্থনীয়া পরকীয়া যদি সেই দিকে দেখিতে প্রবৃত্তা হয়, তাহা হইলে বয়স্যগণের সহিত অন্যাপদেশে তৎসম্পর্কিত কথা বলিবে এবং নিজের দান শক্তি ও ভোগক্ষমতার কথা প্রকাশ করিবে। সখার ক্রোড়ে বসিয়া অঙ্গভঙ্গসহ হাই তুলিবে, একটী ভ্রূর নর্ত্তন, অল্প বাক্য প্রয়োগ, সেই রমণীর বাক্য শ্রবণ, সেই রমণীর উদ্দেশে বালক বা উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম অন্য ব্যক্তির সহিত মিত্রের দ্বারা সেই রমণীকে লক্ষ্য করিয়া দ্ব্যর্থ বাক্য-প্রয়োগ, অন্যাপদেশে নিজেই তাহার কর্ণগোচর হয়, এই ভাবে নিজ অভি-প্রায় নিবেদন, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বালকের মুখচুম্বন এবং আলিঙ্গন, জিহ্বা দ্বারা বালকের মুখে তাম্বূলদান, তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা হনুদেশ ঘর্ষণ ইত্যাদি কার্য্য যোগ্যতা ও অবকাশ অনুসারে করিবে। ৭।

ব্যাখ্যা। অন্যাপদেশ—অন্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া মনোগত বিষয়ের বর্ণনা। যথা—কালিদাসের চাতকাষ্টকে আছে,—বাতৈর্ব্বিধুনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ সঞ্চূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ। ত্বদ্‌বারিবিন্দুপরিপালিতজীবি-তস্য নান্যা গতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য ॥" চাতক মেঘকে বলিতেছে—হে মেঘ! আমি অন্য কোন জল পান করি না, তোমারই প্রদত্ত জলবিন্দু পানে আমার জীবন রক্ষা হইয়া থাকে; সুতরাং তুমি বায়ুপ্রবাহ ছুটাইয়া আমাকে কম্পিতই কর, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আমাকে ভীতি প্রদর্শনই কর অথবা করকার (শিলার) আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণই কর, তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই। ইহা অন্যাপদেশের স্থল। বাস্তবিক চাতক মেঘকে বলিতেছে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ কোপযুক্ত রাজাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজকবি রাজার উদ্দেশে এই কথা

বলিতেছেন। এইরূপ মনে মনে পরকীয়াকে রাখিয়া অন্য বস্তু ব্যপদেশে বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। ৭।

তস্যাশ্চাঙ্কগতস্য বালস্য লালনং বালক্রীড়নকানাং চাস্য দানং গ্রহণং তেন সন্নিকৃষ্টত্বাৎ কথাযোজনং তৎসম্ভাষণক্ষমেণ জনেন চ প্রীতিমাসাদ্য কার্য্যং তদনুবন্ধং চ গমনাগমনস্য যোজনং সংশ্রবে চাস্যাস্তামপশ্যতো নাম কামসূত্রসংকথা ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। (আর একটু অগ্রসর হইলে) সেই পরকীয়ার ক্রোড়স্থ বালকের আদর করা, সেই বালককে খেলনা দেওয়া এবং তাহার হাত হইতে তাহা গ্রহণ করা (হইতে থাকিবে), এইরূপ ঘনিষ্ঠতায় কথায় কথা মিশান, তাহার সহিত সম্ভাষণে সমর্থ ব্যক্তির সহিত প্রীতিস্থাপন করিয়া কর্ম্মের জাল পাতিবে। সেই কার্য্য-প্রসঙ্গে গমনাগমন সংযোজিত রাখিবে। সে যে আছে, তাহা যেন জানিতে পারে নাই, এই ভাব দেখাইয়া নায়ক, সে শুনিতে পায় এমন স্থানে কামসূত্র আশ্রয় করিয়া কথোপকথন করিবে। ৮।

অবতরণিকা। এইরূপ বাহ্য উপায়ে পরিচয় হইলে যেরূপ আভ্যন্তর উপায়ে পরিচয় করিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে,—

প্রসৃতে তু পরিচয়ে তস্যা হস্তে ন্যাসং নিক্ষেপং চ নিদধ্যাৎ ॥ ৯ ॥ তৎ প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং চৈকদেশতো গৃহ্ণীয়াৎ সৌগন্ধিকং পূগফলানি চ ॥ ১০ ॥ তামাত্মনো দারৈঃ সহ বিশ্রব্ধগোষ্ঠ্যাং বিবিক্তাসনে চ যোজয়েৎ বিশ্বাসনার্থম্ ॥ ১১ ॥ নিত্যদর্শনার্থঞ্চ সুবর্ণকারমণিকারবৈকটিক-নীলীকুসুম্ভরঞ্জকাদিষু চ কর্ম্মার্থিন্যাং সহাত্মনো বশ্যৈশ্চৈষাং তৎসম্পাদনে স্বয়ং প্রযতেত ॥ ১২ ॥ তদনুষ্ঠাননিরতস্য লোকবিদিতো দীর্ঘকালং সন্দর্শনযোগঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মিংশ্চান্যেষামপি কর্ম্মণামনুসন্ধানং যেন কর্ম্মণা দ্রব্যেণ কৌশলেন চার্থিনী স্যাত্তস্য প্রয়োগমুৎপত্তিমাগমমুপায়ং বিজ্ঞানং চাত্মায়ত্তং

দর্শয়েৎ ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বপ্রবৃত্তেষু লোকচরিতেষু দ্রব্যগুণপরীক্ষাসু চ তয়া তৎপরিজনেন চ সহ বিবাদঃ ॥ ১৫ ॥ তত্র নির্দ্দিষ্টানি পণিতানি তয়ৈনাং প্রাশ্নিকত্বেন যোজয়েৎ ॥ ১৬ ॥ তয়া তু বিবদমানোঽত্যাশ্চর্য্যমিতি ব্রূয়াদিতি পরিচয়কারণানি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। পরিচয় অধিকতর অগ্রসর হইলে সেই পরকীয়ার হস্তে দীর্ঘ-কালের পরে গ্রাহ্য এবং অল্পকাল পরে গ্রাহ্য বস্তু গচ্ছিত রাখিবে। সেই গচ্ছিত বস্তুর কিয়দংশ হইতে প্রতিদিন এবং প্রতি উৎসবে সুগন্ধ বস্তুসমূহ ও পূগফল (সুপারি) গ্রহণ করিবে। নিজের বিশ্রব্ধগোষ্ঠীতে নিজের পত্নীর সহিত সেই পরকীয়াকে পৃথক আসনে বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশে বসাইবে। আর স্বর্ণকার, মণিকার, বৈকটিক, নীলরঞ্জক, কুসুম্ভরঞ্জক প্রভৃতির মধ্যে কাহারও নিকট পরকীয়ার কার্য্য প্রয়োজন হইলে, নায়ক আপনার বাধ্য লোকের সহায়তায় তত্তৎকার্য্য সম্পাদনে স্বয়ং যত্ন করিবে, তাহাতে নিত্য সন্দর্শ-নের সুবিধা হইবে। কারণ সেই সকল কার্য্য নিজে যখন করাইবে, সেই দীর্ঘ সময় পরকীয়া-সন্দর্শন লোকপরিজ্ঞাত ভাবে হইতে পারিবে। সেই সকল কার্য্য করাইবার সময় অন্য কর্ম্ম সকলেরও অনুসন্ধান করিবে, যাহাতে সেই কর্ম্ম, তদুপযোগী দ্রব্য, এবং তদ্বিষয়ে নির্ম্মাণ-কৌশলের জন্য সেই পরকীয়া উৎসুকা হয়। আর তদ্বিষয়ে প্রয়োগ, উৎপত্তি, আগম, উপায় এবং বিজ্ঞান যে সেই নায়কের নিজায়ত্ত তাহাও দেখাইবে। ঐতিহাসিক লোক-চরিত্র বা দ্রব্যগুণ-পরীক্ষায় সেই পরকীয়া বা তাহার পরিজনবর্গের সহিত নায়ক বাজি রাখিয়া তর্ক করিবে; পরিজনসহ তর্ক হয় ত এই পরকীয়াকে মধ্যস্থ মান্য করিবে। আর পরকীয়ারই সহিত তর্ক হয়ত বলিবে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা ত! এইগুলি পরিচয় কারণ। ৯—১৭।

ব্যাখ্যা। (১২) মণিকার—মুক্তা ও হীরক প্রভৃতির অলঙ্কার যাহারা নির্ম্মাণ করে। বৈকটিক—যাহারা স্বর্ণালঙ্কার রত্নালঙ্কার মলিন হইলে তাহা পরিষ্কার করে। নীলীরঞ্জক—যাহারা কাপড়ে নীল রং করে। কুসুম্ভরঞ্জক—

যাহারা কাপড়ে লাল রং করে। আদি পদে—ছুতার কামার ইত্যাদি। (১৩) যে কার্য্য পরকীয়ার আবশ্যক তাহা করাইবার জন্য নিজের বশীভূত শিল্পীকে পরকীয়ার বাটীতে ডাকিয়া আনিবে—নিজে বসিয়া থাকিয়া এই কার্য্য করাইবে, অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে হইলে, মাপ লওয়া পছন্দমত হইতেছে কিনা ইত্যাদি জিজ্ঞাসার জন্য পরকীয়াকে—সেই স্থলে অনেক সময়ে উপস্থিত থাকিতে হয়। অল্প সময়ে যে কার্য্য সারা যায়—শিল্পী তাহাতে বিলম্ব ঘটাইলে—দর্শনের সুযোগ আরও অধিক হয়, সেরূপ বিলম্ব ঘটাইবার জন্যই নায়কের বশীভূত শিল্পীর প্রয়োজন। এই সময় যে পরস্পর দর্শন, লোকে দেখিলেও আবশ্যক বিবেচনায় তাহাতে দোষ দিতে পারে না। (১৪) অন্য কর্ম্ম সকলেরও অনুসন্ধান এই অংশের তাৎপর্য্য—একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছি ;—এক পরকীয়ার স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত হইতেছে,—সেই সময়ে মুক্তামালার কথা উঠাইবে. —মুক্তামালা ধারণে যে কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে এবং হেমহারের সঙ্গে তাহা কেমন মানায়—ইহা বলিয়া, মুক্তামালা—কোন সময়ে তাহা ধারণ করিতে হয়—সেই মালা-গ্রন্থনে কিরূপ সূত্র উপযুক্ত, 'প্রয়োগ' বিষয়ে এই সব কথা বলিবে. ছোট বড় উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ইত্যাদি মুক্তা কিরূপে এবং কোথায় উৎপন্ন হয়, (উৎপত্তি) কি কৌশলে তাহার উত্তোলন (আগম) কোন দেশ হইতে ইহা আমাদিগের দেশে আসিতেছে, মূল্য কিরূপ—সেই মূল্য সংগ্রহ কিরূপে হইবে (উপায়) এবং সেই মুক্তা দ্বারা কত প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হয়—সেই নির্ম্মাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা (বিজ্ঞান) বর্ণনা করিবে—মুক্তামালা প্রস্তুত করাইতে (কর্ম্মে) মুক্তামালার (দ্রব্যে) এবং তাহার নির্ম্মাণ-পারিপাট্যে (কৌশলে) পরকীয়ার ঔৎসুক্য সম্পাদন করিবে। ইহাই নূতন কর্ম্মের সন্ধান। (১৫) ঐতিহাসিক—উদাহরণ, কৈকেয়ী কি কুটিল প্রকৃতি ইহা পরকীয়া বা তাহার পরিজনে বলিলে,—নায়ক বলিবে—কৈকেয়ী ত কুটিলপ্রকৃতি নহে, মন্থরাই কুটিলপ্রকৃতি ইত্যাদি। এই লইয়া বাজি রাখিবে এবং রামায়ণ হইতে নিজ নিজ পক্ষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে। এই তর্কে সরস বাক্য-প্রয়োগ চলিবে, সঙ্কোচ কাটিয়া যাইবে। (১৬) পরকীয়াকে মধ্যস্থ রাখিলে তাহার

মান-বৃদ্ধি করা হয়। (১৭) পরকীয়ার সহিত তর্কে তাহাকেই জয়ী করিয়া দিবার জন্য তাহার যুক্তিতর্ক যে অকাট্য ইহা প্রকাশ করিতে হয়। ইহা একটা বিশেষ পরিচয় কৌশল। ৯--১৭।

কৃতপরিচয়াং দর্শিতেঙ্গিতাকারাং কন্যামিবোপায়তোঽভিযুঞ্জীতেতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। পরিচয় করিবার পর আকার ও ইঙ্গিত প্রদর্শিত হইলে, কন্যার ন্যায় পরকীয়ার প্রতিও উপায় প্রয়োগ করিবে। ১৮।

ব্যাখ্যা। কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণে কন্যার কথা বলা হইয়াছে—সেই কারণে তৎপক্ষে প্রযুক্ত উপায় দৃষ্টান্ত দ্বারা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। ১৮।

প্রায়েণ তত্র সূক্ষ্মা অভিযোগাঃ কন্যানামসম্প্রযুক্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ ইতরাসু তানেব স্ফুটমুপদধ্যাৎ সম্প্রযুক্তত্বাৎ ॥ ২০ ॥ সন্দর্শিতাকারায়াং নির্ভিন্নসম্ভাবায়াং সমুপভোগব্যতিকরে তদীয়ান্যপযুঞ্জীত ॥ ২১ ॥ তত্র মহার্হগন্ধমুত্তরীয়ং কুসুমঞ্চাত্মীয়ং স্যাদঙ্গুলীয়কং 5 তদ্ধস্তাৎ তাম্বূলগ্রহণং গোষ্ঠীগমনোদ্যতস্য কেশহস্তপুষ্পযাচনম্ ॥ ২২ ॥ তত্র মহার্হগন্ধং স্পৃহণীয়ং সনখদশনপদচিহ্নিতং সাকারং দদ্যাৎ ॥ ২৩ ॥ অধিকৈরধিকৈশ্চাভিযোগৈঃ সাধ্বসবিচ্ছেদনম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। কন্যাগণ অভিলষিত কর্ম্মে অশিক্ষিত বলিয়া—তত্রত্য উপায় প্রয়োগ প্রায়ই অনভিব্যক্ত। অপরা নায়িকার প্রতি সেই সকল উপায়ই—সুব্যক্তভাবে প্রয়োগ করিবে, কারণ ইহারা তাহাতে শিক্ষিত। নায়িকা নিঃসন্দেহ ও স্পষ্টরূপে অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দেখাইয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রসন্নতা প্রকাশ করিলে, তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভোগ্যসেবা করিবার সময়ে তদীয় বস্তু ব্যবহার করিবে। নায়কের অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধবাসিত উত্তরীয় এবং পুষ্প—নায়িকার অঙ্গে থাকিবে, নায়িকার হস্ত হইতে তাহার অঙ্গুরীয় লইবে, তাম্বূল লইবে এবং

গোষ্ঠীগমনে উদ্যত হইয়া তাহার কেশকলাপের পুষ্প চাহিয়া লইবে। নিজ নখদশনচিহ্নাঙ্কিত সর্ব্বজন স্পৃহণীয় মহার্হ গন্ধ দ্রব্য—নিজ মনোভাব সূচনা সহকারে প্রদান করিবে। উত্তরোত্তর অধিক কার্য্য দ্বারা ভয় দূর করিয়া দিবে। ১৯—২৪।

ব্যাখ্যা। ২২ সূত্রে—"নায়িকার অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধ উত্তরীয় ও কুসুম নায়ক গ্রহণ করিবে" ইহা টীকা-সম্মত অর্থ। ২৩ সূত্রে—গন্ধ দ্রব্য উপহার দান—পরহস্ত দ্বারা এবং সাক্ষাৎ—দুই প্রকারে হইতে পারে, পর হস্ত দ্বারা উপহার প্রদান স্থলে নখদশনচিহ্ন থাকিবে—সাক্ষাৎ দান স্থলে—ভাবভঙ্গীতে মনোভাবের সূচনা থাকিবে ইহা টীকা-সম্মত অর্থ। ১৯—২৪।

ক্রমেণ চ বিবিক্তদেশে গমনালিঙ্গনং চুম্বনং তাম্বূলস্য গ্রহণং দানান্তে দ্রব্যাণাং পরিবর্ত্তনং গুহ্যদেশাভিমর্শনং চেত্যভিযোগাঃ ॥২৫

আন্তরানধিকৃত্যাহ ;—ক্রমেণ চেতি। যদেকান্তেন গতসাধ্বসা, তদা বিবিক্তদেশগমনং, যস্মিন্ প্রচ্ছন্নে দেশে তিষ্ঠতি। তত্র চালিঙ্গনাদয়ঃ প্রয়োক্তব্যাঃ। গুহ্যদেশাভিমর্শনং কক্ষোরুমূলবিমর্দ্দনম্। জঘনে উৎক্ষিপ্তকেন ॥২৫

যত্র চৈকাভিযুক্তা ন তত্রাপরামভিযুঞ্জীত তত্র যা বৃদ্ধানুভূতবিষয়া প্রিয়োপগ্রহৈশ্চ তামুপগৃহ্নীয়াৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। যে ভবনে এক পরকীয়া আয়ত্তা হইয়াছে—তথায় অপরকে আয়ত্ত করিতে উপায় প্রয়োগ করিবে না; অনুভূত-বিষয়া বৃদ্ধা যদি তথায় থাকে, তাহা হইলে তদীয় প্রীতিকর উপহারে—তাহাকে বশ করিবে। ২৬।

শ্লোকাবত্র ভবতঃ—

অন্যত্র দৃষ্টসঞ্চারস্তদ্ভর্ত্তা যত্র নায়কঃ।
ন তত্র যোষিতং কাঞ্চিৎ সুপ্রাপামপি লঙ্ঘয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। এ বিষয় দুইটী শ্লোক আছে,—নায়ক যে স্থানে দেখিবে—

অভিলষিতার ভর্ত্তা অন্য নায়িকা-গৃহে গতিবিধি করে, সে স্থানে অভিলষিতা নায়িকা সুলভা হইলেও তাহার চরিত্র খণ্ডন করিবে না। ২৭।

শঙ্কিতাং রক্ষিতাং ভীতাং সশ্বশ্রূকাঞ্চ যোষিতম্।
ন তর্কয়েত মেধাবী জানন্ প্রত্যয়মাত্মনঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে
পরিচয়কারণান্যভিযোগা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

অনুবাদ। যে পরকীয়া, শঙ্কিতা, রক্ষিতা, ভীতা এবং শ্বশ্রূযুক্তা আত্ম-প্রত্যয়বিশ্বাসী নায়কের তাহাতে অভিলাষ করা উচিত নহে। ২৮।

ব্যাখ্যা। শঙ্কিতা—যাহার পরপুরুষকামনা স্বজনে শঙ্কা করিয়াছে, অথবা পরপুরুষসমাগমে যে শঙ্কিতা। রক্ষিতা—ব্যভিচার নিবারণার্থ যাহার রক্ষা ব্যবস্থা করা আছে। ভীতা—স্বামিভয় বা ধর্ম্মভয় যাহার বর্ত্তমান। ২৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অভিযুঞ্জানো যোষিতঃ প্রবৃত্তিং পরীক্ষেত, তয়া ভাবঃ পরীক্ষিতো ভবতি॥ ১॥

অনুবাদ।—উপায় প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নায়ক পরকীয়ার চেষ্টার পরীক্ষা করিবে; চেষ্টা-পরীক্ষা দ্বারাই ভাব-পরীক্ষা হইয়া থাকে। ১।

ব্যাখ্যা। উপায় প্রয়োগ করিলেও অপ্রগল্‌ভা পরকীয়া উন্মুক্তহৃদয়ে ভাব প্রকাশ করে না; অতএব তদুপরি বিশেষ উপায় প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই কারণে ভাব-পরীক্ষা কথিত হইল। কিন্তু তাহার বিস্তার ইহাতে হয় নাই। ১।

অবতরণিকা। ভাবপরীক্ষার বিস্তারার্থ নিম্নলিখিত সূত্রাবলী,—

মন্ত্রমন্ত্রয়ানাং দূত্যৈনাং সাধয়েৎ অভিযোগাংশ্চ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ ॥২

অনুবাদ। মনোগত ভাব কোনরূপে প্রকাশ না করিলে দূতী দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে যত্ন করিবে এবং উপায় প্রয়োগ যাহাতে সেই নায়িকা গ্রহণ করে, তদ্বিষয়েও বিশেষ যত্ন করিবে। ২।

ব্যাখ্যা। যেখানে স্বয়ং উপায় প্রয়োগ করা সম্ভব, সেখানে দূতী প্রয়োগ না করিয়া উপায় প্রয়োগ স্বয়ং করিবে, এই কারণে এই সূত্রে দুইটী বাক্য আছে। ২।

অপ্রতিগৃহ্যাভিযোগং পুনরপি সংসৃজ্যমানাং দ্বিধাভূতমানসাং বিদ্যাৎ তাং ক্রমেণ সাধয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। উপায় প্রয়োগ অগ্রাহ্য করিয়া (কিছুদিন নিশ্চিন্তভাবে থাকিবার পর) পুনর্ব্বার যদি পরকীয়া নিকটে আসিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে —তাহার মনে দ্বিধাভাব হইয়াছে; তাহাকে ক্রমে আয়ত্ত করিতে যত্ন করিবে। ৩।

অপ্রতিগৃহ্যাভিযোগং সবিশেষমলঙ্কৃতা চ পুনর্দৃশ্যেত তথৈব তমভিগচ্ছেচ্চ বিবিক্তে বলাদ্‌গ্রহণীয়াং বিদ্যাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। প্রথমে উপায় প্রয়োগ অগ্রাহ্য করিয়া (কিছুদিনের পর) যখন পুনর্ব্বার দেখা দিবে, সে সময় তাহার বেশ-ভূষার পারিপাট্য যদি অধিক হয় এবং সেই ভাবেই নায়কের খুব নিকটে আসে, তাহা হইলে নির্জ্জন স্থানে তাহাকে সহসা গ্রহণীয়া বলিয়া বিবেচনা করিবে। ৪।

বহূনপি বিষহতেঽভিযোগান্ন চ চিরেণাপি প্রযচ্ছত্যাত্মানং সা শুষ্কপ্রতিগ্রাহিণী পরিচয়বিঘটনসাধ্যা ॥ ৫ ॥ মনুষ্যজাতেশ্চিত্তানিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যে পরকীয়া বহু উপায় প্রয়োগ উপেক্ষা করিয়াছে এবং অনেক-

মন আত্মদান করিতেছে না, সেই নীরসভাবগ্রাহিণী রমণীর সহিত পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাকে আয়ত্ত করিবার সুযোগ হইতে পারে ; কারণ মনুষ্য-জাতির মন একান্ত চঞ্চল (পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার মিলনের ইচ্ছা নায়িকার মনে আপনিই উঠিতে পারে) ৫।৬।

অভিযুক্তাপি পরিহরতি। ন চ সংসৃজ্যতে। ন চ প্রত্যাচষ্টে তস্মিন্নাত্মনি চ গৌরবাভিমানাৎ সাতিপরিচয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধ্যা মর্ম্মজ্ঞয়া বা দূত্যা তাং সাধয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যে পরকীয়া নায়িকা উপায় প্রয়োগ করিলেও তাহা পরিহার করে, সংসর্গেও আসে না, স্পষ্টভাবে নায়কের প্রত্যাখ্যানও করে না ; কারণ তাহার আত্মগৌরববোধ আছে এবং নায়কের প্রতিও গৌরবজ্ঞান আছে, এইরূপ নায়িকা অতি পরিচয় হইলে বহু যত্নে তাহাকে আয়ত্ত করা যায়, অথবা মর্ম্মজ্ঞা দূতী দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিবে। ৭।

সা চেদভিযুজ্যমানা পারুষ্যেণ প্রত্যাদিশত্যুপেক্ষ্যা ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। উপায় প্রয়োগ করিলে যে পরকীয়া পরুষবাক্যে প্রত্যাখ্যান করে, তাহাকে উপেক্ষা করিবে। ৮।

পরুষয়িত্বাপি তু প্রীতিযোজিনীং সাধয়েৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। যে নায়িকা উপায় প্রয়োগের ফলে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার পর প্রীতিসম্পাদনেও যত্ন করে, তাহাকে আয়ত্ত করিতে উপায় প্রয়োগ করিবে। ৯।

কারণাৎ সংস্পর্শনং সহতে নাববুধ্যতে নাম দ্বিধাভূতমানসা সাতত্যেন ক্ষান্ত্যা বা সাধ্যা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। যে পরকীয়া কোন কারণে সংস্পর্শ হইলে তাহা যেন বুঝিতে পারে নাই, এই ভাবে সহিয়া লয় ; তাহার মন দ্বৈধযুক্ত, তাহার প্রতি সর্ব্বদা

যত্ন রাখিবে, অথবা অপেক্ষা করিবে। তাহাতেই তাহাকে আয়ত্ত করা যাইবে। ১০।

সমীপে শয়ানায়াঃ সুপ্তো নাম করমুপরি বিন্যসেৎ। সাপি সুপ্তেবোপেক্ষতে জাগ্রতী ত্বপনুদেত্তূয়োঽভিযোগাকাঙ্ক্ষিণী ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। নিকটে শয়ন করিয়া থাকিলে যেন নিদ্রার ভান করিয়া সেই অবস্থায় তাহার গাত্রের উপর হস্ত স্থাপন করিবে; তাহাতে নায়িকাও যদি নিদ্রাচ্ছলে উপেক্ষা করে, তাহার পর জাগরণ-ব্যপদেশে সেই হস্ত সরাইয়া দেয়, তাহা হইলে বুঝিবে—সে নায়িকা পুনর্ব্বার ঐরূপ চেষ্টার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ১১।

এতেন পাদস্যোপরি পাদন্যাসো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। পায়ের উপর পা রাখার ব্যাপারও এই বিবরণ দ্বারাই বিবৃত হইল। ১২।

তস্মিন্‌ প্রসৃতে ভূয়ঃ সুপ্তসংশ্লেষণমুপক্রমেত ॥ ১৩ ॥ তদসহমানামুত্থিতাং দ্বিতীয়েঽহনি প্রকৃতিবর্ত্তিনীমভিযোগার্থিনীং বিদ্যাৎ অদৃশ্যমানাং তু দূতীসাধ্যাম্‌ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। এই ভাব অগ্রসর হ'লে পরে নিদ্রার ভানে আশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইবে। যদি তাহা সহ্য না করিয়া উঠিয়া পড়ে, অথচ দ্বিতীয় দিনে সম্পূর্ণ প্রসন্নভাবেই থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে—পরকীয়া, নায়কের (সেই ভাবের) চেষ্টা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। প্রসন্ন ভাবে থাকিলেও তাহাকে আর নিকটে যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে দূতীসাধ্যা বলিয়া জানিবে। ১৩।১৪।

চিরমদৃষ্টাপি প্রকৃতিস্থৈব সংসৃজ্যতে কৃতলক্ষণাং তাং দর্শিতাকারামুপক্রমেত ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। নিদ্রাচ্ছলে আশ্লেষণ সহ্য না করিয়া উত্থিত হইয়া যে নায়িকা

বহুদিন দেখা দেয় না, কিন্তু পরে প্রসন্নভাবেই নিকটে আসে, তাহা হইলে তাহাকে অবসরপ্রাপ্তা দর্শিতাকারা বিবেচনা করিয়া আয়ত্ত করিতে যত্ন করিবে। ১৫।

অবতরণিকা। অপ্রগল্‌ভা নায়িকার কথা কথিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রগল্‌ভার বিষয় বলা যাইতেছে ;—

অনভিযুক্তাপ্যাকারয়তি ॥ ১৬॥ বিবিক্তে চাত্মানং দর্শয়তি ॥ ১৭। সবেপথু গদ্‌গদং বদতি ॥ ১৮ ॥ স্বিন্নকরচরণাঙ্গুলিঃ স্বিন্নমুখী চ ভবতি ॥ ১৯ ॥ শিরঃপীড়নে সংবাহনে চোর্ব্বোরাত্মানং নায়কে নিয়োজয়তি ॥ ২০ ॥ আতুরা সংবাহিকা চৈকেন হস্তেন সংবাহয়ন্তী দ্বিতীয়েন বাহুনা স্পর্শমাবেদয়তি শ্লেষয়তি চ বিস্মিতভাবা ॥ ২১ ॥ নিদ্রান্ধা বা পরিস্পৃশ্যোরুভ্যাং বাহুভ্যামপি তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥ অলিকৈকদেশমুর্ব্বোরুপরি পাতয়তি ॥ ২৩ ॥ ঊরুমূলসংবাহনে নিযুক্তা ন প্রতিলোময়তি ॥ ২৪ ॥ তত্রৈব হস্তমেকমবিচলং ন্যস্যতি ॥ ২৫ ॥ অঙ্গসন্দংশনে চ পীড়িতং চিরাদপনয়তি। ২৬॥ প্রতিগৃহ্যৈবং নায়কাভিযোগান্ পুনর্দ্বিতীয়েঽহনি সংবাহনায়োপগচ্ছতি ॥ ২৭ ॥ নাত্যর্থং সংসৃজ্যতে ন চ পরিহরতি॥ ২৮ ॥ বিবিক্তে ভাবং দর্শয়তি নিষ্কারণঞ্চ গূঢ়মন্যত্র প্রচ্ছন্নপ্রদেশাৎ॥ ২৯॥ সন্নিকৃষ্টপরিচারকোপভোগ্যা সা চেদাকারিতাপি তথৈব স্যাৎ সা মর্ম্মজ্ঞয়া দূত্যা সাধ্যা ॥ ৩০ ॥ ব্যাবর্ত্তমানা তু তর্কণীয়েতি ভাবপরীক্ষা ॥৩১॥

অনুবাদ। (কেহ বা) কোনরূপ উপায় প্রয়োগ অর্থাৎ চেষ্টা না হইলেও হাব ভাব প্রকাশ করে, নির্জ্জন স্থানে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে দেখা দেয়, কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্‌গদ কণ্ঠে কথা কয়, (কাহারও বা) হস্তপদের অঙ্গুলি ঘর্ম্মাক্ত এবং বদনমণ্ডলে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে, (কেহ বা) নায়কের শিরঃসংবাহন এবং ঊরু-

সংবাহনে আত্মনিয়োগ করে, কন্দর্পপীড়িতা সংবাহননিযুক্তা নায়িকা এক হস্তে সংবাহন ও দ্বিতীয় হস্তে স্পর্শ জ্ঞাপন এবং সবিস্ময়ে আশ্লেষণ করিয়া থাকে, গাঢ় নিদ্রার ভানে বাহুযুগল দ্বারা স্পর্শ করিয়া উরুযুগল আশ্রয় করিয়া থাকে, (কেহ বা) ললাটের একদেশ উরুযুগলের উপর বিন্যস্ত করে, নায়কের উরুমূল সংবাহনে নিযুক্তা হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করে না, প্রত্যুত—উরুদেশেই অচঞ্চলভাবে এক হস্ত স্থাপন করে, নায়কের উরুদ্বয়বন্ধনে নিজ অঙ্গপীড়ন বিলম্বে অপনীত করে, নায়কের চেষ্টা এইরূপে অনুমোদন করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিতীয় দিনে সংবাহনার্থ উপস্থিত হয় (কেহ বা) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ করে না, এবং তাহার পরিহারও করে না, নির্জ্জন স্থানে হাব-ভাব প্রদর্শন করে এবং অকারণে উপস্থিত হয়, আর নির্জ্জন প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র গূঢ় ভাবে হাব-ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ; ভাবভঙ্গী প্রদর্শনের পরও যদি সেই ভাবেই থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে--সে নায়িকা সন্নিকৃষ্ট পরিচারকের উপভোগ্যা ; মর্ম্মজ্ঞ দূতী দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে যত্ন করা উচিত, তাহাতেও যদি নিবৃত্তি কারণ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে তর্ক করিতে হয়—ইহার এইরূপ ভাব প্রকৃত অথবা ইহা ছল মাত্র। ইহা ভাব-পরীক্ষা। ১৮—৩১।

ব্যাখ্যা। ভাব ভঙ্গী প্রদর্শনের পরেও যদি সেই ভাবেই থাকে---যে সকল ভাবভঙ্গী ১৮ সূত্র হইতে ২৭ সূত্র পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে, সেই সকল ভাব ভঙ্গী দেখাইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থা হইতে আর মিলনের দিকে অগ্রসর হয় না, তাহা হইলেই বুঝিবে—সন্নিকৃষ্ট পরিচারকের সহিত তাহার মিলন আছে। ৩১।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

আদৌ পরিচয়ং কুর্য্যাত্ততশ্চ পরিভাষণম্‌।
পরিভাষণসংমিশ্রং মিথশ্চাকারবেদনম্‌ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে—দর্শনের পর প্রথমেই পরিচয়, তার পর সম্ভাষণ, তৎপরে নির্জ্জনে সম্ভাষণমিশ্রিত ভাবভঙ্গী প্রদর্শন (করিতে হয়)। ৩২।

প্রত্যুত্তরেণ পশ্যেচ্চেদাকারস্য পরিগ্রহম্।
ততোঽভিযুঞ্জীত নরঃ স্ত্রিয়ং বিগতসাধ্বসঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। প্রত্যুত্তরে যদি বুঝে—ভাবভঙ্গী অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে নায়ক নিঃশঙ্ক হইয়া সেই রমণীর সংগ্রহে হস্ত প্রসারণ করিবে। ৩৩

আকারেণাত্মনো ভাবং যা নারী প্রাক্ প্রযোজয়েৎ।
ক্ষিপ্রমেবাভিযোজ্যা সা প্রথমে ত্বেব দর্শনে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। যে রমণী ভাবভঙ্গীতে আপনার মনোগত অভিপ্রায় প্রথমেই প্রকাশ করে, প্রথম দর্শনেই তাহার সংগ্রহার্থ যত্ন করিবে, ইহাতে বিলম্ব করিবে না। ৩৪।

শ্লক্ষ্মমাকারিতা যা তু দর্শয়েৎ স্ফুটমুত্তরম্।
সাপি তৎক্ষণসিদ্ধেতি বিজ্ঞেয়া রতিলালসা ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। অস্ফুটভাবে ভাবভঙ্গী দেখাইবার উত্তরে যে রমণী আপনার স্পষ্টভাব প্রদর্শন করে, তাহাকে রসলালসা এবং তৎক্ষণসিদ্ধা বলিয়াই জানিবে। ৩৫।

ধীরায়ামপ্রগল্ভায়াং পরীক্ষ্যায়াং চ যোষিতি।
এষ সূক্ষ্মো বিধিঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধা এব স্ফুটাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদার্য্যে পঞ্চমেঽধিকরণে
ভাবপরীক্ষা তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। ধীরা অপ্রগল্ভা এবং পরীক্ষণীয়া রমণী বিষয়ে এই সূক্ষ্ম বিধি কথিত হইল, এতদ্‌ভিন্ন ব্যক্তভাবা রমণীগণ অযত্নসাধ্য। ৩৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দর্শিতেঙ্গিতাকারাং তু প্রবিরলদর্শনামপূর্ব্বাং চ দূত্যোপসর্পয়েৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ইঙ্গিতাকার প্রদর্শন করিলেও যাহার দর্শন লাভ অতীব বিরল, এইরূপ পরকীয়া এবং অপরিচিতা পরকীয়ার প্রতি দূতী প্রেরণ করিবে। ১।

সৈনাং শীলতোঽনুপ্রবিশ্যাখ্যানক-পটৈঃ সুভগঙ্করণযোগৈর্লোকবৃত্তান্তৈঃ কবিকথাভিঃ পারদারিককথাভিশ্চ তস্যাশ্চ রূপবিজ্ঞানদাক্ষিণ্যশীলানুপ্রশংসাভিশ্চ তাং রঞ্জয়েৎ ॥ ২ ॥ কথমেবংবিধায়াস্তবায়মিত্থংভূতঃ পতিরিতি চানুশয়ং গ্রাহয়েৎ ॥ ৩ ॥ ন তব সুভগে দাস্যমপি কর্ত্তুং যুক্ত ইতি ব্রূয়াৎ ॥ ৪ ॥ মন্দবেগতামীর্ষ্যালুতাং শঠতামকৃতজ্ঞতাং চাসম্ভোগশীলতাং কদর্য্যতাং চপলতামন্যানি চ যানি তস্মিন্ গুপ্তান্যস্যা অভ্যাসে সতি সদ্ভাবেঽতিশয়েন ভাষেত ॥ ৫ ॥ যেন চ দোষেণোদ্বিগ্নাং লক্ষয়েত্তেনৈবানুপ্রবিশেৎ ॥ ৬ ॥ যদাসৌ মৃগী তদা নৈব শশতাদোষঃ ॥ ৭ ॥ এতেনৈব বড়বাহস্তিনীবিষয়শ্চোক্তঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাখাযুক্ত অনুবাদ। সেই দূতী সচ্চরিত্রার আকারে সেই রমণীর সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া আখ্যানযুক্ত পট অর্থাৎ যে চিত্র দেখিলেই আগাগোড়া গল্পটী স্মৃতিপথে উদিত হয়, সুভগঙ্করণ যোগ (ঔপনিষদিক অধিকরণে ১ম অধ্যায়ে কথিত) লোকবৃত্তান্ত, কবিকথা, সর্ব্বশেষে পারদারিক কথা বলিয়া এবং তাহার সৌন্দর্য্য, কলাকৌশল, দাক্ষিণ্য এবং স্বভাবের বারংবার প্রশংসা করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিবে। ক্রমে "আহা! তুমি

এমন, কিন্তু তোমার পতিটী কিনা ইত্থম্ভূত, এইরূপে পতির প্রতি বিরাগ জন্মাইতে থাকিবে। বলিবে—"হে সুন্দরি! তোমার পতিটী ত' তোমার চাকর হইবারও উপযুক্ত নহে।" মন্দবেগতা, ঈর্ষ্যা, শঠতা, অকৃতজ্ঞতা, ভোগ-বিমুখতা, কৃপণতা, চপলতা অথবা অন্য যে কিছু গুপ্তদোষ তাহাতে আছে বলিয়া অনুমান করিবে, তাহা এই রমণীর সমক্ষে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিবে। এই সকল দোষের মধ্যে যে দোষ কীর্ত্তন করায় নায়িকাকে উদ্বিগ্ন দেখিবে, তাহার দ্বারায় অন্তরে প্রবেশ করিবে। যদি এই নায়িকা মৃগী হয়, তাহা হইলে ইহার পতির শশভাব দোষের হইবে না, এই সূত্রের দ্বারাই বড়বা ও হস্তিনী বিষয়ে জ্ঞাতব্য বর্ণিত হইল। মন্দবেগ, হস্তিনী ও বড়বা—সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ ১ম অধ্যায়ের মূল টীকায় দ্রষ্টব্য। ২—৮।

নায়িকায়া এব তু বিশ্বাস্যতামুপলভ্য দূতীত্বেনোপসর্পয়েৎ। প্রথমসাহসায়াং সূক্ষ্মভাবায়াং চেতি গোণিকা-পুত্রঃ॥ ৯॥

অনুবাদ। গোণিকাপুত্র বলেন,—দূতী নায়িকারই বিশ্বাসভাজন হইয়া প্রথমসাহসা এবং সূক্ষ্মভাবা নায়িকাতেই আত্মকার্য্য প্রকাশ করিবে। ৯।

ব্যাখ্যা। প্রথমসাহসা—এই কুকর্ম্মে নূতন প্রবৃত্তা। সূক্ষ্মভাবা—যাহার ভাব অত্যন্ত গূঢ়। ৯।

সা নায়কস্য চরিতমনুলোমতাং কামিতানি চ কথয়েৎ॥ ১০॥ প্রসৃতসদ্ভাবায়াং চ যুক্ত্যা কার্য্যশরীরমিত্থং বদেৎ॥ ১১॥ শৃণু বিচিত্রমিদং সুভগে ত্বাং কিল দৃষ্ট্বামুত্রাসাবিত্থং গোত্রপুত্রো নায়কশ্চিত্তোন্মাদমনুভবতি প্রকৃত্যা সুকুমারঃ কদাচিদন্যত্রাপরিক্লিষ্টপূর্ব্বস্তপস্বী ততোঽধুনা শক্যমনেন মরণমপ্যনুভবিতুমিতি বর্ণয়েৎ॥ ১২॥ তত্র সিদ্ধা দ্বিতীয়েঽহনি বাচি বক্ত্রে দৃষ্ট্যাং চ প্রসাদমুপলক্ষ্য পুনরপি কথাং প্রবর্ত্তয়েৎ॥ ১৩॥ শৃণ্বত্যাং চাহল্যা-বিমারকশাকুন্তলাদীন্যন্যান্যপি লৌকিকানি চ কথয়েত্তদ্যুক্তানি॥

.৪ ॥ বৃষতাং চতুঃষষ্টিবিজ্ঞতাং সৌভাগ্যং চ নায়কস্য শ্লাঘনীয়তাং চাস্য প্রচ্ছন্নং সম্প্রয়োগং ভূতমভূতপূর্ব্বং বা বর্ণয়েৎ আকারং চাস্যা লক্ষয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। দূতী নায়কের চরিত্র, অনুকূলভাব এবং মিলন-কৌশল (নায়িকার নিকটে) কীর্ত্তন করিবে। নায়িকার সহিত সদ্ভাব গাঢ় হইলে (দূতী) যুক্তি সহকারে নিজ কার্য্যের স্বরূপ এইভাবে প্রকাশ করিবে,—"সুন্দরি! আশ্চর্য্য কথা শুন, অমুক স্থানে অমুক গোত্র অমুকের পুত্র—অমুক নায়ক তোমাকে দেখিয়া মানসিক উন্মাদ অনুভব করিতেছে, সুকুমারপ্রকৃতি বেচারী পূর্ব্বে অন্যত্র কোথাও ক্লেশ পায় নাই, এখন এই ক্লেশে মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে" এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ হইলে দ্বিতীয় দিনে নায়িকার কথায় মুখে ও দৃষ্টিতে প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার গল্প আরম্ভ করিবে। নায়িকা তাহার গল্প শ্রবণ করিতে থাকিলে, অহল্যা, অবিমারক (ভাস কবি যাঁহার গুপ্তভাবে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রভৃতি চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন) শকুন্তলা প্রভৃতির কথা এবং অন্যান্য মৌখিক গুপ্ত প্রণয়যুক্ত উপাখ্যান বলিবে। নায়কের যৌবনোচিত শক্তি, চতুঃষষ্টি কলায় অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য্য, শ্লাঘ্যভাব এবং সত্য মিথ্যা যাহা হউক প্রচ্ছন্ন ভোগ-ব্যাপার বর্ণনা করিবে এবং নায়িকার আকার অর্থাৎ কথা বার্ত্তা ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিবে। ১০—১৫।

ব্যাখ্যা। এই কার্য্যে সিদ্ধি হইলে—ঐ যে নায়কের উন্মাদ বর্ণনা ইহা শ্রবণ করিয়া নায়িকা যদি প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলেই বুঝিবে সিদ্ধি হইয়াছে। ১০--১৫।

অবতরণিকা। দূতীর কর্ম্ম সিদ্ধিপথে অগ্রসর হইবার অনুকূল নায়িকার কথাবার্ত্তা ও ভাব-ভঙ্গী বর্ণিত হইতেছে ;—

সবিহসিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষতে ॥ ১৬ ॥ আসনে চোপনিমন্ত্রয়তে ॥ ১৭ ॥ কাসিতং ক শয়িতং ক ভুক্তং ক চেষ্টিতং কিং বা কৃতমিতি পৃচ্ছতি ॥ ১৮ ॥ বিবিক্তে দর্শয়ত্যাত্মানম্ ॥ ১৯ ॥ আখ্যানকান্যনুযুঙ্ক্তে ॥ ২০ ॥ চিন্তয়ন্তী নিশ্বসিতি বিজৃম্ভতে চ ॥ ২১ ॥

প্রীতিদায়ঞ্চ দদাতি ॥ ২২ ॥ ইষ্টেষ্বুৎসবেষু চ স্মরতি ॥ ২৩ ॥ পুনর্দ্দর্শনানুবন্ধং বিসৃজতি ॥ ২৪ ॥ সাধুবাদিনী সতী কিমিদমশোভনমভিধৎস ইতি কথামনুবধ্নাতি ॥ ২৫ ॥ নায়কস্য শাঠ্যচাপল্যসম্বন্ধান্ দোষান্ দদাতি ॥ ২৬ ॥ পূর্ব্বপ্রবৃত্তঞ্চ তৎ সন্দর্শনং কথাভিযোগঞ্চ স্বয়মকথয়ন্তী তয়োচ্যমানমাকাঙ্ক্ষতি ॥ ২৭ ॥ নায়কমনোরথেষু চ কথ্যমানেষু সপরিভবং নাম হসতি। ন চ নির্ব্বদতীতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। হাস্য সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া (দূতীকে) সম্ভাষণ করে। বসিবার জন্য অনুরোধ করে। কোথায় ছিলে, কোথায় শয়ন করিলে, কোথায় ভোজন করিলে, কোন কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিয়াছ, কত দূর কি করিলে এই সকল জিজ্ঞাসা করে। নির্জ্জনে দেখা দেয়। আখ্যায়িকা বলিতে অনুরোধ করে। কি ভাবিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে, হাই তুলে। প্রীতি উপহার স্বরূপ ধন দান করে। ইষ্ট কার্য্যে ও উৎসবে স্মরণ করে (ডাকিয়া পাঠায়) বিদায় দিবার সময়ে বলিয়া দেয় যে. আবার যেন দেখা পাই। "তুমি সাধুবাদিনী হইয়া কি একটা অশোভন কথা বলিলে"—এইরূপে সেই নায়কের কথা ফেলিয়া থাকে। নায়কের শঠতা ও চপলতাঘটিত দোষ প্রদান করে। পূর্ব্বপ্রবৃত্ত তৎসন্দর্শন বা কথা যোজনার বিষয় স্বয়ং না বলিয়া দূতীর মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। দূতী নায়কের (এই নায়িকা বিষয়ে) কামনা সমূহ বর্ণনা করিলে অবজ্ঞা করিবার ভানে হাস্য করে, কিন্তু বস্তুতঃ প্রতিকূলভাবের কিছু বলে না ইত্যাদি। ১৬—২৮।

দূত্যেনাং দর্শিতাকারাং নায়কাভিজ্ঞানৈরুপবৃংহয়েৎ ॥ ২৯ ॥
অসংস্তুতাং তু গুণকথনৈরনুরাগকথাভিশ্চাবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বে নায়কের সহিত নায়িকার পরিচয় হইয়া থাকিলে) দূতী, নায়িকার ভাবভঙ্গী দেখিবার পরে নায়কের অভিজ্ঞান পূর্ব্বে নায়ক

যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহার স্মরণসাধন দ্বারা উদ্রিক্ত করিবে। অপরিচিত নায়িকা হয় ত' নায়কের গুণ বর্ণনা করিয়া তাহাকে নায়কের দিকে নোয়াইয়া দিবে। ২৯। ৩০।

নাসংস্তুতাদৃষ্টাকারয়োর্দ্দূত্যমস্তীত্যৌদ্দালকিঃ ॥ ৩১ ॥ অসংস্তুতয়োরপি সংস্পৃষ্টাকারয়োরস্তীতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৩২ ॥ সংস্তুতয়োরপ্যসংস্পৃষ্টাকারয়োরস্তীতি গোণিকাপুত্রঃ ॥ ৩৩ ॥ অসংস্তুতয়োরপ্যসংস্পৃষ্টাকারয়োরপি * দূতীপ্রত্যয়াদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। শ্বেতকেতু বলেন—অপরিচিত ও অদৃষ্টাকার নায়ক-নায়িকার দৌত্য সম্বন্ধ হইবে না। বাভ্রব্য মতাবলম্বীগণ বলেন,—পূর্ব্ব পরিচয় না থাকিলেও নায়িকা প্রথম দর্শনেই যদি আকার—ভাবভঙ্গী দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন করে অথবা নায়ক ঐরূপ করে—তাহা হইলে নায়ক-নায়িকার দৌত্য-সম্বন্ধ হইতে পারে। গোণিকা পুত্র বলেন, আকার দ্বারা সম্বন্ধস্থাপন না করিলেও পরিচিত স্থলে দৌত্য-সম্বন্ধ হইতে পারে। বাৎস্যায়ন বলেন,- অপরিচিত ও অসংস্পৃষ্টাকার নায়ক-নায়িকারও 'দূতীপ্রত্যয়' দৌত্য-সম্বন্ধ হইতে পারে। ৩১—৩৪।

ব্যাখ্যা। (৩১) অদৃষ্টাকার—যাহাদিগের আকার দৃষ্ট হয় নাই। আকার—ভাবভঙ্গী। অপরিচিত স্থলে নায়ক, নায়িকার ভাবভঙ্গী না দেখিলে দূতী পাঠাইবে না। নায়িকাও নায়কের ভাবভঙ্গী না দেখিলে দূতী পাঠাইবে না। এই পরস্পর দূতী প্রেরণ অর্থে আমি দৌত্যসম্বন্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। নায়কের নিকটে দূতীপ্রেরণের উল্লেখ পরে আছে। তবে নায়িকার নিকটে দূতীপ্রেরণ প্রসঙ্গ চলিয়াছে, এই কারণে তাহার আলোচনাই প্রধান হইবে। ৩১—৩৪।

অবতরণিকা। 'দূতীপ্রত্যয়' কথিত হইতেছে ;—

তাসাং মনোহরাণ্যুপায়নানি তাম্বূলমনুলেপনং স্রজমঙ্গুলীয়কং

* অসংস্পৃষ্টাকারয়োরিত্যত্র অদৃষ্টাকারয়োরিতি পাঠান্তরম্।

বাসো বা তেন প্রহিতং দর্শয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ তেষু নায়কস্য যথার্থং নখ-দশনপদানি তানি তানি চ চিহ্নানি স্যুঃ ॥ ৩৬ ॥ বাসসি চ কুঙ্কুমাঙ্কমঞ্জলিং নিদধ্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ পত্রচ্ছেদ্যানি নানাভিপ্রায়াকৃতীনি দর্শয়েৎ। লেখপত্রগর্ভাণি কর্ণপত্রাণ্যাপীড়াংশ্চ ॥ ৩৮ ॥ তেষু স্বমনোরথাখ্যাপনং প্রতিপ্রাভৃতদানে চৈনাং নিয়োজয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ এবং কৃতপরস্পরপরিগ্রহয়োশ্চ দূতীপ্রত্যয়ঃ সমাগমঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। দূতী, নায়িকার উদ্দেশ্যে নায়কের প্রেরিত মনোহর উপঢৌকন তাম্বূল, অনুলেপন, মাল্য, অঙ্গুরীয় অথবা বস্ত্র দেখাইবে। সেই সমস্ত উপঢৌকন বস্তুতে যথাযোগ নখচিহ্ন ও দশনচিহ্ন থাকিবে। সেই সেই প্রকারের (বিশেষ ভাব প্রকাশক) বস্ত্রে কুঙ্কুমযুক্ত অঙ্গুলি চিহ্ন বিন্যাস করিবে। নানা অভিপ্রায়সূচক আকারে গঠিত পত্রচ্ছেদ্য এবং প্রণয়-লিপি-গর্ভ কর্ণপত্র ও আপীড় মাল্য প্রদর্শন করিবে। সেই সকল বস্তুতেই (নায়কের) নিজের মনোভাব বিজ্ঞাপিত হইবে, (দূতী) নায়িকাকে (নায়কের উদ্দেশ্যে প্রত্যুপহার দানে প্রবর্ত্তিত করিবে। এইরূপে পরস্পরের উপহার প্রত্যুপহার গ্রহণ হইবার পর যে সমাগম হয়, তাহা 'দূতীপ্রত্যয়' নামে অভিহিত। ৩৫—৪০।

ব্যাখ্যা। পত্রচ্ছেদ্য—ভূর্জ্জপত্রাদি কাটিয়া তদ্দ্বারা ললাটের যে তিলক, কপোল ও স্তনের পত্রাবলী প্রস্তুত হয়, তাহার নাম পত্রচ্ছেদ্য। 'দূতীপ্রত্যয়'—দূতীর প্রতি বিশ্বাসই এই দৌত্যসম্বন্ধ বা সমাগমের হেতু। বিশ্বাসের প্রকৃত কারণ দূতীর গুণপণা, কাজেই এই দৌত্যসম্বন্ধ বা সমাগমে তাহাই মূল। ৪০।

স তু দেবতাভিগমনে যাত্রায়ামুদ্যানক্রীড়ায়াং জলাবতরণে বিবাহে যজ্ঞব্যসনোৎসবেষ্বগ্ন্যুৎপাতে চৌরবিভ্রমে জনপদস্য চক্রারোহণে প্রেক্ষাব্যাপারেষু তেষু তেষু চ কার্য্যেষ্বিতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৪১ ॥

সখীভিক্ষুকীক্ষপণিকাতাপসীভবনেষু সুখোপায় ইতি গোণিকাপুত্রঃ ॥ ৪২ ॥ তস্যা এব তু গেহে বিদিতনিষ্ক্রমপ্রবেশে চিন্তিতাত্যয়প্রতীকারে প্রবেশনমুপপন্নং নিষ্ক্রমণমবিজ্ঞাতকালঞ্চ তন্নিত্যং সুখোপায়ং চেতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। দেবতা পূজার জন্য দেবালয় উদ্দেশে গমন, রথযাত্রা প্রভৃতি দেবযাত্রা পর্ব্ব, উদ্যান ক্রীড়া, (যোগ উপলক্ষ) জলে অবতরণ, বিবাহ, যজ্ঞ, গৃহপতনাদি বিপদ্, হোলি-প্রভৃতি উৎসব, গৃহদাহাদি অগ্ন্যুৎপাত, চৌরভীতি চক্রারোহণ, প্রেক্ষাব্যাপার ইত্যাদি সেই সেই জনসঙ্কযুক্ত বা বিজন ব্যাপারে সমাগম অর্থাৎ মিলন হইতে পারে। গোণিকাপুত্র বলেন,—সখীগৃহ, ভিক্ষুকীগৃহ, ক্ষপণিকাগৃহ এবং তাপসীর আশ্রমে মিলন সুখসাধ্য। বাৎস্যায়ন বলেন,—নির্গম পথ নিশ্চয় করিয়া এবং বিপদে প্রতীকারের উপায় স্থির রাখিয়া নায়িকা গৃহেই অনিয়ত কালে প্রবেশ ও নির্গম যুক্তিযুক্ত; কারণ তাহা নিত্য সংঘটনীয় ও সুখসাধ্য, (অতএব মিলনের উহাই উপযুক্ত স্থান। ৪১—৪৩।

ব্যাখ্যা। চক্রারোহণ,—রাজা নূতন জনপদ স্থাপন করিলে, তথায় বাস করাইবার জন্য, গোযান অশ্বযান শিবিকা এই সকল যানারোহণে প্রজাগণকে লইয়া যাইবার রীতি ছিল, তাহারই নাম চক্রারোহণ। সে সময়ে অত্যন্ত জনসম্মর্দ্দ হওয়ায় শিবিকা বিশ্রাম স্থানাদিতে অবতারিত হইলে শিবিকা প্রবেশ কে কোথায় কি ভাবে করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করা কঠিন, অতএব অবতারিত শিবিকায় পরস্পর সমাগমের উত্তম স্থান। প্রেক্ষাব্যাপার—রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন। ৪১—৪৩।

অবতরণিকা। 'দূতীপ্রত্যয়' তাহার কার্য্য ও ফল বলা হইয়াছে, কি প্রকার দূতী হইলে তাহা দ্বারায় দূতী-প্রত্যয়সাধ্য কার্য্য হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে দূতী যত প্রকার হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন,—

নিসৃষ্টার্থা পরিমিতার্থা পত্রহারী স্বয়ংদূতী মূঢ়দূতী ভার্য্যাদূতী মূকদূতী বাতদূতী চেতি দূতীবিশেষাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। (১) নিসৃষ্টার্থা (২) পরিমিতার্থা (৩) পত্রহারী (৪) স্বয়ংদূতী (৫) মূঢ়দূতী (৬) ভার্য্যাদূতী (৭) মূকদূতী (৮) বাতদূতী—এই কয়েক প্রকার দূতী হইয়া থাকে। ৪৪।

অবতরণিকা। এই সকল দূতীর লক্ষণ যথাক্রমে বলা হইতেছে ;—

নায়কস্য নায়িকায়াশ্চ যথামনীষিতমর্থমুপলভ্য স্ববুদ্ধ্যা কার্য্যসম্পাদিনী নিসৃষ্টার্থা ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। নায়ক ও নায়িকার যথাভিলষিত কার্য্য বুঝিয়া স্ববুদ্ধি-প্রভাবে যে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারই নাম 'নিসৃষ্টার্থা'। ৪৫।

সা প্রায়েণ সংস্তুতসম্ভাষণয়োঃ ॥ ৪৬ ॥ নায়িকয়া প্রযুক্তা সংস্তুতাসম্ভাষণয়োরপি ॥ ৪৭ ॥ কৌতুকাচ্চানুরূপৌ যুক্তাবিমৌ পরস্পরস্যেত্যসংস্তুতয়োরপি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। যেখানে নায়ক-নায়িকার পরিচয় আছে এবং সম্ভাষণও হইয়াছে, প্রায় সেই স্থলেই নিসৃষ্টার্থা দূতীর কার্য্য। পরিচয় মাত্র হইয়াছে, কিন্তু পরস্পর সম্ভাষণ হয় নাই, এমন স্থলে নায়িকা-প্রেরিতা হইয়া নিসৃষ্টার্থা দূতী কার্য্য করিতে পারে। পরস্পরে যে স্থানে একেবারেই পরিচয় নাই, সে স্থলেও নায়ক-নায়িকার সম্মিলন হইলে ঠিক অনুরূপ সম্মিলন হয়, এই বিবেচনায় কৌতূহল ক্রমে নিসৃষ্টার্থা দূতী কার্য্য করিতে পারে। ৪৬—৪৮।

ব্যাখ্যা। অনুবাদে নিসৃষ্টার্থা দূতী প্রভৃতি শব্দ বাক্য পূরণের জন্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৪৬ সূত্রে 'প্রায়েণ' এই পদটি থাকায় বুঝিতে হইবে—অপরিচিত এবং সম্ভাষণ বর্জ্জিত স্থলেও কদাচিৎ নিসৃষ্টার্থা দূতী নায়কের প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে। (এই অধ্যায়েরই ৩০ ও ৩৫সূত্র দ্রষ্টব্য। ৪৮ সূত্রে কৌতূহল প্রযুক্ত যে কার্য্যের বর্ণনা আছে, তাহাই নায়কের প্রবর্ত্তনানুসারে হইতে পারে, ইহাই ৪৬ সূত্রের দ্বারায় প্রতিপন্ন হইল। অপরিচয় স্থলেও রূপদর্শনোন্মত্ত নায়কের দূতী-প্রেরণ অসম্ভব নহে। অতএব দূতীপ্রত্যয়সাধ্য কার্য্য প্রধানতঃ নিসৃষ্টার্থা দূতীতেই সম্ভবে। ৪৬—৪৮।

কার্য্যৈকদেশমভিযোগৈকদেশং চোপলভ্য শেষং সম্পাদয়তীতি পরিমিতার্থা ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। কর্ত্তব্যের অবশেষ ও অনুষ্ঠিত উপায় প্রয়োগ অবগত হইয় অবশিষ্ট কার্য্য যে দূতী সম্পাদন করে তাহার নাম "পরিমিতার্থা"। ৪৯।

সা দৃষ্টপরস্পরাকারয়োঃ প্রবিরলদর্শনয়োঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। পরস্পরের ভাবভঙ্গী দর্শন যে স্থলে হইয়াছে, কিন্তু পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ অতি অল্পই আছে, সেই স্থলে এই পরিমিতার্থ দূতীর কর্ম্মক্ষেত্র। ৫০।

ব্যাখ্যা। পরিমিতার্থা দূতীও ক্বচিৎ দূতীপ্রত্যয়সাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে তবে তাহার এই কার্য্য নিসৃষ্টার্থা দূতীর কার্য্যের ন্যায় প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসাধ্য নহে এইজন্য তাহার তুলনায় ইহাকে অপ্রধান সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। ৫০।

সন্দেশমাত্রং প্রাপয়তীতি পত্রহারী ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। যতটুকু সংবাদ, ততটুকু মাত্রই নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে বহন করে, তাহার নাম "পত্রহারী"। ৫১।

সা প্রগাঢ়সদ্ভাবয়োঃ সংসৃষ্টয়োশ্চ দেশকালসম্বোধনার্থম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। প্রগাঢ় প্রণয়ে মিলনোন্মুখ এবং মিলনপ্রাপ্ত নায়ক-নায়িকার স্থান ও কাল-নির্দ্দেশের জন্যই তাহার দৌত্য। ৫২।

দৌত্যেন প্রহিতাঽন্যয়া স্বয়মেব নায়কমভিগচ্ছেদজানতী নাম তেন সহোপভোগং স্বপ্নে বা কথয়েৎ। গোত্রস্খলিতং ভার্য্যাং চাস্য নিন্দেৎ। তদ্ব্যপদেশেন স্বয়মীর্ষ্যাং দর্শয়েৎ। নখদশনচিহ্নিতং বা কিঞ্চিদ্দদ্যাৎ। ভবতেঽহমাদৌ দাতুং সঙ্কল্পিতেতি চাভিদধীত। মম ত্বদ্ভার্য্যায়া বা আকার-রমণীয়েতেতি বিবিক্তে পর্য্যনুযুঞ্জীত সা স্বয়ংদূতী ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। অন্যা নায়িকার দূতীকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নিজেই যদি সে নায়কের সহিত মিলিতা হয়, তবে তাহার নাম স্বয়ং দূতী। সেই মিলনের বিবিধ উপায় আছে; ১ম উপায়—নিজের অজ্ঞানের ভান,—যাহার সহিত সে মিলিত হইতেছে, সেই পুরুষ যে ইহার দূতীকর্ম্মের লক্ষ্য, তাহা যেন বুঝিতে পারে নাই। অথবা, ২য়—স্বপ্নে সেই নায়কের সহিত যে মিলন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবে। (এ স্থলে আর অজ্ঞানের ভান নাই) ৩য়—গোত্র-স্খলিত অর্থাৎ তুমি আমায় ডাকিতে তোমার ভার্য্যাকে ডাকিয়াছ, এইরূপ অনবধানতা উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিবে এবং তাহার ভার্য্যারও রূপ গুণের নিন্দা করিবে। ৪র্থ—যদি স্পষ্টাক্ষরে নিন্দাও না করে, তবে সেই প্রসঙ্গে নিজেই তাহার ভার্য্যার প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করিবে। অথবা, ৫ম—নখ-চিহ্ন বা দশনচিহ্নযুক্ত তাম্বুলাদি কোন বস্তু অর্পণ করিবে এবং আমার পিতা তোমার করে আমাকে সম্প্রদান করিতে প্রথমে সংকল্প করিয়াছিলেন, ইহা বলিবে। অথবা, ৬ষ্ঠ—আমি এবং তোমার ভার্য্যা উভয়ের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী, নির্জ্জনে ইহা প্রশ্ন করিবে। ৫৩।

তস্যা বিবিক্তে দর্শনং প্রতিগ্রহশ্চ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। এই স্বয়ং দূতীর কর্ম্ম নির্জ্জনে নায়কের দর্শন এবং তাহাকে আয়ত্ত করা। ৫৪।

দূত্যচ্ছলেনান্যামভিসন্ধায়াস্যাঃ সন্দেশশ্রাবণদ্বারেণ নায়কং সাধয়েৎ তাং চোপহন্যাৎ সাপি স্বয়ংদূতী ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। যে স্থলে নায়িকা নায়কের অন্য রমণীর প্রতি আসক্তি বুঝিযাছে, সে স্থলে সেই অন্য রমণীর নিকট নায়ক-প্রেরিত দূতীভাবের ছলে গমন করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক তাহার প্রদত্ত সংবাদ সংগ্রহ করত তাহা শুনাইবার জন্য নায়কের নিকট আসিয়া তাহাকে হস্তগত যে করে এবং অন্য রমণীকে তাহার হৃদয় হইতে দূর করে, তাহারও নাম স্বয়ংদূতী। ৫৫।

এতয়া নায়কোঽপ্যন্যদূতশ্চ ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। এই স্বয়ং দূতী দ্বারায় অন্য দূত নায়কেরও ব্যাখ্যা করা হইল অর্থাৎ নায়কের প্রেরিত দূত নায়িকার নিকটে আসিয়া যদি তাহাকে নিজে হস্তগত করে, তাহার নাম অন্যদূতনায়ক। অথবা আপনার অভিলষিতা নায়িকা অন্যের প্রতি অনুরাগিণী, ইহা জানিয়া সেই নায়িকার প্রেরিত দূতরূপে সেই নায়কের নিকট গমন করিবে। তাহার পর সেই নায়কের সংবাদ দিবার ছলে নায়িকার নিকট উপস্থিত হইয়া এমন সব কথা বলিবে—যাহাতে নায়িকা উহারই হস্তগত হয় এবং তাহার পূর্ব্বাভিলষিত নায়ককে পরিত্যাগ করে। ইহারও নাম অন্যদূত-নায়ক। ৫৬।

নায়কভার্য্যাং মুগ্ধাং বিশ্বাস্যাযন্ত্রণয়ানুপ্রবিশ্য নায়কস্য চেষ্টিতানি পৃচ্ছেৎ। যোগান্ শিক্ষয়েৎ। সাকারং মণ্ডয়েৎ। কোপমেনাং গ্রাহয়েৎ। এবঞ্চ প্রতিপদ্যস্বেতি শ্রাবয়েৎ। স্বয়ং চাস্যাং নখদশনপদানি নির্ব্বর্ত্তয়েৎ। তেন দ্বারেণ নায়কমাকারয়েৎ সা মূঢ়দূতী ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। যে মুগ্ধা, নায়ক-ভার্য্যার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অবারিত ভাবে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া নায়কের কার্য্যকলাপ জিজ্ঞাসা করে, তদনুরূপ উপায় শিক্ষা প্রদান করে এবং এমন ভাবে বেশবিন্যাস করিয়া দেয়, যাহাতে নায়ক তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে। সে-ই নায়কভার্য্যাকে মান করিতে শিখাইবে, আর এমন কথা বলিতে শিখাইয়া দিবে, যাহার গূঢ় ভাবার্থ নায়ক বুঝিতে পারে এবং সেই নায়ক-ভার্য্যার অঙ্গে আপনার নখচিহ্ন ও ও দশনচিহ্ন অর্পণ করিবে। এই সকল উপায়ে নায়ককে নিজের অভিপ্রায় যে জ্ঞাপন করিয়া থাকে, তাহার নাম মূঢ়দূতী। ৫৭।

তস্যাস্তয়ৈব প্রত্যুত্তরাণি যোজয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। নায়ক আপনার সেই মুগ্ধা ভার্য্যা দ্বারাই তাহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। এই মুগ্ধা নায়কভার্য্যা নায়িকা বা নায়কের ভাব

বা কথার প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না, অথচ পরস্পরের মিলন ঘটাইয়া দেয়, এই জন্য ইহার নাম মূঢ়দূতী। ৫৮।

স্বভার্য্যাং বা মূঢ়াং প্রযোজ্য তয়া সহ বিশ্বাসেন যোজয়িত্বা তয়ৈবাকারয়েৎ। আত্মনশ্চ বৈচক্ষণ্যং প্রকাশয়েৎ। সা ভার্য্যাদূতী তস্যাস্তয়ৈবাকারগ্রহণম্ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। নায়ক যদি নিজের মুগ্ধা ভার্য্যাকে আপনার অভিলষিত নায়িকার নিকট প্রেরণ করে এবং তাহার সহিত বিশ্বাসবন্ধনে যুক্ত করিয়া তাহারই সাহায্যে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপনের সঙ্গে স্বীয় বিচক্ষণতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই মুগ্ধা ভার্য্যার নাম ভার্য্যাদূতী। নায়িকাও সেই দূতীরই সাহায্যে আপনার আকার ইঙ্গিত জানাইবে। (সূত্রে "আকারগ্রহণং" আছে, এই জন্য টীকাকার 'প্রত্যুত্তরগ্রহণ' এই ভাবের অর্থ করিয়াছেন ; আমি বলি— এ স্থলে হয় অন্তর্ভূত্যণ্যর্থ অথবা 'কারয়িতব্যং' ইহা উহ্য, নতুবা পরস্পর সংবাদ প্রদান প্রকাশিত হয় না)। ৫৯।

বালাং বা পরিচারিকামদোষজ্ঞামদুষ্টেনোপায়েন প্রহিণুয়াৎ। তত্র স্রজি কর্ণপত্রে বা গূঢ়লেখনিধানং নখদশনপদং বা সা মূক-দূতী। তস্যাস্তয়ৈব প্রত্যুত্তরপ্রার্থনম্ ॥ ৬০ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। যে বালিকা পরিচারিকা এ সকল কার্য্যে কোন দোষ আছে, তাহা জানে না, তাহাকে নির্দ্দোষ উপায়ে নায়িকার নিকটে পাঠাইবে। তাহার নিকটে পুষ্পমাল্য বা কর্ণপত্র, (তমালপত্রাদি নির্ম্মিত কর্ণ-ভূষণ) প্রদান করিবে, তৎসঙ্গে গুপ্তপ্রণয়পত্র থাকিবে ; অথবা তাহাতে নখ-চিহ্ন বা দশনচিহ্ন থাকিবে, এইরূপ স্থলে সেই বালিকার নাম মূকদূতী। তাহার সাহায্যেই নায়িকার নিকট প্রত্যুত্তর প্রার্থনা করিবে। ৬০।

পূর্ব্বপ্রস্তুতার্থলিঙ্গসম্বন্ধমন্যজনাগ্রহণীয়ং লৌকিকার্থং দ্ব্যর্থং

বা বচনমুদাসীনা যা শ্রাবয়েৎ সা বাতদূতী। তস্যা অপি তয়ৈব প্রত্যুত্তরপ্রার্থনমিতি তাসাং বিশেষাঃ॥ ৬১॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। সম্পর্কহীনা অর্থাৎ প্রকৃত কথাবার্ত্তার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধই যাহার নাই এবং অর্থও বুঝিতে পারে না, এইরূপ রমণীর দ্বারা পূর্ব্বপ্রস্তাবঘটিত অর্থ এবং লক্ষণযুক্ত বলিয়া অন্য ব্যক্তির অবোধ্য ও প্রসিদ্ধার্থ অথবা দ্ব্যর্থক বাক্য নায়ককে শ্রবণ করাইবে। এই স্থলে সেই যে নিঃসম্পর্কা রমণী, তাহার নাম বাতদূতী। নায়িকার নিকট হইতে সেই বাতদূতী দ্বারাই সেই ভাবে প্রত্যুত্তর প্রার্থনা করিবে। এই প্রকারে সেই দূতীগণের প্রভেদ কথিত হইল। ৬১।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

বিধবেক্ষণিকা দাসী ভিক্ষুকী শিল্পকারিকা।
প্রবিশত্যাশু বিশ্বাসং দূতীকার্য্যং চ বিন্দতি॥ ৬২॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে;—বিধবা, দৈবজ্ঞরমণী, গৃহদাসী, ভিক্ষুকী ও শিল্পকারিণী; ইহারা সত্বরই বিশ্বাসের পাত্র হইয়া থাকে এবং দূতীকার্য্যও লাভ করে। ৬২।

অবতরণিকা। পরকীয়ার নিকট যাহারা দূতী হইবে, তাহাদিগের নিম্নলিখিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

বিদ্বেষং গ্রাহয়েৎ পত্যৌ রমণীয়ানি বর্ণয়েৎ।
চিত্রান্ সুরতসম্ভোগানন্যাসামপি দর্শয়েৎ॥ ৬৩॥

অনুবাদ। পতির প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন ও নায়কের রমণীয় কর্ম্ম বর্ণনা করিবে এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শকুন্তলা প্রভৃতি অন্য রমণীগণ যে গুপ্তপ্রণয়ে বিচিত্র আনন্দভোগ করিয়াছেন, তাহা দেখাইবে। (সেই নায়িকার সখীগণের নিকটে বিচিত্র আনন্দভোগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে, ইহা টীকাসম্মত অনুবাদ)। ৬৩।

নায়কস্থানুরাগং চ পুনশ্চ রতিকৌশলম্ ।
প্রার্থনাং চাধিকস্ত্রীভিরবষ্টম্ভং চ বর্ণয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ। নায়কের অনুরাগ বর্ণনা করিবে এবং মিলনকৌশল বারবার বর্ণনা করিবে; আর বর্ণনা করিবে—বহু রমণীই সেই নায়ককে প্রার্থনা করিতেছে, আর সেই নায়ক অভিলষিতা নায়িকার জন্তই দৃঢসংকল্প করিয়াছে। ৬৪।

অসঙ্কল্পিতমপার্থমুৎস্পষ্টং দোষকারণাৎ ।
পুনরাবর্ত্তয়ত্যেব দূতীবচনকৌশলাৎ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পঞ্চমেঽধিকরণে
দূতীকর্ম্মাণি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। নায়িকার যে কার্য্য সংকল্পবহির্ভূত ও দোষদর্শনহেতু পরিত্যক্ত, দূতী স্বীয় বাক্য-কৌশলে তাহার পুনঃ প্রত্যানয়ন করিয়া দেয়। ৬৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।



ন রাজ্ঞাং মহামাত্রাণাং বা পরভবনপ্রবেশো বিদ্যতে। মহাজনেন হি চরিতমেষাং দৃশ্যতেঽনু বিধীয়তে চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। রাজা ও মহামাত্রদিগের পরগৃহে প্রবেশ নাই, মহাজনদিগের এই আচরণ ইহাঁদিগের মধ্যে দেখা যায় এবং (ইহাই) চলিয়া আসিতেছি। ১।

ব্যাখ্যা। পরগৃহে প্রবেশ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রমাদী, মহাজন

নহেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অসদাচরণের ফলও পাইয়াছেন—তাহা পর-সূত্রেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত। অনুবিধীয়তে—অনুবিধান, অনুবৃত্তি—পূর্ব্ব হইতে চলিত হইয়া আসা। ১।

অবতরণিকা। যখন উভয়ই ঐতিহাসিক আচরণ, তখন এক প্রকার আচরণ অনুবর্ত্তিত হয়, অন্য প্রকার আচরণ অনুবর্ত্তিত হয় না কেন? ইহার উত্তর স্বরূপ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে;—

সবিতারমুদ্যন্তং ত্রয়ো লোকাঃ পশ্যন্ত্যনূদ্যন্তি চ গচ্ছন্তমপি পশ্যন্ত্যনুপ্রতিষ্ঠন্তে চ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। সূর্য্য উদীয়মান হইলে ত্রিলোক তাঁহাকে দর্শন করে,—তাঁহার সহিত উত্থিত হয়; সূর্য্য ব্যোমমার্গে গমন করিতে থাকিলেও লোক তাঁহাকে দেখে এবং কার্য্যপথে অগ্রসর হয়। ২।

ব্যাখ্যা। সূর্য্যও তেজোময়, ধূমকেতুও তেজোময়, কিন্তু লোকে ধূমকেতুর উদয় ও সঞ্চরণ দর্শনে আতঙ্কিত হয়,—তাহার উদয়ের সঙ্গে লোকের উত্থান বা সঞ্চরণের সঙ্গে কার্য্য-প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু সূর্য্যের উদয় ও সঞ্চরণ দর্শন লোকে সহর্ষে করে, এ স্থলেও জানিবে—মহাজন সূর্য্য ও প্রমাদী ধূমকেতুর স্থানীয়।

১ম ও ২য় শ্লোকের টীকাসম্মত অনুবাদ ও তাহার ভাবার্থ অন্যবিধ, তাহা এই—

[রাজা ও মহামাত্রদিগের পরগৃহে প্রবেশ নাই, (তাহা করিলে দোষ আছে। মহাজন অর্থাৎ জনসংঘ তাঁহাদিগের আচরণ দেখিয়া থাকে ও তাহার অনু-বর্ত্তন করে (ইহাই দোষ)। ১।

অবতরণিকা। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—

সূর্য্য উদীয়মান হইলে ত্রিলোক তাঁহাকে দর্শন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হয়, তাঁহার গগন সঞ্চারও দেখিয়া থাকে ও লোকেও কর্ম্মে অগ্রসর হয়। ২।]

এই অনুবাদে আমার বক্তব্য;—"রাজা ও মহামাত্রদিগের পরগৃহে

প্রবেশ নাই” ইহা সূত্রের প্রথমাংশের অর্থ ত? বেশ কথা; অর্থাৎ জনসঙ্ঘ রাজার সে আচার ত দেখিতেছে, তবে গ্রহণ করে না কেন? তাহা হইলে সূত্রের প্রথমাংশ ও পরবর্ত্তী অংশের সঙ্গতি হয় কিরূপে? পরবর্ত্তী অংশের অর্থ হইল, “জনসঙ্ঘ তাঁহাদিগের আচরণ দেখে ও তাহার অনুবর্ত্তন করে” দুটি অংশ একত্র করিলে হয় “রাজা বা মহামাত্র-দিগের পরগৃহে প্রবেশ নাই, জনসঙ্ঘ তাঁহাদিগের আচরণ দর্শন করে ও অনুবর্ত্তন করে।” সঙ্গত হইল কি? সূত্রের ‘পরগৃহে প্রবেশ’ শব্দ যদি পারদার্য্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে আপাততঃ সঙ্গত হইতে পারে, কারণ তাহাতে অর্থ হয়, রাজা ও মহামাত্রের পারদার্য্য হইতে পারে না, কেননা তাহাদিগের চরিত্র সকলে দেখে ও অনুকরণ করে। (লোকরক্ষার্থ ই তাঁহা-দিগকে সংযত থাকিতে হয়)।” কিন্তু ইহাতেও দোষ আছে,—পারদার্য্য করিলেও যে ‘পরগৃহে অপ্রবেশ’ আচার রাজা ও মহামাত্রের পক্ষে সিদ্ধান্ত-রূপে স্থির রাখা হইয়াছে, তাহাকে “পারদার্য্য” অর্থে প্রয়োগ করা হইলে কিন্তু সূত্রোক্ত ঐ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হয় না। এই কারণে টীকা-সম্মত অনুবাদ পরি-ত্যাগ করিয়াছি।

তস্মাদশক্যত্বাদগর্হণীয়ত্বাচ্চ ন তে বৃথা কিঞ্চিদাচরেয়ুঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। অতএব (মহাজনের আচার পরিত্যাগ) অনুচিত এবং নিন্দ-নীয় বলিয়া—প্রচলিত আচার অকারণ পরিত্যাগ করিবে না। ৩।

ব্যাখ্যা। “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ” সে পথ ত্যাগ করিতে নাই। সেই মহাজনের পূর্ব্ব-প্রচলিত আচার পরগৃহে রাজাদিগের অপ্রবেশ, পরকীয়া পরিহার ত আছেই। ইতিহাসে আছে—উন্মাদিনীকে রাজকরে দান করিবার জন্য তাহার পিতা রাজা বীরসেনের নিকটে উপযাচক হইয়া বলেন,—আমার কন্যা অনুপম রূপবতী, এ কন্যারত্ন রাজারই উপযুক্ত, আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। রাজা বলিলেন উত্তম, দৈবজ্ঞগণ পাত্রী দেখিয়া আসিবেন, উপযুক্ত হইলে আমি তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু

অসাধারণ সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়াও দর্শনার্থ তিনি পরগৃহে গমন করিলেন না। উন্মাদিনীর পিতা যে-আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজনিযুক্ত দৈবজ্ঞগণ উন্মাদিনীর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া ভাবিলেন, রাজা ইহাকে প্রাপ্ত হইলে বড়ই আসক্ত হইবেন, রাজকার্য্য করিবেন না। অতএব মন্ত্রিগণসহ পরামর্শ করিয়া বলিলেন—এ কন্যা রাজপরিগ্রহের উপযুক্তা নহে। রাজা সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া উন্মাদিনীর পাণিগ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। উন্মাদিনীর সহিত রাজার সেনাপতির বিবাহ হইল। অপমানিতা উন্মাদিনী একদিন ইচ্ছা করিয়াই রাজাকে নিজের অসামান্য রূপরাশি প্রাসাদের উপরিতল হইতে রাজমার্গসঞ্চারী গজারোহী রাজাকে ছলক্রমে প্রদর্শন করিল। রাজা সেই ভূতলদুর্লভ রূপরাশি দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি মহাজন,—হৃদয়ের ক্ষোভ হৃদয়েই রাখিলেন, বাহিরে ফুটিতে দিলেন না। হৃদয়ের এই ব্যাধি প্রশমিত হইল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার দারুণ কৃশতা লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রী একান্ত চিন্তিত চিত্তে রাজাকে কৃশতার কারণ নির্জ্জনে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বিশ্বস্ত মন্ত্রীর কাতরতায় ব্যাকুল হইয়া সত্য কথা বলিলেন। তখন মন্ত্রী দেখিলেন, হিতে বিপরীত হইয়াছে. রাজা ত বাঁচিবেন না। হিতৈষী মন্ত্রী অতঃপর সেনাপতির সহিত নিভৃত পরামর্শ করিলেন, প্রভুভক্ত সেনাপতি রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন, মহারাজ! আমি আমার পত্নীকে স্বেচ্ছায় আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি বা দেবগৃহে ত্যাগ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।" রাজা বলিলেন,

"নাহং পরস্ত্রীমাদাস্যে ত্বং বা ত্যক্ষ্যসি তাং যদি।
ততো নক্ষ্যতি তে ধর্ম্মো দণ্ড্যো মে চ ভবিষ্যসি॥"

(কথাসরিৎসাগর লাবাণক ১ তরঙ্গ ৭৮ শ্লোক)

আমি পরস্ত্রী গ্রহণ করিব না, যদি বা তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর, তোমার ধর্ম্ম নাশ হইবে এবং আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিব। সকলেই নীরব হইলেন। রাজা অবিলম্বেই সেই চিন্তারোগেই গতাসু হইলেন। রাজা যদি কন্যা দর্শনার্থ প্রথমে পরগৃহে প্রবেশ করিতেন, তাহা হইলেও এ বিপদ্ ঘটিত না, পারদার্য্য

করিলেও ঘটিত না; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ, মহাজনের এই দুই আচার রাজারা পালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব (পারদার্য্য ত দূরের কথা) অনুচিত ও নিন্দনীয় বলিয়া বৃথা আচরণ (পরগৃহে প্রবেশাদি) তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে, বৃথা—সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ বা আচার-বিরুদ্ধ কারণ, সঙ্গত হইতে পারে না। গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা, আর্ত্ত-ত্রাণ প্রভৃতিই সঙ্গত কারণ। অতএব পারদার্য্যার্থ পরগৃহ-প্রবেশ অত্যন্ত নিষিদ্ধ। ৩।

অবতরণিকা। এইরূপে পারদার্য্য ও পরগৃহ-প্রবেশ প্রতিষিদ্ধ হইলেও মানবসুলভ দুর্ব্বলতায় পারদার্য্যে যাহার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি হয়, রাজা বীর সেনের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাহার শক্তি নাই, তাহার পক্ষে উপায় কি? এই প্রশ্নের সমাধান সূত্র—

অবশ্যং ত্বাচরিতব্যে যোগান্ প্রযুঞ্জীরন্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। অবশ্যই যদি করিতে হয়—অর্থাৎ একান্তই যদি না থাকিতে পারে—তাহা হইলে উপায় প্রয়োগ করিবে। ৪।

ব্যাখ্যা। পারদার্য্যে অপ্রবৃত্তি বিষয়ে যে আচার আছে, তাহা পালন করিতে না পারিলেও পরগৃহে অপ্রবেশ বিষয়ে যে আচার আছে, সেইটুকু রক্ষা করিবার জন্য উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে—যাহাতে পরগৃহে প্রবেশ করিতে না হয়। যদিও পারদর্য্য অপেক্ষা পরগৃহ-প্রবেশ 'দোষাবহ নহে,' তথাপি শ্রেষ্ঠ আচার পালন করিতে অসামর্থ্য হইলে অল্পায়াসসাধ্য আচার পালনেও যে পরাঙ্মুখতা, তাহা কখনই উচিত নহে। ৪।

গ্রামাধিপতেরায়ুক্তকস্য হলোত্থবৃত্তিপুত্রস্য যূনো গ্রামীণ-যোষিতো বচনমাত্রসাধ্যাঃ। তাশ্চর্ষণ্য ইত্যাচক্ষতে বিটাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। গ্রামীণ রমণীগণ,—যুবক গ্রামাধিপতি, আয়ুক্তক (সীতাধ্যক্ষ) এবং হলোত্থবৃত্তি গ্রামবৃদ্ধ-পুত্রের কথা মাত্রের আয়ত্ত,—বিটগণ তাহাদিগকে চর্ষণী বলিয়া থাকে। ৫।

ব্যাখ্যা। গ্রামীণ—গ্রামস্থ কৃষিজীবী নিরক্ষর শূদ্র। আযুক্তক—অর্থশাস্ত্রে ইহার নামান্তর সীতাধ্যক্ষ। যে গ্রাম রাজার স্বাধিকারে স্থিত, সেখানে কৃষি-কর্ম্মের সুব্যবস্থার জন্য যে অধ্যক্ষ থাকে, তাহার নাম সীতাধ্যক্ষ। সীতা লাঙ্গলপদ্ধতি। হলোত্থবৃত্তি—গ্রামের সম্মানিত বৃদ্ধ স্বয়ং কৃষিকর্ম্মাদি না করিলেও গ্রামের কৃষকগণ প্রত্যেকেই আপনার আপনার উৎপাদিত শস্য হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকে। তিনি মূর্দ্ধন্যভাবে তাহা-দের বিবাদ মীমাংসাদি করিয়া দেন। ইহার নামান্তর গ্রামকূট। গ্রামাধিপতি যে গ্রামে নাই অর্থাৎ যে গ্রাম রাজার স্বাধিকারে অবস্থিত, তথায় গ্রামকূটের কার্য্য অনেক। যেস্থলে গ্রামাধিপতি আছেন, সেস্থলেও গ্রামীণদিগের পারি-বারিক কলহাদি ভঞ্জনে গ্রামকূটের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মূলে বচনমাত্র সাধ্য অনুবাদে কথামাত্রের আয়ত্ত—ইহাদিগের সংগ্রহে উপায় প্রয়োগ করিতে হয় না; কেবল আজ্ঞা করিলেই হয়। ৫।

তাভিঃ সহ বিষ্টিকর্ম্মসু কোষ্ঠাগারপ্রবেশে দ্রব্যাণাং নিষ্ক্রমণ-প্রবেশনয়োর্ভবনপ্রতিসংস্কারে ক্ষেত্রকর্ম্মণি কার্পাসোর্ণাতসীশণ-বল্কলাদানে সূত্রপ্রতিগ্রহে দ্রব্যাণাং ক্রয়বিক্রয়বিনিময়েষু তেষু তেষু চ কর্ম্মসু সম্প্রয়োগঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। বিষ্টিকর্ম্ম, কোষ্ঠাগার-প্রবেশ, শস্যের নিষ্ক্রমণ প্রবেশ, গৃহের প্রতিসংস্কার, ক্ষেত্রকর্ম্ম, কার্পাস ঊর্ণা অতসী এবং শণবৃক্ষের বল্কলগ্রহণ, সূত্র-গ্রহণ, দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ও বিনিময় এবং অন্যান্য কর্ম্মে গ্রামীণ রমণীগণের সহিত মিলন হইতে পারে। ৬।

ব্যাখ্যা। বিষ্টিকর্ম্ম—আহার মাত্র বেতনে শস্য পেষণ কুট্টন প্রভৃতি যে কার্য্য করা হয়, তাহার নাম বিষ্টিকর্ম্ম। কোষ্ঠাগার প্রবেশ— গোলাজাত করা।৬।

তথা ব্রজযোষিদ্ভিঃ সহ গবাধ্যক্ষস্য ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত গবাধ্যক্ষের এই ভাবেই মিলন হইতে পারে। ৭।

ব্যাখ্যা। ব্রজাঙ্গনা—গোপরমণী—রাজকীয় গোধনের পরিচর্য্যায় যে সকল গোপরমণী গোষ্ঠে ও গোচারণ স্থানে থাকিয়া কর্ম্ম করে। ৭।

বিধবানাথাপ্রব্রজিতাভিঃ সহ সূত্রাধ্যক্ষস্য ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। বিধবা, অনাথা ও প্রব্রজিতা রমণীর সহিত সূত্রাধ্যক্ষের মিলন হইতে পারে। ৮।

ব্যাখ্যা। বিবিধ বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল সূত্র আবশ্যক হয়, তাহার কর্ত্তন, সংগ্রহ এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আনয়ন ও প্রেরণের জন্য একটা রাজকীয় বিভাগ ছিল, তাহাতে যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাঁহার নাম—সূত্রাধ্যক্ষ। এই সূত্রাধ্যক্ষের অধীনে অনেক বিধবা অনাথা ও প্রব্রজিতা সূত্রকর্ত্তনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ৮।

মর্ম্মজ্ঞত্বাদ্রাত্রাবটনে চাটন্তীভির্নাগরস্য ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। নগররক্ষকদিগের রাত্রি-ভ্রমণকালে মর্ম্মজ্ঞতা বশত অভিসারিকা বা বহির্ভ্রমণরতা রমণীগণের সহিত মিলন হইতে পারে। ৯।

ক্রয়বিক্রয়ে পণ্যাধ্যক্ষস্য ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। ক্রয় বিক্রয় স্থানে (ক্রেত্রী ও বিক্রেত্রীর সহিত) পণ্যাধ্যক্ষের মিলন হইতে পারে। ১০।

ব্যাখ্যা। গবাধ্যক্ষ, সূত্রাধ্যক্ষ, নগররক্ষক এবং পণ্যাধ্যক্ষের বিবরণ কৌটিলীয় অর্থনীতিশাস্ত্রে আছে। ১০।

অষ্টমীচন্দ্রকৌমুদীসুবসন্তকাদিষু পত্তননগরখর্ব্বটযোষিতামীশ্বরভবনে সহান্তঃপুরিকাভিঃ প্রায়েণ ক্রীড়া ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। অষ্টমী চন্দ্র, কোজাগর পূর্ণিমা, সুবসন্তক প্রভৃতি উৎসবে রাজধানীর নগরের এবং খর্ব্বটের রমণীগণ আসিয়া রাজাদিগের অন্তঃপুরিকাগণের সহিত রাজভবনে প্রায়ই ক্রীড়া করে। ১১।

অত্র চাপানকান্তে নগরস্ত্রিয়ো যথাপরিচয়মন্তঃপুরিকাণাং পৃথক্

পৃথক্ ভোগাবাসকান্ প্রবিশ্য কথাভিরাসিত্বা পূজিতাঃ প্রপীতাশ্চোপপ্রদোষং নিষ্ক্রামেয়ুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। সেই ক্রীড়ায় ঐ সকল রমণী আপানক শেষ করিয়া পরিচয়ানুসারে অন্তঃপুরিকাগণের পৃথক্ পৃথক্ ভোগাবাসে প্রবেশ করত তথায় কথোপকথনে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর প্রকৃষ্ট পান ভোজনে সৎকৃতা হইয়া সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিবে। ১২।

তত্র প্রণিহিতা রাজদাসী প্রযোজ্যায়াঃ পূর্ব্বসংসৃষ্টা তাং তত্র সম্ভাষেত ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। সেই সময় সংগ্রহণীয়া পুরমহিলার পূর্ব্বপরিচিতা রাজদাসী রাজার নিয়োগ অনুসারে সেই মহিলার সহিত ক্রীড়াস্থানে সম্ভাষণ করিবে। ১৩।

ব্যাখ্যা। সূত্রে রাজশব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহার অর্থ—সেই স্থানের কর্ত্তা। তা তিনি রাজাই হউন, গ্রামাধিপতিই হউন, আর রাজপ্রতিনিধিই হউন। এই প্রসঙ্গে যেখানেই 'রাজা' শব্দের প্রয়োগ আছে, সে সব স্থানে এই প্রকার অর্থ বুঝিবে। ১৩।

রামণীয়কদর্শনে চ যোজয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। গৃহ ও উদ্যান প্রভৃতির রমণীয়তা দর্শনে প্রবর্ত্তিত করিবে। ১৪।

প্রাগেব স্বভবনস্থাং ব্রূয়াৎ অমুষ্যাং ক্রীড়ায়াং তব রাজভবনস্থানানি রামণীয়কানি দর্শয়িষ্যামীতি কালে চ যোজয়েৎ বহিঃ প্রবালকুট্টিমং তে দর্শয়িষ্যামি মণিভূমিকাং বৃক্ষবাটিকাং মৃদ্বীকামণ্ডপং সমুদ্রগৃহপ্রাসাদান্ গূঢ়ভিত্তিসঞ্চারাংশ্চিত্রকর্ম্মাণি ক্রীড়ামৃগান্ যন্ত্রাণি শকুনান্ ব্যাঘ্রসিংহপঞ্জরাদীনি চ যানি পুরস্তাদ্বর্ণিতানি স্যুঃ ॥ ১৫—১৭ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বেই (একদিন) বলিয়া রাখিবে—অমুক ক্রীড়ায় তোমাকে রাজভবনের রমণীয় শিল্পরচনাদি দেখাইব; বাহিরের প্রবাল-কুট্টিম, মণিময়

প্রাঙ্গণ, বৃক্ষবাটিকা, দ্রাক্ষামণ্ডপ গূঢ়ভিত্তিসঞ্চার ধারাগৃহ প্রাসাদ, চিত্রকর্ম্ম, ক্রীড়ামৃগ, যন্ত্র, হংসাদিপক্ষী এবং পঞ্জরস্থ সিংহ ব্যাঘ্র—যাহা তাহাকে দেখাইবে বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছিল—নির্দ্দিষ্ট কালে তদ্দর্শনে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবে। ১৫—১৭।

ব্যাখ্যা। গূঢ়ভিত্তিসঞ্চার—ভিত্তির মধ্যদিয়া গূঢ়ভাবে বাহির হইতে জলের আগম নির্গমের ব্যবস্থাযুক্ত ধারাগৃহপ্রাসাদ, ফোয়ারাযুক্ত বিশাল হর্ম্ম্য এই অর্থ টীকা-সম্মত। গূঢ়ভিত্তিসঞ্চার—ইহার আর একটি অর্থ আমার মনঃপূত। তাহা এই—ভিত্তির মধ্যদিয়া গুপ্তভাবে সঞ্চরণ-পথ। মূলে যে সমুদ্র-গৃহশব্দ আছে, তাহা ধারাগৃহ, ইহা রাজাদিগের গ্রীষ্মাবাস। ১৫—১৭।

একান্তে চ তদ্গতমীশ্বরানুরাগং শ্রাবয়েৎ ॥ ১৮ ॥ সম্প্রয়োগে চাতুর্য্যং চাভিবর্ণয়েৎ ॥ ১৯ ॥ অমন্ত্রস্রা[শ্রা]বং চ প্রতিপন্নাং যোজয়েৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। (সেই সময়ে) নির্জ্জনে তাহার প্রতি রাজার অনুরাগবার্ত্তা শ্রবণ করাইবে, মিলনে রাজার দক্ষতার কথাও বর্ণনা করিবে। এই রহস্য আর কাহারও পরিজ্ঞাত নহে এবং পরেও পরিজ্ঞাত হইবে না, এই কথা বলিবার পর সে রমণী যদি স্বীকৃতা হয়, তাহা হইলে (রাজার সহিত) মিলন করাইয়া দিবে। ১৮—২০।

অপ্রতিপদ্যমানাং স্বয়মেবেশ্বর আগত্যোপচারৈঃ সান্ত্বিতাং রঞ্জয়িত্বা সম্ভূয় চ সানুরাগং বিসৃজেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। (ঐ রমণী যদি রাজদাসীর কথা) স্বীকার না করে, তাহা হইলে রাজা আপনিই আসিয়া উপচার দানে সান্ত্বনা করিয়া মনোরঞ্জনপূর্ব্বক মিলনলাভের পর অনুরাগসহকারে বিদায় দিবেন। ২১।

প্রযোজ্যায়াশ্চ পত্যুরনুগ্রহোচিতস্য দারান্নিত্যমন্তঃপুরমৌচিত্যাৎ প্রবেশয়েৎ। তত্র প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। অথবা প্রার্থনীয় রমণীর পতি রাজার অনুগৃহীত হইলে তাহার সেই পত্নীকে নিত্যই অন্তঃপুরে উচিত মত আনয়ন করিবেন। তথায় রাজার নিযুক্ত রাজদাসী পূর্ব্বোক্ত রমণীর সহিত যেরূপভাবে (১৮—২০ সূত্র) কথোপকথনাদি করিয়াছিল এবং তৎপরে মিলন সাধন করিয়াছে, এখানেও তাহাই করিবে। ২২।

অন্তঃপুরিকা বা প্রযোজ্যয়া সহ স্বচেটিকাসম্প্রেষণেন প্রীতিং কুর্য্যাৎ। প্রসৃতপ্রীতিং চ সাপদেশং দর্শনে নিয়োজয়েৎ। প্রবিষ্টাং পূজিতাং পীতবতীং প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥২৩॥

অনুবাদ। কিংবা রাজার অন্তঃপুরিকা রাজার আকাঙ্ক্ষণীয়া রমণীর সহিত স্বীয় দাসী প্রেরণ দ্বারা প্রীতি স্থাপন করিবে। প্রীতি বৃদ্ধি পাইলে ছলপূর্ব্বক দর্শনে নিযুক্ত করিবে। (দর্শনার্থ) অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে তাহাকে আদর করিবার পর আসব পানাদি করিতে দিবে; তখন তাহাকে রাজনিযুক্ত দাসী আসিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে (১৮—২০ সূত্র) রাজার সহিত মিলিত করিবে। ২৩।

ব্যাখ্যা। দর্শনে নিযুক্ত করিবে—রাজার অন্তঃপুরচারিণী অর্থাৎ অন্যতমা রাজ্ঞী নিজ দাসী দ্বারা বলিয়া পাঠাইবেন—তোমার প্রীতি আমাকে আকর্ষণ করিয়াছে, আমি একবার তোমাকে দেখিতে চাহি। এই কথা শুনিয়া সেই মহিলা অন্তঃপুরে আসিয়া রাজ্ঞীকে দর্শন করে। ইহাই 'দর্শনে নিযুক্ত করা'।২৩।

যস্মিন্ বা বিজ্ঞানে প্রযোজ্যা বিখ্যাতা স্যাত্তদ্দর্শনার্থমন্তঃ-পুরিকা সোপচারং তামাহ্বয়েৎ। প্রবিষ্টাং প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ২৪ ॥ উদ্ভূতানর্থস্য ভীতস্য বা ভার্য্যাং ভিক্ষুকী ব্রূয়াৎ অসাবন্তঃপুরিকা রাজনি সিদ্ধা গৃহীতবাক্যা মম বচনং শৃণোতি। স্বভাবতশ্চ কৃপাশীলা তামনেনোপায়েনাধিগমিষ্যামি। অহমেব তে প্রবেশং কারয়িষ্যামি। সা চ তে ভর্ত্তুর্মহান্তমনর্থং নিবর্ত্তয়িষ্যতীতি প্রতিপন্নাং দ্বিস্ত্রিরিতি প্রবেশয়েৎ। অন্তঃপুরিকা

চাস্যা অভয়ং দদ্যাৎ। অভয়শ্রবণাচ্চ সম্প্রহৃষ্টাং প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। অভিলষিতা রমণী যে কলা-কৌশলে বিশেষ বিখ্যাতা, তাহা দেখিবার জন্য, রাজ্ঞী সাদরে এই রমণীকে আহ্বান করিবেন। তাহার পর সেই রমণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রাজার নিযুক্ত দাসী আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে (১৮—২০ সূত্র) রাজার সহিত মিলন করিয়া দিবে। (আর একপ্রকার) বিপন্ন অথবা ভয়ার্ত্ত ব্যক্তির ভার্য্যাকে ভিক্ষুকী (রাজার দূতী) আসিয়া বলিবে, অমুক রাজ্ঞী রাজাকে যাহা বলেন রাজা তাহাই করেন, তিনি আমার কথাও শুনিয়া থাকেন। স্বভাবতঃ তিনি করুণাময়ীও বটেন, কোন কল্পিত উপায়ের উল্লেখ করিয়া ভিক্ষুকী বলিবে—এই উপায়ে আমি সেই রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইব এবং আমিই তোমাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইব। সেই রাজ্ঞী তোমার স্বামীর ঘোর বিপদ্ দূর করিয়া দিবেন ;—এই কথায় মহিলা রাজ্ঞীসমীপে গমন স্বীকার করিলে দুই তিনবার ভিক্ষুকী তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবে। তখন রাজ্ঞী তাহাকে অভয় দান করিবেন, অভয়বাণী শ্রবণে সেই মহিলা অত্যন্ত আনন্দিত হইলে রাজনিযুক্ত দাসী আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (১৮—২০ সূত্র) রাজার সহিত মিলন করাইয়া দিবে। ২৪। ২৫।

এতয়া বৃত্ত্যর্থিনাং মহামাত্রাভিতপ্তানাং বলাদ্বিগৃহীতানাং ব্যবহারে দুর্ব্বলানাং স্বভোগেনাসন্তুষ্টানাং রাজনি প্রীতিকামানাং বাহ্যজনেষু ব্যক্তিমিচ্ছতাং সজাতৈর্ব্বাধ্যমানানাং সজাতান্ বাধিতুকামানাং সূচকানামন্যেষাং কার্য্যবশিনাং জায়া ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। যাহারা চাকরী প্রার্থী, যাহারা মন্ত্রি প্রভৃতি মহামাত্রগণের দ্বারা উৎপীড়িত, যাহারা রাজদ্বারে প্রবলের (মিথ্যা অভিযোগে) বিরোধ-প্রাপ্ত দুর্ব্বল, স্বভোগে অসন্তুষ্ট, রাজপ্রীতি অভিলাষী, বাহিরের লোকের নিকট

নামলিপ্সু, জ্ঞাতিগণদ্বারা উৎপীড়িত, জ্ঞাতিগণকে উৎপীড়িত করিতে ইচ্ছুক, সূচক এবং কার্য্যার্থী অন্তর্বিধ পুরুষগণের ভার্য্যার মিলন-ব্যবস্থাও এই বিপন্ন-ভর্ত্তার ভার্য্যা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল। ২৬।

ব্যাখ্যা। সূচক—রাজার নিকট উদ্ভাবিত নিন্দা দ্বারা অপরের অপকার করিতে প্রবৃত্ত। রাজানিযুক্তা কোন ভিক্ষুকী অর্থাৎ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী আসিয়া চাকুরি প্রার্থীর বা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাভিলাষী কাহারও ভার্য্যার সহিত দেখা করিয়া বলিবে,—অমুক রাজ্ঞী বড়ই দয়াশীলা, অথচ রাজাকে তিনি যা বলেন, রাজা তাহাই শুনেন,—তাঁহাকে ধরিলেই তোমার স্বামীর কার্য্যসিদ্ধি হইবে, ইত্যাদি। তাহার পর রাজ্ঞীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবার পর রাজ্ঞী তাহার স্বামীর কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে,—রাজদূতী আসিয়া পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে রাজার সহিত মিলন করাইবে। একজনের ভার্য্যা যে ভাবে রাজার হস্তগত হইয়াছে চাকুরি প্রার্থী প্রভৃতির ভার্য্যাও সে ভাবেই হস্তগত হইবে—ইহাই ২৬ সূত্রের ভাবার্থ। ভাবার্থ-বর্ণনাই ব্যাখ্যান। ২৬।

অন্যেন বা সহ সংসৃষ্টাং সংগ্রাহ্য প্রযোজ্যাং দাস্যমুপনীতাং ক্রমেণান্তঃপুরং প্রবেশয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। অভিলষিত অন্য-সংসৃষ্টা নারীকে তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সংগ্রহ করাইবার পরে সে দাস্য-ভাবে উপনীতা হইলে তাহাকে ক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবে। ২৭।

ব্যাখ্যা। রাজপুত্র এক রমণীকে সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরগৃহেও যাইবেন না, কি উপায়ে তিনি তাহাকে প্রাপ্ত হইবেন? তাহার উত্তর এই—রাজপুত্রের অভিলষিতা রমণী দূতীর কথায় প্রথম স্থান ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্থানে আত্মসমর্পণ করিল। তৎপরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া দাসী সাজিল—তখন রাজপুত্র তাহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিতে পারিলেন। কোন ভদ্র মহিলাকে একেবারে অন্তঃপুরে লইয়া যাইলে দুর্নাম আছে,—তাই তাহাকে বেশ্যারূপে পরিণত করিয়া দাসী ভাবে অন্তঃপুরে স্থান দিলে সহসা দুর্নামের শঙ্কা নাই।২৭।

প্রণিধিনা চায়ত্তিমস্যাঃ সন্দূষ্য রাজনি বিদ্বিষ্ট ইতি কলত্রাব-গ্রহোপায়েনৈনামন্তঃপুরং প্রবেশয়েদিতি প্রচ্ছন্নযোগাঃ। এতে রাজপুত্রেষু প্রায়েণ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। গুপ্তচর দ্বারা এক ব্যক্তির উত্তর কাল সন্দূষিত করিয়া তাহার পরে সে যে রাজদ্রোহী—এই অপরাধে তাহার কলত্রাবরোধ আদিষ্ট হইলে সেই অপরাধীর অবরুদ্ধ কলত্রকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবে। এ সকল উপায়ের নাম প্রচ্ছন্নযোগ,—রাজপুত্রগণ প্রায় এই যোগের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।২৮।

ব্যাখ্যা। উত্তরকাল সন্দূষিত—গুপ্তচর—প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহাদি অপরাধ অনুসন্ধান করিয়া রাজাকে জানাইলে,—তাহার উত্তর কাল নষ্ট হয়। পরিণামে তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়—ইহাতেই 'উত্তর কাল সন্দূষিত' বলা হইয়াছে। কলত্রাবরোধ—যে অপরাধ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার অনুসন্ধান হইলেও—বিশেষ প্রমাণ না পাইলে অপরাধীকে তাহা স্বীকার করাইবার জন্য তাহার ভার্য্যাকে আটক রাখা হইত, ইহাই কলত্রাবরোধ। রাজারা স্বয়ং এভাবে পারদার্য্য করিলে—বিশেষ অযশ ও প্রজাবিরাগ হইতে পারে, এজন্য তাঁহারা এ উপায় প্রয়োগ করিতেন না; রাজপুত্রেরা এই উপায় প্রয়োগ করিতেন।২৮

ন ত্বেবং পরভবনমীশ্বরঃ প্রবিশেৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। এইরূপ স্থলে রাজা কিন্তু পরগৃহে প্রবেশ করিবেন না। ২৯।

ব্যাখ্যা। পারদার্য্য—পরকীয়া সংগ্রহ অকর্ত্তব্য,—অকর্ত্তব্যও যে রাজা প্রবৃত্ত, তাহার পক্ষে কথিত উপায়সমূহ আছে; তাহার প্রয়োগে স্বগৃহেই পরকীয়া গ্রহণ করিবে—কিন্তু সেই উদ্দেশে পরের গৃহে প্রবেশ তৎপক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ; রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ ও রাজধর্ম্ম-পালনার্থ ব্যতীত পরগৃহ প্রবেশ রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ, ইহা সাধারণ নিয়ম। ২৯।

আভীরং হি কোট্টরাজং পরভবনগতং ভ্রাতৃপ্রযুক্তো রজকো জঘান। কাশীরাজং জয়ৎসেনমশ্বাধ্যক্ষ ইতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। পরগৃহ-প্রবিষ্ট কোট্ট রাজ আভীরকে ভ্রাতৃ-নিযুক্ত রজক এবং কাশিরাজ জয়ৎসেনকে অশ্বাধ্যক্ষ নিহত করে। ৩০।

ব্যাখ্যা। গুজরাটের এক জনপদের নাম কোট্ট,—সেই কোট্ট জনপদে আভীর—আভীর জাতীয় বা আভীর নামক তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে টীকাকার বলিয়াছেন,—আভীর নামক রাজা ছিলেন। তিনি নিশাযোগে শ্রেষ্ঠী বসু মিত্রের গৃহে তদীয় ভার্য্যার নিকট গমন করেন। রাজ্যলিপ্সু রাজ-ভ্রাতা গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়া বসুমিত্রের গৃহেই রাজার বধ-সাধন করেন। কাশীরাজ জয়ৎসেন,—অশ্বাধ্যক্ষের ভার্য্যা গ্রহণাভিলাষে তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে অশ্বাধ্যক্ষ তাহাকে নিহত করে। এই আভীর ও জয়ৎসেন—কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন—তাহা ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধেয়। ৩০।

প্রকাশকামিতানি তু দেশপ্রবৃত্তিযোগাৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। দেশপ্রবৃত্তি অনুসারে (রাজার) প্রকাশকামিত আছে। ৩১।

ব্যাখ্যা। দেশবিশেষে যে বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি তাহা অতঃপর প্রদর্শিত হইবে,—তদনুসারে রাজার পারদার্য্য প্রকাশ্য ভাবেই চলিয়া থাকে, তাহারই নাম 'প্রকাশকামিত'। ৩১।

অবতরণিকা। দেশপ্রবৃত্তি যথা—

প্রত্তা জনপদকন্যা দশমেহহনি কিঞ্চিদৌপায়নিকমুপগৃহ্য প্রবিশন্ত্যন্তঃপুরমুপভুক্তা এব বিসৃজ্যন্ত ইত্যান্ধ্রাণাম্ ॥ ৩২ ॥ মহামাত্রেশ্বরাণামন্তঃপুরাণি নিশিসেবার্থং রাজানমুপগচ্ছন্তি বাৎসগুল্মকানাম্ ॥ ৩৩ ॥ রূপবতীর্জ্জনপদযোষিতঃ প্রীত্যপদেশেন মাসং মাসার্দ্ধং বা বাসয়ন্ত্যন্তঃপুরিকা বৈদর্ভাণাম্ ॥ ৩৪ ॥ দর্শনীয়াঃ স্বভার্য্যাঃ প্রীতিদায়মেব মহামাত্ররাজভ্যো দদত্যপরান্তকানাম্ ॥ ৩৫ ॥ রাজক্রীড়ার্থং নগরস্ত্রিয়ো জনপদস্ত্রিয়শ্চ সঙ্ঘশ একশশ্চ রাজকুলং প্রবিশন্তি সৌরাষ্ট্রকাণামিতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। জনপদস্থ কন্যা পাত্রস্থা হইবার দশম দিনে—(নয়দিন অতীত হইলে)' কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া রাজকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। রাজার মিলন প্রাপ্ত হইয়াই—বিদায় (ছাড়) পাইয়া থাকে, এইরূপ মদ্রদেশের প্রবৃত্তি। মহামাত্রগণের যাঁহারা প্রধান,—তাঁহাদিগের অন্তঃপুরিকাগণ নিশাযোগে সেবা করিবার জন্য রাজসন্নিধানে উপস্থিত হয়,—বাৎস গুল্ম দেশের প্রবৃত্তি এইরূপ। রাজার অন্তঃপুরিকাগণ জনপদস্থ সুন্দরী রমণীগণকে প্রীতিচ্ছলে একমাস বা একপক্ষ (আপনার মহলে) বাস করাইয়া থাকেন, ইহা বিদর্ভ দেশের প্রবৃত্তি। নিজের সুদৃশ্য ভার্য্যাগণকে মহামাত্র ও রাজার হস্তে 'প্রীতিদায়' স্বরূপে অর্পণ করে—অপরান্তকদেশের এইরূপ প্রবৃত্তি। পুরমহিলা ও জনপদ রমণীগণ,—রাজক্রীড়ার্থ দলে দলে এবং এক একজন করিয়া রাজভবনে প্রবেশ করে—এইরূপ সৌরাষ্ট্রদেশের প্রবৃত্তি। ৩২—৩৬।

ব্যাখ্যা। জনপদ—রাজার অধিকৃত সমগ্র দেশ। বাৎসগুল্ম—দক্ষিণাপথে বৎস ও গুল্ম নামক দুই ভ্রাতা স্ববাহুবলে পরস্পর সংলগ্ন দুইটী রাজ্যস্থাপন করেন। সেই যুক্তরাজ্যের নাম বাৎসগুল্ম—অধিবাসিগণ বাৎসগুল্মক নামে প্রসিদ্ধ। প্রীতিদায়—প্রীতিপ্রযুক্ত কৌতুক স্বরূপে নিঃস্বত্ব ভাবে দান। অপরান্তক—ভারতের পশ্চিম প্রান্ত। ৩২—৩৬।

শ্লোকাবত্র ভবত,—

এতে চান্যে চ বহবঃ প্রয়োগাঃ পারদারিকাঃ।
দেশে দেশে প্রবর্ত্তন্তে রাজভিঃ সম্প্রবর্ত্তিতাঃ॥ ৩৭॥
ন ত্বেবৈতান্ প্রযুঞ্জীত রাজা লোকহিতে রতঃ।
নিগৃহীতারিষড়্বর্গস্তথা বিজয়তে মহীম্॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে ঈশ্বরকামিতং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে;—এই প্রকার ও অন্যপ্রকার

পারদারিক বহুপ্রয়োগ রাজগণের প্রবর্ত্তিত হইয়া দেশে দেশে এখনও চলিতেছে কিন্তু লোকহিতপরায়ণ রাজা কখনই ইহা প্রয়োগ করিবেন না। যে রাজা কাম ক্রোধাধি নিজ অরিষড়্বর্গ জয় করিয়া থাকেন, তিনিই পৃথিবী-বিজয়ী হন। ৩৭। ৩৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অবতরণিকা। রাজগণের পরগৃহ-প্রবেশ-নিষেধ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রবেশস্থান অন্তঃপুরের ও তৎপ্রসঙ্গে অন্যের অন্তঃপুরের বৃত্তান্ত ও ব্যবস্থাপনাদি কথিত হইতেছে—

নান্তঃপুরাণাং রক্ষণযোগাৎ পুরুষসন্দর্শনং বিদ্যতে পত্যুশ্চৈক-ত্বাদনেকসাধারণত্বাচ্চাতৃপ্তিঃ। তস্মাত্তানি যোগত এব পরস্পরং রঞ্জয়েয়ুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। রক্ষণ-ব্যবস্থা থাকায় অন্তঃপুরিকাগণের পরপুরুষ-দর্শন নাই. অনেক রমণীর পতি একজন, সুতরাং অতৃপ্তি আছেই—অতএব তাহারা পরস্পরে উপায় দ্বারা পরস্পরের রঞ্জন বা তৃপ্তি সাধন করিবে। ১।

ধাত্রেয়িকাং সখীং বা পুরুষবদলঙ্কৃত্যাকৃতিসংযুক্তৈঃ কন্দমূল-ফলাবয়বৈরপদ্রব্যৈর্ব্বাত্মাভিপ্রায়ং নিবর্ত্তয়েয়ুঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্তানুবাদ। পুরুষবেশধারিণী ধাত্রীদুহিতা বা সখীর সহিত মিলন প্রভৃতিই সেই উপায়। ২।

পুরুষপ্রতিমা অব্যক্তলিঙ্গাশ্চাধিশয়ীরন্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। স্বামীর বিবিধ প্রকার প্রতিমা গঠন করাইয়া গুপ্তভাবে রাখিবে — তাহার কোনটীকে শয্যাসঙ্গী করিবে। এই সূত্রের টীকাকার সম্মত অর্থ পরিত্যাগ করিলাম। ৩।

রাজানশ্চ কৃপাশীলা বিনাপি ভাবযোগাদায়োজিতাপদ্রব্যা যাবদর্থমেকয়া রাত্র্যা বহ্বীভিরপি গচ্ছন্তি। যস্যাং তু প্রীতির্বাসক ঋতুর্ব্বা তত্রাভিপ্রায়তঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি প্রাচ্যোপচারাঃ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্তানুবাদ। কৃপা-পরতন্ত্র রাজগণ উপায়যোগে বহু রমণীর তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া আর্ত্তবরক্ষা বা নিয়ম-রক্ষা—প্রকৃত ভাবে করিবেন ইহা প্রাচ্য প্রথা। ৪।

স্ত্রীযোগেনৈব পুরুষাণামপ্যলব্ধবৃত্তীনাং বিযোনিষু বিজাতিষু স্ত্রীপ্রতিমাসু কেবলোপমর্দ্দনাচ্চাভিপ্রায়নিবৃত্তির্ব্যাখ্যাতা ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্তানুবাদ। এই প্রসঙ্গ দ্বারাই পুরুষের রমণী ব্যতীতও তৃপ্তির উপায় ব্যাখ্যাত হইল। ৫।

যোষাবেষাংশ্চ নাগরকান্ প্রায়েণান্তঃপুরিকাঃ পরিচারিকাভিঃ সহ প্রবেশয়ন্তি ॥ ৬ ॥ তেষামুপাবর্ত্তনে ধাত্রেয়িকাশ্চাভ্যন্তরসংসৃষ্টা আয়তিং দর্শয়ন্ত্যঃ প্রযতেরন্ ॥ ৭ ॥ সুখপ্রবেশিতামপসারভূমিং বিশালতাং বেশ্মনঃ প্রমাদং রক্ষিণামনিত্যতাং পরিজনস্য বর্ণয়েয়ুঃ ॥ ৮ ॥ ন চাসদ্ভূতেনার্থেন প্রবেশয়িতুং জনমাবর্ত্তয়েয়ুর্দ্দোষাৎ ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্তানুবাদ। (ঐহিক ইষ্ট সিদ্ধির জন্য) স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া নাগরক পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে—তাহাদিগের প্রবেশের উপায়—অন্তঃপুর-নিযুক্তা ধাত্রেয়িকা প্রভৃতিরাই করিয়া দেয়। ঐ পুরুষদিগের সাহস প্রদানার্থ—প্রবেশের সুযোগ বর্ণনা করিবে। কিন্তু প্রবেশের সৌকর্য্য মিথ্যা বর্ণনা করিয়া নাগরকদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবে না;—তাহাতে বিশেষ বিপদ হইতে পারে। ৬—৯।

ব্যাখ্যা। এ সকল স্থানে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ—ইষ্ট সাধনত্ব মাত্র ; যে ব্যক্তি এই সব কুকার্য্যে অভিলাষী তাহাদিগের ইষ্টসিদ্ধির উপায় কথিত হইয়াছে। ৬—৯।

নাগরকস্তু সুপ্রাপমপ্যন্তঃপুরমপায়ভূয়িষ্ঠত্বান্ন প্রবিশেদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—নাগরক পুরুষের যতই সুবিধা থাক না, অন্তঃপুর প্রবেশ অকর্ত্তব্য ;—অনিষ্টের আশঙ্কা যে তথায় পদে পদে। ১০।

সাপসারস্তু প্রমদবনাবগাঢ়ং বিভক্তদীর্ঘকক্ষমল্পপ্রমত্তরক্ষকং প্রোষিতরাজকং কারণানি সমীক্ষ্য বহুশ আহূয়মানোঽর্থবুদ্ধ্যা কক্ষাপ্রবেশঞ্চ দৃষ্ট্বা তাভিরেব বিহিতোপায়ঃ প্রবিশেৎ। শক্তিবিষয়ে চ প্রতিদিনং নিষ্ক্রামেৎ ॥ ১১। ১২ ॥

অনুবাদ। তবে যদি অন্য প্রকার অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে ও বহু বার আহূত হয় তাহা হইলে—প্রবেশ নির্গমের পথ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া প্রমদবনাবৃত, বিভক্ত বিশাল কক্ষ অল্প সংখ্যক অসাবধান রক্ষক যুক্ত পরিষ্কৃত পলায়নপথযুক্ত অন্তঃপুরে রাজা যখন প্রবাসে থাকেন সেই সময়ে আত্মরক্ষার উপায়-সম্পন্ন হইয়া প্রবেশ করিতে পারে। সম্ভব হইলে প্রতিদিন বাহিরে আসিবে। ১১।১২।

বহিশ্চ রক্ষিভিরন্যদেব কারণমপদিশ্য সংসৃজ্যেত ॥ ১৩ ॥ অন্তশ্চারিণ্যাঞ্চ পরিচারিকায়াং বিদিতার্থায়াং সক্তমাত্মানং রূপয়েৎ। তদলাভাচ্চ শোকম্ ॥ ১৪ ॥ অন্তঃপ্রবেশিনীভিশ্চ দূতীকল্পং সকলমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥ রাজপ্রণিধীংশ্চ বুধ্যেত ॥ ১৬ ॥ দূত্যাস্ত্বসঞ্চারে যত্র গৃহীতাকারায়াঃ প্রযোজ্যায়া দর্শনযোগস্তত্রাবস্থানম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্নপি তু রক্ষিষু পরিচারিকাব্যপদেশঃ ॥ ১৮ ॥ চক্ষুরনুবধ্নত্যামিঙ্গিতাকারনিবেদনম্ ॥ ১৯ ॥ যত্র সম্পাতোঽস্যাস্তত্র চিত্রকর্ম্মণ-

স্বদ্যুক্তস্য দ্ব্যর্থানাং গীতবস্তুকানাং ক্রীড়নকানাং কৃতচিহ্নানামাপীড়কস্যাঙ্গুলীয়কস্য চ নিধানম্ ॥ ২০ ॥

[আহূতের কথা বলা হইল; যে অনাহূত ও স্বয়ং এই অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার আচরণ বর্ণিত হইতেছে ;—]

অনুবাদ। বাহিরে রক্ষিবর্গের সহিত অন্য কারণের ছলে 'মেলামেশা' করিবে। যে অন্তঃপুরবাসিনী পরিচারিকার—নাগরকের প্রকৃত অভিপ্রায়-জ্ঞান আছে—তাহার প্রতি নাগরক নিজের অনুরাগ রক্ষিবর্গের নিকট প্রকাশ করিবে, তাহাকে না পাওয়াতে দুঃখও প্রকাশ করিবে। যে বহিশ্চারিণী রমণীর অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার আছে তাহাকে দিয়া পূর্ব্বোক্ত দূতী-কর্ম্ম সম্পাদন করাইবে। রাজার গুপ্তচর আছে কিনা, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। দূতীর সঞ্চরণ সম্ভাবনা না থাকিলেও যেখানে গৃহীতাকারা অন্তঃপুরিকার দৃষ্টি পড়িবেই বাহিরে এরূপ স্থানে থাকিবে। সেখানেও যদি রক্ষী উপস্থিত হয় তবে—পরিচারিকার নামই করিবে। (অন্তঃপুরিকার সহিত) 'চোখোচোখি' হইলে—ইঙ্গিত আকার নিবেদন করিবে। এই অন্তঃপুরিকার সঞ্চরণ স্থানে—তাহার আকৃতিযুক্ত চিত্রপট, দ্ব্যর্থ গীতলিপি, নখদশনাদি চিহ্নিত খেলনা, সেইরূপ আপীড়ক মাল্য এবং অঙ্গুরীয়ক বিন্যস্ত করিবে। ১৩—২০।

ব্যাখ্যা। গৃহীতাকারা—ভাবভঙ্গী প্রদর্শন যে করিয়াছে। এই সকল স্থানের অন্তঃপুরিকা শব্দের অর্থ—রাজ্ঞী। ১৩—২০।

প্রত্যুত্তরং তয়া দত্তং প্রপশ্যেৎ। ততঃ প্রবেশনে যতেত ॥ ২১

অনুবাদ। তাহার প্রদত্ত প্রত্যুত্তরও দেখিবে, তৎপরে প্রবেশার্থ যত্ন করিবে। ২১।

ব্যাখ্যা। যে স্থানে আকৃতিযুক্ত পট প্রভৃতি স্থাপন করিবে, সেই স্থানেই প্রত্যুত্তর-পত্র অন্বেষণ করিবে। ২১।

অবতরণিকা। অতঃপর প্রবেশের উপায় কীর্ত্তিত হইতেছে,—

যত্র চাস্যা নিয়তং গমনমিতি বিদ্যাত্তত্র প্রচ্ছন্নস্য প্রাগেবাব-

স্থানম্ ॥ ২২ ॥ রক্ষিপুরুষরূপো বা তদনুজ্ঞাতবেলায়াং * প্রবিশেৎ ॥ ২৩ ॥ আস্তরণপ্রাবরণবেষ্টিতস্য বা প্রবেশনির্হারৌ ॥ ২৪ ॥ পুটাপুটৈর্যোগৈর্ব্বা নষ্টচ্ছায়ারূপঃ ॥ ২৫ ॥ তত্রায়ং প্রয়োগঃ—নকুলহৃদয়ং চোরকতুম্বী ফলানি সর্পাক্ষীণি চান্তর্ধূমেন পচেৎ। ততোঽঞ্জনেন সমভাগেনোদকেন পেষয়েৎ অনেনাভ্যক্তনয়নো নষ্টচ্ছায়ারূপশ্চরতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। যে স্থানে এই অন্তঃপুরিকা নিশ্চয়ই যাইবে, বুঝিবে,—সে স্থানে পূর্ব্ব হইতেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইবে রক্ষিপুরুষের ন্যায় সজ্জা করিয়া সেই রক্ষিপুরুষের যে সময়ে রক্ষা করার নিয়ম, সেই সময়ে প্রবেশ করিবে। অথবা আস্তরণ প্রাবরণ বেষ্টিত হইয়া প্রবেশ ও নির্গমন করিবে। মঞ্জুষা মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া অন্তর্ধানযোগে ছায়া ও রূপ অদৃশ্য করিয়া (প্রবেশ নির্গমন করিবে)। তাহার উপায় এ স্থলে মূলে বর্ণিত হইয়াছে। ২২—২৬।

রাত্রি-কৌমুদীষু চ দীপিকাসম্বাধে সুরঙ্গয়া বা ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। কিংবা উজ্জ্বল দীপিকা-সঙ্কুল সুখরাত্রি উৎসবে (দাসী বা দীপধারিণী-বেশে) অথবা সুরঙ্গ দ্বারা প্রবেশ-নির্গম হইবে। ২৭।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

দ্রব্যাণামপি নির্হারে যানকানাং প্রবেশনে।
আপানকোৎসবার্থেঽপি চেটিকানাঞ্চ সম্ভ্রমে ॥ ২৮ ॥
ব্যত্যাসে বেশ্মনাং চৈব রক্ষিণাঞ্চ বিপর্য্যয়ে।
উদ্যানযাত্রাগমনে যাত্রাতশ্চ প্রবেশনে ॥ ২৯ ॥

* অতঃ পরং অন্যৈশ্চ জলব্রহ্মক্ষেমশিরঃপ্রণীতৈর্বাহপানকৈর্বা ইত্যধিকঃ পাঠঃ তদনুজ্ঞাতোঽতিবেলায়ামিতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

দীর্ঘকালোদয়াং যাত্রাং প্রোষিতে চাপি রাজনি ।
প্রবেশনং ভবেৎ প্রায়ো যূনাং নিষ্ক্রমণং তথা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। এ স্থলে কতিপয় শ্লোক আছে ;—বৃহৎ কাষ্ঠাদি দ্রব্যের এবং যানবাহনের নির্গম প্রবেশে, আপানক উৎসবে, দাসীগণের ইতস্ততঃ কার্য্য ব্যগ্রতায়, ভবন-পরিবর্ত্তনে, রক্ষিবর্গের স্থানপরিবর্ত্তনে, উদ্যান-যাত্রা-গমনে সেই যাত্রা হইতে প্রত্যাগমনে ও দীর্ঘকালীন যুদ্ধাদি যাত্রা উপলক্ষে রাজা বিদেশে থাকিলে, যুবকগণের (অন্তঃপুরমধ্যে) প্রবেশ-নির্গম প্রায় হইয়া থাকে। ২৮—৩০।

পরস্পরস্য কার্য্যাণি জ্ঞাত্বা চান্তঃপুরালয়াঃ ।
এককার্য্যাস্ততঃ কুর্য্যুঃ শেষাণামপি ভেদনম্ ॥ ৩১

অনুবাদ। অন্তঃপুরিকাগণ পরস্পরের কার্য্য জ্ঞাত হইলে এক-কার্য্যাবলম্বিনী হইয়া অবশিষ্ট অন্তঃপুরিকাগণকেও একে একে আপনাদিগের দলে আনিবে। ৩১।

দূষয়িত্বা ততোঽন্যোন্যমেককার্য্যার্পণে স্থিরঃ ।
অভেদ্যতাং গতঃ সদ্যো যথেষ্টং ফলমশ্নুতে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। এইরূপে অবশিষ্টগণের চরিত্র দূষিত করিয়া অন্তঃপুরিকাসঙ্ঘ পরস্পর এককার্য্য-সম্পাদনে যখন দৃঢ় হয়, তখন অন্যের অভেদ্য হইয়া সদা সদাই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ইহা অন্তঃপুরিকা বৃত্তান্ত)। ৩২।

অবতরণিকা। দেশব্যবহারে প্রকাশ্যভাবে যে অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে ঃ—

তত্র রাজকুলচারিণ্য এব লক্ষণ্যান্ পুরুষানন্তঃপুরং প্রবেশয়ন্তি নাতিসুরক্ষত্বাদাপরান্তিকানাম্ ॥ ৩৩

অনুবাদ। (বিভিন্ন দেশের বৃত্তান্ত) অপরান্ত দেশবাসিগণের বৃত্তান্ত—

তথায় রাজভবনবাসিনীগণই সুলক্ষণ পরপুরুষগণকে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট করে, কারণ, তাহাদিগের অন্তঃপুর-রক্ষার ব্যবস্থা তেমন উৎকৃষ্ট নহে। ৩৩।

ক্ষত্রিয়সংজ্ঞকৈরন্তঃপুররক্ষিভিরেবার্থং সাধয়ন্ত্যাভীরকাণাম্ ॥৩৪

অনুবাদ। আভীরকদিগের বৃত্তান্ত—তথায় অন্তঃপুররক্ষী ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা অন্তঃপুরিকাগণ অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকে। ৩৪।

প্রেষ্যাভিঃ সহ তদ্বেষান্নাগরকপুত্রান্ প্রবেশয়ন্তি বাৎসগুল্মকানাম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। বৎসগুল্মক-দেশবাসীর বৃত্তান্ত—তথায় দাসীগণের বেশে দাসীগণের সহিত নাগরক-পুত্রগণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করান হয়। ৩৫।

স্বৈরেব পুত্রৈরন্তঃপুরাণি কামচারৈর্জননীবর্জমুপযুজ্যন্তে বৈদর্ভকাণাম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। বিদর্ভ-দেশবাসীর বৃত্তান্ত—বড়ই কুৎসিত। মূলে তাহার উল্লেখ আছে। ৩৬।

তথা প্রবেশিভিরেব জ্ঞাতিসম্বন্ধিভির্নান্যৈরুপযুজ্যন্তে স্ত্রৈরাজকানাম্ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। স্ত্রীরাজ্যবাসীর বৃত্তান্ত—তথায় প্রবেশে অনিবারিত জ্ঞাতিবর্গের সহিত অবৈধ সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, অন্যের সহিত নহে। ৩৭।

ব্রাহ্মণৈর্মিত্রৈর্ভৃত্যৈর্দ্দাসচেটৈশ্চ গৌড়ানাম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। গৌড়গণের বৃত্তান্ত—তথায় ব্রাহ্মণ, মিত্র, ভৃত্য, গর্ভদাস ও অপর দাসের সহিত অবৈধ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। ৩৮।

পরিস্ক [স্প] ন্দাঃ কর্ম্মকরাশ্চান্তঃপুরেষ্বনিষিদ্ধা অন্যেঽপি তদ্রূপাশ্চ সৈন্ধবানাম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। সিন্ধুদেশবাসীর বৃত্তান্ত—তথায় দৌবারিক বর্দ্ধকর (অন্তঃপুর-

মধ্যে যাহারা নিয়ত কর্ম্ম করে) এবং অপ্রতিষিদ্ধ-সঞ্চার ঐ প্রকারের অপর লোকের সহিত অবৈধ সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। ৩৯।

অর্থেন রক্ষিণমুপগৃহ্য সাহসিকাঃ সংহতাঃ প্রবিশন্তি হৈমবতানাম্‌ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। হিমালয় প্রদেশের বৃত্তান্ত—তথায় অর্থের দ্বারা রক্ষিবর্গকে বশীভূত করিয়া সাহসিকগণ দলবদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। ৪০।

পুষ্পদাননিয়োগান্নগরব্রাহ্মণা রাজবিদিতমন্তঃপুরাণি গচ্ছন্তি। পটান্তরিতশ্চৈষামালাপঃ। তেন প্রসঙ্গেন ব্যতিকরো ভবতি বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গকানাম্‌ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। বঙ্গ, অঙ্গ এবং কলিঙ্গদেশের বৃত্তান্ত—তথায় পুষ্পপ্রদানে রাজনিয়োগ থাকায় নগরবাসী ব্রাহ্মণগণ রাজার জ্ঞাতসারেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে; অন্তঃপুরিকাগণের সহিত এই নগর-ব্রাহ্মণগণের যবনিকা ব্যবধান করিয়া আলাপ হইয়া থাকে, সেই প্রসঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ হয়। ৪১।

সংহত্য নবদশেত্যেকৈকং যুবানং প্রচ্ছাদয়ন্তি প্রাচ্যানামিতি। এবং পরস্ত্রিয়ঃ প্রকুর্ব্বীত। ইত্যন্তঃপুরিকাবৃত্তম্‌ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। প্রাচ্যদেশের বৃত্তান্ত—তথায় নয় দশ জন অন্তঃপুরিকা মিলিত হইয়া এক এক যুবককে লুকাইয়া রাখে। যাহারা পারদারিক, তাহাদিগের এই প্রকার বিবিধরূপে পরস্ত্রীসেবা ইষ্টসিদ্ধির কারণ হয়; অন্তঃপুরিকাবৃত্ত এই স্থলে সমাপ্ত হইল। ৪২।

ব্যাখ্যা। যে অন্তঃপুর-বৃত্তান্ত এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট, তন্মধ্যে রাজকীয় অন্তঃপুরিক দুরাচরণের কথাই সাধারণতঃ বর্ণিত হইয়াছে। দেশবিশেষের যে বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা রাজান্তঃপুরের দুষ্টতামূলক। দুষ্টতামূলক ব্যবহারের প্রতিবিধানার্থ দাররক্ষিক প্রকরণ অতঃপর কথিত হইবে; অতএব দুষ্টতা পরিহারই যে বাৎস্যায়নের উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৪২।

এভ্য এব চ কারণেভ্যঃ স্বদারান্ রক্ষেৎ। ৪৩॥

অনুবাদ। এই সকল কারণেই নিজ দাররক্ষা একান্ত আবশ্যক। ৪৩।

অবতরণিকা। রক্ষাব্যবস্থাই রাজাদিগের পক্ষে দাররক্ষার প্রধান উপায়। এই দাররক্ষাই অন্তঃপুররক্ষার নামান্তর। রক্ষা-ব্যবস্থা-বিধানার্থ সূত্রাবলী কথিত হইতেছে,—

কামোপধাশুদ্ধান্ রক্ষিণোঽন্তঃপুরে স্থাপয়েদিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। কামোপধাশুদ্ধ রক্ষিবর্গকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিবে, আচার্য্য-গণ ইহা বলেন। ৪৪।

ব্যাখ্যা। বাৎস্যায়ন এ স্থলে কৌটিল্য অথবা তাঁহার তুল্য-মতাবলম্বী আচার্য্যগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কৌটিল্যের মত—"কামোধাশুদ্ধান বাহ্য-ভ্যান্তরবিহাররক্ষাসু (স্থাপয়েৎ)।" (১ম অধিকরণ ১০ম অধ্যায়) অন্তঃপুর-রক্ষাতেও কামোপধাশুদ্ধদিগকে স্থাপন করিতে কৌটিল্য বলিয়াছেন বাৎস্যায়নমতে আভ্যন্তর বিহার-রক্ষায়" কামোপধাশুদ্ধদিগকে স্থাপন করিলে চলিবে না, ধর্ম্মোপধাশুদ্ধ এবং ভয়োপধাশুদ্ধদিগকেই স্থাপন করিবে। এই মতভেদ-দর্শনে নিশ্চয় করা যায়—কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন এবং অর্থনীতিকার কৌটিল্য বিভিন্ন ব্যক্তি। ৪৪।

তে হি ভয়েন চার্থেন চান্যং প্রযোজয়েয়ুস্তস্মাৎ কামভয়ার্থো-পধাশুদ্ধানিতি গোণিকাপুত্রঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। গোণিকাপুত্র বলেন,—সেই সকল রক্ষীও ভয়ে বা অর্থলোভে অন্য পুরুষকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইতে পারে। অতএব কামোপধা, ভয়ো-পধা এবং অর্থোপধাশুদ্ধ রক্ষিবর্গকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিবে। ৪৫।

ধর্ম্মোপধাশুদ্ধানিতি গোনর্দ্দীয়ঃ * ॥ ৪৬ ॥

* পাঠোঽয়ং প্রায়সো লোপলভ্যতে ন চৈনমন্তরেণ পরগ্রন্থসঙ্গতিঃ। নাপি প্রাচীন টীকাগ্রন্থস্থলসঙ্গতিঃ।

অনুবাদ। গোনর্দ্দীয় বলেন,—ধর্ম্মোপধাশুদ্ধ রক্ষিবর্গকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিবে। ৪৬।

ব্যাখ্যা। গোনর্দ্দীয় আচার্য্যের অভিপ্রায় এই—রাজার অন্তঃপুর উপযুক্তরূপে রক্ষা না করাও একপ্রকার রাজদ্রোহ। রাজদ্রোহ অধর্ম্ম। স্বতঃপরতঃ অধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মবিশ্বাসী রক্ষী কখনই করিবে না। অতএব সেইরূপ রক্ষীরই প্রয়োজন। ৪৬।

অদ্রোহো ধর্ম্মস্তমপি ভয়াজ্জহ্যাদতো ধর্ম্মভয়োপধাশুদ্ধানিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—অদ্রোহ ধর্ম্মেরই অন্তর্গত বটে, কিন্তু ভীতিবশে সেই ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে; এইজন্য ধর্ম্মোপধাশুদ্ধ এবং ভয়োপধাশুদ্ধ রক্ষিগণকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিবে। ৪৭।

সাধারণ ব্যাখ্যা। উপধা দ্বারায় শুদ্ধি ও অশুদ্ধিজ্ঞান কৌটিলীয় অর্থনীতিশাস্ত্রে ১ম অধিকরণে ১০ম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। উপধা—ছল। কামোপধা—যে পরিব্রাজিকার অন্তঃপুরে যথেষ্ট সম্মান আছে এবং যাঁহাকে অন্য সকলেও বিশ্বাস করে, রাজার আদেশে তিনিই কামোপধা করিবেন। তিনি একজন পুরুষকে গিয়া বলিবেন,—রাজমহিষী তোমার প্রণয়াভিলাষিণী এবং তিনি মিলনের উপায় সমস্তই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এ কার্য্যে তোমার প্রচুর অর্থলাভও হইবে—ইহা কামোপধা। যে পুরুষ অবিচলিতভাবে ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে, সেই কামোপধাশুদ্ধ। ভয়োপধা—কারাগৃহে রাজা পূর্ব্ব হইতেই একজনকে বন্দী করিয়া রাখিবেন, পরে আর কয়েক ব্যক্তিকে নিরপরাধে বন্দী করিয়া সেই কারাকক্ষেই রাখিবেন। সেই স্থলে পূর্ব্ববন্দী এক একজনকে গুপ্তভাবে বলিবে,—এই রাজা অতি অবিচারক—অসৎ, ইহাকে নিহত করিয়া আমরা আর কাহাকেও রাজ্য প্রদান করিব। সকলেরই মত হইয়াছে, তোমার কি মত? ইহা ভয়োপধা। ইহাতে অবিচলিতভাবে যে অসম্মতি প্রদান করিবে, সেই ভয়োপধাশুদ্ধ। অর্থোপধা—সেনাপতি

কোন ছলে রাজার নিকট অত্যন্ত অপমানিত হইবেন, সেই অবমাননা প্রতি-কারের জন্য বহু অর্থ প্রদান করিয়া রাজবিনাশার্থ এক এক ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিবেন এবং বলিবেন,—আমরা সকলেই এক মত। তোমার এ বিষয়ে কি মত বল, ইহা অর্থোপধা। অবিচলিত ভাবে যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, সে অর্থোপধাশুদ্ধ। ধর্ম্মোপধা—রাজা পূর্ব্ব পরামর্শ মত পুরোহিতকে অযাজ্যযাজনে আদেশ করিবেন। পুরোহিত সে আদেশ অগ্রাহ্য করিলে রাজা তাহাকে তিরস্কার করিবেন, তখন পুরোহিত অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে একে একে বলিবেন,—এ রাজা অধার্ম্মিক, ইঁহার কারাগারে রুদ্ধ ইঁহারই জ্ঞাতি একজন ধার্ম্মিক রাজপুত্র আছেন, আমরা তাঁহাকেই রাজা করিতে চাহি। আমার এই প্রস্তাব সকলেরই সম্মত, তোমার মত কি? ইহাই ধর্ম্মোপধা। এই প্রস্তাব অবিচলিত ভাবে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে ধর্ম্মোপধাশুদ্ধ। এই যে উপধাশুদ্ধি, ইহা দ্বারায় রক্ষিবর্গের উপধাশুদ্ধি বুঝিয়া লইবে অর্থাৎ কামোপধা-শুদ্ধি স্থলে রাজমহিষী তোমার প্রণয়াভিলাষিণী, স্থলবিশেষে এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে হইবে না, অমুক সুন্দরী তোমার প্রণয়াভিলাষিণী ইত্যাদি বলিলেও পারদার্য্যে পাপ বিবেচনা করিয়া যে রক্ষী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে, সে কামোপধাশুদ্ধ। রাজারই আদেশে কয়েকজন অপরিচিত বলিষ্ঠ একজনকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া অকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বলিবে, তাহাতে অস্বীকার করিলে তাহাকে বন্ধন করিবে, জ্বলন্ত অনলে প্রক্ষেপ করিবার সমস্ত আয়োজন করিবে, তথাপি যদি সে ব্যক্তি অকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভয়োপধাশুদ্ধ বলিয়া জানিবে; এইরূপে অর্থোপধাশুদ্ধ ও ধর্ম্মোপধাশুদ্ধ স্থির করিবে। ৪৪—৪৭।

পরবাক্যাভিধায়িনীভিশ্চ গূঢ়াকারাভিঃ প্রমদাভিরাত্মদারানুপ-দধ্যাচ্ছৌচাশৌচপরিজ্ঞানার্থমিতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। বাভ্রব্যমতাবলম্বিগণ বলেন,—রাজার গুপ্ত আজ্ঞাকারিণী প্রমদাগণ অন্য নায়কের দূতী কর্ম্মচ্ছলে তাঁহারই কথা রাজ্ঞীকে বলিবে। উদ্দেশ্য—রাজ্ঞী শুদ্ধা কি অশুদ্ধা, ইহার পরীক্ষা।

দুষ্টানাং যুবতিষু সিদ্ধত্বান্নাকস্মাদদুষ্টদূষণমাচরেদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥৪৯ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন,—মানসিক দুর্ব্বলতা যুবতীগণের ত আছেই, কার্য্যত দুষ্টতা যাঁহার হয় নাই, অকস্মাৎ তাঁহাকে দুষ্টভাবে প্রবৃত্তি প্রদান করা উচিত নহে। ৪৯।

অবতরণিকা। যাহাতে স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ ঘটে, তাহা জানিয়া অপসারণ করাই কর্ত্তব্য, অতএব সেই সকল কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ;—

অতিগোষ্ঠী নিরঙ্কুশত্বং ভর্ত্তুঃ স্বৈরতা পুরুষৈঃ সহানিয়ন্ত্রণতা । প্রবাসেঽবস্থানং বিদেশে নিবাসঃ স্ববৃত্ত্যুপঘাতঃ স্বৈরিণীসংসর্গঃ পত্যুরীর্ষ্যালুতা চেতি স্ত্রীণাং বিনাশকারণানি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। অতিগোষ্ঠী, নিরঙ্কুশত্ব, ভর্ত্তার স্বৈরাচার, পুরুষগণের সহিত অবাধে মিশ্রণ, স্বামী প্রবাসে থাকিলে একাকিনী গৃহে অবস্থিতি, বিদেশে নিবাস, নিজ অন্নসংস্থানের অভাব, স্বৈরিণী সংসর্গ এবং স্বামীর ঈর্ষ্যালুতা এই কয়টী স্ত্রীগণের চরিত্রদোষের হেতু। ৫০।

ব্যাখ্যা। অতিগোষ্ঠী—বহু স্ত্রীলোকের সহিত মিলিয়া হাস্য পরিহাস, রসালাপ, পানসেবা ইত্যাদি কার্য্য আসক্তির সহিত বহুবার অনুষ্ঠান করা। নিরঙ্কুশত্ব—কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার না করা। ভর্ত্তার স্বৈরাচার—শাস্ত্র বা সমাজ কিছুই না মানিয়া ভর্ত্তার নিজের ইচ্ছানুসারে আহার বিহার করা। স্বামীকে এই শাস্ত্র ও সমাজলঙ্ঘনে নির্ভয়ে প্রবৃত্ত দেখিলে তাহার পত্নীরও সেইরূপ দুঃসাহস হয়, নিজেও লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য এইরূপ ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করে না। স্বামীর ঈর্ষ্যালুতা—অকারণ পত্নীর ব্যভিচার আশঙ্কা।৫০।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

সংদৃশ্য শাস্ত্রতো যোগান্ পারদারিকলক্ষিতান্ ।
ন যাতি চ্ছলনাং কশ্চিৎ স্বদারান্ প্রতি শাস্ত্রবিৎ ॥ ৫১

অনুবাদ। শাস্ত্রানুসারে পারদারিক অধিকরণ-লক্ষিত যোগসমূহ দর্শন করিয়া শাস্ত্রবিৎ হইলে নিজের পত্নী সম্বন্ধে অপরের নিকট ছলনা-প্রাপ্তি ঘটে না।৫১।

পাক্ষিকত্বাৎ প্রয়োগাণামপায়ানাঞ্চ দর্শনাৎ।
ধর্ম্মার্থয়োশ্চ বৈলোম্যান্নাচরেৎ পারদারিকম্ ॥ ৫২

অনুবাদ। প্রয়োগ পাক্ষিক অর্থাৎ উপায়-প্রয়োগে ফল হইতেও পারে, নাও পারে; অপায় অর্থাৎ অনিষ্ট প্রায়ই দেখা যায়; ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণ এবং অর্থক্ষতি ইহা ত আছেই; অতএব পারদারিক কর্ম্ম—পারদার্য্য অর্থাৎ পরস্ত্রীগ্রহণ কদাচ করিবে না। ৫২।

তদেতদ্দারগুপ্ত্যর্থমারব্ধং শ্রেয়সে নৃণাম্।
প্রজানাং দূষণায়ৈব ন বিজ্ঞেয়োঽস্য সংবিধিঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে অন্তঃপুরিকং * দাররক্ষিতকং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। এই পারদারিক প্রকরণ মনুষ্যগণের মঙ্গলার্থ আরব্ধ হইয়াছে। প্রজাগণের দূষণার্থ এই বিধানকে গ্রহণ করিবে না। ৫৩।

ব্যাখ্যা। দূতীর কার্য্য পরস্ত্রীগ্রহণে প্রবৃত্ত নায়কের আকার ইঙ্গিত, পরকীয়ার আকার ইঙ্গিত, অন্তঃপুরে প্রবেশের যোগাযোগ ইত্যাদি যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়—এইরূপ প্রকারে স্ত্রীলোকের চরিত্রভ্রংশ হইয়া থাকে, পুরুষও পরস্ত্রীগ্রহণে কলুষিত হয়। যে এই দোষ নিবারণে সচেষ্ট হইবে, তাহার এই সকল ছিদ্র সম্পূর্ণ জানা উচিত। জানিলে এই সকল ছিদ্র নিবারণ সে অনায়াসে করিতে পারে। রাজার যে এবিষয়ে অন্যায্য আচরণ আছে, তাহা যে রাজার পক্ষে অকর্ত্তব্য বাৎস্যায়ন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। দারগুপ্তি—যে পথ দিয়া দোষ আসিতে পারে, সেই পথের রোধ। ৫৩।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

পারদারিক নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

* অন্তপুরিকমিত্যত্র আন্তঃপুরিকমিতি পাঠঃ পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

সাম্প্রয়োগিকাখ্যং

ষষ্ঠমধিকরণম্ ।



সাম্প্রয়োগিক প্রকরণ—মিলন কাণ্ড; ইহাতে দশ অধ্যায় এবং সপ্তদশ প্রকরণ আছে। এই সপ্তদশ প্রকরণের নাম এবং কোন্ অধ্যায়ে কোন্ প্রকরণ আছে, তাহা "সাধারণ" নামক ১ম অধিকরণে ১ম অধ্যায়ে শাস্ত্রসংগ্রহ প্রকরণে কথিত হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। দশটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদর্শিত হইতেছে;—

প্রথম অধ্যায়। পুরুষ তিন প্রকার—শশ, বৃষ এবং অশ্ব। হ্রস্বাঙ্গ শশ, মধ্যাঙ্গ বৃষ এবং দীর্ঘাঙ্গ অশ্ব। রমণী তিন প্রকার—মৃগী, বড়বা, হস্তিনী। হ্রস্ব; মধ্য ও বৃহৎ—অঙ্গ দ্বারা এই ভেদও লক্ষ্য। শশ পুরুষের মৃগী রমণী, বৃষ পুরুষের বড়বা রমণী, এবং অশ্ব পুরুষের হস্তিনী রমণী উপযুক্ত, শশ ও হস্তিনীর বা মৃগী ও অশ্বের মিলন একান্ত বিসদৃশ; বৃষ-হস্তিনী-সংযোগ বা বড়বাশ্ব-সংযোগ মধ্যম। বিসদৃশ ও মধ্যমস্থলেও উপায় যোগে তাহার প্রতি-বিধান ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা অন্য অধ্যায়ে আছে। উপযুক্ত, বিসদৃশ ও মধ্যম মিলনে, নয় প্রকার প্রীতি হয়, ভাবভেদে এবং কালভেদেও প্রীতি নয় প্রকার করিয়া আঠার প্রকার হয়। সর্ব্বশুদ্ধ সাতাইশ প্রকার মিলন-প্রীতি—মূলে ইহা সবিস্তরে বর্ণিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুঃষষ্টি কলা মিলনের অনুকূল বলিয়া মিলনের নামও চতুঃষষ্টি ইহা একমত, মিলনাঙ্গ আলিঙ্গনাদি চতুঃষষ্টি প্রকার বলিয়া মিলনের নাম চতুঃষষ্টি ইহা বাভ্রব্যমত, এই „চতুঃষষ্টির নামান্তর পাঞ্চালিকী। ইত্যাদি চতুঃষষ্টি সংজ্ঞা বিচার আছে, তাহার পর বাভ্রব্যমতে অষ্টবিধ আলিঙ্গন বর্ণিত; স্পৃষ্টক, বিদ্ধক, উদ্ঘৃষ্টক, পীড়িতক, লতাবেষ্টিতক, বৃক্ষাধিরূঢ়ক, তিলতণ্ডুলক ও ক্ষীরনীরক। সুবর্ণনাভমতে আর চার প্রকার অধিক আছে;

তাহা একাঙ্গাশ্রিতা, সংবাহন ও আলিঙ্গনের অন্তর্গত, ইহা কাহারও মত বটে, কিন্তু বাৎস্যায়ন এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়। চুম্বন, ললাট প্রভৃতি অষ্ট অঙ্গে প্রধানতঃ ব্যবস্থিত; অঙ্গভেদমূলক চুম্বন ভেদ—তাহাতে অষ্টবিধ চুম্বন হয়, এতদ্ভিন্ন অবান্তর ভেদ অনেক, চুম্বন, দ্যূত, পণ ও কলহ ইত্যাদিও বর্ণিত আছে।

চতুর্থ অধ্যায। নখক্ষত অষ্টবিধ ;—(১) আচ্ছুরিতক, (২) অর্দ্ধচন্দ্র, (৩) মণ্ডল, (৪) রেখা, (৫) ব্যাঘ্রনখ, (৬) ময়ূর-পদক, (৭) শশপ্লুতক এবং (৮ উৎপলপত্রক। নখচিহ্ন স্থান, দেশভেদে নখের বিভিন্ন স্বরূপ, গৌড়ীয়গণের নখ সৌন্দর্য্য, দাক্ষিণাত্যগণের কষ্টসহিষ্ণুতা ও মহারাষ্ট্রগণের বিচক্ষণতার দ্যোতক। আচ্ছুরিতক প্রভৃতির লক্ষণ মূলে বর্ণিত।

পঞ্চম অধ্যায়। দশনক্ষত অষ্টবিধ ;—(১) গূঢক, (২) উচ্ছূনক, (৩) বিন্দু, (৪) বিন্দুমালা, (৫) প্রবালমণি, (৬) মণিমালা, (৭) খণ্ডাভ্রক এবং (৮) বরাহ-চর্ব্বিতক। নখদশন চিহ্ন—সঙ্কেতার্থও প্রয়োজন হয়। দেশবিশেষে বিভিন্ন প্রকার উপচার প্রচলিত,—মিলনের অঙ্গীভূত আচরণই উপচার, ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা বর্ণিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়। অষ্টবিধ শয়ন,—(১) সম-পৃষ্ঠ, (২) উৎফুল্লক, (৩) বিজৃম্ভিতক, (৪) ইন্দ্রাণিক, (৫) সংপুটক, (৬) পীড়িতক, (৭) বেষ্টিতক এবং (৮) বাড়বক। সুবর্ণনাভমতে শয়নের অন্য সংজ্ঞা ও স্বরূপ আছে। মৃগী বড়বা ও হস্তিনী নায়িকা কোথায় কি ভাবে শয়ন করিবে,—এই সকল বিষয়ের উপদেশ আছে। শয়নের উদ্দেশ্য ও তৎপ্রসঙ্গে যে ভাব-বৈচিত্র্য, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়। নায়ক-নায়িকার কলহ ও প্রহার-বর্ণনা,—প্রহার-ফলে চোলরাজের স্ত্রীহত্যা-বৃত্তান্ত আছে। সীৎকার ও অষ্টবিধ বিরুতের বর্ণনা আছে।

অষ্টম অধ্যায়। রমণীর পুরুষবৎ প্রবৃত্তি, ভাবলক্ষণ, পুরুষের উপসর্পণ-প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়। ক্লীব দ্বিবিধ,—স্ত্রীরূপী এবং পুরুষরূপী ; ক্লীবের জীবিকা-

নির্বাহার্থ অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে। বারাঙ্গনার ন্যায় শুল্কগ্রহণে দ্বিবিধ ক্লীবই নিজ শরীর বিক্রয় করিত। তাহার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়। মিলন, মিলনান্ত ভোগ, মান, মানভঞ্জন—প্রীতিসুখ এই অধ্যায়ে বর্ণিত।

সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের নামান্তর—চতুঃষষ্টি; আলিঙ্গনাদি অষ্টবিধ কার্য্য মিলনের অঙ্গ। প্রত্যেক অঙ্গই আট ভাগে বিভক্ত। ইহা বাভ্রব্যাচার্য্যের মত। সেই চতুঃষষ্টি অঙ্গের উপদেশক বলিয়া এই পরিচ্ছেদ চতুঃষষ্টি নামে খ্যাত। বাভ্রব্যপ্রণীত এই চতুঃষষ্টি—নন্দিনী সুভগা সিদ্ধা সুভগঙ্করী এবং নারীপ্রিয়া বলিয়া আচার্য্যগণ শাস্ত্রে ইহার কীর্ত্তন করেন। অন্য শাস্ত্রবক্তা যদি চতুঃষষ্টি বর্জ্জিত হ'ন, তিনি বিদ্বৎ-সমাজে কথাবিন্যাসে আদৃত হ'ন না। অন্য বিজ্ঞান-বর্জ্জিত ব্যক্তিও যদি 'চতুঃষষ্টি' বিচক্ষণ হন, তিনি নর-নারী সমাজে কথাবিন্যাসে অগ্রস্থান অধিকার করেন। কন্যা, গণিকা ও পরকীয়া সকলেই অনুরাগভরে মহাসমাদরে চতুঃষষ্টি-বিচক্ষণ পুরুষকে দর্শন করিয়া

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।



শশো বৃষোঽশ্ব ইতি লিঙ্গতো নায়কবিশেষাঃ ॥ ১ ॥

জয়মঙ্গলা টীকা।

টীকা। স্ত্রিয়ং সাধয়েত ইত্যুক্তম্। স্ত্রীসাধনং চাবাপঃ। স চাবিজ্ঞাতশাস্ত্রস্য ন যুজ্যত ইত্যাবাপাৎ পশ্চাত্তন্ত্রং সাম্প্রয়োগিকমুচ্যতে। তত্রাপি সম্প্রয়োগে প্রথমং রতম্। অস্মিন্ প্রমাণাদিভির্জ্ঞাতস্বরূপে যথাযথমালিঙ্গনাদয়ঃ প্রযুজ্যমানা রত্যর্থা ইতি প্রমাণকালভাবেভ্যো রতাবস্থাপনমুচ্যতে। হেতৌ

পঞ্চমী। প্রমাণাদিনা তস্য ব্যবস্থাপনমিত্যর্থঃ। তত্র লিঙ্গসংযোগাস্তাবকাল-বিতি তাভগং প্রাক্ প্রমাণতস্তাবদ্রতাবস্থাপনমাহ। লিঙ্গত ইতি। লিঙ্গ্যন্তে স্ত্রীত্বাদয়োঽনেনেতি লিঙ্গম্। লোকপ্রতীত্যা লিঙ্গং মেহনমুচ্যতে। তত্র পৌংস্নমুন্নতং, স্ত্রীণাং নিম্নং প্রমাণঞ্চ শাস্ত্রব্যবহারয়োঃ। অল্পাৎ পৌংস্নাচ্ছশ ইব শশঃ। তথা সমাদ্ বৃষঃ। মহত্তোঽশ্বঃ। ইতি নায়কভেদাঃ। ১।

নায়িকা পুনর্মৃগী বড়বা হস্তিনী চেতি ॥ ২ ॥ তত্র সদৃশসম্প্র-য়োগে সমরতানি ত্রীণি ॥ ৩ ॥

টীকা। নায়িকা পুনরিতি। পুনঃশব্দো বিশেষণার্থঃ। লিঙ্গস্য ভিন্নত্বাৎ সংজ্ঞাভেদঃ প্রযুজ্যত ইতি পূর্ব্বাচার্য্যৈর্মৃগ্যাদিভিরুপমিতাঃ, ন শশাদিভিঃ। তথা চাহুর্লক্ষণম্,—ষণ্ণবদ্বাদশেত্যেবমায়ামেন যথাক্রমম্। শশাদিভেদ-ভিন্নানাং ত্রিধা সাধনসংস্থিতিঃ॥ পরিণাহেন তুল্যা স্যাদায়ামস্য প্রমাণতঃ। নিয়তা নেতি কেচিত্তু পরিণাহে প্রচক্ষতে॥ স্ত্রীণাং সংসারমার্গোঽপি তদ্বদেব প্রভিদ্যতে। আয়ামপরিণাহাভ্যাং মৃগ্যাদীনাং শশাদিবৎ॥' ইতি। তত্রোক্ত-নায়কনায়িকয়োর্ভেদে। সদৃশো বিসদৃশো বা সম্প্রয়োগঃ স্যাদিত্যাহ—সদৃশ-সম্প্রয়োগ ইতি। শশস্য মৃগ্যা, বৃষস্য বড়বয়া, অশ্বস্য হস্তিন্যা সহ সদৃশঃ সম্প্রয়োগো রন্ধ্রেন্দ্রিয়সমাপ্তিলক্ষণঃ। অল্পত্বাদিভির্লিঙ্গসাদৃশ্যাৎ। তস্মিন সতি ত্রীণি সমরতানি। রন্ধ্রসাধনয়োরাশ্রয়াশ্রয়িভাবেন যন্ত্রসাম্যাৎ। ২। ৩।

বিপর্য্যয়েণ বিষমাণি ষট্ ॥ ৪ ॥ বিষমেষ্বপি পুরুষাধিক্যং চেদনন্তরসম্প্রয়োগে দ্বে উচ্চরতে ॥ ৫ ॥ ব্যবহিতমেকমুচ্চতররতম্ ॥ ৬ ॥ বিপর্য্যয়ে পুনর্দ্বে নীচরতে ॥ ৭ ॥ ব্যবহিতমেকং নীচতররতঞ্চ ॥ ৮ ॥ তেষু সমানি শ্রেষ্ঠানি ॥ ৯ ॥ তরশব্দাঙ্কিতে দ্বে কনিষ্ঠে ॥ ১০ ॥ শেষাণি মধ্যমানি ॥ ১১ ॥

টীকা। শশস্য বড়বয়া হস্তিন্যা চ, বৃষস্য মৃগ্যা হস্তিন্যা চ অশ্বস্য মৃগ্যা বড়-বয়া চেতি বিসদৃশঃ সম্প্রয়োগঃ লিঙ্গবৈষম্যাৎ। তস্মিন্ সতি ষড়্ বিষমাণি

রতানি, যন্ত্রবৈষম্যাৎ। বিষমেষ্বপি রতেষু ব্যবহারার্থং বিশেষসংজ্ঞামাহ—পুরুষাধিক্যং চেদিতি। যদা লিঙ্গতঃ পুরুষাধিক্যং স্ত্রিয়া ন্যূনত্বং, তদানন্তরো ব্যবহিতো বা সম্প্রয়োগঃ স্যাৎ। তত্রাশ্বস্য বড়বয়া বৃষস্য মৃগ্যেতি বৈলোম্যে-হনন্তরসম্প্রয়োগঃ। তস্মিন্ সমরতাদ্ধে উচ্চরতে। সাধনস্যোচ্চতয়া রক্ত্রমবপীড্য ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ। ব্যবহিতমিতি—অশ্বস্য মৃগ্যা সহ ব্যবহিতসম্প্রয়োগঃ, বড়বয়া ব্যবধানাৎ। তস্মিন সতি উচ্চরতাদুচ্চতররতম্। সাধনস্যাত্যুচ্চতয়া নিষ্পীড়িতেন কথঞ্চিদ্ব্যাপারাৎ। বিপর্যয়ে দ্বে। পুনর্নারীতি পুনঃশব্দো বিশেষণার্থঃ। স্ত্রিয়া আধিক্যে ত্বনন্তরসম্প্রয়োগে শশস্য বড়বয়া বৃষস্য হস্তিন্যেত্যানুলোম্যেন সমরতাদ্ধে নীচরতে। সাধনস্য নিকৃষ্টতয়া রন্ধ্রে সম্যগনবপূর্য্য ব্যবহারাৎ। ব্যবহিতে বড়বয়ান্তরিতে সম্প্রয়োগে শশস্য হস্তিন্যা সঙ্গেতি নীচরতান্নীচতররতম্। তত্রানবপূর্য্যৈব ব্যবহারাৎ। এষামুক্তমাদীন্যাহ—তেষ্বিতি। নবস্ব রতেষু ষড্ভ্যো বিষমরতেভ্যঃ সমানি শ্রেষ্ঠানি প্রশস্তানি। তত্র যন্ত্রসাম্যাদুভয়োঃ পরস্পরসুখাতিশয়াৎ। তর-শব্দাঙ্কিতে কনিষ্ঠে, উচ্চতরনীচতরশব্দাঙ্কিতে অধমে। তত্র যন্ত্রস্যাতিপীড়নাদতিশৈথিল্যাচ্চ স্পর্শসুখস্যাভাবাৎ। শেষাণি চত্বারি উচ্চরতে দ্বে নীচরতে দ্বে মধ্যমানি শ্রেষ্ঠকনিষ্ঠত্বাভাবাৎ। তত্র হ্যনতিপীড়নাদনতিশৈথিল্যাচ্চ স্পর্শসুখস্য সমত্বাৎ॥ ৪—১১॥

সাম্যেঽপ্যুচ্চাঙ্কং নীচাঙ্কাজ্জ্যায় ইতি প্রমাণতো নবরতানি॥১২॥

টীকা। তত্রাপি মধ্যমানাং বিশেষমাহ—জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠত্বাভাবাদ্রতস্য সাম্যেঽপি মাধ্যস্থেঽপীত্যর্থঃ উচ্চাঙ্কং নীচাঙ্কাজ্জ্যায় ইতি। উচ্চরতে হি যোষিত উৎফুল্লকাদিনা প্রসার্য্য জঘনং সংবিষ্টায়াঃ সাধনাধিক্যাৎ কণ্ডূতিপ্রতীকারাধিকলাভঃ। নীচরতে তু সংপুটকাদিনা বহ্বাসিতজঘনায়া অপি ন তৎপ্রতীকারোঽস্তি। যথোক্তম্—'ন স্বল্পসাধনঃ কামী চিরকৃত্যোঽপি বা নরঃ। কণ্ডূতেরপ্রতীকারান্নাতিস্ত্রীপ্রিয় উচ্যতে॥' ইতি॥ ১২॥

যস্য সম্প্রয়োগকালে প্রীতিরুদাসীনা, বীর্য্যমল্পং, ক্ষতানি চ ন সহতে স মন্দবেগঃ॥ ১৩॥

টীকা। ভাবতো রতাবস্থাপনমাহ—ভাবতো হি কালস্য পশ্চাদ্ভাবিত্বাৎ ফলরূপাভাবাত্তস্যাপরিচ্ছেদাৎ। তথাহি হেতুফলভেদাদত্র দ্বিবিধো ভাবঃ। তত্র কামিতাখ্যো হেতুঃ। তস্মিন্ সতি সম্প্রয়োগাৎ। রতান্তে চ ভাবঃ ফলম্। তস্মাদুভয়রূপাদ্রতমবস্থাপ্যতে। স চ মৃদুমধ্যমাতিমাত্রভেদাত্রিবিধঃ। তত্র যস্য সম্প্রয়োগকালে প্রীতিরুদাসীনা সম্প্রয়োগেচ্ছা মনাগ্ ভবতি রতির্বা বীর্য্যমল্পং সম্প্রয়োগে মন্দো ব্যাপারঃ শুক্রধাতুর্বা স্তোকঃ, ক্ষতানি চ নায়িকায়া দন্তনখৈঃ প্রযুজ্যমানানি উপলক্ষণত্বাৎ প্রহরণঞ্চ ন সহতে য ইত্যর্থাদ্বিভক্তিবিপরিণামঃ। স মৃদুভাবত্বান্মন্দবেগঃ, মৃদুরাগ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদ্বিপর্যয়ে মধ্যমচণ্ডবেগৌ ভবতঃ, তথা নায়িকাপি ॥ ১৪।১৫ ॥

টীকা। তদ্বিপর্য্যয় ইতি যথোক্তস্য বিপর্য্যয়ে। যস্য সম্প্রয়োগে প্রীতির্মধ্যা, বীর্য্যং মধ্যং, ক্ষতানি চ যঃ সহতে, স মধ্যভাবত্বান্মধ্যবেগ ইত্যেকো বিপর্য্যয়ঃ। সম্প্রয়োগে প্রীতিরধিকা, বীর্য্যং মহৎ, ক্ষতানি চাত্যর্থং সহতে, সোঽধিক-ভাবত্বাচ্চণ্ডবেগ ইতি দ্বিতীয়ো বিপর্য্যয়ঃ। তথেতি পুরুষবৎ। যস্য সম্প্রয়োগ ইত্যাদিনা মন্দমধ্যচণ্ডবেগা ইতি নায়িকাস্তিস্রঃ ॥ ১৪। ১৫ ॥

তত্রাপি প্রমাণবদেব নব রতানি ॥ ১৬ ॥ তদ্বৎ কালতোঽপি শীঘ্রমধ্যচিরকালা নায়কাঃ ॥ ১৭ ॥

টীকা। অত্রাপীতি ভাবেঽপি। প্রমাণবদেবেতি। সদৃশসম্প্রয়োগে সমরতানি ত্রীণি। বিপর্য্যয়ে বিষমাণি ষট্। তদ্বদিতি। যথা ভাবপ্রমাণাভ্যাং, তথা কালতো নব রতানি; ভাবোৎপত্তিনিমিত্তস্য কালস্য শীঘ্রাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যাৎ। যদাহ—'শীঘ্রমধ্যচিরকালা ইতি। শীঘ্রেণ কালেন রতির্যস্য। তথা মধ্যচিরকালাভ্যাম্। নায়কা ইতি নায়কশ্চ নায়িকা চেতি 'পুমান্ স্ত্রিয়া' ইত্যেকশেষনির্দ্দেশঃ ॥ ১৬। ১৭ ॥

তত্র স্ত্রিয়াং বিবাদঃ ॥ ১৮ ॥ ন স্ত্রী পুরুষবদেব ভাবমধি-গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

টীকা। তত্রেতি। নায়কনায়িকয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ স্ত্রিয়াং বিবাদঃ। স্ত্রীবিষয়ে মতভেদ ইত্যর্থঃ। তত্র ঔদ্দালকের্মতম্—যাদৃশং সুখং বিসৃষ্টিপ্রভবং পুরুষোঽনুভবতি, তাদৃশমেব ন স্ত্রী, শুক্রাভাবাৎ ॥ ১৮। ১৯ ॥

সাতত্যাত্ত্বস্যাঃ পুরুষেণ কণ্ডূতিরপনুদ্যতে ॥ ২০ ॥

টীকা। কিমর্থং তর্হি পুরুষেণ সম্প্রযুজ্যত ইত্যাহ—সম্বাধকস্য স্বভাবতঃ কৃমিজুষ্টত্বাত্তত্র নিসর্গসিদ্ধা কণ্ডূতিঃ। তথাচোক্তম্,—'রক্তজাঃ কৃময়ঃ সূক্ষ্মা মৃদুমধ্যোগ্রশক্তয়ঃ। স্মরসদ্মসু কণ্ডূতিং জনয়ন্তি যথাবলম্ ॥' সা ত্বস্যাঃ পুরুষেণাপনীয়তে। সাতত্যাদিতি। অনবরতসাধনব্যাপারেণেত্যর্থঃ। অন্যথা তৎপ্রতিবন্ধে কণ্ড্বা উৎকোপ এব স্যাৎ ॥ ২০ ॥

সা পুনরাভিমানিকেন সুখেন সংসৃষ্টা রসান্তরং জনয়তি ॥ ২১ ॥ তস্মিন্ সুখবুদ্ধিরস্যাঃ ॥ ২২ ॥ পুরুষপ্রীতেশ্চানভিজ্ঞত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ কথন্তে সুখমিতি প্রষ্টুমশক্যত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ কথমেতদুপলভ্যতে ইতি চেৎ পুরুষো হি রতিমধিগম্য স্বেচ্ছয়া বিরমতি, ন স্ত্রিয়মপেক্ষতে ন ত্বেবং স্ত্রীত্যৌদ্দালকিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকা। অপদ্রব্যেণাপি সা স্বয়মপনয়তীতি চেদাহ—সেতি। সা চ কণ্ডূতি-রপনীয়মানা শলাকিকয়া কর্ণকণ্ডূতিরিব। আভিমানিকেনেতি। আভিমানিকং চুম্বনাদিসুখং বক্ষ্যতি। তেন সংসৃষ্টানুগতা। রসান্তরমিতি সুখান্তরং জনয়তি। যৎ কণ্ড্ব্যপনোদসুখং, যচ্চ চুম্বনাদিসুখং, তয়োঃ সংসৃষ্টয়ো রসান্তরত্বাৎ। তস্মিন্ রসান্তরে সুখবুদ্ধিরস্যাঃ সুখিতাস্মীতি। কণ্ডূতিপ্রতীকারমাত্রে তু ন সুখবুদ্ধিঃ, তস্য অপ্রাধান্যাৎ। ততঃ 'স্পর্শবিশেষবিষয়া আভিমানিকসুখানুবিদ্ধা ফলবত্যর্থপ্রতীতিঃ' প্রাধান্যাদিত্যেতদ্বিশেষলক্ষণং ন তুল্যম্। বিশেষো যদত্র ন ফলবতী, শুক্রাভাবাৎ। তচ্চ রসান্তরমারম্ভাৎ প্রভৃতি সন্তানেন সর্ব্বথা কণ্ড্ব্যপনোদাৎ প্রবর্ত্ততে। পুরুষসুখস্তু বিসৃষ্টিভাবিত্বাৎ। অত এব তয়োঃ স্বরূপতঃ কালতশ্চ ন সাদৃশ্যমিতি ন কালভাবাভ্যাং নব রতানি। নম্বু চ

পুরুষবদ্রতিং স্ত্রী নাধিগচ্ছতীতি কথমেতদুপলভ্যতে, যস্মাৎ পুরুষপ্রীতেশ্চেতে-ধর্ম্মত্বেনাতীন্দ্রিয়ায়াঃ প্রত্যক্ষেণানভিজ্ঞত্বাৎ। কস্য? জ্ঞাতুঃ পুরুষস্যেত্যর্থঃ। চ-শব্দাৎ স্ত্রীপ্রীতেশ্চ। যদা স্ত্রী পুরুষায়মাণা স্বব্যাপারেণাত্মনঃ প্রীতিং জনয়তি, ততশ্চ তদসম্বেদনাদেব স্বভাবাৎ প্রীতিরস্যা ইতি কথমুপলভ্যতে? পৃষ্টা জানাতীত্যপি নাস্তীত্যাহ—কথমিতি। কথং কেন প্রকারেণ তব সুখং, কিং বিসৃষ্ট্যা যথাস্মাকং, কিং বান্যেনেতি। তত্র স্ত্রিয়া বিসৃষ্টিসুখস্যাসম্বেদনাৎ প্রকারান্তরসুখস্য চ পুরুষেণাসংবেদনাৎ প্রষ্টুমপি ন শক্যতে; কিমুত তদ্বচনাৎ পরিজ্ঞানম্? তস্মাৎ পুরুষবদ্ভাবং নাধিগচ্ছতীতি কথমেতদুপলভ্যত ইত্যা-শঙ্ক্যৌদ্দালকিরুপলব্ধ্যুপায়মাহ—পুরুষো হীতি। পুরুষো রতিমধিগম্য বিসৃষ্টিসুখমনুভূয় কৃতকৃত্যত্বাৎ স্বেচ্ছয়া ব্যাপারাদ্বিরমতি, ন স্ত্রিয়মপেক্ষতে ব্যাপ্রিয়মাণামপি, ন ত্বেবং স্ত্রীতি। সাপি যদি পুরুষবদ্বিসৃষ্টিসুখমধিগচ্ছে-ত্তদা তদধিগম্য পুরুষনিরপেক্ষা স্বেচ্ছয়া যত্নবিশ্লথপূর্ব্বকং বিরমেৎ। নৈচ-মন্যত্র পুরুষবিরামাৎ। বিরতেঽপি পুংসি পুরুষান্তরসাপেক্ষত্বাৎ। তথাহি কেনচিৎ পুংসা সম্প্রযুজ্য তথাবস্থিতৈরেবাপরৈঃ সম্প্রযুজ্যমানা কাচিদ্ দৃশ্যতে। অত এবোক্তম্—'অগ্নিস্তৃপ্যতি নো কাষ্ঠৈর্নাপগাভিঃ পয়োদধিঃ। নান্তকঃ সর্ব্বভূতৈশ্চ ন পুংভির্বামলোচনা॥ ইতি। তস্মাৎ স্বেচ্ছয়া বিরামাভাবান্ন বিসৃষ্টিসুখাধিগমো, যথা প্রাপ্তিসৃষ্টেঃ পুরুষস্যেতি॥ ২১—২৫।

তত্রৈতৎ স্যাৎ;—চিরবেগে নায়কে স্ত্রিয়োঽনুরজ্যন্তে, শীঘ্রবেগস্য ভাবমনাসাদ্যাবসানেঽভ্যসূয়িন্যো ভবন্তি। তৎ সর্ব্বং ভাবপ্রাপ্তের-প্রাপ্তেশ্চ লক্ষণম্॥ ২৬॥

টীকা। মা ভূৎ স্বেচ্ছয়া বিরামোপলম্ভাৎ স্ত্রীষু বিসৃষ্টিসুখানুভূতিঃ; অনু-রাগদর্শনাত্তু স্যাৎ। তদ্ যথা চিরবেগে নায়কে চিরমুপসৃত্য বিসৃষ্টিসুখাধিগমা-দ্বিরতে স্ত্রিয়োঽনুরজ্যন্তে—স্নিহ্যন্তীত্যর্থঃ। শীঘ্রবেগস্য চ নায়কস্য ক্ষিপ্রমুপসৃত্য সুখাধিগমাদ্বিরতস্য রতান্তেঽভ্যসূয়িন্যো দ্বেষিণ্যো ভবন্তি। তৎ সর্ব্বমিতি। অনুরাগো বিরাগশ্চোভয়ং লক্ষণং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ। কস্যেত্যাহ,—ভাবস্য

প্রাপ্তেরপ্রাপ্তেশ্চেতি। তত্রানুরাগো যোষিতাং সুখপ্রাপ্তিং জ্ঞাপয়তি। বিরাগশ্চ দুঃখাধিগমাৎ সুখাপ্রাপ্তিম্, বিরাগস্য বিরুদ্ধকার্য্যত্বাৎ। অনুরাগবিরাগৌ চ সুখদুঃখহেতুকৌ পুরুষেষু দৃষ্টান্তত্বেন সিদ্ধৌ। তেঽপি হি পুরুষায়িতে চিরং ব্যাপৃত্য বিরতায়াং যোষিত্যধিগতসুখাশ্চিরবেগা অনুরজ্যন্তে; তৎক্ষণবিরতায়াঞ্চ দুঃখাধিগমাদনবাপ্য তে রতিসুখমিতি বিরজ্যন্তে। তস্মাৎ পুরুষস্যেব যোষিতোঽপ্যনুরাগোপলম্ভাদ্বিসৃষ্টিসুখাধিগমঃ প্রতীয়তে। ইতি ॥ ২৬ ॥

তচ্চ ন ॥ ২৭ ॥ কণ্ডূতিপ্রতীকারোঽপি হি দীর্ঘকালং প্রিয় ইতি ॥ ২৮ ॥ এতদুপপদ্যত এব ॥ ২৯ ॥ তস্মাৎ সন্দিগ্ধত্বাদলক্ষণমিতি ॥ ৩০ ॥

টীকা। তচ্চ নেতি। অনুরাগো ভাবপ্রাপ্তের্লিঙ্গমিত্যেতন্নাস্তি, সাধারণত্বাদস্য। তদাহ—কণ্ডূতিপ্রতিকারোঽপি হীতি। তস্মাচ্চিরবেগেন কণ্ডূতের্যঃ প্রতীকারঃ প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকালমিত্যতিচিরকালং, সোঽপি স্ত্রীণাং প্রিয়ঃ, ন কেবলং বিসৃষ্টিসুখজননম্। এতদুপপদ্যতে এব ন তু নোপপদ্যতে এবেত্যনেনাযোগব্যবচ্ছেদেন ভবৎপক্ষেঽপ্যেতদস্তীতি দর্শয়তি। অন্যথা বিসৃষ্টিসুখাধিগমেঽপি কণ্ডূতেরপ্রতীকারান্ন তত্রানুরাগঃ। ততশ্চ কিং বিসৃষ্টিসুখাধিগমাদনুরাগোঽস্যাঃ, কিংবা কণ্ডূতিপ্রতীকারসমুত্থ ইতি সন্দিগ্ধঃ, তথানধিগমাৎ। বিরাগোঽপি শীঘ্রবেগে যোজ্যতে। তস্মাদেতদুভয়ং সন্দিগ্ধত্বাদ্বিসৃষ্টিসুখস্য প্রাপ্তেরপ্রাপ্তেশ্চালক্ষণমজ্ঞাপকম, উভয়ত্র বর্ত্তমানত্বাৎ। তস্মাৎ স্বেচ্ছয়া বিরামাবিরামাবেব জ্ঞাপকৌ। তৌ চ স্ত্রিয়াং বর্ত্তমানাবর্ত্তমানৌ স্ত ইতি ন পুরুষবদ্রতিমধিগচ্ছতীতি স্থিতম্ ॥ ২৭—৩০ ॥

সংযোগে যোষিতঃ পুংসা কণ্ডূতিরপনুদ্যতে।
তচ্চাভিমানসংসৃষ্টং সুখমিত্যভিধীয়তে ॥ ৩১

টীকা। এতদেব মতমৌদ্দালকিগীতেন শ্লোকেনাহ—কণ্ডূত্যপনোদসমুত্থঃ স্পর্শসুখমভিমানসংসৃষ্টমিতি কারণে কার্য্যোপচারাদাভিমানিকসুখানুবিদ্ধং সুখমিত্যভিধীয়তে যোষিদ্ভিঃ ॥ ৩১ ॥

সাতত্যাদ্ যুবতিরারম্ভাৎপ্রভৃতি ভাবমধিগচ্ছতি পুরুষঃ পুনরন্ত এব ॥ ৩২ ॥ এতদুপপন্নতরম্ ॥ ৩৩ ॥ নহ্যসত্যাং ভাবপ্রাপ্তৌ গর্ভসম্ভব ইতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকা। বাভ্রব্যমতমাহ—সাতত্যাদিতি দ্বাবপি বিসৃষ্টিসুখমধিগচ্ছতঃ। স্ত্রী ত্বারম্ভাদ্ যন্ত্রযোগাৎ প্রভৃতি সাতত্যান্নৈরন্তর্য্যেণ। সা হি পুরুষেণোপসৃপ্যমাণা প্রভিন্নজলভাণ্ডবচ্ছনৈঃ ক্লিন্নসম্বাধা ভবতীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধমেতৎ। সুখঞ্চ পুরুষস্যেব বিসৃষ্ট্যনুবিদ্ধমিত্যারম্ভাৎ প্রভৃতি স্ত্রীভাবমধিগচ্ছতি। পুরুষঃ পুনরন্তে ভাবমধিগচ্ছতি, তদানীং শুক্রবিসর্গাৎ। এতদিতি যথোক্তমুপপন্নতরম্, প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। ততশ্চ তয়োর্ভিন্নকালত্বান্ন সাদৃশ্যমিতি ন কালতো নব রতানি। ভাবতস্ত সন্তি; বিসৃষ্টিসুখসাদৃশ্যাৎ। নন্ন সম্বাধো ব্রণস্বভাবত্বাদপর্দ্দ্যমানঃ ক্লিদ্যতীত্যাহ—নহীতি। রসপ্রাপ্তৌ বিসৃষ্টিসুখাধিগমে তৃপ্তা হি স্ত্রী গর্ভং ধত্তে। যথাহ চরককারঃ ;—'নিষ্ঠীবিকা গৌরবমঙ্গসাদস্তন্দ্রা প্রহর্ষো হৃদয়ব্যথা চ। তৃপ্তিশ্চ বীজগ্রহণং স্বযোন্যাং গর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য লিঙ্গম্ ॥' ইতি। তৃপ্তিশ্চ ভাবঃ। স চ ন শুক্রবিসৃষ্টিং বিনেত্যভিপ্রায়ঃ। আর্ত্তব বিসৃজতি, ন শুক্রমিতি কেচিৎ। যথাহ,—'কামাগ্নিতপ্তচিত্তস্ত্রীপুংসয়োরন্যোন্যদেহসংসর্গাদরণীদণ্ডাভ্যামিব বহ্নিঃ শুক্রার্ত্তবমথনাদিতি। অস্তি তাবত্তৃপ্তিনিবন্ধনম্। কিং তদিতি চিন্ত্যতে।—যদি তন্ন শুক্রং, কথং যোষিতো গর্ভসম্ভব উপপদ্যতে। যথা হি পুরুষসংসর্গাৎ স্ত্রী গর্ভং ধত্তে, তথা যোষিৎসংযোগাদপি। যথোক্তং সুশ্রুতে ;—'যদা নারী চ নারী চ মৈথুনায়োপপদ্যতে। অন্যোন্যং মুঞ্চতঃ শুক্রমনস্থিস্তত্র জায়তে ॥' ইতি তস্মাদ্রসধাতোরুৎপন্নোঽসৃগ্ধাতুরেব কস্যাঞ্চিদবস্থায়ামার্ত্তবম্ ; শুক্রধাতুস্তু মজ্জধাতোরুৎপদ্যত ইতি ॥ ৩২—৩৪।

অত্রাপি তাবেবাশঙ্কাপরিহারৌ ভূয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা। অত্রাপীতি বাভ্রব্যমতেঽপি। তাবেবেতি পূর্ব্বোক্তাবাশঙ্কাপরিহারৌ বাচ্যৌ। তত্র যদ্যারম্ভাৎপ্রভৃতি ভাবাধিগমস্তদা চিরবেগেঽনুরজ্যন্তে, শীঘ্রবেগস্য চাবসানেঽভ্যসূয়িন্য ইত্যয়ং ভেদো ন যুজ্যতে। উভয়ত্রাপ্যাসাং

ভাবাধিগমাদ্দৃশ্যতে চ ভেদঃ। যস্মাদনুরাগস্তস্মাদন্তে পুরুষবদ্ভাবস্য প্রাপ্তিঃ; যতঃ সাদৃশ্য়া, তস্মান্নারম্ভাৎ প্রভৃতীত্যাশঙ্কাপরিহারোঽপি। তন্ন। কণ্ডূতি-প্রতিকারোঽপি দীর্ঘকালং প্রিয় ইতি কণ্ডূত্যপনোদাভাবাচ্চ শীঘ্রবেগে চ প্রশ্নেয়ঃ। সত্যপি ভাবাধিগমে কণ্ডূত্যপনোদস্যাধিককালস্যাভাবাৎ। অথবা দীর্ঘকাল ভাবজননমপি প্রিয়মিতি যোজ্যম্, ভাবস্যাধিকৃতত্বাৎ। শীঘ্রবেগে চ বিবর্জ্যন্তে, চিরকালং ভাবস্যাজননাৎ। যোষিতো হি চিরানুবন্ধনং ভাব-মুৎপদ্যমানামিচ্ছন্তি, তাসামষ্টগুণকামত্বাৎ। এবং সতি ন পুংভিরাময়লোচনা-স্তপ্যন্তীতি যুক্তম্, তেষামেকগুণকামত্বাৎ, ন পুনর্বিসৃষ্টিসুখাভাবাদিতি। ভূয়-শ্চেতি পুনরাশঙ্কাপরিহারো ॥ ৩৫ ॥

তত্রৈতৎ স্যাৎ—সাতত্যেন রসপ্রাপ্তাবারম্ভকালে মধ্যস্থচিত্ততা, নাতিসহিষ্ণুতা চ ততঃ ক্রমেণাধিকো রাগযোগঃ শরীরে নির-পেক্ষত্বম্ অন্তে চ বিরামাভীপ্সেত্যেতদনুপপন্নমিতি ॥ ৩৬ ॥

টীকা: তদাহ—রতস্যারম্ভকালে মধ্যস্থচিত্ততা নখক্ষতাদীনামপ্রয়োগঃ। নাতিসহিষ্ণুতা চ নখক্ষতাদীনাং প্রযুজ্যমানানাং নাতিক্ষমিতা। ততশ্চ ক্রমে-ণারম্ভাদুত্তরকালং তরতমভেদাদধিকরাগযোগ ইতি মধ্যস্থচিত্ততায়াং বিপর্য্যয়ঃ শরীরেঽপি নিরপেক্ষত্বমিত্যাতিসহিষ্ণুতয়া, অন্তে চ বিরামাভীপ্সা প্রয়োগা-নিবৃত্তীচ্ছা। এতৎসর্ব্বমবস্থান্তরং যোষিতঃ সাতত্যাদ্রসপ্রাপ্তৌ সত্যামনুপপন্নম্, প্রারম্ভাৎ প্রভৃত্যেকরূপতয়া সাতত্যেন বিসৃষ্টিসুখস্য প্রবৃত্তত্বাৎ। পুরুষস্য বিসৃষ্ট্যবস্থায়ামেতদবস্থান্তরং দৃশ্যত ইতি ॥ ৩৬ ॥

তচ্চ ন ॥ ৩৭ ॥ সামান্যেঽপি ভ্রান্তিসংস্কারে কুলালচক্রস্য ভ্রমরকস্য বা ভ্রান্তাবেব বর্ত্তমানস্য প্রারম্ভে মন্দবেগতা, ততশ্চ ক্রমেণ পূরণং বেগস্যেত্যুপপদ্যতে ধাতুক্ষয়াচ্চ বিরামাভীপ্সেতি ॥ ৩৮ ॥ তস্মাদনাক্ষেপ ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকা। নৈবানুপপন্নম্; কুলালচক্রাদিবদুপপদ্যত এব। ভ্রমরকং কাষ্ঠ-

মযঃ ক্রীড়নকদ্রব্যম্ ; তদ্দীর্ঘেণ সূত্রেণাবেষ্ট্য লাট্টিকা ভ্রাময়ন্তি। যথা তয়োর্দ্দণ্ডে সূত্র-প্রত্যাক্ষিপ্তে ভ্রান্তিসংস্কারে সমানেঽপ্যাদিমধ্যাবসানেষু ভ্রান্তামেব বর্ত্ত-মানয়োরন্যথা ভ্রান্ত্যভাবাত্তৎসংস্কারোঽস্তীতি কথং প্রতীয়তে। প্রারম্ভে মন্দ-বেগতা মন্দভ্রমণম্। ততঃ ক্রমেণ তরতমভেদেন পূরণং বেগস্য। যথা তৎ কুলালচক্রং, ভ্রমরকং বা নিশ্চলতরমিব স্থিতমিতি, এবং যোষিতোঽপি পুরু-ষেণোপসৃপ্তাদিভিঃ প্রত্যয়ৈরুৎপদ্যমানে বিসৃষ্টিসুখে সমানেঽপ্যাদিমধ্যাবসানেষু প্রারম্ভকালে মন্দবেগতা মৃদ্বী রতিঃ। তত্র মধ্যস্থচিত্ততা নাতিসহিষ্ণুতা চ। ততঃ ক্রমেণ পূরণং বেগস্যাধিক্যং রতেঃ। যত্রাধিকচিত্তবৃত্ত্যা শরীরনিরপেক্ষত্ব-মিতি। সাততোন ভাবস্য প্রবৃত্তত্বাৎ কথং বিরামাভীপ্সেত্যাহ ;—ধাতুক্ষয়া-দেতি। সমুৎপন্নে কামিনাপ্যে ভাবে যঃ শুক্রধাতুঃ স্বস্থানাচ্চ্যুতঃ স্বনাড়ীঃ প্রক্ষিপদাতে, তস্মারম্ভাৎ প্রভৃতি শনৈঃ শনৈঃ স্যন্দনাৎ ক্ষয়ে নিবৃত্তরাগত্বা-দ্বিরামাভীপ্সেতি। তস্মাদনাক্ষেপ ইতি অচোদ্যং বিসৃষ্টিপ্রভবস্য ভাবস্য সন্তানেন প্রবৃত্তস্যাবস্থান্তরমনুপপন্নমিতি ॥ ৩৭—৩৯ ॥

সুরতান্তে সুখং পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততং সুখম্।

ধাতুক্ষয়নিমিত্তা চ বিরামেচ্ছোপজায়তে ॥ ৪০

টীকা। অমুমেবার্থং বাভ্রব্যগীতেন শ্লোকেনাহ ;—সুরতান্ত ইতি স্পষ্টার্থো-ঽয়ম্ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ পুরুষবদেব যোষিতোঽপি রসব্যক্তির্দ্রষ্টব্যা ॥ ৪১ ॥

টীকা। এবং পক্ষদ্বয়মুপন্যস্য সিদ্ধান্তমাহ—যত এবং বিবাদস্তস্মাদ্রসব্যক্তী রত্যাঽপত্তির্যথা পুরুষস্য বিসৃষ্টিরন্তে চ তদ্বদেব যোষিতোঽপি দ্রষ্টব্যা ॥ ৪১ ॥

কথং হি সমানায়ামেবাকৃতাবেকার্থমভিপ্রপন্নয়োঃ কার্য্যবৈল-ক্ষণ্যম্ ॥ ৪২ ॥ স্যাদুপায়বৈলক্ষণ্যাদভিমানবৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

টীকা। পুরুষসুখেন হি স্ত্রীসুখস্য বৈসাদৃশ্যং স্বরূপতঃ কালতো বা স্যাৎ তদুভয়থাপি ন যুজ্যত ইতি প্রতিপাদয়ন্নাহ—তত্র বিজাতীয়য়োঃ পুরুষবড়বয়োঃ সংপ্রযুক্তয়োর্ভবেৎ সুখবৈসাদৃশ্যমিত্যাহ ;—সমানায়ামেবাকৃতাবিতি। তুল্যায়াং

মনুষ্যজাতৌ। তুল্যজাতীয়য়োরপি স্নানভোজনার্থং প্রবর্ত্তমানয়োঃ স্যাদিত্যাহ —একমিতি। একং রতাখ্যমর্থমাভিমুখ্যেন প্রবৃত্তয়োঃ। কথং কার্য্যবৈলক্ষণ্যং স্যাৎ? তত্র বিজাতীয়য়োঃ পুরুষবড়বয়োর্ভাবসুখস্য বিজাতীয়কার্য্যস্য সুখস্য স্বরূপতঃ কালতশ্চ ভেদাদিত্যর্থঃ। যে চ সমানাকৃতয়ঃ সন্ত এককার্য্যমভিপন্না-স্তেষাং সদৃশং কার্য্যম্। ন হি মেষয়োঃ সমানাকৃত্যোরেকস্মিন্ যুদ্ধলক্ষণার্থে প্রবৃত্তয়োরভিঘাতঃ কার্য্যং কালস্বরূপাভ্যাং ভিদ্যতে। ইতি। পুনঃপুনঃ শাস্ত্র-কার এব পরপক্ষমুপোদ্বলয়ন্নাহ;—স্যাদুপায়বৈলক্ষণ্যাদিতি। ভবেত্তত্র কার্য্যভেদ উপায়ভেদাৎ॥ ৪২। ৪৩॥

কথম্? উপায়বৈলক্ষণ্যং তু সর্গাৎ কর্ত্তা হি পুরুষোঽধি-করণং যুবতিঃ॥ ৪৫॥ অন্যথা হি কর্ত্তা ক্রিয়াং প্রতিপদ্যতেঽন্যথা চাধারঃ॥ ৪৬॥ তস্মাচ্চোপায়বৈলক্ষণ্যাৎ সর্গাদভিমানবৈলক্ষণ্য-মপি ভবতি॥ ৪৭॥ অভিযোক্তাঽহমিতি পুরুষোঽনুরজ্যতে অভি-যুক্তাঽহমনেনেতি যুবতিরিতি বাৎস্যায়নঃ॥ ৪৮॥

টীকা। কথমিতি। স চোপায়ভেদো নিরূপ্যমাণঃ স্ত্রীপুংসব্যাপারব্যতি-রেকেণ নাস্তীত্যাহ;—উপায়বৈলক্ষণ্যং তু সর্গাদিতি। উপায়ভেদঃ সৃষ্টে-রিত্যর্থঃ। এষৈব হি সৃষ্টিঃ স্ত্রীপুংসয়োর্যদেকঃ কর্ত্তাঽন্যশ্চাধার ইতি। তদেব যোজয়ন্নাহ;—অন্যথেতি। একস্য নিম্নং মেহনমপরস্যোন্নতম্। ততশ্চ গ্রাস্যগ্রাসকভাবান্মেহনয়োঃ ক্রিয়াভেদঃ। তস্মাচ্চৈবম্ভূতব্যাপারাত্মকত্বাদুপায়-বৈলক্ষণ্যান্ন কেবলং ভবৎপরিকল্পিতঃ কার্য্যভেদোঽভিমানভেদোঽপি ভবতি তদেব দর্শয়ন্নাহ;—অভিযোক্তেত্যাদি। অহমেনাং রন্তুমনুযুঞ্জে ইতি কর্ত্তৃ-ব্যাপারাপেক্ষয়া পুরুষোঽভিমন্যমানোঽনুরজ্যতে। অহমনেনাভিযুক্তা রন্তুমিতি চাধারব্যাপারাপেক্ষয়া যুবতিরভিমন্যমানাঽনুরজ্যতে। ততশ্চ তাবুৎপন্নাভিমানা-নুরাগৌ সম্প্রয়োগে ব্যাপ্রিয়মাণাবপি কালস্বরূপাভ্যাং সদৃশং ভাবমভিগচ্ছতঃ ন তু ক্রিয়াভেদমাত্রাদ্বিসদৃশম্। ততো হ্যভিমানমাত্রং ভিদ্যতে, ন কার্য্যমিত্যে-তচ্চেতসি কৃত্বা শাস্ত্রকারো ব্যক্তাভিপ্রায়ঃ স্বপক্ষং দর্শয়তি স্বনাম্না॥ ৪৪—৪৮

তত্রৈতৎ স্যাদুপায়বৈলক্ষণ্যবদেব হি কার্য্যবৈলক্ষণ্যমপি কস্মান্ন স্যাদিতি ॥ ৪৯ ॥ তচ্চ ন ॥ ৫০ ॥ হেতুমদুপায়বৈলক্ষণ্যম্ ॥ ৫১ ॥ তত্র কর্ত্রাধারয়োর্ভিন্নলক্ষণত্বাৎ ॥ ৫২ ॥ অহেতুমৎ কার্য্যবৈলক্ষণ্যমন্যায্যং স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥ আকৃতেরভেদাদিতি ॥ ৫৪ ॥

টীকা। পরস্যাপি শাস্ত্রকারেণাভিমানবৈলক্ষণ্যমভ্যুপগচ্ছতোপায়বৈলক্ষণ্যমভ্যুপগতম্। তস্মাত্ত্বয়ং কথং কার্য্যভেদঃ পরং নাভ্যুপগচ্ছেদিত্যভিপ্রায়ো বর্ত্ততে। তন্নিরাকর্ত্তুং শাস্ত্রকারঃ প্রকটয়তি—উপায়বৈলক্ষণ্যবদিতি। যথানয়োর্ব্যাপারো ভিন্নোঽভ্যুপগতস্তদ্বদেব সুখাখ্যমপি কার্য্যং ভিন্নং কস্মান্নাভ্যুপগম্যতে, তজ্জন্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ,—তচ্চ নেতি। তজ্জন্যত্বে কার্য্যস্য ন বৈলক্ষণ্যমপি তূপায়বৈলক্ষণ্যমেব যুক্তম্। তস্মাদ্ধেতুমদুপায়বৈলক্ষণ্যং কুত ইত্যাহ;—কর্ত্রাধারয়োর্ভিন্নলক্ষণত্বাদিতি। স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা, অধিকরণমাধারঃ। তয়োর্হেত্বোর্ভিন্নস্বভাবত্বাদ্ব্যাপারাবপি তজ্জন্যত্বাদ্ভিন্নাবিত্যর্থঃ। যত্তু কার্য্যস্য তজ্জন্যত্বেঽপি বৈলক্ষণ্যং; তস্য নিরূপ্যমাণোঽন্যো হেতুর্নাস্তীত্যাহ, অহেতুমদিতি—অহেতুত্বাচ্চ কার্য্যবৈলক্ষণ্যমিতি অন্যায্যং যুক্তিশূন্যমভ্যুপগতং স্যাৎ। তামেব যুক্তিং স্মারয়ন্নাহ;—আকৃতেরভেদাদিতি। সমানায়ামেব মনুষ্যজাতাবেকাভিসন্ধানয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্ব্যাপারৌ পরস্পরাপেক্ষৌ কালস্বরূপাভ্যাং সদৃশং সুখং জনয়তঃ ॥ ৪৯—৫৪ ॥

তত্রৈতৎ স্যাৎ সংহত্য-কারকৈরেকোঽর্থোঽভিনির্ব্বর্ত্ত্যতে পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থসাধকৌ পুনরিমৌ তদযুক্তমিতি ॥ ৫৫ ॥

টীকা। দেবদত্তঃ কাষ্ঠৈঃ স্থাল্যামোদনং পচতীত্যাদৌ দেবদত্তাদিভিঃ কর্ত্তৃকরণাধারৈঃ কারকৈঃ সম্ভূয়োদনো দৃশ্যতে। পরস্পরসাধকৌ পুনরিমৌ স্ত্রীপুংসৌ। যতো যুবতিরাধারঃ পুরুষব্যাপারাপেক্ষঃ স্বসন্তানেষু সুখাখ্যং স্বার্থং সাধয়তি, পুরুষশ্চ কর্ত্তা স্ত্রীব্যাপারাপেক্ষ ইতি। এতচ্চ ভিন্নার্থসাধকত্বং কারকাণামযুক্তম্, ওদনাদাবদৃষ্টত্বাৎ। দৃশ্যতে চ স্ত্রীপুংসয়োঃ কর্ত্রাধারয়োঃ

সুখরূপং পৃথক্কার্য্যং, তথা সমানাকৃতিত্বেঽপি। তদেব কার্য্যং কালস্বরূপাভ্যাং বিসদৃশং স্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

তচ্চ ন ॥ ৫৬ ॥ যুগপদনেকার্থসিদ্ধিরপি দৃশ্যতে যথা মেষয়োরভিঘাতে কপিত্থয়োর্ভেদে মল্লয়োর্যুদ্ধ ইতি ॥ ৫৭ ॥ ন তত্র কারকভেদ ইতি চেৎ ॥ ৫৮ ॥ ইহাপি ন বস্তুভেদ ইতি ॥ ৫৯ ॥ উপায়বৈলক্ষণ্যাং তু সর্গাদিতি তদভিহিতং পুরস্তাৎ ॥ ৬০ ॥ তেনোভয়োরপি সদৃশী সুখপ্রতিপত্তিরিতি ॥ ৬১ ॥

টীকা। তচ্চ নেতি। নৈতদযুক্তং; কিং তু যুক্তমেব, যুগপদনেকার্থসিদ্ধিদর্শনাৎ। যথা মেষয়োরভিঘাত ইতি। অভিঘাতবিষয়ে যুগপদনেকার্থসিদ্ধির্দৃশ্যতে। যুগপাদ্দ্বধা চাভিঘাতো ভবতীত্যর্থঃ। এবং কপিত্থয়োর্ভেদে মল্লয়োর্যুদ্ধ ইতি। তথা স্ত্রীপুংসয়োঃ কারকয়োঃ পৃথক্কার্য্যং সদৃশং চ স্যাদিতি। মেষ-কপিত্থ-মল্লগ্রহণং তির্য্যগচেতনমনুষ্যেষপ্যস্য ন্যায়স্য প্রাপ্তিখ্যাপনার্থম্। তত্র কো ভেদ ইতি চেৎ? তত্রৈতৎ স্যাৎ। মেষাদিযুদ্ধাদাবপি দ্বাবপি প্রতিযোগিনৌ কর্ত্তারৌ, ন তত্র কারকান্তরম্; ইহ তু কর্ত্তাধারাবিতি কথং ন বিসদৃশং কার্য্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ;—ইহাপীতি। স্ত্রীপুংসয়োরপি ন কশ্চিৎ পরমার্থতঃ কারকয়োর্ভেদঃ, অপি তু দ্বাবপ্যেতৌ কর্ত্তারৌ ক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্তয়তঃ। কেবলং করণাধিকরণাদয়ো ভেদা বুদ্ধিকল্পিতা ব্যবহারার্থং ব্যবস্থাপ্যন্তে। এবং চ সতি উপায়বৈলক্ষণ্যাং তু সর্গাৎ ইতি যদুক্তং, তদভিহিতং প্রতিবিহিতং পুরস্তাদ্দ্রষ্টব্যম্। কর্ত্রাধারলক্ষণস্যৈবাবান্তরত্বাৎ। তেন প্রতিবিহিতেনোভয়োরপি স্ত্রীপুংসয়োঃ সদৃশী সুখপ্রাসিদ্ধিঃ। কালস্বরূপাভ্যাং সদৃশং সুখমুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথা কথং তয়োঃ রাগজ্বরোপশমঃ। তামেবাত্যন্তিকীমানন্দাবস্থামধিকৃত্যোপস্থেন্দ্রিয়মানন্দেন্দ্রিয়মিতি গীয়তে ॥ ৫৬—৬১ ॥

জাতেরভেদাদ্দম্পত্যোঃ সদৃশং সুখমিষ্যতে।
তস্মাত্তথোপচর্য্যা স্ত্রী যথাগ্রে প্রাপ্নুয়াদ্রতিম্ ॥ ৬২ ॥

টীকা। অমুমেবার্থং শাস্ত্রকারঃ সংগ্রহশ্লোকেনাহ। দম্পত্যোঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ; একার্থমভিপ্রপন্নয়োরিত্যর্থঃ। এতাবত্‌ স্যাৎ অবান্তরস্ত্রীজাতিভেদাদপরমস্যা কণ্ডূত্যপনোদসুখং, যচ্চোপমৃদ্যমানে সম্বাধে স্যন্দনং শুক্রস্য; বিসৃষ্টিসুখং তু পুরুষবদস্ত এবেতি। যথোক্তম্;—'কণ্ডূত্যপগমাৎ স্ত্রীণাং ক্ষরণাচ্চ সুখং দ্বিধা। স্যন্দনং চ বিসৃষ্টিশ্চ শুক্রস্য ক্ষরণং দ্বিধা॥ ক্রিয়তা কেবলস্যন্দাদ্বি-স্যষ্টৈর্মথনাৎ সুখম্। অন্তে ত্বাক্ষিপ্তবেগায়া বিসৃষ্টির্নরবৎ স্মৃতা॥ তত্র রসাদ্দম্পত্যোঃ সমকালা চেদ্রতিরুত্তমঃ পক্ষঃ, সমরতত্বাৎ। ভিন্নকালা চেৎ, পুরুষস্য প্রাগধিগতভাবত্বাদ্ ধ্বজভঙ্গে ন স্ত্রী ভাবমধিগচ্ছেৎ। তস্মাৎ সমরতা-দ্বিষমরতে তথোপচর্য্যা স্ত্রী চুম্বনালিঙ্গনাদিভিরুপচরণীয়া, যথাগ্রে প্রাপ্নুয়াদ্রতিম্। স্ত্রিয়াঃ প্রাগধিগতে ভাবে পুরুষো যুক্তযন্ত্রো বেগং কুর্য্যাদাত্মনো ভাবং নির্ব্বর্ত্তয়িতুমিতি ॥ ৬২ ॥

সদৃশত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ কালযোগিন্যপি ভাবতোঽপি কালতঃ প্রমাণবদেব নব রতানি ॥ ৬৩ ॥

টীকা। কালযোগীন্যপীতি। অপি-শব্দাদ্ভাবযোগীন্যপি। অন্যথা কণ্ডূত্য-পনোদসুখস্য বিসৃষ্টিসুখস্য বা বৈসাদৃশ্যাৎ কথং ভাবতো নব রতানি ॥ ৬৩ ॥

রসো রতিঃ প্রীতির্ভাবো রাগো বেগঃ সমাপ্তিরিতি রতি-পর্য্যায়াঃ সম্প্রয়োগো রতং রহঃ শয়নং মোহনং সুরতপর্য্যায়াঃ ॥৬৪॥

টীকা। রতি-রতয়োর্ব্যবহারার্থং পর্য্যায়ানাহ।—ফলাবস্থা রতিঃ। হেত্ব-বস্থা চ রতম্। তয়োঃ পর্য্যায়শব্দানামেকার্থবিষয়ত্বেঽপি নিমিত্তং ভিদ্যতে। যথা—ঐশ্বর্য্যযোগাদিন্দ্রঃ, শক্তিযোগাচ্ছক্রঃ। তত্র উপস্থেন্দ্রিয়েণ রসনাদনুভ-বনাদ্রসঃ ফলাবস্থায়াং সুখত্বেন চিত্তপরিস্পন্দেন রমণাদ্রতিঃ। চিত্তপ্রনয়াৎ প্রীতিঃ। কামিতাখ্যেন ভাবেন ভাব্যমানত্বাদ্ভাবঃ। কামিতাখ্যোঽপি ভাবাতে ফলরূপোঽনেনেতি ভাবঃ। চিত্তরঞ্জনাদ্রাগঃ। শুক্রধাতোঃ সুখানুবিদ্ধস্য নাড়ীমুখাৎ পৃথগ্‌ভবনাদ্বেগঃ। রতস্য সমাপনাৎ সমাপ্তিরিতি। সঙ্গতয়ো

স্ত্রীপুংসয়োঃ সম্যক্ প্রকৃষ্টো যোগঃ সম্প্রয়োগঃ। হেত্ববস্থায়াং বা ক্বাপি চিত্ত-পরিস্পন্দেন রমণাদ্রতম্। দম্পতিব্যতিরিক্তমন্যং রহয়তীতি রহঃ। শয়নীয়-প্রতিশয্যিকয়োঃ শয়নাচ্ছয়নম্। অন্যব্যাপারেষু মোহনাদৈচিত্ত্যকরণান্মোহন-মিতি ॥ ৬৪ ॥

প্রমাণকালভাবজানাং সম্প্রয়োগাণামেকৈকস্য নববিধত্বাত্তেষাং ব্যতিকরে সুরতসংখ্যা ন শক্যতে কর্তুমতিবহুত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

টীকা। প্রমাণ কাল-ভাবজানাং ত্রয়াণাং রতানামেকৈকস্য নববিধত্বাৎ সমুদায়েন সপ্তবিংশতিঃ। দ্বিবিধং রতম্,—শুদ্ধং সংকীর্ণং চ। তত্র শুদ্ধস্যা-সম্ভবাৎ সঙ্কীর্ণমেব যুক্তমভিধাতুমিতি মন্যমানঃ শাস্ত্রকার আহ ;—তেষামিতি। সপ্তবিংশতিসংখ্যানাং ব্যতিকরে সংযোগে। তত্রাপি ন দ্বাভ্যাম্, অসম্ভবাৎ ; ত্রিভিরেব ব্যতিকরঃ। সুরতসংখ্যা ন শক্যতে বক্তুং প্রত্যেকনির্দ্দেশেনাতি-বহুত্বাৎ। তেষু হি প্রত্যেকং নির্দ্দিশ্যমানেষু গ্রন্থগৌরবং স্যাৎ। সংক্ষেপেণ চ শিষ্যমাণস্য প্রয়োজনং নাস্তি। তস্মাৎ পূর্ব্বসংখ্যয়ৈব যোজনীয়মিত্যভিপ্রায়ঃ। তত্র সমং বিষমং চ সঙ্কীর্ণকম্। তদ্‌যথা ;—শশস্য মন্দশীঘ্রবেগস্য মৃগ্যা তথা-বিধয়া, শশস্য মন্দমধ্যবেগস্য মৃগ্যা তথাবিধয়া, শশস্য মন্দচিরবেগস্য মৃগ্যা তথাবিধয়া, শশস্য মধ্যশীঘ্রবেগস্য মৃগ্যা তথাবিধয়া, শশস্য মধ্য-মধ্য বেগস্য মৃগ্যা তথাবিধয়া, শশস্য মন্দচিরবেগস্য মৃগ্যা তথাবিধয়া, শশস্য চণ্ড-শীঘ্রবেগস্য মৃগ্যা তথাবিধয়া, শশস্য চণ্ডমধ্যবেগস্য মৃগ্যা তথাবিধয়া, শশস্য চণ্ডচিরবেগস্য মৃগ্যা তথাবিধয়া, ইতি সদৃশসম্প্রয়োগে সমানি নব সঙ্কীর্ণরতানি। এষামেব নবানাং শশানামেকৈকস্য সদৃশীং মৃগীমেকাং ত্যক্ত্বা শেষাভিরতথাবিধাভি-রষ্টাভির্যোগে দ্বাসপ্ততিরিতি বিষমাণি সঙ্কীর্ণরতানি। যথা শশস্য নবপ্রকারস্য নবপ্রকারয়া তথাবিধয়া বড়বয়া বিষমাণি নব সঙ্কীর্ণরতানি। অতথাবিধাভি-রষ্টাভির্যোগে দ্বাসপ্ততিরিতি বিষমাণ্যেব। এবং হস্তিন্যাং তাবন্ত্যেব বিষমাণ্যতি বিষমাণি চেতি সংক্ষেপেণ শশস্য ত্রিচত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ম্ (২৪৩)। তাবদেব বৃষস্যাশ্বস্য চ। সমুদায়েন চৈকোনত্রিংশৎসপ্তশতানি (৭২৯) ॥ ৬৫ ॥

তেষু তর্কাদুপচারান্‌ প্রযোজয়েদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৬৬ ॥

টীকা। সংকীর্ণরতেষু বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নেষু তর্কাদুপচারান্‌ যোজয়েৎ। যথা প্রমাণকালভাবজেষু যে যথাযথমালিঙ্গনাদয় উপচারাস্তান্‌ রহয়িত্বা সঙ্কীর্ণানেব যোজয়েৎ, তথা তৎ সমরতমেব প্রাযত্রিকং স্যাদিত্যর্থঃ। অত্র বাভ্রবীয়াঃ শ্লোকাঃ ;—'পৌরুষং মেহনং যত্র মেহনে পরিঘৃষ্যতে। ভাবকালৌ সমানৌ চ তদ্রতং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥ ভিদ্যতে মেহনং যত্র ঘৃষ্যতে চ ন সর্ব্বশঃ। বিষমো কালভাবৌ চ কনিষ্ঠং তদুদাহৃতম্‌॥ সুরতং সর্ব্বসাম্যে স্যাদ্বিষমো দূরতং স্মৃতম্‌। মধ্যমানি তু সর্ব্বাণি তেষু চান্তর্ব্বলাবলম্‌॥ বলীয়ান সর্ব্বতঃ কালঃ কালেঽপি হি শশোঽপি সন্‌। সংস্পৃশত্যেব সর্ব্বত্র হস্তিনীমেহনোদরম্‌॥ এবং বাজী বিরুধ্যেত মৃগীকালপ্রকর্ষতঃ। তস্মাৎ প্রমাণমেবান্তর্ব্বলীয়ঃ সর্ব্বতঃ পরে॥ বলীয়ান্‌ বেগ ইত্যন্যে যস্মাদশ্বোঽপ্যবেগবান্‌। নৈব সাধয়িতুং শক্তো বেগঃ কালপ্রকর্ষণঃ॥ এবং তু নৈব খিদ্যেত মন্দবেগাপি নায়িকা। যথাবিষয়মেতাসাং তস্মাজ্‌জ্ঞেয়ং বলাবলম্‌॥ হীনো ভাবপ্রমাণাভ্যাং বেগবান্‌ কালবর্জ্জিতঃ। কালপ্রমাণহীনশ্চ তত্র শেষেণ সাধয়েৎ॥' ইতি ॥ ৬৬ ॥

প্রথমরতে চণ্ডবেগতা শীঘ্রকালতা চ পুরুষস্য তদ্বিপরীতমুত্তরেষু। যোষিতঃ পুনরেতদেব বিপরীতম্‌। আ ধাতুক্ষয়াৎ ॥ ৬৭॥

প্রাক্‌ চ স্ত্রীধাতুক্ষয়াৎ পুরুষধাতুক্ষয় ইতি প্রায়োবাদঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকা। তত্র স্বভাবতো যো যস্য ভাবঃ কালশ্চ, স ভাবান্তরং কালান্তরং চ যদা প্রতিপদ্যতে তদা ভাবকালান্তরসংক্রান্তিঃ। তাং দর্শয়িতুমাহ।—শীঘ্রমধ্যচিরবেগানাং মন্দমধ্যচণ্ডবেগানামন্তমস্য প্রকৃতিস্থস্য প্রথমরতে স্বভেদাপেক্ষয়া শীঘ্রবেগতা চণ্ডবেগতা চ দ্রষ্টব্যা। তদানীং প্রবৃদ্ধত্বাদ্রাগশ্চণ্ডায়মানো দ্রুতং প্রশাম্যতি। তদ্‌ যথা,—চিরচণ্ডবেগস্য প্রথমরতে মধ্যবেগতা চণ্ডতরবেগতা চ কালভাবাভ্যাম্‌, মধ্যমধ্যবেগস্য শীঘ্রবেগতা চণ্ডবেগতা চ, শীঘ্রমন্দবেগস্য শীঘ্রতরবেগতা মধ্যবেগতা চ, শীঘ্রমধ্যবেগস্য শীঘ্রতরবেগতা চণ্ডবেগতা চ, শীঘ্রমন্দবেগস্য শীঘ্রতরবেগতা চণ্ডতরবেগতা চ, মধ্যমন্দবেগস্য শীঘ্রবেগতা

মধ্যবেগতা চ, মধ্যচণ্ডবেগস্য শীঘ্রবেগতা চণ্ডতরবেগতা চ, চিরমন্দবেগস্য কালভাবাভ্যাং [মধ্যবেগতা] মন্দমধ্যবেগতা চ, চিরমধ্যবেগস্য মধ্যবেগতা চণ্ডবেগতা চ ; ইতি নব প্রথমরতে সংক্রান্তিরতানি। তদ্বিপরীতমুত্তরেষ্বিতি প্রথমরতে যদুক্তং, তস্য বিপরীতং দ্বিতীয়াদিষু রতেষ্বিত্যর্থঃ। তত্র কামস্যৈক-গুণত্বাৎ পুরুষস্য প্রশান্তরাগত্বাদ্দ্বিতীয়ে রতে প্রকৃতিস্থৈব ভাবকালান্তরসংক্রান্তিঃ যোষিতঃ পুনরেতদেব বিপরীতমিতি। অত্রাপি প্রকৃতিস্থায়াঃ প্রথমরতে স্বভেদাপেক্ষয়া চিরবেগতা মন্দবেগতা চ দ্রষ্টব্যা। তস্যা অষ্টগুণো হি রাগো নিসর্গাদেব প্রথমরতে ন সন্ধুক্ষতে। ততশ্চ তদানীং মন্দায়মানশ্চিরেণ প্রশাম্যতি। তদ্যথা—চিরচণ্ডবেগায়াঃ প্রকৃতিস্থায়াশ্চিরতরবেগতা মধ্যবেগতা চ কালভাবাভ্যাম্, মধ্য-[মধ্য-] বেগায়াশ্চিরবেগতা মন্দবেগতা চ শীঘ্রমন্দ-বেগায়া মধ্যবেগতা মন্দবেগতা চ, ইত্যেবং শেষাস্বপি ষট্সু যোজ্যম্। তদ্বি-পরীতমুত্তরেষু দ্বিতীয়ে রতে প্রকৃতিস্থৈব সংক্রান্তিঃ। ততঃ শনৈঃশনৈঃ সন্ধুক্ষণাৎ প্রবর্দ্ধমানরাগবেগয়োঃ স্বভেদাপেক্ষয়া তৃতীয়াদিরতেষু শীঘ্রতরতম-বেগতাদয়শ্চণ্ডতরতমবেগতাদয়শ্চ ধর্ম্মাঃ। যাবচ্ছুক্রধাতুক্ষয়ঃ। ইতি স্ত্রীপুংসয়োঃ-স্তুল্যো, ধাতুক্ষয়ে বিশেষঃ, যৎ পুরুষস্য ধাতোরেকগুণত্বাদ্যোষিতশ্চ পশ্চাদষ্ট-গুণত্বাত্তদাহ ;—প্রাক্ চেতি। প্রায়োবাদ ইতি ন পুংভির্বামলোচনা তৃপ্যতীতি। প্রমাণান্তরং সংক্রান্তিং চ যোষিতো জঘনপ্রসারণাদ্বাহ্বংসাভ্যাং পুরুষস্য চ বৃদ্ধিবিধিনা ॥ ৬৭ । ৬৮ ॥

> মৃদুত্বাদুপমৃদ্যত্বান্নিসর্গাচ্চৈব যোষিতঃ।
> প্রাপ্নুবন্ত্যাশু তাঃ প্রীতিমিত্যাচার্য্যা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬৯ ॥

টীকা। শীঘ্রমধ্যচিরবেগা নায়িকা ইত্যুক্তম্। কাঃ পুনস্তা ইত্যাহ—নিসর্গাৎ স্বভাবতো যাঃ স্ত্রিয়ো মৃদ্বঙ্গ্যঃ, অমৃদ্বঙ্গ্যোঽপি যাশ্চুম্বনাদিভির্বাহ্যৈরান্তরৈশ্চাঙ্গুলি-কর্ম্মাদিভিরুপমৃদ্যন্তে, তাঃ শীঘ্রতরং প্রীতিং প্রাপ্নুবন্তি। তাঃ শীঘ্রবেগা ইত্যর্থঃ। তদ্বিপর্য্যয়ে তা মধ্যচিরবেগা ইত্যর্থ ইত্যুক্তম্। তথা পুরুষোঽপীতি তত্র

মৃদুত্বং স্বাভাবিকং লক্ষণম্। শেষং কৃত্রিমম্। ইত্যাচার্য্যা ব্যবস্থিতা ইতি সর্ব্বেষামেতদেব মতম্, অব্যভিচারিত্বাৎ॥ ৬৯॥

এতাবদেব যুক্তানাং ব্যাখ্যাতং সাম্প্রয়োগিকম্।
মন্দানামববোধার্থং বিস্তরোঽতঃ প্রবক্ষ্যতে॥ ৭০॥

টীকা। রতাবস্থাপনমাত্রেণ সাম্প্রয়োগিকং সংক্ষেপেণ ব্যাখ্যাতম্। যুক্তা ইতি প্রাজ্ঞাঃ শাস্ত্রেণ বিদিত্বালিঙ্গনাদীনুপচারানুৎপ্রেক্ষ্য যোজয়ন্তি ন মন্দবুদ্ধয় ইতি তদেবাবাপোদ্বাপার্থং বিস্তরাভিধানম্। প্রমাণকালভাবেভ্যো রতাবস্থাপনং নাম প্রকরণম্॥ ৭০॥

অভ্যাসাদভিমানাচ্চ তথা সম্প্রত্যয়াদপি।
বিষয়েভ্যশ্চ তন্ত্রজ্ঞাঃ প্রীতিমাহুশ্চতুর্বিধাম্॥ ৭১॥

টীকা। যথা ত্রিধা রতমবস্থাপিতং, তথা স্থূলসূক্ষ্মরূপাভ্যাং প্রীতিরপি ব্যবস্থাপিতা; কিন্তু তদ্ব্যতিরেকেণান্যা অপি প্রীতয়োঽস্মিঞ্ছাস্ত্রে সম্ভবন্তীতি দর্শনার্থম্ প্রীতিবিশেষা উচ্যন্তে;—'অভ্যাসাৎ' ইত্যাদিনা। তন্ত্রজ্ঞাঃ কাম-সূত্রজ্ঞাঃ॥ ৭১॥

শব্দাদিভ্যো বহির্ভূতা যা কর্ম্মাভ্যাসলক্ষণা।
প্রীতিঃ সাঽভ্যাসিকী জ্ঞেয়া মৃগয়াদিষু কর্ম্মসু॥ ৭২॥

টীকা। আসাং লক্ষণমাহ;—'শব্দাদিভ্যঃ' ইত্যাদিনা। 'কর্ম্মসু ক্রিয়-মাণেষু তত্রত্যাঞ্ছব্দাদিবিষয়ানাশ্রিত্য যা স্যাৎ, সা বিষয়প্রীতিরেব; যা তু কর্ম্মা-ভ্যাসলক্ষণা। কর্ম্মণাং পুনঃপুনরনুষ্ঠানমভ্যাসঃ। তেন লক্ষ্যমাণত্বাত্তল্লক্ষণা প্রীতিঃ সক্তিঃ। সাভ্যাসেন নির্ব্বৃত্তাভ্যাসিকী কর্ম্মাশ্রয়কলাব্যাসক্তানাং ভবতি। যদাহ;—মৃগয়াদিম্বিতি। আখেটকং মৃগয়া ব্যায়ামিকী বিদ্যা আদিশব্দ-গ্রহণাৎ গীতবাদ্যচিত্রপত্রচ্ছেদ্যাদ্যুপসংগ্রহঃ॥ ৭২॥

অনভ্যস্তেম্বপি পুরা কর্ম্মস্ববিষয়াত্মিকা।
সঙ্কল্পাজ্জায়তে প্রীতির্যা সা স্যাদাভিমানিকী॥ ৭৩॥

টীকা। পুরা পুর্ব্বং কর্ম্মস্বনভ্যস্তেম্বপীত্যপি-শব্দাদভ্যস্তেম্বপীতি। যেনাপি মৃগয়াকর্ম্ম নাভ্যস্তমভ্যস্তং বা, সোঽপি তৎ কর্ম্ম কৃত্বা মনসা সুখায়তে। আভ্যাসিকী তু কর্ম্মাভ্যাসাদেবেতি বিশেষঃ। অবিষয়াত্মিকেতি। নাপি বিষয়েভ্যঃ শব্দাদিভ্য আত্মলাভোঽস্যা ইত্যর্থঃ। কুতস্তর্হীত্যাহ ;—সঙ্কল্পাজ্জায়ত ইতি। মনসঃ সঙ্কল্পাত্মকত্বান্মানসীত্যর্থঃ। সা চৈবংবিধাভিমানিকীত্যুচ্যতে। অভিমানোঽহঙ্কারঃ ; স প্রয়োজনমস্যা ইতি ॥ ৭৩ ॥

প্রকৃতের্যা তৃতীয়স্যাঃ স্ত্রিয়াশ্চৈবোপরিষ্টকে।
তেষু তেষু চ বিজ্ঞেয়া চুম্বনাদিষু কর্ম্মসু ॥ ৭৪ ॥

টীকা। সা কথমস্মিঞ্ছাস্ত্রে সম্ভবতীত্যাহ—তৃতীয়া প্রকৃতির্নপুংসকং তস্যাঃ স্ত্রিয়াশ্চ মুখচপলায়াঃ প্রযুক্ত্যা ঔপরিষ্টিকে মুখে জঘনকর্ম্মণ্যভ্যস্তেঽপি বিজ্ঞেয়া। প্রয়োজয়িতুঃ পুনঃ কায়িকী বিষয়প্রীতিঃ। তেষু তেষু চেতি। স্বভেদভিন্নেষু চুম্বনাদিষু। আদি-শব্দাদালিঙ্গন-নখরদনচ্ছেদ্যগ্রহণনেম্বভ্যস্তেম্বনভ্যস্তেম্বপি-রতিকালে প্রয়োক্তুর্ম্মানসী প্রীতিঃ, যস্যা অপি প্রযুজ্যন্তে তস্যা অপি তত্র তত্র স্থানে প্রযুজ্যমানেষু রাগসঙ্কল্পবশান্মানসী প্রীতির্ন কায়িকী ; স্পর্শমাত্রসংবেদনাৎ ; দুঃখাভিভূতে তু কায়ে তৎপ্রীতিকারণাভাবাৎ সা ন কায়িকী ॥ ৭৪ ॥

নান্যোঽয়মিতি যত্র স্যাদন্যস্মিন্ প্রীতিকারণে।
তন্ত্রজ্ঞৈঃ কথ্যতে সাপি প্রীতিঃ সম্প্রত্যয়াত্মিকা ॥ ৭৫ ॥

টীকা। স এবায়মিত্যর্থঃ। যত্র ক্বচন অন্যস্মিন্নিত্যপূর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে পুংসি, স্ত্রিয়াং বা স এবায়মিতি পূর্ব্বপ্রীত্যধ্যারোপনায়াঃ স্ত্রিয়াঃ, পুংসো বা চিত্তবৃত্তিঃ প্রীতিকারণম্ ইতি প্রীতিহেতাবধ্যারোপণনিবন্ধনমেতৎ। পূর্ব্বপ্রীতস্য যে গুণাঃ প্রীতিহেতবস্তেঽত্রাপি সন্তীতি দর্শয়তি। এবঞ্চ সা পূর্ব্বপ্রীতিঃ সম্প্রত্যয়াদুৎপন্নস্বভাবত্বাৎ সম্প্রত্যয়াত্মিকা তন্ত্রজ্ঞৈঃ কামসূত্রবিদ্ভিঃ কথ্যতে। তথা চ 'প্রিয়সাদৃশ্যং গমনকারণম্' ইতি বক্ষ্যতি ॥ ৭৫ ॥

প্রত্যক্ষা লোকতঃ সিদ্ধা যা প্রীতির্বিষয়াত্মিকা।
প্রধানফলবত্ত্বাৎ সা তদর্থাশ্চেতরা অপি ॥ ৭৬ ॥

টীকা। শব্দাদিবিষয়াননুকূলানালভ্য শ্রোত্রাদিদ্বারেণ যা প্রীতিরুৎপদ্যতে, সা বিষয়ব্যবসায়ানুগতত্বাৎ প্রত্যক্ষা সতী লোকত এব সিদ্ধত্বান্নাত্র লক্ষণাভিনিবেশঃ। সা চৈবংবিধা নৈমিত্তিকনাগরবৃত্তের্দ্রষ্টব্যা, প্রধানফলবত্ত্বাৎ। সেতি সাক্ষাদ্বিষয়োপভোগফলেন যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। ইতরা অপি তিস্রস্তদর্থাশ্চেতি। বিষয়প্রীত্যর্থা এব, তদঙ্গত্বাৎ। চ শব্দ এবকারার্থঃ ॥ ৭৬ ॥

প্রীতিরেতাঃ পরামৃশ্য শাস্ত্রতঃ শাস্ত্রলক্ষণাঃ।
যো যথা বর্ত্ততে ভাবস্তং তথৈব প্রযোজয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে প্রমাণ-কাল-ভাবেভ্যো রতাবস্থাপনং প্রীতিবিশেষাঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

টীকা। চতস্রঃ শাস্ত্রতঃ পরামৃশ্য নিরূপ্য। শাস্ত্রলক্ষণা ইতি। তেষু তেষু স্থানেষু শাস্ত্রেণানেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ। যো যথা বর্ত্ততে ভাব ইতি কর্ম্মাভ্যাসাদীনাং চতুর্ণাং প্রকারাণাং যেন প্রকারেণ যোঽভিপ্রায়ো বর্ত্ততে, স তেনৈব প্রকারেণ বর্ত্তয়েৎ, তজ্জন্যপ্রীত্যর্থমেব। তথা হি ;—অতথাপ্রবর্ত্তনাদনীপ্সিতা প্রীতিরপ্রীতিরেব স্যাৎ। ইতি প্রীতিবিশেষাঃ প্রকরণম্ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধানায়াং বিদগ্ধাঙ্গনাবিরহকাতরেণ গুরুদত্তেন্দ্রপাদাভিধানেন যশোধরেণৈকত্রকৃতসূত্রভাষ্যায়াং সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে প্রমাণকালভাবেভ্যো রতাবস্থাপনং প্রীতিবিশেষাঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।



সম্প্রয়োগাঙ্গং চতুঃষষ্টিরিত্যাচক্ষতে, চতুঃষষ্টিপ্রকরণত্বাৎ ॥ ১ ॥

টীকা। এবং রতমবস্থাপ্য তদঙ্গভূতাং চতুঃষষ্টিং নির্দ্দিদিক্ষুরাহ—সম্প্রয়োগস্য চতুঃষষ্ট্যাত্মকত্বাত্তস্যাঙ্গং চতুঃষষ্টিরিত্যাচক্ষতে পূর্ব্বাচার্য্যাস্তস্মাত্তাং বক্ষ্যামঃ ॥ ১॥

শাস্ত্রমেবেদং চতুষষ্টিরিত্যাচার্য্যবাদঃ ॥ ২ ॥

টীকা। তত্র চতুঃষষ্টিশব্দঃ শাস্ত্রে তদেকদেশে বা বর্ত্ততে, উভয়থাপি ব্যবহারাঙ্গমিতি দর্শয়ন্নাহ—শাস্ত্রমেবেদমিতি। চতুষষ্টিরিতি শাস্ত্রমাহ; তচ্চ সম্প্রয়োগস্যাঙ্গম্। তদুপায়স্য তন্ত্রাবাপাখ্যস্য প্রকাশনাৎ। আচার্য্যবাদ ইতি। শব্দাবিদো হ্যাচার্য্যা এবংবিধম্ এব কিঞ্চিন্নিমিত্তমাশ্রিত্য চতুঃষষ্টিশব্দস্য প্রবৃত্তিং বদন্তি ॥ ২ ॥

কলানাং চতুঃষষ্টিত্বাত্তাসাং চ সম্প্রয়োগাঙ্গভূতত্বাৎ কলাসমূহো বা চতুঃষষ্টিরিতি ॥ ৩ ॥ ঋচাং দশতয়ীনাঞ্চ সংজ্ঞিতত্বাৎ ইহাপি তদর্থসম্বন্ধাৎ। পঞ্চালসম্বন্ধাচ্চ বহ্বৃচৈরেষা পূজার্থং সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিতেত্যেকে ॥ ৪ ॥

টীকা। তচ্চেহাপ্যস্তীতি শাস্ত্রৈকদেশে বা বিদ্যাসমুদ্দেশে বর্ত্তত ইত্যাহ—অত্র হি গীতাদয়ঃ কলাশ্চতুঃষষ্টিরুক্তাঃ। ততস্তৎসমূহো বা সম্প্রয়োগাঙ্গম্। চতুঃষষ্টিঃ সাম্প্রয়োগিকে বা শাস্ত্রৈকদেশে বর্ত্ততে। তত্র হি পাঞ্চালিকী চতুঃষষ্টিঃ কথ্যতে। কথং তাশ্চতুঃষষ্টিরিত্যাহ;—দশতয়ীনাং চেতি। দশাবয়বা মণ্ডলানি যাসামৃচাম্—ইত্যবয়বে তয়প্। দশতয্যস্তাশ্চতুঃষষ্টিরিতি সংজ্ঞিতাঃ। ইহাপীতি সম্প্রয়োগাঙ্গে। তদর্থসম্বন্ধাদিতি দশাবয়বমণ্ডলার্থসম্বন্ধাৎ। চতুঃষষ্টিরিতি সংজ্ঞা প্রবর্ত্তত ইতি সম্বন্ধঃ। সম্প্রয়োগাঙ্গং হি দশাবয়বম্। যথো-

ভম্‌ ;—'আলিঙ্গনং চুম্বনদন্তকর্ম্ম, নখক্ষতং সীৎকৃতপাণিঘাতম্‌। সম্বেশনং চোপসৃতৌপরিষ্টং, নরায়িতং চেতি দশাঙ্গমাহুঃ॥' ইতি। পঞ্চালসম্বন্ধাচ্চ প্রবর্ত্তিতা। পঞ্চালেন মহর্ষিণা ঋগ্বেদে চতুঃষষ্টির্নিগদিতা। বাভ্রব্যেণাপি পাঞ্চালেন স্বকৃতে সাম্প্রয়োগিকেঽধিকরণে আলিঙ্গনাদয় উক্তাঃ। ততশ্চ দ্বয়োরপ্যেকগোত্রনিমিত্তসমাখ্যেন পাঞ্চালেন নিগদনাৎ সম্বন্ধোঽস্তি। পূজার্থেতি। উভয়োরপি পক্ষয়োর্ঋগ্বেদৈকদেশবর্ত্তিন্যপি সংজ্ঞা বহুবৃচৈরশিষ্টাচারৈরালিঙ্গনাদিষু পূজার্থা প্রবর্ত্তিতেতি কেচিদাহুঃ। তৎপূজাং চ বক্ষ্যতি—'বিদ্বদ্ভিঃ পূজিতামেতাং খলৈরপি সুপূজিতাম্‌। পূজিতাং গণিকাসঙ্ঘৈর্নন্দনীং কো ন পূজয়েৎ॥" ইতি॥৩।৪॥

আলিঙ্গন-চুম্বন-নখচ্ছেদ্য-দশনচ্ছেদ্য-সম্বেশন-সীতকৃত-পুরুষায়িতৌপরিষ্টিকানামষ্টানামষ্টধা বিকল্পভেদাদষ্টাবষ্টকাশ্চতুঃষষ্টিরিতি বাভ্রবীয়াঃ॥ ৫॥

টীকা। আলিঙ্গনেত্যাদি। বাভ্রব্যস্য শিষ্যাঃ পুনরন্বর্থতামাহুঃ;—অষ্টধা বিকল্পভেদাদিতি। একৈকস্যাষ্টধা বিকল্পভেদাদিত্যর্থঃ। ততশ্চাষ্টৌ সন্তোঽষ্টগুণা অষ্টাবষ্টকাশ্চতুঃষষ্টিঃ॥ ৫॥

বিকল্পবর্গাণামষ্টানাং ন্যূনাধিকত্বদর্শনাৎ প্রহণন-বিরুতপুরুষোপসৃপ্ত-চিত্ররতাদীনামন্যেষামপি বর্গাণামিহ প্রবেশনাৎ প্রায়োবাদোঽয়ম্‌। যথা সপ্তপর্ণো বৃক্ষঃ, পঞ্চবর্ণো বলিরিতি বাৎস্যায়নঃ॥ ৬॥

টীকা। বিকল্পেতি। ন্যূনাধিকত্বদর্শনাদিতি। আলিঙ্গনাদীনাং যে বিকল্পবর্গা বক্ষ্যমাণাস্তেষাং কস্যচিদূনত্বং দৃশ্যতে পুরুষায়িতস্য, কেষাঞ্চিদাধিক্যমেবালিঙ্গনাদীনাম্‌। ততশ্চ নাষ্টাবষ্টাবেব, বিকল্পবর্গাণামষ্টানাং ন্যূনাধিকত্বদর্শনাৎ। অন্যেষামপীতি প্রকৃতত্বাচ্চুম্বনাদীনাম্‌। তেভ্যোঽন্যেষামপি প্রহণন-বিরুতপুরুষোপসৃপ্ত-চিত্ররতাদীনামিতি সম্বন্ধঃ; ন তু প্রহণনাদিভ্যশ্চতুর্ভ্যোঽন্যেষামপীতি, তেষামসম্ভবাৎ। ইহেতি অষ্টবর্গে প্রবেশনাদেতান্যপি হি সম্প্র-

য়োগোহপেক্ষতে। ততশ্চ নাষ্টাবেবাষ্টধা। কথং তর্হ্যক্তমিত্যাহ;—প্রায়োবাদোহয়মিতি। প্রায়িকমেতদ্বচনম্। কথমিত্যাহ—যথেতি। পর্ণানাং ন্যূনত্বেহপি, পর্ণানাং চ বহুত্বেহপি বাহুল্যেন ক্বচিদ্দর্শনাত্তদ্ব্যপদেশো রূঢ়িবশাৎ। তথাষ্টানাং বাহুল্যোনাষ্টধা ভেদাত্তদ্ব্যপদেশেনাষ্টাবেবাষ্টধেতি ॥ ৬ ॥

তত্রাসমাগতয়োঃ প্রীতিলিঙ্গদ্যোতনার্থমালিঙ্গনচতুষ্টয়ম্—স্পৃষ্টকম্, বিদ্ধকম্ উদ্‌ঘৃষ্টকম্, পীড়িতকম্ ইতি ॥ ৭ ॥

টীকা। তত্র শাস্ত্রস্য চতুঃষষ্ট্যা প্রস্তুতত্বাৎ, কলাসমূহস্য চ বিদ্যাসমুদ্দেশে সমুদ্দিষ্টত্বাৎ পাঞ্চালিকীং চতুঃষষ্টিমাহ। তত্রালিঙ্গনপূর্ব্বকত্বাচ্চুম্বনাদীনামালিঙ্গনক্রিয়া উচ্যন্তে। বিচারাশ্চ কালস্বরূপাভ্যাম্। তত্রালিঙ্গনমসমাগতে সমাগতে চ। তত্র পূর্ব্বমধিকৃত্যাহ—অসমাগতযোরিতি। অসংঘটিতপূর্ব্বয়োঃ সংঘটিতয়োঃ। প্রীতিলিঙ্গদ্যোতনার্থমিতি। অনুরাগস্য লিঙ্গিনঃ স্পৃষ্টকাদি লিঙ্গম্, তৎপ্রকাশনাৎ। তদভিযোগকালে দ্রষ্টব্যম্। স্পর্শগোচরে সতি। তদভাবে দূতীসংক্রান্তকর্মাভিযোগিকং বক্ষ্যতি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বত্র সংজ্ঞার্থে নৈব কর্ম্মাতিদেশঃ ॥ ৮ ॥

টীকা। সর্ব্বত্রেতি। চুম্বনাদিষ্বপি সংজ্ঞার্থেন কর্ম্মাতিদেশ ইত্যন্বর্থতাং দর্শয়তি। স্পৃষ্টকাদিসংজ্ঞানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তার্থঃ স্পর্শনাদিকঃ। তেনৈব কর্ম্মাতিদেশ ইদমেব কার্য্যমিতি ॥ ৮ ॥

সম্মুখাগতায়াং প্রযোজ্যায়ামন্যাপদেশেন গচ্ছতো গাত্রেণ গাত্রস্য স্পর্শনং স্পৃষ্টকম্ ॥ ৯ ॥

টীকা। সম্মুখাগতায়ামিতি। নায়িকায়ামভিমুখমাগতায়াম্। প্রযোজ্যায়ামিতি। আলিঙ্গনাদি প্রযোজয়িতুং তত্র বা প্রয়োক্তুং যা শক্যতে। অন্যাপদেশেনেতি। অন্যদপদিশ্যাগচ্ছতঃ প্রযোক্তুঃ।—যথান্যো ন জানাতি, বুদ্ধিকারিতমস্যেতি। গাত্রেণ স্বস্য,গাত্রস্য প্রযোজ্যায়াঃ স্পর্শনমিতি সংজ্ঞান্বেন। কর্ম্মাতিদিশতি। স্পৃষ্টকমিতি 'নপুংসকে ভাবে ক্তঃ'। পশ্চাৎ 'সংজ্ঞায়াং কন্' এবমুত্তরত্রাপি যোজ্যম্। অস্যাঃ সম্মুখাগতেন নায়কেনাপি ॥ ৯ ॥

প্রযোজ্যং নায়িকা স্থিতমুপবিষ্টং বা বিজনে কিঞ্চিদ্ গৃহ্ণতী পয়োধরেণ বিধ্যেৎ। নায়কোঽপি তামবপীড্য গৃহ্ণীয়াদিতি বিদ্ধকম্ ॥ ১০ ॥

টীকা। নায়িকা প্রয়োক্ত্রী প্রযোজ্যং নায়কং স্থিতমুপবিষ্টং বা ন গচ্ছেৎ, তৎপ্রয়োক্তুরপ্রয়োগাৎ। ন সন্দিষ্টম্, অসঙ্গতত্বাৎ। বিজনে। অন্যত্র তু স্তন-প্রদর্শনস্যাপি দুর্লভত্বাৎ। অথ ব্যধনোপায়মাহ;—কিঞ্চিদিতি। তদ্ধস্তাৎ তৎসমীপে বা কিঞ্চিদর্থজাতমাদদানা। পয়োধরেণেতি। শৃঙ্গারিত্বাৎস্তনগ্রহণ-নস্য। স্বেনাং শকৃষ্টাদিনাপবিধ্যেদিতি বক্ষসি পৃষ্ঠপার্শ্বয়োর্ব্বা যথাসম্ভবং প্রাপ্তে-ষঙ্গেষু সা তমাক্ষিপেদিত্যর্থঃ। নায়কোঽপ্যপবিধ্যমানস্তাং তথা রহসো ব্যাপ্রিয়মাণাং পার্শ্বয়োস্তদ্ভাবিত্বাৎ স্তনপ্রস্বণস্য স্বেনাংসকূটেনাপবিধ্যেদিতি বক্ষসি পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োরেকেন বাহুপাশেন পুরস্তাদ্দ্বাভ্যাং পৃষ্ঠতশ্চ প্রতিনিবৃত্তা-ভ্যামবপীড্য গৃহ্ণীয়াৎ। যথাকথঞ্চিদনুরাগং ময়ি যদি প্রকাশেত, মামপবিধ্য-তীতি। এবঞ্চ দ্বয়োঃ স্তনস্থানল্পবদস্তঃপ্রাবিষ্টত্বাদ্বিদ্ধকং ভবতীতি। ক্ষেপণং তু কেবলমপবিদ্ধকং নাম তদেকত্বাদত্রৈবান্তর্গতম্। অস্য নায়িকের প্রয়োক্ত্রী। বিদ্ধকস্যোভয়জন্যত্বাদ্দ্বাবপি। তথা চোক্তং;—"বিচেষ্টিতাঽপাবিধ্যেত কামিনী স্তনশালিনী। বিদ্ধকেনেতরস্তত্র কচাকর্ষণকর্ম্মণি ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

তদুভয়মনতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োঃ ॥ ১১ ॥

টীকা। তদুভয়মিতি। স্পৃষ্টকং বিদ্ধকঞ্চ। অনতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োরেবা-সমাগতয়োঃ। তত্রোভয়স্য সাধয়িতুং শক্যত্বাৎ। অতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োস্তু ন সিদ্ধমেব। অপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োঃ পুনঃ সাধয়িতুমশক্যত্বাদশক্যমেব বিজ্ঞেয়ম্ ॥ ১১ ॥

তমসি, জনসম্বাধে, বিজনে বাথ শনৈর্গচ্ছতোর্নাতিহ্রস্বকাল-মুদ্ঘর্ষণং পরস্পরস্য গাত্রাণামুদ্ঘৃষ্টকম্ ॥ ১২ ॥

টীকা। জনসম্বাধ ইতি। জনসঙ্কুলে। অন্ধকারাদিষু শঙ্কাভাবাৎ প্রয়োগ-

সৌকর্য্যম্। তথা শনৈর্গমনমপি যুক্তম্ ; এবঞ্চ সতি নাতিহ্রস্বকালং চিরকাল-মুদ্ঘর্ষণং সিদ্ধং ভবতি। পরস্পরস্যেতি। নায়কগাত্রেণ নায়িকাগাত্রস্য তদ্গাত্রেণ চেতরগাত্রস্য ঘর্ষণমুদ্ঘৃষ্টকমুভয়জন্যম্। একনিষ্পাদ্যন্তু ঘৃষ্টকং নাম-তত্রৈবান্তর্গতম্ ॥ ১২ ॥

তদেব কুড্যসন্দংশেন স্তম্ভসন্দংশেন বা স্ফুটকমবপীড়য়েদিতি পীড়িতকম্ ॥ ১৩ ॥

টীকা। তদেবেতি। উদ্ঘৃষ্টকং পীড়িতকঞ্চ ভবতি। কথমিত্যাহ ;— কুড্যসন্দংশেনেতি। সন্দংশ উভয়তো গ্রহণম্। অর্থান্নায়কঃ পরতঃ কুড্যং-স্তম্ভো বা। তেন স্ফুটকং দৃঢ়মবপীড়িতে সতি তৎপীড়িতকমেকজন্যমেব দ্বিবিধম্ ॥ ১৩ ॥

তদুভয়মবগতপরস্পরাকারয়োঃ ॥ ১৪ ॥

টীকা। উভয়মুদ্ঘৃষ্টকং পীড়িতকঞ্চ দ্রষ্টব্যম্। অবগতপরস্পরাকারয়োরি- গৃহীতান্যোন্যভাবয়োরসমাগতয়োঃ, পূর্ব্বস্মাদনয়োরধিকোপক্রমত্বাৎ ; অগৃহীতা-কারয়োস্তু নৈবেত্যর্থোক্তম্ ॥ ১৪ ॥

লতাবেষ্টিতকং বৃক্ষাধিরূঢ়কং তিলতণ্ডুলকং ক্ষীরনীরকমিতি চত্বারি সম্প্রয়োগকালে ॥ ১৫ ॥

টীকা। সম্প্রয়োগকাল ইতি। কৃতাঙ্গীকরণয়োস্তু সমাগতয়োঃ সম্প্রয়োগঃ। তৎকালে চত্বার্য্যুপগূহনানি। তত্রাদ্যয়োরেকজন্যত্বেঽপি নায়িকৈব প্রয়োক্ত্রী, তদনুরূপত্বাৎ। শেষয়োরুভয়জন্যত্বাদুভাবপি ॥ ১৫ ॥

লতেব শালমাবেষ্টয়ন্তী চুম্বনার্থং মুখমবনময়েৎ। উদ্ধৃত্য মন্দসীৎকৃতা তমাশ্রিতা বা কিঞ্চিদ্রামণীয়কং পশ্যেত্তল্লতাবেষ্টি-তকম্ ॥ ১৬ ॥

টীকা। লতেব শালমিতি। যথা লতা বৃক্ষমাবেষ্টয়তে, তদ্বন্নায়িকা নায়ক-

মূর্দ্ধস্থিতমভিমুখং কক্ষয়োঃ কণ্ঠে বাহুলতাভ্যামাবেষ্ট্যেতি চতুর্ব্বিধং লতাবেষ্টিতকম্। চুম্বনার্থিনী তন্মুখমবনময়েৎ, নায়কবৃক্ষস্যোচ্চত্বাৎ। তথা শ্লিষ্টাভ্যামেব বাহুপাশাভ্যাং তচ্ছরীরাবনমনান্মুখমবনামিতং ভবতি। অনেন প্রয়োগফলং দর্শয়তি। অত্র প্রযোজ্যং চুম্বনফলস্য বিবক্ষিতত্বান্মৌলম্। প্রয়োগস্য যদ্রাগস্য জননং বর্দ্ধনঞ্চ। মন্দসীৎকৃতেতি। সীৎকৃতং বক্ষ্যতি। তন্মন্দং যস্যাঃ। উল্বণস্য রাগকালভাবিত্বাৎ।—অনেন প্রয়োগসংস্কারমাহ। প্রয়োগান্তরপরিস্কৃতঃ সুতরাং মনোহারি স্যাৎ। তমাশ্রিতা বেতি দ্বিতীয়ং ফলম্। যদ্বা তথৈব নায়কমাশ্রিতা অন্যত্র আলেখ্যাদেঃ স্তনমুখস্য দশনপদাঙ্কিতস্য বা রামণীয়কমুন্মুখী পশ্যেত্তল্লতাবেষ্টিতমিব লতাবেষ্টিতকম্। প্রতিকৃতৌ কন॥ ১৬॥

চরণেন চরণমাক্রম্য দ্বিতীয়েনোরুদেশমাক্রমন্তী বেষ্টয়ন্তী বা তৎপৃষ্ঠসক্তৈকবাহুর্দ্বিতীয়েনাংসমবনময়ন্তী ঈষন্মন্দসীৎকৃতকূজিতা চুম্বনার্থমেবাধিরোঢুমিচ্ছেদিতি বৃক্ষাধিরূঢ়কম্॥ ১৭॥

টীকা। চরণেনেতি। স্বেন চরণেন নায়কস্য চরণমাক্রম্য দ্বিতীয়েন চরণেনোরুদেশপার্শ্বভাগেনাক্রমন্তী, যথা জঘনঘটনস্থানং সংশ্লিষ্টং স্যাৎ। তৎ বামদক্ষিণভেদাদ্বিবিধম্। বেষ্টয়ন্তী বেতি বহির্নীত্বা দ্বিতীয়োরুদেশ-পার্শ্বভাগমানয়েচ্চরণমিত্যর্থঃ। তদপি বামদক্ষিণভেদাদ্দ্বিবিধম্। দ্বাভ্যাঞ্চ যদাক্রমণমূর্ব্বোর্বেষ্টনং বা তদুভয়মপি বৃক্ষাধিরূঢকমত্রৈবান্তর্গতম্। সামান্যবিধিমাহ;—তৎপৃষ্ঠসক্তৈকবাহুরিতি। নায়কপৃষ্ঠে লতাবেষ্টনবল্লগ্ন একো বাহুর্ব্বামো দক্ষিণো বা যস্যাঃ দ্বিতীয়েন বাহুনা স্কন্ধভাগমবনময়ন্তী। ঈষদিতি। অনুরাগকালত্বাৎ। মন্দানি খিন্নানি শ্বসিতকাদীনি যস্যা ইত্যর্থঃ।—অনেন সম্প্রয়োগসংস্কারমাহ। অত্র সীৎকৃতং সীৎকরণমেব। কূজিতস্য লক্ষণং বক্ষ্যতি। চুম্বনার্থমেব, ন রামণীয়কদর্শনার্থম্। মনাগূরুব্যাবৃতস্যাসম্ভবাৎ। অধরপল্লবচুম্বনেনোরুব্যত্যাসেন প্রয়োগফলম্। বৃক্ষাধিরূঢকমিতি পূর্ব্ববৎ॥ ১৭॥

তদুভয়ং স্থিতকর্ম্ম॥ ১৮॥

টীকা। তদুভয়ং স্থিতকর্ম্মেতি। উর্দ্ধস্থিতয়োর্যত্র যোগঃ স্যাৎ, দ্বাভ্যাং রাগজননার্থং তাবদিদং কর্ম্ম ॥ ১৮ ॥

শয়নগতাবেবোরুব্যত্যাসং ভুজব্যত্যাসঞ্চ সসংঘর্ষমিব ঘনং সংস্বজেতে, তত্তিলতণ্ডুলকম্ ॥ ১৯ ॥

টীকা। শয়নগতাবেবেতি। অত্রোরুব্যত্যাসং ভুজব্যত্যাসং চোভ ক্রিয়া বিশেষণম্। ব্যত্যাসো বিপর্য্যাসঃ। তত্র বামপার্শ্বসুপ্তায়াঃ স্ত্রিয়া উর্ব্বন্তরে দক্ষিণপার্শ্বে সুপ্তঃ পুমান্ বামমূরুম্, দক্ষিণকক্ষান্তরে চ বামভুজং প্রবেশয়েৎ। যোষিদপি পুংসঃ। ইত্যেকো ব্যত্যাসঃ। ইতরপার্শ্বসুপ্তায়া স্ত্রিয়া উর্ব্বন্তরে বামপার্শ্বে সুপ্তঃ পুরুষো দক্ষিণোরুং বামকক্ষান্তরে চ দক্ষিণভুজং প্রবেশযেৎ যোষিদপি পুংসঃ ইতি দ্বিতীয়ে ব্যত্যাসঃ দ্বিতীয়স্য সংঘর্ষার্থমিব ঘনং নিরন্তরং সংস্বজেতে স্ত্রীপুংসাবুপগূহেতে ইতি। তিলতণ্ডুলকমিতি উরুভুজানাং তন্মস্থানাং তিলতণ্ডুলানামিবোর্দ্ধস্থিতা সম্মিশ্রণাৎ ॥ ১৯ ॥

রাগান্ধাবনপেক্ষিতাত্যয়ৌ পরস্পরমনুবিশত ইবোৎসঙ্গগতায়ামভিমুখোপবিষ্টায়াং শয়নে বেতি ক্ষীরজলকম্ ॥ ২০ ॥

টীকা। অনপেক্ষিতাত্যয়াবিতি। রাগান্ধত্বাদনপেক্ষিতাস্থিভঙ্গদোষৌ পরিষ্বজমানৌ পরস্পরমনুপ্রবিশত ইব। বাহুযন্ত্রেণাতিপীড়নান্মৃৎপিণ্ডাবিব ক্ষীরোদকবচ্চ তাদাত্ম্যং প্রতিপদ্যেতে ইব। যথোক্তম্ ;—‘ভাবাসক্তাঃ কামুকাঃ কামিনীনামিচ্ছন্ত্যঙ্গেষ্বস্তসীব প্রবেষ্টুম্।’ ইতি। কথমিদং নিষ্পদ্যত ইত্যাহ ;—উৎসঙ্গগতায়ামিতি। নায়কোৎসঙ্গে বহিরূরু বিন্যস্যাভিমুখমুপবিষ্টায়াং সত্যাম্। অত্র কক্ষয়োর্যথাযোগং সংশ্লিষ্টয়োঃ কুচয়োর্ব্বাহুযন্ত্রং স্যাৎ। শয়নে বেতি। পার্শ্বসুপ্তয়োরিত্যর্থঃ। তিলতণ্ডুলকং পুনরত্রৈব ॥ ২০ ॥

তদুভয়ং রাগকালে ॥ ২১ ॥ ইত্যুপগূহনযোগা বাভ্রবীয়াঃ ॥২২॥

টীকা। তদুভয়মিতি। রাগস্য বৃদ্ধত্বাত্তৎকাল এব দ্রষ্টব্যম্। সম্প্রয়োগকালবিশেষশ্চ রাগকালঃ। যত্র পুংসঃ স্থিরলিঙ্গতা, স্ত্রিয়াশ্চ ক্লিন্নসম্বাধতা, তত্র

চ যন্ত্রযোগাৎ প্রাগ্ যথোক্তমেবালিঙ্গনম্। যন্ত্রযোজনেন তু সন্দেশনপ্রকারানুরোধাদ্ যোজ্যম্ বাভ্রবীয়া ইতি। বাভ্রব্যেন প্রোক্তা উপগূহনপ্রকারাঃ ॥ ২১।২২॥

স্তুবর্ণনাভস্য ত্বধিকমেকাঙ্গোপগূহনচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৩ ॥

টীকা। সুবর্ণনাভস্য বাভ্রবীয়াদুপগূহনাষ্টকাদনেন বিকল্পবর্গস্যাধিকামিত্যেকঃ প্রকারঃ। তেনোরোর্বিভাগেন জঘনেন যন্ত্রস্যাযোগে, যোগে বা জঘনমবপীড্যেত্যাধিকং দর্শয়তি। একাঙ্গোপগূহনচতুষ্টয়ং সম্প্রয়োগকাল ইতি বর্ত্ততে। একেনাঙ্গেন সজাতীয়স্যাঙ্গস্য প্রাধান্যেন সংশ্লেষণাত্তথোক্তম্ ॥ ২৩ ॥

তত্রোরুসন্দংশেনৈকমূরুমূরুদ্বয়ং বা সর্ব্বপ্রাণং পীড়য়েদিত্যূরূপগূহনম্ ॥ ২৪ ॥

টীকা। একমূরুমূরুদ্বয়ং বেতি পার্শ্বসুপ্তস্য পুংসঃ স্ত্রিয়া বা। অত্র বিশেষাভাবাদ্দ্বয়োরপি প্রয়োক্তৃত্বম্। যস্যোরুস্থলমতিবিপুলং, স প্রয়োক্তেতি কেচিৎ। সর্ব্বপ্রাণমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। অতিপীড়নং হি মাংসলস্থানেহত্যন্তসুখকারিত্বাৎ॥ ২৪ ॥

জঘনেন জঘনমবপীড্য প্রকীর্য্যমাণকেশহস্তা নখদশনপ্রহণনচুম্বনপ্রয়োজনায় তদুপরি লঙ্ঘয়েত্তজ্জঘনোপগূহনম্ ॥ ২৫ ॥

টীকা। জঘনেন জঘনমিতি। পার্শ্বশয়নেন বরাঙ্গেন সাধনং বাড়বকেনাপীড্যেত্যেকঃ প্রকারঃ। নাভেরধোভাগেন জঘনেন যন্ত্রস্যাযোগে বা জঘনমবপীড্যেতি দ্বিতীয়ঃ। তত্র স্ত্রীজঘনস্যাতিশৃঙ্গারত্বাৎ সৈব শোভতে। বিশেষতো বিপুলজঘনা। প্রকীর্য্যমাণকেশহস্তেতি প্রয়োগসংস্কারঃ। নখাদীনি স্বেচ্ছয়া প্রযোজয়েৎ। প্রয়োজনায়েতি। তৎপ্রয়োজনং তু ফলম্। উপরি লঙ্ঘয়েন্নায়কস্যোপরি তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

স্তনাভ্যামুরঃ প্রবিশ্য তত্রৈব ভারমারোপয়েদিতি স্তনালিঙ্গনম্ ॥ ২৬ ॥

টীকা। স্তনাভ্যামুর ইতি। আসনে পার্শ্বশয়নে বা পৃষ্ঠভাগং নিম্নীকৃত্য স্তনাভ্যাং নায়কোরঃস্থলং প্রবিশ্য তত্রৈবেত্যুরসি ভারমারোপয়েৎ। স্তনস্যে-

ত্যাৎ। এবং হি নায়কঃ স্তনভারাক্রান্তঃ পিণ্ডীকৃতমবোরসি স্পর্শসুখমনুভবতি ॥ ২৬ ॥

মুখে মুখমাসজ্যাক্ষিণী অক্ষ্ণোর্ললাটেন ললাটমাহন্যাৎ, সা ললাটিকা ॥ ২৭ ॥

টীকা। উত্তানসম্পুটে পার্শ্বসম্পুটে বা বক্ত্রে বক্ত্রং সংযোজ্য অক্ষ্ণোর্রক্ষিণী দৃষ্ট্যা লক্ষ্যীকরণেনাসজ্য। নাসিকায়া মুখনয়নমধ্যানুবর্ত্তিত্বাত্তৎসংযোজনমর্থোক্তম্। ললাটে ললাটং দ্বিস্ত্রিরাহত্য চ তত্রৈব ভারমারোপযেদিত্যেবাস্য নায়িকা প্রয়োক্ত্রী। তেন ললাটিকেব ললাটিকা। নায়কললাটস্য সংক্রান্তিবিশেষেণালক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

সম্বাহনমপ্যুপগূহনপ্রকারমিত্যেকে মন্যন্তে সংস্পর্শত্বাৎ ॥২৮॥

টীকা। সম্বাহনমপীতি। অস্যাংসাস্থিসুখকরণেন ত্রিবিধং সম্বাহনমঙ্গমর্দ্দনম্। তদপি সংস্পর্শযুক্তত্বাদুপগূহনবিকারমেব দ্রষ্টব্যমিত্যেকে ॥ ২৮ ॥

পৃথক্কালত্বাদ্ভিন্নপ্রয়োজনত্বাদসাধারণত্বান্নেতি বাৎস্যায়নঃ ॥২৯॥

টীকা। পৃথক্কালত্বাদাচার্য্যাঃ সর্ব্বএব। পৃথক্কালোঽস্যেতি পৃথক্কালম্। উপগূহনাৎ স্পর্শিত্বেনাভেদেঽপি সম্বাহনং কালতো ভিন্নম্, ভিন্নপ্রয়োজকত্বাৎ পৃথক্ফলকত্বাৎ অসাধারণত্বাৎ। উপগূহনং হন্যতরপ্রযুক্তং দ্বয়োরপ্যেকস্মিন্ কালে কার্য্যকারীতি সাধারণম্। সম্বাহনং তু পুংসা প্রযুক্তং স্ত্রিয়াঃ কার্য্যকারি, স্ত্রিয়া চ নায়কস্যেত্যসাধারণম্। অতো গীতাদিচতুঃষষ্ট্যাম্ 'উৎসাদনে কেশমর্দ্দনে চ কৌশলম্' ইত্যত্র দ্রষ্টব্যম্। সংস্পর্শত্বে চ চুম্বনাদীনামপি তদ্বিকারপ্রাধান্যপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২৯ ॥

পৃচ্ছতাং শৃণ্বতাং বাপি তথা কথয়তামপি।
উপগূহবিধিং কৃৎস্নং রিরংসা জায়তে নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

টীকা। আলিঙ্গনবিধাবাদরার্থমাহ—পৃচ্ছতামিতি। পৃচ্ছতাং শৃণ্বতাং পার্শ্বস্থানাম্। কথয়তাং গুরেভ্যঃ। উপগূহবিধিমিতি। উপগূহনমুপগূহঃ। ভাবে

ঘঞ্ বা। কৃৎস্নং নিরবশেষম্। ক্বচিৎ কস্যচিদভিপ্রায়াৎ। রিরংসা রন্তুমিচ্ছা সংজায়তে। কিং পুনর্যে প্রযুজ্যন্তে ॥ ৩০ ॥

যেঽপি হ্যশাস্ত্রিতাঃ কেচিৎ সংযোগা রাগবর্দ্ধনাঃ।

আদরেণৈব তেঽপ্যত্র প্রযোজ্যাঃ সাম্প্রয়োগিকাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা। অনুক্তাতিদেশমাহ ;—যেঽপীতি। অভিধায়কত্বেন শাস্ত্রসংজাতং যেষাং, তে শাস্ত্রিতাঃ। যে নৈবংবিধাঃ ; কিং তু স্বেচ্ছয়োৎপ্রেক্ষিতাঃ সংযোগাঃ সংশ্লেষাঃ। আদরেণৈব। অবজ্ঞয়া ন অশাস্ত্রিতা ইতি। অত্র তে স্মরতে রাগবর্দ্ধনত্বাৎ প্রযোজ্যাঃ। সাম্প্রয়োগিকাঃ সম্প্রয়োগপ্রয়োজনাঃ ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্রাণাং বিষয়স্তাবদ্ যাবন্মন্দরসা নরাঃ।

রতিচক্রে প্রবৃত্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে
আলিঙ্গনবিচারো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

টীকা। কিমিত্যশাস্ত্রিতাঃ প্রযোজ্যা ইত্যাহ।—শাস্ত্রাণামিতি। অপ্রবৃদ্ধরাগা হি শাস্ত্রোক্তক্রমসংযোগে ক্রমং চাপেক্ষমাণাঃ শাস্ত্রাণাং বিষয়ঃ। রতিচক্রে রাগোৎপীড়ে প্রবৃত্তে তদ্বশাদশাস্ত্রিতানামপ্যনুষ্ঠানাত্তদানীং ন শাস্ত্রং নাপি ক্রমঃ। সংযোগানাং পৌর্ব্বাপর্য্যমুচ্চাবচেন প্রবর্ত্তনম্। তস্মান্নাভূচ্ছাস্ত্রক্রমস্য চানর্থক্যমিত্যনুক্তমতিদিশ্যতে ইত্যুপগূহনবিচারঃ প্রকরণম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধায়াং বিদগ্ধাঙ্গনাবিরহকাতরেণ গুরুদত্তেন্দ্রপাদাভিধানেন যশোধরেণৈকত্রকৃতসূত্রভাষ্যায়াং সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে আলিঙ্গনবিচারো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চুম্বননখদশনচ্ছেদ্যানাং ন পৌর্ব্বাপর্য্যমস্তি, রাগযোগাৎ ॥ ১ ॥ প্রাক্‌সংযোগাদেষাং প্রধান্যেন প্রয়োগঃ প্রহণনসীৎকৃতয়োশ্চ সম্প্রয়োগে ॥ ২ ॥

টীকা। এবং পরিরভ্য চুম্বনাদয়ঃ প্রয়োক্তব্যাঃ। তত্রাপি কিং প্রাক চুম্বনং, নখচ্ছেদ্যং, দশনচ্ছেদ্যং বা পশ্চাদিতি নাস্ত্যেষাং প্রয়োগক্রম ইত্যাহ—ন পৌর্ব্বাপর্য্যমিতি। রাগবশাদিতি রাগযোগাৎ। রাগাবিষ্টো হি ন ক্রমমপেক্ষতে। অয়ং তু বিশেষঃ,—যদেষাং প্রাক্ সংযোগাৎ প্রাগ্ যন্ত্রযোগাৎ। যন্ত্রযোগে প্রাধান্যেন বাহুল্যেন রাগাভ্যাসাদ্বা প্রবোধনার্থং প্রয়োগঃ। নায়কনায়িকাভ্যাং যন্ত্রযোগে তু প্রাধান্যেনেত্যর্থোক্তম্। প্রহণনসীৎকৃতয়োস্তু সম্প্রয়োগে যন্ত্রযোগে প্রাধান্যেন প্রয়োগ ইত্যেব। তদা হি প্রবৃদ্ধরাগয়োঃ প্রাধান্যেন ঘাতসহত্বম্। প্রহণনবাহুল্যে চ তদুদ্ভবস্য সীৎকৃতস্যাপি বহুল্যেং প্রাক্‌প্রাধান্যেনেত্যর্থোক্তম ॥ ১।২ ॥

সর্ব্বং সর্ব্বত্র রাগস্যানপেক্ষিতত্বাদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩ ॥

টীকা। একীয়মতমেতৎ, উত্তরপক্ষদর্শনাৎ। যদাহ—সর্ব্বং সর্ব্বত্রেতি। চুম্বনাদিপঞ্চকং প্রাক্ প্রয়োগে চ প্রাধান্যেন প্রয়োক্তব্যম্; রাগস্যানপেক্ষিতত্বাদিতি। চণ্ডবেগো হি প্রাধান্যেনাপ্রাধান্যেন বা প্রয়োগমপেক্ষতে; মন্দমধ্যবেগয়োস্তু পূর্ব্ব এব পক্ষঃ ॥ ৩ ॥

তানি প্রথমরতে নাতিব্যক্তানি বিশ্রব্ধিকায়াং বিকল্পেন চ প্রযুঞ্জীত তথাভূতত্বাদ্রাগস্য ॥ ৪ ॥ ততঃ পরমতিত্বরয়া বিশেষবৎসমুচ্চয়েন রাগসন্ধুক্ষণার্থম্ ॥ ৫ ॥

টীকা। অয়ং তু বিশেষঃ পক্ষদ্বয়েঽপি তুল্য ইত্যাহ;—তানি চুম্বনাদীনি

পক্ষ। প্রথমরত ইতি রতস্যারম্ভে। নাতিব্যক্তানি নাতিস্ফুটানি, যথালক্ষণ স্যাসমাপনাৎ। বিশ্রব্ধিকায়াং বিকল্পেন চেতি। ইদং বেদং বেত্যেকমেব প্রযুঞ্জীত; ন সমুচ্চয়েন। তদ্‌যথা; চুম্বনং বা নখচ্ছেদ্যং বা। চুম্বনং বা দশনচ্ছেদ্যং বা। চুম্বনং বা প্রহণনং বা। চুম্বনং বা সীৎকৃতং বেতি চতুর্দ্ধা। নখচ্ছেদ্যং ত্রিধা। দশনচ্ছেদ্যং দ্বিধা। প্রহণনমেকমেবেত্যনুলোমা দশ। তাবন্ত এব প্রতিলোমাঃ। একত্র বিংশতিঃ প্রয়োগাঃ। তথাভূতত্বাদিতি। আরম্ভকালে হি মন্দো রাগঃ। ততশ্চ মধ্যস্থচিত্ততা নাতিসহিষ্ণুতা চেতি। তদনুরূপ এব প্রয়োগঃ। ততঃ পরমিতি। আরম্ভাদুত্তরে কালে সমধিকো রাগযোগঃ। শরীরেঽপি চ নিরপেক্ষত্বমিতি তদনুরূপমতিত্বরয়া বিশেষবদ্বিকল্পবর্গানুষ্ঠানাৎ সমুচ্চয়েন চেত্তত্রাপি বিংশতিপ্রয়োগাঃ। কিমর্থমেবং প্রযুঞ্জীতেত্যাহ;—রাগসন্ধুক্ষণার্থম্। অনেন ক্রমেণ রাগো বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। অন্যথা বিচ্ছিন্নরসং রতং স্যাদিতি। এবং পরস্পরবিশ্রব্ধয়োর্ন চুম্বনাদীনাং পৌর্ব্বাপর্য্যম্। যদা তু বিশ্বাসনার্থমুপক্রমস্তদা সম্ভবত্যেবৈতেষাং পৌর্ব্বাপর্য্যম্, উত্তরোত্তরস্যাধিক্যাৎ সহসা কর্ত্তুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৪। ৫ ॥

ললাটালককপোলনয়নবক্ষঃস্তনোষ্ঠান্তর্মুখেষু চুম্বনম্ ॥ ৬ ॥ ঊরুসন্ধিবাহুনাভিমূলেষু লাটানাম্ ॥ ৭ ॥ রাগবশাদ্দেশপ্রবৃত্তেশ্চ সন্তি তানি তানি স্থানানি; ন তু সর্ব্বজনপ্রযোজ্যানীতি বাৎস্যায়নঃ ॥৮॥

টীকা। আলিঙ্গনানন্তরং চুম্বনবিকল্পা উচ্যন্তে;—তে চ চুম্বনভেদা ন চ স্থানভেদং বিনেত্যাহ—ললাটেতি। তত্র বক্ষঃ পুরুষস্য। স্তনৌ যোষিতঃ। শেষা উভয়োরপি। ওষ্ঠমুত্তরমধরঞ্চ। অন্তর্মুখো মুখান্তস্তাল্বাদি। তত্রান্তর্মুখে জিহ্বয়া চুম্বনং বক্ষ্যতি। এতেষষ্টসু স্থানেষু চুম্বনমবিরুদ্ধত্বাৎ পূর্ব্বাচার্য্যাণাং মতম্। ঊরুসন্ধিবাহুনাভিমূলেষ্বিতি। ঊরুসন্ধির্বঙ্ক্ষণম্। বাহুমূলং কক্ষৌ। তত্রাপরং দশনকৃতং বক্ষ্যতি। নাভিমূলং বরাঙ্গং পূর্ব্বোক্তম্। লাটানামিতি। তেষামেকাদশ স্থানানীতি মতম্। রাগবশাদিতি। যানি রাগার্থানি দেশপ্রবৃত্তানি স্থানানি চুম্বন্তি। দেশপ্রবৃত্তেশ্চেতি। যথা লাটবিষয়ে প্রবৃত্তত্বাদূরুসন্ধ্যা-

দীনি তত্র নাশ্চুম্বন্তি, তানি সন্তি ; ন তু সর্ব্বজনপ্রযোজ্যানি, সর্ব্বেণ জনেন প্রযোক্তুমশক্যানি। শিষ্টৈরশুচিত্বাদশক্যানি। তেষামষ্টাবেব স্থানানি ॥ ৬—৮॥

নিমিতকং স্ফুরিতকং ঘট্টিতকমিতি ত্রীণি কন্যাচুম্বনানি ॥৯॥

টীকা। তত্র চুম্বনং মুকুলীকৃতেন বক্ত্রেণ সংযোজনমিতি লোকপ্রতীতম্। তত্র স্থানবিশেষেণ যদ্গ্রহণকর্ম্ম, তস্য ভেদেন চুম্বনভেদাঃ কথ্যন্তে। তত্র চুম্বনস্থানেম্বোষ্ঠস্য প্রথানত্বাত্তত্র চুম্বনমুচ্যতে। তত্রাপুত্তরাধরসম্পুটকভেদাত্রিবিধম্। তত্র কর্ম্মবহুত্বাদধরমধিকৃত্যাহ—কন্যাচুম্বনানীতি। অসঙ্গতাপাজাতবিশ্রম্ভত্বাৎ কন্যৈব নায়িকা এষাং প্রয়োক্ত্রী ॥ ৯ ॥

বলাৎকারেণ নিযুক্তা মুখে মুখমাধত্তে ; ন তু বিচেষ্টত ইতি নিমিতকম্ ॥ ১০ ॥

টীকা। বলাৎকারেণ হঠাৎ চুম্বনে নিযুক্তা মুখে নায়কস্য মুখং স্বমাধত্তে স্পৃশতি লজ্জয়া ন বিচেষ্টতেঽধরগ্রহণেন। নিমিতকমিতি সংজ্ঞায়াং কন্। চুম্বনক্রিয়ামাত্রত্বাৎ পরিমিতমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বদনে প্রবেশিতং চৌষ্ঠং মনাগপত্রপাহবগ্রহীতুমিচ্ছন্তী স্পন্দয়তি স্বমোষ্ঠং, নোত্তরমুৎসহত ইতি স্ফুরিতকম্ ॥ ১১ ॥

টীকা। বদনে নায়িকায়াঃ। প্রবেশিতং চৌষ্ঠং স্বমধরং নায়কেন। কিঞ্চিচ্ছলথীকৃতলজ্জা অনুগ্রহীতুমিচ্ছন্তী। অনুগ্রহণেন কথং তৎ ক্রিয়েতেতি চেদাহ ;—স্পন্দয়তীতি। স্বমোষ্ঠমধরং চলয়তীতি নোত্তরমোষ্ঠমুৎসহতে, স্পন্দয়িতুমর্থাৎ। তমপি যদি চলযতি, গৃহ্নাত্যেব অনুগ্রহণেন। স্ফুরিতকমধরস্ফুরণাৎ ॥১১॥

ঈষৎ পরিগৃহ্য বিনিমীলিতনয়না করেণ চ তস্য নয়নে অবচ্ছাদয়ন্তী জিহ্বাগ্রেণ ঘট্টয়তি ইতি ঘট্টিতকম্ ॥ ১২ ॥

টীকা। ঈষৎ পরিগৃহ্যেতি। সর্ব্বথা ত্রপানপগমাৎ। সমং নায়কাধরৌষ্ঠাভ্যাং সমন্ততো গৃহীত্বা। স্পষ্টগ্রহণাৎ সংগ্রহণং নাম চুম্বনং বক্ষ্যতি। নিমীলিতনয়না লজ্জয়া। জিহ্বাগ্রেণ ঘট্টয়ন্তী সর্ব্বতো ভ্রমণেন স্পৃশন্তীত্যর্থঃ। করেণ

নয়নে তস্যাবচ্ছাদয়ন্তী মৈবমবস্থাং মাময়ং দ্রাক্ষীদিতি। ঘট্টিতকমধরঘট্টনাৎ। সর্ব্বত্র সংজ্ঞার্থেনৈব কর্ম্মাতিদেশ ইত্যাবিকৃতৌ বেদিতব্যম॥ ১২॥

সমং তির্য্যগুদ্ভ্রান্তমবপীড়িতকমিতি চতুর্ব্বিধমপরে॥ ১৩॥

টীকা। এষামানুপূর্ব্ব্যেণৈব প্রয়োগ ইতি।—ইদানীং শেষাণাং নায়কনায়িকানাং কর্ম্মভেদাদধরচুম্বনবিকল্পানাহ—সমমিতি। ওষ্ঠপুটেনাধরে পঞ্চকগ্রহণম্। তত্র যৎ সর্ব্বমভিমুখং গৃহ্যতে, তৎ সমগ্রহণম্। যৎ সাচীকৃতেনোষ্ঠপুটেন সংবর্ত্তুলীকৃত্য গৃহ্যতে, তত্তির্য্যগ্‌গ্রহণম্। যচ্চিবুকে শিরসি চ গৃহীত্বা মুখং ভ্রময়িত্বা গৃহ্যতে, তদুদ্ভ্রান্তম্। পরস্পরাধরগ্রহণমিত্যর্থঃ। তদেব ত্রিতয়মবপীড়িতম্, অবপীড্য গ্রহণাৎ; পূর্ব্বত্র ন পীড়নমিতি বিশেষঃ। তত্রোষ্ঠাভ্যামেব যৎ পীড়িতং, তচ্ছুদ্ধপীড়িতকম্। যজ্জিহ্বাগ্রেণ সহ, তদবলীঢপীড়িতকম্। তচ্চূষণমধরপানং চেতি নামদ্বয়েনোচ্যতে॥ ১৩॥

অঙ্গুলিসম্পুটেন পিণ্ডীকৃত্য নির্দ্দশনমোষ্ঠপুটেনাবপীড়য়েদিত্যবপীড়িতকং পঞ্চমমপি করণম্॥ ১৪॥

টীকা। পঞ্চমগ্রহণমাহ—অঙ্গুলিসম্পুটেনেতি। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসম্পুটেন। পিণ্ডীকৃত্য গৃহীত্বা। ততো নির্দ্দশনং দশনব্যাপারং বিনা ওষ্ঠপুটেনাবপীড়য়েৎ। অত্র পীড়নেঽপি বহিঃ পিণ্ডিতাকর্ষণং বিশেষঃ। এবঞ্চ তদাকৃষ্টচুম্বনং নাম গ্রহণম্॥ ১৪॥

দ্যূতং চাত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥ ১৫॥

টীকা। এবং কর্ম্মভেদাদষ্টবিধমধরচুম্বনমুক্তং; ত্রীণি কন্যাচুম্বনানি, পঞ্চ গ্রহণচুম্বনানীতি। তত্র কর্ষণচুম্বনভেদমশেষং সমাপ্যৈবমবসরপ্রাপ্তত্বাদধরচুম্বনে দ্যূতমাহ—দ্যূতং চেতি। অত্রেত্যস্মিন্নধরচুম্বনে। নান্যস্থানে। চুম্বনে বিশোভত্বাদ্দ্যূতমনুরাগবর্দ্ধনং স্যাৎ॥ ১৫॥

পূর্ব্বমধরসম্পাদনেন জিতমিদং স্যাৎ॥ ১৬॥

টীকা। তত্র জয়পরাজয়ফলত্বাদ্ দ্যূতস্য লক্ষণমাহ—পূর্ব্বমিতি। আবয়োঃ

পরস্পরং চুম্বতোর্যেন পূর্ব্বং প্রথমতোঽধরস্য গ্রহণবিধিনা সম্পাদনং কৃতং, তস্মিন্ সতি তেন জিতম্। কিং তদিত্যাহ ; ইদম্ ইত্যনেন দ্বয়োরপ্যমতপণঃ সূচযতি। দ্যূতং চ কপটেনাকপটেন বা স্যাৎ। তত্র যল্লৌকিকেনৈব চুম্বনেন গ্রাবেব পরস্পরস্যাধরং চুম্বতস্তদকপটং চ বক্ষ্যতি। তত্র তস্মিন্নকপটে দ্যূতে প্রবৃত্তে নায়কেন পূর্ব্বমন্যতমেন গ্রহণম্। চুম্বনেন গৃহীতাধরত্বাজ্জিতা। অকপট দ্যূতে নায়িকায়া অবলত্বাৎ সৈব জিতা শোভতে। কপটদ্যূতে চাস্যাস্তদনু কপত্বাজ্জয়ং বক্ষ্যতি ; নায়কেন তু কপটদ্যূতে ন জেতব্যা, তস্যা অনঙ্গ কপত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

তত্র জিতা সার্দ্ধরুদিতং করং বিধুনুয়াৎ, প্রনুদেদ্দশেৎ পরিবর্ত্তয়েদ্বলাদাহৃতা বিবদেৎ পুনরপ্যস্তু পণ ইতি ব্রুয়াৎ। তত্রাপি জিতা দ্বিগুণমায়স্তেৎ ॥ ১৭ ॥

টীকা। তত্রান্যতরস্য জয়েঽপরস্য কলহোঽবশ্যম্ভাবী, দ্যূতস্য কলহাস্পদত্বাৎ। ইতি কলহযোজনং রাগোদ্দীপনার্থমাহ—সার্দ্ধরুদিতমিতি। ক্রিয়াবিশেষণং চৈতৎ। অধরপীড়োপখ্যাপনার্থং সহার্দ্ধরুদিতেন কৃতকেন করং বিধুনুয়াৎ কম্পয়েৎ। প্রনুদেত্তর্জয়েৎ। ভাঙ্গিবৈলক্ষ্যান্নায়কং ক্ষিপেৎ। দশেচ্ছলৌষমধরগ্রহণং বধ্বা দন্তৈঃ খণ্ডয়েৎ। পরিবর্ত্তেত মুখেনাশক্তা চেৎ কায়েনাধরমোক্ষার্থম্। বিবদেন্নৈব জিতাস্মি, ময়ৈব জিতমিতি কলহয়েৎ। পুনরস্ত্বপরঃ পণ ইতি। পুনঃ ক্রীড়ামঃ। পূর্ব্বস্মাৎ পণাদয়মপরঃ পণ ইতি ব্রূযাৎ। তত্রাপীতি। দ্বিতীয়েঽপি পণে। দ্বিগুণমায়স্তেদিতি করধূননাদ্যাধিক্যেন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্রব্ধস্য প্রমত্তস্য বাঽধরমবগৃহ্য দশনান্তর্গতমনির্গমং কৃত্বা হসেদুৎক্রোশেত্তর্জ্জয়েদ্বল্গেদাহ্বয়েন্নৃত্যেৎ প্রনর্ত্তিতভ্রূণা চ বিচলনয়নেন মুখেন বিহসন্তী, তানি তানি চ ব্রূয়াৎ। ইতি চুম্বনদ্যূতকলহঃ ॥ ১৮ ॥

টীকা। কপটদ্যূতমাহ—বিশ্রব্ধস্যেতি। তস্মিন্নেব মুখচুম্বনদ্যূতে অনয়া বিশ্রাব্ধিকয়া, নায়িকা বিশ্রম্ভয়েৎ। ততো বিশ্রব্ধস্য প্রমত্তস্য প্রমত্তস্য বাহকর্ম্মান্তরে গতচেতসোহধরমবগৃহ্যোষ্ঠসম্পটেন ততো দশনান্তর্গতমনির্গমং কৃত্বা যথা তদন্তর্গতমপি প্রমাদান্ন নির্গচ্ছতি, সাপরাধত্বাৎ। পশ্চাদগৃহীতাধরা মুক্তাধরা বা যথাসম্ভবমুত্তরং ব্যাপারমনুতিষ্ঠেৎ। ইতরত্রাপি কপটদ্যূতে স্খলিতপ্রমাদাপেক্ষয়ৈব জয়ো দৃষ্টঃ। ইত্যেবং কপটেন জিত্বা হসেৎ। সশব্দমিতরং বা। অত্যন্তপরিতোষণাৎ উৎক্রোশেন্ময়া জিতমিতি ফুৎকুর্য্যাৎ, যথাস্য মিত্রাণি শৃণ্বন্তি, স্বসখ্যো বা। তর্জ্জয়েল্লব্ধোহসীদানীং খণ্ডয়ামি তেহধরমিতি। বল্গেৎ সবিলাসঃ গাত্রাণি বিক্ষিপেৎ। আহ্বয়েৎ সখ্যন্তরমেব বাপসৃত্য গচ্ছ দর্শ্য তাং স্বপৌরুষমিতি নৃত্যেদুৎপরিতুষ্টা। প্রণর্ত্তিতভ্রূণা চেতি। একোন্ধারক্রমেণ সমুন্নমিতভ্রূণা মুখেনেতি বিহসিতসংস্কারঃ। বিহসন্তী কলহাবসানত্বাৎ। তানি তানীতি যানি যথার্থযুক্তানি রাগদীপনানি মন্যতে। চুম্বনদ্যূতকলহ ইতি। অকপটে কপটে চ চুম্বনদ্যূতে কলহ উক্তঃ। যদি নায়কোহপি জেতা জিতো বা তথা চেষ্টেত, যথা কথঞ্চিৎ কলহঃ স্যাৎ। তদ্‌যথা ;—দৃঢমধরমবপীড়য়ন্ সশীৎকৃতং চ শিরো বিধুনুয়াৎ। নুদন্তীমুপসর্পেৎ। দশন্তীং প্রতিদশেৎ। পরিবর্ত্তমানাং প্রতিনিবর্ত্তয়েৎ। বিবদমানাং প্রতিবিবদেৎ। তিষ্ঠত্বয়মপরঃ পণ ইতি পূর্ব্বকমেব তাবৎ প্রযচ্ছেতি চ ব্রূয়াৎ। তত্রাপি জেতা দ্বিগুণমায়স্যেদিতি পণদ্বয়সাধনায় সাধয়েৎ। জিতোহপি বৈলক্ষ্যাদ্বিহসেৎ। জিতং জিতমেবেত্যুৎক্রোশন্ত্যা মিথ্যা মিথ্যেত্যুৎক্রোশেৎ। তর্জ্জয়ন্তীং প্রতিতর্জ্জয়েৎ। বল্গন্তীং তদ্গাত্রসংযমনেন প্রতি বল্গয়েৎ। আহ্বয়ন্তীং প্রত্যাহ্বয়েৎ। নৃত্যন্তীং করতালিকয়া প্রতিনর্ত্তয়েৎ। বিহসন্তীং তানি তানি ব্রুবন্তীং তদ্বচনানিষেধার্থং প্রতিব্রূয়াদিতি। যথা চোক্তম্ ;—'জিতো বা যদি বা জেতা চুম্বনদ্যূতকর্ম্মণি। তস্য এব বিচেষ্টাভিঃ কলহং প্রতিযোজয়েৎ ॥' ইতি ॥ ১৮ ॥

এতেন নখদশনচ্ছেদ্যপ্রহণনদ্যূতকলহা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৯ ॥

টীকা। এতেনেতি। চুম্বনদ্যূতকপটেন চ। তত্রাপ্যয়মেব বিধিঃ। তদ্‌যথা—পূর্ব্বং নখচ্ছেদ্যাদিসম্পাদিতে জিতমিদং স্যাদিত্যাদি। অত্র চ দ্যূত-

প্রবর্ত্তনং নখদশনহস্তানাং প্রহণনস্থানেষেব মোহনেন স্যাৎ। সীৎকৃতরুত-কলহস্তু পৃথক্ ন সম্ভবতি। প্রহণনকলহে দ্রষ্টব্যঃ তদুদ্ভবত্বাৎ। তত্র জেতা সসীৎকৃতং প্রহণ্যাৎ। জীয়মানস্তু সসীৎকৃতং প্রহণনং প্রতীচ্ছেৎ ॥ ১৯ ॥

চণ্ডবেগয়োরেব ত্বেষাং প্রয়োগঃ, তৎসাত্ম্যাৎ ॥ ২০ ॥ তস্যাং চুম্বন্ত্যাময়মপ্যুত্তরং গৃহ্ণীয়াদিত্যুত্তরচুম্বিতম্ ॥ ২১ ॥ ওষ্ঠসন্দংশেনাব-গৃহ্যৌষ্ঠদ্বয়মপি চুম্বেদিতি সম্পুটকং স্ত্রিয়াঃ, পুংসো বাহজাত-ব্যঞ্জনস্য ॥ ২২ ॥

টীকা। এষামিতি। কলহানাম্। তৎসাত্ম্যাদিতি। ঈদৃশৈরেব চেষ্টিতৈশ্চণ্ড-বেগয়োঃ সাত্ম্যম্ ন মন্দবেগয়োঃ, তদ্বিমর্দ্দাক্ষমত্বাৎ। তত উত্তরোষ্ঠবিধিমাহ—তস্যামিতি। সমগ্রহণেন নায়কাধরং চুম্বন্ত্যাং নায়িকায়াময়মপি নায়কঃ প্রসঙ্গাদস্যা উত্তরোষ্ঠং সমগ্রহণেন গৃহ্ণীয়াৎ। উত্তরচুম্বিতমুত্তরোষ্ঠগ্রহণেন। প্রাসঙ্গিকমিদম্। কেবলং তু সত্যধরে ন প্রয়োক্তব্যম, গ্রাম্যত্বান্নাসিকাপুটপানবৎ। প্রাসঙ্গিকে চ তির্য্যগ্‌গ্রহণাদীনামসম্ভবাৎ। এবমুত্তরচুম্বিতমেকবিধমেব সমগ্রহণং নাম। অস্যা নায়িকাপি প্রয়োক্ত্রী, যদি পুরুষো ন জাতব্যঞ্জনস্তদা দ্বয়োরপি যুগপদ্বিধিমাহ—ওষ্ঠসন্দংশেনেতি। উভাভ্যাং গ্রহণং সন্দংশঃ। তেনৌষ্ঠদ্বয়মবগৃহ্য বক্ত্রান্তঃ প্রবে-শ্যাভিচুম্বেদিতি। সসীৎকারং সমোষ্ঠপুটং সঙ্কোচয়েদিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র চুম্বনবিধা-বাঘাতে শব্দোচ্চারণং কার্য্যম্। সম্পুটকমোষ্ঠদ্বয়গ্রহণাৎ। এতচ্চতুর্ব্বিধম্।—সমং তির্য্যগুদ্‌ভ্রান্তমবপীড়িতং চ। আকৃষ্টং ন যোজ্যমশোভিত্বাৎ। স্ত্রিয়া ইতি। পুংসা প্রয়োক্তব্যং, তদোষ্ঠয়োর্নির্লোমত্বাৎ। স্ত্রিয়াপি পুংসশ্চাজাতব্যঞ্জন-স্যাপ্রকটশ্মশ্রোঃ। ইতরথা লোমভির্ব্বক্ত্রপূরণমসুখাবহং স্যাৎ ॥ ২০—২২ ॥

তস্মিন্নিতরোঽপি জিহ্বয়াঽস্যা দশনান্ ঘট্টয়েত্তালু জিহ্বাং চেতি জিহ্বাযুদ্ধম্ ॥ ২৩ ॥

টীকা। এবমোষ্ঠচুম্বনং ত্রিবিধমুক্তা সম্পুটান্তর্গতত্বাদন্তর্মুখচুম্বনবিকল্পানাহ—তস্মিন্নিতি। সম্পুটচুম্বনে ইতরো নায়কো নায়িকা বা যস্তু সম্পুটকং প্রয়োক্ত-

মিচ্ছতি। প্রযোক্তুর্বিবৃতাস্যত্বাদুপর্য্যধশ্চ দশনান্ জিহ্বয়া ঘট্টয়েৎ, সম্মার্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। তালুজিহ্বয়োর্দ্ধপ্রসারিতয়া, জিহ্বাং বা ঋজুপ্রসারিতয়া ঘট্টয়েৎ। জিহ্বাযুদ্ধং চ। কুর্য্যাদিতি শেষঃ। পরস্পরপ্রেরণেন। এতচ্চতুর্ব্বিধম্—অন্তর্ম্মুখচুম্বনং দশনচুম্বনং জিহ্বাচুম্বনং তালুচুম্বনং চেতি ॥ ২৩ ॥

এতেন বলাদ্বদনরদনগ্রহণং দানং চ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৪ ॥

টীকা। এতেনেতি জিহ্বাযুদ্ধেন। বদনরদনগ্রহণমিতি। হঠাদ্বদনেন বদনস্য দশনৈর্দশনানাং গ্রহণে পরস্পরস্য যুদ্ধমিতি গ্রহণপূর্ব্বকং বদনযুদ্ধং রদনযুদ্ধং চ ব্যাখ্যাতম্। দানং চেতি। একশ্চুম্বয়িতুং হঠাদ্বদনং দদাতি, গ্রাহয়িতুং বা দশনানন্যো গৃহ্নাতীত্যুভয়োর্গ্রহণদানপূর্ব্বকং বদনযুদ্ধং রদনযুদ্ধং চেতি ॥ ২৪ ॥

সমং পীড়িতমঞ্চিতং মৃদু শেষাঙ্গেষু চুম্বনং, স্থানবিশেষযোগাদিতি চুম্বনবিশেষাঃ ॥ ২৫ ॥

টীকা। শেষাঙ্গেষ্বিতি। ওষ্ঠান্তর্মুখেভ্যোঽন্যেষু ললাটাদিস্থানেষু কর্ম্মভেদাৎ সমচুম্বনং পীড়িতচুম্বনমঞ্চিতচুম্বনং মৃদুচুম্বনং চেতি চতুর্ব্বিধম্। স্থানবিশেষযোগাদিতি। যদ্যত্র প্রযুজ্যতে, তত্তত্র স্যাদিত্যর্থঃ। তত্রোরুসন্ধিকক্ষাবক্ষঃসু সমম্, ন পীড়িতং নাতিমৃদু। স্তনকপোলকক্ষামূলনাভিমূলেষু পীড়িতম্। কুচয়োঃ কক্ষাপর্য্যন্তে চুম্বনমঞ্চিতম্। ললাটে নয়নয়োর্মৃদুস্পর্শমাত্রকরণমিতি। এবমেতে কর্ম্মভেদাচ্চুম্বনভেদা উক্তাঃ ॥ ২৫ ॥

সুপ্তস্য মুখমবলোকয়ন্ত্যাঃ স্বাভিপ্রায়েণ চুম্বনং রাগদীপনম্ ॥২৬॥

টীকা। ত এবাবস্থাভেদান্নামান্তরং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যাহ—সুপ্তস্যেতি মুখমালোকয়ন্তীত্যাহিতভাবত্বং দর্শয়তি। স্বাভিপ্রায়েণেতি। যথা স্বয়ং প্রীতিং লভতে, তথা চুম্বতীত্যর্থঃ। এবং চ সতি তস্যা এব রাগসন্ধুক্ষণাদ্রাগদীপনম্ নায়কস্য তথা চুম্ব্যমানস্য প্রতিবোধাৎ। জাগ্রতোঽপ্যেতৎ সম্ভবতি। তদবস্থকং সাম্প্রয়োগিকমেব স্যাৎ ॥ ২৬ ॥

প্রমত্তস্য বিবদমানস্য বাহন্যতোঽভিমুখস্য সুপ্তাভিমুখস্য বা নিদ্রাব্যাঘাতার্থং চলিতকম্ ॥ ২৭ ॥

টীকা। নিদ্রাব্যাঘাতার্থমিত্যুপলক্ষণমেতৎ। প্রমত্তস্য গীতালেখ্যাদিষু প্রসক্তস্য প্রমাদব্যাঘাতার্থম্। বিবদমানস্য ত্বয়া সহ কলহব্যাঘাতার্থম্। অন্যতোঽভিমুখস্য অন্যতো দৃষ্টিব্যাঘাতার্থম্। সুপ্তাভিমুখস্য সুষুপ্সতো নিদ্রাব্যাঘাতার্থম্। 'সুষুপ্সতো নিদ্রাদিব্যাঘাতার্থম্' ইতি পাঠান্তরম্। চলিতকমিতি। প্রমাদাদিনা নায়কস্য চলনং চলিতকম্। 'তৎ করোতি—' ইতি ণিচ্। তদন্তাচ্চলয়তীত্যচ্। ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। চলিতকম্। অত্র নায়িকৈব প্রয়োক্ত্রী শোভতে ॥ ২৭ ॥

চিররাত্রাবাগতস্য শয়নসুপ্তায়াঃ স্বাভিপ্রায়চুম্বনং প্রাতিবোধিকম্ ॥ ২৮ ॥

টীকা। চিররাত্রাবিতি। অসঞ্চারবেলায়ামাগতস্য প্রয়োক্তুঃ। সম্বন্ধলক্ষণা ষষ্ঠী। শয়নসুপ্তায়াঃ প্রযোজ্যায়াঃ। নাগতশ্চপল ইতি প্রাতিবোধিকং প্রতিবোধপ্রয়োজনম্, মুখাবলোকনস্বাভিপ্রায়াভাবাদ্রাগদীপনান্ন বিদ্যতে। তত্র বিস্রব্ধিকায়াং রাগদীপনম্ ॥ ২৮ ॥

সাপি তু ভাবজিজ্ঞাসার্থিনী নায়কস্যাগমনকালং সংলক্ষ্য ব্যাজেন সুপ্তা স্যাৎ ॥ ২৯ ॥

টীকা। সাপি ত্বিতি। প্রাতিবোধিকম্। ভাবজিজ্ঞাসার্থিনী কিঞ্চিৎ পশ্যামি মষ্যনুরাগোঽস্তি বা নেতি। সম্মানার্থিনী নায়কাদেব বৈলক্ষ্যসুপ্তা স্যাদিতি। ব্যাজেন কৃতকনিদ্রয়া শয়িতেত্যর্থঃ। যদি ময়ি ভাবিতস্তদা প্রাতিবোধিকং বিদধ্যান্মানয়িতা বা। কুপিতেতি। মানেন পাদপতনাদিনা সম্মানাৎ উত্থাপয়েৎ। এতত্ত্রিবিধমাবস্থিতকং সমাগতয়োরাহ ॥ ২৯ ॥

আদর্শে কুড্যে সলিলে বা প্রযোজ্যায়াশ্ছায়াচুম্বনমাকারপ্রদর্শনার্থমেব কার্য্যম্ ॥ ৩০ ॥

টীকা। আদর্শ ইতি। কুড্যে দীপাদ্যালোকযুক্তে। প্রযোজ্যায়া ইত্যুপলক্ষণার্থত্বান্নায়কস্যাপি প্রযোজ্যস্য, বিশেষাভাবাৎ। ছায়াচুম্বনমিতি। দর্পণাদিষু প্রযোজ্যপ্রতিবিম্বস্য সমীপে লৌকিকক্রমেব চুম্বনং বৈহাসিকং কার্য্যম্। আকারপ্রদর্শনার্থমিতি। ভাবসূচকমাকারং প্রদর্শয়িতুমিত্যর্থঃ। যতস্তদবস্থাং দৃষ্ট্বেতরো মন্যতে ময্যনুরক্তো, যদেবমাকারয়তীতি। কুড্যে তু ন বৈহাসিকম্ ; কিন্তু ছায়াবদনে বদনং বিদধ্যাদেবমিত্যাকারপ্রদর্শনার্থম্ ॥ ৩০ ॥

বালস্য চিত্রকর্ম্মণঃ প্রতিমায়াশ্চ চুম্বনং সংক্রান্তকমালিঙ্গনঞ্চ ॥৩১॥

টীকা। বালস্যেতি। স্বাঙ্কগতস্য বালকস্য, চিত্রকর্ম্মণ আলেখ্যস্য, প্রতিমায়া মৃচ্ছিলাকাষ্ঠাদিময্যাঃ। প্রযোজ্যাসমক্ষং চুম্বনং সংক্রান্তকম্। তদধ্যারোপাদালিঙ্গনং চ সংক্রান্তকম্। যথাসম্ভবং চুম্বনাধিকারেঽপি প্রসঙ্গাদুক্তম্। তত্র ছায়াচুম্বনং সংক্রান্তকং চোভয়মাবস্থিকং স্পর্শগোচরাতীতয়োরনতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োরসমাগতয়োর্দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩১ ॥

তথা নিশি প্রেক্ষণকে স্বজনসমাজে বা সমীপগতস্য প্রযোজ্যায়া হস্তাঙ্গুলিচুম্বনম্ সংবিষ্টস্য বা পাদাঙ্গুলিচুম্বনম্ ॥ ৩২ ॥

টীকা। তথেত্যাকারপ্রদর্শনার্থম্। নিশি রাত্রৌ প্রেক্ষণকে বা নটাদিদর্শনে বা স্বজনসমাজে বা জ্ঞাতিসম্বন্ধিষু সম্ভূয় স্থিতেষু প্রযোজ্যায়াঃ সমীপোপবিষ্টস্য প্রয়োক্তুঃ, উপলক্ষণার্থত্বাৎ প্রযোজ্যস্য বা সমীপোপবিষ্টায়াঃ প্রয়োজ্যায়াঃ হস্তাঙ্গুলিচুম্বনমিতি। তদা হস্তস্য সুলভত্বাৎ। তমন্যাপদেশেনাকৃষ্য তদঙ্গুলিচুম্বনম্। সংবিষ্টস্যেতি নায়িকাসমীপে শয়িতস্য চ তদ্ধস্তাঙ্গুলিচুম্বনং চ তদানীমুভয়োরপি সুলভত্বাৎ। তত্র হস্তাঙ্গুলিচুম্বনস্য দ্বাবপি প্রয়োক্তারৌ। পাদাঙ্গুলিচুম্বনস্য নায়িকৈব ; ন নরঃ, গর্হিতত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

সংবাহিকায়াস্তু নায়কমাকারয়ন্ত্যা নিদ্রাবশাদকামায়া ইব তস্যোর্বোর্ব্বদনস্য নিধানমূরুচুম্বনং পাদাঙ্গুষ্ঠচুম্বনং চেত্যাভিযোগিকানি ॥ ৩৩ ॥

টীকা। সংবাহিকায়াম্বিতি। নায়কং সংবাহয়তি যা কাচিৎ সংবাহনদ্বারেণ নায়কমভিযুঙ্ক্তে। আকারয়ন্ত্যা ভাবসূচকমাকারং গ্রাহয়ন্ত্যাঃ। অকামায়া ইবেতি চুম্বিতুমনিচ্ছন্ত্যা ইব, নায়কাকারস্যাগৃহীতত্বাৎ। অতঃ কৃতকনিদ্রয়া সা নায়কস্যোর্বোশ্চুম্বিতুং বদনং নিধত্তে। পাদাঙ্গুষ্ঠচুম্বনং তু পাদাবাকৃষ্য সংবাহয়ন্ত্যা বুদ্ধিকারিতমপি ন দোষায়। মুখাঙ্গুষ্ঠয়োস্তদানীং পরস্পরাশ্লেষসম্ভবাৎ। এতান্যঙ্গুলিচুম্বনাদীনি। স্পৃষ্টকাদিনা অসোঢ়গাত্রস্পর্শয়োরনতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োরসমাগতয়োঃ। আভিযোগিকানীতি। অভিযোগপ্রয়োজনানি ছায়াচুম্বনাদীনি তদানীং প্রয়োগান্তরাণি চ লৌকিকচুম্বনবৎ প্রয়োক্তব্যানি, কর্ম্মভেদাসম্ভবাৎ ॥৩৩॥

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাত্তাড়িতে প্রতিতাড়িতম্ ।
করণেন চ তেনৈব চুম্বিতে প্রতিচুম্বিতম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে
চুম্বনবিকল্পাস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

টীকা। সম্প্রয়োগাভিযোগকালয়োঃ সামান্যবিধিমাহ।—ভবতি চাত্রেতি। কৃত ইতি। সাম্প্রয়োগিকে, আভিযোগিকে বা প্রয়োক্তৃকৃতে প্রযোজ্যা প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ। তদেবোদাহরণার্থমাহ;—তাড়িতে চুম্বিতে ইতি। অন্যতরঃ সম্প্রয়োগে স্তম্ভমিবৈনং মন্যমানো নির্ব্বিদ্যতে। ততশ্চ নিকৃষ্টঃ সম্প্রয়োগঃ স্যাৎ। অভিযোগে বা কারিতে নাবচুম্ব্যত ইতি পশুমিব পরিভবেৎ। ততশ্চ ন সমাগমোঽর্থঃ সিধ্যেৎ। তত্রাপি করণেন চ তেনৈবেতি। যেনৈব কর্ম্মভেদেন সম্প্রযুঙ্‌ক্তে, তেনৈব প্রযোজয়েৎ। এবং রতমাকারগ্রহণেন স্ফুটরসং স্যাৎ, তচ্চিত্তানুবিধানাৎ। ইতি চুম্বনবিকল্পাঃ প্রকরণম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধানায়াং সাধারণে
ষষ্ঠেঽধিকরণে চুম্বনবিকল্পাস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রাগবৃদ্ধৌ সংঘর্ষাত্মকং নখবিলেখনম্ ॥ ১ ॥

টীকা। এবং চুম্বনেনোপক্রম্য ততোঽধিকেন নখচ্ছেদেনোপক্রময়িতুং নখরদনজং তয় উচ্যন্তে। নখবিলেখনপ্রকারা ইত্যর্থঃ। তদেব স্বরূপেণ দর্শয়ন্নাহ—সংঘর্ষাত্মকমিতি। প্রদেশস্য নখৈর্যৎ সমন্ততো ঘর্ষণমবয়বপৃথক্করণং তন্নখবিলেখনম্, তৎস্বভাবত্বাৎ। তচ্চ রাগবৃদ্ধৌ সত্যাম্। যত্তু নখাগ্রেণ তুদনং; তদ্রাগমান্দ্যে সতি, তত্র চ্ছেদস্যাভাবাৎ। নখবিলেখনস্যৈব প্রকারাঃ কথ্যন্তে ॥ ১ ॥

তস্য প্রথমসমাগমে প্রবাসপ্রত্যাগমনে প্রবাসগমনে ক্রুদ্ধপ্রসন্নায়াং মত্তায়াং চ প্রয়োগো ন নিত্যমচণ্ডবেগয়োঃ ॥ ২ ॥

টীকা। তস্য ক প্রয়োগঃ কদা চেত্যাহ—তস্যেতি নখবিলেখনস্য। অচণ্ডবেগয়োরিতি মন্দমধ্যবেগয়োঃ। ন নিত্যপ্রয়োগঃ। কদা তহীত্যাহ;—প্রথমসমাগমে তথা প্রবাসপ্রত্যাগমনে তয়োরুৎকণ্ঠিতয়োঃ প্রবৃদ্ধরাগত্বাৎ। প্রবাসগমনে, স্মরণার্থম্। ক্রুদ্ধপ্রসন্নায়ামিতি। নায়কেন প্রসাদিতা সতী হর্ষাদ্বিবৃদ্ধরাগা ভবতি। মত্তায়াং চ মদামদেন রাগস্যোচ্ছ্রিতত্বাৎ। এবং ক্রুদ্ধপ্রসন্নে মত্তে চ নায়কে দ্রষ্টব্যম্। চণ্ডবেগয়োস্তদান্যদা চ প্রয়োগো নিত্যমর্থোক্তম্ ॥ ২ ॥

তথা দশনচ্ছেদ্যস্য সাত্ম্যবশাদ্বা ॥ ৩ ॥

টীকা। তথা দশনচ্ছেদ্যস্য প্রয়োগে ইত্যেব। তস্যৈতাবতা তুল্যত্বাদিত্যতিদেশঃ। তেন স্বরূপমপি যোজ্যম্। রাগবিবৃদ্ধৌ সংঘর্ষাত্মকং দশনচ্ছেদ্যম্। রাগমান্দ্যে তু দশনগ্রহণমিতি। সাত্ম্যবশাদ্বা তয়োঃ প্রয়োগে, যদি তদা অচণ্ডবেগৌ প্রকৃতিসাত্ম্যান্ন সহেতাং, তদা নৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তদাচ্ছুরিতকমর্দ্ধচন্দ্রো মণ্ডলং রেখা ব্যাঘ্রনখং ময়ূরপদকং শশপ্লুতকমুৎপলপত্রকমিতি রূপতোঽষ্টবিকল্পম্ ॥ ৪ ॥

টীকা। তদিতি নখবিলেখনম্। রূপত ইতি সংস্থানতঃ। দ্বিবিধং হি তৎ—রূপবদরূপবচ্চ। তত্র যৎ কস্যচিদনুকারি, তদ্রূপবদষ্টপ্রকারকমাচ্ছুরিতকাদি। তস্য লক্ষণং বক্ষ্যতি। যদননুকারি, তদরূপবত্ত্রিবিধম্, মৃদুমধ্যাতিমাত্রযোগাৎ ॥ ৪ ॥

কক্ষৌ স্তনৌ গলঃ পৃষ্ঠং জঘনমূরূ চ স্থানানি ॥ ৫ ॥

টীকা। স্থানানি। কক্ষস্তনগলপৃষ্ঠজঘনোরুপার্শ্বানি তেষ্বেব ষট্সু নখক্ষতৈঃ স্ত্রীপুংসয়োরত্যর্থনির্ব্বৃতেরিত্যাচার্য্যাণাং মতম্, উত্তরপক্ষদর্শনাৎ। তত্র গল ইতি সামীপ্যাত্তৎপার্শ্বম্। জঘনশব্দঃ সমুদায়েন কটিভাগে তদেকদেশে চ পূর্ব্বোভাগে বর্ত্ততে। তদিহ সমুদায়বৃত্তি। তেন নিতম্বলেখনমপি সিদ্ধম্। তথা চোক্তম্;—'গ্রীবাপার্শ্বোরুকক্ষেষু কটিপৃষ্ঠস্তনেষু চ। সম্প্রয়োগে প্রযুঞ্জীত নখচ্ছেদ্যানি যোষিতাম্ ॥' ইতি ॥ ৫ ॥

প্রবৃত্তরতিচক্রাণাং ন স্থানমস্থানং বা বিদ্যত ইতি সুবর্ণনাভঃ ॥৬॥

টীকা। প্রবৃত্তরতিচক্রাণামিতি প্রবৃত্তরাগোৎপীড়ানাম্। নাস্থানমিতি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গং বা সিদ্ধং সর্ব্বমেব নখক্ষতস্য স্থানম্। যদ্যেবং, তথাপি শাস্ত্রকারো রূপবতাং নিয়তস্থানং বক্ষ্যতি। তত্র হি পরভাগং লভন্ত ইতি ॥ ৬ ॥

তত্র সব্যহস্তানি প্রত্যগ্রশিখরাণি দ্বিত্রশিখরাণি চণ্ডবেগয়োর্নখানি স্যুঃ ॥ ৭ ॥

টীকা। ছেদ্যস্য নখাধীনত্বাত্তেষামাশ্রয়তঃ কল্পনাতো গুণতঃ প্রমাণতশ্চ বিধিমাহ—তত্রোত নখকর্ম্মণি। সব্যহস্তানীতি। আশ্রয়ভাবেন বামো হস্তো যেষামিতি। দক্ষিণস্য প্রায়শোঽত্যন্তব্যাপারাদেষাং ভঙ্গোঽপি স্যাৎ। প্রত্যগ্রশিখরাণীত্যভিনবঘটিতাগ্রাণি। দ্বিশিখরকাণি, ত্রিশিখরকাণি বা ক্রকচমুখবৎ কল্পিতানি। তত্ত্রিশিখরকাণি অনতিবিস্তীর্ণস্থলত্বাদ্দৃঢ়ং ভিদ্যন্তে। তদ্বিপর্য্যা-

য়াণি মধ্যমন্দবেগয়োরিত্যর্থোক্তম্। তত্রেষৎপ্রমৃষ্টাগ্রাণি শুকাকৃতীনি মধ্যবেগয়োঃ। প্রমৃষ্টাগ্রাণ্যর্দ্ধচন্দ্রাকৃতীনি মন্দবেগয়োঃ। ইতি ত্রিধো নখবিকল্পনাঃ ॥ ৭ ॥

অনুগতরাজি সমমুজ্জ্বলমমলিনমবিপাটিতং বিবর্দ্ধিষ্ণু মৃদু স্নিগ্ধদর্শনমিতি নখগুণাঃ ॥ ৮ ॥

টীকা। গুণানাহ অনুগতরাজীতি। অনুগতা বিবর্ণা মধ্যে লেখা যস্য। সমমনিম্নোন্নতপৃষ্ঠম্। উজ্জ্বলমাগন্তুকমলাভাবাদমলিনং কান্তিমৎ অবিপাটিতমবিস্ফুটিতম্। বিবর্দ্ধিষ্ণু বর্দ্ধনশীলম্। মৃদু, ন কাষ্ঠপ্রখ্যং, স্নিগ্ধদর্শনমিতি। দৃশ্যত ইতি দর্শনং রূপম্। 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' ইতি ল্যুট্। তদরূক্ষমস্যেতি ॥ ৮ ॥

দীর্ঘাণি হস্তশোভীন্যালোকে চ যোষিতাং চিত্তগ্রাহীণি গৌড়ানাং নখানি স্যুঃ ॥ ৯ ॥

টীকা। প্রমাণতস্ত্রিধা। তত্র দীর্ঘাণি হস্তশোভীনি হস্তং শোভয়িতুং শীলং যেষাম্। নখচ্ছেদ্যং কর্ত্তুমক্ষমত্বাৎ। আলোকে দর্শনে। চিত্তগ্রাহীণি যোষিদ্ভির্দৃশ্যমানানি তাসাং চিত্তং হরন্তীতি গুণদ্বয়যুতানি, স্পর্শকরত্বাৎ প্রায়শো গৌড়ানাম্ ॥ ৯ ॥

হ্রস্বানি কর্ম্মসহিষ্ণূনি বিকল্পযোজনাসু চ স্বেচ্ছাবপাতীনি দাক্ষিণাত্যানাম্ ॥ ১০ ॥

টীকা। হ্রস্বানি কর্ম্মসহিষ্ণূনি লেখনাদি কর্ম্ম সহন্তে। দীর্ঘাণি তু ভজ্যন্তে। বিকল্পযোজনাসু অর্দ্ধচন্দ্রাদয়ো যে বিকল্পাস্তৎসম্পাদনাসু স্বেচ্ছাবপাতীনি প্রয়োক্তুরিচ্ছয়া স্থানে যোঽবপাতঃ, স বিদ্যতে যেষাম্; ন তু দীর্ঘাণাম্। ইতি গুণদ্বয়ম্। তানি খররাগত্বাদ্দাক্ষিণাত্যানাম্ ॥ ১০ ॥

মধ্যমান্যুভয়ভাঞ্জি মহারাষ্ট্রকাণামিতি ॥ ১১ ॥ তৈঃ সুনিয়মিতৈর্হনুদেশে স্তনয়োরধরে বা লঘুকরণমনুদগতলেখং স্পর্শমাত্রজননাদ্রোমাঞ্চকরমন্তে সন্নিপাতবর্দ্ধমানশব্দমাচ্ছুরিতকম্ ॥ ১২ ॥

টীকা। মধ্যমানি—ন দীর্ঘাণি, নাতিহ্রস্বানি। উভয়ভাঞ্জি দীর্ঘহ্রস্বগুণভাঞ্জি। তানি বৈচক্ষণ্যাৎ প্রায়শো মহারাষ্ট্রকাণাম্। আচ্ছুরিতকাদের্লক্ষণং পরত্যাগার্থং চ প্রয়োগস্থানমাহ—তৈরিতি মধ্যমৈর্নখৈঃ পঞ্চভিরপি। সুনিয়মিতৈরিতি সুসংশ্লিষ্টৈঃ। মধ্যমাবস্থাপেক্ষয়া ইদং বচনম্। প্রাগসংশ্লিষ্টান্যেব স্থানে নিবেশ্যন্তে ততশ্চ শনৈরাকৃষ্যমাণানি সুসংযমিতানি ভবন্তি; ন প্রাগেব সুসংযমিতানি; লোকে তথা প্রয়োগদর্শনাৎ। লঘুকরণমিতি লঘ্বী ক্রিয়া যস্মিন্নিতি; যথা ক্ষতং ন ভবতি। যদাহ—অনুদ্গতলেখমিতি। কিমর্থং তহীত্যাহ—স্পর্শমাত্রজননাদ্রোমাঞ্চকরমিতি। অন্ত ইতি। স্পর্শনক্রিয়ায়া নখঘাতাদিভিরিতি অঙ্গুষ্ঠনখেন প্রতিনখস্ফালনাদ্বর্দ্ধমানচটচটাশব্দং যদেবংবিধং কর্ম্ম; তদাচ্ছুরিতকম্, নখৈরাচ্ছুরণাৎ। এবং চ নখচ্ছেদ্যাভাবেঽপ্যন্তেবানুরূপম্। তত্র হনুদেশেঽধরে চ সর্ব্বাসামেব নায়িকানামাচ্ছুরিতকমেব নান্যন্নখকর্ম্মেতি দর্শনার্থমুভয়োগ্র্রহণম্। স্তনয়োরাধিক্যেন প্রয়োক্তব্যমিতি খ্যাপনার্থং বচনম্, তত্রাপি স্পর্শকরত্বাৎ ॥ ১২ ॥

প্রযোজ্যায়াং চ তস্যাঙ্গসংবাহনে শিরসঃ কণ্ডূয়নে পিটকভেদনে ব্যাকুলীকরণে ভীষণে চ প্রয়োগঃ ॥ ১৩ ॥

টীকা। অন্যেষু তু স্থানেষবস্থাপেক্ষয়া প্রয়োগমাহ—প্রযোজ্যায়াং চ কন্যায়াং তস্য প্রয়োগ ইতি বিস্রম্ভণার্থং নান্যস্যেতরস্য কর্ম্মণঃ। সংবাহনে যত্র যত্র স্থানে মর্দনং, তত্র তত্র। শিরঃকণ্ডূয়নে শিরস্যেব। পিটকভেদনে স্বল্পপিটকানাং শরীরস্থানাং ভেদনে। তদ্বদেব ব্যাকুলীকরণে কিঞ্চিৎকর্ত্তুমপ্রযচ্ছন্ত্যাং ভীষণেন ভয়ং দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ। এতে সংবাহনাদিষ্বাবস্থিকাঃ সর্ব্বাস্বেব নায়িকাসু। অস্যাবস্থিককার্য্যবশান্নায়িকাপি প্রয়োক্ত্রী ॥ ১৩ ॥

গ্রীবায়াং স্তনপৃষ্ঠে চ বক্রো নখপদনিবেশোঽর্দ্ধচন্দ্রকঃ ॥ ১৪ ॥ তাবেব দ্বৌ পরস্পরাভিমুখৌ মণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥ নাভিমূলককুন্দরবঙ্ক্ষণেষু তস্য প্রয়োগঃ ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বস্থানেষু নাতিদীর্ঘা লেখা ॥১৭॥

টীকা। গ্রীবায়ামিতি। গ্রীবাপার্শ্বে বহির্মুখাঃ, স্তনপৃষ্ঠে চোর্দ্ধমুখাঃ। অর্দ্ধ-

চন্দ্রবদ্বক্রোঽর্দ্ধচন্দ্রঃ। সূচ্যগ্রেণ কনিষ্ঠানখেন নিপাদ্যো মধ্যমানখেনার্দ্ধচন্দ্রেণ। তাবেব দ্বাবিতি অর্দ্ধচন্দ্রৌ ক্রোড়ভাবেন পরস্পরাভিমুখৌ মণ্ডলম্ তদাকারত্বাৎ। নাভিমূলে রশনানায়কবদেব স্থিতম্। ককুন্দরয়োর্নিতম্বস্যোপরিকূপকয়োরন্তর্নিহিতপ্রতিকূপকং মনোহারি। বঙ্ক্ষণয়োরূরুসন্ধ্যোঃ কর্ণিকালঙ্কারবজ্জঘনস্য। সর্ব্বস্থানেতি। লেখায়াঃ স্থানবিশেষাভাবান্ন স্থানবিশেষাঃ। তেন গ্রীবাত্রিকপৃষ্ঠপার্শ্বোরুমূলবাহুবু নাতিদীর্ঘস্থানবিশেষাদ্দ্ব্যঙ্গুলা ত্র্যঙ্গুলা বা প্রত্যগ্রশিখরনিষ্পাদ্যা ॥ ১৪—১৭ ॥

সৈব বক্রা ব্যাঘ্রনখক-মা স্তনমুখম্ ॥ ১৮ ॥ পঞ্চভিরভিমুখৈর্লেখা চূচুকাভিমুখী ময়ূরপদকম্ ॥ ১৯ ॥ তৎসম্প্রয়োগশ্লাঘায়াঃ স্তনচুচুকে সন্নিকৃষ্টানি পঞ্চনখং পদানি শশপ্লুতকম্ ॥ ২০ ॥

টীকা। সৈবেতি। লেখা স্তনমুখাদুত্থাপ্যাগ্রতো বক্রীকৃতা ব্যাঘ্রনখখণ্ডবৎ স্তনকণ্ঠমলঙ্করোতি। পঞ্চভিরপি নখৈঃ সূচ্যগ্রশিখরৈকৈশ্চুচুকাভিমুখীতি স্তনমুখস্যাধস্তাদঙ্গুলৈর্নখং বিন্যস্যোপরি চ সংশ্লিষ্টাঙ্গুলিনখানি চুচুকস্যাভিমুখমাকর্ষয়েৎ। ময়ূরপদকং, তদাকারত্বাৎ। তদিতি ময়ূরপদকম্। সম্প্রযোগশ্লাঘায়া ইতি। নায়কসম্প্রয়োগশ্লাঘা যস্যাস্তস্যা বিধেয়ম্! সর্ব্বা এব হি স্ত্রিয়ঃ স্তনমুখং সর্ব্বনখবিলুপ্তং বহু মন্যন্তে। যথোক্তম্;—'স তে মনসি তন্বঙ্গি সখি প্রাগিব বর্ত্ততে। স্তনবক্ত্রং বিশালাক্ষি যত্তে শিখিপদাঙ্কিতম্ ॥' ইতি। স্তনচুচুক ইতি সামীপ্যে সপ্তমী। সন্নিকৃষ্টানীতি নখাগ্রপঞ্চকমেকীকৃত্যাবষ্টভ্য নিধ্যাতস্ততঃ পঞ্চ পদানি সন্নিকৃষ্টানি শশপ্লুতকম্, তদাকারত্বাৎ ॥ ১৮—২০ ॥

স্তনপৃষ্ঠে মেখলাপথে চোৎপলপত্রাকৃতীত্যুৎপলপত্রকম্ ॥ ২১ ॥

টীকা। উৎপলপত্রাকৃতীত্যুৎপলপত্রসংস্থানম্। তদেকমেব স্তনপৃষ্ঠে মেখলাপথে চেতি। যথা মেখলা নিবধ্যতে। তত্র পথগ্রহণান্নৈকম্। অপি তু তির্য্যগুৎপলপত্রমালামিব শোভার্থং নিদধ্যাৎ। নাভিমূলস্তনমণ্ডলেঽস্যা নাকরত্বমাভাতি ॥ ২১ ॥

ঊর্ব্বোঃ স্তনপৃষ্ঠে চ প্রবাসং গচ্ছতঃ স্মারণীয়কং সংহতা-শ্চতস্রস্তিস্রো বা লেখা ইতি নখকর্ম্মাণি ॥ ২২ ॥

টীকা। স্মারণীয়কমিতি প্রোষিতং স্মারয়তি যন্নখচ্ছেদ্যং লেখাখ্যম্। 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' ইতি কর্ত্তর্য্যনীয়র্। ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ততঃ প্রযোজ্যায়া ঊর্ব্বোঃ প্রবাসং গচ্ছতঃ প্রচ্ছন্নস্য নায়কস্য প্রয়োক্তুঃ স্তনপৃষ্ঠে সার্ব্বলৌকিকস্য। সংহতা ইতি নিরন্তরা মেখলার্থম্। মা ভূচ্চিরবিপ্রয়োগ ইতি চতস্রো, দীর্ঘ-প্রবাসে তিস্রো, হ্রস্বপ্রবাসে সংখ্যাস্তবল্লেখাঃ। এষামর্দ্ধচন্দ্রাদীনাং দেশকাল-কার্য্যবশান্নায়িকাপি প্রয়োক্ত্রী। নখকর্ম্মাণীত্যেতানি নখচ্ছেদ্যানি রূপবন্তী-ত্যর্থঃ। অরূপিণাং ত্বনিবদ্ধরূপত্বাত্তৎস্থানানিয়মঃ। সর্ব্বত্রৈবোক্তস্থানে প্রয়োগঃ॥ ২২ ॥

আকৃতিবিকারযুক্তানি চান্যান্যপি কুর্ব্বীত ॥ ২৩ ॥

টীকা। অন্যেষামতিদেশমাহ—আকৃতিবিকারযুক্তানীতি সংস্থানবিশেষ-যুক্তানি। অন্যান্যপি পক্ষিকুসুমকলশপত্রবল্ল্যাদীনি নখকর্ম্মাণি প্রয়োক্তব্যানি। অনেন বিকল্পস্যাধিক্যং দর্শয়তি ॥ ২৩ ॥

বিকল্পানামনন্তত্বাদানন্ত্যাচ্চ কৌশলবিধেরভ্যাসস্য চ সর্ব্ব-গামিত্বাদ্রাগাত্মকত্বাচ্ছেদ্যস্য প্রকারান্ কোঽভিসমীক্ষিতুমর্হতীত্যা-চার্য্যাঃ ॥ ২৪ ॥

টীকা। আচার্য্যাণাং মতং বিকল্পানামিতি। অষ্টবিকল্পমেবাস্য নাম্যানি। তেষাম্ ছেদ্যপ্রকারাণাং নিরূপ্যমাণানামানন্ত্যাৎ। অতস্তান কোঽভিসমীক্ষিতু-মর্হতীতি সম্বন্ধঃ। তদভিসমীক্ষিণা কৌশলমপ্যপেক্ষণীয়ম্। তস্য চ প্রতিবিকল্পং ভিন্নত্বাদানন্ত্যমিত্যাহ—আনন্ত্যাচ্চেতি। কৌশলবিধিঃ কৌশলকরণম্। স চ নাভ্যাসং বিনেত্যয়মপরস্তৃতীয়োঽপেক্ষণীয়ঃ। সোঽপ্যেকত্র কৃতোঽন্যত্র ন কৌশলং নিষ্পাদয়তীতি সর্ব্বগামিণা ভবিতব্যমিত্যাহ—অভ্যাসস্য চ সর্ব্বগামি-ত্বাদিতি। তদিয়ং মহতী পরম্পরেতি কঃ প্রকারানভিসমীক্ষতে। কিঞ্চ রাগা-

স্বকত্বাচ্ছেদ্যস্যেতি রাগজন্যত্বাত্তদাত্মকং নখচ্ছেদ্যম্। রাগবিবৃদ্ধৌ হি নখ-বিলেখনম্। তচ্চ তদানীং রাগাত্মত্বাদরূপবদেব প্রবৃত্তত্বে। কোঽত্র চ্ছেদ্য-বস্তূনি প্রকারান্ প্রয়োক্তুমর্হতি। তদানীমষ্টবিকল্পমপি ন বক্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

ভবতি হি রাগেঽপি চিত্রাপেক্ষা। বৈচিত্র্যাচ্চ পরস্পরং রাগো জনয়িতব্যঃ। বৈচক্ষণ্যযুক্তাশ্চ গণিকাস্তৎকামিনশ্চ পরস্পরং প্রার্থনীয়া ভবন্তি। ধনুর্ব্বেদাদিষপি হি শস্ত্রকর্ম্মশাস্ত্রেষু বৈচিত্র্য-মেবাপেক্ষ্যতে; কিং পুনরিহেতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ২৫ ॥

টীকা। ভবতি হি রাগেঽপীতি। হি-শব্দোঽবধারণে। রাগকালেঽপি কেষাঞ্চিৎ সত্যপ্যানন্ত্যে বৈচিত্র্যাপেক্ষা ভবত্যেব। অপিশব্দাদরাগকালেঽপি। যদাহ বৈচিত্র্যাচ্চেতি। আহার্য্যরাগে কৃত্রিমরাগে চ রতে পরস্পরস্য রাগ উৎপদ্যমানঃ সন্ বিনা বৈচিত্র্যমিতি তজ্জননার্থং চ বৈচিত্র্যাপেক্ষা। কে পুনস্তে রাগে সত্যরাগে চ বৈচিত্র্যমপেক্ষন্ত ইত্যাহ—বৈচক্ষণ্যযুক্তাশ্চেতি। তজ্জ্ঞ-তয়া যুক্তা দেবদত্তাসদৃশ্যো গণিকাস্তৎকামিনশ্চ মূলদেবসদৃশাঃ। তে চ বিশিষ্ট-রতার্থিনঃ পরস্পরস্য প্রার্থনীয়াস্তজ্জ্ঞা ভবন্তি। মা ভূদন্যত্র খলরতমিতি ততশ্চ তেষাং বৈচিত্র্যমেব রাগং জনয়তি। ধনুর্ব্বেদাদিষপীতি শাস্ত্রান্তরেণাস্য সাধর্ম্ম্যং দর্শয়তি। আদিশব্দাৎ কুন্তখড়্গাদিশাস্ত্রপরিগ্রহঃ। শস্ত্রকর্ম্মশাস্ত্রেষ্বিতি। জ্ঞানবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা চেতি দ্বিবিধা বিদ্যা। ধনুর্ব্বেদে হি পরশরাণামাগচ্ছতাং শরৈশ্ছেদনমেকসন্ধানেনানেকশরমোক্ষণমিত্যাদিকং কর্ম্মবৈচিত্র্যম্। কিং পুনরিহ কামসূত্রে, যত্র বৈচিত্র্যমেব মুখ্যমভিপ্রেতম্। অন্যথা নাগরকানাগর-কয়োঃ কো ভেদঃ ॥ ২৫ ॥

ন তু পরপরিগৃহীতাস্বেবং কুর্য্যাৎ। প্রচ্ছন্নেষু প্রদেশেষু তাসামনুস্মরণার্থং রাগবর্দ্ধনাচ্চ বিশেষান্ দর্শয়েৎ ॥ ২৬ ॥

টীকা। সর্ব্বত্র চ বৈচক্ষণ্যযুক্তেষু বৈচিত্র্যপ্রসঙ্গপ্রতিষেধমাহ।—ন ত্বিতি। পরপরিগৃহীতাসু বৈচক্ষণ্যযুক্তাস্বপি। এবমিতি বৈচিত্র্যং যুক্তম্। তাসাং

প্রচ্ছন্ননায়কোপভোগ্যত্বাৎ। প্রচ্ছন্নেষিতি উরুজঘনবঙ্ক্ষণাদিষু। অনুস্মরণার্থমিতি। যে নখচ্ছেদ্যবিশেষাস্তান্ দৃষ্ট্বা স্মরন্তি, নিত্যসমাগমস্য দুর্লভত্বাৎ। রাগবর্দ্ধনাচ্চেতি। প্রমোদমাত্রস্বরূপত্বাদ্বিস্পষ্টলক্ষণাং প্রীতিং মহতীং জনয়ন্তি ॥ ২৬ ॥

নখক্ষতানি পশ্যন্ত্যা গূঢ়স্থানেষু যোষিতঃ।
চিরোৎসৃষ্টাপ্যভিনবা প্রীতির্ভবতি পেশলা ॥ ২৭ ॥

টীকা। স্মরণমধিকৃত্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রশংসামাহ—নখক্ষতানীতি। গূঢস্থানাদিষু। অভিনবা প্রথমসমাগম ইব প্রীতিঃ স্নেহঃ। পেশলা অকৃত্রিমা ॥ ২৭ ॥

চিরোৎসৃষ্টেষু রাগেষু প্রীতির্গচ্ছেৎ পরাভবম্।
রাগায়তনসংস্মারি যদি ন স্যান্নখক্ষতম্ ॥ ২৮ ॥

টীকা। চিরোৎসৃষ্টেষননুভূয় চিরপরিত্যক্তেষু। পরাভবং বিনাশম্। রাগায়তনসংস্মারীতি রূপং যৌবনং গুণাশ্চেতি রাগায়তনম্। তৎ স্মারয়িতুং শীলং যস্যেতি। নখক্ষতদর্শনাত্তদ্রূপাদিষু স্মরণম্। ততঃ প্রীতিবাসনাৎ প্রবোধঃ ॥ ২৮ ॥

পশ্যতো যুবতিং দূরান্নখোচ্ছিষ্টপয়োধরাম্।
বহুমানঃ পরস্যাপি রাগযোগশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥

টীকা। সামান্যেন প্রশংসামাহ—দূরাদিতি। তৎপ্রকারমনুপলভ্যাপি। উচ্ছিষ্টং পরিভুক্তম্। বহুমানোঽতিগৌরবম্। পরস্যাপি, যেনাপি ন সঙ্গতা। রাগযোগ ইতি রাগেণ যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

পুরুষশ্চ প্রদেশেষু নখচিহ্নৈর্বিচিহ্নিতঃ।
চিত্তং স্থিরমপি প্রায়শ্চলয়ত্যেব যোষিতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা। পুরুষশ্চেতি। যথা পুরুষস্য, তথা যোষিতোঽপি পুরুষং দৃষ্ট্বা

রাগঃ। প্রদেশেষু সদৃশেষু। বিচিহ্নিতো বিলিখতঃ। স্থিরমপি তপশ্চরণাদিভি-র্নিয়তমপি প্রায়শ্চলয়তীতি প্রকৃতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ।

নান্যৎ পটুতরং কিঞ্চিদস্তি রাগবিবর্দ্ধনম্।
নখদন্তসমুত্থানাং কর্ম্মণাং গতয়ো যথা ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

টীকা। নান্যদিতি রাগযোগেভ্যঃ। পটুতরং রাগবৃদ্ধৌ যোগ্যান্তরম্। দন্তগ্রহণং তুল্যফলত্বদর্শনার্থং প্রাসঙ্গিকম্। কর্ম্মণাং গতয় ইতি ছেদ্যানাং প্রবৃত্তয়ো যথা দেহান্তরস্থিতা, ন তথা লোকেঽন্যদাস্ত সম্প্রয়োগেঽপি রাগবর্দ্ধনম্। পূর্ব্বপূর্ব্বমিতি বক্ষ্যতি। ইতি নখরদনজাতয়ঃ প্রকরণম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধানায়াং বিদগ্ধাঙ্গনাবিরহকাতরেণ গুরুদত্তেন্দ্রপাদাভিধানেন যশোধরেণৈকত্রকৃতসূত্রভাষ্যায়াং সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে নখরদনজাতয়শ্চ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

উত্তরোষ্ঠমন্তর্ম্মুখং নয়নমিতি মুক্ত্বা চুম্বনবদ্দশন-রদনস্থানানি ॥১॥

টীকা। এবং নখচ্ছেদ্যানুপক্রম্য তদধিকেন দশনচ্ছেদ্যেনোপক্রমিতুং দশনচ্ছেদ্যবিষয়স্তথালিঙ্গনাদয়ো দেশপ্রবৃত্তিমননুরূপ্য প্রযুজ্যমানা ন রাগহেতব ইতি, দেশেষু ভবা দেশ্যা উপচারা ইতি, প্রকরণদ্বয়মত্রাধ্যায়ে। তত্র ছেদ্যস্বরূপবিষয়কালানাং পূর্ব্বত্রানির্দ্দিষ্টত্বাৎ স্থানানীত্যাহ ;—উত্তরৌষ্ঠমিতি। চুম্বনস্থেব। তত্রাপ্যুত্তরৌষ্ঠং ছিদ্যমানমসুখাবহম্ অন্তর্ম্মুখং জিহ্বাং শেষমপি। দশনগোচরত্বাৎ। নয়নয়োশ্ছেদ্যাসম্ভবাৎ পর্য্যন্তপীড়াকরত্বাদ্বৈরূপ্যকরণাচ্চ

মুক্তা শেষা ললাটাধরোষ্ঠগলকপোলবক্ষঃস্তনাঃ, তথা লাটানামূরুসন্ধিবাহুমূল-নাভিমূলানি সন্তি তানি স্থানানি ; ন তু সর্ব্বজনপ্রযোজ্যানীতি। এতৎ সর্ব্বং যোজ্যম্, চুম্বনেন সহৈকবিষয়ত্বাৎ। দশনরদনস্থানানি দন্তবিলেখনস্থানানি। উত্তরোত্তরবৈচিত্র্যদর্শনার্থং চুম্বনবিকল্পানন্তরমিদং নোক্তম্ ॥ ১ ॥

সমাঃ স্নিগ্ধচ্ছায়া রাগগ্রাহিণো যুক্তপ্রমাণা নিশ্ছিদ্রাস্তীক্ষ্ণাগ্রা ইতি দশনগুণাঃ ॥ ২ ॥

টীকা। গুণানাহ—সমা অকরালাস্তল্যচ্ছেদ্যং নিষ্পাদয়ন্তীতি। স্নিগ্ধচ্ছায়া অপরুষাঃ। রাগগ্রাহিণস্তাম্বূলভক্ষণাদৌ ন পুষ্পদন্তাঃ ইতি গুণদ্বয়ং শোভার্থম্। যুক্তপ্রমাণা ন শ্লক্ষ্ণা ন পৃথবঃ। নিশ্ছিদ্রা ঘনাঃ। তীক্ষ্ণাগ্রাঃ। ইতি গুণত্রয়ং ছেদ্যার্থং শোভার্থং চ ॥ ২ ॥

কুণ্ঠা রাজ্যুদ্গতাঃ পরুষাঃ বিষমাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ পৃথবো বিরলা ইতি চ দোষাঃ ॥ ৩ ॥

টীকা। রাজ্যুদ্গতা ইতি। মধ্যে স্ফুটিতা লেখা উদ্গতা যেষামিত্যাহিতাগ্ন্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্। গুণবিপর্য্যয়ে দোষাঃ সিদ্ধা অপি প্রধানদোষখ্যাপনার্থং পুনরুক্তম্। তেন রাগাগ্রাহিত্বং ন দোষঃ। শুদ্ধা এব দশনাঃ প্রায়শো বর্ণ্যন্তে। অত্রাপি রাজ্যুদ্গতপরুষবিষমাণামাননকান্তিপরিপন্থিত্বম্ ; কুণ্ঠাদীনাং তু শেষাণাং কার্য্যাকরণেঽসামর্থ্যং দোষশ্চ ॥ ৩ ॥

গূঢ়কমুচ্ছূনকং বিন্দুর্বিন্দুমালা প্রবালমণিমালা খণ্ডাভ্রকং বরাহচর্ব্বিতকমিতি দশনচ্ছেদনবিকল্পাঃ ॥ ৪ ॥ নাতিলোহিতেন রাগমাত্রেণ বিভাবনীয়ং গূঢ়কম্ ॥ ৫ ॥ তদেব পীড়নাদুচ্ছূনকম্ ॥৬ ॥

টীকা। ছেদনবিকল্পা ইতি সংক্ষেপত উক্তাঃ। তেষাং লক্ষণং প্রয়োগস্থানং চাহ—রাগমাত্রেণেতি। 'রাগ এব রাগমাত্রম্, ক্ষতাভাবাৎ। অতিলোহিতেনেতি তুল্যাধিক্যমাহ। তেন বিভাবনীয়ং বিজ্ঞেয়ম্ এবঞ্চ গূঢ়মিব গূঢকম্,

অস্ফুটিতত্বাৎ। তদেকেনৈব রাজদন্তাগ্রেণাবষ্টভ্য নিষ্পাদ্যম্। তদোচ্যতে গূঢ়কং যদাহবপীড্য নিষ্পাদ্যতে। তদা জাতশ্বয়থুত্বাদুচ্ছূনকম্ ॥ ৪—৬ ॥

তদুভয়ং বিন্দুরধরমধ্য ইতি ॥ ৭ ॥ উচ্ছূনকং প্রবালমণিশ্চ কপোলে ॥ ৮ ॥ কর্ণপূরচুম্বনং নখদশনচ্ছেদ্যমিতি সব্যকপোল-মণ্ডনানি ॥ ৯ ॥ দন্তৌষ্ঠসংযোগাভ্যাসনিষ্পাদনাৎ প্রবালমণি-সিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

টীকা। তদুভয়ং গূঢ়কমুচ্ছূনকং চ। বিন্দুরিতি। অয়মিতি-শব্দশ্চার্থে। বিন্দুশ্চ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ। তিত্রয়মধরমধ্যে, তেষাং স্বল্পাভোগত্বাৎ। উচ্ছূনকস্য বৈশেষিকং স্থানমাহ—উচ্ছূনকং প্রবালমণিশ্চ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ, কপোলে, তস্য শক্যক্রিয়ত্বাৎ। কস্মিন্ কপোল ইত্যাহ—সব্যকপোলমণ্ডনানীতি। যথা কর্ণপূরশ্চারুত্বাদ্বামে কর্ণে বিন্যস্তো বামকপোলস্য মণ্ডনং, তথা। যথোক্তম্;—দন্তচ্ছেদ্যং চুম্বনং সতাম্বূলং রাগমণ্ডনম্। দন্তৌষ্ঠসংযোগাভ্যাসনিষ্পাদনেতি। উত্তরদন্তাধরোষ্ঠাভ্যামুত্তরোষ্ঠাধরদন্তাভ্যাং বা স্থানস্য সংযোগায় গৃহীত্বা পীড়নং, তস্যাভ্যাসঃ পুনঃপুনঃ করণং, স এব নিষ্পাদনং যস্যাঃ সিদ্ধেঃ। নিষ্পাদ্যতে-হনেনেতি কৃত্বা। তথা হি তদভ্যাসাৎ প্রবালমণিরিব লোহিতঃ ক্ষতবিবর্জ্জিতো দন্তৌষ্ঠপদবিন্যাসো নিষ্পাদ্যতে ॥ ৭—১০ ॥

সর্ব্বস্থেয়ং মণিমালায়াশ্চ ॥ ১১ ॥ অল্পদেশায়াশ্চ ত্বচো দশন-দ্বয়সন্দংশজা বিন্দুসিদ্ধিঃ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বৈর্ব্বিন্দুমালায়াশ্চ ॥ ১৩ ॥ তস্মান্মালাদ্বয়মপি গলকক্ষবঙ্ক্ষণপ্রদেশেষু ॥ ১৪ ॥ ললাটে চোর্ব্বো-র্ব্বিন্দুমালা ॥ ১৫ ॥

টীকা। মণিমালায়াশ্চ দন্তৌষ্ঠসংযোগাভ্যাসনিষ্পাদনাৎ সিদ্ধিরিত্যেব। অত্রাপ্যয়মেব প্রকারঃ। কিং ত্বেকং নিষ্পাদ্যং তদনন্তরমপরং যাবন্মালা ভূতেতি। অল্পদেশায়া ইতি স্থানাপেক্ষয়া। তত্র গলে মুদ্গমাত্রায়া, অধরে তিলমাত্রায়াস্ত্বচঃ। দশনদ্বয়সন্দংশজেতি। উত্তরেণাধরেণ চ দশনাগ্রেন

ত্বচমাকৃষ্য সন্দংশঃ খণ্ডনং, তস্মাজ্জায়ত ইত্যর্থঃ। বিন্দুসিদ্ধিরিতি। বিন্দুরিব বিন্দুঃ, স্বল্পদেশখণ্ডনাৎ। সিদ্ধিরিত্যুক্তৈশ্চতুর্ভির্দশনৈরল্পদেশায়াস্তচো যুগপৎ সন্দংশজেত্যর্থঃ বিন্দুমালা, তদাকারত্বাৎ। তস্মান্মালাদ্বয়মপীতি। মণিমালা বিন্দুমালা চ। গলকক্ষবঙ্ক্ষণপ্রদেশেষু, শ্লথত্বক্কাদেষাম্। ললাটে চোর্ব্বো-রিতি। তত্রাপ্যর্ব্বোম্বিলপঙ্ক্তিরিব স্থিতা স্থান্ন তির্য্যক্‌পরিমণ্ডলমিবেতি। স্কন্ধভাগয়োর্ব্বিচ্ছেদেঽপি পরিমণ্ডলমিব লক্ষ্যতে ॥ ১১—১৫ ॥

মণ্ডলমিব বিষমকূটকযুক্তং খণ্ডাভ্রকং স্তনপৃষ্ঠ এব ॥ ১৬ ॥

টীকা। বিষমকূটকযুক্তমিতি। বিষমৈঃ পৃথুমধ্যসূক্ষ্মৈর্দশনপদৈঃ সমন্ততো যুক্তং খণ্ডাভ্রকম্, তৎসাদৃশ্যাৎ; স্তনপৃষ্ঠে সৌকর্য্যাচ্ছোভিতত্বাচ্চ। পুরুষস্য বক্ষসী ভার্য্যাদবগন্তব্যম্। তচ্চ কণ্ঠোপগ্রহেণ নিষ্পাদ্যম্ ॥ ১৬ ॥

সংহতাঃ প্রদীর্ঘা বহ্ব্যো দশনপদরাজয়স্তাম্রান্তরালা বরাহচর্ব্বি-তকং স্তনপৃষ্ঠ এব ॥ ১৭ ॥

ইতি। স্তনপৃষ্ঠস্যৈকতো ভাগাৎ স্বল্পদেশাং ত্বচং দশন-সন্দংশেন চর্ব্বয়েৎ, যাবদপরং ভাগম্। ইত্যনেন ক্রমেণোপর্য্যুপরিচর্ব্বণান্নি-রন্তরাঃ প্রদীর্ঘা বহ্ব্যশ্চতস্রঃ, ষড়্বা দশনপদপঙ্‌ক্তয়ো নিষ্পাদ্যাঃ। তাসাং চান্তরালানি সংমূর্চ্ছিতরক্তত্বাত্তাম্রাণি ভবন্তি। অতো বরাহস্যেব চর্ব্বণাদ্বরাহ-চর্ব্বিতকম্। স্তনপৃষ্ঠ এব, বহুলমাংসত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

তদুভয়মপি চ চণ্ডবেগয়োঃ। ইতি দশনচ্ছেদ্যানি ॥ ১৮ ॥

টীকা। তদুভয়মপি খণ্ডাভ্রকং বরাহচর্ব্বিতকং চ ছেদ্যং চণ্ডবেগয়োঃ, তৎসাত্ম্যাৎ। এষাং নায়িকাপি প্রয়োক্ত্রী দ্রষ্টব্যা, উভয়োরপি শাস্ত্রাধিকারাৎ। দেশকালকার্য্যবশাৎ কিঞ্চিদেব কস্যচিদসাধারণম্। এতাবন্তি দশনচ্ছেদ্যানি সাম্প্রয়োগিকান্যুক্তানি, প্রযোজ্যাশরীরে প্রযোজ্যমানত্বাৎ; অভিযোগে অসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

বিশেষকে কর্ণপূরে পুষ্পাপীড়ে তাম্বূলপলাশে তমালপত্রে চেতি প্রযোজ্যাগামিষু নখদশনচ্ছেদ্যাদীন্যাভিযোগিকানি ॥ ১৯ ॥

টীকা। আকারপ্রদর্শনার্থং সাংক্রান্তিকমাভিযোগিকমাহ—বিশেষক ইতি ভূর্জ্জপত্রাদিকল্পিতে তিলকে। কর্ণপূরে নীলোৎপলাদৌ। পুষ্পাপীড় ইত্যুপলক্ষণং শেখরে চ। তাম্বূলপলাশে সংসাধিততাম্বূলীপত্রে। তমালপত্রে সুরভিণ্যনঙ্গলেখীকৃতে, এষাং ছেদ্যবিষয়ত্বাৎ। ইতিশব্দঃ প্রকারে। প্রযোজ্যাগামিষ্বিতি। গমিষ্যন্তীতি গামিনঃ, 'ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ' ইতি সূত্রাৎ। প্রযোজ্যাগামিনো বিশেষকাদয়ঃ। 'গমিগম্যাদীনাম্' ইতি সমাসঃ। তেষু হি ছেদ্যানি সংক্রান্তকান্যাভিযোগিকানি ভবন্তি। নখদশনচ্ছেদ্যাদীনীতি। নখচ্ছেদ্যমাভিযোগিকং প্রাঙ্ নোক্তম্। ইহৈকবিষয়ত্বাদেকীকৃত্যোক্তম্। দশনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ প্রকরণম্ ॥ ১৯ ॥

দেশসাত্ম্যাচ্চ যোষিতঃ উপচরেৎ ॥ ২০ ॥ মধ্যদেশ্যা আর্য্যাপ্রায়াঃ শুচ্যুপচারাশ্চুম্বননখদন্তপদদ্বেষিণ্যঃ ॥ ২১ ॥

টীকা। দেশপ্রবৃত্তয়ো দেশ্যা উপচারাস্তানাহ—দেশসাত্ম্যাদিতি। ল্যব্লোপে পঞ্চমী। সাত্ম্যং দ্বিবিধম্—দেশতঃ, প্রকৃতিতশ্চ। তত্র চুম্বনাদীনাং যেন যস্মিন দেশে সাত্ম্যমবস্থিতং, তদপেক্ষাতে। ন তত্র যোষিত উপচরেৎ। স্বয়ং তচ্ছীলবদ্ভবেৎ। উপলক্ষণমেতৎ। পুরুষানপি যোষিৎ। তত্র মধ্যদেশস্য প্রধানত্বাত্তৎসাত্ম্যমাহ মধ্যদেশ্যা ইতি। 'হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি। প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥' ইতি ভৃগুঃ। 'গঙ্গাযমুনয়োরিত্যেকে' ইতি বসিষ্ঠঃ। অয়মেব শাস্ত্রকৃতাং প্রাধান্যেনাভিপ্রেতঃ। তত্র ভবা মধ্যদেশ্যাঃ। শুচ্যুপচারাঃ সুরতে শুচিসমুদাচারাঃ, আর্য্যপ্রায়ত্বাৎ। চুম্বনাদিত্রয়ং দ্বেষ্টুং শীলমাসাম্। আলিঙ্গনমিচ্ছান্তি ॥ ২০। ২১ ॥

বাহ্লীকদেশ্যা আবন্তিকাশ্চ ॥ ২২ ॥ চিত্ররতেষু ত্বাসামভিনিবেশঃ ॥ ২৩ ॥ পরিষ্বঙ্গচুম্বননখদন্তচূষণপ্রধানাঃ ক্ষতবর্জ্জিতাঃ প্রহণনসাধ্যা মালব্য আভীর্য্যশ্চ ॥ ২৪ ॥

টীকা। বাহ্লীকদেশ্যা উত্তরাপথিকাঃ। আবন্তিকা উজ্জয়িনীদেশভবাঃ। তা এবাপরমালব্যঃ। চুম্বনাদিদ্বেষিণ্যঃ। পূর্ব্বাভ্যো বিশেষমাহ চিত্ররতেম্বিতি। চিত্ররতানি বক্ষ্যন্তে। তেষভিনিবেশোঽতিপ্রীতিকরত্বাৎ। মালব্য ইতি পূর্ব্ব-মালবভবাঃ। পরিষঙ্গচুম্বনাদীনি প্রধান্যেনেচ্ছন্তি। ক্ষতাববর্জ্জিতাঃ তোদস্তু ন দন্তাভ্যামিচ্ছন্তি। প্রহণনসাধ্যাঃ প্রহণনেন জাতরতয়ঃ। আভীর্য্য ইতি। আভীরদেশঃ শ্রীকণ্ঠকুরুক্ষেত্রাদিভূমিঃ। তত্র ভবাঃ ॥ ২২—২৪ ॥

সিন্ধুষষ্ঠানাং চ নদীনামন্তরালীয়া ঔপরিস্টকসাত্ম্যাঃ ॥ ২৫ ॥
চণ্ডবেগা মন্দসীৎকৃতা আপরান্তিকা লাট্যশ্চ ॥ ২৬ ॥

টীকা। সিন্ধুষষ্ঠানাং চেতি। সিন্ধুনদঃ ষষ্ঠো যাসাং নদীনাম্। তদ্ যথা;—বিপাট্ শতদ্রুরিরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা চেতি পঞ্চ নদ্যঃ। তাসামন্তরালেষু ভবাঃ। ঔপরিষ্টকসাত্ম্যা ইতি। সত্যপি পরিষঙ্গচুম্বনাদৌ মুখে জঘন-কর্ম্মণা খরবেগাঃ প্রীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। আপরান্তিকা ইতি। পশ্চিমসমুদ্রসমীপে-ঽপরান্তদেশঃ। তত্র ভবাঃ। অত্রৈতাঃ কিলার্জ্জুনসকাশাদ্বিবোরন্তঃপুর-মাচ্ছিন্নমিতি। লাটাশ্চেতি। অপরমালবাৎ পশ্চিমেন লাটবিষয়ঃ। তত্র-ভবাশ্চণ্ডবেগাঃ। মন্দসীৎকৃতা ইতি। ক্ষতানি মন্দং চ প্রহারং সহন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তবত্ত্বাৎ সীৎকৃতস্য ॥ ২৫।২৬ ॥

দৃঢ়প্রহণনযোগিন্যঃ খরবেগা এব, অপদ্রব্যপ্রধানাঃ স্ত্রীরাজ্যে কোশলায়াঞ্চ ॥ ২৭ ॥

টীকা। স্ত্রীরাজ্য ইতি। বঙ্গরক্ত[বজ্রবন্ত]দেশাৎ পশ্চিমেন স্ত্রীরাজ্যং তত্র, কোশলায়াং চ যোষিতঃ সত্যপ্যালিঙ্গনাদৌ দৃঢপ্রহারৈঃ প্রীয়মাণাঃ সম্প্র-যুজ্যন্তে। খরবেগা এবেত্যবধারণাৎ সর্ব্বদৈবেত্যর্থঃ। কণ্ডূতেরাধিক্যাদ্রাগঃ খর ইত্যুচ্যতে, তদ্ভাবে তু চণ্ড ইতি বিশেষঃ। এবং চ সতি অপদ্রব্যপ্রধানাঃ, কণ্ডূতিপ্রতীকারার্থং প্রাধান্যেন কৃত্রিমসাধনমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

প্রকৃত্যা মৃদ্ব্যো রতিপ্রিয়া অশুচিরুচয়ো নিরাচারাশ্চান্ধ্রাঃ ॥২৮॥

টীকা। আন্ধ্র্যা ইতি। নর্ম্মদায়া দক্ষিণেন দেশো দক্ষিণাপথঃ। তত্র কর্ণাটবিষয়াৎ পূর্ব্বেণান্ধ্রবিষয়ঃ। তত্র ভবাঃ। প্রকৃত্যা স্বভাবেন মৃদ্ব্যঃ কোমলাঙ্গ্যো ন প্রহণনাদি সহন্তে ; কিং তু রতিপ্রিয়াঃ। পুরুষোপসৃপ্তমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অশুচিরুচয়োঽবিবিক্তসমুদাচারা নিরাচারাশ্চ। ভিন্নমর্য্যাদা ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সকলচতুঃষষ্টিপ্রয়োগরাগিণ্যোঽশ্লীলপরুষবাক্যপ্রিয়াঃ শয়নে চ সরভসোপক্রমা মহারাষ্ট্রিক্যঃ ॥ ২৯ ॥

টীকা। মাহারাষ্ট্রিক্য ইতি। নর্ম্মদাকর্ণাটবিষয়য়োর্ম্মধ্যে মহারাষ্ট্রবিষয়ঃ। তত্র ভবাঃ। সকলায়াশ্চতুঃষষ্টেঃ পাঞ্চালিক্যা গীতাদ্যায়াশ্চ প্রয়োগেণ রাগস্তাসাং ভবতীতি তৎপ্রয়োগরাগিণ্যঃ। অশ্লীলং গ্রাম্যং পরুষঞ্চ নিষ্ঠুরং বাক্যং বদন্তি সহন্তে চেতি তৎপ্রিয়ঃ। শয়নে চেতি সম্প্রয়োগে। রভসোপক্রমা ইতি রাগোদ্ভটত্বরভসেন পুরুষমভিযুঞ্জত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

তথাবিধা এব রহসি প্রকাশন্তে নাগরিক্যঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা। নাগরিক্য ইতি পাটলিপুত্রিক্যঃ। তথাবিধা এবেতি। তেনৈব প্রকারেণ সকলচতুঃষষ্টিপ্রয়োগরাগিতয়াশ্লীলপরুষবাক্যপ্রিয়তয়া চ রহসি বিজনে প্রকাশন্তে, সত্রপত্বাৎ। মাহারাষ্ট্রিক্যস্তু প্রকাশে রহসি চেতি বিশেষঃ। শয়নে চ রভসোপক্রমত্বং তুল্যম্ ॥ ৩০ ॥

মৃদ্যমানাশ্চাভিযোগান্মন্দং মন্দং প্রসিঞ্চন্তে দ্রাবিড্যঃ ॥৩১ ॥

টীকা। দ্রাবিড্য ইতি। কর্ণাটবিষয়াদ্দক্ষিণেন দ্রাবিড়বিষয়ঃ। তত্র ভবাঃ। অভিযোগাদিতি। যন্ত্রযোগাৎ প্রাগালিঙ্গনাদ্যভিযোগাৎপ্রভৃতি পুরুষেণ মৃদ্যমানা বহিরন্তশ্চ শিথিলীক্রিয়মাণাবয়বা মন্দং মন্দং প্রসিঞ্চন্ত ইতি স্তোকং স্তোকং মূর্চ্ছনাসুখবর্জ্জিতং ক্ষরণং কার্য্যত ইতি। অমদত্বাৎ। অন্তোঽন্তে সমাক্ষিপ্তবেগা বিসৃষ্টিঃ। তেনৈকস্মিন্নেব রতে নিবৃত্তরাগা ভবন্তীতি দর্শয়তি। ৩১ ॥

মধ্যমবেগাঃ সর্ব্বংসহাঃ স্বাঙ্গপ্রচ্ছাদিন্যঃ পরাঙ্গহাসিন্যঃ

কুৎসিতাশ্লীলপরুষপরিহারিণ্যো বানবাসিক্যঃ ॥ ৩২ ॥ মৃদুভাষিণ্যো-ঽনুরাগবত্যো মৃদ্বঙ্গাশ্চ গৌড্যঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকা। বানবাসিক্য ইতি। কোঙ্কণবিষয়াৎ পূর্ব্বেণ বনবাসবিষয়ঃ। তত্র ভবাঃ। মধ্যমবেগা ভাবতঃ কালতশ্চ সর্ব্বমালিঙ্গনাদিকং সহন্তে। ব্যক্তমাত্মনঃ শরীরে দোষং প্রচ্ছাদয়ন্তি, পরস্যোপহসন্তি, কুৎসিতং রূপেণ ব্যবহারেণ চ অশ্লীলং গ্রাম্যং পুরুষং পরিহরন্তি। ন তেন সম্প্রযুজ্যন্তে। গৌড্য ইতি—গৌড়দেশে-ভবাঃ। প্রদর্শনং চৈতৎ। অন্যদপি লক্ষয়েৎ ॥ ৩২। ৩৩ ॥

দেশসাত্ম্যাৎ প্রকৃতিসাত্ম্যং বলীয় ইতি সুবর্ণনাভঃ ন তত্র দেশ্যা উপচারাঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকা। প্রকৃতিসাত্ম্যমিতি। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ, তৎসাত্ম্যমেব মন্যতে। দেশ-প্রকৃতিসাত্ম্যেনৈবোপচারাঃ কর্ত্তব্যাঃ। উভয়সন্নিপাতে বিরোধে সতি দেশসা-ত্ম্যাৎ প্রকৃতিসাত্ম্যং বলীয় ইতি। অন্তরঙ্গত্বাৎ। ন তত্র দেশ্যা উপচারাঃ সুবর্ণ-নাভস্য; আচার্য্যাণাং তু প্রকৃতিসাত্ম্যপরিহারেণৈব দেশসাত্ম্যেনোপচরেদিতি মতম্। শাস্ত্রকৃতোঽপি সুবর্ণনাভমতমেবাভিমতম্, অপ্রতিষিদ্ধত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

কালযোগাচ্চ দেশাদ্দেশান্তরমুপচারবেষলীলাশ্চানুগচ্ছন্তি। তচ্চ বিদ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকা। কালযোগাচ্চেতি। কালান্তরেণ দেশাদ্দেশান্তরং তথা তত্রত্যা-নুপচারান, বেষং নেপথ্যং লীলাং চেষ্টাবিশেষমনুগচ্ছন্তি। তচ্চেতি দেশা-ন্তরাদানুগমনং তত্ত্বতো বিদ্যাৎ। অন্যথা উপচারাদিদর্শনেন তদ্দেশজেয়মিত্যুপ-চর্য্যমাণা আলিঙ্গনাদিতো বিগুণা স্যাৎ। তস্মাৎ সঞ্চারিগুণত্যাগেন স্বাভাবিদেশ-প্রচারৈরেবাবধার্য্য প্রকৃতিসাত্ম্যেনোপচরেৎ ॥ ৩৫ ॥

উপগূহনাদিষু চ রাগবর্দ্ধনং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিচিত্রমুত্তরমুত্তরঞ্চ ॥ ৩৬ ॥

টীকা। উপগূহনাদিষ্বিতি। আলিঙ্গনচুম্বননখদশনচ্ছেদ্যপ্রহণনসীৎকৃতেষু ষট্সু রাগঃকর্ম্মসু পূর্ব্বং পূর্ব্বং রাগবর্দ্ধনম্। তত্র সীৎকৃতাচ্ছ্রুতিরমণীয়াৎ প্রহ-

ণনং স্পর্শকরং রাগবর্দ্ধনম্। ততো দশনচ্ছেদ্যমতিস্পর্শকরম্। ততোঽপি পরিহারেণ নখচ্ছেদ্যম্। তস্মাদপি চুম্বনং মৃদুস্পর্শকরম্। ততোঽপি সর্ব্বাঙ্গিকমালিঙ্গনমতিস্পর্শকারীতি। বিচিত্রমুত্তরোত্তরমিতি। তত্রোপগূহনাৎ স্থূলকর্ম্মণশ্চুম্বনং কুটিলকর্ম্ম বিচিত্রম্। ততো নখবিলেখনম্। তস্মাদপি দশনচ্ছেদ্যম্। অতিকুটিলম্। ততোঽপি প্রহণনম্। যতস্তদ্ধস্তলাঘবান্মন্দকর্ম্মপরিহারেণ রাগং দীপয়তি। ততোঽপি সাৎকৃতম্, যদুপদেশেঽপি দুর্গ্রহমিতি॥ ৩৬॥

বার্য্যমাণশ্চ পুরুষো যৎ কুর্য্যাত্তদনু ক্ষতম্।

অমৃষ্যমাণা দ্বিগুণং তদেব প্রতিযোজয়েৎ॥ ৩৭॥

টীকা। এবং দেশসাত্ম্যাৎ পরস্পরমুপচরতোশ্ছেদ্যকলহোঽপি স্যাৎ। তত্র প্রীতিস্থিরীকরণার্থং চেষ্টিতমুচ্যতে। তদ্দ্বিধিবধম্;—রহসি প্রকাশে চ সেবনে। তত্র পূর্ব্বমধিকৃত্যাহ—বার্য্যমাণ ইতি। আঙ্গিকেন বাচিকেন বাভিনয়েন নিষেধ্যমানঃ প্রকৃতিসাত্ম্যাৎ; যদা ত্বনিষেধ্যমানস্তদা কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাদিত্যয়মেব পক্ষঃ; ন দ্বিগুণযোজনম্ কলহাভাবাৎ, দ্যূতকলহেঽপি দ্যূতমধিকৃত্যোক্তম্। ইহ সাত্ম্যবিশেষঃ। অমৃষ্যমাণেত্যক্ষমমাণা দ্বিগুণং প্রযুক্তাদধিকচ্ছেদ্যং যত্তদেব, ন বিজাতীয়ম্। প্রতিযোজয়েৎ প্রতীপং যোজয়েৎ॥ ৩৭

বিন্দোঃ প্রতিক্রিয়া মালা মালায়াশ্চাভ্রখণ্ডকম্।

ইতি ক্রোধাদিবাবিষ্টা কলহান্ প্রতিযোজয়েৎ॥ ৩৮॥

টীকা। কস্য কিং দ্বিগুণমিত্যাহ বিন্দোরিতি। মালেতি বিন্দুমালা। তস্য অপ্যভ্রখণ্ডকং প্রতীকারঃ। ইতেবং দ্বিগুণং প্রতীকারং বুদ্ধ্বা যোজয়েৎ কলহং প্রতি। তথাভ্রখণ্ডস্য বরাহচর্ব্বিতকম্। গূঢকস্যোচ্ছূনকম্ তস্য প্রবালমণিঃ তস্যাপি মণিমালা। তস্যাপি বিন্দুরিতি। তত্র পূর্ব্বাণি চত্বারি ত্বচি স্থিতানি শেষাণি ত্বচর্মাতিক্রম্য। ক্রোধাদিবাবিষ্টেতি। কৃতককোপেন দর্শিতাবস্থান্তরা কলহান্তরং কৃতককলহদর্শনার্থম্॥ ৩৮॥

সকচগ্রহমুন্নম্য মুখং তস্য ততঃ পিবেৎ।

নিলীয়েত দশেচ্চৈব তত্র তত্র মদেরিতা॥ ৩৯॥

টীকা। মুখং পিবেদধরপানাখ্যেন চুম্বনেন। তত্র চায়ং বিদগ্ধক্রমঃ। সকচ-গ্রহমুন্নম্যেতি। পাণিনৈকেন কচেষু, দ্বিতীয়েন চিবুকে পরিগৃহ্যোত্তানীকৃত্যে-ত্যর্থঃ। নিলীয়েত দৃঢ়ং সংশ্লিষ্যেৎ, দশেচ্চ। তত্র তত্র ছেদ্যস্থানে। যত্র যত্র বা তেন দষ্টা। মদেরিতা পানমদপ্রেরিতা। তদেব চেষ্টিতং সুখয়তি ॥ ৩৯॥

উন্নম্য কণ্ঠে কান্তস্য সংশ্রিতা বক্ষসঃ স্থলীম্।
মণিমালাং প্রযুঞ্জীত যচ্চান্যদপি লক্ষিতম্ ॥ ৪০ ॥

টীকা। বিধানান্তরমাহ—উন্নম্যেতি। সংশ্রিতা বক্ষসঃ স্থলীমেকেন বাহু-পাশেনাবেষ্ট্য কণ্ঠমুন্নম্য দ্বিতীয়েন হস্তেন চিবুকং গৃহীত্বা মণিমালাং প্রযুঞ্জীত। গলে স্বস্থানে কণ্ঠিকামিবাহ। তচ্চান্যদপি লক্ষিতং দশনচ্ছেদ্যং মনোহারি। অত্রাপি বৈচিত্র্যাপেক্ষেতি সূচয়তি ॥ ৪০ ॥

দিবাপি জনসম্বাধে নায়কেন প্রদর্শিতম্।
উদ্দিশ্য স্বকৃতং চিহ্নং হসেদন্যৈরলক্ষিতা ॥ ৪১ ॥

টীকা। প্রকাশে চেষ্টিতমাহ—দিবাপীতি। রাত্রৌ নায়িকয়া যৎ কৃতং চিহ্নং, তদ্দিবাপি নায়কেন কথমস্মিন জনসমূহে প্রচ্ছাদ্যমিতি ভাবমাকারং গ্রাহয়েৎ প্রদর্শয়েৎ। উদ্দিশ্য স্বয়ং কৃতং চিহ্নমিতি দুষ্টস্যায়মেব নিগ্রহো যুক্ত ইতি ভাবং গ্রাহয়ন্তী হসেৎ। অন্যৈরলক্ষিতেতি। নায়কেনাপালক্ষিতেতি যোজ্যম্। অন্যথা দ্বাবপ্যনাগরকৌ জনসম্বাধে স্যাতামিতি ॥ ৪১ ॥

বিকূণয়ন্তীব মুখং কুৎসয়ন্তীব নায়কম্।
স্বগাত্রস্থানি চিহ্নানি সাসূয়েব প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪২ ॥

টীকা। সাপি তৎকৃতানি চিহ্নানি প্রদর্শয়েদিত্যাহ—বিকূণয়ন্তীব বার্থচুম্ব-নার্থং সঙ্কোচয়ন্তীব, সঙ্কোচসোষ্ঠবাৎ। কুৎসয়ন্তীব ভ্রূনয়নবিকারৈর্ধিক্ ধিক্ ত্বমবিদগ্ধমিতি। 'তর্জয়ন্তীব' ইতি পাঠান্তরম্। ফলমস্য প্রাপ্স্যসীতি তর্জনম্। সাসূয়েবাক্ষমমাণেব ॥ ৪২ ॥

পরস্পরানুকূল্যেন তদেবং লজ্জমানয়োঃ।
সংবৎসরশতেনাপি প্রীতির্ন পরিহীয়তে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে দশনচ্ছেদ্যবিধয়ো দেশ্যা উপচারাশ্চ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

টীকা। তদিতি তস্মাৎ। সংবৎসরশতেন পুরুষায়ুঃপ্রমাণেনেত্যর্থঃ। প্রীতির্ন পরিহীয়তে স্থিরীভবতীত্যর্থঃ। ভোজনমপি হ্যেকরসমুপসেব্যমানং বিরাগং জনয়তি। দেশ্যা উপচারাঃ প্রকরণম্‌ ॥ ৪৩ ॥

ইতি সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে দশনচ্ছেদ্যবিধয়ো দেশ্যা উপচারাশ্চ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

রাগকালে বিশালয়ন্ত্যেব জঘনং মৃগী সংবিশেদুচ্চরতে ॥ ১ ॥

টীকা। এবং দেশপ্রকৃতিসাত্ম্যাপেক্ষয়া আলিঙ্গনাদ্যুপচারাজ্জাতরাগয়োঃ সংবেশনযোগ্যত্বাৎ সংবেশনপ্রকারাঃ, তথা সংবেশনবিশেষত্বাচ্চিত্ররতানীতি প্রকরণদ্বয়মত্রাধ্যায়ে। যদাহ—রাগকাল ইতি। রাগকালো যত্র স্বর্দ্ধালিঙ্গতা। সাধনসম্বাধয়োঃ সংযোগার্থং সংবেশনম্‌। তচ্চ তদানীমেব যুজ্যতে তেন প্রমাণতো রতমধিকৃত্য সংবেশনপ্রকারাঃ। তেনাত্র বিষমরতেষু প্রমাণান্তরা সংক্রান্তির্দ্রষ্টব্যা। বিশালয়ন্ত্যেবেতি উর্বোর্বিশ্লেষণাৎ প্রসারয়ন্তি, তৎপ্রসারণাদস্য বর্দ্ধনং, কেবলং জঘনং বিরতমুখং ভবতি। উচ্চরতে ইতি বৃষেণ সংপ্রযুজ্যমানা মৃগী, সংবিশেৎ শয়ীত, তস্যাঃ সংবৃতরন্ধ্রত্বাৎ। উপলক্ষণং চৈতৎ। উচ্চতররতে চাশ্বেন সম্প্রযোক্ষ্যমাণং জঘনং বিশালয়ন্ত্যৈব সংবিশেৎ। অত্রাতিদেশং বক্ষ্যতি ॥ ১ ॥

অবহ্রাসয়ন্তীব হস্তিনী নীচরতে ॥ ২ ॥ স্থায়ো যত্র যোগস্তত্র সমপৃষ্ঠম্ ॥ ৩ ॥ আভ্যাং বড়বা ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

টীকা। অবহ্রাসয়ন্তীবেতি। উর্বোঃ সংশ্লেষণাৎ সঙ্কোচয়ন্তীব, যথা সংবৃতমুখং ভবতি। হস্তিনী নীচরতে বৃষেণ সম্প্রয়োক্ষ্যমাণা সংবিশেদিত্যেব। তস্যা বহলরন্ধ্রত্বাৎ। শশেন তু নীচতররতেঽবহ্রাসয়ন্তীতি। অত্রাপ্যতিদেশং বক্ষ্যতি। যত্র যস্মিন্ রতে স্থায়াদনপেতো যোগঃ, স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ। সমরত ইত্যর্থঃ। তত্র সমপৃষ্ঠং সংবিশেদিত্যেব, ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ। সঙ্কোচনপ্রসারণাভাবাৎ সমজঘনপৃষ্ঠং যস্যাং ক্রিয়ায়ামিতি। সাপ্যুচ্চরতেনাশ্বেন প্রযোক্ষ্যমাণা বিশালয়ন্তীব শশেনাবহ্রাসয়ন্তীব। স্থায়ো যত্র বৃষেণ, তত্র সমপৃষ্ঠং সংবিশেদিতি। আভ্যাং মৃগীহস্তিনীভ্যাং ব্যাখ্যাতা। যথা চোক্তম্ ;—
'বিবৃতোরুকমুচ্চৈস্তু নীচৈঃ স্যাৎ সংবৃতোরুকম্। যথা স্থিতোরুকং চাপি সমপৃষ্ঠং সমে রতে ॥' ২—৪ ॥

তত্র জঘনেন নায়কং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ ॥ ৫ ॥ অপদ্রব্যাণি চ সবিশেষং নীচরতে ॥ ৬ ॥

টীকা। সংবেশনস্য প্রতিগ্রহফলত্বাৎ প্রতিগ্রহমাহ—তত্রেতি। সঙ্কোচনপ্রসারণভেদাৎ সমপৃষ্ঠাচ্চ ত্রিবিধে সংবেশনে জঘনেন স্বেন নায়কং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ। শ্লথলিঙ্গং প্রতীচ্ছেদিত্যর্থঃ। অপদ্রব্যাণি চেতি। বৃষেণ শশেন বা প্রযুজ্যমানানি কৃত্রিমসাধনানি বড়বা হস্তিনী বা প্রতিগৃহ্নীয়াদিত্যেব। তত্রাপি বিশেষঃ —যদি সমরতং সাধনসদৃশং কৃত্রিমং, তদা নাবহ্রাসয়ন্তী বিশালয়ন্তীব। ততোঽপ্যধিকং চেদ্বিশালয়ন্তীব প্রতিগৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ। নীচরত ইতি। উচ্চরতেঽপদ্রব্যপ্রয়োগাসম্ভবাৎ ॥ ৫। ৬ ॥

উৎফুল্লকং বিজৃম্ভিতকমিন্দ্রাণিকং চেতি ত্রিতয়ং মৃগ্যাঃ প্রায়েণ ॥ ৭ ॥ শিরো বিনিপাত্যোর্দ্ধং জঘনমুৎফুল্লকম্ ॥ ৮ ॥ তস্যাপসারং দদ্যাৎ ॥ ৯ ।

টীকা। যয়া যুক্ত্যা বিবৃতং সংবৃতং বা জঘনং স্যাত্তদ্‌যথাক্রমমাহ উৎফুল্লকমিতি। সমরতে লৌকিকী যুক্তিরুক্তা, ন শাস্ত্রীয়া। লোকে হি গ্রাম্য-নাগরভেদাদুত্তানায়াঃ সংবেশনদ্বয়ং প্রতীতং, পার্শ্বে চ সম্পুটকম্‌। তল্লিতয়মপি সমপৃষ্ঠং ঘটয়তীতি। যথা চোক্তম্‌ ;—'গ্রাম্যমাসীনকান্তোরুবিন্যস্তপ্রমদোরুকম্‌ ; নাগরং চ নরোরুস্থং স্ত্রীপাদান্তোরুযুগ্মম্‌ ॥' ত্রিতয়মিতি ত্র্যবয়বং সংবেশনম্‌ প্রায়েণেত্যেকান্তেন। শির ইতি। শিরোভাগমধস্তাচ্ছয্যায়াং বিনিপাত্যো-ত্তানমূর্দ্ধং জঘনং কুর্য্যাদিতি ভেদমেবং রূপং পশ্চাদ্ভাগেনেত্যর্থঃ। যদ্যপি তৎ স্বতো ভবতি, তথাপ্যতিবিস্তারণার্থমুপর্য্যুপরি-স্থিতহস্তপৃষ্ঠে ত্রিকভাগং বিনিবেশয়েৎ, পাদপার্শ্বৌ চ স্ফিচোর্ব্বাহ্যতঃ। এবং জঘনস্যোর্দ্ধং বিবৃতত্বাদুৎ-ফুল্লমিবোৎফুল্লকম্‌। তত্রেত্যুৎফুল্লকে। অপসারং দদ্যাদিতি। নায়কেন যন্ত্রেণ সংযোজ্যমানা কটিভাগেনাপসরেৎ। নায়কো বা শনৈঃশনৈঃ সংযোজ্যাপসরেৎ যাবদার্দ্র-সন্ধিতা ন ভবতি। সহসোপসৃপ্তায়া হি পীড়া। নায়কস্য চ লিঙ্গচর্ম্মোদ্বর্ত্তনম্‌। যদবপাটিকেতি বৈদ্যৈরুচ্যতে ॥ ৭—৯ ॥

অনীচে সক্থিনী তির্য্যগবসজ্য প্রতীচ্ছেদিতি বিজৃম্ভিতকম্‌ ॥১০॥

টীকা। অনীচে ইতি। সক্থিনী উরূ, তির্য্যগবসজ্যেতি তিরশ্চীনে কৃত্বা তত্রাপি শয্যায়াং পাদয়োরুত্তানবিন্যাসাদপি তিরশ্চীনে ভবতঃ; কিং তু নীচৈরিত্যাহ ;—অনীচে ইতি। প্রতীচ্ছেন্নায়কমিত্যর্থঃ। জৃম্ভিতমিবেতি জঘন-মিতি। বিরলাস্যত্বাৎ জৃম্ভিতমিব ॥ ১০ ॥

পার্শ্বয়োঃ সমমূরূ বিন্যস্য পার্শ্বয়োর্জানুনী নিদধ্যাদিত্যভ্যাস-যোগাদিন্দ্রাণী ॥ ১১ ॥

টীকা। পার্শ্বয়োরিতি। জঙ্ঘাসংশ্লিষ্টাবুরূ পার্শ্বয়োঃ সমমস্তুকারং বিন্যস্য পার্শ্বয়োর্জানুনী নিদধ্যাৎ। কক্ষাবহির্ভাগয়োরিত্যর্থঃ। এবং চ বাহুমূলাভ্যাম-বষ্টভ্য গৃহীতত্বাৎ পূর্ব্বস্মাদ্বিবৃততরং ভবতি। অভ্যাসযোগাদিতি। সহ নিষ্পাদয়িতুমশক্যত্বাদস্যাঃ। ইন্দ্রাণীতি শচীপ্রোক্তত্বাদন্বর্থসংজ্ঞা ব্যপদেশঃ তত্রাপ্যপসারং দদ্যাদিতি যোজ্যম্‌ ॥ ১১ ॥

তয়োচ্চতররতস্যাপি পরিগ্রহঃ ॥ ১২ ॥ সম্পুটেন প্রতিগ্রহো নীচরতে॥ ১৩ ॥ এতেন নীচতররতেঽপি সম্পুটকং পীড়িতকং বেষ্টিতকং বাড়বকমিতি হস্তিন্যাঃ॥ ১৪ ॥ ঋজুপ্রসারিতাবুভাবপ্যুভয়োশ্চরণাবিতি সম্পুটঃ ॥ ১৫ ॥

টীকা। তয়োরিতি মৃগ্যাঃ। উচ্চতররতস্যাপীতি। ন কেবলমিত্যর্থঃ। মৃগী বৃষং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ, অশ্বমপি। তস্যা ধৃতরাগত্বাদিরন্তরাগহেতুত্বাৎ। তত উচ্চতররতেঽতি বিশালয়ন্তীবেতি সিদ্ধং ভবতি। তত্রুৎফুল্লকাবজৃম্ভিতকাভ্যাং তু মৃগী বৃষমেব, বড়বাপি তাভ্যামেবাশ্বমিত্যর্থোক্তম্, পূর্ব্বমতিদিষ্টত্বাৎ। সম্পুটেনেতি। বড়বা সম্পুটেন বক্ষ্যমাণলক্ষণেন বৃষং প্রতিগৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ। নীচতররতেঽপীতি। শশমপি প্রতিগৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ। তস্য সংবৃতহেতুত্বাত্তেন চ প্রতিগৃহীতে পীড়িতকাদি প্রয়োক্তব্যম্। তেনাপ্যপহ্রাসয়ন্তীবেতি সিদ্ধম্। বড়বাপি সম্পুটকেন শশং প্রতিগৃহ্নীয়াদিত্যর্থোক্তম্, পূর্ব্বমতিদিষ্টত্বাৎ। সম্পুটকযুক্তিমাহ—ঋজ্বিতি। প্রগুণং প্রসারিতৌ, যথা যন্ত্রযোগঃ স্যাৎ। উভয়োরিতি স্ত্রীপুংসয়োঃ। সম্পুট ইতি। সম্পুট ইবোভয়োরেকত্র সংশ্লেষাৎ ॥১২—১৫॥

স দ্বিবিধঃ—পার্শ্বসম্পুট উত্তানসম্পুটশ্চ, তথা কর্ম্মযোগাৎ। ১৬॥ পার্শ্বেন তু শয়ানো দক্ষিণেন নারীমধিশয়ীতেতি সার্ব্বত্রিক মেতৎ ॥ ১৭ ॥

টীকা। তথা কর্ম্মযোগাদিতি। তেন প্রকারেণ রতানুষ্ঠানযোগাদিত্যর্থঃ। তত্র পার্শ্বসংবিষ্টয়োঃ পার্শ্বসম্পুটঃ। উত্তানসংবিষ্টায়া উপর্য্যবাক্‌সংবিষ্টস্যৈকোঽপি বিপর্য্যয়েণ দ্বিতীয় ইতি দ্বিবিধ উত্তানসম্পুটকোঽন্যতরেণ ব্যপদিশ্যতে। কথমত্র যন্ত্রযোগ ইতি নাশঙ্কনীয়ম্ সুকরত্বাৎ; পার্শ্বসম্পুটকে তু নায়কস্য কটিরুপধানিকায়াং তিষ্ঠেৎ, নায়িকায়াশ্চ শয়নীয়ে। অন্যথা শয়নীয়স্থয়োর্দ্বয়োঃ কটিভাগয়োর্বিষমত্বাদ্‌যন্ত্রং কদাচিদ্বিঘটেত। কাত্যায়নস্তু সম্পুটকমন্যথা প্রাহ—"কিঞ্চিত্তস্তনার্য্যুরুসংক্রান্তনৃকটিঃ পুরঃ। ত্র্যস্রস্থনরযোগাত্তু সম্মুখঃ সম্পুটঃস্মৃতঃ॥"

অত্রাহ—সংহতোরুত্বাজ্জয়নাবহ্রাসো ন সম্ভবতি। যতো ন সম্ভবতি, অতো ন নীচরতে হস্তিন্যাঃ; সমরতে তু স্যাৎ, যথাস্থিতোরুকতয়াহস্য লৌকিকত্বাৎ। পার্শ্বেন তু শয়ান ইতি নিদ্রাং গন্তুম্। দক্ষিণেন নারীমিতি-এনপাযোগে দ্বিতীয়া। নার্য্যা দক্ষিণে ভাগে আত্মনো বামেন পার্শ্বেনাসনপরিণতা শয়নীয়-মধিশয়ীতেত্যর্থঃ। সার্ব্বত্রিকমিতি। সর্ব্বাস্বেব মৃগ্যাদিনায়িকাস্বয়ং নিদ্রাকালে ভবতি, অবিরোধাৎ; রতকালে তু তদ্বিপরীতো হস্তিন্যা এব সঙ্কোচহেতুত্বাৎ, বামহস্তেন তত্র গুহ্যস্পর্শনাদৌ শিষ্টানুজ্ঞাতত্বাৎ ॥ ১৬। ১৭ ॥

সম্পুটকপ্রযুক্তযন্ত্রেণৈব দৃঢ়মূরূ পীড়য়েদিতি পীড়িতকম্ ॥ ১৮ ॥

টীকা। সম্পুটকপ্রযুক্তযন্ত্রেণেতি। উত্তানসম্পুটে পার্শ্বসম্পুটে বা। তৎ-প্রযুক্তযন্ত্রা নায়িকা দৃঢ়ং দ্বাবূরূ পরস্পরং পীড়য়েদিতি ততোহতিপীড়নাৎ সম্পুটকমেব পীড়িতমিতি সংরতাকারং ভবতীতি ॥ ১৮ ॥

ঊরূ ব্যত্যস্যেদিতি বেষ্টিতকম্ ॥ ১৯ ॥

টীকা। সম্পুটকপ্রযুক্তযন্ত্রেণেত্যর্থঃ। তত্রাপি য উত্তানসম্পুটকে বাম-দক্ষিণতো বা নয়েৎ যদ্দক্ষিণং বামত ইতি তদেবং পরস্পরোরুবেষ্টনাজ্জঘনং পূর্ব্ব-স্মাৎ সংবৃততরং ভবতি, তত্র স্বভাবেন সিদ্ধত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

বড়বেব নিষ্ঠুরমবগৃহ্নীয়াদিতি বাড়বকমাভ্যাসিকম্ ॥ ২০ ॥

টীকা। নিষ্ঠুরং নিশ্চলম্। অবগৃহ্নীয়াৎ সন্দংশেষ্টপুটেন সাধনমিত্যর্থঃ। বাড়বকং বড়বায়া [এতেন নীচতররতস্যাপি পরিগ্রহঃ] ইদং কর্ম্মাভ্যাসিকম্, সহসা সম্প্রয়োগে প্রয়োক্তুমশক্যত্বাৎ ॥ ২০ ॥

তদান্ধ্রীষু প্রায়েণেতি সংবেশনপ্রকারা বাভ্রবীয়াঃ ॥ ২১ ॥

টীকা। আন্ধ্রীষু প্রায়েণ দৃশ্যন্তে, তাসাং যত্নপরত্বাৎ। তস্যাভ্যাসোপায়শ্চ সম্প্রদায়নিরূপ্যঃ। ততোহভ্যাসার্ত্তানিরপেক্ষগ্রহণমিতি। বাভ্রবীয়া বাভ্রব্যেণ প্রোক্তাঃ সপ্তৈব সংবেশনপ্রকারাঃ ॥ ২১ ॥

সৌবর্ণনাভাস্তু—উভাবপ্যূরূ ঊর্দ্ধাবিতি তদ্ভুগ্নকম্ ॥ ২২ ॥

চরণাবূর্দ্ধং নায়কোহস্যা ধারয়েদিতি জৃম্ভিতকম্ ॥ ২৩ ॥ তৎকুঞ্চিতাবূৎপীড়িতকম্ ॥ ২৪ ॥ তদেকস্মিন্ প্রসারিতেঽর্দ্ধপীড়িতকম্ ॥ ২৫ ॥

টীকা। অনেন বিকল্পবর্গস্য ন্যূনতামাহ—সৌবর্ণনাভাস্ত্ব। হস্তিন্যা ইতি বর্ত্ততে। স্ববর্ণনাভেন প্রোক্তাঃ। অনেন দ্বৈবিধ্যমাহ। উত্তানা নায়িকা স্বাবপ্যূরূ সংশ্লিষ্টাবূর্দ্ধাবেবাবস্থাপয়েৎ, নায়কোঽপি জান্বন্তরেণ দোর্ভ্যামাশ্লিষ্যোপসর্পেৎ। তদ্ভুগ্নকমিতি, উর্ব্বোরূর্দ্ধমানঃস্থতত্বাৎ। চরণাবূর্দ্ধমিতি। নায়িকাজানুসন্ধৌ স্কন্ধয়োর্নিহিতস্য চরণাবূর্দ্ধ্বৌ নায়কেন ধারিতৌ ভবত ইতি জৃম্ভিতকম্। তৎকুঞ্চিতৌ ধারয়েদিত্যেব। নায়কোরসি চরণৌ নিদধ্যাৎ; নায়কোঽপি পার্শ্বপাশেন নায়িকায়া গ্রীবামাবেষ্ট্যোপসর্পেৎ। এবং চরণাবূর্দ্ধ্বৌ সঙ্কুচিতাবধস্তাদুরসা ধারিতৌ স্যাতাম্। দ্বয়োশ্চোরসি উৎপীড়নাৎ পীড়িতকম্। তদিতি পীড়িতকম্। একস্মিংশ্চরণে প্রসারিতে ব্যত্যাসেনেতি দ্বিতীয়মপার্দ্ধপীড়িতকম্, অর্দ্ধপীড়নাৎ ॥ ২২—২৫ ॥

নায়কস্যাংস একো দ্বিতীয়কঃ প্রসারিত ইতি পুনঃপুনর্ব্ব্যত্যাসেন বেণুদারিতকম্ ॥ ২৬ ॥ একঃ শিরস উপরি গচ্ছেদ্দ্বিতীয়ঃ প্রসারিত ইতি শূলাচিতকমাভ্যাসিকম্ ॥ ২৭ ॥ সঙ্কুচিতৌ স্ববস্তিদেশে নিদধ্যাদিতি কার্কটকম্ ॥ ২৮ ॥ উর্দ্ধাবূরূ ব্যত্যস্যেদিতি পীড়িতকম্ ॥ ২৯ ॥

টীকা। নায়কস্যাংসে স্কন্ধে বামশ্চরণঃ স্থিতঃ। ক্ষণাদস্তু তদধস্তাৎ প্রসারিত ইত্যেকম্। পুনর্ব্ব্যত্যাসেন দক্ষিণস্কন্ধে বামঃ প্রসারিত ইতি দ্বিতীয়ম্। বেণুদারিতকমিতি বংশস্যেব দারণং পাটনম্। এক ইতি। বামো দক্ষিণো বা চরণঃ। শিরস ইতি নায়িকায়াঃ। দ্বিতীয় ইতি দক্ষিণো বামো বাঽধঃ।—এবং দ্বিবিধং শূলাচিতকম্, শূল ইবারোপণাচ্ছূলভিন্নবচ্ছরীরস্য লক্ষ্যমাণত্বাৎ। আভ্যাসিকম্। অন্যথা কথমুপরিতনজঙ্ঘাকাণ্ডঃ স্থগিতকঃ স্যাৎ। সঙ্কুচিতৌ নায়িকাচরণৌ জানুসঙ্কোচাৎ স্ববস্তিদেশে স্বনাভিমূলে নিদধ্যান্নায়কঃ। কার্কটকমিতি কর্কটস্যেবেদং কর্ম্ম, যদগ্রচরণৌ তথা তিষ্ঠতঃ। উর্দ্ধাবূরূ ব্যত্যস্যেদিতি

উত্তানং বামং দক্ষিণতো নয়েৎ, দক্ষিণং বামতঃ। পীড়িতকং জঘন-পীড়নাৎ ॥ ২৬—২৯ ॥

জঙ্ঘাব্যত্যাসেন পদ্মাসনবৎ ॥ ৩০ ॥ পৃষ্ঠং পরিষ্বজমানায়াঃ পরাঙ্মুখেন পরাবৃত্তকমাভ্যাসিকম্ ॥ ৩১ ॥

টীকা। জঙ্ঘাব্যত্যাসেনেতি। উত্তানা নায়িকা দক্ষিণপাদং বামে শ্রোকমূলে নিদধ্যাৎ, বামং চ দক্ষিণে। পদ্মাসনমিতি প্রতীতম্। পৃষ্ঠমিতি। যন্মর্বিশ্লিষ্য পূর্ব্বকায়েণ পরাবৃত্তস্য নায়কস্য পৃষ্ঠমুপগূহমানায়াঃ পরাবৃত্তকম্, পরাঙ্মুখেণ নায়কেন সম্প্রয়োগাৎ। উপলক্ষণং চৈতৎ। পৃষ্ঠমুপগূহমানস্য পরাঙ্মুখ্যা পরাবৃত্তকম্, আভ্যাসিকম্, সহসা বর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। উভয়কায়ং পরিবৃত্য সংবিষ্টায়াঃ পৃষ্ঠমুপগূহমানস্য পরাঙ্মুখ্যা পরাবৃত্তকমাভ্যাসিকমর্থোক্তম্ ॥৩০।৩১॥

জলে চ সংবিষ্টোপবিষ্টস্থিতাত্মকাংশ্চিত্রান্ যোগানুপলক্ষয়েৎ, তথা সুকরত্বাদিতি সুবর্ণনাভঃ ॥ ৩২ ॥

টীকা। এতে সংবেশনপ্রকারা, ন চিত্রাঃ। লোকে হি স্থলে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতো বা শয়নং প্রতীতম্। ততোঽন্যচ্চিত্রম্। তদেতৈরুপলক্ষয়েদিতি দর্শয়ন্নাহ ;—জলে চেতি। চকারাৎ স্থলে চ। তত্রাপ্সু ক্রীড়ায়াং কূলে শিরো নিধায় সংবিষ্টয়োঃ সংবেশনাত্মকোঽপি যঃ স্থলাভাবাচ্চিত্রপ্রযোগস্তং সম্পুটেন চোপলক্ষয়েৎ। উপবিষ্টস্য নায়কস্যোপবেশনাত্মকৈস্তৈ সর্ব্বৈরেব প্রকারৈঃ। ঊর্দ্ধ-স্থিতায়াঃ স্থিতাত্মকঃ, স্থলশয়নাভাবাৎ। চিত্রো যোগস্তঃ শূলাচিতকে। তথা সুকরত্বাদিতি। তৈঃ প্রকারৈঃ সংযোগস্যাপ্সু সৌকর্য্যাৎ ॥ ৩২ ॥

বার্ত্তং তু তৎ, শিষ্টৈরপস্মৃতত্বাদিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকা। বার্ত্তং ত্বিতি। তথা সুকরত্বাদিতি সত্যম্, বার্ত্তং তু তৎ, অসারমিত্যর্থঃ। শিষ্টৈরপস্মৃতত্বাদিতি। স্মৃতিকারৈর্নিষিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। তথা চ গৌতমীয়ং বচনম্—'অপ্সু মিথুনসংযোগে নরকঃ' ইতি। প্রায়শ্চিত্তবিধানে ভার্গববচনম্—'রেতঃ সিক্ত্বা জলে চৈব কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ।' ইতি। তস্মাৎ স্থলপ্রযোজ্যমেব চরেৎ। সংবেশনপ্রকারাঃ প্রকরণম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ চিত্ররতানি ॥ ৩৪ ॥

টীকা। প্রকরণসম্বন্ধমাহ—অথেতি। সংবেশনপ্রস্তাবে তদ্বিশেষত্বাৎ স্থলপ্রযোজ্যানীত্যুচ্যন্তে ॥ ৩৪ ॥

ঊর্দ্ধস্থিতয়োর্যূনোঃ পরস্পরাপাশ্রয়য়োঃ কুড্যস্তম্ভাপাশ্রিতয়োর্ব্বা স্থিতরতম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকা। তত্রোর্দ্ধমধিকৃত্যাহ—পরস্পরাপাশ্রয়য়োরিতি। আশ্রয়ান্তরাভাবাদ্বাহুপাশেনান্যোন্যোপলগ্নয়োঃ। কুড্যস্তম্ভাপাশ্রিতয়োরিতি। নায়িকায়াং কুড্যে স্তম্ভে বাহুপাশ্রিতায়াং দ্বিতীয়োঽপি তদাশ্রয়াদাশ্রিত ইত্যুক্তম্। স্থিতরতঞ্চ তয়োরূর্দ্ধস্থিত্যা করণত্রয়মত্রান্তর্ভূতম্। যথোক্তম্;—"উৎক্ষিপ্তপ্রমদাপাদমেকেন নরপাণিনা। প্রসারণবিশেষেণ ব্যায়তং সম্মুখং স্মৃতম্॥ নারীপাদতলন্যাসান্নরহস্ততলে তু যৎ। কুঞ্চিতপ্রমদাজানুদ্বয়ং দ্বিতলসংজ্ঞিতম্॥ নরকূর্পরবিন্যস্তপার্শ্বনিকুঞ্চিতজানুকম্। জানুকূর্পরমুদ্দিষ্টমিতি শুদ্ধো বিধিঃ স্মৃতঃ" ইতি ॥ ৩৫ ॥

কুড্যাপাশ্রিতস্য কণ্ঠাবসক্তবাহুপাশায়াস্তদ্ধস্তপঞ্জরোপবিষ্টায়া-ঊরুপাশেন জঘনমভিবেষ্টয়ন্ত্যা কুড্যে চরণক্রমেণ বলন্ত্যা অবলম্বিতকং রতম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকা। কুড্যাপাশ্রিতস্যেত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ স্তম্ভাপাশ্রিতস্য বা নায়কস্য কণ্ঠেঽবসক্তোঽবলগ্নো বাহুপাশো যস্যা ইতি বিগ্রহঃ। তদ্ধস্তপঞ্জর ইতি। নায়কস্য হস্তাভ্যাং বেণীবন্ধেন ঘটিতপঞ্জরে সমুপাবিষ্টায়া ঊরুপাশেন জঘনং নায়কস্য বেষ্টয়ন্ত্যাঃ। চরণক্রমেণ বলন্ত্যা ইতি। কুড্যে স্তম্ভে বা পুনঃপুনশ্চরণবিক্ষেপেণ কটিং প্রেঙ্খয়ন্ত্যাঃ। আবলম্বিতকম্, নায়ককণ্ঠান্নায়িকায়া অবলম্বনাৎ। এতদ্দ্বয়ং বৈহায়সিকত্বাচ্চিত্রম্ ॥ ৩৬ ॥

ভূমৌ বা চতুষ্পদবদাস্থিতায়া বৃষলীলয়াঽবস্কন্দনং ধৈনুকম্ ॥৩৭॥

টীকা। চতুষ্পদবদিতি। সামান্যনির্দ্দেশো বক্ষ্যমাণাপেক্ষঃ। তত্র ধেনুকাবচ্চতুর্ভির্গাত্রৈরধোমুখমবাস্থিতায়া, বৃষলীলয়েতি বৃষচেষ্টয়া নায়কস্যাবস্কন্দনং

কটিভাগেঽভিপতনম্। ধেনুকর্ম্মেতি ধৈনুকায়া ইদম্। এতচ্চামনুষ্যধর্ম্মাচরণাচ্চিত্রম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্র পৃষ্ঠমুরঃকর্ম্মাণি লভতে ॥ ৩৮ ॥ এতেনৈব যোগেন শৌনমৈণেয়ং ছাগলং গর্দ্দভাক্রান্তং মার্জ্জারললিতকং ব্যাঘ্রাবস্কন্দনং গজোপমর্দ্দিতং বরাহঘৃষ্টকং তুরগাধিরূঢ়কমিতি যত্র যত্র বিশেষো যোগোঽপূর্ব্বস্তত্তদুপলক্ষয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

টীকা। তত্রেতি ধৈনুকে। পৃষ্ঠমুরঃকর্ম্মাণি লভত ইতি যানি নায়িকোরসি প্রহণনচ্ছেদ্যোপগূহনাদীনি, তানি পৃষ্ঠে প্রযুঞ্জীতেত্যর্থঃ। এতেনেতি ধৈনুকযোগেন শৌনাদিকমুপলক্ষয়েদিত্যর্থঃ। শ্বাদীনাং চতুষ্পদত্বাৎ তদ্রূপত্বমনেন ব্যাখ্যাতমিত্যবগচ্ছেদিত্যর্থঃ। বিশেষপ্রতিপত্তৌ তু কারণমাহ ;—যত্র যত্রেতি। যস্মিন যস্মিন্ যেন যেন বিশেষেণ স্বরগতেন কায়গতেন চ যোগোঽপূর্ব্বো দৃশ্যতে, তত্তদুপলক্ষয়েৎ। তত্র শুনীবদবস্থিতা শ্বলীলয়া নায়কস্যাবস্কন্দনম্। এবং ছগলীবচ্ছগললীলয়া ছাগলম্। এণীবদেণলীলয়া ঐণেয়ম্—'এণ্যা ঢঞ্', ব্যাপারস্যাপি বিকারত্বাৎ। গর্দ্দভীবদ্গর্দ্দভলীলয়া ক্রমণং গর্দ্দভাক্রান্তকম্। মার্জ্জারীবন্মার্জ্জারলীলয়া চ ললিতকং মার্জ্জারললিতকম্: ব্যাঘ্রীবদ্ব্যাঘ্রলীলয়াঽবস্কন্দিতং ব্যাঘ্রাবস্কন্দনম্। গজবদ্গজললীলয়োপমর্দ্দনং গজোপমর্দ্দিতম্। তুরগীবত্তুরগলীলয়াঽধিরোহণং তুরগাধিরূঢকম্। অত্র শ্বাদীনাং স্বরকায়গতং চেষ্টিতং প্রত্যক্ষতোঽবগন্তব্যমপ্রত্যক্ষীকৃতস্য প্রযোক্তুমশক্যত্বাৎ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মিশ্রীকৃতসদ্ভাবাভ্যাং দ্বাভ্যাং সহসঙ্ঘাটকং রতম্ ॥ ৪০ ॥ বহ্বীভিশ্চ সহ গোযূথিকম্ ॥ ৪১ ॥

টীকা। মিশ্রীকৃতসদ্ভাবাভ্যামিতি। দম্পত্যোর্হি রতম্। দ্বাভ্যাং তু পরস্পরোপজনিতবিশ্বাসাভ্যাং নায়িকাভ্যাং সহৈকনায়কস্য রতং চিত্রসঙ্ঘাটকাখ্যম্। একশয়নে স্ত্রীযুগস্য যুগপৎ সম্প্রযুজ্যমানত্বাৎ। যদৈব হি পূর্ব্বোপ-

স্পৃষ্টবদেকস্যা রাগাপনয়নং, তদৈবাপরস্যাশ্চ চুম্বনাদিনা রাগজননম্। ততোঽস্যা রাগাপনয়নং প্রশান্তরাগায়াশ্চ রাগজননমিতি। বহ্বীভিশ্চ মিশ্রীকৃতসদ্ভাবাভিঃ সহৈকস্য চিত্ররতং গোযূথিকম্। বৃষস্যেব গোযূথে স্ত্রীসমূহে বর্ত্তনাৎ ॥ ৪০।৪১ ॥

বারীক্রীড়িতকং ছাগলমৈণেয়মিতি তৎকর্ম্মানুকৃতিযোগাৎ ॥ ৪২ ॥

টীকা। বারীক্রীড়িতকমিতি। বার্য্যাং গজস্যেব করিণীভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ রমণাৎ, তথা ছগলবদেনবচ্চ স্ত্রীভিঃ সহ চ্ছাগলমৈণেয়মিতি। তৎকর্ম্মানুকৃতিযোগাদিতি। বৃষাদীনাং গবাদিষু যৎ স্বরগতং কায়গতং চ কর্ম্ম, তদনুকৃতিযোগাত্তথা ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। যথৈকস্য দ্বাভ্যাং বহ্বীভিশ্চ, তথা দ্বাভ্যাং নায়কাভ্যাং বহুভিশ্চ একস্যা রতং সম্ভবতি। তত্র নায়কসঙ্ঘাটকেনৈকস্যা বক্ষ্যমাণযোগেন কাম্যমানত্বাৎ সঙ্ঘাটকং রতম্, দ্বয়োর্ব্বা সংবিষ্টয়োঃ পুরুষায়িতেন কাম্যমানত্বাৎ। যথোক্তম্;—উরুব্যত্যাসসংবিষ্টপরিবর্ত্তিতদেহয়োঃ। বৃষয়োরুন্নতং চিহ্নং হস্তস্যাং পুরুষায়িতে॥' বহুভিশ্চ গোযূথিকম্। বৃষগোবৃথস্যেবৈকস্যাং গবি স্ত্রিয়াং নায়কযূথস্য বর্ত্তনাৎ। তথা বারীক্রীড়িতকমিত্যাদি তৎকর্ম্মানুকৃতিযোগাত্তদেব গোযূথিকাদিরতম্ ॥ ৪২ ॥

গ্রামনারীবিষয়ে স্ত্রীরাজ্যে চ বাহ্লীকে বহবো যুবানোঽন্তঃপুরসধর্ম্মাণ একৈকস্যাঃ পরিগ্রহভূতাঃ। তেষামেকৈকশো যুগপচ্চ যথাসাত্ম্যং যথাযোগঞ্চ রঞ্জয়েয়ুঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকা। দেশপ্রবৃত্তিং দর্শয়ন্নাহ—গ্রামনারীবিষয় ইতি। স্ত্রীরাজ্যসমীপ এব পরতো গ্রামনারীবিষয়ঃ। যুবানো ব্যবায়ক্ষমাঃ। অন্তঃপুরসধর্ম্মাণো রক্ষণযোগাদস্বতন্ত্রাঃ। একস্যা যোষিতঃ পরিগ্রহং গতাঃ। খরবেগত্বান্নৈকেন তুষ্টিরিতি। তে তাং কথং রঞ্জয়েয়ুরিত্যাহ;—একৈকশো যুগপচ্চেতি। একৈকেন ক্রমেণ যৌগপদ্যেন চেত্যর্থঃ। যথাসাত্ম্যং যথাযোগং চেতি। যেন যস্যা উপচারেণ সাত্ম্যং যত্র যস্য চ যুজ্যতে প্রয়োগস্তেন তামনুরঞ্জয়েয়ুঃ। তস্যাস্তৃপ্তিং জনয়েয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

একো ধারয়েদেনামন্যো নিষেবেত। অন্যো জঘনং, মুখমন্যো, মধ্যমন্য ইতি বারংবারেণ ব্যতিকরেণ চানুতিষ্ঠেয়ুঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকা। তদেবৈকৈকং কর্ম্ম যৌগপদ্যং চ দর্শয়ন্নাহ—একো ধারয়েদিতি, যস্যাঙ্কমপাশ্রিত্য সংবিষ্টা মুখমন্যো নিষেবেত চুম্বনদশননখক্ষতৈঃ। জঘনমন্য উপসৃপ্তকৈঃ মধ্যং মুখজঘনয়োশ্চুম্বননখদশনচ্ছেদ্যপ্রহণনৈরন্য ইত্যেকৈকেন কর্ম্মণা। যুগপচ্চেতি। তত্রাপি পুনর্ব্বিধানান্তরমাহ—বারং বারেণানুতিষ্ঠেয়ুরিতি। বারং নিয়োগং বারেণ পরিপাট্যা। তত্র যো জঘনং নিষেবিতবান্, স নিরন্তরাগত্বাদ্বারেণ বারমনুতিষ্ঠেৎ। বারেণ বারিকো মুখবারং, তদ্বারিকো মধ্যবারং, তদ্বারিকশ্চ জঘনবারমিতি। ব্যতিকরেণ চেতি দ্বিতীয়কর্ম্মসংযোজনেন চ। তদ্যথা;—জঘনসেবকো জঘনং মধ্যং চ নিষেবেত। মধ্যসেবকো মধ্যং মুখং চ। তৎসেবকশ্চ মুখং মধ্যং চ। বারিকো ধারয়েন্মুখং চ নিষেবেতেতি। অনেন বিধিনা তাবদনুতিষ্ঠেয়ুর্যাবৎ সর্ব্ব এব জঘনবারমনুপ্রাপ্তাঃ ॥ ৪৪ ॥

এতয়া গোষ্ঠীপরিগ্রহা বেশ্যা রাজযোষাপরিগ্রহাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥৪৫॥

টীকা। এতয়েতি যথোক্তয়া স্ত্রিয়া। অন্যত্রাপি দেশে সম্ভবত্যেতদতিদেশেন দর্শয়তি—গোষ্ঠীপরিগ্রহা ইতি। বিটৈঃ সম্ভূয় পরিগৃহ্যতে যা বেশ্যা। গোষ্ঠী যেষাং পরিগ্রহ ইতি। যোষিচ্ছব্দসমানার্থো যোষাশব্দঃ। সংহত্যান্তঃপুরিকাভির্যোষিদ্ভির্যে পরিগৃহ্যন্তে পরপুরুষাঃ। বক্ষ্যতি চ—'সংহত্য নব দশেত্যেকৈকং যুবানং প্রচ্ছাদয়ন্তি প্রাচ্যানাম্।' ইতি। বেশ্যাং বিটাঃ, যুবানং চ স্ত্রিয়ঃ পূর্ব্ববদনুরঞ্জয়েয়ুরিত্যর্থঃ। বহ্বীভিশ্চ গৌযূথিকমিত্যেতৎ স্বদারেষু নায়কব্যাপারমধিকৃত্যোক্তম্ ॥ ৪৫ ॥

অধোরতং পায়াবপি দাক্ষিণাত্যানাম্। ইতি চিত্ররতানি ॥৪৬॥

টীকা। অধোরতমিতি। অপানস্য জঘনাধঃস্থিতত্বাৎ। তচ্চ স্ত্রীপুংসবিষয়ভেদেন দ্বিবিধম্। তদপি বিমার্গমেহনাচ্চিত্রম্। ঔপরিষ্টকং তু তত্রাপ্রকৃতিবিষয়ত্বান্ন চিত্রম্, স্ত্রীপুংসয়োশ্চ চিত্রমেব, বিমার্গমেহনাৎ। দাক্ষিণাত্যানামিতি দেশপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি ॥ ৪৬ ॥

পুরুষোপসৃপ্তানি পুরুষায়িতে বক্ষ্যামঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকা। পুরুষোপসৃপ্তানি তু সংবেশনানন্তরত্বাদবসরপ্রাপ্তান্যপি পুরুষায়িতে বক্ষ্যামঃ ॥ ৪৭ ॥

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ ;—

পশূনাং মৃগজাতীনাং পতঙ্গানাঞ্চ বিভ্রমৈঃ।
তৈস্তৈরুপায়ৈশ্চিত্তজ্ঞো রতিযোগান্ বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

টীকা। তত্রাপ্যুপযোগিত্বাচ্চিত্রস্য বর্দ্ধনমাহ—পশূনামিতি। তত্রাধো-দশনাঃ পশবঃ। ঊর্দ্ধাধোদশনা মৃগাঃ। পতঙ্গাঃ পক্ষিণঃ। তৈস্তৈরিতি। যে যে প্রত্যক্ষত উপলব্ধাঃ। বিভ্রমৈরিতি বিচেষ্টিতৈঃ স্ববকাযগতৈঃ। চিত্তজ্ঞ ইতি। স্ত্র্যভিপ্রায়ং বুদ্ধ্বেত্যর্থঃ। রতিযোগানিতি বন্ধার্থান যোগান। বিবর্দ্ধয়েদপরানপরান প্রয়োজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তৎসাত্ম্যাদ্দেশসাত্ম্যাচ্চ তৈস্তৈর্ভাবৈঃ প্রযোজিতৈঃ।
স্ত্রীণাং স্নেহশ্চ রাগশ্চ বহুমানশ্চ জায়তে ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে সংবেশনপ্রকারাশ্চিত্ররতানি চ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকা। তদ্বিবর্দ্ধনে কিং ফলমিত্যাহ—তৎসাত্ম্যাদিতি। নায়িকায়াঃ প্রকৃতিসাত্ম্যাৎ। দেশসাত্ম্যং প্রাগুক্তম্। তৈস্তৈরিতি পশ্বাদিবিভ্রমৈঃ। ভাবৈ-রিতি ভাবহেতুত্বাৎ প্রযোজিতৈঃ। নায়িকয়া প্রযোজিতয়া, তদভিপ্রায়েণ হি নায়কেন প্রযুজ্যমানত্বাৎ। ভাবৈর্বা প্রযোজকৈরিতি যোজ্যম। স্নেহঃ সক্তিঃ। রাগস্তৃপ্তিঃ। বহুমানো গৌরবমিতি ॥ চিত্ররতানি প্রকরণম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলায়াং সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধি-করণে সংবেশনপ্রকারাশ্চিত্ররতানি চ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।



কলহরূপং সুরতমাচক্ষতে, বিবাদাত্মকত্বাদ্বামশীলত্বাচ্চ কামস্য ॥ ১ ॥ তস্য রাগবশাৎ প্রহণনমঙ্গম্‌ ।—স্কন্ধৌ শিরঃ স্তনান্তরং পৃষ্ঠং জঘনং পার্শ্ব ইতি স্থানানি ॥ ২ ॥

টীকা। এবং সংবিষ্টায়াং যন্ত্রযোগে প্রাধান্যেন প্রহণনমিতি প্রহণন-প্রয়োগাঃ, প্রহণনোদ্ভবত্বাচ্চ সাৎকৃতস্য তদযুক্তা এব সীৎকৃতক্রমা ইতি প্রকরণ-দ্বয়মত্রাধ্যায়ে। যথা প্রহণনস্য প্রয়োগ ইতি সূচনার্থং ক্রমগ্রহণম্‌। প্রহণন-দ্বেষজননং কথং সুরতোপযোগীত্যাহ—কলহরূপমিতি। কলহসদৃশমিত্যর্থঃ। কথমিত্যাহ, বিবাদাত্মকত্বাদিতি। স্ত্রীপুংসয়োঃ স্বার্থসিদ্ধয়ে পরস্পরাভিভবেন সম্প্রযুজ্যমানত্বাৎ বিবাদাত্মকম্‌। বামশীলত্বাচ্চেতি। প্রতিকূলস্বভাবত্বাৎ কামস্য। যৎ সুকুমারক্রমলব্ধজন্মনোঽপি মনোভবস্য সুরতে নির্দ্দয়োপক্রমেণাতিবাহ্য-মানত্বাৎ। তথাচোক্তম্‌ [কিরাতার্জ্জুনীয়ে ৯।৪৯];—'আদৃতা নখপদৈঃ পরিরম্ভাশ্চুম্বিতানি ঘনদন্তনিপাতৈঃ। সৌকুমার্য্যগুণসম্ভৃতকীর্ত্তির্বাম এব সুরতেষ্বপি কামঃ ॥' অত্রাপি-শব্দো ভিন্নক্রমঃ। সৌকুমার্য্যগুণসম্ভৃতকীর্ত্তিরপি সুরতেষু বাম এবেতি। তেন হেতুফলভেদেনাবস্থানাৎ কামস্য স্বভাবদ্বয়ম্‌ একঃ সম্প্রয়োগেচ্ছালক্ষণঃ, অন্যো বিস্রষ্টিলক্ষণ ইতি। তস্য সুরতস্য। প্রহণন-স্যাঙ্গমুপকরণম্‌। স্থানানীতি প্রহণনস্য ॥ ১ ৷ ২ ॥

তচ্চতুর্ব্বিধম্‌—অপহস্তকং প্রসৃতকং মুষ্টিঃ সমতলকমিতি ॥ ৩ ॥

টীকা। তদিতি প্রহণনম্‌—ঘাতশ্চতুর্ব্বিধম্‌—অপহস্তকাদি, প্রহণনস্য চতুর্ব্বিধত্বাৎ। প্রহণ্যতে বা স্থানমনেনেতি প্রহণনমপহস্তকাদীতি করণে ল্যুট্‌। তত্রাপহস্তকো হস্তপৃষ্ঠং প্রসৃতাঙ্গুলি। প্রসৃতকং বক্ষ্যতি। মুষ্টিঃ প্রসিদ্ধঃ। সমতলকং সুস্থিরহস্ততলম্‌। যস্য মুস্তকেতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৩ ॥

তদুদ্ভবঞ্চ সীৎকৃতম্‌ তস্যার্ত্তিরূপত্বাৎ তদনেকবিধম্‌ ॥ ৪ ॥

টীকা। দ্বিতীয়ং প্রকরণং প্রহণনান্তর্গতমিতি দর্শয়ন্নাহ—তদুদ্ভবং চেতি তদুদ্ভবং প্রহণনাদুদ্ভবতীতি। কুত এতদিত্যাহ—তস্যার্ত্তিরূপত্বাদিতি। সীৎ-কৃতং হি পীড়য়া জন্যমানত্বাত্তদ্রূপমিত্যুক্তম্। যথা কলহে প্রহণনাৎ পীড়য়া সীৎকৃতং ক্রিয়তে, তথেহাপি পীড়াদ্যোতনার্থং যচ্ছব্দিতং, তৎ সীৎকৃতমিব সীৎকৃতং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ সংজ্ঞিতম ; নতু সীৎকরণমেব সীৎকৃতম্। যদাহ—তদিতি। সীৎকৃতমনেকবিধম্, হিংকারাদিভেদাৎ ॥ ৪ ॥

বিরুতানি চাষ্টৌ ॥ ৫ ॥ হিংকারস্তনিতকূজিতরুদিতসূৎকৃত-দূৎকৃতফূৎকৃতানি ॥ ৬ ॥

টীকা। বিরুতানি তানি মূলবর্গেণ সংগৃহীতানি সীৎকৃতপ্রকরণ এব ধ্বনি-স্বভাবত্বাদুক্তানি। তেষাং চ রতিজন্যত্বাৎ প্রহণনে চাপ্রহণনে চ মনোজ্ঞত্বাৎ প্রয়োগঃ ; সীৎকৃতস্য তু প্রহণন এবেতি বিশেষঃ। তত্র হিংকারো যঃ সানুনা-সিকেন হিং-শব্দেন ক্রিয়তে। কণ্ঠনাসিকাভ্যামূর্দ্ধং গচ্ছন্মধুরো ধ্বনির্নিষ্পাদ্যতে। স্তনিতং মেঘস্যেব যদ্গাম্ভীর্যং ধ্বনিতম্ তচ্চ কণ্ঠাদ্ধং-শব্দেন নিষ্পাদ্যতে। রুদিতং প্রতীতম্। তচ্চ মনোহারি স্যাৎ। সূৎকৃতং সূৎকরণং চ শ্বসিতাপরনাম। কূজিতদূৎকৃতফূৎকৃতানাং লক্ষণং বক্ষ্যতি। সপ্তৈতান্যব্যক্তাক্ষরাণি ॥ ৫ । ৬ ॥

অম্বার্থাঃ শব্দা বারণার্থা মোক্ষণার্থাশ্চালমর্থাস্তে তে চার্থ-যোগাৎ ॥ ৭ ॥ পারাবতপরভৃতহারীতশুকমধুকরদাত্যূহহংসকারণ্ডব-লাবকবিরুতানি সীৎকৃতভূয়িষ্ঠানি বিকল্পশঃ প্রযুঞ্জীত ॥ ৮ ॥ উৎ-সঙ্গোপবিষ্টায়াঃ পৃষ্ঠে মুষ্টিনা প্রহারঃ ॥ ৯ ॥

টীকা। তত্র অম্বার্থা ইতি। অম্ব মাতরিত্যাদয়ঃ। বারণার্থাঃ—মা, তিষ্ঠেত্যাদয়ঃ। অলমর্থাঃ—ভবতু, পর্য্যাপ্তমিত্যেবমাদয়ঃ। মোক্ষণার্থাস্ত্যজ মুঞ্চেত্যাদয়ঃ। তে তে চার্থযোগাদিতি। অন্যেঽপি পীড়ার্থযুক্তা মৃতাস্মি পরিত্রায়স্বেত্যেবমাদয়ঃ। পারাবতাদীনামিব বিরুতানি পারাবতবিরুতানি অষ্টৌ। দাত্যূহো যস্য 'ডাউক' ইতি প্রসিদ্ধিঃ। সীৎকৃতভূয়িষ্ঠানীতি সীৎকৃতবহুলানি।

প্রহণনকালেঽপি সীৎকৃতস্য প্রাধান্যাদন্তরা প্রযুঞ্জীতেত্যর্থঃ। সীৎকৃতং হি স্বরঃ-স্বরসংশ্লিষ্টং মনোহারি স্যাৎ, বিভাষাশ্লিষ্টগীতবৎ। তত্রাপি বিকল্পশো বিকল্পং বিকল্পম্। একৈকমিত্যর্থঃ। প্রহণনসীৎকৃতয়োর্যত্র দেশেঽবস্থায়াং চ প্রয়োগস্তদুভয়মাহ—উৎসঙ্গোপবিষ্টায়া ইতি নায়কস্যোৎসঙ্গে। পৃষ্ঠে মুষ্টিনা প্রহারঃ, নান্যৈঃ, অননুরূপত্বাৎ ॥৭—৯॥

তত্র সাসূয়ায়া ইব স্তনিতরুদিতকূজিতানি প্রতীঘাতশ্চ স্যাৎ ॥ ১০ ॥ যুক্তযন্ত্রায়াঃ স্তনান্তরেঽপহস্তকেন প্রহরেৎ ॥ ১১ ॥ মন্দোপক্রমং বর্দ্ধমানরাগমা পরিসমাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

টীকা। তত্রেতি মুষ্টিনা প্রহারে। সাসূয়ায়া ইব প্রহারমমমমাণায়া ইব প্রয়োক্ত্র্যাস্তদার্ত্তিদ্যোতকানি স্তনিতকূজিতরুদিতানি স্যুঃ, তৎপ্রহারানুরূপত্বাৎ। প্রতীঘাতশ্চেতি। মুষ্টিনৈব তৎপৃষ্ঠে প্রতিঘাতঃ স্যাৎ। যুক্তযন্ত্রায়া উত্তানায়াঃ স্তনান্তরে স্তনয়োর্ম্মধ্যে অপহস্তকেন প্রহরেৎ, নান্যৈঃ অননুরূপত্বাৎ। মন্দোপক্রমং বর্দ্ধমানরাগমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। আরম্ভে মন্দয়া বৃত্ত্যা প্রহারঃ। ততো যথা রাগো বর্দ্ধতে, তথাঽধিক এবেত্যর্থঃ। আ পরিসমাপ্তেস্তৃপ্তিং যাবৎ। স্তনান্তরে হি রাগাস্পদস্য হৃদয়স্যাবস্থানাৎ। যোষিতো হি ত্রীণি রাগস্থানানি, শিরো জঘনং হৃদয়ঞ্চেতি। তেষু হন্যমানেষু চিরচণ্ডবেগাপি রাগং মুঞ্চতি ॥ ১০—১২ ॥

তত্র হিঙ্কারাদীনামনিয়মেনাভ্যাসেন বিকল্পেন চ তৎকালমেব প্রয়োগঃ ॥ ১৩ ॥ শিরসি কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঙ্গুলিনা করেণ বিবদন্ত্যাঃ ফুৎকৃত্য প্রহণনং, তৎ প্রসৃতকম্ ॥ ১৪ ॥ তত্রান্তর্মুখেন কূজিতং ফুৎকৃতঞ্চ ॥ ১৫ ॥

টীকা। তত্রেত্যপহস্তপ্রহণনে। হিংকারাদীনাং সপ্তানাম্। অনিয়মেনেতি মৃদুনা হৃদয়স্য হন্যমানত্বাৎ সর্ব্বেষামেবার্ত্তিসূচকানাং সম্ভবঃ। বিকল্পেন মৃদুমধ্যাতিমাত্রভেদেন। অভ্যাসেন চ পৌনঃপুন্যেন। তৎকালমেবেতি যুগপদপ-

হস্তপ্রহণনকালমেব। তস্য সমাপ্ত্যবধিকঃ কালঃ। কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঙ্গুলিনা করেণ ফণাকারেণেত্যর্থঃ। বিবদন্ত্যা ইতি। অপহস্তেনাসুখায়মানা যদি প্রহারান্তরা-কাঙ্ক্ষয়া প্রত্যবতিষ্ঠেত তদাহস্যাঃ প্রথমে রাগাস্পদে শিরসি তদনুরূপেণ প্রসৃত-কেন প্রহণনমপরং মন্দোপক্রমং বর্দ্ধমানরাগমা পরিসমাপ্তের্বিধেয়ম্। ফূৎকৃত্যেতি রাগোদ্দীপনার্থম্। তত্রেতি প্রসৃতকাঘাতে। কূজিতং ফূৎকৃতং চ নায়িকায়াঃ স্যাৎ। কথমিত্যাহ—অন্তর্মুখেনেতি। মুখস্যান্তঃ-স্থানমন্তর্মুখম্। তত্র কূজিতম্। তৎ সংবৃতেন কণ্ঠেন। কূজিতমিত্যনেনাব্যক্তং শব্দিতম্। যদা বিবৃতেন জিহ্বামূলেন চ, তৎ ফূৎকৃতম্। তস্যানুকার্য্যং বক্ষ্যতি—বদরস্যে-বেতি॥ ১৫॥

রতান্তে চ শ্বসিতরুদিতে। বেণোরিব স্ফুটতঃ শব্দানুকরণং দূৎকৃতম্॥ ১৬॥ অপ্সু বদরস্যেব নিপততঃ ফূৎকৃতম্॥ ১৭॥ সর্ব্বত্র চুম্বনাদিষূপক্রান্তায়াঃ সসীৎকৃতং তেনৈব প্রত্যু-ত্তরম্॥ ১৮॥

টীকা। রতান্তে চ শ্বসিতরুদিতে। তদানীং ধাতুক্ষয়াচ্ছ্রমোৎপত্তেঃ। শ্বসিতং রুদিতং চ মধুরং কাঙ্ক্ষয়া প্রযোক্তব্যম্। বেণোরিব পুরুষব্যাপারেণ গ্রন্থিস্থানে স্ফুটতস্তচ্চ দূৎকৃতম্। তালুগ্রাভুপরিভাগস্য জিহ্বাগ্রে সংশ্লেষাদুৎ-পদ্যতে। বদরস্যেবেতি বৃত্তগুটিকোপলক্ষণার্থম্। নিপততঃ শব্দানুকরণমিতি বর্ত্ততে। যস্যেদং লক্ষণং; 'সলিলে শর্করাপাতকালে নিঃস্বনিতধ্বনী'তি। চুম্বনাদিষূপক্রান্তায়া ইতি। চুম্বননখদশনচ্ছেদ্যেষু পুরুষেণাভিযুক্তায়াঃ সসীৎ-কৃতং, তেনৈব প্রত্যুত্তরং, যেনৈব চুম্বনাদীনামন্যতমেনোপক্রান্তা। তেনৈব হিংকারাদিসহিতেন প্রত্যুত্তরয়েদিত্যর্থঃ। অনেন 'কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ' ইতি স্মারয়তি॥ ১৬—১৮॥

রাগবশাৎ প্রহণনাভ্যাসে বারণমোক্ষণালমর্থানাং শব্দানামম্বার্থা-নাঞ্চ রতান্তশ্বসিতরুদিতস্তনিতমিশ্রীকৃতপ্রয়োগো বিরুতানাং চ

রাগাবসানকালে জঘনপার্শ্বয়োস্তাড়নমিত্যতিত্বরয়া চা পরিসমাপ্তেঃ ॥ ১৯ ॥ তত্র লাবকহংসবিকূজিতং ত্বরয়ৈবেতি স্তননপ্রহণনযোগাঃ ॥২০॥

টীকা। রাগবশাৎ প্রহণনাভ্যাস ইতি। যদা রাগস্যোদ্রেকান্নায়কঃ পৌনঃপুন্যেন প্রহরেত্তদা বারণার্থানাং প্রয়োগো যুক্তঃ। কিংরূপ ইত্যাহ;—সতান্তেতি। সহ খিন্নাভ্যাং শ্বসিতরুদিতাভ্যাং বর্ত্ততে যত্র স্তনিতং, তেন যোজিত ইত্যর্থঃ। পারাবতাদিবিরুতানাং চ প্রয়োগ এবংবিধ এব। রাগাবসানকাল ইতি। লিঙ্গাদাসন্নবর্ত্তিনী রতির্রতি জ্ঞাত্বা জঘনে তৃতীয়ে রাগাস্পদে পার্শ্বয়োঃ কক্ষাধস্তাড়নম্। সমতলেনেতি পারিশেষ্যাৎ। অন্যে 'সমতলকেন' নেতি পঠন্ত্যেব। অতিত্বরয়েতি। বিশ্রব্ধিকয়া চি তাড়নে মার্গাসন্না হি রতির্নির্বর্ত্ততে। তত্রেতি সমতলকরতাড়নে লাবকহংসয়োরিব কূজিতং শব্দিতং স্যাৎ; মৃদুমধুরত্বাৎ। তচ্চ ত্বরয়ৈব, প্রহণনস্য ত্বরিতত্বাৎ। স্তননপ্রহণনযোগা ইতি সংস্কৃতবিকৃতাত্মনঃ শব্দিতস্য প্রহণনস্য চ প্রয়োগা উক্তাঃ ॥ ১৯। ২০ ॥

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ ;—

পারুষ্যং রভসত্বং চ পৌরুষং তেজ উচ্যতে।
অশক্তিরার্ত্তির্ব্ব্যাবৃত্তিরবলত্বং চ যোষিতঃ ॥ ২১ ॥
রাগাৎ প্রয়োগসাত্ম্যাচ্চ ব্যত্যয়োঽপি কচিদ্ভবেৎ।
ন চিরং তস্য চৈবান্তে প্রকৃতেরেব যোজনম্ ॥ ২২ ॥

টীকা। স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রহণনসাৎকৃতেষু কস্য কিং সহজং তেজ ইত্যাহ—পারুষ্যমিতি। চেতসঃ শরীরস্য চ কঠোরতা। রভসত্বমিত্যবিমৃষ্যকারিতা ধার্ষ্ট্যং চ। এতদুভয়ং পুরুষস্যেদং তেজো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। তদ্‌যোগাৎ পুরুষঃ প্রহরতি। অশক্তিরহস্তমসামর্থ্যম্। হস্তসৌকুমার্য্যাদার্ত্তিঃ পীড়া। ঘৃণা ব্যাবৃত্তিঃ। পুরুষেণ হন্তুং নিযুক্তায়াং স্ত্রিয়া অবলত্বং নিষ্প্রাণতা, স্বয়মাষদাহরণাৎ এতে স্ত্রৈণা ধর্ম্মাঃ। তদ্‌যুক্তত্বাৎ ন প্রহণনম্; সীৎকৃতমেব তদুদ্ভবম। অতঃ সীৎকৃতপ্রহণনে বিষয়প্রতিনিয়তে। কাচিদিতি। ন সর্ব্বত্র রতৌ বাত্য-

যোঽপি স্যাৎ। কারণমাহ—রাগপ্রয়োগসাত্ম্যাদিতি। রাগস্য প্রকর্ষেণ যোগাদ্দেশসাত্ম্যাচ্চ স্ত্রী স্বধর্ম্মাংস্ত্যক্ত্বা পৌরুষং তেজো বিভ্রতী প্রহন্তি, তদা পুরুষঃ স্ত্রীপ্রোৎসাহনার্থং স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা তদ্ধর্ম্মানালম্ব্য সীৎকৃতবিরুতানি কুর্য্যাৎ। তত্রাপি ন চিরম্। কিয়তীমপি কালকলাং ব্যত্যয়ঃ স্যাৎ। ততঃ কিং স্যাদিত্যাহ—তস্য চৈবেতি। তস্যৈব ব্যত্যয়স্যান্তে প্রকৃতেরেব যোজনং স্যাৎ, যথা স্বতেজসা স্ত্রীপুংসয়োর্ব্বর্ত্তনমিত্যর্থঃ। তদেবং ব্যত্যয়প্রকৃতিযোজনাভ্যাং প্রবর্ত্তেয়াতা-মা সমাপ্তেঃ। রাগপ্রয়োগসাত্ম্যাভাবে তু প্রাক্তন এব বিধিঃ, তত্র ব্যত্যয়াভাবাৎ ॥ ২১। ২২ ॥

কীলামুরসি, কর্ত্তরীং শিরসি, বিদ্ধাং কপোলয়োঃ, সন্দংশিকাং স্তনয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চেতি পূর্ব্বৈঃ সহ প্রহণনমষ্টবিধমিতি দাক্ষিণাত্যানাম্। তদ্‌যুবতীনামুরসি কীলানি চ তৎকৃতানি দৃশ্যন্তে দেশসাত্ম্যমেতৎ ॥ ২৩ ॥

টীকা। প্রহণনং চতুর্ব্বিধমুক্তং ; যদা তদষ্টধা দর্শয়ন্নাহ—কীলামুরসীতি। তত্র মুষ্টিরেব তর্জ্জনীমধ্যমযোর্ব্বহিঃ পৃষ্ঠভাগেন নিষ্ক্রান্তয়োরুপর্য্যঙ্গুষ্ঠযোজনাৎ কীলা। তয়াঽধোমুখ্যা তাড়নম্। কর্ত্তরী দ্বিবিধা ;—প্রসৃতকুঞ্চিতাঙ্গুলিভেদাৎ। তত্র প্রসৃতাঙ্গুলির্দ্বিবিধা। হস্তেনৈকেন ভদ্রকর্ত্তরী। দ্বাভ্যাং সংশ্লিষ্টাভ্যাং যমলকর্ত্তরী। যা কুঞ্চিতাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠাগ্রোপরিন্যস্তকুঞ্চিততর্জ্জনীকা, সা শব্দকর্ত্তরী প্রযুজ্যমানা শ্লথাঙ্গুলিত্বাদমিতশব্দবতী ভবতি। কৈশ্চিদুৎপলপত্রিকেত্যুচ্যতে। উভাভ্যামপি কনিষ্ঠিকাগ্রভাগেণ শিরসি তাড়নম্। তর্জ্জনীমধ্যময়োর্ম্মধ্যমানামিকয়োর্ব্বা মধ্যেনাঙ্গুষ্ঠং নিষ্কাশ্য বদ্ধা মুষ্টির্ব্বিদ্ধা। তয়াঙ্গুষ্ঠকবদনয়া কপোলয়োর্ব্ব্যধনমেব তাড়নম্। মুষ্টিরেব তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকাভ্যাং তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং বা সন্দংশনাৎ সন্দংশিকা। তয়া স্তনয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চ মলনপূর্ব্বকং মাংসস্যাকর্ষণমেব তাড়নম্। পূর্ব্বৈরিত্যপহস্তাদিভিঃ। অষ্টবিধমিতি দাক্ষিণাত্যানাম্। আচার্য্যাণাং তু চতুর্ব্বিধমস্তি। এতৎ প্রত্যক্ষেণ দর্শয়ন্নাহ—কীলানি চেতি। তদ্‌যুবতীনাং দাক্ষিণাত্যতরুণীনাম্। উরসীত্যুপলক্ষণম্।

উরসি কীলাকৃতম্। শিরসি সীমন্তমুখে কর্ত্তরীকৃতম্। কপোলয়োর্ব্বিদ্ধাকৃতম্। দেশসাত্ম্যমেতৎ, যদ্রাগবশাৎ তৎকৃতং চিহ্নং বৈরূপ্যাকারণমপি শ্লাঘ্যতে ॥ ২৩ ॥

কষ্টমনার্য্যবৃত্তমনাদৃতমিতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ২৪ ॥ তথান্যদপি দেশসাত্ম্যাৎ প্রযুক্তমন্যত্র ন প্রযুঞ্জীত ॥ ২৫ ॥ আত্যয়িকং তু তত্রাপি পরিহরেৎ ॥ ২৬ ॥ রতিযোগে হি কীলয়া গণিকাং চিত্রসেনাং চোলরাজো জঘান ॥ ২৭ ॥

টীকা। তন্নান্যত্র প্রযোক্তব্যমিত্যাহ—কষ্টমিতি দুঃখাবহম্, নির্দ্দয়কর্ম্মত্বাৎ। অনার্য্যবৃত্তমসাধুচরিতম্। অনাদৃতমিত্যনাদরণীয়ম্, দোষাবহত্বাৎ। তথান্যদপি প্রস্তরাদ্যাহননং দেশসাত্ম্যাৎ প্রযুক্তং দাক্ষিণাত্যৈরন্যত্র নেতি। আত্যয়িকং বিনাশাঙ্গবৈকল্যকরণং, তত্রাপি পরিহরেদ্, যত্রাপি প্রযুক্তম্। তমেবাত্যয়ং দর্শয়ন্নাহ—রতিযোগে ইতি। রত্যর্থে যোগে যন্ত্রসম্প্রয়োগে। চোলরাজশ্চোলবিষয়ে রাজা। তেন হি চিত্রসেনা গণিকা রত্যারম্ভে দৃঢমালিঙ্গিতা সৌকুমার্য্যাচ্ছরীরপীডামভজৎ। তথাপ্রদর্শিতাবস্থামপি তাং সুকুমারোপক্রমং রাগান্ধ্যাদগণিতত্বাৎ খলঃ কীলয়োরসি প্রযুক্তয়া ব্যাপাদিতবান ॥ ২৪—২৭ ॥

কর্ত্তর্য্যা কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহাদেবীং মলয়বতীম্ ॥ ২৮॥ নরদেবঃ কুপাণির্ব্বিদ্ধয়া দুষ্প্রযুক্তয়া নটীং কাণাং চকার ॥ ২৯ ॥

টীকা। কুন্তল ইতি। কুন্তলবিষয়ে জাতত্বাৎ তৎসমাখ্যঃ। শাতকর্ণিঃ শাতকর্ণস্যাপত্যম্। শাতবাহন ইতি যস্য সংজ্ঞা। স হি মহাদেবীং মলয়বতীম্ চিরপ্রতিবিহিতমান্দ্যামজাতবলামপি মদনোৎসবে গৃহীতবেষাং দৃষ্ট্বা জাতরাগস্তামভিগচ্ছন্ রাগাক্ষিপ্তচেতাঃ শিরসি কর্ত্তর্য্যাতিবলপ্রযুক্তয়া জঘান নরদেব পাণ্ড্যরাজস্য সেনাপতিঃ। কুপাণিঃ শস্ত্রপ্রহারাৎ কিণহস্তঃ। স হি রাজকুলে নটীং চিত্রলেখাং নৃত্যন্তীং দৃষ্ট্বা জাতরাগঃ সম্প্রয়োগে রাগান্ধো বিদ্ধয়া কুপাণিত্বাদদুষ্প্রযুক্তয়া কপোলতলমপ্রাপ্যাক্ষিপ্রাপ্তয়া কাণাং চকার। সন্দংশকা নোদাহৃতা, স্বভাবতোঽনাত্যয়িকত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

নাস্ত্যত্র গণনা কাচিন্ন চ শাস্ত্রপরিগ্রহঃ।
প্রবৃত্তে রতিসংযোগে রাগ এবাত্র কারণম্ ॥ ৩০ ॥

টীকা। স্ববশাদযুক্তনং পরিহরন্তি, তৎ দর্শয়ন্নাহ—নাস্তীতি। দ্বিবিধো হি কামী, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞস্তদ্বিপরীতশ্চ। তত্রাশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞস্যাত্র প্রহণনবিধৌ ন স্বভাবতো গণনাস্তি কাচিদিদমাত্যয়িকমিদম্, ন বা ইদমিত্যপেক্ষয়েত্যর্থঃ। ন চ শাস্ত্রপরিগ্রহঃ, শাস্ত্রবিহিতানুষ্ঠানাৎ। তস্মাদস্য প্রবৃত্তে রতিসংযোগে রাগ এবাত্র প্রহণনবিধৌ প্রয়োক্তব্যো কারণম্, নাপরজ্ঞানম্। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞস্য তু সত্যপি রাগে প্রবৃত্তিকারণে জ্ঞানমপরং কারণম্। অতশ্চ বিস্ময়কারিণো গণনা শাস্ত্র-পরিগ্রহশ্চোভয়মেব ভবতি। তস্মাদুভয়োরপি প্রবৃত্তৌ রাগঃ কারণম্। তত্রৈকস্য জ্ঞানপরিষ্কৃতোঽন্যস্য তদ্বিকল ইতি বিশেষঃ ॥ ৩০ ॥

স্বপ্নেষ্বপি ন দৃশ্যন্তে তে ভাবাস্তে চ বিভ্রমাঃ।
সুরতব্যবহারেষু যে স্যুস্তৎক্ষণকল্পিতাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা। যদা চানয়োরতিপ্রবৃদ্ধো রাগস্তদা তদ্বশাদদৃষ্টশ্রুতা অপি প্রয়োগা ভবন্তীতি দর্শয়ন্নাহ—স্বপ্নেষ্বপীতি। অসম্ভাব্যবস্তুপ্রকাশনযোগ্যেষ্বপি। ভাবা অভিপ্রায়বিভ্রমচেষ্টিতানি। সুরতব্যবহারেষু পরস্পরচুম্বনাভিগমনাদিব্যাপারেষু তৎক্ষণনির্মিতাস্তৎকালকল্পিতাঃ, ন শাস্ত্রিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যথা হি পঞ্চমীং ধারামাস্থায় তুরগঃ পথি।
স্থাণুং শ্বভ্রং দরীং বাপি বেগান্ধো ন সমীক্ষতে ॥ ৩২ ॥
এবং সুরতসম্মর্দ্দে রাগান্ধৌ কামিনাবপি।
চণ্ডবেগৌ প্রবর্ত্তেতে সমীক্ষেতে ন চাত্যয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
তস্মান্মৃদুত্বং চণ্ডত্বং যুবত্যা বলমেব চ।
আত্মনশ্চ বলং জ্ঞাত্বা তথা যুঞ্জীত শাস্ত্রবিৎ ॥ ৩৪ ॥

টীকা। তত্রৈকস্থ জ্ঞানপরিকল্পিতস্বাদ্রতিজনন এবোৎপদ্যন্তে; অন্যস্থ জ্ঞান-বৈকল্যাদত্যয় বহা অপীতি। তস্মাদয়ং জ্ঞানবিকলোঽতিপ্রবৃদ্ধাদ্রাগাৎ প্রবর্ত্ত-মানোঽত্যয়ং ন পশ্যতীতি দৃষ্টান্তেন দর্শয়ন্নাহ—যথা হীতি। যথা অশ্বস্থ বিক্রমো বল্গিতমুপকণ্ঠমুপজবো জবশ্চেতি পঞ্চ ধারা গতয়স্তরগশিক্ষায়ামুক্তাঃ, তত্র পঞ্চমীং জবাখ্যাং প্রকৃষ্টামাস্থায় স্থিরত্বেত্যর্থঃ। তত্রস্থো হি বায়ুগতির্ভবত্যশ্বঃ। শ্বভ্রং পৌরুষং গর্ত্তম্‌। দরীং দেবনির্ম্মিতাম্‌। এবমিতি দার্ষ্টান্তিকযোজনম্‌। সুরতসম্মর্দ্দে সুরতসংকুলে। কামিনৌ স্ত্রীপুংসৌ। 'পুমান্‌ স্ত্রিয়া' ইত্যেকশেষঃ। যস্মাজ্‌জ্ঞানবৈকল্যাদযুক্তং দৃশ্যতে, তস্মাজ্‌জ্ঞানপ্রধানেন ভবিতব্যমিতি দর্শয়ন্নাহ—তস্মাদিতি। মৃদুত্বং চণ্ডত্বমিতি। মন্দবেগতাং চণ্ডবেগতাং চেত্যর্থঃ। বলং প্রাণঃ। আত্মনশ্চ মৃদুত্বচণ্ডত্বে ইতি যোজ্যম্‌। তথৈতি মৃদ্বাদিপ্রকারেণ। প্রযুঞ্জীত প্রয়োগান্‌ শাস্ত্রবিৎ। অন্যথা শাস্ত্রজ্ঞেতরয়োঃ কো ভেদঃ স্যাৎ। বক্ষ্যতি চ;—'অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ন স রাগাৎ প্রবর্ত্ততে।' ইতি ॥ ৩২—৩৪ ॥

ন সর্ব্বদা ন সর্ব্বাসু প্রয়োগাঃ সাম্প্রয়োগিকাঃ।
স্থানে দেশে চ কালে চ যোগ এষাং বিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে প্রহণন-প্রয়োগাঃ তদযুক্তাশ্চসীৎকৃতক্রমাঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

টীকা। মৃদ্বাদিভেদেন প্রয়োগযোজনে সর্ব্বে সর্ব্বদা সর্ব্বাসু স্ত্রীষু স্যুরিতি চেদাহ—ন সর্ব্বদেতি। তত্র স্থানে প্রয়োগো যথা;—অপহস্তস্য স্তনান্তরে, প্রসৃতস্য শিরসীত্যাদি। দেশ ইতি। প্রয়োগবিষয় ইত্যর্থঃ। যথা:—মালব্যাং প্রহণনস্য, আভীর্য্যামৌপরিষ্টকস্যেত্যাদি। যুক্তযন্ত্রায়ামপহস্তস্য উৎসঙ্গোপবিষ্টায়াং মুষ্টিরিত্যাদি কালপ্রয়োগঃ। ইতি। প্রহণনপ্রয়োগাঃ প্রকরণম্‌। তদযুক্তাশ্চ তদন্তর্গতাঃ সীৎকৃতক্রমাঃ প্রকরণম্‌ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে প্রহণনযোগাঃ
সীৎকৃতক্রমাশ্চ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নায়কস্য সন্ততাভ্যাসাৎ পরিশ্রমমুপলভ্য, রাগস্য চানুপশমম, অনুমতা তেন তমধোঽবপাত্য পুরুষায়িতেন সাহায্যং দদ্যাৎ। স্বাভিপ্রায়াদ্বা বিকল্পযোজনার্থিনী, নায়ককুতূহলাদ্বা ॥ ১ ॥

টীকা। এবং প্রহণনাদিব্যাপারেণ পরিশ্রান্তে নায়কে নায়িকা পুরুষবদাচরেদিতি পুরুষায়িতম্, তদুপযোগত্বাচ্চ তদন্তর্গতান পুরুষোপসৃপ্তানীতি প্রকরণদ্বয়মভ্যাধ্যায়ে। তত্র কারণান্যাহ—নায়কস্যেতি। সন্ততাভ্যাসাদিতি রতস্য পৌনঃপুন্যেনানুষ্ঠানাৎ। পরিশ্রমঃ সার্ব্বাঙ্গিকং শ্রমম্। রাগস্য চানুপশমমশান্তিমুপলভ্য। তত্রাপ্যনুমতা। তেনেতি নায়কেন। অননুজ্ঞাতা হি যোষিদ্বিসদৃশমাচরন্তী নির্লজ্জেব স্যাৎ। তমধোঽবপাত্য নায়কমধস্তাৎ কৃত্বা। এবং হি পুরুষবদাচরিতম্। তেন সাহায্যং সম্প্রযোগকর্ম্ম প্রতিপদ্যেত, কার্য্যস্যানিষ্পন্নত্বাৎ। স্বাভিপ্রায়াদেতি। অননুমতাপি তেন জাতবিশ্রম্ভা। বিকল্পং পুরুষায়িতভেদং যোজয়িতুমর্থিনী, তচ্ছীলত্বাৎ। নায়ককুতূহলাদ্বেতি। নায়কস্যাত্র কৌতুকমস্তীতি জ্ঞাত্বা বা তেনাননুমতাপরিশ্রান্তস্যাপি দদ্যাদিত্যেব ॥ ১ ॥

তত্র যুক্তযন্ত্রেণৈবেতরেণোত্থাপ্যমানা তমধঃপাতয়েৎ। এবঞ্চ রতমবিচ্ছিন্নরসং তথা প্রবৃত্তমেব স্যাদিত্যেকোঽয়ং মার্গঃ। পুনরারম্ভেণাদিত এবোপক্রমেদিতি দ্বিতীয়ঃ ॥ ২ ॥

টীকা তত্রেতি পুরুষায়িতে। দ্বিবিধঃ ক্রমঃ। তত্রায়ং প্রথমো—যৎযুক্তযন্ত্রেণৈবাপরিত্যক্তশলাসংযোগেনৈব ইতরেণ নায়কেন ত্র্যস্রস্থিতেনোসীনেন চোত্থাপ্যমানা বাহুপাশসংদানিত্যা সত্যুপরি ক্রিয়মাণা তং নায়কমবপাতয়েদিতি। এবং সতি রতমবিচ্ছিন্নরসং তথা প্রবৃত্তমেব স্যাৎ। যন্ত্রং হি বিশ্লেষ্য পুনঃ সন্ধানে রতমপূর্ব্বমেব স্যাৎ, ন পূর্ব্বপ্রকারপ্রবৃত্তম্। যথাপ্রবৃত্তস্যাত্র রাগো বিচ্ছিদ্যেত।

রতস্য চাকস্মাদ্বিচ্ছেদে ন সৌমনস্যমিত্যত্র কামিনঃ প্রমাণম্। অয়ং মার্গঃ শ্রমরুদ্ধৌ রাগস্যানুপশমে দ্রষ্টব্যঃ। স্বাভিপ্রায়াদিষু পুনর্ব্বারম্ভেণেতি। যদা রতস্য পুনর্ব্বারম্ভস্তদা তেনারম্ভেণ পুরুষবদাদাবেবোপক্রমেত। প্রবৃত্তে দ্বিতীয়ো মার্গঃ। ন পরস্তৃতীয়ঃ, যদন্তরা যন্ত্রং বিশ্লেষ্য প্রয়োক্তব্যম্ ॥ ২ ॥

সা প্রকীর্য্যমাণকেশকুসুমা শ্বাসবিচ্ছিন্নহাসিনী বক্ত্রসংসর্গার্থং স্তনাভ্যামুরঃ পীড়য়ন্তী পুনঃপুনঃ শিরো নময়ন্তী যাশ্চেষ্টাঃ পূর্ব্বমসৌ দর্শিতবাংস্তা এব প্রতিকুর্ব্বীত। পাতিতা প্রতিপাতয়ামীতি হসন্তী তর্জ্জয়ন্তী প্রতিঘ্নতী চ ব্রূয়াৎ। পুনশ্চ ব্রীড়াং দর্শয়েৎ শ্রমং বিরামাভীপ্সাঞ্চ। পুরুষোপসৃপ্তৈরেবোপসর্পেৎ ॥ ৩ ॥ তানি চ বক্ষ্যামঃ ॥ ৪ ॥

টীকা। পুরুষায়িতং বিবিধং—বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। তত্র প্রথমমধিকৃত্যাহ—সেতি। স্বশিরসঃ প্রকীর্য্যমাণানি কেশকুসুমানি চেষ্টমানয়া যয়েতি বিগ্রহঃ শ্বাসেন বিচ্ছিন্নো যো হাসঃ, সোঽস্তি যস্যাঃ, অসদৃশব্যাপারেণ জাতশ্রমত্বাৎ। বক্ত্রসংসর্গার্থং লজ্জয়া, ন তু চুম্বনদশনচ্ছেদ্যার্থম্। স্তনাভ্যামুরো নায়কস্য পীড়য়ন্তীতি। স্তনোপগূহনমেতৎ। পুনঃ পুনঃ শিরো নময়ন্তী লজ্জয়া। সর্ব্বমেতৎ স্ত্রৈণেন তেজসা চেষ্টিতমুক্তম্। পৌংস্নেনাহ—যা ইতি। চেষ্টাঃ যাংশ্চুম্বনাদিব্যাপারান্ পূর্ব্বমসৌ দর্শিতবান পারুষ্যরভসাভ্যাং, তা এব প্রতীপং কুর্ব্বীত। তদেব স্ফুটয়ন্নাহ;—পাতিতেতি। যথাঽহং ত্বয়া নির্দ্দয়রতেন ক্লেশিতা, তথাঽহং ত্বামপি প্রতীপং পাতয়ামীতি ব্রূয়াদিতি সম্বন্ধঃ। তত্রাপি পরিহারেঽস্যত্রাপি প্রযুক্তং হসন্তী রাভসিকতয়া তর্জ্জয়ন্তী তর্জ্জন্যা, প্রতিঘ্নতী চাত্যর্থমপহস্তাদিনা। তদুভয়ং পারুষ্যং দর্শয়তি। ততশ্চাসৌ স্ত্রৈণতেজঃপ্রখ্যাপনার্থমব্রীড়িতাপি ব্রীড়াম্, অশ্রান্তাপি শ্রমম্, রন্তুমিচ্ছন্ত্যপি বিরামাভীপ্সামুপেতা দর্শয়েৎ। পুরুষবদাচরিতং হি যোষিতঃ পুরুষায়িতম্। তত্রশ্চ পুরুষস্য যোষিতি যদুপসর্পণমুপসৃপ্তং, তদপ্যাচরন্ত্যাঃ পুরুষায়িতম্। প্রায়শশ্চ পুরুষোপ-

সুপ্তান্নান্তং পুরুষায়িতমিতি নিয়ময়ন্নাহ—পুরুষোপসৃপ্তৈরেবোপসর্পেদিতি। ইতঃ প্রভৃতি পুরুষোপসৃপ্তাখ্যং প্রকরণমিতি দর্শয়তি তানি দ্বিবিধানি, বাহ্যান্যাভ্যন্তরাণি চ ॥ ৩। ৪ ॥

পুরুষঃ শয়নস্থায়া যোষিতস্তদ্বচনব্যাক্ষিপ্তচিত্তায়া ইব নিবীং বিশ্লেষয়েৎ। তত্র বিবদমানাং কপোলচুম্বনেন পর্য্যাকুলয়েৎ। স্থিরলিঙ্গশ্চ তত্র তত্রৈনাং পরিস্পৃশেৎ। প্রথমসঙ্গতা চেৎ সংহতোর্ব্বোরন্তরে ঘট্টনং, কন্যায়াশ্চ তথা স্তনয়োঃ সংহতয়োর্হস্তয়োঃ কক্ষয়োরংসয়োর্গ্রীবায়ামিতি চ। স্বৈরিণ্যাং যথাসাত্ম্যং যথাযোগং চ। অলকে চুম্বনার্থমেনাং নির্দ্দয়মবলম্বেত। হনুদেশে চাঙ্গুলিসম্পুটেন। তত্রেতরস্যা ব্রীড়া নিমীলনঞ্চ। প্রথমসমাগমে কন্যায়াশ্চ ॥ ৫ ॥

টীকা। তত্র বাহ্যান্যাহ—যদা পুরুষঃ প্রয়োক্তা, তদা পুরুষোপসৃপ্তকম্; স্ত্রী চেৎ, পুরুষায়িতমিতি দর্শনার্থং পুরুষগ্রহণম্। এবং চ পুরুষায়িতেন সহাস্যং বচনম্। শয়নস্থায়া ইতি। শয়নাৎ প্রাক্ রতরম্যং প্রকরণং বক্ষ্যতি। তদ্বচনব্যাক্ষিপ্তচিত্তায়া ইবেতি নায়কোক্তিভিবন্য-চিত্তায়া নায়িকায়াঃ। লজ্জাখ্যাপনার্থং দর্শনায়েত্যর্থঃ। নীবী নিবসন-বন্ধঃ। তত্রেতি বিশ্লেষণে বিবদমানাং কর্ত্তুমদদতীং কপোলচুম্বনেন সমন্তাদা-কুলয়েৎ, যথা নীবী সুখেন স্রংস্যতে। স্থিরলিঙ্গশ্চেতি। জাতরাগত্বাৎ সিদ্ধ-লিঙ্গঃ। তস্যাং চ জাতরাগায়াং সিদ্ধং কার্য্যম্, ন চেদত্রাহ—তত্র তত্রেতি। কক্ষোরুস্তনাদিদেশেনাং নায়িকাং রাগজননার্থং হস্তেন পরিস্পৃশেদিতি। এতদ-সকৃন্নায়কেন সঙ্গতায়ামতিবিস্রব্ধায়ামুক্তম্। যদি প্রথমসঙ্গতা, তদাস্যা নীবী-স্রংসনস্পর্শনং নাস্ত্যেব। লজ্জয়া সংহতয়োশ্চোর্ব্বোরন্তরে চ সক্তৌ হস্তেন সংঘট্টনং চলনম্, যথা বিবৃতৌ স্যাতাম্। কন্যায়াশ্চেতি। কন্যাবিস্রম্ভণেন বিস্রব্ধায়া অপ্যস্যা লজ্জয়া সংহতয়োরন্তরে ঘট্টনং নীবীস্রংসনং স্পর্শনং চ। অস্যা অধিকমাহ—স্তনয়োঃ সংহতয়োর্ভুজমধ্যা সূচ্যা। হস্তয়োঃ পরস্পরা-

শ্লিষ্টয়োঃ প্রত্যেকং বা বদ্ধমুষ্ট্যোঃ। কক্ষয়োঃ প্রত্যেকং কৃতসঙ্কোচয়োঃ। অংসয়োর্হস্তযোজনাৎ গ্রীবাবাহুশিখরযোজনাদ্বা সংহতয়োঃ। গ্রীবায়াং হস্তপাশসংশ্লেষাৎ সংহতায়াম্, সংঘট্টনমিত্যেব। স্বৈরিণ্যামিতি। যা নায়িকা কাব্যবিস্রব্ধত্বাৎ সুরতে নিস্ত্রপং যথেষ্টচারিণী, সা স্বৈরিণী। অভিযোক্ত্রীত্যর্থঃ। তস্যা যথাসাত্ম্যং যথাযোগং চেতি। যদ্যেন সাত্ম্যং, যচ্চ যত্র যুজ্যতে, তদ্বৎস্পর্শনমিত্যর্থঃ। চুম্বনার্থমেনামিতি। কৃতক্ষান্তিং পূর্ব্বোক্তাং স্বৈরিণীং চাহনকে নির্দ্দয়মবলম্বেত। হস্তেন দৃঢ়ং গৃহ্ণীয়াৎ, যথা তদ্বদনমাকৃষ্য চুম্বেত, হনুদেশে বা অঙ্গুলি সম্পুটেন তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকল্পিতেন চুম্বনার্থং নির্দ্দয়মবলম্বেতেত্যেব। তত্রেত্যবলম্বনে। ইতরস্যা ইতি নায়িকায়াঃ। বিধিমাহ—যা প্রথমসঙ্গতা কন্যা চ, তস্যা ব্রীড়া লজ্জা নিমীলনং চাক্ষোঃ স্যাৎ; ন ত্বতিবিস্রব্ধায়াঃ স্বৈরিণ্যাশ্চেতি। এবং নীবীবিস্রংসনস্পর্শনঘট্টনাবলম্বনৈশ্চতুর্ভির্ব্বাহৈরুপসৃপ্তৈঃ শয়নস্থাং বিশ্বাস্য সাম্প্রয়োগিকাংশ্চুম্বনাদীন্ প্রযুঞ্জীত ॥ ৫ ॥

রতিসংযোগে চৈষা কথমনুরজ্যত ইতি প্রবৃত্ত্যা পরীক্ষেত ॥ ৬ ॥ যুক্তযন্ত্রেণোপসৃপ্যমাণা যতো দৃষ্টিমাবর্ত্তয়েত্তত এবৈনাং পীড়য়েৎ ; এতদ্রহস্যং যুবতীনামিতি সুবর্ণনাভঃ ॥ ৭ ॥

টীকা। আভ্যন্তরাণ্যভিধাতুমাহ—রতিসংযোগে চেতি। রত্যর্থে যন্ত্রসংযোগে সতি। এনামিতি বাহৈরুপসৃপ্তাং প্রবৃত্ত্যা চেষ্টয়া পরীক্ষা যথাকথঞ্চিদভ্যন্তরৈরুপসর্পেদিত্যর্থঃ। তত্র প্রবৃত্তিমাহ—যুক্তযন্ত্রেণেতি। যত ইতি যত্র সম্বাধস্যান্তরং ভাগং লক্ষীকৃত্য সাধনেনোপসৃপ্যমাণা তৎস্পর্শসুখাদ্দৃষ্টিমাবর্ত্তয়েৎ দৃষ্টিমণ্ডলং ভ্রময়েৎ, তত এবেতি তমাশ্রিত্য পীড়য়েৎ। তস্মিন্নেব সাধনেনাভ্যন্তরমুপসর্পেৎ। তত্র হি পীড়নাৎ দ্রুতং রতিমধিগচ্ছতি। এতদ্রহস্যম্, স্ত্রীভিরপ্রকাশ্যত্বাৎ। তথা হি রতিপ্রাপ্ত্যর্থমন্যৈঃ প্রকারান্তরমুক্তম্। শাস্ত্রকৃতঃ সুবর্ণনাভস্যাভিমতম্, অপ্রতিষিদ্ধত্বাৎ, অত্র চ রতিবর্দ্ধনমেকো বহব ইতি কেষাঞ্চিৎ প্রদেশবিবাদঃ। তত্রোপসৃপ্যমাণা যস্মিন্নেকস্মিন্নিয়তেঽনিয়তে বা দেশে স্পৃষ্টা দৃষ্টিমাবর্ত্তয়েত্তস্মিন্নেব পীড়য়েদিত্যেকঃ প্রকারঃ। বহুষু বা যস্মিন্ যস্মিন্নুপ-

স্পৃশ্যমানা দৃষ্টিমাবর্ত্তয়েত্তস্মিংস্তস্মিন্নেব পীড়য়েদিতি দ্বিতীয়ঃ। তত্রাপি যস্মিন্নত্যর্থং দৃষ্টিমাবর্ত্তয়েত্তস্মিন্নত্যর্থমেব পীড়য়েদিতি বোদ্ধব্যম্‌। এতেন নাভীপ্রদেশা অপ্যন্তরলোক্তা ব্যাখ্যাতাঃ, তেষামনেনৈব প্রকারেণ জ্ঞায়মানত্বাৎ ॥ ৭ ॥

গাত্রাণাং স্রংসনং নেত্রনিমীলনং ব্রীড়ানাশঃ সমধিকা চ রতিযোজনেতি স্ত্রীণাং ভাবলক্ষণম্‌ ॥ ৮ ॥ হস্তৌ বিধুনোতি স্বিদ্যতি দশত্যুত্থাতুং ন দদাতি পাদেনাহন্তি রতাবসানে চ পুরুষাতিবর্ত্তিনী ॥৯

টীকা। উপসৃপ্যমানায়া ভাবস্য তিস্রোঽবস্থাঃ—প্রাপ্তঃ, প্রত্যাসন্নঃ, সন্ধুক্ষ্যমাণশ্চেতি। ত্রয়াণাং লক্ষণমাহ—তত্র গাত্রাবসাদো নেত্রনিমীলনং চ প্রাপ্তস্য লিঙ্গম্‌। ব্রীড়ানাশো লজ্জানিবৃত্তিঃ। রতিযোজনেতি রত্যর্থং যোজনা। যন্ত্রযোজনেত্যর্থঃ। সা স্বজঘনস্য নায়কজঘনেনাত্যন্তলগ্নাৎ সমধিকেতি প্রত্যাসন্নভাবলক্ষণমিতি প্রাপ্তপ্রত্যাসন্নস্যেত্যর্থঃ। সন্ধুক্ষ্যমাণস্যেত্যাহ—হস্তাবিতি। বিধুনোতি কম্পয়তি। উত্থাতুং ন দদাতি যন্ত্রযোগাৎ। পুরুষাতিবর্ত্তিনীতি। পুরুষস্য রতিপ্রাপ্তৌ তমতিক্রম্য স্বজঘনব্যাপারেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৮।৯ ॥

তস্যাঃ প্রাগ্‌ যন্ত্রযোগাৎ করেণ সম্বাধং গজ ইব ক্ষোভয়েৎ, আ মৃদুভাবাৎ ততো যন্ত্রযোজনম্‌ ॥ ১০ ॥

টীকা। তস্যাশ্চেষ্টিতমীদৃশং বুদ্ধা যন্ত্রযোগাৎ প্রাক্‌ নতু স্বয়ং রতমধিগম্য পশ্চাদুদাসীনস্য। রতং বিচ্ছিন্নরসং স্যাৎ। সম্বাধো ভাগতশ্চতুর্বিধঃ যথোক্তম্‌—'অন্তঃপদ্মদলস্পর্শং গুটিকাবচ্চ যোষিতঃ। বলিভং চ বরাঙ্গং স্যাদ্গোজিহ্বাকর্কশং তথা ॥' ইতি। তত্রাদ্যং ত্যক্ত্বা শেষং কণ্ডূতিবহুলত্বাৎ করেণ ক্ষোভয়েৎ; আ মৃদুভাবাদিতি। যাবন্মৃদুতাং গতম্‌। ততো যন্ত্রযোজনম্‌। মৃদুভূতে হি তস্মিন্‌ উপসৃপ্যমাণা দ্রুতং রতিমধিগচ্ছতি। গজ ইবেতি করোপম্যার্থম্‌। গজাকারেণেত্যর্থঃ। তথাচোক্তম্‌—'অনামিকাপ্রদেশিন্যৌ শ্লিষ্টাগ্রে জ্যেষ্ঠয়া সহ। গজহস্তাগ্রসাদৃশ্যাত্তৎসংজ্ঞং কৃত্রিমং স্মৃতম্‌ ॥" এবং চ করগ্রহণং কৃত্রিমসাধনোপলক্ষণার্থম্‌। তেন কৃত্রিমেণাভ্যন্তরাণ্যুপসৃপ্তানি দ্রষ্টব্যানি ॥ ১০ ॥

উপসৃপ্তকং মন্থনং হুলোঽবমর্দ্দনং পীড়িতকং নির্ঘাতো বরাহঘাতো বৃষাঘাতশ্চটকবিলসিতং সম্পুট ইতি পুরুষোপসৃপ্তানি ॥ ১১॥ ন্যায্যমৃজুসম্মিশ্রণমুপসৃপ্তকম্ ॥ ১২ ॥ হস্তেন লিঙ্গং সর্ব্বতো ভ্রাময়েদিতি মন্থনম্ ॥ ১৩ ॥ নীচীকৃত্য জঘনমুপরিষ্টাদ্ঘট্টয়েদিতি হুলঃ ॥ ১৪ ॥ তদেব বিপরীতং সরভসমবমর্দ্দনম্ ॥ ১৫ ॥ লিঙ্গেন সমাহত্য পীড়য়ংশ্চিরমবতিষ্ঠেদিতি পীড়িতকম্ ॥ ১৬ ॥ সুদূরমুৎকৃষ্য বেগেন স্বজঘনমবপাতয়েদিতি নির্ঘাতঃ ॥ ১৭ ॥ একত এব ভূয়িষ্ঠমবলিখেদিতি বরাহঘাতঃ ॥ ১৮ ॥ স এবোভয়তঃ পর্য্যায়েণ বৃষাঘাতঃ ॥ ১৯ ॥ সকৃন্মিশ্রিতমনিষ্ক্রময্য দ্বিস্ত্রিশ্চতুরিতি ঘট্টয়েদিতি চটকবিলসিতম্। রাগাবসানিকম্ ॥ ২০ ॥ ব্যাখ্যাতং করণং সম্পুটমিতি ২১ ॥

টীকা। তান্যাহ,—লিঙ্গেন সম্বাধস্য মিশ্রণাৎ সর্ব্বমেবোপসৃপ্তকম্। তত্র যদৃজু প্রগুণং ন্যায্য-মা গোপালাঙ্গনাপ্রসিদ্ধং মিশ্রণং, তদুপসৃপ্তকমিতি; তত্র কনপ্রত্যয়েন বিশেষসংজ্ঞাং দর্শয়তি। হস্তেন লিঙ্গং গৃহীত্বা সম্বাধাভ্যন্তরে সর্ব্বতো মথ্নন্নিব ভ্রাময়েৎ। নীচীকৃত্য জঘনমিতি স্বকটিমধঃকৃত্বা। উপরিষ্টাদিতি। অভ্যন্তরস্যোর্দ্ধভাগে ভগং বহুলেনৈব লিঙ্গেনাবঘট্টয়েৎ। তদেবেতি ঘট্টনম্। বিপরীতমুচ্চৌকৃত্য জঘনমধস্তাদিতি, বিশেষশ্চাপরো যঃ। সরভসমিতি। রভসেন গৃহীত্বাদিত্যর্থঃ; অধোভাগস্য কণ্ডূতিবহুলত্বাৎ। লিঙ্গেনেতি। বেগাদামূলং প্রবেশ্যমানেন সমাহত্য পীড়য়ন্ ভগমবতিষ্ঠেত। চিরমিতি যাবন্তং কালং লিঙ্গোন্নমনাবনমনানি কর্ত্তুং সমর্থঃ। সুদূরমিতি। প্রবেশিতং লিঙ্গমামনিবন্ধয়াকৃষ্য বেগেন জঘন এব নির্ঘাতবৎ ক্ষিপেৎ। একত এবেতি। একস্মিন্নেব পার্শ্বে ভূয়িষ্ঠং বহুন্ বারান্ বরাহবদ্দংষ্ট্রয়াবলিখেৎ। স এবেতি। বরাহস্য ঘাতঃ। উভয় ইতি। উভয়পার্শ্বয়োঃ পরিপাট্যা বৃষভবচ্ছৃঙ্গাভ্যামবলিখেৎ। সকৃন্মিশ্রিতমিতি। একবারং প্রবেশিতং লিঙ্গমনিষ্ক্রময্যানিষ্কাস্য বহিরভ্যন্তরমেব কিঞ্চিদাকৃষ্য

কৃষ্য চটকবত্ত্বৈব লিঙ্গং সংঘট্টয়েৎ । দ্বিস্ত্রির্বা । প্রকর্ষেণ চতুরিতি । রাগাবসানিকমেতৎ । বিসৃষ্টাবস্থায়ামেবং স্বভাবত্বাৎ । ব্যাখ্যাতমিতি করণং সম্পুটম্ । তচ্চ ব্যাখ্যাতম্ ;—'ঋজুপ্রসারিতাবুভয়োশ্চরণৌ' ইতি। তত্র লিঙ্গমনিষ্ক্রময্য জঘনেন জঘনমবগৃহ্য যৎ সংমিশ্রণং, তদপি সম্পুটমিত্যুক্তম্ ॥ ১১—২১ ॥

তেষাং স্ত্রীসাত্ম্যাদ্বিকল্পেন প্রয়োগঃ ॥ ২২ ॥

টীকা। তেষামিতি উপসৃপ্তকাদীনাম্ । স্ত্রীসাত্ম্যাদিতি যেন যস্যাঃ সাত্ম্যং, তেন তস্যাং প্রয়োগঃ। বিকল্পেন মৃদুমধ্যাতিমাত্রভেদেন। তত্র পুরুষোপসৃপ্তেষু বাহ্যং নীবীবিশ্লেষণাদিকং, তদ্দ্বিতীয়ে মার্গে নায়কককক্ষাবন্ধবিশ্লেষণাদি বাহ্যং পুরুষায়িতম ; যচ্চাভ্যন্তরমুপসৃপ্তং, তন্মার্গদ্বয়েঽপ্যাভ্যন্তরং পুরুষায়িতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষায়িতে তু সন্দংশো ভ্রমরকঃ প্রেঙ্খোলিতমিত্যধিকানি ॥ ২৩ ॥ বাড়বেন লিঙ্গমবগৃহ্য নিষ্কর্ষন্ত্যাঃ পীড়য়ন্ত্যা বা চিরাবস্থানং সন্দংশঃ ॥২৪॥ যুক্তযন্ত্রা চক্রবদ্ ভ্রমেদিতি ভ্রমরক আভ্যাসিকঃ ॥২৫॥

টীকা। পুরুষোপসৃপ্তং প্রকরণমুক্ত্বা বিশেষাভিধিৎসয়া পুনঃ পুরুষায়িতমাহ—পুরুষায়িতে ত্বিতি। আভ্যন্তরে পুরুষায়িতে প্রবর্ত্তমানায়াস্ত্রীণ্যধিকানি। বাড়বেনেতি। বরাঙ্গৌষ্ঠসন্দংশেন লিঙ্গমবগৃহ্য নিষ্কর্ষন্ত্যা অন্তঃ সমাকর্ষন্ত্যাঃ স্থানমবস্থিতিঃ। যুক্তযন্ত্রেতি। ভগপ্রবেশিতলিঙ্গা কুলালচক্রবৎ কুঞ্চিতচরণা নায়কাঙ্গে হস্তাভ্যাং শরীরাবষ্টম্ভং কৃত্বা ভ্রময়েৎ । অয়মভ্যাসাদ্ভবতি । ২৩—২৫ ।

তত্রেতরঃ স্বজঘনমুৎক্ষিপেৎ ॥ ২৬ ॥ জঘনমেব দোলায়মানং সর্ব্বতো ভ্রাময়েদিতি প্রেঙ্খোলিতকম্ ॥ ২৭ ॥ যুক্তযন্ত্রৈব ললাটে ললাটং নিধায় বিশ্রাম্যেত ॥ ২৮ ॥ বিশ্রান্তায়াঞ্চ পুরুষস্য পুনরাবর্ত্তনম্ ইতি পুরুষায়িতানি ॥ ২৯ ॥

টীকা। তত্রেতি ভ্রমরকে। ইতরো নায়কো যন্ত্রাবিশ্লেষার্থং ভ্রমরকসাকল্যার্থং চ স্বজঘনমূর্দ্ধং ক্ষিপেৎ। দোলায়মানমিতি পৃষ্ঠতো নীত্বাঽগ্রতো

নয়েৎ। একং পার্শ্বং নীত্বা দ্বিতীয়মিত্যেবম্। তৎপ্রেঙ্খণাৎ প্রেঙ্খোলিতকম্। মণ্ডলেন তু ভ্রমিতং মন্থনান্তর্ভূতম্। তেষাং পুরুষসাত্ম্যাদিবিকল্পেন চ প্রয়োগ ।ং যোজ্যম্। যুক্তযন্ত্রৈব বিশ্রাম্যেত, ন বিশ্লিষ্টযন্ত্রা, রাগস্থানুপশান্তত্বাৎ। ললাটে ললাটং নিধায়েতি শ্রমাপনয়নকারণম্। পুনরাবর্ত্তনং পুনরুপরি গমনমিত্যর্থঃ। রত্যধিগমাত্তু পরিশ্রান্তায়াং পুনরাবর্ত্তনমিত্যর্থোক্তম্। যথা রত-পরিশ্রান্তেন সাহায্যকার্থং পুরুষায়িতেঽনুমন্যতে, তথা তৎস্বভাবপ্রতিপত্ত্যর্থ-মিতি। ২৭—২৯।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ;—

প্রচ্ছাদিতস্বভাবাপি গূঢ়াকারাপি কামিনী।
বিবৃণোত্যেব ভাবং স্বং রাগাদুপরিবর্ত্তিনী ॥ ৩০ ॥

টীকা। তত্র নিযোজ্যাদি দর্শয়ন্নাহ—প্রচ্ছাদিতস্বভাবাপীতি লজ্জয়া প্রচ্ছাদিতোঽভিপ্রায়ো যয়া। কথমিত্যাহ ;—গূঢ়াকারেতি, অভিপ্রায়সূচকস্যাকারস্য গোপিতত্বাৎ। সাপ্যুপরিবর্ত্তিনী কামিনী কাময়মানা স্বভাবমাত্মীয়মভিপ্রায়ং রাগাৎ প্রকাশয়তি, ন গূহিতুং শক্নোতি। অতো নিযোজ্যা ॥ ৩০ ॥

যথাশীলা ভবেন্নারী যথা চ রতিলালসা।
তস্যা এব বিচেষ্টাভিস্তৎ সর্ব্বমুপলক্ষয়েৎ ॥ ৩১ ॥

টীকা। তদেব স্ফুটয়ন্নাহ—যথাশীলেতি। যাদৃশঃ স্বভাবো যস্যাঃ। যথা চ রতিলালসা যেন প্রকারেণ রতৌ জাততৃষ্ণা। তস্যা উপরিবর্ত্তিন্যা বিচেষ্টাভিস্তৎপ্রকারাভিঃ। তৎসর্ব্বমিতি শীলং রতিপ্রকারং চ সর্ব্বমুপলক্ষয়েৎ, যেনোত্তরকালে তথৈব সুরতে সমুপক্রমেত ॥ ৩১ ॥

ন ত্বেবর্ত্তৌ ন প্রসূতাং ন মৃগীং ন চ গর্ভিণীম্।
ন চাতিব্যায়তাং নারীং যোজয়েৎ পুরুষায়িতে ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে পুরুষায়িতং পুরুষোপসৃপ্তানি চ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকা। তত্রাপবাদমাহ—ন ত্বেবেতি। ঋতৌ ন যোজয়েৎ গর্ভাগ্রহণভয়াৎ। পুনরাবর্ত্তনে চ গর্ভগ্রহণাদ্দারকদারিকে ব্যস্তশীলে স্যাতাম্। ন প্রসূতামচিরপ্রসূতাম্, প্রদরকটিনির্গমভয়াৎ। ন মৃগীম্, বৃষাশ্বয়োরবপাটিকাভয়াৎ। ন গর্ভিণীম্, গর্ভস্রাবভয়াৎ। নাতিব্যয়তামতিস্থূলাম্, ব্যাপারয়িতুমশক্যত্বাৎ॥ পুরুষায়িতং প্রকরণম্। তদন্তর্গতানি পুরুষোপসৃপ্তানি প্রকরণম্॥ ৩২॥

ইতি সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে পুরুষায়িতং পুরুষোপসৃপ্তানি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিবিধা তৃতীয়া প্রকৃতিঃ স্ত্রীরূপিণী পুরুষরূপিণী চ॥ ১॥ তত্র স্ত্রীরূপিণী স্ত্রিয়া বেষমালাপং লীলাং ভাবং মৃদুত্বং ভীরুত্বং মুগ্ধতামসহিষ্ণুতাং ব্রীড়াং চানুকুর্ব্বীত॥ ২॥

টীকা। আলিঙ্গনাদিপুরুষায়িতান্তং চতুষ্ষু নায়িকাস্বুক্তম্, তৃতীয়া প্রকৃতিঃ পঞ্চমীত্যেকে' ইত্যুক্তম্, তাদ্বিষয়মৌপরিষ্টকমুচ্যতে দ্বিবিধেত্যাদিনা। তৃতীয়া প্রকৃতির্নপুংসকম্। স্ত্রীরূপিণী স্ত্রীসংস্থানা, স্তনাদিযোগাৎ। পুরুষরূপিণী পুরুষসংস্থানা, শ্মশ্রুলোমাদিযোগাৎ। যদ্বৃত্তিমাশ্রিত্যৌপরিষ্টকমনয়োস্তদুচ্যতে তত্র পূর্ব্বমধিকৃত্যাহ—তত্রেতি। তয়োঃ সম্যক্ স্ত্রীত্বখ্যাপনার্থং তাবৎ স্ত্রীধর্ম্মানুকরণম্। তত্র বেষং কেশপরিধানাদিবিন্যাসেন, আলাপং কাকল্যানুগতম্, লীলাং মন্থরাদিগমনম্, ভাবং হাসাদিকম্, মৃদুত্বমকার্কশ্যম্, ভীরুত্বং ভয়শীলতাম্ মুগ্ধতামৃজুতাম্ অসহিষ্ণুতাং প্রহণনবাতাতপাদ্যক্ষমতাম্, ব্রীডাং লজ্জামনুকুর্ব্বীত॥ ১—২॥

তস্যা বদনে জঘনকর্ম্ম। তদৌপরিষ্টকমাচক্ষতে ॥ ৩ ॥ সা ততো রতিমাভিমানিকীং বৃত্তিং চ লিপ্সেৎ বেশ্যাবচ্চরিতং প্রকাশয়েদিতি স্ত্রীরূপিণী ॥ ৪ ॥

টীকা। তস্যা ইতি স্ত্রীধর্ম্মানুকুর্বত্যাঃ। বদনে মুখে, জঘনকর্ম্মেতি স্বরূপাখ্যানম্। ভগে লিঙ্গেন যৎ কর্ম্ম, তন্মুখে ক্রিয়মাণমৌপরিষ্টকম্। আচক্ষত ইতি পূর্ব্বাচার্য্যকৃতেয়ং সংজ্ঞা। উপরিষ্টান্মুখে ভবতীত্যণ্। 'অব্যয়ানাং ভমাত্রে টিলোপঃ'। পশ্চাৎ 'সংজ্ঞায়াং কন্'। 'অমেহক্কতসিত্রেভ্য এব' ইতি পরিগণনাত্ত্যন ন ভবতি ফলমাহ—সা তত ইতি। ঔপরিষ্টকাদ্রতিং প্রীতিমাভিমানিকীং প্রাগুক্তলক্ষণাম্। বৃত্তিং জীবিকাম্, ভাটীলাভাৎ। চরিতমিতি বেশ্যায়া যদ্ বৈশিকে প্রোক্তম্। তদ্বেশ্যেব প্রকাশয়ন্তী গম্যৈরভিগম্যমানা রতিং বৃত্তিং চ প্রাপ্নোতি ॥ ৩।৪ ॥

পুরুষরূপিণী তু প্রচ্ছন্নকামা পুরুষং লিপ্সমানা সম্বাহকভাবমুপজীবেৎ ॥ ৫ ॥ সম্বাহনে পরিষজমানেব গাত্রৈরূরূ নায়কস্য মৃদ্নীয়াৎ। প্রসৃতপরিচয়া চোরুমূলং সজঘনমিতি সংস্পৃশেৎ ॥৬॥ তত্র স্থিরলিঙ্গতামুপলভ্য চাস্য পাণিমন্থেন পরিঘট্টয়েৎ। চাপলমস্য কুৎসয়ন্তীব হসেৎ ॥ ৭ ॥ কৃতলক্ষণেনাপ্যুপলব্ধবৈকৃতেনাপি চোদিত ইতি চেৎ স্বয়মুপক্রমেৎ পুরুষেণ চ চোদ্যমানা বিবদেৎ কৃচ্ছ্রেণ চাভ্যুপগচ্ছেৎ ॥ ৮ ॥

টীকা। দ্বিতীয়ামধিকৃত্যাহ—তু-শব্দো বিশেষণার্থঃ। রতিরৌপরিষ্টকতুল্যাম্; বৃত্তিঃ তু পৃথাগিতি। যদাহ;—প্রচ্ছন্নকামেতি। আভিমানিকী প্রীতিঃ কামঃ স প্রচ্ছন্নো যস্যাঃ সা। পুরুষরূপিণীত্বাৎ পুরুষেণ সহ সম্প্রযুজ্যত ইতি লব্ধুমিচ্ছন্তী। সম্বাহকভাবমুপজীবেদিতি। লোকেঽঙ্গমর্দ্দকর্ম্মণা জীবেদিত্যর্থঃ। এবমপি বিশ্বাসাভাবাৎ কথং রতিরিতি বিশ্বাসনমাহ;—সম্বাহনে সন্দিষ্টস্য নায়কস্যোরূ স্বগাত্রৈরুপরক্তপরিচয়ত্বাদুপগূহমানে

মৃদ্বীয়াৎ। এবং মৃদ্বী প্রসৃতপরিচয়া চেদূরুমূলমপি সংস্পৃশেৎ। সজঘনমিতি। লিঙ্গস্থানং ত্যক্ত্বা সহ জঘনস্য স্তোকেন ভাগেনোরুমূলমিত্যর্থঃ। স্থিরলিঙ্গতামিতি সজঘনভাগোরুমূলসংস্পর্শাৎ স্তব্ধলিঙ্গতাম্। পাণিমন্থেনেত্যাগোপালাদিপ্রতীতেন লিঙ্গং ঘট্টয়েৎ, ন যথাকথঞ্চিৎ। চাপলং কুৎসয়ন্তীবেতি। ঈদৃশস্ত্বং চপলো যদূরুস্পর্শমাত্রেণ স্তব্ধলিঙ্গোঽসীতি নিন্দয়ন্তী স্বাভিপ্রায়খ্যাপনার্থং হসেৎ; ন তু কুপ্যাৎ। কৃতলক্ষণেনাপীতি। স্তব্ধলিঙ্গত্বং রাগস্য লক্ষণম্। তৎ কৃতং যস্য নায়কস্য। উপলব্ধবৈকৃতেনেতি জ্ঞাতমুখচাপলেন যদি ন চোদ্যতে কুরু মুখচাপলমিতি তদা তস্মিন স্বয়মেব বিনা চোদনয়োপক্রমেৎ। পুরুষেণ তূপলব্ধবৈকৃতেনানুপলব্ধবৈকৃতেন বা চোদ্যমানা নাহমেবংবিধং কর্ম্মেতি সংসাঽঙ্গীকারপ্রতিষেধার্থং বিবদেৎ। তদেব স্ফুটয়তি;—কৃচ্ছ্রেণ চেতি। স্বরূপিণী তু প্রকটকামত্বাদচোদিতাপ্যাদিত এবোপক্রমেৎ। ৫—৮।

তত্র কর্ম্মাষ্টবিধং সমুচ্চয়প্রযোজ্যম্;—নিমিতং পার্শ্বতোদষ্টং বহিঃসন্দংশোঽন্তঃসন্দংশশ্চুম্বিতকং পরিমৃষ্টকমাম্রচূষিতকং সঙ্গর ইতি॥ ৯॥ তেষ্বেকৈকমভ্যুপগম্য বিরামাভীপ্সাং দর্শয়েৎ॥ ১০॥ ইতরশ্চ পূর্ব্বস্মিন্নভ্যুপগতে তদুত্তরমেবাপরং নির্দ্দিশেৎ। [তস্মিন্নপি] সিদ্ধে তদুত্তরমিতি॥ ১১॥

টীকা। তস্য ক্রিয়াভেদাদ্ভেদমাহ—তত্রেত্যোপরিষ্টকে। সমুচ্চয়প্রযোজ্যমিতি। ক্রমেণ সর্ব্বং সমুচ্চয়েন যোজ্যমিত্যর্থঃ। তত্রাপি নাত্মাভিপ্রায়েণেত্যাহ—তেষ্বিতি নিমিতাদিষু। একৈকং প্রথমাৎ প্রভৃত্যুপগম্য কৃত্বা পরিত্যাগেচ্ছাং দর্শয়েৎ। কৌতুকজননার্থমভ্যর্থনয়াঽপরং প্রযোক্ষ্যামীতি নায়কোঽপ্যেকস্মিন্নভ্যুপগতে কিং প্রতিপদ্যেত,—ইত্যাহ;—ইতরশ্চেতি নায়কঃ। পূর্ব্বস্মিন্নিতি নিমিতে। তদুত্তরমিতি তস্মান্নিমিতাদনন্তরং পার্শ্বতো-দষ্টম্। নির্দ্দিশেদিদং চ কুর্ব্বিতি। তস্মিন্নপি পার্শ্বতো দষ্টে ক্রিয়য়া সিদ্ধে তদুত্তরং বহিঃসন্দংশমিতি। অনেন ক্রমেণ সর্ব্বং সমুচ্চয়েন নির্দ্দিশেৎ। স্বরাগপরিসমাপ্ত্যর্থং তস্মাচ্চাভিমানিকসুখজননার্থং নায়িকাপি তথৈব প্রযু-

ক্ষীতেত্যয়ং চোদনায়াং বিধিঃ। স্বয়মুপক্রমে চ স্বাভিপ্রায়েণৈব সমুচ্চয়ে প্রয়োজ্যম্ ॥ ৯—১১ ॥

করাবলম্বিতমোষ্ঠয়োরুপরি বিন্যস্তমপবিধ্য মুখং বিধুনুয়াৎ তন্নিমিতম্ ॥ ১২ ॥ হস্তেনাগ্রমবচ্ছাদ্য পার্শ্বতো নির্দ্দশনমোষ্ঠাভ্যামবপীড্য ভবত্বেতাবদিতি সান্ত্বয়েৎ তৎ পার্শ্বতো-দষ্টম্ ॥ ১৩ ॥

টীকা। তৎ কর্ম্ম দ্বিবিধম্ ;—বাহ্যম্, আভ্যন্তরঞ্চ। তত্র বাহ্যমাহ ;—করাবলম্বিতমিতি। অবনমনবারণার্থং করেণ গ্রহীতমোষ্ঠয়োরুপরি বিন্যস্তমগ্রভাগেনাপবিধ্যৌষ্ঠেন বর্ত্তুলীকৃতেনাবষ্টভ্য মুখং স্বং বিধুনুয়াৎ কম্পয়েৎ। ওষ্ঠয়োরুপরি বিন্যস্তত্বান্নিমিতম্। হস্তেনাবচ্ছাদ্য মুষ্টিগ্রহণেন, ততঃ পার্শ্বতো লিঙ্গমোষ্ঠাভ্যামবপীড্য। নির্দ্দশনমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। দন্তবর্জ্জমিত্যর্থঃ। দন্তৈস্তু গ্রহণমস্তি। যদাহ ;—ভবত্বেতাবদিতি। এতাবদেবাস্তু। যদ্গ্রহণং নাপরং খণ্ডনমিতি সান্ত্বয়েৎ ॥ ১২ ॥

ভূয়শ্চোদিতা সম্মীলিতৌষ্ঠী তস্যাগ্রং নিষ্পীড্য কর্ষয়ন্তীব মুঞ্চেৎ। ইতি বহিঃ-সন্দংশঃ ॥ ১৪ ॥ তস্মিন্নেবাভ্যর্থনয়া কিঞ্চিদধিকং প্রবেশয়েৎ সাপি চাগ্রমোষ্ঠাভ্যাং নিষ্পীড্য নিষ্ঠীবেৎ ইত্যন্তঃ-সন্দংশঃ ॥ ১৫ ॥ করাবলম্বিতস্যৌষ্ঠবদ্গ্রহণং চুম্বিতকম্ ॥ ১৬ ॥ তৎ কৃত্বা জিহ্বাগ্রেণ সর্ব্বতো ঘটনমগ্রে চ ব্যধনমিতি পরিমৃষ্টকম্ ॥ ১৭ ॥

টীকা। ভূয়শ্চোদিতেতি। পার্শ্বতো-দষ্টে সঞ্চোদিতা পুনরন্যত্র চোদিতা। স্বয়মুপক্রমে স্বচোদিতৈব সংমীলিতৌষ্ঠী লিঙ্গস্যাগ্রমন্তঃ প্রবেশ্য মীলিতাবোষ্ঠৌ যয়া, সা। তাভ্যামেব নিষ্পীড্য কর্ষয়ন্তীব মুঞ্চেদিতি। ওষ্ঠাভ্যামেবাস্য কর্ষণং কুর্ব্বাণেব ত্যজেদিত্যর্থঃ। বহিঃ-সন্দংশশর্ম্মণো বহিঃ-সন্দংশনাৎ। আভ্যন্তরমাহ—তস্মিন্নিতি, বহিঃ-সন্দংশে ক্রিয়মাণে। অভ্যর্থনয়া যাচনয়া। কিঞ্চিদধিকমিতি। নিষ্কাস্য গ্রন্থিং যাবন্নায়কঃ প্রবেশয়েদিত্যয়ং চোদনাপক্ষঃ। স্বয়মুপ-

ক্রমে তু কিঞ্চিদধিকং প্রবেশ্যাগ্রং মণিবন্ধমোষ্ঠাভ্যাং নিষ্পীড্য নিষ্কীর্ষ্যেন্নিরস্যেৎ। অন্তঃ-সন্দংশো নিষ্কোশিতস্য সন্দংশনাৎ। ওষ্ঠবদিতি। যথাধরোষ্ঠস্যৌষ্ঠাভ্যাং গ্রহণং, তথা নিষ্কোশিতস্যেতি চুম্বিতকং সমগ্রহণাখ্যম্। তদিতি চুম্বিতকং কৃত্বা। অন্যথা হ্যযোগাৎ। জিহ্বাগ্রেণান্তঃ পরিভ্রমতা। সর্ব্বতো ঘট্টয়েৎ স্পৃশেৎ। অগ্রে চ ব্যধনং স্রোতঃস্থানে তাড়নং জিহ্বাগ্রেণৈব। পরিমৃষ্টকং সমন্তাৎ পরিমর্ষণাৎ ॥ ১৪—১৭ ॥

তথাভূতমেব রাগবশাদর্দ্ধপ্রবিষ্টং নির্দ্দয়মবপীড্যাবপীড্য মুঞ্চেৎ। ইত্যাম্রচূষিতকম্ ॥ ১৮ ॥ পুরুষাভিপ্রায়াদেব গিরেৎ পীড়য়েচ্চাপরিসমাপ্তেঃ ইতি সঙ্গরঃ ॥ ১৯ ॥ যথার্থং চাত্র স্তননপ্রহণনয়োঃ প্রয়োগঃ ইত্যৌপরিষ্টকম্ ॥ ২০ ॥

টীকা। তথাভূতমেবেতি নিষ্কোশিতমেব। রাগবশাদিতি। নায়কস্য রাগাধিক্যাৎ। তদর্দ্ধপ্রবিষ্টং গ্রস্থিমতীত্য প্রবিষ্টং নির্দ্দয়মত্যর্থম্। অবপীড্যাবপীড্যেতি জিহ্বৌষ্ঠপুটেন স্থিরমবপীড্যাবপীড্য মঞ্চেদভ্যন্তর এব। তদাম্রস্যেব চূষিতকম্ পুরুষাভিপ্রায়াদেবেতি পুরুষাভিপ্রায়মেব বুদ্ধা প্রত্যাসন্নাহস্য রতিরিতি গিরেৎ, পীড়য়েচ্চেতি। জিহ্বাব্যাপারেণ পীড়য়িত্বা গিরেৎ ওষ্ঠব্যাপারেণ পীড়য়েৎ। আ সমাপ্তেরিতি শুক্রবিসৃষ্টিং যাবৎ। সঙ্গরঃ সমন্তাদ্ গিরণাৎ। যথার্থমিতি। যথা রাগো নিমিত্তাদিষু মৃদুমধ্যাধিমাত্রেণ স্থিতস্তথা স্তননপ্রহণনয়োঃ প্রয়োগঃ, আলিঙ্গনাদীনামত্রাসম্ভবাৎ। ইত্যৌপরিষ্টকমিতি। এবং বিষয়-স্বরূপ-ফলপ্রবৃত্তি-প্রকারৈরৌপরিষ্টকমুক্তম্ ॥ ১৮—২০ ॥

কুলটাঃ স্বৈরিণ্যঃ পরিচারিকাঃ সম্বাহিকাশ্চাপ্যেতৎ প্রয়োজয়ন্তি ॥ ২১ ॥ তদেতত্তু ন কার্য্যং সময়বিরোধাদসভ্যত্বাচ্চ পুনরপি হ্যাসাং বদনসংসর্গে স্বয়মেবার্ত্তিং প্রপদ্যেত ইত্যাচার্য্যাঃ ॥২২॥ বেশ্যাকামিনোঽয়মদোষঃ অন্যতোঽপি পরিহার্য্যঃ স্যাৎ ইতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ২৩ ॥

টীকা। দেশসাত্ম্যবশাদবিষয়েঽপ্যস্য বৃত্তিরিতি দর্শয়ন্নাহ—কুলটা ইতি যাঃ স্বকুলাদন্যদ্দেশসদৃশমটন্ত্যো ভ্রষ্টশীলাস্তাঃ কুলটাঃ। যাঃ সদৃশমসদৃশং বা কুলমবিচার্য্য স্বচ্ছন্দচারিণ্যস্তাঃ স্বৈরিণ্যঃ। যা অন্যপূর্ব্বা বা মুক্তপ্রগ্রহা নায়কমুপচরন্তি, তাঃ পরিচারিকাঃ। যাঃ সম্বাহনকর্ম্মণা জীবন্তি, তাঃ সম্বাহিকাঃ এতৎ প্রযোজয়ন্তীতি। ঔপরিষ্টকং কারয়ন্তি। ন কেবলং তৃতীয়া প্রকৃতিরিত্যপি-শব্দার্থঃ। তদেতত্ত ন কার্য্যমিতি। প্রযোজ্যমানমপি সময়বিরোধাদিতি। ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধমেতৎ ;—'ন মুখে মেহেত' ইতি। অসভ্যত্বাচ্চেতি। সদ্ভির্গর্হিতত্বাদসভ্যত্বম্। তস্মাদসভ্যত্বাৎ, প্রযোক্তুরপ্যসভ্যত্বং দৃষ্ট এব দোষঃ অয়ং চাপর ইত্যাহ ;—পুনরপি হীতি। যদি হি কুলটাদীনাং মুখে জঘনকর্ম্ম কুর্য্যাত্তদা পুনরপি জঘনকর্ম্মকালে রাগবশাদ্বদনস্য সংসর্গে সংস্পর্শে সতি আর্ত্তিং প্রতিপদ্যেত, দুঃখমধিগচ্ছেৎ—বিচলিতোঽস্মীতি। স্বয়মেবেতি। ন তত্র নায়িকাপি। বেশ্যাকামিন ইতি। কুলটাদয়ো বেশ্যাবিশেষাঃ। তৎকামিনো নায়কস্যাদোষোঽয়মিতি। সময়বিরোধাদিত্যয়ং দোষো ন ভবতীত্যর্থঃ। পত্ন্যাশ্চৌপরিষ্টকাদৌ দোষঃ,—'ন মুখে মেহেত' ইতি। যদাহ বসিষ্ঠঃ ;—যস্তু পাণিগৃহীতায়াং মুখে মৈথুনমাচরেৎ। পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ইতি। অন্ততোঽপি পরিহার্য্য ইতি। অসভ্যত্বাদ্বদনসংসর্গাচ্চ। অসভ্যত্ব-মার্ত্তিশ্চেত্যয়ং দোষঃ পরিহার্য্যঃ। গুপ্ত্যা বক্ত্রসংরক্ষণাচ্চ। কস্যচিদ্দেশপ্রবৃত্তেরদোষত্বাদপরিহার্য্য ইত্যপি-শব্দাৎ। ২১—২৩।

তস্মাদ্ যাস্ত্বৌপরিষ্টকমাচরন্তি ন তাভিঃ সহ সংসৃজ্যন্তে প্রাচ্যাঃ ॥ ২৪ ॥ বেশ্যাভিরেব ন সংসৃজ্যন্তে আহিচ্ছত্রিকাঃ সংসৃষ্টা অপি মুখকর্ম্ম তাসাং পরিহরন্তি ॥ ২৫ ॥

টীকা। উভয়মপি দেশপ্রবৃত্ত্যা দর্শয়ন্নাহ—তস্মাদিতি। যতশ্চৈবং; তস্মান্ন সংসৃজ্যন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। যাস্ত্বিতি। যা বেশ্যাস্তু ঔপরিষ্টকমাচরন্তি মুখে জঘনকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, ন তাভিঃ সহ সংসৃজ্যন্তে সম্প্রযুজ্যন্তে, মা ভূদ্বদনসংসর্গ ইতি অন্যাভিরদৃষ্টদোষত্বাৎ সংসৃজ্যন্ত এবেত্যর্থোক্তম্। প্রাচ্যা অঙ্গাৎ পূর্ব্বের

আহিচ্ছাত্রিকা অহিচ্ছত্রভবা ন সংসৃজ্যন্তে। অদৃষ্টমশ্রুতমপ্যৌপরিষ্টকং তাসু সম্ভাব্যত ইতি। সংসৃষ্টা অপি ত এব কথঞ্চিদ্রাগবশাৎ। মুখকর্ম্ম চুম্বনম্। ২৪। ২৫।

নিরপেক্ষাঃ সাকেতাঃ সংসৃজ্যন্তে ॥ ২৬ ॥ ন তু স্বয়মৌপরিষ্টকমাচরন্তি নাগরকাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকা। সাকেতা আযোধ্যিকাঃ। তে নিরপেক্ষাঃ। বেশ্যানাং সম্প্রয়োগে মুখকর্ম্মণি চ শৌচাশৌচবিকল্পাভাবাৎ। নাগরকাঃ পাটলিপুত্রকাঃ সম্প্রযুজ্যন্তে বেশ্যাভিঃ; ন তু স্বয়ং তাসাং মুখে জঘনকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। মা ভূদ্বদনসংসর্গ ইতি। প্রযোজিতাস্ত্বাচরন্তি বদনসংসর্গবর্জ্জম্। ২৬। ২৭।

সর্ব্বমবিশঙ্কয়া প্রযোজয়ন্তি সৌরসেনাঃ ॥ ২৮ ॥ এবং হ্যাহুঃ;—কো হি যোষিতাং শীলং শৌচমাচারং চরিত্রং প্রত্যয়ং বচনং বা শ্রদ্ধাতুমর্হতি নিসর্গাদেব হি মলিনদৃষ্টয়ো ভবন্ত্যেতা ন পরিত্যাজ্যাঃ তস্মাদাসাং স্মৃতিত এব শৌচমন্বেষ্টব্যম্ ॥ ২৯ ॥

টীকা। সর্ব্বমিতি। সম্প্রয়োগমৌপরিষ্টকং মুখকর্ম্ম চ। অবিশঙ্কয়েতি; সর্ব্বং শুচীত্যভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ। সৌরসেনাঃ কৌশম্ব্যা দক্ষিণতঃ কূলে যে নিবসন্তি। শঙ্কায়াং হি স্বভার্য্যাস্বপ্যনাশ্বস্ততামেব দর্শয়ন্নাহ—এবং হীতি। শীলং স্বভাবং, শৌচমশুচিদ্রব্যবিশ্লেষণং, আচারং ত্রয়ীকর্ম্মানুষ্ঠানং, চরিতং কুলক্রমাগতাং স্থিতিং, প্রত্যয়ং বিশ্বাসং, বচনং বল্গিতকং কঃ শ্রদ্ধাতুমর্হতি? পরমার্থতঃ প্রত্যেতুং নৈবেত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ;—নিসর্গাদেবেতি। আত্মলাভাদেব, নান্যস্মাৎ। মলিনদৃষ্টয়ো মলিনবুদ্ধয়ঃ, যল্লোকশাস্ত্রবিরুদ্ধমপ্যাচরন্তি; ন চ পরিত্যাজ্যাঃ—এবম্ভূতা অপি পুরুষার্থহেতুত্বাৎ। তস্মাদ্রতবিধৌ স্মৃতিত এব শৌচমন্বেষ্টব্যম্; লোকে স্মৃতেঃ প্রামাণ্যাৎ ॥ ২৮। ২৯ ॥

এবং হ্যাহ,—'বৎসঃ প্রস্রবণে মেধ্যঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ।
শকুনিঃ ফলপাতে তু স্ত্রীমুখং রতিসঙ্গমে ॥' ইতি [৩০]

টীকা। তাং স্মৃতিমাহ ;—এবং হীতি। আহ স্মৃতিকারঃ ; মুখবর্জ্জং গোঃ সর্ব্বতো মেধ্যেত্যুক্তম্ ; প্রস্রবণকালে তু মুখং শুচি। তৎস্পৃষ্টং ক্ষীরমপি। শ্বপক্ষ্যাচ্ছিষ্টং ত্যজেদিত্যুক্তম্ ; মৃগগ্রহণে ফলপাতকালে চ মুখস্য শুচিত্বান্মাংসং ফলং চ শুচি। তথা রতিসঙ্গমে রত্যর্থসঙ্গমে স্ত্রীমুখং কৃতৌপরিষ্টকমন্যদা মেধ্যম্। নান্যদা, সর্ব্বাশুচিনিধানত্বাদিতি। অস্মিন্ স্মৃত্যর্থে সর্ব্বত্র চুম্বন প্রসঙ্গ ইতি ॥ ৩০ ॥

শিষ্টবিপ্রতিপত্তেঃ, স্মৃতিবাক্যস্য চ সাবকাশত্বাদ্দেশস্থিতে-রাত্মনশ্চ বৃত্তিপ্রত্যয়ানুরূপং প্রবর্ত্তেতেতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা। স্বমতং দর্শয়ন্নাহ—শিষ্টবিপ্রতিপত্তেরিতি। শিষ্টানাং প্রাচ্যাহিচ্ছত্রিকনাগরকাণাং বিপ্রতিপত্তির্দৃশ্যতে। যথোক্তং প্রাক্,—তস্মাৎ রতিসঙ্গমেঽপি স্ত্রীমুখং ন মেধ্যং শিষ্টাচারস্য প্রামাণ্যাৎ। যদ্যেবং বিগীতা স্মৃতিরপ্রামাণ্যিকা স্যাৎ যথোক্তম্ ;—'বিরুদ্ধা চ বিগীতা চ দৃষ্টার্থা দৃষ্টকারণা। স্মৃতির্ন শ্রুতিমূলা স্যাদ্ যা চৈষা ভবনশ্রুতিঃ ॥' ইতি। অত্রোত্তরমাহ ;—সাবকাশত্বাদিতি। পত্নীমেবাধিকৃত্যেত্যুক্তম্ ;—'স্ত্রীমুখং রতিসঙ্গমে' ইতি। যদ্যেবং বেশ্যাসু চুম্বনবিকল্পানর্থক্যমিত্যত্র পাক্ষিকমভ্যনুজ্ঞানমাহ ;—দেশস্থিতেরিতি। যো যস্মিন দেশে আচারস্তদনুরূপং প্রবর্ত্তেত, দেশাচারস্য তত্রত্যানাং প্রামাণ্যাৎ। বৃত্তিপ্রত্যয়ানুরূপমিতি। যথা সৌমনস্যং যথা চ বিশ্বাসস্তথা প্রবর্ত্তেত, ন শাস্ত্রেণৈব কেবলেনেতি।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ;—

প্রমৃষ্টকুণ্ডলাশ্চাপি যুবানঃ পরিচারকাঃ।
কেষাঞ্চিদেব কুর্ব্বন্তি নরাণামৌপরিষ্টকম্ ॥ ৩২ ॥

টীকা। ইদং স্ত্রীবিষয়মসাধারণমৌপরিষ্টকমুক্তম্, স্ত্রিয়া এব কর্তৃত্বাৎ। পুরুষবিষয়মাহ—প্রমৃষ্টকুণ্ডলা ইতি। উজ্জ্বলে কুণ্ডলে যেষামিতি নেপথ্যোপলক্ষণম্। গৃহীতনেপথ্যা ইত্যর্থঃ। যুবানঃ প্রাপ্তরাগত্বাৎ কর্ত্তুং কুশলাশ্চেট-

স্বরূপাঃ পরিচারকাঃ; নান্যে, দোষাৎ। যথোক্তম্ ;—'অজাতশ্মশ্রবশ্চেটা বিশ্বাস্যা মুখকর্ম্মণি। যোজ্যা গৃহীতনেপথ্যা নেতরে শ্মশ্রুদোষতঃ।' ইতি। কেষাঞ্চিদিতি। যে মন্দরাগা গতবয়সোঽতিব্যায়তা যে চ ক্ষীণবলবৃত্তয়ঃ ॥৩২॥

তথা নাগরকাঃ কেচিদন্যোন্যস্য হিতৈষিণঃ।
কুর্ব্বন্তি রূঢ়বিশ্বাসাঃ পরস্পরপরিগ্রহম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকা। ইদমপ্যসাধারণম্, একস্যৈব কর্তৃত্বাৎ। দ্বয়োঃ কর্তৃত্বে সাধারণম্; যদাহ—তথেতি। নাগরকা যে নাগররক্তাবধিকৃতাঃ। কেচিদিতি যোষা-প্রায়াঃ। হিতৈষিণঃ, বিস্রষ্টিসুখকারিত্বাৎ। রূঢ়বিশ্বাসা মৈত্র্যা। পরস্পর-পরিগ্রহমিতি। মম তাবৎ কুরু, পশ্চাত্তবাপি করিষ্যামীতি। যুগপদ্বা দেহ-বাহুল্যাসেন রাগাৎ কালমনপেক্ষমাণাবিতি দ্বিবিধম্ সাধারণম। নাগরকা ইত্যুপলক্ষণম্। স্ত্রিয়োঽপি কুর্ব্বন্তি। যথোক্তম্ ;—'অন্তঃপুরগতাঃ কাশ্চিদ-প্রাপ্তভাগুকাঃ স্ত্রিয়ঃ। ভগে হ্যন্যোন্যবিশ্বাসাৎ কুর্ব্বন্তি মুখচাপলম্।' ইতি ॥ ৩৩ ॥

পুরুষাশ্চ তথা স্ত্রীষু কর্ম্মৈতৎ কিল কুর্ব্বতে।
ব্যাসস্তস্য চ বিজ্ঞেয়ো মুখচুম্বনবদ্বিধিঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকা। তথা স্ত্রীষ্বিতি। যথা স্ত্রিয়ঃ পুরুষেষু, তথা স্ত্রীষু পুরুষাঃ পরিচারকা নায়কা বা কেচিদ্ভগে মুখেন কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। কিলেতি সম্ভাবনায়াম্। তস্য চেতি পুরুষকর্তৃকস্য। ব্যাসঃ প্রকারঃ। মুখচুম্বনবদিতি। কন্যাচুম্বনে নিমিত্তাদিনা অন্যৎ সমাদিগ্রহণেন যো বিধিঃ, সোঽস্যাপি যথাসম্ভবং বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পরিবর্ত্তিতদেহৌ তু স্ত্রীপুংসৌ যৎ পরস্পরম্।
যুগপৎ সম্প্রযুজ্যেতে স কামঃ কাকিলঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা। তত্র পরিচারকে কর্ত্তর্য্যসাধারণং; নায়কে তু সাধারণমপি সম্ভ-বাত। তচ্চ যুগপৎ, পরিপাট্যা বা। তত্র যুগপৎ কথমিত্যাহ—পরিবর্ত্তিত-দেহাবিতি। পার্শ্বসম্পুটে পুমান্ স্ত্রিয়া ঊর্ব্বোঃ শিরো নিধত্তে; স্ত্রী চ পুংসঃ ইতি যুগপৎ সম্প্রযুজ্যেতে। একস্মিন্ কালে মুখেন পরস্পরোপস্থেন্দ্রিয়গ্রহণাৎ।

কাকিলঃ স্মৃত ইতি। স্ত্রী পুমাংশ্চ কাক ইব কাকঃ। মুখেনামেধ্যগ্রহণাৎ। তৌ বিদ্যেতে যস্মিন্ কাম ইতি। পিচ্ছাদিষু দ্রষ্টব্যম্। ককমং বা কাকো লৌল্যম্। 'কক লৌল্যে' ইতি ধাতুপাঠাৎ। তদ্বিদ্যতে যয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োরিতীনিপ্রত্যয়ঃ। তৌ লাত্যাদত্ত ইতি ॥ ৩৫ ॥

তস্মাদ্ গুণবতস্ত্যক্ত্বা চতুরাংস্ত্যাগিনো নরান্।
বেশ্যাঃ খলেষু রজ্যন্তে দাসহস্তিপকাদিষু ॥ ৩৬ ॥

টীকা। এতেন নরযোর্যোষিতোশ্চ পরিবর্ত্তিতদেহয়োর্ব্যাখ্যাতঃ। তত্র সাধারণাসাধারণয়োরসাধারণং শ্রেয়ঃ। ততোঽপি পরিচারকবিষয়ং বেশ্যাবিষয়ং হি খলসংসর্গাদপরিশুদ্ধমিতি দর্শয়ন্নাহ—তস্মাদিতি। গুণবতো নায়কগুণযুক্তান চতুরান লোকযাত্রাকুশলান্। ত্যাগিনো দানশূরান্। বরানভিজনাদ্যুপেতান। খলেষু নীচেষু। তানেব দর্শয়তি;—দাসহস্তিপকাদিষ্বিতি। রজ্যন্ত ইতি স্বভাবাখ্যানম্। অশিষ্টধর্ম্মাচরণাদ্বা। তেষু চ রক্তা অপরচরিতমপি প্রকাশয়ন্তি ॥ ৩৬ ॥

ন হ্যেতদ্ব্রাহ্মণো বিদ্বান্মন্ত্রী বা রাজধূর্ধরঃ।
গৃহীতপ্রত্যয়ো বাপি কারয়েদৌপরিষ্টকম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকা। ন হ্যেতদিতি। নৈবং বেশ্যাভিঃ কারয়েৎ। ব্রাহ্মণো বিদ্বান শ্রুতিস্মৃত্যর্থতত্ত্বজ্ঞঃ। মন্ত্রী রাজধূর্ধরঃ প্রাধান্যেন যো রাজ্যং সংবাহয়তি। সমাসান্তো 'অ' অত্রানিত্যত্বান্ন ভবতি। অন্যো বা কশ্চিদ্ গৃহীতপ্রত্যয়ো লোকে বিশ্বাস্যঃ। তাসু ক্রিয়মাণং লোকে লব্ধসমাখ্যানং গৌরবং ব্যাবর্ত্তয়তি। অতো মা ভূদ্বদনসংস্পর্শদোষঃ। অসভ্যত্বদোষস্তু দুর্নিবারো. নেতরেষাম্ অবিবক্ষিতত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥

ন শাস্ত্রমস্তীত্যেতাবৎ প্রয়োগে কারণং ভবেৎ।
শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্ত্বেকদেশিকান্ ॥ ৩৮ ॥

টীকা। ননু চ ব্যাসস্তন্মুখচুম্বনবদ্বিধিরিতি শাস্ত্রেঽভিহিতত্বাৎ সাধারণস্যাপি প্রয়োগপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—ন শাস্ত্রমিতি। অভিধায়কং শাস্ত্রমস্তীতি নৈতাবৎ

প্রয়োগে কারণম্। শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিন ইতি। আলিঙ্গনাদেরর্থস্য রত্যৌপয়িক-ত্বাৎ সর্ব্বানেব কামিনোঽধিকৃত্য প্রবৃত্তত্বাৎ। প্রয়োগানেকদেশিকান, কস্য-চিদেবার্থস্য শিষ্টৈঃ প্রবর্ত্তনাৎ ॥ ৩৮ ॥

রসবীর্য্যবিপাকা হি শ্বমাংসস্যাপি বৈদ্যকে।
কীর্ত্তিতা ইতি তৎ কিং স্যাদ্ভক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকা। অয়ং চ ন্যায়োঽন্যত্রাপীত্যাহ—রসবীর্য্যবিপাকা ইতি। রসো মধুরাদিঃ। বীর্য্যং সামর্থ্যম্। বিপাক উপযুক্তস্য পরিণতৌ মধুরাদিঃ। শ্বমাংস-স্যাপি কীর্ত্তিতা ইতি ব্যাপিত্বং রসাদীনাম্। কিং ভক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈরিত্যেক-দেশিত্বম্ ॥ ৩৯ ॥

সন্ত্যেব পুরুষাঃ কেচিৎ সন্তি দেশাস্তথাবিধাঃ।
সন্তি কালাশ্চ যেষ্বেতে যোগা ন স্যুর্নিরর্থকাঃ ॥ ৪০ ॥

টীকা। যদ্যেবং শিষ্টপরিহৃতত্বাদিহোপদেশানর্থক্যমিত্যাহ—সন্ত্যেব ইতি। সন্তি তাদৃশাঃ পুরুষাঃ যে শুচ্যশুচিষু নির্ব্বিকল্পাঃ। দেশাস্তথাবিধা লাটসিন্ধু বিষয়াদয়ঃ। কালা ঔপরিষ্টকসাত্ম্যাঃ স্যায়ত্তা যদায়ত্তজীবিতাদয়ঃ। যোগা ইতি। মুখচুম্বনবাহ্যবিধয়ঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মাদ্দেশং চ কালং চ প্রয়োগং শাস্ত্রমেব চ।
আত্মানং চাপি সম্প্রেক্ষ্য যোগান্ যুঞ্জীত বা ন বা ॥ ৪১ ॥

টীকা। তস্মাদিতি। যতশ্চৈবং, তস্মাৎ সাধারণস্যাসাধারণস্য বা যথাস্বং দেশকালৌ সংবীক্ষ্য, প্রয়োগমুপায়ং চ প্রযুজ্যতে অনেনেতি, শাস্ত্রমভিধায়ক-মাত্মানং চ, কতরস্মে যুক্তমিতি ন বা প্রযুঞ্জীতোভয়মপি বিদ্বান্। স্বমাত্মানং সংবীক্ষ্য ॥ ৪১ ॥

অর্থস্যাস্য রহস্যত্বাচ্চলত্বান্মনসস্তথা।
কঃ কদা কিং কুতঃ কুর্য্যাদিতি কো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে
ঔপরিষ্টকং নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

টীকা। অথবা নাস্য পুরুষার্থনিয়ম ইত্যাহ—অর্থস্যেতি। ঔপরিষ্টকস্য রহস্য ভবত্বাৎ, চিত্তস্যাস্থিরত্বাৎ, বিশেষতো রাগসংযুক্তস্য। কঃ কুর্য্যাৎ বিদ্বানিতরো বেতি। কদা কিং মত্তাবস্থায়ামিতরস্যাং বেতি। কিং কুর্য্যাৎ সাধারণমসাধারণং লৌকিকং বা সম্প্রয়োগমিতি। কুতো হেতোঃ কিং রাগাদ্দেশপ্রবৃত্তের্বেতি কো জ্ঞাতুমর্হতি? নৈবেত্যর্থঃ। ঔপরিষ্টকং প্রকরণম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে ঔপরিষ্টকং নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।



নাগরকঃ সহ মিত্রজনেন পরিচারকৈশ্চ কৃতপুষ্পোপহারে সঞ্চারিতসুরভিধূপে রত্যাবাসে প্রসাধিতে বাসগৃহে কৃতস্নানপ্রসাধনাং যুক্ত্যা পীতাং স্ত্রিয়ং সান্ত্বনৈঃ পুনঃ পানেন চোপক্রমেৎ ॥ ১ ॥ দক্ষিণতশ্চাস্যা উপবেশনম্ ॥ ২ ॥ কেশহস্তে বস্ত্রান্তে নীব্যামিত্যবলম্বনম্ ॥ ৩ ॥ রত্যর্থং সব্যেন বাহুনাঽনুদ্ধতঃ পরিষ্বঙ্গঃ ॥ ৪ ॥ পূর্ব্বপ্রকরণসম্বদ্ধৈঃ পরিহাসানুরাগৈর্বচোভিরনুবৃত্তিঃ ॥ ৫ ॥ গূঢ়াশ্লীলানাং চ বস্তূনাং সমস্যয়া পরিভাষণম্ ॥ ৬ ॥ সনৃত্তমনৃত্তং বা গীতং বাদিত্রম্ ॥ ৭ ॥ কলাসু সংকথাঃ ॥ ৮ ॥ পুনঃ পানেনোপচ্ছন্দনম্ ॥ ৯ ॥ জাতানুরাগায়াং কুসুমানুলেপনতাম্বূলদানেন চ শেষজনবিসৃষ্টিঃ ॥ ১০ ॥ বিজনে চ যথোক্তৈরালিঙ্গনাদিভিরেনামুদ্ধর্ষয়েৎ ॥ ১১ ॥ ততো নীবীবিশ্লেষণাদি যথোক্তমুপক্রমেত ইত্যয়ং রতারম্ভঃ ॥ ১২ ॥

টীকা। এবমৌপরিষ্টকান্তং রতমুক্তম্। তস্যারম্ভেঽবসানে চ কিং প্রতি-

পক্তব্যমিতি তদুদ্ভবং রতারম্ভাবসানিকমুচ্যতে। তত্র যদ্যপি প্রীতিবিশেষানন্তরং রতারম্ভিকং যুক্তং রতাবসানিকং চৈইব, তথাভূতত্বাদনুষ্ঠানক্রমস্যেতি, তথাপি প্রীতিসম্বন্ধত্বাদালিঙ্গনাদীনাং তদভিধানম্। তদনন্তরং চ প্রকীর্ণকন্যায়েন সম্ব-শেষতয়া রতারম্ভঃ, তৎপ্রতিবদ্ধত্বাচ্চাবসানিকম্। তত্র পূর্ব্বমধিকৃত্যাহ—নাগ-রক ইতি। নাগরকরত্তাবধিকৃতো মিত্রজনেন পীঠমর্দ্দাদিনা পরিচারকৈস্তাম্বুল-দায়কসরককর্ম্মান্তকারিভিঃ সহোপক্রমেতেতি সম্বন্ধঃ। পুষ্পোপহারঃ পুষ্প-প্রকারঃ। রত্যাবাস ইতি রত্যর্থো য আবাসো বাহ্যং বাসগৃহং ; তত্র হি শয়-নীয়ং প্রকল্পেতেতি। অয়ং বাসগৃহসংস্কারঃ। স্ত্রিয়া দ্বিবিধঃ—স্নানং নেপথ্য-গ্রহণং চেতি শরীরসংস্কারঃ। অসংস্কৃতায়া দর্শনমপি প্রতিষিদ্ধম্। যুক্ত্যা পীতাযোতি মনঃসংস্কারঃ। নাতিপীতাম্, বিভ্রমকরত্বাৎ। পীতমস্যা বিদ্যত ইতি মত্বর্থে দ্রষ্টব্যঃ, যথা পীতা গাবঃ। প্রথমং সান্ত্বনৈঃ প্রিয়বাক্যৈঃ কুশল-প্রশ্নাদিভিরুপক্রমেৎ। পুনঃ পানেন সরকঃ পায়তামিতি। তত্র দক্ষিণে পার্শ্বেহস্যাঃ উপবেশনং, স্ত্রী বামপার্শ্বে উপবিশেৎ, যেন দক্ষিণহস্তেন চষকো বামেন চ বক্ষনা পরিষঙ্গঃ। তত্র প্রথমং কেশহস্তাদিস্ববলম্বনং সংস্পর্শনম্। ততঃ সব্যেন বামেন পরিষঙ্গঃ। অনুদ্ধত ইতি যথা নোদ্বিজতে। পূর্ব্বপ্রকরণ-সম্বন্ধৈরিতি অতিক্রান্তেন প্রস্তাবেন যুক্তৈঃ 'স্মরসি সুভগে! যদাবয়োস্তত্র তত্র পরিহাসেহনুরাগশ্চাসীৎ' ইত্যেবং-বচোভিরনুবর্ত্তনম্। গূঢ়াশ্লীলানাং চেতি। যদ্গূঢ়ং দুর্ব্বোধমশ্লীলং গ্রাম্যং লোকপ্রতীতং বস্তু গাথাস্কন্ধকাদিষু নিবদ্ধং,তস্যো-ভয়স্যাপি বস্তুনঃ সমস্যয়া সংক্ষেপেণ পরিভাষণম্, পরিকথনমিত্যর্থঃ। সনৃত্তমনৃত্তং বা গীতমিতি। যা নৃত্তাভিজ্ঞা, তৎসমক্ষং গীতার্থমাঙ্গিকাদ্যভিনয়েন প্রকাশয়েৎ। আসীন-নৃত্তং স্যাৎ। ইতরস্যা গীতমেব কেবলম্। বাদিত্রমিতি নাগ-রস্তাবসক্তা বীণামাদায়, তত্রাভ্যাসসম্ভবাৎ, কলাসু সংকথা শেষাস্বালেখ্যাদিষু কৌশলখ্যাপনার্থম্। এবমাবর্জ্য পুনঃ পানেনোপচ্ছন্দনং প্রোৎসাহনম্। জাত-রাগায়াং চ যথোক্তানুষ্ঠানেন তাম্বুলদানসম্প্রেষণোপায়ঃ। শেষজনা মিত্রপরি-চারকাদয়ঃ। যথোক্তৈরিতি রতাৎ প্রাগুক্তানি যানি। উদ্ধর্ষয়েদু ক্লষ্টেন গর্বেণ যোজয়েৎ, যথা শয়নীয়ং প্রতিপদ্যতে। তত ইতি। উত্তরকালে

শয়নীয়গতায়া নীবীবিশ্লেষণায়োক্রমেৎ। ইতঃ প্রভৃতি বাহ্যং পুরুষোপ-সৃপ্তমিতি ॥ ১—১২ ॥

রতাবসানিকং রাগমতিবাহ্যাসংস্তুতয়োরিব সব্রীড়য়োঃ পরস্পর-মপশ্যতোঃ পৃথক্‌পৃথগাচারভূমিগমনম ॥ ১৩ ॥ প্রতিনিবৃত্ত্য চাব্রীড়ায়মানয়োরুচিতদেশোপবিষ্টয়োস্তাম্বূলগ্রহণমচ্ছীকৃতং চন্দন-মন্যদ্বানুলেপনং তস্যা গাত্রে স্বয়মেব নিবেশয়েৎ ॥ ১৪ ॥ সব্যেন বাহুনা চৈনাং পরিরভ্য চষকহস্তঃ সান্ত্বয়ন্ পায়য়েৎ ॥ ১৫ ॥ জলানু-পানং বা খণ্ডখাদ্যকমন্যদ্বা প্রকৃতিসাত্ম্যযুক্তমুভাবপ্যুপযুঞ্জীয়াতাম ॥ ১৬ ॥ অচ্ছরসকযূষমম্লযবাগূং ভৃষ্টমাংসোপদংশানি পানকানি চূতফলানি শুষ্কমাংসং মাতুলুঙ্গচক্রকাণি সশর্করাণি চ যথাদেশ-সাত্ম্যং চ। ১৭ ॥ তত্র মধুরমিদং মৃদু বিশদমিতি চ বিদশ্য বিদশ্য তত্তদুপাহরেৎ ॥ ১৮ ॥ হর্ম্যতলস্থিতয়োর্বা চন্দ্রিকাসেবনার্থ-মাসনম্ ॥ ১৯ ॥ তত্রানুকূলাভিঃ কথাভিরনুবর্ত্তেত ॥ ২০ ॥ তদঙ্ক-সংলীনায়াশ্চন্দ্রমসং পশ্যন্ত্যা নক্ষত্রপঙ্‌ক্তিব্যক্তীকরণম্ ॥ ২১ ॥ অরুন্ধতীধ্রুবসপ্তর্ষিমালাদর্শনং চ ইতি রতাবসানিকম। ॥ ২২ ॥

টীকা। রতাবসানিকমিতি। বক্ষ্যত ইতি শেষঃ। রাগমতিবাহ্য রতি-মনুভূয়। অসংস্তুতয়োরিবেতি। অপরিচিতয়োর্যথা ব্রীড়া, তদ্বৎ সব্রীড়য়োঃ, অবিনয়াচরণাৎ এবং পরস্পরমপশ্যতোঃ। তদবস্থ-দর্শনাদ্বৈরাগ্যমপি স্যাদতঃ পৃথক্ পৃথগাচারভূমিগমনম। নৈকত্র শৌচভূমৌ শৌচং কার্য্যমিত্যর্থঃ। প্রতি-নিবৃত্ত্যাচারভূমেরব্রীড়ায়মানয়োঃ, একান্তেনাপরিত্যক্তলজ্জত্বাৎ। উচিতদেশস্তদানীং শয়নীয়মপাস্যান্যদেশঃ। তাম্বূলস্য গ্রহণং ভক্ষণম্, তদানীং মুখস্যাশ্রীকত্বাদ্বৈর-স্যাচ্চ। তত্র ক্ষীণপ্রধানধাতুত্বাচ্ছরীরস্য বৃংহণং বাহ্যমাভ্যন্তরং চ তত্র বাহ্যং গ্রীষ্মকালে অচ্ছীকৃতং চন্দনমন্যদ্বানুলেপনং কালোপযিকম্। স্বয়মিত্যনুরাগ-খ্যাপনার্থম্, নিবেশয়েৎ। পশ্চাদাত্মন ইত্যর্থঃ। আভ্যন্তরং পানাদি। তত্রাপি

পরিরভ্যালিঙ্গ্য। চষকো মদ্যভাজনম্। সান্ত্বয়ন্ প্রিয়াণি ব্রুবন্ পায়য়েৎ। জলানু-পানং বা খণ্ডখাদ্যকং, বৃংহণীয়ত্বাৎ অন্যদ্বা তিলগর্ভোৎকরাদি প্রকৃতিসাত্ম্যযুক্ত-মুভাবপ্যুপযুঞ্জীয়াতাম্। অচ্ছরসকযূষমিতি। যূষং দ্বিবিধং ;—মাংসনির্যূহং ব্রীহিনির্যূহং চ। বৃংহণীয়ত্বান্মাংসনির্যূহং রসকযূষমচ্ছমুপযুঞ্জীয়াতাম্। অম্লযবাগূং মাংসসিদ্ধাম্, বৃংহণীয়ত্বাৎ। ভৃষ্টং ভর্জ্জিতং মাংসং তদেবোপদংশো যেষাং পান-কানাম্। চূতফলানি পক্কানি। শুষ্কমাংসং, বলবৃংহণত্বাৎ। মাতুলুঙ্গচক্রকাণীতি বীজপূরমীষদপনীতত্বক্কং খণ্ডশঃ কৃতং শর্করাযুক্তম্, হৃদ্যত্বাৎ। যথাদেশসাত্ম্য-মিতি। যস্মিন্ দেশে যেন সাত্ম্যম্। তত্রেতি। ভক্ষ্যাদ্যুপযোগেঽনুরাগ-খ্যাপনার্থো বিধিঃ। বিদগ্ধ বিদগ্ধেতি। উপলক্ষণং চৈতৎ। ইদং বৃষ্যমিদং রষ্যমিত্যাস্বাদ্যাস্বাদ্য পানমপি তত্তদুপাহরেৎ। হর্ম্ম্যতলস্থিতয়োর্ব্বেতি। যদি বাসগৃহস্থিতয়োরাসনে তাপশ্চন্দ্রিকা চোদিতা, তদা তদুপরি সৌধস্থিতয়ো-রূর্দ্ধয়োশ্চন্দ্রিকাসেবনার্থমাসনম্। তৎসেবনং চ তাপাপনয়নার্থম্। যদি চ তাপেন ন তত্র তাম্বূলগ্রহণাদ্যনুষ্ঠিতং, তদানীমিহানুষ্ঠেয়ম্। তত্রেতি হর্ম্ম্যতলে। ভুক্ত-বিরসত্বাৎ কামস্য, বৃংহণানন্তরং কামজননার্থং তদনুকূলাভিঃ কথাভিরনুবর্ত্তেত। তদঙ্কসংলীনায়াশ্চেতি। আসীনস্য নায়কস্যাঙ্কে ন্যস্তদেহায়া নিয়তং গগনতলে দৃষ্টিঃ। তত্র চন্দ্রমসং নয়নানন্দজননং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসঙ্গান্নক্ষত্রপঙ্ক্তিব্যক্তীকরণম্, প্রায়শঃ স্ত্রীণাং নক্ষত্রপঙ্ক্তিষপরিচয়াৎ। ইয়মরুন্ধতী ভগবতী সূক্ষ্মা, য এনাং ন পশ্যতি, স বর্ষান্নানির্বতে। অয়ং ধ্রুবঃ পঞ্চদশতারকঃ যদ্দর্শনাদ্দিবসগতং পাপ-মপৈত। এতে চ সপ্তর্ষয়ঃ পঙ্ক্ত্যা স্থিতাঃ।—ইতি সন্দর্শয়েৎ ॥ ১৩—২২ ॥

তত্রৈতদ্ভবতি ;—

অবসানেঽপি চ প্রীতিরুপচারৈরুপস্কৃতা।
সবিস্রম্ভকথাযোগৈ রতিং জনয়তে পরাম্ ॥ ২৩ ॥

পরস্পরপ্রীতিকরৈরাত্মভাবানুবর্ত্তনৈঃ।
ক্ষণাৎ ক্রোধপরাবৃত্তৈঃ ক্ষণাৎ প্রীতিবিলোকিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

হল্লীসকক্রীড়নকৈর্গায়নৈর্নাট্যরাসকৈঃ।
রাগলোলার্দ্রনয়নৈশ্চন্দ্রমণ্ডলবীক্ষণৈঃ॥ ২৫॥
আদ্যে সন্দর্শনে জাতে পূর্ব্বং যে স্যুর্মনোরথাঃ।
পুনর্ব্বিয়োগে দুঃখং চ তস্য সর্ব্বস্য কীর্ত্তনৈঃ॥ ২৬॥
কীর্ত্তনান্তে চ রাগেণ পরিষ্বঙ্গৈঃ সচুম্বনৈঃ।
তৈস্তৈশ্চ ভাবৈঃ স যুক্তো যূনো রাগো বিবর্দ্ধতে॥ ২৭॥

টীকা। দ্বয়মপ্যধিকৃত্যাহ—তত্রেত্যারম্ভেঽবসানে চোভয়ত্রাপ্যেতল্লক্ষমাণকং ভবতি। অবসানেঽপীতি। অপিশব্দাদারম্ভেঽপীতি। প্রীতিঃ স্ত্রিয়াঃ পুংসশ্চ স্নেহঃ। উপচারৈঃ স্রগ্গন্ধাদিভিঃ পানাদিভিশ্চ। উপস্কৃতেত্যভিবর্দ্ধিতা। সবিস্রম্ভকথাযোগৈরিতি। সবিশ্বাসাভিঃ কথাভিঃ সাবিশ্বাসৈশ্চ যোগৈঃ। বাহ্যং বিসৃষ্টলক্ষণাং পরামৃৎকৃষ্টাং জনয়েৎ, কারণস্য তথাবিধত্বাৎ। তত্র বিস্রম্ভযোগমধিকৃত্যাহ;—পরস্পরপ্রীতিকরৈরিতি। স্ত্রীপুংসয়োস্তদন্তে সুখকরৈঃ। কৈরিত্যাহ;—আত্মভাবানুবর্ত্তনৈরিতি। আত্মাভিপ্রায়েণ যান্যনুবর্ত্তনান্যালিঙ্গনাদীনি। অনুবর্ত্ত্যন্তে এভিরিতি কৃত্বা। ক্ষণক্রোধপরাবৃত্তৈঃ ক্ষণপ্রীতিবিলোকনৈরিতি। অন্তরা প্রণয়কলহাৎ ক্ষণক্রোধেন যানি পরাবর্ত্তনানি, পুনঃ প্রসাদাৎ ক্ষণং প্রীত্যা যানি বিলোকনানি, তৈঃ। স্নেহো বিবর্দ্ধত ইতি প্রতিপদং যোজ্যম্। হল্লীসকক্রীড়নকৈরিতি। হল্লীসকক্রীড়নং যেষু গীতেষু যথোক্তম্;—'মণ্ডলেন চ যৎ স্ত্রীণাং নৃত্যং হল্লীসকং তু তৎ। নেতা তত্র ভবেদেকো গোপস্ত্রীণাং যথা হরিঃ॥ নাট্যরাসকৈরন্যোন্যাদেশীয়ৈঃ। তেষাং শ্রাব্যত্ব-কৃতবিশেষণমেতৎ। রাগলোলার্দ্রনয়নৈরিতি। রাগেণ চঞ্চলানি সবাষ্পাণি চ নয়নানি যেষু গীতকেষু। অনেন রক্তকণ্ঠত্বং দর্শয়তি। চন্দ্রমণ্ডলবীক্ষণৈরিতি মনোহারিবস্তূপলক্ষণম্। এতেঽনুবর্ত্তনাদয়ো বিস্রম্ভযোগাঃ, বিশ্বাসেন প্রযুজ্যমানত্বাৎ। বিস্রম্ভকথামধিকৃত্যাহ;—আদ্য ইতি। প্রথমে মনোরথাঃ কন্যাহ-নয়াঽনেন বা সঙ্গমোঽস্ত্বিত্যাদয়ঃ। পুনর্ব্বিয়োগে সন্তপ্তয়োর্দুঃখমস্বাস্থ্যম্। কীর্ত্তনান্তে চেতি পুনর্বিস্রম্ভযোগস্যাবর্ত্তনমিতি দর্শয়তি। তৈস্তৈরিতি অন্যৈরপি

বিস্রব্ধযোগৈর্ভাবসংযুক্তৈঃ। যুন ইত্যেকশেষনির্দ্দেশাৎ যূনো যুবত্যাশ্চ। রতা-বস্থাবসানিকং প্রকরণম্ ॥ ২৩—২৭ ॥

রাগবদাহার্য্যরাগং কৃত্রিমরাগং ব্যবহিতরাগং পোটারতং খল-রতমযন্ত্রিতরতমিতি রতবিশেষাঃ ॥ ২৮ ॥ সন্দর্শনাৎ প্রভৃত্যু-ভয়োরপি প্রবৃদ্ধরাগয়োঃ প্রযত্নকৃতে সমাগমে প্রবাসপ্রত্যাগমনে বা কলহবিয়োগযোগে তদ্রাগবৎ ॥ ২৯ ॥ তত্রাত্মাভিপ্রায়াদ্ যাবদর্থং চ প্রবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা। আরম্ভাবসানয়ো রতাবয়বত্বাত্তদ্গ্রহণে যথা রতং ত্র্যবস্থং, তথা স্বাভাবিকাদি রাগভেদাদপি বিশিষ্যত ইত্যতো রতাবশেষা উচ্যন্তে—রাগং বদিত্যাদিনা। স্বাভাবিক আহার্য্যঃ কৃত্রিমো দর্পজো বিস্রব্ধজশ্চেতি রাগ-বিশেষাঃ। তদ্ভেদাদ্রাগবদাদয়োঽপি রতবিশেষাঃ। এষাং লক্ষণমুপচারঞ্চাহ —সন্দর্শনাদিতি। প্রথমদর্শনাৎ প্রভৃতি চক্ষুঃপ্রীত্যাদ্যবস্থাবশাৎ প্রবৃদ্ধরাগয়ো-দূতসম্প্রেষণাদি প্রযত্নাৎ কৃতে সমাগমে যদ্রতম্, যচ্চ প্রবাসাৎ প্রত্যাগমনে বিরহিণোরুৎকণ্ঠিতয়োঃ, যচ্চ প্রণয়কলহে প্রশান্তে প্রসন্নয়ো রতং, তদ্রাগবৎ, স্বাভাবিকস্য রাগস্যাতিশয়েন যোগাৎ যাবদর্থমিতি প্রবৃদ্ধরাগত্বান্ন কিঞ্চিৎ ক্ষমতে। কেবলং স্বাভিপ্রায়বশাত্তয়োর্যাবদ্রতিপ্রবৃত্তিঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

মধ্যস্থরাগয়োরারব্ধং যদনুরজ্যতে তদাহার্য্যরাগম্ ॥ ৩১ ॥ তত্র চাতুঃষষ্টিকৈর্যোগৈঃ সাত্ম্যানুবিদ্ধৈঃ সন্ধুক্ষ্য সন্ধুক্ষ্য রাগং প্রবর্ত্তেত তৎ কার্য্যহেতোরন্যত্র সক্তয়োর্ব্বা কৃত্রিমরাগম্ ॥ ৩২ ॥ তত্র সম্-চ্চয়েন যোগান্ শাস্ত্রতঃ পশ্যেৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকা। মধ্যস্থরাগয়োরিতি। ইচ্ছামাত্রস্যোৎপন্নত্বাচ্চক্ষুঃপ্রীতিরেব, ন মনঃসম্প্রয়োগাদয়োঽবস্থাঃ—ইত্যতো মধ্যস্থো রাগঃ। তয়োর্যদারব্ধরতমারম্ভকেণ বিধিনা। অনুরজ্যত ইতি। পশ্চাদ্রাগেণ সংশ্লিষ্যতে। কারণেন কার্য্যোপ-চারান্মিথুনমেব রতমিত্যুক্তম্। আহার্য্যরাগম্, তত্র রাগস্যোৎপাদ্যমানত্বৎ।

গাত্তৃঃষষ্টিকৈরিতি। আলিঙ্গনাদিভির্যোগৈঃ। সাত্ম্যানুবিদ্ধৈর্যস্য যৈঃ সাত্ম্যং, হৃদ্যৈকৈঃ। রাগমিচ্ছামাত্রমাত্মনঃ স্ত্রিয়াশ্চ সন্দীপ্য প্রবর্ত্ততে। কার্য্যহেতোরিতি। অর্থাদানাদনর্থপ্রতীকারাদ্বা, ন রাগাৎ। অন্যত্র সক্তয়োর্ব্বেতি। অন্যস্মিন পুংসি স্ত্রী সক্তা, পুমানপ্যন্যস্যাং স্ত্রিয়াম্। তয়োর্যদনুরোধাদ্রতং কৃত্রিমরাগম্, উভযত্রাপি স্বাভাবিকরাগস্যানুৎপত্তেঃ। সমুচ্চয়েনেতি ন বিকল্পেন। দ্বয়োর্যোগয়োরন্যতরযোগে স্বাভাবিকরাগস্যানুৎপত্তেঃ। তস্মাৎ সমুচ্চয়েন সম্বানেবালিঙ্গনাদিপ্রয়োগান প্রয়োগকালে পশ্যেৎ। তত্রাপি শাস্ত্রতঃ। তত্রাপি তত্ত্বস্থানকালস্বভাবানপেক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩।

পুরুষস্তু হৃদয়প্রিয়ামন্যাং মনসি নিধায় ব্যবহরেৎ সম্প্রয়োগাৎ প্রভৃতি রতিং যাবৎ অতস্তদ্ব্যবহিতরাগম্ ॥ ৩৪ ॥ ন্যূনায়াং কুম্ভদাস্যাং পরিচারিকায়াং বা যাবদর্থং সম্প্রয়োগস্তৎ পোটারতম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকা। অন্যত্র সক্তয়োরিত্যস্য বিশেষমাহ—পুরুষ ইতি। যোঽন্যপ্রসক্তোঽপ্যভাবিতসন্তানস্তস্যাপরস্যামপি রাগ উৎপদ্যত এব, অস্বাভাবিকত্বাৎ কৃত্রিমঃ ইত্যুচ্যতে। যস্তু সম্ভাবিতসন্তানঃ সোঽন্যস্যাং ন রমতে, রাগাভাবাৎ; যদা তু তামেব হৃদয়প্রিয়ামিষ্টাং মনসাঽভিধ্যায় চেতসি রাগমুৎপাদ্য সম্প্রয়োগাৎ প্রভৃতি রতিং যাবদ্ব্যবহরেৎ—প্রবর্ত্তেত, তদা তদ্ব্যবহিতরাগমিত্যুচ্যতে, হৃদয়প্রিয়য়া রাগস্য ব্যবহিতত্বাৎ এবং যোষিদপি হৃদয়ে প্রিয়ং নিধায়েতি যোজ্যম্। অত্র সমুচ্চয়েন যোগানিত্যয়মেবোপচারঃ। স্বাভাবিকাহার্য্যকৃত্রিমভেদাৎ ত্রয়ো নায়কা নায়িকাশ্চ। তত্র সদৃশসংযোগে ত্রীণি শুদ্ধানি। বিপর্য্যয়ে ষট্ সঙ্কীর্ণানি। তত্র সঙ্কীর্ণানেবোপচারান যোজয়েৎ। এতৎ সর্ব্বং সমানপ্রতিপত্ত্যোঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ। হীনাধিকয়োর্দ্দর্পজাদ্বিশেষমাহ—ন্যূনায়াং কুম্ভদাস্যামিতি। অধমায়াং কুম্ভদাস্যাং পরিচারিকায়াং বা ন্যূনায়াং, ন সমায়াং, চন্দ্রাপীড়স্যেব পত্রলেখায়াম্। যাবদিতি। পোটারতমিতি। উভয়ব্যঞ্জনা পোটা নপুংসকম্ ॥ ৩৪।৩৫ ॥

তত্রোপচারান্নাদ্রিয়েত ॥ ৩৬ ॥ তথা বেশ্যায়া গ্রামীণেন সহ যাবদর্থং খলরতম্ ॥ ৩৭ ॥ গ্রামব্রজপ্রত্যন্তযোষিদ্ভিশ্চ নাগরকস্য ॥৩৮

টীকা। তস্যামুপচারানালিঙ্গনাদীন নাদ্রিয়েত, অরঞ্জনীয়ত্বাৎ। কেবলং দর্পাদুৎপন্নো রাগোহপনেয়ঃ। তথেতি। যথা নায়কস্যাসাদৃশ্যাৎ সম্প্রয়োগঃ। বেশ্যায়া ইতি গণিকায়া রূপাজীবায়াঃ, ন কুম্ভদাস্যাঃ। অভিপ্রেতমলভমানায়া দর্পাৎ গ্রামীণেন কর্ষকাদিনা সম্প্রয়োগঃ খলরতম্, গ্রামীণস্য খলত্বেন বিগোপনকরত্বাৎ। তথা গ্রামাদিযোষিদ্ভির্নাগরকস্য পত্তনবাসিনো দর্পাদ্ যাবদর্থং সম্প্রয়োগঃ খলরতম্, ন পোটারতম্, বিগোপনস্যাপি তত্র সম্ভবাৎ। তত্র গ্রামযোষিতঃ কর্ষকাদিস্ত্রিয়ঃ। ব্রজযোষিতো গোপ্যঃ। প্রত্যন্তযোষিতঃ শবর্য্যাদয়ঃ ॥৩৬—৩৮॥

উৎপন্নবিস্রম্ভয়োশ্চ পরস্পরানুকূল্যাদযন্ত্রিতরতম্ ইতি রতানি ॥৩৯

টীকা। বিস্রম্ভরাগাদ্বিশেষমাহ। উৎপন্নবিস্রম্ভয়োশ্চেতি। চিরকালসম্প্রয়োগাজ্জাতবিশ্বাসয়োঃ। পরস্পরানুকূল্যাদিতি। স্ত্রিয়া আনুকূল্যেন পুমানারভেত তদানুকূল্যেন চ স্ত্রী। অযন্ত্রিতরতং যন্ত্রণাভাবাৎ। তচ্চ চিত্ররতং পুরুষায়িতাদিভেদাদনেকবিধমিতি বহুবচনেন দর্শয়তি ;—রতানীতি। ইতি রতবিশেষাঃ প্রকরণম্ ॥ ৩৯ ॥

বর্দ্ধমানপ্রণয়া তু নায়িকা সপত্নীনামগ্রহণং তদাশ্রয়মালাপং বা গোত্রস্খলিতং বা ন মর্ষয়েৎ নায়কব্যলীকং চ ॥ ৪০ ॥ তত্র সুভৃশং কলহো রুদিতমায়াসঃ শিরোরুহাণামবক্ষোদনং প্রহণনমাসনাচ্ছয়নাদ্বা মহ্যাং পতনং মাল্যভূষণাবমোক্ষো ভূমৌ শয্যা চ ॥ ৪১ ॥

টীকা। প্রণয়কলহং বক্ষ্যামঃ যথা জাতবিস্রম্ভয়োরযন্ত্রিতরতং তথা প্রণয়াৎ কলহোঽপীতি প্রণয়কলহ উচ্যতে। তত্র কলহকারণমাহ—বর্দ্ধমানপ্রণয়া ত্বিতি। যথা যথা বিশ্বাসো বর্দ্ধতে, তথা তথা মৃদুমধ্যাধিমাত্রেণ ন মর্ষয়েদিত্যর্থঃ প্রায়শশ্চ নায়কো বিপ্রিয়কারী। তন্মূলশ্চ কলহ ইতি দর্শয়ন্নাহ ;—নায়িকেতি। নায়কস্য বিপ্রিয়করণং বাচা ক্রিয়য়া বা। তত্র বাচা সপত্নীনামগ্রহণম্। তদাশ্রয়মিতি।

অগৃহীত্বৈব নাম সপত্নীসম্বন্ধং গুণসূচকমালাপম্। গোত্রস্খলিতং তন্নাম্না নায়িকাহ্বানম্। নায়কব্যলীকমিতি। সপত্ন্যা গৃহগমনং তাম্বূলাদিপ্রেষণং সংযোগাদিকং নায়কস্যাপরাধং ন মর্ষয়েৎ। ক্রিয়য়া বিপ্রিয়করণমেতৎ। অমর্ষেণ বাহ্যনুষ্ঠানাদিত্যাহ—তত্রেতি সপত্নীনামগ্রহণাদিষু। অনুষ্ঠানং বাচা ক্রিয়য়া চ। তত্র বাচা কলহঃ সুভৃশোঽত্যৈব মহান্ পুনর্ম্মৈবং কার্ষীরিতি। ক্রিয়য়া রুদিতাদি। আয়াসঃ শরীরবেদনাকম্পাদিকঃ। অবক্ষোদনং বিধূননম্। প্রহণনমাত্মনঃ। অন্যে নায়কস্য শিরোরুহাবলম্বনং প্রহণনং চেত্যাহুঃ। মহ্যামিতি। আসনাদিতি যতঃ পতিতায়া ন দুঃখোৎপত্তিঃ। মাল্যভূষণয়োরপিনদ্ধয়োর্ম্মোক্ষণং ত্যাগঃ। ভূমৌ শয্যা। ন তেন সহ শয়নম্ ॥ ৪০। ৪১ ॥

তত্র যুক্তরূপেণ সাম্না পাদপতনেন বা প্রসন্নমনাস্তামনুনয়ন্ উপক্রম্য শয়নমারোহয়েৎ ॥ ৪২ ॥ তস্য চ বচনমুত্তরেণ যোজয়ন্তী বিবৃদ্ধক্রোধা সকচগ্রহমস্যাস্যমুন্নময্য পাদেন বাহৌ শিরসি বক্ষসি পৃষ্ঠে বা সকৃদ্দ্বিস্ত্রিরবহন্যাৎ ॥ ৪৩ ॥ দ্বারদেশং গচ্ছেৎ তত্রোপবিশ্যাশ্রুকরণমিতি ॥ ৪৪ ॥ অতিক্রুদ্ধাপি তু ন দ্বারদেশাদ্ভূয়ো গচ্ছেৎ দোষবত্ত্বাৎ ইতি দত্তকঃ ॥ ৪৫ ॥ তত্র যুক্তিতোঽনুনীয়মানা প্রসাদমাকাঙ্ক্ষেৎ। প্রসন্নাপি তু সকষায়ৈরেব বাক্যৈরেনং তুদতীব প্রসন্না রতিকাঙ্ক্ষিণী নায়কেন পরিরভ্যেত ॥ ৪৬ ॥

টীকা। স নায়কোঽপি সাপরাধত্বাৎ কিং প্রতিপদ্যেতেত্যাহ—তত্রেতি তস্মিন্ননুষ্ঠানে। সাম্নেতি প্রিয়বচনেন। তস্য যুক্তরূপতা অপরাধবিশেষাৎ। পাদপতনং নায়কবিশেষাৎ। প্রসন্নমনা ইতি অপ্রদর্শিতবিকারঃ। মা ভূৎ ক্ষতে ক্ষার ইতি। তামিতি ভূমৌ সুপ্তাম্। অনুনয়ন্ প্রসাদয়ন্। উপক্রম্যোত্থাপয়িতুম্। শয়নমারোহয়েৎ প্রিয়ে! প্রসীদোত্তিষ্ঠ শয়নমধ্যাস্ব তামিতি। তস্য চেত্যনুনয়তঃ। বচনমুত্তরেণ যোজয়ন্তী তৎকালোচিতেন। বিবৃদ্ধক্রোধা, পুনঃপুনরপরাধস্মরণাৎ। সকচগ্রহমস্যাস্যং মুখমুন্নময্য। কিঞ্চিদ্ভাবিতচেষ্টিতো

নেতি জ্ঞাতুং সক্রদবহত্য। স্বিস্থিরিতি ক্রোধবশাৎ। তদানীং শিরসি পাদ-তাড়নমপি ন দোষায়। সৌভাগ্যচিহ্নং তদিতি নাগরকবৃদ্ধাঃ। তত্র চেতি দ্বারদেশে। অশ্রুকরণমশ্রুবিমোচনম্। ন ভূম্যা ন বহিঃ। দোষবত্ত্বাত্তু যোগ্যম-নস্থ। কোপব্যাজেনান্যত্র গমনাশঙ্কোৎপত্তেঃ। দত্তকগ্রহণং পূজার্থম্, তন্মত-স্থাপ্রতিসিদ্ধত্বাৎ। তত্রেত্যশ্রুকরণে। পাদতাড়নং ক্রোধস্যাবধিরিতি মন্য-মানো নায়কঃ পুনস্তাং যুক্ত্যানুনয়েৎ। সা তেন যুক্তিতোঽনুনীয়মানা পাদ-পতনং প্রসাদনোপায়স্যাবধিরিতি মন্যমানা প্রসাদমাকাঙ্ক্ষেত। ততঃ প্রসন্না নায়কেনালিঙ্গ্যতে। তথাপি সকলুষৈঃ সাসূয়ৈর্ব্বাক্যৈরেনং নায়কং তুদন্তী ব্যথয়ন্তী। প্রসন্নরতিকাঙ্ক্ষিণী প্রসন্না রতিমাকাঙ্ক্ষমাণা। অন্যথা ন যদি-পরিরভ্যেত, তদাতিভূমিং গতাৎ কোপান্নায়কোঽপ্যপ্রসন্ন ইতি। মতোঽয়ং কুলযুবত্যাঃ পুনর্ভুবশ্চ বিধিঃ॥ ৪২—৪৬॥

স্বভবনস্থা তু নিমিত্তাৎ কলহিতা তথাবিধচেষ্টৈব. নায়কমভি-গচ্ছেৎ॥ ৪৭॥ তত্র পীঠমর্দ্দবিটবিদূষকৈর্নায়কপ্রযুক্তৈরুপশমিত-রোষা তৈরেবানুনীতা তৈঃ সহৈব তদ্ভবনমধিগচ্ছেৎ তত্র চ বসেৎ ইতি প্রণয়কলহঃ॥ ৪৮॥

টীকা। বেশ্যায়াঃ পরপরিগৃহীতায়াশ্চ বিশেষমাহ—স্বভবনস্থা স্থিতা। নিমিত্তাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ। কলহিতেতি কলহঃ সঞ্জাতো যস্যাঃ। কৃতকলহে-ত্যর্থঃ। বাচিকমমর্ষণমেতৎ। কায়িকমাহ—তথাবিধচেষ্টৈবেতি অসূয়াসূচকৈ-র্দুর্নিরীক্ষণভ্রূভঙ্গাদিভিঃ। নায়কমভিগচ্ছেদিতি। তস্য সমীপে ঢৌকেতে-ত্যর্থঃ। তত্র তস্মিন্ কোপানুষ্ঠানে। নায়কপ্রযুক্তৈস্তস্যাঃ প্রত্যানয়নে। উপ-শমিতরোষা সাম্না তৈরেবানুনীতা। অপাদপতনেন নায়কেন, বহিঃস্থীষু পাদ-পতনস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। সহৈব গচ্ছেৎ, স্বগৌরবোৎপাদনার্থম্। তত্র চ বসেৎ নায়কভবনে তাং রাত্রিং রাগসন্ধুক্ষণার্থম্॥ ৪৮॥

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ;—

এবমেতাং চতুঃষষ্টিং বাভ্রব্যেণ প্রকীর্ত্তিতাম্।
প্রযুঞ্জানো বরস্ত্রীষু সিদ্ধিং গচ্ছতি নায়কঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকা। অধিকরণার্থমুপসংহরতি—এবমিতি। চতুঃষষ্টিমালিঙ্গনাদিকাম্। বাভ্রব্যেণ পাঞ্চালেন। বরস্ত্রীষু তদ্বিজ্ঞাসু। সিদ্ধিং গচ্ছতি সৌভাগ্যমাপ্নোতি। তস্মাচ্চতুঃষষ্টিরালিঙ্গনাদীনাং জ্ঞাতব্যা। অন্যথা হ্যপরিজ্ঞানে অন্যশাস্ত্রপরিজ্ঞানেঽপি ন কেবলং সিদ্ধিং নাধিগচ্ছতি, অন্যত্রাপি নাত্যর্থং পূজ্যতে ॥ ৪৯ ॥

ব্রুবন্নপ্যন্যশাস্ত্রাণি চতুঃষষ্টিবিবর্জ্জিতঃ।
বিদ্বৎসংসদি নাত্যর্থং কথাসু পরিপূজ্যতে ॥ ৫০ ॥

টীকা। অস্যাস্তু পরিজ্ঞানে অন্যশাস্ত্রাপরিজ্ঞানেঽপি কেবলং সিদ্ধঃ পূজ্যশ্চ-অত্রাপ্যগ্রণীঃ স্যাদিতি দর্শয়ন্নাহ—ব্রুবন্নপীতি। অর্থতঃ প্রয়োগতশ্চ কথন্ বিদ্বৎসংসদীতি। ত্রিবর্গপ্রতিপত্তৌ যেঽধিকৃতাস্তে বিদ্বাংসঃ। তৎসভায়াম্। কথাসু ত্রিবর্গস্য ॥ ৫০ ॥

বর্জ্জিতোঽপ্যন্যবিজ্ঞানৈরেতয়া যস্ত্বলঙ্কৃতঃ।
স গোষ্ঠ্যাং নরনারীণাং কথাস্বগ্রং বিগাহতে ॥ ৫১ ॥

টীকা। অন্যবিজ্ঞানৈর্ব্যাকরণাদিশাস্ত্রপরিজ্ঞানৈঃ। এতয়েতি চতুঃষষ্ট্যা। অলঙ্কৃতঃ, প্রয়োগতোঽর্থতশ্চ জ্ঞাতত্বাৎ গোষ্ঠ্যাং নরনারীণামাসনবন্ধে অন্যশাস্ত্রং নাধিক্রিয়তে। কথাসু কামসূত্রস্য। অগ্রং বিগাহতে অগ্রণীর্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫১

বিদ্বদ্ভিঃ পূজিতামেনাং খলৈরপি সুপূজিতাম্।
পূজিতাং গণিকাসঙ্ঘৈর্নন্দিনীং কো ন পূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

টীকা। ননু চতুঃষষ্টেরপূজ্যত্বাৎ কথং তজ্জ্ঞাতা বিদ্বৎসংসদি পূজ্যত ইতি চেদাহ—বিদ্বদ্ভিরিতি। ত্রিবর্গবেদিভিঃ স্ত্রীসংরক্ষণোপায়ত্বাৎ। পূজিতাং খলৈ-

বশি সুপূজিতাম্, বস্তুতস্তথাবিধত্বাৎ। পূজিতাং গণিকাসজ্জৈঃ জীবিকোপায়ত্বাৎ। এবং চ কৃত্বা নন্দিনীত্যুচ্যত ইত্যাহ—নন্দিনীমিতি। নন্দনং নন্দঃ পূজা। সা বিদ্যতে যস্যা ইতি॥ ৫২॥

নন্দিনী সুভগা সিদ্ধা সুভগঙ্করণীতি চ।

নারীপ্রিয়েতি চাচার্যৈঃ শাস্ত্রেষ্বেষা নিরুচ্যতে॥ ৫৩॥

টীকা। যথেয়মনুগতার্থা সংজ্ঞা, তথান্যাপীত্যাহ, নন্দিনীতি। সুভগা সর্বৈর্গুণৈর্ভিরনুগম্যমানত্বাৎ। সিদ্ধা বিদ্যেব বশঙ্করণী, সুভগঙ্করণী স্ত্রীপুংসয়োঃ সৌভাগ্যকরণাৎ। নারীপ্রিয়া বিশেষতস্তৎসুখকরণাৎ। এবমনেকার্থসাধিকা। কস্তাং ন পূজয়েৎ॥ ৫৩॥

কন্যাভিঃ পরযোষিদ্ভির্গণিকাভিশ্চ ভাবতঃ।

বীক্ষ্যতে বহুমানেন চতুঃষষ্টিবিচক্ষণঃ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রদায়িকে ষষ্ঠেঽধিকরণে রতারম্ভাবসানিকং রতবিশেষাঃ প্রণয়কলহশ্চ দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

টীকা। অতো জ্ঞাতার্থোঽপি তদ্যোগাৎ পূজ্যঃ। বিশেষতো নায়িকানামিত্যাহ—কন্যাভিরিতি। পুনর্ভূঃ পরযোষিত্যেবান্তর্ভূতা। সৈব হি বিধবা পুনর্ভবতীতি। বেশ্যেতি বক্তব্যে গণিকাগ্রহণং যোষিদপি চতুঃষষ্টিবিচক্ষণেতি দর্শনার্থম্। ভাবত ইতি ভাবেন হেতুনা। বহুমানেন গৌরবেণ। প্রণয়কলহঃ প্রকরণম্॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধানায়াং বিদগ্ধাঙ্গনাবিরহকাতরেণ গুরুদত্তেন্দ্রপাদাভিধানেন যশোধরেণৈকত্রকৃতসূত্রভাষ্যায়াং সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে রতারম্ভাবসানিকং রতবিশেষাঃ প্রণয়কলহশ্চ দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

সমাপ্তং সাম্প্রয়োগিকাধিকরণম্॥ ৬॥

ঔপনিষদিকাখ্যং

সপ্তমমধিকরণম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাখ্যাতং কামসূত্রম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। কামসূত্র ব্যাখ্যাত হইল। ১।

ব্যাখ্যা। কামবর্গের প্রকৃত অংশ সূত্রদ্বারা বিবৃত হইয়াছে। এই অংশ পরিশিষ্ট মাত্র। তাহার উপযোগিতা পর সূত্রেই জ্ঞাপিত হইয়াছে। উপনিষৎ-রহস্য, গোপনীয় তত্ত্ব—এই অধিকরণ বা কাণ্ডে আছে। এই কাণ্ডে দুইটি মাত্র অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বিবিধ মুষ্টিযোগ বর্ণিত। ১।

তত্র্[ত্রো]ক্তৈস্তু বিধিভিরভিপ্রেতমর্থমনধিগচ্ছন্নৌপনিষদিক-মাচরেৎ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। পূর্ব্ব ছয় অধিকরণ বা কাণ্ডে যে সকল উপায় বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধিলাভ না হইলে এই কাণ্ডের বর্ণিত উপায় গ্রহণ করিবে। ২।

রূপং গুণো বয়স্ত্যাগ ইতি সুভগঙ্করণম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। রূপ, গুণ, বয়স এবং অর্থদান—ইহাই প্রসিদ্ধ 'সুভগঙ্করণ'। ৩।

ব্যাখ্যা। অঙ্গনাগণ যাহাকে সুদৃষ্টিতে দেখে, তাহারই নাম 'সুভগ'। ৩।

অবতরণিকা। যাহার তাহা নাই, তাহার নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

তগরকুষ্ঠতালীসপত্রকানুলেপনং সুভগঙ্করণম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। তগর—(উত্তরাখণ্ডের এক প্রকার কন্দ, নেপালের তগরে ফল হয় না) শ্বেতবর্ণ কুড় এবং তালীশপত্র,—ইহার যোগে অনুলেপন প্রস্তুত করিয়া তাহা সর্ব্বশরীরে ব্যবহার করিলে 'সুভগ' হওয়া যায়। ৪।

এতৈরেব সুপিষ্টৈর্ব্বর্ত্তিমালিপ্যাক্ষতৈলেন নরকপালে সাধিতমঞ্জনং চ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। এই সকল বস্তু উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহা বর্ত্তিতে লেপন করিয়া বিভীতক তৈলযোগে নরকপালে—তদ্দ্বারা সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে প্রদান করিলে সুভগ হওয়া যায়। ৫।

পুনর্নবাসহদেবীসারিবাকুরণ্টকোৎপলপত্রৈশ্চ সিদ্ধং তৈলমভ্যঞ্জনম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। পুনর্নবা, সহদেবী (ডানকুনি), অনন্তমূল, কুরুণ্টক (পীতঝাণ্টি) ইহাদিগের মূল এবং উৎপলের—নীলপদ্মের আভ্যন্তর পত্রযোগে কষায় ও কল্ক প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা তৈলপাক বিধানে পক্ক তৈল তৈল অভ্যঞ্জন। মূর্দ্ধ্নি দত্তং যদা তৈলং ভবেৎ সর্ব্বাঙ্গসঙ্গতম্। স্রোতোভিস্তর্পয়েদ্বাহূ স চাভ্যঙ্গ ইতি স্মৃতঃ—প্রমাণানুসারে 'আভ্যং' করিয়া ঐ তৈল মাখিবে, মাথায় তৈল ঢালিয়া দিলে, দুই বাহু বাহিয়া যেন গড়াইয়া পড়ে, এই ভাবে তৈল প্রদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে—ইহা অভ্যঞ্জন। ৬।

তদ্‌যুক্তা এব স্রজশ্চ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। পুনর্নবা প্রভৃতি চূর্ণযুক্ত মালা ধারণ সুভগঙ্করণ। ৭।

পদ্মোৎপলনাগকেশরাণাং শোষিতানাং চূর্ণং মধুঘৃতাভ্যামবলিহ্য সুভগো ভবতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। পদ্ম, উৎপল এবং নাগকেশর পুষ্পের কেশরসমূহ শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণ মধুঘৃতযোগে অবলেহন করিলে সুভগ হয়। ৮।

তান্যেব তগরতালীসতমালপত্রযুক্তান্যনুলিপ্য ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। সেই পদ্মাদি-কেসর তগর তালীশপত্র ও তমালপত্রযোগে অনুলেপন প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অনুলিপ্ত হইলে সুভগ হওয়া যায়। ৯।

ময়ূরস্যাক্ষি তরক্ষোর্ব্বা সুবর্ণেনাবলিপ্য দক্ষিণহস্তেন ধারয়েদিতি সুভগঙ্করণম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। ময়ূর এবং তরক্ষুর (নেকড়ে বাঘের) চক্ষুঃ শুদ্ধ সুবর্ণ-পত্রে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবে, ইহা সুভগঙ্করণ। ১০।

ব্যাখ্যা। ময়ূর গলিত-পিচ্ছ হইলে তাহার চক্ষুতে ফল হয় না। তরক্ষু মত্ত হইলে তবে তাহার চক্ষু গ্রাহ্য। চক্ষু দুইটিই ধারণীয়। খাটি সোণার পাতে মুড়িয়া পুষ্যানক্ষত্রে ধারণ করিতে হয়। ১০।

বাদরমণিং শঙ্খমণিঞ্চ, তথৈব তেষু চাথর্ব্বণান্ যোগান্ গম-য়েৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। বাদরমণি ও শঙ্খমণি ঐরূপ সুবর্ণপাত্রে জড়াইয়া তাহা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে এবং ঐ সকল ধার্য্য বস্তুতে অথর্ব্ববেদোক্ত যোগসমূহ বিন্যস্ত করিবে। ১১।

ব্যাখ্যা। কুলগাছের উত্তর দিকের ডালে গুটিপোকার 'গুটি' হইলে তাহার নাম বাদরমণি; দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের নাভি হইতে শঙ্খমণি প্রস্তুত হয়। ১১।

বিদ্যাতন্ত্রাচ্চ বিদ্যাযোগাৎ প্রাপ্তযৌবনাং পরিচারিকাং স্বামী সংবৎসরমাত্রমন্যতো বারয়েৎ। ততো বারিতাং বালাং বামত্বাৎ লালসাভূতেষু গমেষু যোহস্যৈ সংঘর্ষেণ বহু দদ্যাত্তস্মৈ বিসৃজেদিতি সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১২ ।

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ভূর্জ্জপত্র-লিখিত কবচাদি যোগ হইতেও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। (আর একটি উপায় আছে,—) প্রাপ্ত যৌবনা

পরিচারিকাকে তাহার স্বামী এক বৎসর মাত্র অন্য পুরুষ সঙ্গ হইতে নিরাবিত রাখিবে। বালার ন্যায় সে নিবারিত হইয়া থাকিলে, প্রতিকূল আচরণফলে—বহু গম্যপুরুষ লালসা-পরতন্ত্র হইলে—সংঘর্ষ বশতঃ যে উক্ত পরিচারিকাকে অধিক অর্থ প্রদান করিবে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিবে। ইহাই সৌভাগ্যবৃদ্ধির একটি যোগ বা 'তুক্'। ১২।

অবতরণিকা। পরিচারিকা কাহাকে বলে—ইহা বুঝাইবার জন্য সূত্রাবলী বিন্যস্ত হইতেছে ;—

গণিকা প্রাপ্তযৌবনাং স্বাং দুহিতরং তস্যা বিজ্ঞানশীলরূপানুরূপেণ তানভিনিমন্ত্র্য সারেণ যোঽস্যৈ ইদমিদং চ দদ্যাৎ, স পাণিং গৃহ্নীয়াদিতি সম্ভাষ্য রক্ষয়েদিতি ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। লম্পট-মধ্যে, গণিকাকন্যার পাণিগ্রহণ—সৌভাগ্য বর্দ্ধনের 'তুক্' বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল। সেই কৃত-পাণিগ্রহণা গণিকা-দুহিতা পরিচারিকা নামে অভিহিত। বৃদ্ধা গণিকা নিজ কন্যা যৌবনপ্রাপ্তা হইলে, কলাবিজ্ঞান, স্বভাব ও সৌন্দর্য্যে তাহার যোগ্য নায়কগণকে বিভবানুসারে সমারোহসহকারে আহ্বান করিয়া বলিবে, আমার এই কন্যাকে যে নায়ক (দ্রব্যের উল্লেখ করত) এই এই দ্রব্য দিবেন, তিনি ইহার পাণিগ্রহণ করিবেন। এইরূপ সম্ভাষণের পর তাহাকে যুবকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে। ১৩।

সা চ মাতুরবিদিতা নাম নাগরিকপুত্রৈর্ধনিভিরত্যর্থং প্রীয়েত ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। সেই গণিকা-দুহিতা, যেন মাতার অজ্ঞাতসারেই ধনাঢ্য নাগরকপুত্রগণের সহিত প্রীতিস্থাপন করিবে। ১৪।

তেষাং কলাগ্রহণে গান্ধর্ব্বশালায়াং ভিক্ষুকীভবনে তত্র তত্র চ সন্দর্শনযোগাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। চিত্রশিল্পাদি কলাশিক্ষার সময় গান্ধর্ব্বশালা, ভিক্ষুকীগৃহ এবং ঐ প্রকার অন্যান্য সুযোগে পরস্পর দর্শন ঘটিয়া থাকে। ১৫।

তেষাং যথোক্তদায়িনাং মাতা পাণিং গ্রাহয়েৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে যে নায়ক বাক্যানুরূপ অর্থ প্রদান করিবে, তাহাকেই নিজকন্যার পাণিগ্রহণে অনুমতি দিবে। ১৬।

তাবদর্থমলভমানা তু স্বেনাপোকদেশেন দুহিত্রে এতদ্দত্তমনেনেতি খ্যাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ। যদি ততটা অর্থ কাহারও নিকট হইতে না পায়, তাহা হইলে, যতটা পাইবে অবশিষ্টাংশ নিজ অর্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিবে—এই নায়কই আমার কথামত অর্থ দিয়াছেন। ১৭।

ঊঢ়ায়া বা কন্যাভাবং বিমোচয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। অথবা 'দৈব'-বিবাহ সমাপন করিয়া 'কন্যাভাব' মোচন করিবে। ১৮।

প্রচ্ছন্নং বা তৈঃ সংযোজ্য স্বয়মজানতী ভূত্বা, ততো বিদিতেষ্বেবং ধর্ম্মস্থেষু নিবেদয়েৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। অথবা গোপনে নাগরক পুত্রগণের মধ্যে কাহারও সহিত মিলনের অনুমতি দিবে,—পরে নিজে কিছুই যেন জানেনা—এইরূপ ভাব দেখাইয়া পরিচিত নায়ক মধ্যে অভিপ্রেত নায়কের বিরুদ্ধে ধর্ম্মাধিকরণে নিবেদন করিবে। ১৯।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্মাধিকরণাধ্যক্ষ,—বিচার করিয়া সেই যুবকের দ্বারা গণিকামাতার প্রার্থিত অর্থ প্রদান করাইবেন। ইহা অভিযোগের এক অর্থ। ১৯।

সখ্যৈব তু দাস্যা বা মোচিতকন্যাভাবাং সুগৃহীতকামসূত্রামাভ্যা-

সিকেষু যোগেষু প্রতিষ্ঠিতাং প্রতিষ্ঠিতে বয়সি সৌভাগ্যে চ দুহিতরমবসৃজন্তি গণিকা ইতি প্রাচোপচারাঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। অথবা সখী বা দাসীদ্বারা নিজদুহিতার কন্যাভাব বিধ্বস্ত করিয়া কামসূত্রে সুশিক্ষিতা ও তদনুমত আভ্যাসিক যোগে প্রতিষ্ঠিতা, রূপযৌবনের খ্যাত্যাপন্ন সেই কন্যাকে বৃদ্ধ গণিকারা ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করে—ইহাই পূর্ব্বদেশীয় ব্যবহার। ২০।

পাণিগ্রহশ্চ সংবৎসরমব্যভিচার্য্যস্ততো যথাকামিনী স্যাৎ ॥ ২১॥

অনুবাদ। যাহার পাণিগ্রহণ হইয়া যাইবে সেই গণিকাদুহিতা এক বৎসরকাল ব্যভিচারিণী হইবে না, তৎপরে তাহারা যেমন-ইচ্ছা করিতে পারিবে। ২১।

ব্যাখ্যা। যদি চিরদিন একচারিণী থাকিতে চায় তাহাই করিবে, নচেৎ পাণিগ্রহীতার ব্যবস্থানুসারে প্রার্থী নায়কগণের মধ্যে যে অধিক অর্থ দিবে তাহার হইবে ১২ সূত্রে তাহা কথিত হইয়াছে। ২১।

ঊর্দ্ধমপি সংবৎসরাৎ পরিণীতেন নিমন্ত্র্যমাণা লাভমপ্যুৎসৃজ্য তাং রাত্রিং তস্যাগচ্ছেদিতি বেশ্যায়াঃ পাণিগ্রহণবিধিঃ সৌভাগ্যবর্দ্ধনং চ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। এক বৎসরের পরেও পাণিগ্রহীতা যে রাত্রিতে আহ্বান করিবে, লাভ ত্যাগ করিয়াও সে রাত্রি তাহার নিকটেই আসিতে হইবে; (ইহা স্বামীর পরিচর্য্যা, ইহা করিতে হয় বলিয়াই পাণিগৃহীতা গণিকা দুহিতার নাম পরিচারিকা) বেশ্যার পাণিগ্রহণ বিধি এইরূপ এবং ইহাও সৌভাগ্যবর্দ্ধন। ২২।

এতেন রঙ্গোপজীবিনাং কন্যা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। এই বিবাহ বিধান দ্বারা রঙ্গজীবীদিগের কন্যা-বিবাহও ব্যাখ্যাত হইল। ২৩।

ব্যাখ্যা। গণিকা-কন্যার পাণিগ্রহণ-কথা দ্বারা রঙ্গজীবি-কন্যার পাণি-গ্রহণও বুঝিয়া লইবে। ইহা বিবাহ-সংস্কার নহে,—কামনা পরতন্ত্রের রাজ-বিধির অনুমোদিত স্ত্রী-সংগ্রহমাত্র। ২৩।

তস্মৈ তু তাং দদ্যুর্য এষাং তুর্যে বিশিষ্টমুপকুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি শুভঙ্করণম্।

অনুবাদ। বিশেষের মধ্যে এই—রঙ্গজীবীরা নিজ কন্যাকে তাহার হস্তেই প্রদান করিবে—যে ব্যক্তি নৃত্যগানাদি শিক্ষা বিষয়ে বিশিষ্ট উপকার করিবে। টীকাকার বলেন,—নৃত্যগীত কার্য্যে যে ব্যক্তি ইহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, তাহার হস্তে অর্পণ করিবে। ২৫। শুভঙ্করণ প্রকরণ সমাপ্ত।

ধত্তূরকমরিচপিপ্পলীচূর্ণৈর্মধুমিশ্রৈর্লিপ্তলিঙ্গস্য সম্প্রয়োগো বশী-করণম্ ॥ ২৫ ॥

টীকা। ধত্তূরকেতি। ধত্তূরকবীজানি চূর্ণৈরিতি সমীকৃতানাম্, মধুমিশ্রৈরিতি, মাক্ষিকমধুমিশ্রৈঃ, যথা ন চ প্রযোজ্যা জানাতি লিপ্তলিঙ্গো মামভি-গচ্ছতীতি ॥ ২৫ ॥

বাতোদ্‌ভ্রান্তপত্রং মৃতকনির্ম্মালাং ময়ূরাস্থিচূর্ণাবচূর্ণং বশী-করণম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। বাতোদ্‌ভ্রান্ত-পত্র মৃতক-নির্ম্মালা, আর ময়ূরের অস্থিচূর্ণ (স্ত্রীলোকগণের মস্তকে ও পুরুষের পদদ্বয়ে) মাখিলে বশীকরণ হয়। ২৬।

ব্যাখ্যা। বাতোদ্‌ভ্রান্তপত্র বাত্যাবেগে ঘূর্ণিত ও উর্দ্ধে উত্থিত তেজপত্র বামহস্তে ধরিতে হয়। মৃতক-নির্ম্মাল্য—শবের বক্ষস্থিত মালা বা বস্ত্রাদির অবশেষ। ময়ূরের অস্থি, জীবঞ্জীবক পক্ষীর অস্থি ইহা টীকাকার বলেন। চকোর পক্ষীর নাম জীবঞ্জীবক ইহা অমরকোষে আছে, এই দ্রব্যচূর্ণ মাখিয়া যে রমণীর নিকট যাইবে সেই বশীভূত হইবে। ২৮।

স্বয়ংমৃতায়া মণ্ডলকারিকায়াশ্চূর্ণং মধুসংযুক্তং সহামলকৈঃ স্নানং বশীকরণম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। মণ্ডলাকারে উড্ডয়ন-শীলা পক্ষিণী (গৃধ্র জাতীয়া) স্বয়ং মরিয়া থাকিলে,—(তাহা শুষ্ক করিয়া) তাহার চূর্ণ মধু-মিশ্রিত করিয়া আমলকী-পিষ্ট সহ তদ্দ্বারা স্নান বশীকরণ।

ব্যাখ্যা। এইরূপ ভাবে স্নান করিয়া যে রমণীর নিকট যাইবে—সে বশীভূত হইবে। ২৭।

বজ্রস্নুহীগণ্ডকানি খণ্ডশঃ কৃতানি মনঃশিলাগন্ধপাষাণচূর্ণেনা-ভ্যক্তানি সপ্তকৃত্বঃ শোষিতানি চূর্ণয়িত্বা মধুনা লিপ্তলিঙ্গস্য সম্প্রয়োগো বশীকরণম্ ॥ ২৮ ॥

বজ্রস্নুহীতি। যা সাস্রিঃ, গণ্ডকানি খণ্ডশ ইতি খণ্ডং খণ্ডং কৃতানি, সপ্তকৃত্ব ইতি সপ্ত বারান ॥ ২৮ ॥

এতেনৈব রাত্রৌ ধূমং কৃত্বা তদ্ধূমতিরস্কৃতং সৌবর্ণং চন্দ্রমসং দর্শয়তি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। বজ্রস্নুহীর (তেকাটা বা তেশিরা গাছ) তাহার গণ্ডক গ্রন্থি-গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া, গন্ধক চূর্ণ তাহাতে মাখাইয়া শুষ্ক করিবে, এইরূপ সাত বার করিবার পরে (অগ্নিযোগে) তাহাতে ধূম উৎপাদন করিলে—সেই ধূমাচ্ছন্ন চন্দ্র সুবর্ণময় দেখাইবে (ইহা বিস্ময় প্রদর্শন)। ২৯।

এতৈরেব চূর্ণৈর্বানরপুরীষমিশ্রিতৈর্যাং কন্যামবকিরেৎ সাঽন্যস্মৈ ন দীয়তে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। ঐ চূর্ণ বানর-বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া যে কন্যার গাত্রে নিক্ষেপ করিবে—তাহাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করা ঘটিবে না। অর্থাৎ যে নিক্ষেপ করিবে তাহাকেই সম্প্রদান পাত্র করিতে হইবে। ৩০।

বচাগণ্ডকানি সহকারতৈললিপ্তানি শিংশপাবৃক্ষস্কন্ধমুৎকীর্য ষণ্মাসং নিদধ্যাৎ ততঃ ষড়্‌ভির্মাসৈরপনীতানি দেবকান্তমনুলেপনং বশীকরণং চেত্যাচক্ষতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। শিংশপা বৃক্ষ-স্কন্ধ (শিশুগাছের গুঁড়ি) উৎকীর্ণ করিয়া—কুরিয়া অর্থাৎ ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে সহকার তৈল-লিপ্ত—বচাগণ্ডক (বচের গাঁইট) স্থাপন করিয়া ছয় মাস রাখিবে, ছয় মাসের পর বাহির করিবে, সেই বস্তু দেবতার প্রিয় অনুলেপন, তাহা বশীকরণ বস্তু বলিয়াও কথিত। ৩১।

ব্যাখ্যা। সহকার—অতি সৌরভযুক্ত আম্রবৃক্ষ। সেই বৃক্ষের ত্বক হইতে কষায় ও কল্ক প্রস্তুত করিয়া—তৈলপাক রীতিক্রমে তিলতৈলে সিদ্ধ করিলে সহকারতৈল হয়। ৩১।

তথা খদিরসারজানি শকলানি তনূনি যং বৃক্ষমুৎকীর্য ষণ্মাসং নিদধ্যাৎ তৎপুষ্পগন্ধীনি ভবন্তি গন্ধর্ব্বকান্তমনুলেপনং বশীকরণং চেত্যাচক্ষতে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। খদির-সারসম্ভূত পাতলা পাতলা খণ্ড (সহকারতৈলে লিপ্ত করিয়া) যে (সুরভি পুষ্প) বৃক্ষের গুঁড়িতে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ছয় মাস রাখিবে ঐ সকল খাদিরখণ্ড ঐ বৃক্ষের পুষ্পগন্ধ বহন করিবে, উহা গন্ধর্ব্বকান্ত অনুলেপন, বশীকরন বলিয়াও কথিত। ৩২।

প্রিয়ঙ্গবস্তগরমিশ্রাঃ সহকারতৈলদিগ্ধা নাগকেসরবৃক্ষমুৎকীর্য ষণ্মাসং নিহিতা নাগকান্তমনুলেপনং বশীকরণমিত্যাচক্ষতে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। তগর-মিশ্রিত প্রিয়ঙ্গুখণ্ড সহকার-তৈলে লিপ্ত করিয়া—নাগকেশরবৃক্ষে ছিদ্রসম্পাদনপূর্ব্বক তন্মধ্যে ছয়মাস স্থাপন করিলে, উহা নাগকান্ত অনুলেপন হয়। উহা বশীকরণ বস্তু বলিয়া খ্যাত। ৩৩।

ব্যাখ্যা। মূলে 'প্রিয়ঙ্গবঃ' আছে,—তাহার অর্থ 'প্রিয়ঙ্গু কুসুম' ইহা টীকাকার বলেন। ৩৩।

উষ্ট্রা[স্থা]স্থি ভৃঙ্গরাজরসেন ভাবিতং দগ্ধমঞ্জনং নলিকায়াং নিহিতমুষ্ট্রাস্থিশলাকয়ৈব স্রোতোঽঞ্জনসহিতং পুণ্যং চক্ষুষ্যং বশীকরণং চেত্যাচক্ষতে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। উষ্ট্রের অস্থি ও ভৃঙ্গরাজ (ভিমরাজ) রসে (একবিংশতিবার) ভাবনা দিবে, অন্তর্ধূমে তাহা দগ্ধ করিলে অঞ্জনাকার হইবে,—তাহা স্রোতোঽঞ্জন —(যমুনা স্রোতঃসম্ভূত অঞ্জন,—সৌবীর নামেও প্রসিদ্ধ) সহ প্রস্তরে মিশাইয়া, মসৃণ, অঞ্জন হইলে উষ্ট্রাস্থি-শলাকা দ্বারা চক্ষুতে লাগাইলে, তাহা চক্ষুর উপকারী, পুণ্য—স্বচ্ছতা-সম্পাদক এবং বশীকরণ বলিয়াও আখ্যাত। ৩৪।

ব্যাখ্যা। এই অঞ্জন চক্ষুতে দিয়া যাহাকে প্রথম দর্শন করিবে, সেই বশীভূত হইবে। ৩৪।

এতেন শ্যেনভাসময়ূরাস্থিময়ান্যঞ্জনানি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৩৫ ॥

ইতি বশীকরণম্।

অনুবাদ। ইহার দ্বারাই শ্যেনপক্ষী ভাসপক্ষী এবং ময়ূরের অস্থিসম্ভূত অঞ্জনও ব্যাখ্যাত হইল। ৩৫। বশীকরণ সমাপ্ত।

উচ্চটাকন্দশ্চব্যা যষ্টীমধুকং চ সশর্করেণ পয়সা পীত্বা বৃষী-ভবতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। উচ্চটা মূল, (উচ্চটা গুঞ্জা বা ভূমি আমলকী) চব্যা (চই) যষ্টিমধু গব্যদুগ্ধে ক্বথিত করিয়া শীতল হইলে তাহা পান করিবে, ইহাতে বাজীকরণ হয়। ৩৬।

মেষবস্তমুষ্কসিদ্ধস্য পয়সঃ সশর্করস্য পানং বৃষত্বযোগঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। মেষ বা ছাগের মুষ্কসহ গোদুগ্ধ ক্বথিত করিয়া শর্করাযোগে তাহা পান করিলে বাজীকরণ হয়। ৩৭।

তথা বিদার্য্যাঃ ক্ষীরিকায়াঃ স্বয়ংগুপ্তায়াশ্চ ক্ষীরেণ পানম্ ॥ ৩৮॥

অনুবাদ। বিদারীর মূল, ক্ষীরিকার ফল, স্বয়ংগুপ্তার মূল কথিত—দুগ্ধসহ পানে বাজীকরণ হয়। ৩৮।

তথা প্রিয়ালবীজানাং মোরটা[ক্ষীর]বিদার্য্যোশ্চ ক্ষীরেণৈব ॥৩৯॥

অনুবাদ। প্রিয়ালবীজ-শস্য কথিত দুগ্ধযোগে পান এবং ইক্ষুমূল ও বিদারীমূল কথিত দুগ্ধযোগে পানও বাজীকরণ। ৩৯।

শৃঙ্গাটক-কসেরু-মধূলিকানি ক্ষীরকাকোল্যা সহ পিষ্টানি সশর্করেণ পয়সা ঘৃতেন মন্দাগ্নিনোৎকরিকাং পক্বা যাবদর্থং ভক্ষিতবানন্তাঃ স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪০ ॥

টীকা। শৃঙ্গাটকঃ প্রসিদ্ধঃ তস্য সর্ব্বং গ্রাহ্যং, কসেরুকা প্রতীতা কচমল্লিকাথবা গুচ্ছ্য মধূলিকা মধুকফলত্বাৎ মধুকং যষ্টীমধু, ক্ষীরকাকোলী বণিগ্দ্রব্যং পিষ্টা সমাংশানি, উৎকরিকা অপূপিকা. যাবদর্থমিতি যাবত্তৃপ্তি ভক্ষিতবান, অনন্তা ইতি বহ্বীঃ ॥ ৪০ ॥

মাষকমলিনীং পয়সা ধৌতামুষ্ণেন ঘৃতেন মৃদূকৃতোদ্ধৃতাং বৃদ্ধবৎসায়াঃ গোঃ পয়ঃ-সিদ্ধং পায়সং মধুসর্পির্ভ্যামশিত্বাঽনন্তাঃ স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪১ ॥

টীকা। মাষকমলিনীং মাষদ্বিদলিকাং পয়সা ধৌতামিতি জলেন নিস্তুষীকৃত্য সংশোধ্য চ ধৌতাং বৃদ্ধবৎসায়া ইতি বর্করিকায়া, অশিত্বেতি শীতীভূতং মধুসর্পির্ভ্যাং বিষমাভ্যাং সংযোজ্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥

বিদারা স্বয়ংগুপ্তা শর্করা মধুসর্পির্ভ্যাং গোধুমচূর্ণেন পোলিকাং কৃত্বা যাবদর্থং ভক্ষিতবানন্তাঃ স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে ॥৪২

টীকা। গোধুমচূর্ণেনেতি। কণিকায়া ॥ ৪২ ॥

চটকাণ্ডরসভাবিতৈস্তণ্ডুলৈঃ পায়সং সিদ্ধং মধুসর্পির্ভ্যাং প্লাবিতং যাবদর্থমিতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥ ৪৩ ॥

টীকা। চটকেতি। গ্রাম্যপক্ষিণোঽণ্ডানাং রসে ভাবিতৈস্তণ্ডুলৈঃ সম্পাদিতং পায়সং মধুঘৃতপ্লাবিতং যদি ভুঙ্ক্তে ততঃ প্রভূতরতিশক্তিঃ তরুণোঽনন্তাঃ স্ত্রিয় উপগচ্ছতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চটকাণ্ডরসভাবিতানপগতত্বচস্তিলান্ শৃঙ্গারক কসেরুক-স্বয়ংগুপ্তাফলানি গোধূমমাষচূর্ণৈঃ সশর্করেণ পয়সা সর্পিষা চ পক্বং সংযাবং যাবদর্থং প্রাশিতবানিতি সমানং পূর্ব্বেণ ॥৪৪ ॥

টীকা। চটকাণ্ডরসেতি। গ্রাম্যচটকস্য স্বয়ং স্ফুটিতে অণ্ডে স্বয়ং মৃতেন পোতেন রসকঃ কার্য্যঃ তেন ভাবিতানীত্যর্থঃ, অপগতত্বচ ইতি নিস্তুষাঃ, স্বয়ংগুপ্তায়াঃ ফলানি ন তু মূলং গ্রাহ্যং, পক্বং সংযাবমিতি পানকম্ ॥ ৪৪ ॥

সর্পিষো মধুনঃ শর্করায়া মধুকস্য চ দ্বে দ্বে পলে মধুরসায়াঃ কর্ষঃ প্রস্থং পয়স ইতি ষড়ঙ্গমমৃতং মেধ্যং বৃষ্যমায়ুষ্যং যুক্তরসমিত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। গব্যঘৃত, মধু, শর্করা এবং যষ্টিমধু দুই দুই পল—(পল পরিমাণ বৈদ্যকশাস্ত্রে ৮ তোলা ; লৌকিক পরিমাণ ৩ তোলা ২ মাসা ৮ রতি) মধুরসা (দ্রাক্ষা, টীকাকারমতে মূর্ব্বালতা) এক কর্ষ (৮০ রতি) এবং দুগ্ধ এক প্রস্থ (বৈদ্য পরিভাষামতে ২ শরা, টীকাকারমতে ৩২ পল) এই ষড়ঙ্গ—অমৃত, মেধাকর, বাজীকরণ, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ও রসায়ন—ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ৪৫।

শতাবরীশ্বদংষ্ট্রাগুড়কষায়ে পিপ্পলীমধুককল্কে গোক্ষীরচ্ছাগঘৃতে পক্বে তস্য পুষ্পারম্ভেণান্বহং প্রাশনং মেধ্যং বৃষ্যমায়ুষ্যং যুক্তরসমিত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। শতাবরী (শতমূলী) শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর) এবং গুড়ের কষায় দ্রবে, পিপ্পলি ও যষ্টিমধুর কল্ক—গোদুগ্ধ-প্রক্ষেপযুক্ত ছাগঘৃতে কষায় কল্ক

প্রদান দ্বারা পক্কঘৃত প্রস্তুত করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে তাহার ভোজন আরম্ভ করিবে। প্রতিদিন ভোজন—মেধাবর্দ্ধক বাজীকরণ আয়ুষ্কর রসায়ন, ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ৪৬।

শতাবর্য্যাঃ শ্বদংষ্ট্রায়াঃ শ্রীপর্ণীফলানাং চ ক্ষুণ্ণানাং চতুর্গুণিত-জলেন পাক আ-প্রকৃত্যবস্থানাৎ তস্য পুষ্পারম্ভেণ প্রাতঃ প্রাশনং মেধ্যং বৃষ্যমায়ুষ্যং যুক্তরসমিত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪৭ ॥

টীকা। শ্রীপর্ণী কাশ্মীরী। ৪৭।

শ্বদংষ্ট্রাচূর্ণসমন্বিতং তৎসমমেব যবচূর্ণং প্রাতরুত্থায় দ্বিপলক-মনুদিনং প্রাশ্নীয়ান্মেধ্যং বৃষ্যং[মায়ুষ্যং] যুক্তরসমিত্যাচার্য্যাঃ প্রচ-ক্ষতে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। গোক্ষুর-চূর্ণ ও যবচূর্ণ স্ব স্ব ভাগে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহা হইতে দুই পল প্রতিদিন সেবন করিবে—উহা মেধাবর্দ্ধক, বাজীকরণ, রসায়ন ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ৪৮।

আয়ুর্ব্বেদাচ্চ বেদাচ্চ বিদ্যাতন্ত্রেভ্য এব চ।
আপ্তেভ্যশ্চাববোদ্ধব্যা যোগা যে প্রীতিকারকাঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। বৈদ্যশাস্ত্র অথর্ব্ববেদ, তন্ত্রশাস্ত্র এবং বিশ্বাসী অভিজ্ঞগণের নিকট হইতে প্রীতিকারক যোগ শিক্ষা করিবে। ৪৯।

ন প্রযুঞ্জীত সন্দিগ্ধান্ন শরীরাত্যয়াবহান্।
ন জীবঘাতসম্বদ্ধান্নাশুচিদ্রব্যসংযুতান্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। দ্রব্যযোগ বিষয়ে যদি অণুমাত্র সন্দেহ থাকে,—তাহা ব্যবহার্য্য হইবে না, যাহা শরীরনাশের হেতু হইতে পারে, তাহা ব্যবহার্য্য নহে। জীব-হত্যামূলক বা অশুচিদ্রব্য-সংযুক্ত যোগও ব্যবহার্য্য হইবে না। ৫০।

ব্যাখ্যা। এই শাস্ত্রেও জীবহত্যামূলক বা অশুচিদ্রব্য-সংযুক্ত যে যোগ

আছে, তাহাও শিষ্টানুমোদিত নহে, এই কারণে তাহা সর্বজন ব্যবহার্য্য নহে— যাহারা বিধি-নিষেধ মানে না, তাহারাই তাহা ব্যবহার করিবে। এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে বাৎস্যায়নের স্ববচন-বিরোধ হয়। ৫০।

তপোযুক্তঃ * প্রযুঞ্জীত শিষ্টৈরনুগতান্ বিধীন্। †
ব্রাহ্মণৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ মঙ্গলৈরভিনন্দিতান্॥ ৫১॥

ইতি বৃষ্যযোগপ্রকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে ঔপনিষদিকে সপ্তমেঽধিকরণে সুভগংকরণং বশীকরণং বৃষ্যাশ্চ যোগাঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ ও সুহৃজ্জনের মঙ্গলাশীর্বাদে অভিনন্দিত, শিষ্টানুমোদিত বিধি, তপোনিষ্ঠ হইয়া প্রয়োগ বা অনুসরণ করিবে। ৫১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

* তপোযুক্তানিতি পাঠান্তরম্। † শিষ্টৈরপি ন নিন্দিতানিতি পাঠান্তরম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চণ্ডবেগাং রঞ্জয়িতুমশক্নুবন্ যোগানাচরেৎ ॥ ১ ॥

টীকা। দ্বিবিধং রতমপত্যফলং রাতফলঞ্চ। পূর্ব্বত্র বৃষ্যযোগা উক্তাঃ, দ্বিতীয়ে নষ্টরাগপ্রত্যানয়নমুচ্যতে, কস্যচিৎ স্বভাবতোঽবস্থায়া বা বিনষ্টো রাগঃ যোগাৎ প্রত্যানীয়তে। যদাহ—চণ্ডবেগামিতি। রঞ্জয়িতুং সুখয়িতুমশক্নুবন নষ্টরাগত্বাৎ, যোগানিতি প্রয়োগান্ ॥ ১ ॥

[নায়ক-নায়িকার প্রীতিবর্দ্ধনার্থ বহু কৃত্রিম উপায়ের উপদেশ আছে দ্রব্যের অদৃশ্যতাসাধন, দীর্ঘকাষ্ঠে সর্প-ভ্রম উৎপাদন ও জলকে দুগ্ধবৎ করা, লৌহকে তাম্র করা,—এই সব বিচিত্র কার্য্য কথিত হইয়াছে। মূল ও টীকা দ্রষ্টব্য। ১—৪৯।]

রতস্যোপক্রমে সম্বাধস্য করেণোপমর্দ্দনং তস্যা রসপ্রাপ্তিকালে চ রতযোজনমিতি রাগপ্রত্যানয়নম্ ॥ ২ ॥

টীকা। নষ্টো রাগো দ্বিবিধো মন্দো ধ্বস্তশ্চ। তত্র মন্দঃ প্রবর্ত্তকোঽপ্রবর্ত্তকশ্চ। তত্র পূর্ব্বমধিকৃত্যাহ—রতস্যেতি। সম্প্রয়োগস্য, উপক্রম ইত্যারম্ভে, যদ্যপি মন্দো রাগো রতে প্রবর্ত্তয়তি স্তব্ধলিঙ্গত্বাৎ তথাপি প্রথমং সম্বাধস্য ভগস্য করেণোপমর্দ্দনং গজহস্তেন ক্ষোভনং কার্য্যং, তস্যা ইতি চণ্ডবেগায়াঃ করোপমর্দ্দনাদ্রসপ্রাপ্তিকালে, রতযোজনমিতি যন্ত্রযোজনং, রাগপ্রত্যানয়নমিতি স্ত্রীচ্ছয়া তাবন্তং কালং রাগস্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ ॥ ২ ॥

ঔপরিষ্টকং মন্দবেগস্য গতবয়সো ব্যায়তস্য রতশ্রান্তস্য চ রাগপ্রত্যানয়নম্ ॥ ৩ ॥

টীকা। অপ্রবর্ত্তকমধিকৃত্যাহ—মন্দবেগস্যেতি। যস্যোৎপন্নোঽপি রাগো ন প্রবর্ত্তয়তি লিঙ্গস্যানতিস্তব্ধত্বাৎ তস্যোপরিষ্টকেন রাগপ্রত্যানয়নং তেনৈব

বিস্পষ্টিসুখস্যোৎপাদনাৎ, গতবয়স ইতি বৃদ্ধস্য, ব্যায়তস্য চেতি মেদস্বিনঃ, উভয়স্যাপি ধ্বস্তো রাগো লিঙ্গস্য দুঃখেন উত্থাপ্যমানত্বাৎ তাভ্যামেবৌপরিষ্টিক-মেব রাগপ্রত্যানয়নং রতযোজনে প্রবর্ত্তয়িতব্যামসমর্থত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অপদ্রব্যাণি বা যোজয়েৎ ॥ ৪ ॥

টীকা। অপেতি। অপদ্রব্যাণি চ যোজয়েৎ, যস্য প্রবর্ত্তকোঽপ্রবর্ত্তকশ্চ রাগঃ স কৃত্রিমাণি সাধনপ্রকারাণি চ যোজয়েৎ ॥ ৪ ॥

তানি সুবর্ণরজততাম্রকালায়সগজদন্তগবলদ্রব্যময়াণি ॥ ৫ ॥

টীকা। তান্যবিদ্ধস্য বিদ্ধস্য বা লিঙ্গস্য। তত্র পূর্ব্বমধিকৃত্যাহ—তানীতি। সুবর্ণাদয়ো দ্রব্যাণি যেষামপদ্রব্যাণামিতি সমাসঃ, তত্র কালায়সং লোহং, গবলং শৃঙ্গং প্রতীতং, দ্রব্যশব্দঃ প্রত্যেকং যোজ্যঃ ॥ ৫ ॥

ত্রাপুষাণি সৈসকানি চ মৃদূনি শীতবীর্য্যাণি বৃষ্যাণি কর্ম্মণি চ ধৃষ্ণূনি * ভবন্তীতি বাভ্রবীয়া যোগাঃ ॥ ৬ ॥

টীকা। ত্রাপুসাণি ত্রপুষো বিকারত্বাৎ, "ত্রপুজতুনোঃ ষুক্" তেষাং গুণানাহ মৃদূনীতি। মৃদুত্বাৎ সাবনস্পর্শং নয়ন্তি, শীতবীর্য্যত্বঞ্চ প্রবেশকালে শীতলং স্পর্শং, কর্ম্মণি চ ব্যবহারে ধৃষ্ণূনি ধর্ষণশীলানি ভবন্তি অত্যুত্তেজকত্বাৎ, দারু-ময়াণি তু বিপরীতানীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

দারুময়াণি সাম্যতশ্চেতি বাৎস্যায়নঃ ॥ ৭ ॥

টীকা। সাম্যতশ্চেতি। কিঞ্চিদেব কস্যাশ্চিৎ প্রিয়ত্ববতি, অতো দারু-ময়াণ্যপি যোজ্যানীতি মন্যতে ॥ ৭ ॥

লিঙ্গপ্রমাণান্তরং বিন্দুভিঃ কর্কশপর্য্যন্তং বহুলং স্যাৎ ॥ ৮ ॥

টীকা। তানি প্রকারান্তরেণ দর্শয়ন্নাহ—লিঙ্গপ্রমাণান্তরমিতি। যৎ স্তব্ধস্য

* কর্ম্মসহিষ্ণূনি ইতি পাঠান্তরম্।

লিঙ্গস্থানাহঃ প্রমাণং, তদন্তরং ছিদ্রং যস্য, বিন্দুভিরিত্যুৎকীর্ণৈঃ কর্কশপর্য্যন্তং কর্কশপৃষ্ঠমিত্যর্থঃ, তন্বলয়মিব পিনদ্ধং স্তব্ধলিঙ্গং সংপিণ্ড্য তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥

এত এব দ্বে সঙ্ঘাটী ॥ ৯ ॥

টীকা। এতে এবেতি। বলয়ে দ্বে চতুর্ষু ত্রিষু বা স্থানেষু বিশিষ্টসন্ধিনী ঘটিতে ॥ ৯ ॥

ত্রিপ্রভৃতি যাবৎ-প্রমাণং বা চূড়কঃ ॥ ১০ ॥

টীকা। ত্রীতি। ত্রিপ্রভৃতি যাবৎপ্রমাণং লিঙ্গস্যায়ামঃ তাবৎপ্রমাণঃ চূড়কঃ ॥ ১০ ॥

একামেব লতিকাং প্রমাণবশেন বেষ্টয়েদিত্যেকচূড়কঃ ॥ ১১ ॥

টীকা। একামেব লতিকামিতি। লতাকারা সীসকাদিময়ী, প্রমাণবশেনেতি লিঙ্গস্যায়ামপরিণাহবশেন বেষ্টয়েদেকচূড়কঃ ॥ ১১ ॥

উভয়তোমুখচ্ছিদ্রঃ স্থূলকর্কশবৃষণগুটিকাযুক্তঃ প্রমাণবশযোগী কট্যাং বদ্ধঃ কঞ্চুকো জালকং বা ॥ ১২ ॥

টীকা। উভয়ত ইতি। দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ, মুখচ্ছিদ্র ইতি যেন ভাগেন লিঙ্গং প্রবেশ্যতে তন্মুখং তদ্দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ ছিদ্রং কটিবন্ধনসূত্রপ্রক্ষেপণার্থং যস্য, কর্কশবৃষণগুটিকাযুক্ত ইতি উৎকীর্ণৈঃ কর্কশবিন্দুভির্যুক্তঃ কঞ্চুকঃ সর্ব্বলিঙ্গমবচ্ছাদ্যাবস্থিতত্বাৎ, যস্য জালকমিতি প্রতীতিঃ, স দ্বিধা গরকঞ্চুকো যোঽযমুক্তঃ, শ্লক্ষ্ণকঞ্চুকো যো মসৃণপৃষ্ঠঃ, তদুভয়মপি সমন্তাৎ কঞ্চুকঃ। যস্তু মণিভাগমাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি সোঽর্দ্ধকঞ্চুকঃ যস্য মণিরক্ষ ইতি প্রতীতিঃ, গুলিকাভিরন্তরান্তরা মুক্তসন্ধিকতয়োৎকীর্ণাভির্যুক্তো জালকং তদ্ দ্বিবিধম, উৎকীর্ণজালকং যদিদমুক্তং, বলয়ং বহুচ্ছিদ্রং কৃত্বা দৃঢ়সূত্রাণ্যববধ্য ছিদ্রস্ফোটিতগুলিকাদিভির্বিবদ্ধগুলিকাং দত্বা বিরচ্যতে, তন্মণিজালকং তস্যাগ্রে বিধানিকাযোজনং কার্য্যং, প্রমাণবশযোগীতি উভয়োরপি ঘটিতলিঙ্গস্যায়ামপরিণাহাবপেক্ষ্য সমন্তাৎ কঞ্চুকস্য জালকস্য চ যোগ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তদভাবেঽলাবুনালকং বেণুশ্চ তৈলকষায়ৈঃ সুভাবিতঃ সূত্রেণ কট্যাং বদ্ধঃ শ্লক্ষ্ণা কাষ্ঠমালা বা গ্রথিতা বহুভিরামলকাস্থিভিঃ সংযুক্তেত্যপবিদ্ধযোগাঃ॥ ১৩॥

টীকা। তদভাব ইতি। যথোক্তসংস্থানঘটনাভাবে বেণ্বাদীনাং যোজনং তেষাং লিঙ্গসংস্থানত্বাৎ, অত্র বেণ্বলাবুনালয়োরগ্রং তু প্রমৃষ্টং কার্য্যং সূত্রেণ কট্যাং বদ্ধ ইতি প্রমাণবশেন নির্ম্মোকবদাকৃষ্য চর্ম্ম, সুভাবিত ইতি কষায়ৈঃ কষায়িতঃ তৈলৈঃ স্নেহিতঃ কর্ম্মণ্যো ভবতি, শ্লক্ষ্ণা কাষ্ঠমালা বেতি মসৃণাভিঃ কাষ্ঠগুলিকাভিঃ অন্তরান্তরাঽমলকাস্থীনি দত্ত্বা গ্রথিতা মালা, তয়া তথা লিঙ্গস্য বেষ্টনং যথা সুশ্লিষ্টং ভবতি॥ ১৩॥

ন হ্যবিদ্ধস্য কস্যচিদ্ব্যবহৃতিরস্তীতি॥ ১৪॥

টীকা। বিদ্ধমধিকৃত্যাহ—ন হীতি। অবিদ্ধস্য লিঙ্গস্যেতি সম্বন্ধঃ ব্যবহৃতিঃ সম্প্রয়োগঃ॥ ১৪॥

দাক্ষিণাত্যানাং লিঙ্গস্য কর্ণয়োরিব ব্যধনং বালস্য॥ ১৫॥

টীকা। বালস্যেতি। যথা কর্ণয়োর্বালাবস্থায়ামেব ব্যধনং তথা লিঙ্গস্যাপি; চ তত্র অন্যস্য বা লিঙ্গস্য॥ ১৫॥

যুবা তু শস্ত্রেণ চ্ছেদয়িত্বা যাবদ্ রুধিরস্যাগমনং তাবদুদকে তিষ্ঠেৎ॥ ১৬॥

টীকা। ব্যধনবিধিমাহ—যুবা তু শস্ত্রেণেতি। ভেদয়িত্বেত্যনেন কুশলেন বহিশ্চর্ম্মাকৃষ্যান্তত্র স্থাপয়িত্বা শিরাং ত্যক্ত্বা তির্য্যক্ছেদয়েৎ যথোভয়তশ্ছিদ্রং ভবতি উদকে তিষ্ঠেদ্রুধিরস্তম্ভনার্থম্॥ ১৬॥

বৈশদ্যার্থং চ তস্যাং রাত্রৌ নির্ব্বন্ধাদ্ব্যবায়ঃ॥ ১৭॥

টীকা। বৈশদ্যার্থমিতি। ছিদ্রস্যাসঙ্কোচার্থং, নির্ব্বন্ধাদ্ ব্যবায় ইতি বহুনা বারান্ মৈথুনং কার্য্যং, মমত্বে হি তৎপ্রতীকারস্য পীড়াভাবাৎ॥ ১৭॥

ততঃ কষায়ৈরেকদিনান্তরিতং শোধনম্ ॥ ১৮ ॥

টীকা। ততঃ কষায়ৈরিতি। পঞ্চকষায়শোধনং প্রক্ষালনং ব্রণস্য ॥ ১৮ ॥

বেতসকুটজশঙ্কুভিঃ ক্রমেণ বর্দ্ধমানস্য বর্দ্ধনৈর্ব্বন্ধনম্ ॥ ১৯ ॥

টীকা। বেতসাদিশঙ্কুভিঃ কীলকাদিভিঃ ক্রমেণ বর্দ্ধনং তেসাং ক্রমেণ বর্দ্ধমানত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

যষ্টিমধুকেন মধুযুক্তেন শোধনম্ ॥ ২০ ॥

টীকা। যষ্টিমধুকেন মধুযুক্তেন প্রলেপনং শোধনং শুদ্ধং হি ব্রণং রোহতি ॥ ২০ ॥

ততঃ সীসকপত্রকর্ণিকয়া বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২১ ॥

টীকা। তত ইতি। উত্তরকালং, সীসকপত্রকর্ণিকয়েতি সীসকস্য বর্দ্ধন-হেতুত্বাৎ, তৎপত্রন্তু তালপত্রবৎ সংবেষ্টিতং ক্ষিপ্রং বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২১ ॥

ম্রক্ষয়েদ্ভল্লাতকতৈলেনেতি ব্যধনযোগাঃ ॥ ২২ ॥

টীকা। ম্রক্ষয়েদ্ ভল্লাতকতৈলেন প্রবেশনার্থম্ ॥ ২২ ॥

তস্মিন্ননেকাকৃতিবিকল্পান্যপদ্রব্যাণি যোজয়েৎ ॥ ২৩ ॥

টীকা। তস্মিন্নিতি। বহুচ্ছিদ্রে, অনেকাকৃতিবিকল্পানীতি অনেকসংস্থানেন কল্পিতানি ॥ ২৩ ॥

বৃত্তমেকতো বৃত্তমুদূখলকং কুসুমকং কণ্টকিতং কাকাস্থিগজ-প্রহারিকমষ্টমণ্ডলিকং ভ্রমরকং শৃঙ্গাটকমন্যানি বোপায়তঃ কর্ম্মতশ্চ, বহুকর্ম্মসহতা চৈষাং মৃদুকর্কশতা যথাসাত্ম্যমিতি ॥ ২৪ ॥

ইতি নষ্টরাগপ্রত্যানয়নম্।

টীকা। বৃত্তমিতি বর্ত্তুলং মধ্যেঽস্য দ্রোণিকা কার্য্যা যত্র চর্ম্মপাশঃ তিষ্ঠতি, একতো বৃত্তমিতি অন্যতো দীর্ঘমষ্টমীচন্দ্রসদৃশং দ্রোণিকা তথৈব, উদূখলক-মুলূখলাকৃতি মধ্যে নিম্নং যত্র পাশঃ তিষ্ঠতি, কুসুমকং পদ্মকলিকাকৃতি মধ্যেঽস্য

দ্রোণিকা, কণ্টকিতং কারবিল্লসংস্থানম্ দ্রোণিকা তথৈব দ্বয়োর্দীর্ঘায়ামেন যোজনং, কাকাস্থিসমং চতুরশ্রং দ্রোণিকা তথৈব, গজপ্রলম্বিকঃ গজস্যাকৃতিঃ সিংহকর্ উৎকীর্ণনির্গতদন্তা তস্য গ্রীবাশিরোদন্তান্তরভাগেন দ্রোণিকা, অষ্টমঙ্গলাশ্রি তস্যোর্দ্ধাধঃ কোণেন দ্রোণিকা, ভ্রমরকং শকটাকৃতি পার্শ্বতঃ বালিকা-যোগাচ্চ চলচ্চক্রমায়ামেন দ্রোণিকা দ্বয়োরপি কোণেন প্রবেশনম্, অন্যানি চ যোজয়েৎ তত্রাপ্যুপায়তঃ, যে উপায়া রত্নে প্রতিপদান্তে কর্ম্মতশ্চেতি যানি চর্ম্ম-পাশেন সংযোজ্য কর্ম্মাণি নিরপায়ং ব্যাপার্য্যতে যথাসাত্ম্যমিতি মৃদুমধ্যাতিমাত্রেণ সম্বাধস্য কার্কশ্যং বুদ্ধা তদনুরূপং কার্কশ্যং বিধেয়ং, মার্দ্দবং চ যেযাং মসৃণতা বিদ্যাতে ॥ ২৪ ॥ ইতি নষ্টরাগপ্রত্যানয়নং প্রকরণম্।

এবং বৃক্ষজানাং জন্তূনাং শূকৈরুপবৃংহিতং তৃংহিতং লিঙ্গং দশরাত্রং তৈলেন মৃদিতং পুনরুপবৃংহিতং পুনঃ প্রমৃদিতমিতি জাতশোফং খট্টায়ামধোমুখস্তদন্তরে লম্বয়েৎ ॥ ২৫ ॥

টীকা। যথাহপদ্রব্যসংযোগাল্লিঙ্গং কৃশানাং তথাহকারস্য বৰ্দ্ধনমপীতি বৃদ্ধি-বিধয় উচ্যন্তে—এবমিতি। বৃক্ষজাতানামন্যেষামনুপযোগিত্বাদ্ জন্তূনামিতি কন্দলিকানাং, শূকৈঃ লোমভিঃ উপবৃংহিতমিতি সন্দংশকয়া জন্তূন গৃহীত্বা শূকৈঃ পার্শ্বেষু লিঙ্গং তাডয়েৎ তৃংহু হিংসায়ামিতি ধাতুপাঠাৎ, তৈলমৃদিত-মাক্রম্য জাতশোফমিতি জাতশ্বয়থু, শুদন্তরেণেতি খট্টাবস্থান্তরেণ লম্বয়েদ দৈর্ঘ্যার্থম্ ॥ ২৫ ॥

তত্র শীতৈঃ কষায়ৈঃ কৃতবেদনানিগ্রহং সোপক্রমেণ নিষ্পা-দয়েৎ ॥ ২৬ ॥

টীকা। তত্রেতি। ঈপ্সিতে প্রমাণে জাতে শীতৈঃ পঞ্চকষায়ৈঃ কৃত-বেদনানিগ্রহমিতি পরিষিচ্য পরিষিচ্যাপনীতবেদনম্, অন্যথা শোফো বৰ্দ্ধতে বেদনা চেতি ॥ ২৬ ॥

স যাবজ্জীবং শূকজো নাম শোফো বিটানাম্ ॥ ২৭ ॥

টীকা। স ইতি। স পূর্ব্বোক্তঃ শূকজো নাম শোকো যাবজ্জীবং চির-স্থায়ী বিটানাং ভবতি ॥ ২৭ ॥

অশ্বগন্ধাশবরকন্দজলশূকবৃহতীফলমাহিষনবনীতহস্তিকর্ণবজ্রবল্লী-রসৈরেকৈকেন পরিমর্দ্দনং মাসিকং বর্দ্ধনম্ ॥ ২৮ ॥

টীকা। শবরকন্দকং শবরমূলং, জলশূকং লোকপ্রতীতং, হস্তিকর্ণং বৃহৎ-পত্রম্ অটব্যাং ভবতি, বজ্রবল্লী অস্থিসংহারঃ, মাসিকমিতি বর্দ্ধিতং মাসে তিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥

এতৈরেব কষায়ৈঃ পক্কেন তৈলেন পরিমর্দ্দনং ষাণ্মাস্যম্ ॥ ২৯ ॥

টীকা। এতৈরেবেতি। অশ্বগন্ধাদিভিঃ কষায়ৈরিতি কল্কীকৃতৈঃ তৈলেন পরিমর্দ্দনং ষাণ্মাস্যমিতি বর্দ্ধনমিতি যোজ্যম্ ॥ ২৯ ॥

দাড়িমত্রপুসবীজানি বালুকা বৃহতীফলরসশ্চেতি মৃদ্বগ্নিনা পক্কেন তৈলেন পরিমর্দ্দনং পরিষেকো বা ॥ ৩০ ॥

টীকা। দাড়িমত্রপুষবীজানীতি। বালুকেতি এলবালুকা, বৃহতী বৃহত্যেব কণ্টকবৃহতী ইত্যনয়োর্দ্বন্দ্বঃ, অনয়োঃ ফলরসঃ পরিমর্দ্দনং পরিষেকো বা বর্দ্ধনং ষাণ্মাস্যমিতি যোজ্যম্ ॥ ৩০ ॥

তাংস্তাংশ্চ যোগানাপ্তেভ্যো বুধ্যেতেতি বর্দ্ধনযোগাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা। তাংস্তাংশ্চ যোগানিতি। বর্দ্ধনস্য যোগাঃ বৃদ্ধিবিষয়ঃ। ইতি বৃদ্ধি-যোগাঃ প্রকরণম্ ॥ ৩১ ॥

অথ স্নুহীকণ্টকচূর্ণৈঃ পুনর্নবাবানরপুরীষলাঙ্গলিকামূল-মিশ্রৈর্যামবকিরেৎ, সা নান্যং কাময়েত ॥ ৩২ ॥

টীকা। উক্তব্যতিরিক্তকার্য্যসাধনার্থং প্রকীর্ণকন্যায়েন চিত্রা যোগা উচ্যন্তে অথেতি প্রকরণাধিকারার্থম্। স্নুহীতি বজ্রী গ্রাহ্যা। অবাকিরেদিতি শিরস্যব-চূর্ণয়েৎ, নান্যং কাময়েত তস্যা অনেন রক্তত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

তথা। সোমলতাবল্গুজাভৃঙ্গলোহোপজিহ্বিকাচূর্ণৈর্ব্যাধিঘাতক-

জম্বুফল[রস]নির্য্যাসেন ঘনীকৃতেন চ লিপ্তসম্বাধাং গচ্ছতো রাগো নশ্যতি ॥ ৩৩ ॥

টীকা। সোমেতি সোমলতা, অবল্গুজং বাকুচীবীজং, ভৃঙ্গো ভৃঙ্গরাজঃ, লোহং লোহচূর্ণম্, উপজিহ্বিকা যাং বল্মীকং চিনোতি, ব্যাধিঘাতকঃ সুবর্ণশেফালিকা তস্যাঃ পত্রস্য নির্য্যাসঃ, জম্বুফলং তত্র চ নির্য্যাসঃ ফাণিতীকৃতেন তৈঃ সহ কল্কীকৃতেন রাগো নশ্যতি সংস্পর্শমাত্রেণ লিঙ্গং নোত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩॥

গোপালিকাবহুপাদিকাজিহ্বিকাচূর্ণৈর্ম্মাহিষতক্রযুক্তৈঃ স্নাতাং গচ্ছতো রাগো নশ্যতি ॥ ৩৪ ॥

টীকা। বহুপাদিকা কুণ্ডিকা যা বর্ষাসু ভবতি। স্নাতাং গচ্ছতো রাগো নশ্যতি ॥ ৩৪ ॥

নীপাম্রাতকজম্বূকুসুমযুক্তমনুলেপনং দৌর্ভাগ্যকরং স্রজশ্চ ॥৩৫॥

টীকা। স্রজশ্চেতি কুসুমযুক্তাঃ পিনদ্ধা দৌর্ভাগ্যকৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

কোকিলাক্ষফলপ্রলেপো হস্তিন্যাঃ সংহতমেকরাত্রে করোতি ॥৩৬॥

টীকা। কোকিলাক্ষঃ শ্বেতঃ, সংহতমিতি সঙ্কোচম্ ॥ ৩৬ ॥

পদ্মোৎপলকদম্বসর্জ্জকসুগন্ধচূর্ণানি মধুনা পিষ্টানি লেপো মৃগ্যা বিশালীকরণম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকা। পদ্মোৎপলেতি। কদম্বমিতি ব্রজকদম্বম্, সর্জ্জকসুগন্ধৌ বীরণস্থানে বর্ষাসু জায়েতে, বিশালীকরণমেকরাত্রে ॥ ৩৭ ॥

স্নুহীসোমার্কক্ষারৈরবল্গুজাফলৈর্ভাবিতান্যামলকানি কেশানাং শ্বেতীকরণম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকা। স্নুহীসোমার্কক্ষারৈরিতি। দগ্ধ্বা পরিস্রাব্য চ জলং গ্রাহ্যম্, অবল্গুজাফলৈশ্চ ক্ষারৈঃ ॥ ৩৮ ॥

মদয়ন্তিকাকুটজকাঞ্জনিকাগিরিকর্ণিকাশ্লক্ষ্ণপর্ণীমূলৈঃ স্নানং কেশানাং প্রত্যানয়নম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকা। মদয়ন্তিকা প্রসিদ্ধা কুটজকঃ যস্তেন্দ্রযবা ফলানি, অঞ্জনিকা কৃষ্ণকুসুমা প্রতীতা, গিরিকর্ণিকা প্রতীতা, শ্লক্ষ্ণপর্ণী কাশ্মীরী, কেশানামিতি শ্বেতীভূতানাং প্রত্যানয়নং পুনঃ কৃষ্ণীকরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এতৈরেব সুপক্কেন তৈলেনাভ্যঙ্গাৎ কৃষ্ণীকরণাৎ, ক্রমেণাস্য প্রত্যানয়নম্ ॥ ৪০ ॥

টীকা। এতৈরেবেতি। কলায়কস্কীকৃতৈঃ ক্রমেণেতি দিবসক্রমেণ স্বযমেব নিবর্ত্ততে কার্ষ্যম্ ॥ ৪০ ॥

শ্বেতাশ্বস্য মুষ্কস্বেদৈঃ সপ্তকৃত্বো ভাবিতেনালক্তকেন রক্তোঽধরঃ শ্বেতো ভবতি ॥ ৪১ ॥

টীকা। শ্বেতেতি। মুষ্কস্বেদেনেতি বৃষণপ্রস্বেদেন ॥ ৪১ ॥

মদয়ন্তিকাদীন্যেব প্রত্যানয়নম্ ॥ ৪২ ॥

টীকা। মদয়ন্তিকেতি। স্পষ্টম্ ॥ ৪২ ॥

বহুপাদিকাকুষ্ঠতগরতালীসদেবদারুবজ্রকন্দকৈরুপলিপ্তং বংশং বাদয়তো যা শব্দং শৃণোতি, সা বশ্যা ভবতি ॥ ৪৩ ॥

টীকা। বহিরিতি। উপলিপ্তমিতি ঔষধজলেন বহিরন্তশ্চ বহুশঃ ক্ষালিত-উপলিপ্তো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

ধত্তূরকফলযুক্তোঽভ্যবহার উন্মাদকরঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকা। ধত্তূরেতি। অভ্যবহার ইতি যদশনং পানং বা ॥ ৪৪ ॥

গুড়ো জীর্ণিতশ্চ প্রত্যানয়নম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকা। গুড়ো ভক্ষিতঃ প্রত্যানয়নম্, অভ্যবহারো বা যদা জীর্ণে ভবতি তদা স্বচ্ছতা ॥ ৪৫ ॥

হরিতালমনঃশিলাভক্ষিণো ময়ূরস্য পুরীষেণ লিপ্তহস্তো যদ্ দ্রব্যং স্পৃশতি, তন্ন দৃশ্যতে ॥ ৪৬ ॥

টীকা। হরিতালমনঃশিলাভক্ষিণ [illegible] সিতস্য [illegible] লক্ষম ॥ ৪৬ ॥

অঙ্গারতৃণভস্মনা তৈলেন বিমিশ্রমুদকং ক্ষীরবর্ণং ভবতি ॥ ৪৭ ॥

টীকা। [illegible] ॥ ৪৭ ॥

হরীতকাম্রাতকয়োঃ শ্রবণাপ্রিয়ঙ্গুকাভিশ্চ পিষ্টাভির্লিপ্তানি লোহভাণ্ডানি তাম্রীভবন্তি ॥ ৪৮ ॥

টীকা। হরীতকামাতক [illegible] ইতি প্রতীতিঃ, আম্রাতকঃ প্রসিদ্ধঃ [illegible] শ্রবণাপ্রিয়ঙ্গুকা জ্যোতিষ্মতীতি [illegible] সহ পিষ্টা ॥ ৪৮ ॥

শ্রবণাপ্রিয়ঙ্গুকাতৈলেন দুকূলসর্পনির্ম্মোকেণ বর্ত্ত্যা দীপং প্রজ্বাল্য পার্শ্বে দীর্ঘীকৃতানি কাষ্ঠানি সর্পবদ্ দৃশ্যন্তে ॥ ৪৯ ॥

টীকা। [illegible] সর্পনির্ম্মোকেণ [illegible] বর্ত্তিকা [illegible] মাত্রদর্শনাৎ [illegible] ॥ ৪৯ ॥

শ্বেতায়াঃ শ্বেতবৎসায়া গোঃ ক্ষীরস্য পানং যশস্যমায়ুষ্যম্ ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তানামাশিষঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। শুক্লবর্ণা শুক্লবৎসা গাভীর দুগ্ধ পান যশস্কর, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক; প্রশস্ত ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদও যশস্কর ও আয়ুষ্কর (এই পর্য্যন্ত চিত্রযোগ) ।৫০।৫১।

পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংদৃশ্য প্রয়োগাননুসৃত্য চ।
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেদিতম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বাচার্য্যগণের শাস্ত্রদর্শন ও প্রয়োগ অনুবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বক সংক্ষেপে এই কামসূত্র নিবেদিত হইল। ৫২।

ধর্ম্মমর্থং চ কামং চ প্রত্যয়ং লোকমেব চ।
পশ্যত্যেতস্য তত্ত্বজ্ঞো ন চ রাগাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, প্রত্যয় এবং তাহার সমস্তই দেখিতে পায়, সুতরাং রাগতঃ প্রবৃত্ত হয় না। ৫৩।

ব্যাখ্যা। এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ—কে? যে ইহার উপর দেখিয়া অকার্য্য করিবার কৌশল শিক্ষা করে, সে নহে;—সেই সব কৌশল তাহার আয়ত্তস্থানে সেই সব কৌশল প্রয়োগ না হইতে পারে [illegible] এবং তাহার দোষ দর্শন করিয়া যিনি তাহার হেয়ত্ব বুঝিয়াছেন,— কারণ,—শাস্ত্রে যখন পরলোকভীতি, ধর্ম্মপ্রদর্শন এবং শিষ্টাচার [illegible] প্রদর্শিত,—তখন সে শাস্ত্র যে লোককে বিপথে পরিচালিত করিবার উদ্ভূত, ইহা হইতেই পারে না। শাস্ত্রের তত্ত্ব জানিলে এরূপ ভ্রম হয় না। [illegible] হওয়ায় শাস্ত্রপথ ত্যাগ করিয়া কেবল রাগতঃ রমণী-কামনায় বশীভূত অসৎপথে প্রবৃত্ত হয় না। ৫৩।

অধিকারবশাদুক্তা যে চিত্রা রাগবর্দ্ধনাঃ।
তদনন্তরমত্রৈব তে যত্নাদ্বিনিবারিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। যে সকল [illegible]চিত্র ইহাতে প্রদর্শিত, তাহা পাঠে না লালসাবৃদ্ধি হইবেই, তাহা না বলাই [illegible] উচিত ছিল। ইহার [illegible] অধিকারবশে রাগবর্দ্ধন (লালসাবর্দ্ধক) যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইল, এই শাস্ত্রেই যত্নপূর্ব্বক তাহার আচরণ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ৫৯।

ব্যাখ্যা। মানবের স্বভাব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে নানাবিধ [illegible] মন্দস্বভাবসম্পন্ন, তাহার অধিকার মন্দকার্য্যে—শাস্ত্র থাক আর না তাহারা করিবেই, শাস্ত্র থাকিলে বরং অত্যাচার নিবৃত্তি কিঞ্চিৎ হইতে

যথা—চোলরাজ স্ত্রীহত্যা করিলেন, মন্দকার্য্যের মধ্যেও তাহার নিষেধ, তাঁহার অকর্ত্তব্যতার কথা বিজ্ঞাপিত হওয়ায় পরস্ত্রী-সঙ্গী বা বেশ্যাসঙ্গীও মিলনানন্দে মত্ত হইয়া অস্ত্র ব্যবহার করিবে না এ শিক্ষাটুকু পাইবে। শাস্ত্রাদেশ বুদ্ধিতে ধর্ম্ম কার্য্যের ন্যায় পরকীয়াদি সংগ্রহে যাহারা প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা শাস্ত্রের যখন স্পষ্ট নিষেধ পাইবে তখন তাহা মানিবে না কেন? শাস্ত্রও স্পষ্টরূপেই বলিয়া দিয়েছেন—শিষ্টের ইহা করিবার নহে। ৫৪।

ন শাস্ত্রমস্তীত্যেতেন প্রয়োগো হি সমীক্ষ্যতে।

শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্ত্বেকদেশিকান্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। শাস্ত্র আছে বলিয়াই যে প্রয়োগ দেখা যাইতেছে তাহা নহে—প্রয়োগ ব্যাপক শাস্ত্র ব্যাপ্য—একদেশী। ৫৫।

এ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। ৫৫।

বাভ্রবীয়াংশ্চ সূত্রার্থানাগম্য বিমৃশ্য চ।

বাৎস্যায়নশ্চকারেদং কামসূত্রং যথাবিধি ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন—বাভ্রবীয় সূত্রার্থ (গুরু মুখ হইতে) লাভ করিয়া এবং বিচার করিয়া যথাবিধি এই কামসূত্র রচনা করিয়াছেন। ৫৬।

তদেতদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ পরেণ চ সমাধিনা।

বিহিতং লোকযাত্রার্থং ন রাগার্থোহস্য সংবিধিঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্য্য এবং পরম সমাধিদ্বারা যাহাতে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহার জন্যই এই শাস্ত্র রচিত, লালসার জন্য ইহার প্রণয়ন নহে। ৫৭।

ব্যাখ্যা। পরম সমাধি অত্যন্ত শান্তি। পত্নী-ঘটিত অশান্তি পৃথ্বীর পক্ষে বড়ই ক্লেশদায়ক। এই গ্রন্থ পাঠে সে অশান্তি দূরীকরণের উপযোগী শিক্ষা-লাভ অনেক হয়। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত মানব প্রকৃত অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না, কামনা-পরতন্ত্রের কত প্রয়োগ কত কৌশল—আবার সেই সকল প্রয়োগ-

কৌশল অপরে আমার উপরেও বিন্যাস করিতে পারে এই চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যে প্রবৃত্ত করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ৫৭।

রক্ষন্ ধর্ম্মার্থকামানাং স্থিতিং স্বাং লোকবর্ত্তিনীম্।
অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যেব জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন ব্রহ্মচর্য্য সহকারে পরম সমাধি দ্বারা (যোগবল সম্পন্ন হইয়া) এই শাস্ত্র লোক-যাত্রার্থ করিয়াছেন, ইহার রচনা লালসার্থ নহে; ইহা ত্রিবর্গকর। এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি লোক মর্য্যাদা-স্থাপনে অনুকূল অনুপালনীয় ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পরস্পর সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিতে বাধ্য হন বলিয়া নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। ৫৮।

অবতরণিকা। ৫৭। ৫৮ সূত্রে কথিত ফল উচ্চাধিকারীর পক্ষে এই শাস্ত্র পাঠ হইতে হইয়া থাকে। মধ্যাধিকারীর ফল পরসূত্রে কথিত হইয়াছে,

তদেতৎ কুশলো বিদ্বান্ ধর্ম্মার্থাববলোকয়ন্।
নাতিরাগাত্মকঃ কামী প্রযুঞ্জানঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে ঔপনিষদিকে সপ্তমেঽধিকরণে নষ্টরাগ-প্রত্যানয়নং বৃদ্ধিবিধয়শ্চিত্রাশ্চ যোগা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। কামশাস্ত্রজ্ঞ দক্ষ ব্যক্তি এই শাস্ত্র অবগত হইয়া ধর্ম্ম এবং অর্থ-রূপ উভয় বর্গ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অতিলালসা পরিহার করত উপযুক্ত রূপে প্রয়োগ করিলে অনিন্দিত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৫৯।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

ঔপনিষদিকাখ্য সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত।

কামসূত্রং সম্পূর্ণম্।